ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

প্রণীতম্ ।

———(•)———

অমৃত পয়মপূর্ব্বং ভারতী কামধেনুং শ্রুতিগণ কৃত বৎসো ব্যাসদেবো দুদোহ ।
অতিরুচির পুরাণং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেতৎ পিবত পিবত মুগ্ধা দুগ্ধমক্ষয্যমিষ্টং ॥

প্রকৃতি খণ্ডম্ ।

কলিকাতা মৃজাপুর পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ সংখ্যক ভবনাৎ

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্নেন সংস্কৃতং

ভাষান্তরিতং প্রকাশিতঞ্চ ।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমাদিতঃ পঠেদশেষং সদনে চ যঃ পুমান্ ।
সংস্থাপয়েৎ সোঽত্র সুখস্য ভাজনং হ্যন্তে হরেঃ স্থানমুপৈতি তং স্মরণ্ ॥

কলিকাতা রাজধান্যাং

মৃজাপুর পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ২৩ সংখ্যক ভবনে

প্রাকৃতযন্ত্রে

শ্রীনৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তিনা মুদ্রিতং ।

শকাব্দা ১৮০৫ । সংবৎ ১৯৪০ ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের, প্রকৃতিখণ্ডের সূচীপত্র।

শ্রীপ্যারী মোহন গোস্বামী
সাং গোস্বামি দুর্গাপুর

প্রকৃতি খণ্ডম

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ॥

গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রীচ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা॥ ১॥
আবির্ব্বভূব সা কেন কাবা সা জ্ঞানিনাম্বরা।
কিম্বা তল্লক্ষণং বৎস! কোবা বক্তুং ক্ষমোভবেৎ॥ ২॥
কিঞ্চিত্তথাপি বক্ষ্যামি যৎশ্রুতং রুদ্রবক্ত্রতঃ॥ ৩॥
প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সাংপ্রকীর্ত্তিতা॥ ৪॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! ইতিপূর্ব্বে যে প্রকৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে সৃষ্টি কার্য্যে সেই মূল প্রকৃতি গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকার। ১।

সেই মূল প্রকৃতি কি নিমিত্ত আবির্ভূত হইলেন, জ্ঞানিগণের একান্ত প্রার্থনীয়া সেই মূল প্রকৃতিই বা কে, এবং তাঁহার লক্ষণই বা কি, তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? অর্থাৎ এ জগতে এমন কোন ব্যক্তিই নাই যে মূল প্রকৃতির প্রকৃত কারণ বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হন। ২।

কিন্তু তথাপি, রুদ্রদেবের শ্রীমুখাৎ যৎকিঞ্চিৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩।

"প্র" অর্থাৎ প্রকৃষ্ট, "কৃতি" অর্থাৎ সৃষ্টি; সুতরাং যে দেবী সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধানা, তিনিই প্রকৃতি নামে অভিহিত হন। ৪।

গুণে প্রকৃষ্টসত্ত্বেচ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তি শব্দ স্তমসি স্মৃতঃ॥ ৫॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥ ৬॥
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যাচ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৭॥
যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতিঃস্মৃতঃ॥ ৮॥
সাচ ব্রহ্মস্বরূপাচ মায়া নিত্যসনাতনী।
যথাত্মাচ যথাশক্তি যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা॥ ৯॥

শ্রুতি অর্থাৎ বেদে "প্র" শব্দে, আদিগুণ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ, 'কৃ' শব্দে মধ্যমগুণ অর্থাৎ রজোগুণ, 'তি' শব্দে অন্তগুণ অর্থাৎ তমোগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৫।

সুতরাং যে শক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণস্বরূপিণী, যে শক্তিতে কোন্ শক্তির অভাব নাই, এবং সৃষ্টিকার্য্য বিষয়ে যিনি সর্ব্ব প্রধানা, তিনিই মূলপ্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৬।

অথবা "প্র" শব্দের অর্থ প্রধান অর্থাৎ আদি এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি; সুতরাং যিনি সৃষ্টির আদি, তিনিই প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ৭।

পরমাত্মস্বরূপ সেই ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত যোগাবলম্বন করিয়া আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ঐ দুইভাগের মধ্যে দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ এবং বামার্দ্ধ প্রকৃতিরূপে সৃষ্ট হয়। ৮।

সেই প্রকৃতি ব্রহ্মরূপিণী, মায়াময়ী নিত্য ও সনাতনী। যেমন যেখানে জীব, সেই খানেই আত্মা, যেখানে আত্মা, সেই খানেই শক্তি, এবং যেখানে অগ্নি সেই খানেই দাহিকা শক্তি; তদ্রূপ যেখানে পুরুষ

অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে ।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ ॥ ১০ ॥
স্বেচ্ছাময়স্বেচ্ছয়াচ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া ।
সাবির্ভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ১১ ॥
তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টিকর্ম্মণি ভেদতঃ ।
অথ ভক্তানুরোধাদ্বা ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহা ॥ ১২ ॥
গণেশমাতা দুর্গা যা শিবরূপা শিবপ্রিয়া ।
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মাদিদেবৈর্মুনিভি র্মনুভিঃ পূজিতা সদা ।
সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃদেবী সা ব্রহ্মরূপসনাতনী ॥ ১৪ ॥
ধর্ম্মসত্যপুণ্যকীর্ত্তিযশোমঙ্গলদায়িনী ।

সেই খানেই প্রকৃতি । ৯ ।

হে নারদ ! এই নিমিত্তই যোগীন্দ্রজন স্ত্রীপুরুষ বিভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন না ; প্রত্যুত: কি পুরুষ, কি প্রকৃতি সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন । ১০ ।

সেই ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের যখনি সৃষ্টির ইচ্ছা বলবতী হয়, তখনি সর্ব্বেশ্বরী মূল প্রকৃতি সহসা আবির্ভূত হইয়া থাকে । ১১ ।

তৎপরে সৃষ্টি কার্য্যের আবশ্যক হইলে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ঐ মূলপ্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া উঠেন, অথবা ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের ইচ্ছামত পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করেন । ১২ ।

যিনি গণেশজননী দুর্গা, তিনি শিবরূপিণী শিবের প্রিয়তমা পত্নী, তিনিই নারায়ণী এবং তিনিই পূর্ণব্রহ্মরূপিণী বিষ্ণুমায়া । ১৩ ।

ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ ও চতুর্দ্দশ মনু ইহাঁরা সকলেই সেই সকলের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মরূপিণী সনাতনী দেবী দুর্গাকে সদা পূজা করিয়াথাকেন । ১৪ ।

সুখমোক্ষহর্ষদাত্রী শোকার্ত্তিদুঃখনাশিনী ॥ ১৫ ॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণ পরায়ণা।
তেজঃ স্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাচ শক্তিরীশস্য সন্ততং।
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিদেশ্বরী ॥ ১৭ ॥
বুদ্ধিনিদ্রা ক্ষুৎপিপাসা চ্ছায়া তন্দ্রা দয়া স্মৃতিঃ।
জাতিঃক্ষান্তিশ্চ শান্তিশ্চ কান্তিভ্রান্তিশ্চচেতনা ॥ ১৮ ॥
তুষ্টিঃপুষ্টিস্তথালক্ষ্মীর্বৃত্তির্মাতা তথৈবচ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
উক্তং শ্রুতৌ শ্রুতগুণশ্চাতি স্বল্পো যথাগমং।

ঐ দেবী দুর্গাই সকলকে ধর্ম্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্ত্তি, যশ, মঙ্গল, সুখ, মোক্ষ ও হর্ষ প্রদান এবং সকলের শোক, সন্তাপ ও দুঃখনাশ করিয়া থাকেন। ১৫।

তিনি শরণাগত, অতিদীন ও কাতর ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণ বিষয়ে একান্ত তৎপরা তিনি শ্রেষ্ঠতম তেজঃস্বরূপ এবং তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ১৬।

তিনি সকলের শক্তিস্বরূপ, তিনি পরাৎপর পরমেশের শক্তিস্বরূপ, তিনি সিদ্ধেশ্বরী, তিনি সিদ্ধরূপা, তিনি সিদ্ধিদাত্রী এবং যাবতীয় সিদ্ধিদাতাদিগের ঈশ্বরী। ১৭।

তিনি বুদ্ধি, তিনি নিদ্রা, তিনি ক্ষুধা, তিনি পিপাসা, তিনি ছায়া, তিনি তন্দ্রা, তিনি দয়া, তিনি স্মৃতি, তিনি জাতি, তিনি ক্ষান্তি, তিনি শান্তি, তিনি কান্তি, তিনি ভ্রান্তি, তিনি চেতনা। ১৮।

তিনি তুষ্টি, তিনি পুষ্টি, তিনি লক্ষ্মী, তিনি বৃত্তি, তিনি মাতা এবং তিনি পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা। ১৯।

বুদ্ধি শক্তি যতদূর বিবেক প্রদান করিয়াছে, তদনুসারে বেদে মায়া-

গুণোঽস্ত্যমন্তোঽনন্তায়া অপরাঞ্চ নিশাময় ॥ ২০ ॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা পদ্মাচ পরমাত্মনঃ।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা যা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ২১ ॥
কান্তা দান্তাতিশান্তাচ সুশীলা সর্ব্বমঙ্গলা।
লোভমোহকামরোষাঽহঙ্কারপরিবর্জ্জিতা ॥ ২২ ॥
ভক্তানুরক্তপায়শ্চ সর্ব্বাদ্যাচ পতিব্রতা।
প্রাণতুল্যা ভগবতঃ প্রেমপাত্রী প্রিয়ম্বদা ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বশস্যাত্মিকা সর্ব্বজীবনোপায়রূপিণী।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পতিসেবাবতী সদা ॥ ২৪ ॥
স্বর্গেচ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।

য়ণী দুর্গার যে গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত সামান্য, কারণ সেই অনন্তরূপিণী বৈষ্ণবী দুর্গার গুণ অতি অসীম। এক্ষণে অপর দেবীর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ২০।

যিনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, যিনি সকলের সম্পত্তিরূপিণী, তিনি পরমাত্মা নারায়ণের লক্ষ্মী। তিনিই সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ২১।

তিনি সকলের কমনীয়া, তিনি অতি শান্তা, দান্তা, সুশীলা ও সর্ব্বমঙ্গলা। তাঁহার লোভ নাই, মোহ নাই, বাসনা নাই, রোষ নাই ও অহঙ্কারও নাই। ২২।

তিনি ভক্তজনের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তিনি সকলের আদি, তিনি পতিব্রতা, তিনি ভগবান নারায়ণের প্রাণতুল্য, প্রেমপাত্রী ও প্রিয়ম্বদা। ২৩।

তিনি সমস্ত শস্যস্বরূপ এবং সমস্ত জীবের জীবনোপায়। তিনি নিরন্তর পতিসেবায় নিমগ্ন হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া থাকেন এবং তিনিই মহালক্ষ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৪।

তিনি স্বর্গের স্বর্গলক্ষ্মী এবং মর্ত্ত্যলোক-নিবাসী রাজাদিগের এক

গৃহেচ গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্ত্যানাং গৃহিণাং তথা ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বপ্রাণিষু দ্রব্যেষু শোভারূপা মনোহরা।
প্রীতিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপা নৃপেষু চ ॥ ২৬ ॥
বাণিজ্যরূপা বণিজাং পাপিনাং কলহঙ্করা।
দয়াময়ী ভক্তমাতা ভক্তানুগ্রহকাতরা ॥ ২৭ ॥
চপলে চপলা ভক্তসম্পদো রক্ষণায় চ।
জগজ্জীবন্মৃতং সর্ব্বং যয়া দেব্যা বিনা মুনে ॥ ২৮ ॥
শক্তি দ্বিতীয়া কথিতা বেদোক্তা সর্ব্বসম্মতা।
সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্ববন্দ্যা চান্যাংমত্তো নিশাময় ॥ ২৯ ॥

মাত্র সৌভাগ্যদায়িনী রাজলক্ষ্মী ও গৃহীদিগের গৃহলক্ষ্মী স্বরূপ। ২৫।

কি সজীব প্রাণী, কি নির্জ্জীব পদার্থ সমুদায়, তিনি সর্ব্বত্র সকলের মনোহর শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের নিকট প্রীতিরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি নরপতিমণ্ডলের নিকট প্রভারূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। ২৬।

তিনি বণিক্ সম্প্রদায়ের বাণিজ্য এবং পাপাসক্ত পাপাত্মাদিগের কলহস্বরূপ। তাঁহার দেহ দয়ায় পরিপূর্ণ, তিনি ভক্তজনের মাতৃস্বরূপা হইয়াছেন এমন কি ভক্তদিগের প্র[illegible] করিবার নিমিত্ত তিনি নিরন্তর ব্যগ্রচিত্তে কাল যাপন করিয়া [illegible]ন। ২৭।

তিনি চপলস্বভাব[illegible]দিগের নি[illegible]ট বাস করিতে যেমন ব্যতিব্যস্ত; আবার ভক্তদিগের সম্পত্তি বর্দ্ধনে ও সম্পত্তিরক্ষণেও ততোঽধিক ব্যস্ত। মুনিবর নারদ! সেই নারায়ণ মনোরমা লক্ষ্মী ভিন্ন সমস্ত জগৎ জীবন্মৃত হইয়া থাকে। ২৮।

নারদ! এই আমি, সকলের পূজনীয়, সকলের বন্দনীয় ও সর্ব্ববাদি সম্মত বেদোক্ত দ্বিতীয় শক্তি মহালক্ষ্মীর কথা যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অপর শক্তির বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৯।

বাগ্‌বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞানাধিদেবতা পরমাত্মনঃ।
সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা যা সাচ দেবী সরস্বতী ॥ ৩০ ॥
সুবুদ্ধিঃ কবিতা মেধা প্রতিভা স্মৃতিদা সতাং।
নানাপ্রকার সিদ্ধান্তভেদার্থকল্পনাপ্রদা ॥ ৩১ ॥
ব্যাখ্যা বোধস্বরূপাচ সর্ব্বসন্দেহভঞ্জিনী।
বিচারকারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বসঙ্গীতসন্ধানতালকারণরূপিণী।
বিষয়জ্ঞানবাগ্রূপা প্রতিবিশ্বেষু জীবিনাং ॥ ৩৩ ॥
ব্যাখ্যামুদ্রাকরা শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা সুশীলা শ্রীহরিপ্রিয়া ॥ ৩৪ ॥

যিনি বাক্যস্বরূপ, বুদ্ধিস্বরূপ ও বিদ্যাস্বরূপ, যিনি জ্ঞানের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি সমস্ত বিদ্যাস্বরূপ, সেই দেবীই পরমাত্মা বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের সরস্বতী। ৩০।

সাধুব্যক্তিরা ঐ দেবী সরস্বতী হইতেই বুদ্ধিশক্তি, কবিত্বশক্তি, ধারণাশক্তি, প্রতিভাশক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং নানা প্রকার সিদ্ধান্ত, নানা প্রকার প্রভেদ, নানা প্রকার তাৎপর্য্য ও নানা প্রকার কল্পনা লাভ করিয়া থাকেন। ৩১।

ঐ দেবী সরস্বতী হইতেই বিশিষ্টরূপ বোধের বিকাশ হয় এবং সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ঐ দেবীই বিচারকারিণী ও গ্রন্থকারিণী শক্তি স্বরূপ হইয়াছেন। ৩২।

উনিই নানাবিধ সঙ্গীতের সন্ধান ও তান-লয় বোধের কারণ, এ জগতে কতশত বিশ্ব বিরাজ করিতেছে। কিন্তু উনি সে সমস্ত বিশ্বের সমস্ত জীবের বিষয়জ্ঞান ও বাক্‌শক্তি স্বরূপ। ৩৩।

ঐ শান্তস্বভাবা সরস্বতীর করে ব্যাখ্যামুদ্রা, বীণা ও পুস্তক সতত

হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
জপন্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং রত্ন মালয়া॥ ৩৫॥
তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী।
সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপাচ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সদা॥ ৩৬॥
দেবীতৃতীয়া গদিতা শ্রীযুক্তা জগদম্বিকা।
যথাগমং যথাকিঞ্চিদপরাং সন্নিবোধ মে॥ ৩৭॥
মাতা চতুর্ণাং বেদানাং বেদাঙ্গানাঞ্চ ছন্দসাং।
সন্ধ্যাবন্দনমন্ত্রাণাং তন্ত্রাণাঞ্চ বিচক্ষণা॥ ৩৮॥
দ্বিজাতি জাতিরূপাচ জপরূপা তপস্বিনী।
ব্রাহ্মতেজোময়ী শক্তিস্তদধিষ্ঠাতৃদেবতা॥ ৩৯॥

বিরাজমান রহিয়াছে। এই সরস্বতীদেবী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, সুশীলা এবং পরাৎপর পরব্রহ্ম দয়াময় শ্রীহরির প্রিয়া। ৩৪।

উঁহার বর্ণ হিমশিলা, চন্দ্র, শ্বেতচন্দন, কুন্দ, কুমুদ ও শ্বেতাব্জ সদৃশ শুভ্র। ঐ দেবী সতত করে রত্নমালা লইয়া পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিয়া থাকেন। ৩৫।

উনি তপস্যাস্বরূপ, যাঁহারা তপোনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের তপস্যার ফলদাত্রী; কিন্তু স্বয়ং তপস্বিনী। উনি সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপ এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৬।

নারদ! জগন্মাতা তৃতীয়া দেবী শ্রীযুক্তা সরস্বতীর বিষয় কহিলাম, এক্ষণে স্বীয় জ্ঞানানুসারে অপর দেবী অর্থাৎ চতুর্থদেবী সাবিত্রীর বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৭।

যে বিচক্ষণা দেবী সাবিত্রী হইতে বেদচতুষ্টয়, বেদাঙ্গ, ছন্দঃ, সন্ধ্যাবন্দনাদি মন্ত্র ও তন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ৩৮।

যে তপস্বিনী দেবী ব্রাহ্মণজাতিস্বরূপ, জপস্বরূপ ও ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তিস্বরূপ; যিনি ব্রহ্মতেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৩৯।

যৎপাদরজসাং পূতং জগৎ সর্ব্বঞ্চ নারদ।
দেবী চতুর্থা কথিতা পঞ্চমীং বর্ণয়ামি তে॥ ৪০॥
প্রেমপ্রাণাধিদেবী যা পঞ্চপ্রাণ স্বরূপিণী।
প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সর্ব্বাদ্যা সুন্দরী বরা॥ ৪১॥
সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্তাচ মানিনী গৌরবান্বিতা।
বামার্দ্ধাঙ্গস্বরূপাচ গুণেন তেজসা ময়া॥ ৪২॥
পরাবরা সর্ব্বত্রতা পরমাদ্যা সনাতনী।
পরমানন্দরূপা চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা॥ ৪৩॥
রাসক্রীড়াধিদেবীচ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাসমণ্ডলসংভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা॥ ৪৪॥

যাঁহার পদধূলি দ্বারা সমস্ত জগৎ পবিত্রভাব ধারণ করিতেছে, তিনিই চতুর্থী প্রকৃতি। হে নারদ! এক্ষণে পঞ্চমী দেবী অর্থাৎ পঞ্চম প্রকৃতি দেবী রাধার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪০।

হে নারদ! প্রেম যাঁহার জীবন, যিনি প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যিনি প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ প্রাণস্বরূপ; যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, যিনি সকলের আদি, জগতে যাঁহা অপেক্ষা সুন্দরী আর দ্বিতীয়া নাই। ৪১।

জগতের যাবদীয় সৌভাগ্য যাঁহার নিকট নৃত্য করিতেছে, প্রণয়াভিমানে যাঁহার দেহ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের একান্ত আদরিণী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বামভাগস্থিত অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের তেজ ও শ্রীকৃষ্ণের গুণ যাঁহাতে সমভাবে অবস্থান করিতেছে। ৪২।

যিনি পরাৎপরা, যিনি সমস্ত ভুতস্বরূপিণী, যিনি শ্রেষ্ঠতমা, যিনি আদ্যাশক্তি, যিনি সনাতনী, যিনি পরমানন্দস্বরূপ, যিনি ধন্য মান্য ও পূজ্য। ৪৩।

যিনি পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার অদ্বিতীয় অধিনায়িকা, যিনি

রাসেশ্বরী সুরসিকা রাসবাসনিবাসিনী।
গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা ॥ ৪৫ ॥
পরমাহ্লাদরূপাচ সন্তোষহর্ষরূপিণী।
নির্গুণাচ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী ॥ ৪৬ ॥
নিরীহা নিরহঙ্কারা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা।
বেদানুসারধ্যানেন বিজ্ঞাতা সা বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৭ ॥
দৃষ্টিদৃষ্টা ন সর্ব্বেশৈঃ সুরেন্দ্রৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নালঙ্কারভূষিতা ॥ ৪৮ ॥
কোটিচন্দ্রপ্রভাযুক্তশ্রীযুক্তভক্তবিগ্রহা।
শ্রীকৃষ্ণভক্তদাস্যৈকদাত্রিকা সর্ব্বসম্পদাং ॥ ৪৯ ॥

নিরবচ্ছিন্ন রাসমণ্ডলের নিমিত্ত সমুৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি রাসমণ্ডলের অদ্বিতীয় মনোহর অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছেন। ৪৪।

যিনি রাসেশ্বরী, যাঁহার তুল্য রসিকা ত্রিভুবনে আর দ্বিতীয়া নাই, যিনি রাসমণ্ডলমধ্যে ও নিত্যানন্দ গোলোকমধ্যে বিরাজ করেন, যিনি গোপীবেশের সৃষ্টিকর্ত্রী। ৪৫।

যিনি পরম আহ্লাদ, পরম সন্তোষ ও পরম হর্ষ স্বরূপ, যিনি নির্গুণ, নিরাকার ও নির্লিপ্ত, যিনি পরমাত্মস্বরূপ। ৪৬।

যাঁহার চেষ্টা নাই, অহঙ্কার নাই; কেবল ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন; বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বেদানুসারে ধ্যান করিয়া যাঁহার বিষয় কিয়ৎপরিমাণে অবগত হন। ৪৭।

যিনি কখন, কি সুরেন্দ্রগণ, কি মুনীন্দ্রগণ কাহারও নয়নপথে নিপতিত হন নাই, যাঁহার পরিধান অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল অতি পবিত্র পট্টবস্ত্র, এবং শরীর রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিত। ৪৮।

যাঁহার সেই ভক্তজন-মোহন শরীরের আভা দর্শনে কোটি চন্দ্রের প্রভা লজ্জায় ম্লানভাব ধারণ করে, যিনি আবার ভক্তিযোগে শ্রীকৃ-

অবতারেচ বারাহে বৃকভানুসুতাচ যা।
যৎপাদপদ্মসংস্পর্শপবিত্রাচ বসুন্ধরা ॥ ৫০ ॥
ব্রহ্মাদিভিরদৃষ্টা যা সর্ব্বদৃষ্টাচ ভারতে।
স্ত্রীরত্নসারসংভূতা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
তথা ঘনে নবঘনে লোলা সৌদামিনী মুনে ॥ ৫১ ॥
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি প্রতপ্তং ব্রহ্মণা পুরা।
যৎপাদপদ্ম নখর দৃষ্টয়ে চাত্ম শুদ্ধয়ে।
নচ দৃষ্টঞ্চ স্বপ্নেঽপি প্রত্যক্ষস্যাপি কা কথা ॥ ৫২ ॥
তেনৈব তপসা দৃষ্টা ভূরি বৃন্দাবনে বনে।
কথিতা পঞ্চমী দেবী সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৫৩ ॥

ষ্ণের অদ্বিতীয়া দাসী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; একমাত্র যিনি জগতের যাবদীয় সম্পাদ্ সমর্পণ করিয়া থাকেন। ৪৯।

পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন মহাবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসুন্ধরার উদ্ধার সাধন করেন, তৎকালে যিনি সুপ্রসিদ্ধ বৃকভানু রাজার নন্দিনী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বসুমতী যাঁহার পাদপদ্ম সংস্পর্শে অতি পবিত্র ভাব ধারণ করেন। ৫০।

ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহাকে দর্শন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় সফল করিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু ভারতে নবনীরদ-বক্ষঃস্থল-বিহারিণী সৌদামিনীর ন্যায় কৃষ্ণের বক্ষঃস্থল-বিহারিণী সেই সর্ব্বোত্তম রমণীরত্নকে সন্দর্শন করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। ৫১।

পূর্ব্বে ভগবান্ কমলযোনি যাঁহার চরণকমলের নখরমালা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপশ্চরণ করেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ করা দূরে থাক, একবার স্বপ্নেও সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। ৫২।

তৎপরে যখন তিনি ভূলোকে অবতীর্ণ হন, তখন সেই তপঃফলে

অংশরূপা কলারূপা কলাংশাংশসমুদ্ভবা।
প্রকৃতেঃ প্রতিবিশ্বেষু দেবীচ সর্ব্বযোষিতঃ ॥ ৫৪ ॥
পরিপূর্ণতমাঃপঞ্চবিধা দেব্যশ্চ কীর্ত্তিতা।
যা যা প্রধানাংশরূপা বর্ণয়ামি নিশাময় ॥ ৫৫ ॥
প্রধানাংশস্বরূপাচ গঙ্গা ভুবনপাবনী।
বিষ্ণুবিগ্রহসংভূতা দ্রবরূপা সনাতনী ॥ ৫৬ ॥
পাপিপাপেন্ধদাহায জ্বলদিন্ধনরূপিণী।
দর্শস্পর্শস্নানপানৈ নির্ব্বাণপদদায়িনী ॥ ৫৭ ॥
গোলোকস্থানপ্রস্থান সুসোপানস্বরূপিণী।
পবিত্ররূপা তীর্থানাং সরিতাঞ্চ পরাবরা।

বৃন্দাবন বনে পরিলক্ষিত হইয়াছিলেন। এই যে পঞ্চম প্রকৃতির বিষয় কথিত হইল, ইনিই শ্রীরাধা নামে বিখ্যাত। ৫৩।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রমণী বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতির অংশে, কেহ কেহ বা প্রকৃতির অংশের অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং সমস্ত যোষিৎ প্রকৃতি স্বরূপ। ৫৪।

যে পঞ্চবিধ প্রকৃতির কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহাঁরাই পূর্ণ অর্থাৎ মূল প্রকৃতি। তদ্ভিন্ন সমস্তই অংশ। এক্ষণে যে যে রমণী যে যে প্রকৃতির প্রধান অংশ, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৫।

যিনি ভুবনত্রয় পূত করিতেছেন, যিনি বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি স্বয়ং দ্রবময়ী ও সনাতনী। ৫৬।

যিনি পাপীদিগের পাপরাশি দাহন বিষয়ে প্রজ্বলিত অনলস্বরূপ, যাঁহাকে দর্শন, যাঁহাকে স্পর্শ, যাঁহার জলে স্নান ও যাঁহার জল পান করিলে লোক নির্ব্বাণ পদ লাভ করে—অর্থাৎ একেবারে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করে। ৫৭।

যিনি গোলোকধাম গমনের সুন্দর সোপান স্বরূপ, যিনি সমুদায়

শম্ভুমৌলিজটামেরুমুক্তাপংক্তিস্বরূপিণী ॥ ৫৮ ॥
তপঃসংপাদনী সদ্যো ভারতে চ তপস্বিনাং।
শঙ্খপদ্মক্ষীরনিভা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী।
নির্ম্মলা নিরহঙ্কারা সাধ্বী নারায়ণপ্রিয়া ॥ ৫৯ ॥
প্রধানাংশস্বরূপাচ তুলসী বিষ্ণুকামিনী।
বিষ্ণুভূষণরূপাচ বিষ্ণুপাদস্থিতা সতী ॥ ৬০ ॥
তপঃসঙ্কল্পপূজাদি সদ্যঃসম্পাদনী মুনে।
সারভূতাচ পুষ্পানাং পবিত্রা পুণ্যদা সদা ॥ ৬১ ॥
দর্শনস্পর্শনাভ্যাঞ্চ সদ্যোনির্ব্বাণদায়িনী।
কলৌ কলুষশুষ্কেধ্ম দাহনায়াগ্নিরূপিণী ॥ ৬২ ॥

পবিত্র তীর্থের মধ্যে পুণ্য তীর্থ, যিনি সমস্ত নদী মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা নদী, যিনি মহাদেবের মস্তকস্থিতজটাকলাপের মুক্তাশ্রেণী স্বরূপ। ৫৮।

যিনি ভারতবাসী তপস্বীদিগের তপঃসাধনের একমাত্র উপায়, যাঁহার শরীরকান্তি চন্দ্র, শ্বেতপদ্ম ও সুধার ন্যায় ধবলবর্ণ, যিনি শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ, যিনি নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, সাধ্বী ও নারায়ণপ্রিয়া, তিনিও যে মূল প্রকৃতির অংশস্বরূপ তাহার আর সন্দেহমাত্র নাই। ৫৯।

হে মুনিবর নারদ! তুলসী—যিনি বিষ্ণুর কামিনী, যিনি বিষ্ণুর ভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন, যিনি নিয়ত বিষ্ণুর পাদপদ্মে বিহার করিতেছেন ও যিনি পতিব্রতা। ৬০।

যাঁহাকে না পাইলে কি তপস্যা, কি সঙ্কল্প, কি পূজা কি অন্যান্য কার্য্য কিছুই সম্পন্ন হয় না, যিনি সমুদয় পুষ্পের শ্রেষ্ঠ, যিনি স্বয়ং পবিত্র ও অন্যকেও সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করিয়া থাকেন। ৬১।

যাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন করিবা মাত্র নির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষপদ লাভ হয়। যিনি কলিযুগের পাপরূপ শুষ্ককাষ্ঠ দাহনে প্রধান আজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ৬২

যৎপাদপদ্মসংস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
যৎস্পর্শদর্শং বাঞ্ছন্তি তীর্থানি চাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৬৩ ॥
যয়া বিনাচ বিশ্বেষু সর্ব্বংকর্ম্মাভিনিষ্ফলং।
মোক্ষদা যা মুমুক্ষূণাং কামিনাং সর্ব্বকামদা। ৬৪ ॥
কল্পবৃক্ষস্বরূপাচ ভারতে বিশ্বরূপিনী।
প্রাণায় ভারতানাঞ্চ পূজানাং পরদেবতা ॥ ৬৫ ॥
প্রধানাংশ স্বরূপাচ মনসা কশ্যপাত্মজা।
শঙ্করপ্রিয়শিষ্যাচ মহাজ্ঞানবিশারদা ॥ ৬৬ ॥
নাগেশ্বরস্যানন্তস্য ভগিনী নাগপূজিতা।
নাগেশ্বরী নাগমাতা সুন্দরী নাগ বাহিনী ॥ ৬৭ ॥

বসুন্ধরা যাঁহার পাদপদ্ম সংস্পর্শে স্বয়ং পবিত্র হন। তীর্থ সকল পবিত্র হইবার নিমিত্ত যাঁহার সংস্পর্শ এবং সর্ব্বদা যাঁহার দর্শন কামনা করেন। ৬৩।

যাঁহার অভাবে এই বিশ্বের যাবদীয় কার্য্য বিফল হয়, যিনি মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তিকামীদিগকে মোক্ষপদ এবং অন্যান্য কামনাকারীদিগকে স্ব স্ব অভিলাষ দান করেন। ৬৪।

যিনি ভারতের কল্পবৃক্ষরূপিণী অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ যেমন বাঞ্ছিত ফলদানে সকলকে পরিতৃপ্ত করে তদ্রূপ যিনি প্রার্থনামত ফলদান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন, এবং যিনি ভারতীয় বিবিধ পূজা সাধনের প্রধান দেবতা; তিনি মূলপ্রকৃতির অংশ মাত্র। ৬৫।

মনসা—যিনি কশ্যপের আত্মজা অর্থাৎ কন্যা, যিনি শঙ্করের প্রিয়-শিষ্যা, যিনি জ্ঞান-বিষয়ে অদ্বিতীয়া, অর্থাৎ সাতিশয় জ্ঞানবতী,। ৬৬।

যিনি নাগরাজ অনন্তদেবের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভগিনী, নাগগণ যাঁহাকে ...স পূজা করেন, যিনি স্বয়ং নাগেশ্বরী, অর্থাৎ যিনি নাগ- ...শ্বা. যিনি নাগজননী ও নাগসেনা। ৬৭।

নাগেন্দ্রগণযুক্তা সা নাগভূষণভূষিতা।
নাগেন্দ্রবন্দিতা সিদ্ধযোগিনী নাগবাসিনী॥ ৬৮ ॥
বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুপূজাপরায়ণা।
তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী ॥ ৬৯ ॥
দিব্যং ত্রিলক্ষবর্ষঞ্চ তপস্তপ্তং যয়া হরেঃ।
তপস্বিনীষু পূজ্যাচ তপস্বিষুচ ভারতে ॥ ৭০ ॥
সর্পমন্ত্রাধিদেবীচ জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা ব্রহ্মভাবনতৎপরা ॥ ৭১ ॥
জরৎকারুমুনেঃপত্নী কৃষ্ণশম্ভু পতিব্রতা।
আস্তীকস্য মুনের্মাতা প্রবরস্য তপস্বিনাং ॥ ৭২ ॥

যিনি সর্ব্বদা ফণীন্দ্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন, নাগগণ যাঁহার ভূষণস্বরূপ, নাগেন্দ্রগণ নিরন্তর যাঁহার স্তবপাঠ করিয়া থাকেন, যিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ যোগিনী, যিনি নাগশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। ৬৮।

যিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপিণী, যিনি বিষ্ণুর প্রতি একান্ত ভক্তিমতী, যিনি বিষ্ণুর পূজায় একান্ত আসক্ত, যিনি তপস্যাস্বরূপিণী, যিনি তপস্যার ফলদাত্রী ও স্বয়ং তপস্বিনী। ৬৯।

যিনি তিন লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত হরির আরাধনা করিয়াছিলেন, যিনি ভারতবাসী তপস্বী ও তপস্বিনীকুলের পূজনীয়া। ৭০।

যিনি সর্পমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাঁহার শরীর ব্রহ্মতেজে সতত উদ্ভাসিত হইতেছে, যিনি স্বয়ং ব্রহ্মরূপিণী অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত যাঁহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, অথচ যিনি নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রধানা। ৭১।

যিনি জরৎকারু নামক মুনিবরের পত্নী, যিনি কৃষ্ণপরায়ণা, যিনি মহাদেবপরায়ণা ও যিনি পতিপরায়ণা এবং যিনি তাপসপ্রধান আস্তীক মুনির মাতা; তিনিও মূলপ্রকৃতির প্রধান অংশস্বরূপ। ৭২।

প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবসেনাচ নারদ।
মাতৃকাসু পূজ্যতমা সাচ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭৩ ॥
শিশূনাং প্রতিবিশ্বেষু প্রতিপালনকারিণী।
তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তা কার্ত্তিকেয়স্য কামিনী ॥ ৭৪ ॥
ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতে স্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।
পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রীচ ধাত্রীচ জগতাং সদা ॥ ৭৫ ॥
সুন্দরী যুবতী রম্যা সততং ভর্ত্তু রন্তিকে।
স্থানে শিশূনাং পরমা বৃদ্ধরূপাচ যোগিনী ॥ ৭৬ ॥
পূজা দ্বাদশমাসেষু যস্যাঃষষ্ঠ্যাস্তু সন্ততং।
পূজাচ সূতিকাগারে পরষষ্ঠদিনে শিশোঃ ॥ ৭৭ ॥
একবিংশতিমেচৈব পূজাকল্যাণহেতুকী।

হে নারদ! যিনি দেবসেনা, যিনি মাতৃকাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, লোকে অর্থাৎ জগৎসংসারমধ্যে যিনি ষষ্ঠী নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনিও মূলপ্রকৃতির প্রধান অংশস্বরূপ। ৭৩।

তিনি প্রত্যেক বিশ্বের যাবৎ শিশুগণের প্রতিপালিকা, তিনি স্বয়ং তপস্বিনী, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা এবং কার্ত্তিকেয়ের কামিনী। ৭৪।

তিনি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশস্বরূপা বলিয়া লোকে ষষ্ঠীনামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ত্রিজগতের ধারণকর্ত্রী ঐ সাধ্বী দেবী ষষ্ঠীই পুত্রপৌত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন। ৭৫।

ষষ্ঠী অতি রূপবতী, স্থিরযৌবনা এবং নিরন্তর স্বামিসন্নিধানে অবস্থান করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ যোগিনীই আবার শিশুদিগের নিকট বর্ষীয়সী বেশে পরিভ্রমণ করেন। ৭৬।

বিশ্বসংসারে দ্বাদশমাসে উঁহার দ্বাদশবার পূজাদি নিয়মিতই রহিয়াছে; তদ্ভিন্ন সূতিকাগৃহে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ষষ্ঠদিনে উনি পূজা লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ পূজা করিবার বিধি আছে। ৭৭।

শশ্বন্নিয়মিতাচৈষা নিত্যা কাম্যাপ্যতঃপরা ॥ ৭৮ ॥
মাতৃরূপা দয়ারূপা শশ্বদ্রক্ষণকারিণী।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে শিশূনাং স্বপ্নগোচরা ॥ ৭৯ ॥
প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
প্রকৃতের্ম্মুখসংভূতা সর্ব্বমঙ্গলদা সদা ॥ ৮০ ॥
সৃষ্টৌ মঙ্গলরূপাচ সংহারে কোপরূপিণী।
তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৮১ ॥
প্রতিমঙ্গলবারেষু প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা।
পঞ্চোপচারৈর্ভক্ত্যাচ যোষিদ্ভিঃ পরিপূজিতা ॥ ৮২ ॥
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যযশো মঙ্গলদায়িনী।

নবজাত শিশুর একবিংশতি দিনে শিশুদিগের প্রতিপালিকা ষষ্ঠী-দেবীকে পূজা করিলে, উনি কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকেন। উনি নিরন্তর নিয়মবতী, নিত্যা, এবং কাম্যা। ৭৮।

উনি সকলের জননীস্বরূপা, মূর্ত্তিমতী দয়া, এবং স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপিণী। উনি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে নিদ্রাকালে সতত শিশুগণের সমীপে অব-স্থান করেন তাহাতে শিশুদিগের পরম মঙ্গল হয়। ৭৯।

দেবী মঙ্গলচণ্ডিকাও প্রকৃতির প্রধান অংশ হইতে সম্ভূত হইয়া-ছেন এবং স্বয়ং প্রকৃতিস্বরূপিণী। উনি সর্ব্বদা সকলের মঙ্গল সম্পা-দন করিয়া থাকেন। ৮০।

উনি সৃষ্টিকালে মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি এবং সংহারকালে প্রচণ্ড অর্থাৎ কোপমূর্ত্তি ধারণ করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ উহাঁকে মঙ্গলচণ্ডী নাম প্রদান করিয়াছেন। ৮১।

প্রতি ভবনে প্রতি মঙ্গলবারে রমণীগণ ভক্তিপূর্ব্বক অন্ততঃ পঞ্চো-পচারেও উহাঁকে পূজা করিয়া থাকেন। ৮২।

উনি পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, যশ এবং মঙ্গল প্রদান করেন এবং

শোকসন্তাপপাপার্ত্তি দুঃখদারিদ্রনাশিনী ॥ ৮৩ ॥
পরিতুষ্টা সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদাত্রী সর্ব্বযোষিতাং।
রুষ্টা ক্ষণেন সংহর্ত্তুং শক্তা বিশ্বং মহেশ্বরী ॥ ৮৪ ॥
প্রধানাংশস্বরূপাচ কালী কমললোচনা।
দুর্গাললাটসংভূতা রণে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৮৫ ॥
দুর্গার্দ্ধাংশ স্বরূপাচ গুণেন তেজসা সমা।
কোটিসূর্য্য প্রভামুষ্টপুষ্টজাজ্বল্যবিহগ্রা ॥ ৮৬ ॥
প্রধানা সর্ব্বশক্তীনাং বরা বলবতী পরা।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা সিদ্ধযোগিনী ॥ ৮৭ ॥
কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্গুণৈঃ।
কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী ॥ ৮৮ ॥

আর শোক, সন্তাপ, পাপ, পীড়া, দুঃখ ও দারিদ্র বিনাশ করেন। ৮৩।

ঐ দেবী মহেশ্বরী মঙ্গলচণ্ডিকা পরিতুষ্ট হইলে যোষিত্‌গণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; কিন্তু একবার রুষ্ট হইলে ক্ষণকালের মধ্যে বিশ্বসংসার সমস্ত সংহার করিতে সমর্থ হন। ৮৪।

কমললোচনা কালীও মূলপ্রকৃতি দুর্গার প্রধান অংশ। যখন মহাসুর শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত দুর্গার সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন ঐ দেবী কালী দুর্গার ললাটদেশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৮৫।

এমন কি উনি দুর্গার অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ এবং কি তেজ, কি গুণ কোন অংশেই দুর্গার ন্যূন নহেন। উহাঁর শরীরের জাজ্বল্যমান পরিপুষ্টপ্রভা সন্দর্শনে কোটি কোটি সূর্য্যের প্রভাও ম্লান ভাব ধারণ করে। ৮৬।

ঐ দেবী কালী সমস্ত শক্তির মধ্যে প্রধান শক্তি এবং সমর রঙ্গের অদ্বিতীয়া রঙ্গিনী। উনি স্বয়ং যোগসিদ্ধা; আবার সকলকে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন। ৮৭।

উনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত এবং কি তেজ, কি বিক্রম, কি গুণ

সংহর্তুং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিঃশ্বাসমাত্রতঃ।
রণং দৈত্যৈঃসমং তস্যাঃক্রীড়য়া লোকরক্ষয়া ॥ ৮৯ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ দাতুং শক্তাচ পূজিতা।
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানা মুনিভির্ম্মুভির্নরৈঃ ॥ ৯০ ॥
প্রধানাংশ স্বরূপাচ প্রকৃতেশ্চবসুন্ধরা।
আধারভূতা সর্ব্বেষাং সর্ব্বশস্যপ্রসূতিকা ॥ ৯১ ॥
রত্নাকারা রত্নগর্ভা সর্ব্বরত্নাকরাশ্রয়া।
প্রজাদিভিঃ প্রজেশৈশ্চ পূজিতা বন্দিতা সদা ॥ ৯২ ॥
সর্ব্বোপজীব্যরূপাচ সর্ব্বসম্পদ্বিধায়িনী।

সর্ব্বাংশেই সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের তুল্য। ঐ দেবী সনাতনী কালী নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণচিন্তায় কালীবর্ণ হইয়াছেন। ৮৮।

উনি নিশ্বাস মাত্রে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে সমর্থ হন। তথাপি দৈত্যগণের সহিত ঘোরতর রণতরঙ্গ প্রবাহিত করা কেবল উহাঁর ক্রীড়া ও লোকশিক্ষার কারণ মাত্র। ৮৯।

উহাঁকে পূজা করিলে উনি পরিতৃপ্ত হইয়া অনায়াসে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গ-ফল প্রদান করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মা আদি দেবগণ মুনিগণ, মনুগণ ও মানবগণ ভক্তিভাবে উহাঁকে স্তব করিয়াথাকেন। ৯০।

যে বসুন্ধরা দেবী সমস্ত পদার্থের আধারস্বরূপ, যিনি জীবের জীবন-কারণ সর্ব্বপ্রকার শস্য উৎপাদন করিতেছেন, তিনিও মূলপ্রকৃতির প্রধান অংশস্বরূপ। ৯১।

উহাঁর কতস্থানে কতপ্রকার রত্নের আকর বিদ্যমান রহিয়াছে। উনি রত্নগর্ভা, উহাঁর গর্ভে সর্ব্বপ্রকার রত্ন বিরাজমান রহিয়াছে। উনি সকলকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। কি প্রজাগণ, কি প্রজেশ্বর-গণ সকলেই সর্ব্বদা উহাঁকে বন্দনা করেন। ৯২।

ঐ দেবী বসুন্ধরাকে আশ্রয় করিয়া সকলে জীবন ধারণ করিতেছে

যয়া বিনা জগৎসর্ব্বং নিরাধারং চরাচরং ॥ ৯৩ ॥
প্রকৃতেশ্চ কলা যা যাস্তা নিবোধ মুনীশ্বর।
যস্য যস্যচ যাঃপত্ন্যংস্তাঃসর্ব্বা বর্ণয়ামি তে ॥ ৯৪ ॥
স্বাহাদেবী বহ্নিপত্নী ত্রিষু লোকেষু পূজিতা।
যয়াবিনা হবির্দ্দত্তং ন গৃহীতুং সুরাঃক্ষমাঃ ॥ ৯৫ ॥
দক্ষিণা যজ্ঞপত্নীচ দীক্ষা সর্ব্বত্রপূজিতা।
যয়া বিনাচ বিশ্বেষু সর্ব্বংকর্ম্মচ নিষ্ফলং ॥ ৯৬ ॥
স্বধা পিতৃণাং পত্নীচ মুনিভির্ম্মনুভির্নরৈঃ।
পূজিতা পিতৃদানঞ্চ নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ৯৭ ॥
স্বস্তিদেবী বায়ুপত্নী প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা।

এবং সকলে সম্পত্তি সঞ্চয় করিতেছে। বসুন্ধরা ব্যতীত কি স্থাবর, কি জঙ্গম কাহারও আর কোনও অবলম্বন নাই। ৯৩।

হে মুনিবর নারদ! যাঁহাদিগের কথা কহিলাম, ইহাঁদিগের সকলকেই প্রকৃতির অংশ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিবে। এক্ষণে যে যে দেবী যে যে দেবতার সহধর্ম্মিণী, তাহা তোমার নিকট বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ৯৪।

দেবী স্বাহা, অগ্নির পত্নী, ত্রিলোকে সকলেই স্বাহাকে পূজা করিয়া থাকে। স্বাহা ভিন্ন দেবগণ হুতাশনদত্ত আহুতি গ্রহণ করিতে কোনরূপেই সমর্থ নহেন। ৯৫।

দেবী দক্ষিণা, যজ্ঞদেবের পত্নী। উনিও সর্ব্বত্র সমাদৃত হন। এমন কি উঁনি ভিন্ন এ বিশ্বসংসারের সমস্ত কার্য্য নিষ্ফল। অর্থাৎ দক্ষিণা ভিন্ন সকল কর্ম্মই পণ্ড হয়। ৯৬।

স্বধা দেবী পিতৃগণের, পত্নী, কি মুনিগণ, কি মনুগণ, কি মানবগণ, সকলেই স্বধা দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন। স্বধামন্ত্র উচ্চারণ ভিন্ন পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু দান কর, সমস্তই নিষ্ফল হয়। ৯৭।

স্বস্তি দেবী, বায়ুর পত্নী। সকল বিশ্বেই স্বস্তি দেবী মহা সমাদরে

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ৯৮ ॥
পুষ্টির্গণপতেঃ পত্নী পূজিতা জগতীতলে।
যয়া বিনা পরিক্ষীণাঃ পুমাংসো যোষিতো পিচ ॥ ৯৯ ॥
অনন্তপত্নী তুষ্টিশ্চ পূজিতা বন্দিতা সদা।
যয়া বিনা ন সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বলোকশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১০০ ॥
ঈশান পত্নী সংপত্তিঃ পূজিতাচ সুরৈর্নরৈঃ।
সর্ব্বেলোকা দরিদ্রাশ্চ বিশ্বেষুচ যয়াবিনা ॥ ১০১ ॥
ধৃতিঃ কপিল পত্নীচ সর্ব্বেঃসর্ব্বত্র পূজিতা।
সর্ব্বেলোকা অধর্য্যাশ্চ জগৎসুচ যয়া বিনা ॥ ১০২ ॥

অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। এমন কি স্বস্তি দেবীর সমাদর না করিলে কি আদান, কি প্রদান, সমস্তই বিফল হয়। ৯৮।

দেবী পুষ্টি, গণপতির পত্নী। ভূমণ্ডলে সকলেই উহাঁর সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে। পুষ্টি ব্যতীত কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই সর্ব্বতোভাবে একান্ত পরিক্ষীণ হইয়া থাকে। ৯৯।

দেবী তুষ্টি, অনন্তদেবের পত্নী। লোকে সর্ব্বদাই তুষ্টির পূজা, ও তুষ্টির বন্দনা করিয়া থাকে। তুষ্টি ব্যতীত, জগতের কোন অংশে এমন কোন ব্যক্তিই কুত্রাপি প্রত্যক্ষ গোচর হয় না যে, যিনি সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। ১০০।

দেবী সম্পত্তি, দেবদেব ঈশানের পত্নী। কি দেবগণ, কি মনুষ্যগণ সকলেই উহাঁকে পূজা করিয়া থাকেন। উনি ভিন্ন সর্ব্বত্র সমস্ত লোককে নিদারুণ দারিদ্র্যদশা সম্ভোগ করিতে হয়। ১০১।

দেবী ধৃতি, কপিলদেবের সহধর্ম্মিণী। সর্ব্বত্র সকলেই উহাঁকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এমন জগৎ নাই-অর্থাৎ কোন জগতে এমন ব্যক্তিই নাই যে, উহাঁকে আশ্রয় না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। ১০২।

যম পত্নী ক্ষমাসাধ্বী সুশীলা সর্ব্ব পূজিতা।
সমুন্মত্তাশ্চ রুষ্টাশ্চ সর্ব্বে লোকা যয়া বিনা॥ ১০৩॥
ক্রীড়াধিষ্ঠাতৃদেবী সা কামপত্নী রতিঃসতী।
কেলি কৌতুক হীনাশ্চ সর্ব্বেলোকা যয়া বিনা॥ ১০৪॥
সত্যপত্নী সতীমুক্তিঃ পূজিতা জগতাং প্রিয়া।
যয়া বিনা ভবেল্লোকা বন্ধুতা রহিতা সদা॥ ১০৫॥
মোহপত্নী দয়া সাধ্বী পূজিতাচ জগৎ প্রিয়া।
সর্ব্বলোকাশ্চ সব্বত্র নিষ্ঠুরাশ্চ যয়া বিনা॥ ১০৬॥
পুণ্যপত্নী প্রতিষ্ঠা সা পুণ্যরূপাচ পূজিতা।
যয়া বিনা জগৎসর্ব্বং জীবন্মৃত পরংমুনেঃ॥ ১০৭॥

অতি সাধ্বী সুশিলা ক্ষমা, যমের পত্নী। ক্ষমাকে সকলেই সমাদর করিয়া থাকেন। ক্ষমাকে সেবা না করিলে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক একান্ত উন্মত্ত ও নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া উঠে। ১০৩।

পতিব্রতা রতি, যিনি কামদেবের পত্নী, তিনি ক্রীড়া কৌতুকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রতিকে সমাদর না করিলে জগতে ক্রীড়া কৌতুকের নামমাত্র থাকে না। সুতরাং জগৎ নিরানন্দ হইয়া অতি অসুখের আবাসভূমি হইয়া উঠে। ১০৪।

পতিব্রতা মুক্তি, সত্যদেবের পত্নী। জগতে উহাঁর পূজা ও সমাদরের সীমা নাই। মুক্তি অর্থাৎ সদালাপ ভিন্ন, জগৎ হইতে বন্ধুতা শব্দ একেবারে তিরোহিত হয়, সুতরাং আর কেহ কাহারও বন্ধুপদবাচ্য হইতে পারে না। ১০৫।

পতিসেবাপরায়ণা দেবী মায়া মোহের প্রিয়তমা পত্নী। জগতে উহাঁরও পূজা এবং সমাদরের সীমা নাই। কারণ যদি জগৎ মায়াশূন্য হইত; তাহা হইলে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যথা ইচ্ছা গমন কর, সর্ব্বত্রই দেখিতে যে, সমস্ত লোক নিষ্ঠুর হইত। ১০৬।

প্রতিষ্ঠা পুণ্যদেবের পত্নী। তিনি পবিত্ররূপিণী এবং সর্ব্বত্র

সুকর্ম্ম পত্নীকীর্ত্তিশ্চ ধন্যামান্যাচ পূজিতা।
যয়া বিনা জগৎসর্ব্বং যশোহীনং মৃতং যথা ॥ ১০৮ ॥
ক্রিয়া উদ্‌যোগ পত্নীচ পূজিতা সর্ব্বসম্মতা।
যয়া বিনা জগৎসর্ব্ব মুচ্ছন্নমিব নারদ ॥ ১০৯ ॥
অধর্ম্ম পত্নী মিথ্যা সা সর্ব্বধূর্ত্তৈশ্চ পূজিতা।
যয়া বিনা জগৎসর্ব্ব মুচ্ছন্ন বিধিনির্ম্মিতং ॥ ১১০ ॥
সত্যে অদর্শনায়াচ ত্রেতায়াং সূক্ষ্মরূপিণী।
অর্দ্ধাবয়ব রূপাচ দ্বাপরে সংবৃতাহি যা ॥ ১১১ ॥
কলৌ মহাপ্রগল্‌ভাচ সর্ব্বত্রব্যাপি কারণাৎ।

পূজিতা। হে মুনিবর নারদ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যে, প্রতিষ্ঠা ভিন্ন সমস্ত জগৎ জীবন্মৃত বলিয়া বোধ হয়। ১০৭।

কীর্ত্তিদেবী সুকর্ম্মের পত্নী। উনি ধন্যা, মান্যা, জগৎ পূজিতা। জগতে যদি কীর্ত্তির সম্পর্কমাত্র না থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ যশোহীন হইয়া মৃতপ্রায় বলিয়া গণ্য হইত। ১০৮।

হে নারদ! দেবী ক্রীড়া উদ্‌যোগের সহধর্ম্মিণী। তিনি পরম সমাদরে জগতের সর্ব্বস্থানে বিরাজ করিতেছেন। ক্রীড়ার সদ্ভাব না থাকিলে সমস্ত জগৎ উৎসন্নপ্রায় বলিয়া প্রতীয়মান হইত। ১০৯।

মিথ্যা অধর্ম্মের একান্ত আদরিণী পত্নী। ধূর্ত্তগণ পরম সমাদরে উহাঁকে সেবা করিয়া থাকে। উনি বিদ্যমান না থাকিলে, উহাঁর অভাবে বিধাতৃ-বিনির্ম্মিত সকল বিষয় এককালে উচ্ছন্নপ্রায় হইত। অর্থাৎ এই জগৎ আপদ্-মুক্ত হইয়া সুখের স্থান হইত। ১১০।

সত্যযুগে উনি কখন কাহারও নেত্রপথে নিপতিত হন না। ত্রেতাযুগে উনি অতি সূক্ষ্মভাবে পদসঞ্চার করিয়া থাকেন। দ্বাপর যুগে উহাঁর অবয়ব অর্দ্ধপরিপুষ্ট হইয়া উঠে: কিন্তু তথাপি উনি ভয়ে সঙ্কুচিতভাবে অবস্থান করেন। ১১১।

কপটেন সমংভ্রাতা ভ্রমন্ত্যেব গৃহে গৃহে ॥ ১১২ ॥
শান্তির্লজ্জাচ ভার্য্যেদ্বে সুশীলাস্যচ পূজিতে।
যাভ্যাং বিনা জগৎসর্ব্ব মুন্মত্ত মিব নারদ ॥ ১১৩ ॥
জ্ঞানস্য তিস্রোভার্য্যাচ বুদ্ধির্ম্মেধা স্মৃতিস্তথা।
যাভির্ব্বিনা জগৎসর্ব্বং মূঢ়ং মৃত সমং সদা ॥ ১১৪ ॥
মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মপত্নীসা কান্তিরূপা মনোহরা।
পরমাত্মাচ বিশ্বৌঘা নিরাধারা যয়া বিনা ॥ ১১৫ ॥
সর্ব্বত্র শোভারূপাচ লক্ষ্মীমূর্ত্তিমতী সতী।
শ্রীরূপা মূর্ত্তিরূপাচ মান্যা ধন্যাচ পূজিতা ॥ ১১৬ ॥
কালাগ্নি রুদ্রপত্নীচ নিদ্রাসা সিদ্ধযোগিনাং।

কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে উনি পূর্ণাদশা হইয়া বলপূর্ব্বকসর্ব্বত্র ব্যাপিনী হইয়া উঠেন এবং স্বীয় প্রিয়তম ভ্রাতা কাপট্যের সহিত সঙ্গত হইয়া প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। ১১২।

হে নারদ! শান্তি ও লজ্জা ইহাঁরা উভয়ে সুশীলের প্রিয়তমা পত্নী। এই দুই সপত্নী না থাকিলে সমস্ত জগৎ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিত। ১১৩।

বুদ্ধি, মেধা ও ধৃতি ইহাঁরা তিনটি জ্ঞানের ভার্য্যা। ইহাঁরা না থাকিলে সমস্ত জগৎ মোহে এত অভিভুত হইত যে, মৃতব্যক্তির সহিত জগতের তুলনা করিলেও অত্যুক্তি হইত না। ১১৪।

অতিমনোহরা কান্তিরূপিণী দেবী মূর্ত্তি ধর্ম্মদেবের পত্নী। মূর্ত্তি অর্থাৎ আকৃতি না থাকিলে পরমাত্মা বিশ্বসংসারে বাস করিবার অবলম্বন পাইতেন না। সুতরাং পতিব্রতা মূর্ত্তি সকলের শোভা স্বরূপা, সকলের লক্ষ্মীরূপা, সকলের আকৃতিরূপা, ধন্যা, মান্যা, ও সকলের পূজিতা। ১১৫।১১৬।

কৃষ্ণবর্ণা দেবি নিদ্রা রুদ্রদেবের পত্নী। উনি সিদ্ধযোগিনী। উহাঁর

সর্ব্বলোকাঃ সমাচ্ছন্না মায়াযোগেন রাত্রিষু ॥ ১১৭ ॥
কালস্য তিস্রোভার্য্যাশ্চ সন্ধ্যা রাত্রি দিনানিচ।
যাভির্ব্বিনা বিধাত্রাচ সংখ্যা কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১১৮ ॥
ক্ষুৎপিপাসে লোভভার্য্যে ধন্যে মান্যেচ পূজিতে।
যাভ্যাং ব্যাপ্তং জগৎক্ষোভযুক্তং চিন্তিত মেবচ ॥ ১১৯ ॥
প্রভাচ দাহিকাচৈব দ্বেভার্য্যে তেজসস্তথা।
যাভ্যাং বিনা জগৎস্রষ্টুং বিধাতাচ নহীশ্বরঃ ॥ ১২০ ॥
কালকন্যে মৃত্যুজরে প্রজ্বরস্যপ্রিয়ে প্রিয়ে।
যাভ্যাং জগৎসমুচ্ছন্নং বিধাতা নির্ম্মিতেবিধৌ ॥ ১২১ ॥
নিদ্রাকন্যাচ তন্দ্রা সা প্রীতিরন্যা সুখপ্রিয়ে।

সংযোগে রাত্রিকালে সমস্ত লোক সমাচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করে। ১১৭।

দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যা এই তিনটী কালের ভার্য্যা, দিন রাত্রি না থাকিলে বিধাতাও স্বয়ং সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ হইতেন না। ১১৮।

ক্ষুধা এবং পিপাসা ইহাঁরা উভয়ে লোভের ভার্য্যা। লোকসমাজে ইহাঁরা ধন্যা, মান্যা ও বিশেষরূপে সমাদৃতা। ইহাঁরা সমস্ত জগৎ অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন। একবার ক্ষুধা, কি পিপাসার কথা মনে উদয় হইলে আর নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। ১১৯।

প্রভা ও দাহিকা শক্তি ইহাঁরা উভয়ে তেজের সহধর্ম্মিণী। ইহাঁরা বিদ্যমান না থাকিলে, "অন্যে পরে কা কথা" স্বয়ং বিধাতাও সৃষ্টি কার্য্যে সমর্থ হইতেন না। অর্থাৎ উত্তাপ ভিন্ন কিছুই উৎপন্ন হয় না সুতরাং সৃষ্টিকার্য্য হওয়া কঠিন হইয়া উঠিত। ১২০।

মৃত্যু ও জরা ইহাঁরা উভয়ে কালের কন্যা; কিন্তু প্রজ্বরের অতীব প্রিয়তমা পত্নী। বিধাতা যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে ইহাঁরা উভয়ে সমস্ত জগৎ উৎসন্ন করিতেছেন। ১২১।

নিদ্রার কন্যা তন্দ্রা এবং প্রীতি ইহাঁরা সুখের প্রিয়তমা পত্নী। বিধা-

যাভ্যাং ব্যাপ্তং জগৎসর্ব্বং বিধিপুত্র বিধে বিধৌ ॥ ১২২ ॥
বৈরাগ্যস্যচ দ্বেভার্য্যে শ্রদ্ধাভক্তিশ্চ পূজিতে।
যাভ্যাংশশ্বৎজগৎসর্ব্বংজীবন্মুক্ত মিদংমুনে ॥ ১২৩ ॥
অদিতির্দেবমাতাচ সুরভীশ্চ গবাংপ্রসূঃ।
দিতিশ্চ দৈত্যজননী কদ্রুশ্চ বিনতাদনুঃ ॥ ১২৪ ॥
উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিধৌ এতাশ্চ প্রকৃতেঃকলাঃ।
কলাশ্চান্যাঃ সন্তিবহ্ব্যস্তাসুকাশ্চিন্নিবোধমে ॥ ১২৫ ॥
রোহিণী চন্দ্রপত্নীচ সংজ্ঞা সূর্য্যস্যকামিনী।
শতরূপা মনোভার্য্যা শচীন্দ্রস্যচ গেহিনী ॥ ১২৬ ॥
তারাবৃহস্পতের্ভার্য্যা বশিষ্টস্যাপ্যরুন্ধতী।

তার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ইহাঁরা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অর্থাৎ এমন জীবশরীর নাই যে, যাহাতে তন্দ্রা বা প্রীতির উদয় না হয়। ১২২।

হে মুনিবর নারদ! শ্রদ্ধা ও ভক্তি, এ দুইটী বৈরাগ্যের পরম প্রিয়তমা পত্নী। এই উভয়ের সাহায্যে নিরন্তর সমস্ত জগৎ জীবন্মুক্ত হইতেছে। অর্থাৎ যাঁহাদিগের হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, পরলোকের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকেই জীবদ্দশায় তাহারা যারপরনাই পরমানন্দে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। ১২৩।

হে নারদ! দেবমাতা অদিতি, গোধনগণের প্রসবকারিণী সুরভী। দৈত্যজননী দিতি, কদ্রু, বিনতা, ও দনু ইহাঁরা সকলেই সৃষ্টিবিষয়ে স্ব স্ব প্রধান। তথাপি ইহাঁরা মূলপ্রকৃতির অংশ। এতদ্ভিন্ন মূলপ্রকৃতির আর অনেক অংশ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে কতকগুলির বিষয় বর্ণন করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ১২৪। ১২৫।

চন্দ্রের পত্নী রোহিণী, সূর্য্যের সহধর্ম্মিণী সংজ্ঞা, মনুর ভার্য্যা শতরূপা, ইন্দ্রের গেহিনী শচী, বৃহস্পতির ভার্য্যা তারা, বশিষ্ঠের ভার্য্যা

অহল্যা গৌতমস্ত্রী সাপ্যনসূয়াত্রিকামিনী॥ ১২৭ ॥
দেবহূতী কর্দ্দমস্ত প্রসূতির্দক্ষকামিনী।
পিতৃণাং মানসীকন্যা মেনকাসাম্বিকা প্রসূঃ॥ ১২৮ ॥
লোপামুদ্রা তথাহূতী কুবের কামিনী তথা।
বরুণানী যমস্ত্রীচ বলেবিন্ধ্যা বলীতিচ॥ ১২৯ ॥
কুন্তীচ দময়ন্তীচ যশোদা দৈবকী সতী।
গান্ধারী দ্রৌপদী সব্যা সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া॥ ১৩০ ॥
বৃকভানু প্রিয়াসাধ্বী রাধামাতা কলাবতী।
মঞ্জুদরীচ কৌশল্যা সুভদ্রা কৈটভী তথা॥ ১৩১ ॥
রেবতী সত্যভামাচ কালিন্দীলক্ষ্মণা তথা।
জাম্ববতী নাগজিতী মিত্রবিন্ধ্যাং তথাপরা॥ ১৩২ ॥
লক্ষ্মণা রুক্মিণী সীতা স্বয়ংলক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা।
কলা যোজনগন্ধাচ ব্যাসমাতা মহাসতী॥ ১৩৩ ॥
বাণপুত্রী তথোষাচ চিত্রলেখাচ তৎসখী।

অরুন্ধতি, গৌতম-পত্নী অহল্যা, ঋষিবর অত্রির পত্নী অনসূয়া, কর্দ্দমের ভার্য্যা দেবহূতি, দক্ষকামিনী প্রসূতি, যিনি পিতৃগণের মনসী কন্যা এবং মেনকা নামে প্রসিদ্ধা—যিনি ভগবতী মহামায়া অম্বিকাকে প্রসব করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই প্রকৃতির অংশ। ১২৬। ১২৭। ১২৮।

লোপামুদ্রা, আহূতী, কুবেরের পত্নী, বরুণ পত্নী, যম পত্নী, বলি পত্নী, কুন্তী, দময়ন্তী, যশোদা, দেবকী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সব্যা, সত্যবানের পত্নী সাবিত্রী. । ১২৯। ১৩০।

অতি পতিব্রতা বৃকভানু রাজার মহিষী রাধার জননীও প্রকৃতির অংশে উৎপন্ন। কুশোদরী কৌশল্যা, সুভদ্রা, কৈটভী, রেবতী, সত্যভামা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা, জাম্ববতী, নাগজিতী. বিন্ধমিত্রা, লক্ষ্মণা,

প্রভাবতী ভানুমতী তথামায়াবতী সতী ॥ ১৩৪ ॥
রেণুকাচ ভৃগোর্মাতা হলিমাতাচ রোহিণী।
একানংশাচ দুর্গা সা শ্রীকৃষ্ণভগিনী সতী ॥১৩৫ ॥
বহ্ব্যঃসন্তি কলাশ্চৈবং প্রকৃতেরেব ভারতে।
যা যাশ্চ গ্রামদেব্যস্তাঃ সর্ব্বাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ ॥ ১৩৬ ॥
কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ।
যোষিতা মপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ ॥ ১৩৭ ॥
ব্রাহ্মণী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী।
প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন বস্ত্রালঙ্কার চন্দনৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

রুক্মিণী, এবং যে সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন সেই সীতা। আর অতি সাধ্বী বেদব্যাসের মাতা যোজনগন্ধা, এবং এই জগৎদ্বিখ্যাত বাণরাজার কন্যা ঊষা, ও তাঁহার প্রিয় সখি চিত্রলেখা, প্রভাবতী, ভানুমতী, মায়াবতী, । ১৩১। ১৩২। ১৩৩। ১৩৪।

ভৃগুর মাতা রেণুকা, হলধর বলদেবের মাতা রোহিণী এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী দুর্গার অংশ সম্ভূতা একানংশা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক দেবী এই ভারতে মূলপ্রকৃতির অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা গ্রামদেবী, তাঁহারাও যে প্রকৃতির অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৩৫। ১৩৬।

হে নারদ! সৃষ্টিপ্রপঞ্চের মধ্যে যে, কত বিশ্ব বিদ্যমান আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত স্ত্রী বিরাজ করিতেছেন, তৎসমস্তই হয় প্রকৃতির অংশ, না হয় প্রকৃতির অংশের অংশ। অতএব তাহার একটীমাত্র স্ত্রীকে অবমাননা করিলে প্রকৃতির অবমাননা করা হয়। ১৩৭।

আর যিনি উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দন দান দ্বারা পতিপুত্রবতী অতি সাধ্বী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবা কামিনীকে পূজা করেন, তাঁহার স্বয়ং

কুমারীচাষ্টবর্ষীয়া বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
পূজিতা যেন বিপ্রস্য প্রকৃতিস্তেন পূজিতা ॥ ১৩৯ ॥
সর্ব্বাপ্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমামধ্যমাধমাঃ।
সত্বাংশাশ্চোত্তমাঃজ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ ॥ ১৪০ ॥
মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চভোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সুখসম্ভোগ বত্যশ্চ স্বকার্য্য তৎপরাঃ সদা ॥ ১৪১ ॥
অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাত কুলসম্ভবাঃ।
দুর্ম্মুখাঃকুলটাধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃকলহপ্রিয়াঃ ॥ ১৪২ ॥
পৃথিব্যাংকুলটাযাশ্চ স্বর্গেচাপ্সরসাংগণাঃ।
প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৩ ॥

প্রকৃতি দেবীকে পূজা করা হয় তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৩৮।

অষ্টমবর্ষীয়া ব্রাহ্মণকুমারীকে ঐ রূপে বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিলেও "প্রকৃতি দেবী স্বয়ং অর্চ্চিত হইলাম" মনে করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হন। ১৩৯।

এই জগতে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, সমস্ত নারীই প্রকৃতির অংশ হইতে সমুৎপন্ন। কেবল যাঁহারা সুশীলা পতিপরায়ণা ও উত্তমা দেবী তাঁহারা সত্বগুণের অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ১৪০।

যাঁহারা স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হইয়া নিরন্তর সুখসম্ভোগ করিতেছেন তাঁহারাই মধ্যম, অর্থাৎ রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারাই ভোগ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৪১।

আর যাঁহারা দুর্ম্মুখ, কুলটা ধূর্ত্তা, স্বেচ্ছাচারিণী, ও কলহ প্রিয়া এবং কোন বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই; তাঁহারাই অধম নামে অভিহিত অর্থাৎ তাঁহারাই তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ১৪২।

যাহারা ভূলোকবেশ্যা এবং যাহারা স্বর্লোকবেশ্যা অর্থাৎ অপ্সরা

এবং নিগদিতংসর্ব্বং প্রকৃতেঃপরিকীর্ত্তনং।
তাঃ সর্ব্বাঃ পূজিতাঃপৃথ্ব্যাং পুণ্যক্ষেত্রেচ ভারতে ॥১৪৪॥
পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
দ্বিতীয়ে রামচন্দ্রেণ রাবণস্য বধার্থিনা ॥ ১৪৫ ॥
তৎপশ্চাৎ জগতাংমাতা ত্রিষুলোকেষু পূজিতা।
জাতাদৌ দক্ষপত্ন্যাঞ্চ নিহন্তুং দৈত্যদানবান্॥ ১৪৬ ॥
ততোদেহং পরিত্যজ্য যজ্ঞেভর্ত্তুশ্চ নিন্দয়া।
জজ্ঞেহিমবতঃপত্ন্যাং লেভেপশুপতিং পতিং ॥ ১৪৭ ॥

নামে বিখ্যাত, তাহারা সকলেই প্রকৃতির অংশ বটে, কিন্তু তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা সকলেই পুংশ্চলী নামে অভিহিত হইয়া দিন যামিনী অতিবাহিত করিয়া থাকে। ১৪৩।

হে নারদ এই আমি তোমার নিকট প্রকৃতির বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম। এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে অথবা কেবল ভারতে কেন সমুদায় পৃথিবীতে কি প্রকৃতি, কি প্রকৃতির অংশ সমস্তই সমাদৃত হইয়া থাকে। ১৪৪।

এই ভারতে সর্ব্বপ্রথমে সুরথ রাজা দুর্গতিনাসিনী দেবী দুর্গাকে পূজা করিয়াছিলেন, তৎপরে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র দুর্দ্দান্ত রাবণের বধবাসনায় ভক্তি সহকারে ঐ দুর্দ্দান্ত নাশিনী দুর্গাকে পূজা করেন। ১৪৫।

তৎপরে কি ভূলোক কি ভুবলোক কি স্বর্লোক সর্ব্বত্রই ঐ জগন্মাতা পূজা লাভ করিতেছেন। প্রথমে উনি দৈত্য দানব দিগকে নিহত করিবার নিমিত্ত দক্ষ পত্নী প্রসূতির গর্ভ হইতে সমুৎপন্ন হন। ১৪৬।

তৎপরে দক্ষ যজ্ঞ সময়ে ভর্ত্তৃ নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া অভিমানে দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুনরায় গিরিরাজ হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ জন্মেও সেই ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেব মহাদেব পশুপতিই তাঁহার পতি হইয়াছিলেন। ১৪৭।

গণেশশ্চ স্বয়ংকৃষ্ণঃ স্কন্দোবিষ্ণুকলোদ্ভবঃ।
বভূবতুস্তৌ তনয়ৌপশ্চাত্তস্যাশ্চ নারদ ॥ ১৪৮ ॥
লক্ষ্মীর্মঙ্গল ভূপেন প্রথমে পরিপূজিতা।
ত্রিষুলোকেষু তৎপশ্চাৎ দেবতা মুনিমানবৈঃ ॥ ১৪৯ ॥
সাবিত্রীচাপি প্রথমে ভক্ত্যাচ পরিপূজিতা।
তৎপশ্চাৎ ত্রিষুলোকেষু দেবতামুনিমানবৈঃ ॥ ১৫০ ॥
আদৌ সরস্বতী দেবী ব্রহ্মণা পরিপূজিতা।
তৎপশ্চাৎ ত্রিষুলোকেষু দেবতা মুনিমানবৈঃ ॥ ১৫১ ॥
প্রথমে পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে।
পৌর্ণমাস্যাং কার্ত্তিকস্য কৃষ্ণেনপরমাত্মনা ॥ ১৫২ ॥

হে নারদঃ দেবী দুর্গা ও ভূতপতি মহাদেব, উভয়ে দাম্পত্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে বিশ্ব বিঘ্ন বিনাশন গণেশ এবং কার্ত্তিকের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে গণেশ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং কার্ত্তিকেয় নারায়ণের অংশোৎপন্ন।১৪৮॥

সর্ব্ব প্রথমে মঙ্গলরাজ পরম সমাদরে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করেন। তৎপরে ত্রিলোক মধ্যে কি দেবগণ, কি মুনিগণ, কি মানবগণ, সকলেই সেই জগন্মঙ্গল কারিণী লক্ষ্মীকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪৯ ॥

লক্ষ্মীর ন্যায় সাবিত্রী ও প্রথমে পরিপূজিত হইলে তৎপরে মহাসমাদরে দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে ত্রিলোক স্থিত সকলেই তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৫০ ॥

স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে দেবী স্বরস্বতীকে পূজা করেন। তৎপরে কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল, সর্ব্বত্রই দেবতা, ঋষি ও মানবগণ, সকলেই সমাদর পুর্ব্বক সেই বাগ্বাদিনীর পূজা আরম্ভ করিলেন। ১৫১ ॥

একদা কার্ত্তিক মাসের সুনির্ম্মল পৌর্ণমাসী নিশি সমুপস্থিত। সেই নিশিতে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গোলোক মধ্যে রাসমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া সেই রাসমণ্ডলে স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে শ্রীরাধাকে পূজা করিলেন। ১৫২।

গোপিকাভিশ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিশ্চ বালকৈঃ।
গবাংগণৈঃ সুরগণৈস্তৎপশ্চাৎ মায়য়া হরেঃ ॥ ১৫৩ ॥
তদাব্রহ্মাদিভির্দেবৈ মুনিভির্ম্মনুভিস্তথা।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সদা ॥ ১৫৪ ॥
পৃথিব্যাং প্রথমে দেবী স্বয়ংজ্ঞেনচ পূজিতা।
শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রেচ ভারতে ॥ ১৫৫ ॥
ত্রিষুলোকেষু তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা মুনিভিঃ সুরৈঃ ॥ ১৫৬ ॥
কলাযাযাঃ সুসংভূতা পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে।
পূজিতা গ্রামদেবত্যো গ্রামেচ নগরেমুনে ॥ ১৫৭ ॥

তৎপরে শ্রীহরির মায়া বলে গোপিকাগণ, গোপগণ, বালকবালিকাগণ, গোগণ, এবং সুরগণ, রাধিকাকে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৩ ॥

তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ ও মনুগণ, এই ত্রিসংসারের নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া পরমভক্তি সহকারে গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীরাধার পূজা এবং শ্রীরাধার বন্দনা করিতে লাগিলেন। ১৫৪ ॥

এই পৃথিবীতে প্রথমে পরম জ্ঞানী শঙ্কর মহাদেব মহামায়া দেবী ভগবতীকে অর্চ্চনা করেন। তৎপরে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে সকলেই তাঁহাকে একান্ত ভক্তিসহকারে পূজা করিতে লাগিল। ১৫৫ ॥

তৎপরে পরমাত্মা মহাদেবের আজ্ঞানুসারে ত্রিলোক মধ্যে কি সুরগণ, কি মুনিগণ সকলেই পুষ্প, ধূপ দীপাদি দ্বারা ভক্তিভাবে সেই বিপদ বিনাশিনী ভগবতীকে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৫৬ ॥

হে মুনিবর নারদ! ভারতে যে যে দেবী অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সকলেই পূজ্য এবং প্রতি গ্রামে প্রতি নগরে গ্রাম্য দেবীরা পর্য্যন্তও বিশেষরূপে পূজিত হইয়াছেন। ১৫৭ ॥

এবং তে কথিতং সর্ব্বং প্রকৃতেশ্চরিতং শুভং।
যথাগমং লক্ষণঞ্চ কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১৫৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তেমহাপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে নারায়ণ নারদ
সংবাদে প্রকৃতিচরিতসূত্রং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকট প্রকৃতি দেবীর শুভ চরিত বিষয় যথা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল আমি তোমার সেই শ্রবণ পিপাসা বিদূরিত করিতে ত্রুটি করিব না। ১৫৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়
সম্পূর্ণ।

প্রকৃতি খণ্ডম্।

—০—

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ ॥

সমাসেন শ্রুতংসর্ব্বং দেবীনাং চরিতং বিভো।
বিবোধনায় বোধস্য ব্যাসেন বক্তুমর্হসি ॥ ১ ॥
সৃষ্টিরাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ কথমাবির্ব্বভূবহ।
কথং বা পঞ্চধাভূতা বদ বেদবিদাম্বর ॥ ২ ॥
ভূতাযাযাশ্চ কলয়া তয়া ত্রিগুণয়া ভবে।
ব্যাসেন তাসাং চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং ॥ ৩ ॥
তাঁসাং জন্মানুকথনং ধ্যানং পূজাবিধিং পরং।
স্তোত্রং কবচমৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং বর্ণয় মঙ্গলং ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, হে বেদবিদগ্রগণ্য বিভো নারায়ণ! আপনার নিকট দেবীদিগের চরিতবিষয় বিস্তারিত রূপে সমস্ত শ্রবণ করিলাম। সম্প্রতি জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত আদ্যা শক্তি প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত কি রূপে আবির্ভূত হইলেন? তাঁহার পঞ্চবিধ রূপ ধারণের কারণ কি? এবং যে যে দেবীরা ত্রিগুণাত্মক দেহ ধারণ করিয়া এভবে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিতই বা কিরূপ? তাঁহাদিগের জন্ম কথন, তাঁহাদিগের অতীবমঙ্গলজনক ধ্যান পূজাপ্রকরণ, স্তোত্র, কবচ, ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য্য বিষয়ই বা কিরূপ? এই সমস্ত বর্ণন করিয়া আমার বলবতী শ্রবণ পিপাসা দূর করুন্। ১। ২। ৩। ৪।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ॥

নিত্যাত্মাচ নভোনিত্যং কালোনিত্যো দিশোযথা ।
বিশ্বেষাং গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এবচ ॥ ৫ ॥
তদেকদেশো বৈকুণ্ঠোলম্বভাগঃ স নিত্যকঃ ।
তথৈব প্রকৃতি র্নিদ্রা ব্রহ্মলীনা সনাতনী ॥ ৬ ॥
যথাগ্নৌ দাহিকা চন্দ্রে পদ্মেশোভা প্রভারবৌ ।
শশ্বদ্‌যুক্তা ন ভিন্না সা তথা প্রকৃতিরাত্মনি ॥ ৭ ॥
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তু মক্ষমঃ ।
বিনা মৃদা কুলালোহি ঘটং কর্ত্তুং নহীশ্বরঃ ॥ ৮ ॥
নহি ক্ষমস্তথা ব্রহ্ম সৃষ্টিং স্রষ্টুং তয়া বিনা ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা তয়াচ শক্তিমান্ সদা ॥ ৯ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হরি পরায়ণ নারদ ! পরমাত্মা নভোমণ্ডল, কাল, দশদিক, ভূগোল নিত্যানন্দ গোলোক ও গোলোকের অংশ বৈকুণ্ঠধাম এসমস্ত যেমন নিত্য পদার্থ, তদ্রূপ নিদ্রাস্বরূপিণী ব্রহ্মেবিলীনা প্রকৃতিও নিত্য পদার্থ । ৫ । ৬ ।

যেমন দাহিকা শক্তি অগ্নিতে, শোভা শীতাংশু ও পদ্মে এবং প্রভা সূর্য্যে বিলীন রহিয়াছে, তদ্রূপ প্রকৃতিও অভিন্নভাবে পরমাত্মায় যে বিলীন রহিয়াছেন তাহার অণুমাত্র সংশয় নাই । ৭ ।

যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে এবং কুম্ভকার মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম নহে, তদ্রূপ পরমব্রহ্ম কৃষ্ণও প্রকৃতি ভিন্ন কখনই সৃষ্টিকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ নহেন । পরমব্রহ্ম কেবল সেই সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী প্রকৃতির প্রভাবে সর্ব্বদা শক্তিমান হইয়া থাকেন ; নতুবা কোন বিষয়েই তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই । ৮ । ৯ ।

ঐশ্বর্য্যবচনঃ শক্‌চ তিঃ পরাক্রম বাচকঃ।
তৎস্বরূপা তয়োর্দাত্রী যা সা শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০॥
সমৃদ্ধিবুদ্ধিসম্পত্তি যশসাং বচনোভগঃ।
তেন শক্তি র্ভগবতী ভগরূপাচ সাসদা ॥ ১১ ॥
তয়া যুক্তঃ সদাত্মাচ ভগবাংস্তেন কথ্যতে।
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ কৃষ্ণঃ সাকারশ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥
তেজোরূপং নিরাকারং ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা।
বদন্তি তে পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরং ॥ ১৩ ॥
অদৃষ্টং সর্বষটকারং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণং।
সর্ব্বদং সর্ব্বরূপান্তমরূপং সর্ব্ব পোষকং ॥ ১৪ ॥

"শক" এই শব্দটী ঐশ্বর্য্য বাচক এবং "তি" এই শব্দটী পরাক্রম-বাচক; সুতরাং যিনি ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমস্বরূপ হইয়া ঐ উভয়কে প্রদান করিতে সমর্থ হন, তিনিই শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১০ ॥

"ভগ" এই শব্দটী দ্বারা সমৃদ্ধি, বুদ্ধি, সম্পত্তি ও যশ এই সমস্ত অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। শক্তিতে ঐ সমস্তই বিলীন রহিয়াছে, সেই নিমিত্ত শক্তিকে ভগবতী কহে। সুতরাং শক্তি সর্ব্বদাই ভগরূপিণী। ১১ ॥

পরমাত্মা সর্ব্বদাই ঐ ভগরূপিণী শক্তি যুক্ত রহিয়াছেন, বলিয়া উঁহাকে ভগবান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই ভগবান্ স্বেচ্ছাময় বিভু শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কখনও সাকার এবং কখনও নিরাকার। ১২ ॥

যোগীগণ সর্ব্বদা সেই নিরাকার পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে তেজোময় বলিয়া একান্ত ভক্তি সহকারে ধ্যান করেন এবং তাঁহাকে পরাৎপর পরব্রহ্ম পরমাত্মা ও পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১৩ ॥

তিনি কখনও কাহারও দৃষ্টির গোচর নহেন, তিনি স্বর্গ, তিনি বষট-কার মন্ত্র, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সকলের কারণ, তিনি সকলকে সকল

বৈষ্ণবাস্তং ন মন্যন্তে তদ্ভক্ত সূক্ষ্মদর্শিনঃ।
বদন্তীতি কস্য তেজ স্তেচ তেজস্বিনং বিনা॥ ১৫॥
তেজোমণ্ডল মধ্যস্থং ব্রহ্মতেজস্বিনং পরং।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং সর্ব্বকারণ কারণং॥১৬॥
অতীব সুন্দরং রম্যং বিভ্রতং সুমনোহরং।
কিশোর বয়সং শান্তং সর্ব্বকান্তং পরাৎপরং॥ ১৭॥
নবীননীরদাভাসং রাসৈক শ্যামসুন্দরং।
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মস্যশোভামোচন লোচনং॥ ১৮॥
মুক্তাসার বিনিন্দৈক দন্তপংক্তি মনোহরং।

প্রকার অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং নিরাকার; কিন্তু সর্ব্বরূপী এবং সকলের পোষক স্বরূপ। ১৪॥

কিন্তু বিষ্ণু পরায়ণ সূক্ষ্মদর্শী পরমভক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, গুণ দ্রব্যনিষ্ঠ; সুতরাং তেজস্বী পুরুষ ব্যতীত সে তেজ আর কাহার সম্ভবিতে পারে? অতএব সেই তেজোময় পদার্থের মধ্যবর্ত্তী যে পুরুষ বিদ্যমান আছেন, তিনিই তেজস্বী পুরুষ, তিনিই পরাৎপর পরমব্রহ্ম, তিনিই স্বেচ্ছাময়, তিনিই সর্ব্বরূপী এবং সেই ভক্তবৎসল দয়াময় সকল প্রকার বীজেরও বীজস্বরূপ। ১৫। ১৬॥

তিনি অতি মনোহর অতি সুন্দর অতি রমণীয় কিশোর বয়স অর্থাৎ বাল্য ও যৌবনের মধ্যাবস্থা ধারণ করিতেছেন। তিনি অতি শান্ত মূর্ত্তি, তিনি সকলের কমনীয়, তিনি পরাৎপর। তাঁহার শরীরের আভা নবনীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ। তিনি রাসমণ্ডলের একমাত্র অদ্বিতীয় এবং তিনিই ত্রিভুবন মোহন, শ্যামসুন্দর। তাঁহার লোচন শরৎকালের মাধ্যাহ্নিক পদ্ম অপেক্ষাও অধিক শোভমান। ১৭। ১৮॥

তাঁহার দন্তপংক্তি এত মনোহর যে, অতি উৎকৃষ্ট মুক্তা পংক্তিও

ময়ূর পুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতী মাল্যমণ্ডিতং ॥ ১৯ ॥
সুনসং সস্মিতং শশ্বদ্ভক্তানুগ্রহ কাতরং।
জ্বলদগ্নি বিশুদ্ধৈক পীতাংশুক সুশোভিতং ॥ ২০ ॥
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং রত্নভূষণ ভূষিতং।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বেশং সর্ব্বশক্তিযুতংবিভুং ॥ ২১ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদং সর্ব্বং স্বতন্ত্রং সর্ব্বমঙ্গলং।
পরিপূর্ণ তমংসিদ্ধং সিদ্ধিদং সিদ্ধিকারণং ॥ ২২ ॥
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বদেবংরূপং সনাতনং।
জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি শোক ভীতি হরংপরং ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মণো বয়সাযস্য নিমেষ উপচর্য্যতে।

লজ্জিত হয়। তাঁহার মনোহর মোহন চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত এবং সর্ব্বাঙ্গ মালতী মালায় বিভূষিত হইয়াছে। ১৯ ॥

কি সুন্দর নাসিকা, কিবা হাস্যানন এবং ভক্তজনের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর কেমন ব্যতিব্যস্ত। তাঁহার পরিধান পীতাম্বর, যেন প্রজ্বলিত অনল শিখা বিস্তার করিতেছে। তিনি দ্বিভুজ হস্তে মুরলী বিরাজমান; তাহাতে আবার স্বর্ণালঙ্কারে সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি সকলের আশ্রয়, সকলের বিভু, সর্ব্বশক্তিমান, সকলকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, তিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বেচ্ছাময়, তিনি সকলের মঙ্গলস্বরূপ। তাঁহার অপূর্ণতা নাই, তিনি স্বয়ং সিদ্ধ, সকলের সিদ্ধিদাতা এবং সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধির একমাত্র কারণ হইয়াছেন। ২০। ২১। ২২ ॥

বৈষ্ণবগণ নিরন্তর সেই সনাতন পরমব্রহ্মকে এইরূপ আকার বিশিষ্ট করিয়া ভাবনা করেন। ফলতঃ তাঁহাকে ধ্যান করিলে কি জন্ম কি মৃত্যু, কি জরা, কি ব্যাধি, কি শোক, কি ভয়, কিছুই থাকে না। ২৩।

যাঁহার এক নিমেষে ব্রহ্মার বয়ঃকাল অতীত হয়, তিনিই পরমাত্মা,

সচাত্মা পরমংব্রহ্ম কৃষ্ণইত্যভিধীয়তে ॥ ২৪ ॥
কৃষিস্তদ্ভক্তিবচনো নশ্চতদ্দাস্য বাচকঃ।
ভক্তিদাস্য প্রদাতা যঃ স কৃষ্ণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৫ ॥
কৃষশ্চ সর্ব্ববচনো নকারো বীজবাচকঃ।
সর্ব্বংবীজং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৬ ॥
অসংখ্য ব্রহ্মণাংপাতে কালেঽতীতেঽপিনারদ।
যদ্গুণানাং নাস্তি নাশ স্তৎ সমানো গুণেনচ ॥ ২৭ ॥
স কৃষ্ণঃ সর্ব্বসৃষ্ট্যাদৌ সিসৃক্ষুরেক এবচ।
সৃষ্ট্যোন্মুখ স্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ ॥ ২৮ ॥
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়াচ দ্বিধারূপোবভূবহ।
স্ত্রীরূপা বামভাগাংশা দক্ষিণাংশঃ পুমান্স্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥

তিনিই পরম ব্রহ্ম এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ২৪।

"কৃষ" এই পদটি কৃষ্ণের ভক্তি বাচক এবং "ন" এই পদটি তাঁহার দাস্য বাচক; সুতরাং যিনি ভক্তি ও দাস্য দাতা, তিনিই পরাৎপর পরব্রহ্ম কৃষ্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ২৫।

অথবা "কৃষ" এই পদটি সর্ব্ব বাচক এবং "ন" এই পদটি বীজবাচক; সুতরাং যিনি সর্ব্ববীজ, তিনিই পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত। ২৬।

হে নারদ! যে কাল মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মা বিলয় প্রাপ্ত হন, তাদৃশ অনন্ত কাল বিগত হইলেও যে কৃষ্ণগুণের বিলয় নাই, তাঁহার তুল্য গুণবান্ ত্রিভুবন মধ্যে আর কে হইতে পারিবে?। ২৭।

সেই অদ্বিতীয় প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাল প্রেরিত হইয়া যখন সর্ব্ব প্রথমে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সেই সেচ্ছাময় স্বীয় ইচ্ছাক্রমে দ্বিধারূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার বামাঙ্গ স্ত্রীরূপে এবং দক্ষিণাঙ্গ পুরুষ রূপে পরিণত হইল। ।২৮।২৯।

তাং দদর্শ মহাকামী কামাধারঃ সনাতনঃ।
অতীব কমনীয়াঞ্চ চারুচম্পক সন্নিভাং ॥ ৩০ ॥
চন্দ্রবিম্ববিনিন্দৈক নিতম্বযুগলাং পরাং।
সুচারুকদলি স্তম্ভনিন্দিত শ্রোণি সুন্দরীং ॥ ৩১ ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীফলাকার স্তন যুগ্ম মনোরমাং।
পুষ্ট্যাযুক্তাং সুললিতাং মধ্যক্ষীণাং মনোহরাং ॥ ৩২ ॥
অতীব সুন্দরীং শান্তাং সস্মিতাং বক্রলোচনাং।
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং রত্নভূষণ ভূষিতাং ॥ ৩৩ ॥
শশ্বচ্চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং পিবন্তীং সন্ততংমুদা।
কৃষ্ণস্যমুখচন্দ্রঞ্চ চন্দ্রকোটি বিনিন্দিতং ॥ ৩৪ ॥

তখন সেই কামাধার সনাতন মহাকামী, অতীব কমনীয় কান্তি অতি সুন্দর চম্পকবর্ণা সেই বামাঙ্গ সম্ভূতা রমণীকে সকটাক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩০।

সেই রমণীরত্নের নিতম্বযুগল দর্শন করিলে চন্দ্রমণ্ডলও নিতান্ত লজ্জিত হয়। তাঁহার শ্রোণিদেশ মনোহর কদলীস্তম্ভ অপেক্ষা সমধিক সুন্দর হওয়াতে শোভার আর পরিসীমা নাই। ৩১।

তাঁহার স্তনদ্বয় সুচারু শ্রীফলদ্বয়ের ন্যায় নিতান্ত নিবিড় হওয়াতে শরীরকান্তি অতিমনোরম হইয়াছে। বিশেষতঃ অবয়ব পরিপুষ্ট, অতি সুললিত, ক্ষীণমধ্য এবং মনোহর। ৩২।

তাঁহার শরীরে সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। আস্যদেশ সদা হাস্য-যুক্ত, লোচন বক্র, পরিধান অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ উৎকৃষ্ট বসন, মূর্ত্তি অতি শান্ত এবং সর্ব্বশরীর রত্নভূষণে বিভূষিত। ৩৩।

শ্রীকৃষ্ণের যে মুখচন্দ্র দর্শনে কোটি কোটি চন্দ্র লজ্জায় ম্লান ভাব ধারণ করে, তিনি চক্ষুরূপ চকোরদ্বারা নিরন্তর তাঁহার সেই মুখচন্দ্র বিগলিত সুনির্ম্মল সুধা পরমাহ্লাদে পান করিতে লাগিলেন। ৩৪।

কস্তুরী বিন্দুভিঃ সার্দ্ধমধ্যশ্চন্দন বিন্দুনা।
সমং সিন্দূর বিন্দুঞ্চ ভালমধ্যেচ বিভ্রতীং॥ ৩৫ ॥
বঙ্কিমং কবরীভারং মালতী মাল্যভূষিতং।
রত্নেন্দ্রসারহারঞ্চ দধতীং কান্তকামুকীং॥ ৩৬ ॥
কোটিচন্দ্র প্রভামুষ্টপুষ্ট শোভা সমন্বিতাং।
গমনেচ রাজহংস গজখঞ্জন গঞ্জনীং॥ ৩৭ ॥
দৃষ্টিমাত্রং তয়া সার্দ্ধং রসেশো রাস মণ্ডলে।
রাসোল্লাসেষু রহসি রাসক্রীড়াং চকারহ॥ ৩৮ ॥
নানাপ্রকার শৃঙ্গারং শৃঙ্গারো মূর্ত্তিমানিব।
চকারসুখসম্ভোগং যাবদ্বৈব্রহ্মণোবয়ঃ॥ ৩৯ ॥

তাঁহার ললাটদেশ প্রথমতঃ কস্তুরীবিন্দু, তাহার নিম্নে চন্দনবিন্দু এবং তাহার ও নিম্নে সিন্দূরবিন্দু থাকাতে অতীব রমণীয় হইয়াছে ফলতঃ তাদৃশ শোভা ত্রিভুবনে আর নাই। ৩৫।

তাঁহার মস্তকের কবরীবন্ধন বক্র এবং মালতী মালায় বিভূষিত; কান্তের প্রতি একান্ত ইচ্ছাবতী সেই কামিনীর গলদেশে যার পর নাই উৎকৃষ্ট রত্নের মনোহর হার দোদুল্যমান হইতেছে। ৩৬।

তাঁহার শরীরের শোভা কোটি কোটি চন্দ্রের প্রভা অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল। অনেকে, রাজহংস, গজ এবং খঞ্জনের সহিত রমণীদিগের গমনের তুলনা দেন, কিন্তু তাঁহার গমন দর্শনে রাজহংস প্রভৃতিরাও লজ্জায় অধোবদন হইয়াছে সন্দেহ মাত্র নাই। ৩৭।

রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই অপূর্ব্ব মনোহর রূপ দর্শন মাত্রেই মহা উল্লাসিত হইয়া সেই রমণীরত্নকে লইয়া রাসমণ্ডলে গমন করিলেন এবং নির্জ্জনে তাঁহার সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৮।

রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ শৃঙ্গারে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন শৃঙ্গার রস মূর্ত্তিমান হইয়া শৃঙ্গার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ততঃ স চ পরিশ্রান্ত স্তস্যাযোনৌ জগৎপিতা।
চকার বীর্য্যাধানঞ্চ নিত্যানন্দঃ শুভক্ষণে ॥ ৪০ ॥
গাত্রতো যোষিত স্তস্যাঃ সুরতান্তেচ সুব্রত।
নিঃসসার শ্রমজলং শ্রান্তায়া স্তেজসা হরেঃ ॥ ৪১ ॥
মহারমণ ক্লিষ্টায়া নিশ্বাসশ্চ বভূব হ।
তদাধার শ্রমজলং তৎসর্ব্বং বিশ্বগোলকং ॥ ৪২ ॥
স চ নিঃশ্বাস বায়ুশ্চ সর্ব্বাধারো বভূব হ।
নিঃশ্বাস বায়ুঃ সর্ব্বেষাং জীবিনাঞ্চ ভবেষু চ ॥ ৪৩ ॥
বভূবমূর্ত্তিমদ্বায়ো র্বামাঙ্গাৎ প্রাণবল্লভা।

এইরূপে তিনি ব্রহ্মার বয়ঃ পরিমিত কাল পর্য্যন্ত সেই রাসমণ্ডলে যৎপরোনাস্তি সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। ৩৯।

অনন্তর নিত্যানন্দ স্বরূপ সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম জগৎ পিতা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হইয়া পরিশেষে শুভক্ষণে সেই রমণীরত্নের যোনিদেশে বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। ৪০।

হে ব্রতপরায়ণ নারদ! শ্রীকৃষ্ণের তেজোনিবন্ধন সুরতান্তে অর্থাৎ রতিকার্য্যের পরিশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত সেই রমণীরত্নের গাত্র হইতে শ্রমজল নিঃসৃত হইতে লাগিল। ৪১।

ঘোরতর রতিক্রিয়ায় পরিশ্রান্ত হওয়াতে তাঁহার মুখ হইতে নিঃশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল, এবং পরিশ্রমজন্য তাঁহার শরীর হইতে যে সকল ঘর্ম্মবিন্দু বিগলিত হইয়াছিল, তাহাই বিশ্বগোলক-অর্থাৎ এক একটি গোলাকার বিশ্বরূপে পরিনত হইল। ৪২।

অধিক কি তাঁহার নাসিকা হইতে সকলের আধারস্বরূপ যে নিঃশ্বাস-বায়ু বিনির্গত হইয়াছিল, তাহাই জগতীস্থ যাবদীয় জীবদিগের নিঃশ্বাস বায়ুরূপে পরিণত হইল। ৪৩।

সেই মূর্ত্তিমান বায়ুর বামাঙ্গ হইতে যে রমণী উদ্ভূত হইলেন, তিনি

তৎপত্নী সাচ তৎপুত্রাঃ প্রাণাঃ পঞ্চচ জীবিনাং ॥ ৪৪ ॥
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চৈ বোদানোব্যান এবচ।
বভূবুরেব তৎপুত্রা অধঃপ্রাণাশ্চ পঞ্চচ ॥ ৪৫ ॥
ঘর্ম্ম তোয়াধিদেবশ্চ বভূব বরুণো মহান্।
তদ্বামাঙ্গাচ্চ তৎপত্নী বরুণানী বভূবসা ॥ ৪৬ ॥
অথ সা কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণাদ্গর্ভং দধারহ।
শতমন্বন্তরং যাবৎজ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণ প্রাণাধি দেবী সা কৃষ্ণ প্রণাধিক প্রিয়া।
কৃষ্ণস্য সঙ্গিনী শশ্বৎ কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৪৮ ॥
শতমন্বন্তরাতীতকালেঽতীতে ঽপি সুন্দরী।

তাঁহার প্রাণবল্লভা প্রিয়পত্নীরূপে পরিণত হইলেন। তৎপরে তাঁহার যে পঞ্চ তনয় জন্ম পরিগ্রহ করিল, তাঁহারাই জীবগণের পঞ্চ প্রাণ। উহাদিগের একের নাম প্রাণ, দ্বিতীয়ের নাম অপান, তৃতীয়ের নাম সমান, চতুর্থের নাম উদান এবং পঞ্চমের নাম ব্যান। ৪৪। ৪৫।

শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গ সম্ভূতা যোষিত রত্নের শরীর হইতে যে স্বেদজল বিনির্গত হইয়াছিল, মহাত্মা বরুণ তাহার অধিষ্ঠাতা হইলেন, এবং বরুণের বামাঙ্গ হইতে যে স্ত্রীরত্ন উদ্ভূত হইলেন তিনিই তাঁহার পত্নী হইলেন। উহার নাম বরুণানী। ৪৬।

এই রূপে বীর্য্যাধান করিবার পর সেই কৃষ্ণশক্তি রাধা শত মন্বন্তর পরিমিত কাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গর্ভ মধ্যে ব্রহ্মতেজ নিহিত থাকাতে শরীর প্রভা সমধিক উজ্জ্বল হইল। ৪৭।

এমন কি ঐ কৃষ্ণশক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ, উনি কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়তর, কৃষ্ণের অতীব সঙ্গিনী। অধিক কি নিরন্তর কৃষ্ণের বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়াই থাকেন। ৪৮।

অনন্তর শত মন্বন্তর পরিমিত কাল অতীত হইলে ঐ সুন্দরী বিশ্বের

সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরং ॥ ৪৯ ॥
দৃষ্ট্বা ডিম্বঞ্চ সা দেবী হৃদয়েন বিদূয়তা।
উৎসসর্জ্জচ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে ॥ ৫০ ॥
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণশ্চ তত্ত্যাগং হাহাকারং চকার হ।
শশাপ দেবীং দেবেশ স্তৎক্ষণঞ্চ যথোচিতং ॥ ৫১ ॥
যতোঽপত্যং ত্বয়া ত্যক্তং কোপশীলে সুনিষ্ঠুরে।
ভব ত্বমনপত্যাপি চাদ্য প্রভৃতি নিশ্চিতং ॥ ৫২ ॥
যা যাস্তদংশংরূপাচ ভবিষ্যন্তি সুরস্ত্রিয়ঃ।
অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বা স্তৎসমা নিত্যযৌবনাঃ ॥ ৫৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবী জিহ্বাগ্রাৎ সহসা ততঃ।
আবির্ব্বভূব কন্যৈকা শুক্লবর্ণা মনোহরা ॥ ৫৪ ॥
পীতবস্ত্র পরিধানা বীণাপুস্তক ধারিণী।

বিশ্বাধারস্বরূপ স্বর্ণাকার উৎকৃষ্ট এক ডিম্ব প্রসব করিলেন। ৪৯।

ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহা দর্শনে তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন, এবং পরিশেষে কোপবশতঃ গোলাকার জলরাশিমধ্যে সেই বিশ্বাধার ডিম্ব নিক্ষেপ করিলেন। ৫০।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে হাহাকার করিয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দেবীকে যথোচিত শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, অয়ি কোপশীলে! অয়ি নিষ্ঠুরে! যেমন তুমি অনায়াসে এই অপত্য পরিত্যাগ করিলে, অতএব আমি বলিতেছি, "তুমি সর্ব্বতোভাবে আজি অবধি অনপত্যা হও" এবং যে যে সুর কামিনীরা তোমার অংশে উৎপন্ন হইবেন, তাঁহারাও সকলে তোমার মতসন্তানসন্ততি বিহীন হইয়া চিরকাল স্থির-যৌবনা থাকিবেন"। ৫১।৫২।৫৩।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শাপ প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে সহসা সেই ডিম্ব প্রসবিনী শক্তির জিহ্বাগ্রহইতে পীতবস্ত্র পরিধানাবীণাপুস্তক-

রত্ন ভূষণ ভূষাঢ্যা সর্ব্বশাস্ত্রাধিদেবতা ॥ ৫৫ ॥
অথ কালান্তরে সাচ দ্বিধারূপা বভূব হ।
বামার্দ্ধাঙ্গাচ কমলা দক্ষিণার্দ্ধাচ রাধিকা ॥ ৫৬
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব হ।
দক্ষিণার্দ্ধশ্চ দ্বিভুজো বামার্দ্ধশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৭ ॥
উবাচ বাণীং শ্রীকৃষ্ণ স্ত্বমস্য কামিনী ভব।
অত্রৈব মানিনী রাধা নৈব ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥
এবং লক্ষ্মীঞ্চ প্রদদৌ তুষ্টো নারায়ণায় চ।
স জগাম চ বৈকুণ্ঠং তাভ্যাং সার্দ্ধং জগৎ পতিঃ ॥ ৫৯ ॥
অনপত্যেচ তে দ্বেচ যতোরাধাংশ সম্ভবা।
ভূতা নারায়ণাঙ্গাচ্চ পার্শ্বদাশ্চ চতুর্ভুজাঃ ॥ ৬০ ॥

ধারিণী রত্নময় ভূষণে বিভূষিত ও সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অতি মনোহরা শুক্লবর্ণ এক কন্যা সমুৎপন্না হইলেন। ৫৪। ৫৫।

কিছুকাল পরে ঐ রাধা দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন, তাঁহার বামার্দ্ধ কমলা হইল এবং দক্ষিণার্দ্ধ রাধাই রহিল। ঐ সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধ দ্বিভুজ এবং বামার্দ্ধ চতুর্ভুজ হইল। ৫৬। ৫৭।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি এই নারায়ণের কামিনী হও। এ বিষয়ে রাধা অভিমানবতী হইলে মঙ্গলদায়ক হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া লক্ষ্মীকেও নারায়ণ হস্তে সমর্পণ করিলেন। জগৎপতি নারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ৫৮। ৫৯।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইঁহারা উভয়ে শ্রীরাধার অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া উঁহারাও অপত্য ধনে বঞ্চিত রহিলেন। নারায়ণের

তেজসা বয়সা রূপগুণাভ্যাঞ্চ সমা হরেঃ।
বভূবুঃ কমলাঙ্গাচ্চ দাসী কোট্যশ্চ তৎসমাঃ॥ ৬১॥
অথ গোলোকনাথস্য লোম্নাং বিবরতো মুনে।
ভূতাশ্চাসংখ্যগোপাশ্চ বয়সা তেজসা সমাঃ॥ ৬২॥
রূপেণচ গুণেনৈব বেশেন বিক্রমেণ চ।
প্রাণতুল্যপ্রিয়াঃ সর্ব্বে বভূবুঃ পার্শ্বদা বিভোঃ॥ ৬৩॥
রাধাঙ্গলোমকুপেভ্যো বভূবু র্গোপকন্যকাঃ।
রাধাতুল্যাশ্চ সর্ব্বাস্তাঃ রাধাতুল্যা প্রিয়ম্বদাঃ॥ ৬৪॥
রত্নভূষণভূষাঢ্যাঃ শশ্বৎ সুস্থির যৌবনাঃ।
অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ পুংসঃ শাপেন সন্ততং॥ ৬৫॥

পারিষদগণ তাঁহার শরীর হইতে সম্ভূত হইলেন। তাঁহারা কি তেজ, কি রূপ, কি গুণ, কি বয়স সর্ব্বাংশেই শ্রীহরির তুল্য। কমলা লক্ষ্মীরও অঙ্গ হইতে যে কোটি কোটি রমণী উৎপন্ন হইলেন, তাঁহারা সকলেই লক্ষ্মীর সহচরী এবং সর্ব্বাংশে তাঁহার তুল্য গুণবতী। ৬০। ৬১।

হে মুনিবর নারদ! অনন্তর গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে অসংখ্য গোপগণ সমুৎপন্ন হইল। তাহারা সকলেই কি তেজ, কি বয়স কি রূপ, কি গুণ, কি বেশ ভুষা কি বিক্রম, সর্ব্বাংশেই গোলোকনাথের তুল্য। তাঁহারা সকলে সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পার্শ্বচর হইলেন। ৬২। ৬৩।

তৎপরে শ্রীরাধারও লোমবিবর হইতে অসংখ্য গোপকন্যা সমুৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা সকলে রাধার তুল্য গুণবতী রাধার তুল্য প্রিয়ম্বদা, রাধার তুল্য রত্নভুষণে বিভুষিতা, রাধার তুল্য স্থিরযৌবনা এবং সেই অদ্বিতীয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শাপপ্রভাবে সকলেই শ্রীরাধার ন্যায় অপত্যধনে চিরকাল বঞ্চিতা হইয়া থাকিলেন। ৬৪। ৬৫।

এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র সহসা কৃষ্ণদেহতঃ।
আবির্ব্বভূব সা দুর্গা বিষ্ণুমায়া সনাতনী॥ ৬৬॥
দেবী নারায়ণীশানী সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনী।
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৬৭॥
দেবীনাং বীজরূপাচ মুল প্রকৃতিরীশ্বরী।
পরিপূর্ণতমা তেজঃ স্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা॥ ৬৮॥
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা সূর্য্য কোটি সমপ্রভা।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যা সহস্রভুজ সংযুতা॥ ৬৯॥
নানাশাস্ত্রাস্ত্র নিকরং বিভ্রতী সা ত্রিলোচনা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণ ভূষিতা॥ ৭০॥

হে বিপ্রবর নারদ! এদিকে ত এই সকল ঘটনা হইল, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতে সহসা এক রমণীরত্ন উৎপন্ন হইলেন। তিনিই সনাতনী বিষ্ণুমায়া দুর্গা। ৬৬।

ঐ দেবী দুর্গাই নারায়ণী, উনিই ঈশানী; এমন কি উনিই সকলের শক্তিস্বরূপিণী। উনিই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উনিই সমস্ত দেবীদিগের বীজস্বরূপা. উনিই মূল প্রকৃতি, উনিই ঈশ্বরী, উহাঁর অপূর্ণতা নাই, উনিই তেজোময়ী এবং উনিই সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণ স্বরূপিণী। ৬৭। ৬৮।

উহাঁর বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, উহাঁর প্রভা কোটি সূর্য্যের ন্যায়, উহাঁর আস্যদেশ সর্ব্বদা ঈষৎ হাস্যযুক্ত, মুখকমল প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ, এবং অঙ্গ সহস্র হস্তে বিভূষিত। ৬৯।

ঐ ত্রিনয়না হস্তে নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করাতে কতই শোভা হইয়াছে; এবং পরিধান অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল বিশুদ্ধ বসন ও সর্ব্বাঙ্গ রত্নভূষণে বিভূষিত হওয়ায় ভক্তগণের মনোলোভা হইয়াছে। ৭০।

যস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
সর্ব্ববিশ্বস্থিতা লোকা মোহিতা মায়য়া যয়া॥ ৭১॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদাত্রী চ কামিনাং গৃহবাসিনাং।
কৃষ্ণভক্তি প্রদাত্রী চ বৈষ্ণবানাঞ্চ বৈষ্ণবী॥ ৭২॥
মুমুক্ষূণাং মোক্ষদাত্রী সুখিনাং সুখদায়িনী।
স্বর্গেষু স্বর্গলক্ষ্মী সা গৃহলক্ষ্মী গৃহেষসৌ॥ ৭৩॥
তপস্বিষু তপস্যাচ শ্রীরূপা সা নৃপেষুচ।
যাচাগ্নৌ দাহিকা রূপা প্রভারূপাচ ভাস্করে॥ ৭৪॥
শোভা স্বরূপা চন্দ্রে চ পদ্মেষু চ সুশোভনা।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপা যা শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি॥ ৭৫॥
যয়া চ শক্তিমানাত্মা যয়া চ শক্তিমজ্জগৎ।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং জীবন্মৃত মিবস্থিতং॥ ৭৬॥

এই জগতে যত রমণী বিরাজমান রহিয়াছেন, তৎসমস্তই ঐ ত্রিনয়না দুর্গার অংশে বা অংশের অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই বিশ্বের যাবদীয় লোক ঐ দেবীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ৭১।

এই মহামায়া দুর্গা কামনা পরিপূর্ণ গৃহস্থদিগকে অভিলষিত ঐশ্বর্য্য সুখ প্রদান করেন এবং হরিপরায়ণ বৈষ্ণবদিগকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত ভক্তি সমাধান করিয়া থাকেন। ৭২।

ইনি মোক্ষার্থীদিগের মোক্ষদাত্রী, সুখার্থীদিগের সুখদাত্রী, স্বর্গের স্বর্গলক্ষ্মী, গৃহের গৃহলক্ষ্মী, তপস্বীদিগের তপস্যা, এবং রাজাদিগের রাজ্যলক্ষ্মী, ইনিই অগ্নির দাহিকা, সূর্য্যের প্রভা, পদ্ম ও চন্দ্রের শোভা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বময় শক্তি স্বরূপিণী। ৭৩। ৭৪। ৭৫।

ইঁহাদ্বারা পরমাত্মা এবং সমস্ত জগৎ শক্তিমান্ হইতেছে। এবং এই ত্রিনয়না দুর্গা না থাকিলে সমুদায় জীবন্মৃতের ন্যায় থাকিত। ৭৬।

যাচ সংসারবৃক্ষস্য বীজরূপা সনাতনী।
স্থিতিরূপা বুদ্ধিরূপা ফলরূপাচ নারদ ॥ ৭৭ ॥
ক্ষুৎপিপাসা দয়া শ্রদ্ধা নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষমাধৃতিঃ।
শান্তির্লজ্জা তুষ্টিপুষ্টি ভ্রান্তিকান্ত্যাদি রূপিণী ॥ ৭৮ ॥
সা চ সংস্তুয় সর্ব্বেশং তৎপুরঃ সমুবাস হ।
রত্নসিংহাসনং তস্যৈ প্রদদৌ রাধিকেশ্বরঃ ॥ ৭৯ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সস্ত্রীকশ্চ চতুর্ম্মুখঃ।
পদ্মনাভো নাভিপদ্মান্নিঃ সসার পুমান্ মুনে ॥ ৮০ ॥
কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমাংস্তপস্বী জ্ঞানিনাংবরঃ।
চতুর্ম্মুখস্তং তুষ্টাব প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৮১ ॥
সুন্দরী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা শতচন্দ্রসমপ্রভা।

হে নারদ! যিনি সংসারবৃক্ষের সনাতন বীজস্বরূপ, যিনি স্থিতি, যিনি বুদ্ধি, যিনি ফল, যিনি ক্ষুধা, যিনি পিপাসা, যিনি দয়া, যিনি শ্রদ্ধা, যিনি নিদ্রা, যিনি তন্দ্রা, যিনি ক্ষমা, যিনি ধৃতি, যিনি শান্তি, যিনি লজ্জা, যিনি তুষ্টি, যিনি পুষ্টি, যিনি ভ্রান্তি, যিনি কান্তি এবং যিনি অন্যান্য সর্ব্বস্বরূপিণী; তিনি সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ প্রকারে স্তব করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যত্ন পূর্ব্বক উপবেশনার্থ তাঁহাকে রত্নময় সিংহাসন প্রদান করিলেন। ৭৭। ৭৮। ৭৯।

হে মুনিবর নারদ! ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্ম হইতে পদ্মনাভ সস্ত্রীক চতুর্ম্মুখ এক পুরুষ সমুদ্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে কমণ্ডলু, বেশ তপস্বীর ন্যায়, পরম জ্ঞানী; শরীরে সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, এমন কি ব্রহ্মতেজে যেন তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছে। সেই চতুর্ম্মুখ পুরুষ আবির্ভূত হইবামাত্র সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৮০। ৮১।

ঐ চতুর্ম্মুখ পুরুষের সহিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী শতচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবতী,

বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণ ভূষিতা ॥ ৮২ ॥
রত্নসিংহাসনে রম্যে সংস্তূয় সর্ব্বকারণং।
উবাস স্বামিনা সার্দ্ধং কৃষ্ণস্য পুরতো মুদা ॥ ৮৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
বামার্দ্ধাঙ্গো মহাদেবো দক্ষিণোগোপিকাপতিঃ ॥ ৮৪ ॥
শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশঃ শতকোটি রবিপ্রভঃ।
ত্রিশূলপট্টিশধরো ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধরো হরঃ ॥ ৮৫ ॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ জটাভার ধরঃ পরঃ।
ভস্ম ভূষণগাত্রশ্চ সস্মিতশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৮৬ ॥
দিগম্বরো নীলকণ্ঠঃ সর্পভূষণ ভূষিতঃ।
বিভ্রদ্দক্ষিণ হস্তেন রত্নমালাংসুসংস্কৃতাং ॥ ৮৭ ॥

অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বস্ত্র পরিধানা, বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা যে রমণী রমণীমণি ছিলেন, তিনিও সেই সর্ব্বকারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া মহা আনন্দে তাঁহার সম্মুখে স্বামীর সহিত একত্র হইয়া রমণীয় রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ৮২। ৮৩।

ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বিধা রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার বামাঙ্গ মহাদেব রূপে এবং দক্ষিণাঙ্গ গোপিকাপতি রূপে পরিণত হইল। ৮৪।

মহাদেবের শরীরকান্তি বিশুদ্ধ স্ফাটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, প্রভা কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, হস্তে ত্রিশূল ও পট্টিশ, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মস্তকে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ জটাভার, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপন, মুখে ঈষৎহাস্য এবং ভালে চন্দ্র বিরাজমান হইতে লাগিল। ৮৫। ৮৬॥

তিনি দিগম্বর অর্থাৎ দিকসকল তাঁহার পরিধেয় বসনের কার্য্য করিতেছে। তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ এবং শরীর সর্প ভূষণে বিভূষিত, তিনি দক্ষিণ হস্তে অতি পরিপাটি রত্ন মালা ধারণ করিয়াছেন। ৮৭।

প্রজপন্ পঞ্চবক্ত্রেণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
সত্য স্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরং ॥ ৮৮ ॥
কারণং কারণানাঞ্চ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলং।
জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি শোকভীতি হরং পরং ॥ ৮৯ ॥
সংস্তূয় মৃত্যোর্মৃত্যুং তং জাতো মৃত্যুঞ্জয়াভিধঃ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে সমুবাস হরেঃ পুরঃ ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ নারদ সম্বাদে দেবদেব্যুৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপ, যিনি সনাতন, যিনি সত্য-স্বরূপ, যিনি পরমাত্মা, যিনি সর্ব্বেশ্বর, যিনি সকল কারণেরও কারণ, যিনি সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলের ও মঙ্গল, যাঁহার নামে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি শোক ও ভয় দূর হয়; ভূতভাবন ভগবান, মহাদেব পঞ্চমুখে সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতে লাগিলেন। ৮৮। ৮৯।

যে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুর ও মৃত্যু স্বরূপ, মহাদেব তাঁহার স্তব করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম ধারণ করিয়াছেন। এই রূপে তিনি শ্রীহরির সম্মুখে রমণীয় রত্নময় সিংহাসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯০।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

প্রকৃতি খণ্ডম্।

—০—

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ॥

অথ ডিম্বো জলে তিষ্ঠন্ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণোবয়ঃ।
ততঃ স্বকালে সহসা দ্বিধারূপো বভূব সঃ॥ ১॥
তন্মধ্যে শিশুরেকশ্চ শতকোটি রবি প্রভঃ।
ক্ষণং রোরূয়মানশ্চ স্তনান্ধঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা॥ ২॥
পিতৃ মাতৃ পরিত্যক্তো জলমধ্যে নিরাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাসংখ্যনাথো যো দদর্শোর্দ্ধমনাথবৎ॥ ৩॥

নারায়ণ কহিলেন, হে বৈষ্ণব চূড়ামণি বিচক্ষণ নারদ! অনন্তর সেই ডিম্ব ব্রহ্মার বয়ঃপরিমিত কাল পর্য্যন্ত জলে ভাসমান হইতে লাগিল। তৎপরে প্রস্ফুটিত হইবার সময় উপস্থিত হইলে, সেই ডিম্ব সহসা স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল। ১।

ঐ অণ্ডমধ্যে কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবান্ এক শিশু শয়ান ছিল। ডিম্ব বিদীর্ণ হইবামাত্র ঐ শিশু ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া স্তনান্বেষণ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিল। ২।

কিন্তু স্তন কোথায় পাইবে! পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জলমধ্যে নিরাশ্রয় ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল, যাহাইহউক যে শিশু অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় নাথ, তিনিই অনাথের ন্যায় কেবল ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ইহার পর আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে। ৩।

স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সোঽপি নাম্নাদেবো মহাবিরাট্।
পরমাণুর্যথা সূক্ষ্মাৎপরঃ স্থূলাত্তথাপ্যসৌ॥ ৪॥
তেজসাং ষোড়শাং শোঽয়ং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আধারোঽসংখ্য বিশ্বানাং মহাবিষ্ণুশ্চ প্রাকৃতঃ॥ ৫॥
প্রত্যেকং রোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানিচ।
অদ্যাপি তেষাং সংখ্যাঞ্চ কৃষ্ণো বক্তুং নহিক্ষমঃ॥ ৬॥
সংখ্যাচেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে॥ ৭॥
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
পাতালাদ্ব্রহ্মলোকান্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতং॥ ৮॥

নারদ! এই শিশুর বিষয় অধিক আর কি বলিব, ইনি সামান্য শিশু মধ্যে পরিগণিত নহেন। পরমাণু যেমন সূক্ষ্ম হইতেও একান্ত সূক্ষ্মতর তদ্রূপ ঐ শিশু স্থূল হইতেও একান্ত স্থূলতর, উহাঁরই নাম ভগবান্ দেব মহাবিরাট। ৪।

ঐ মহাবিরাট্ পরাৎপর পরমাত্মারূপী দয়াময় গোলোকনাথ কৃষ্ণের তেজাংশের ষোড়শাংশ, ইনিই অসংখ্য বিশ্বের একমাত্র আধার হইয়াছেন এবং ইহাঁরই নাম প্রাকৃত মহাবিষ্ণু। ৫।

ঐ মহাবিষ্ণু অর্থাৎ মহাবিরাটের প্রতিরোমকূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে। এমন কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ নহেন। ৬॥

যদিও কখন্ রজঃকণার সংখ্যা নির্ণীত হয়, তথাপি অসংখ্য বিশ্বের সংখ্যা নির্ণীত হইবার কোন উপায় নাই এবং ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির সংখ্যা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। ৭॥

কারণ পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সীমাকে ব্রহ্মাণ্ড কহে,

তত ঊর্দ্ধেচ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরেব সঃ।
স চ সত্যস্বরূপশ্চ শশ্বন্নারায়ণো যথা ॥ ৯ ॥
তদূর্দ্ধেচৈব গোলোকঃ পঞ্চাশৎ কোটিযোজনাৎ।
নিত্যঃ সত্যস্বরূপশ্চ যথাকৃষ্ণ স্তথাপ্যয়ং ॥ ১০ ॥
সপ্তদ্বীপমিতাপৃথ্বী সপ্তসাগর সংযুতা।
ঊনপঞ্চাশদুপদ্বীপা সংখ্য শৈল বনান্বিতা ॥ ১১ ॥
ঊর্দ্ধং সপ্তচস্বর্লোকা ব্রহ্মলোকসমন্বিতাঃ।
পাতালানিচ সপ্তাধশ্চৈবং ব্রহ্মাণ্ডমেবচ ॥ ১২ ॥
ঊর্দ্ধং ধরায়া ভূর্লোকো ভুবর্লোকস্ততঃপরঃ।
স্বর্লোকস্তু ততঃ পশ্চাৎ মহর্লোকস্ততো জনঃ ॥ ১৩ ॥

সুতরাং ইহার প্রত্যেক বিশ্বে কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু, কত শিব যে আছে তাহার সংখ্যা করা কোন রূপে সম্ভবিতে পারে না। ৮ ॥

ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে যে স্থান বিরাজমান্ তাহার নাম বৈকুণ্ঠধাম। বৈকুণ্ঠধাম ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে অবস্থিত এবং ব্রহ্মাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র। ভগবান নারায়ণ যেমন নিত্য পদার্থ ও সত্য স্বরূপ, তদ্রূপ ঐ নিরানন্দ শূন্য বৈকুণ্ঠধামও নিত্য পদার্থ ও সত্যময়। ৯।

বৈকুণ্ঠধামের পঞ্চাশত কোটি যোজন ঊর্দ্ধে নিরাময় নিত্যানন্দ গোলোকধাম বিরাজ করিতেছে। পরাৎপর পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্য পদার্থ ও সত্য-স্বরূপ, তদ্রূপ গোলোকধাম ও নিত্য পদার্থ ও সত্য-স্বরূপ হইয়াছে। ১০।

এই পৃথিবী সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সাগর, ঊনপঞ্চাশত উপদ্বীপ এবং অসংখ্য পর্ব্বত ও অসংখ্য বনে পরিবেষ্টিত। পৃথিবীর ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক সহিত সপ্তস্বর্লোক বিরাজমান এবং ইহার নিম্নে সপ্তপাতাল। সুতরাং সপ্তস্বর্লোক, সপ্তপাতাল ও পৃথিবী; এই সমস্ত লইয়া ব্রহ্মাণ্ড। ১১। ১২।

প্রথমতঃ স্বর্লোক, স্বর্লোকের পর মহর্লোক, মহর্লোকের পর জন-

ততঃ পরস্তপোলোকঃ সত্যলোক স্তুতঃপরঃ।
ততঃ পরোব্রহ্মলোক স্তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিতঃ॥ ১৪॥
এবং সর্ব্বং কৃত্রিমঞ্চ ধরাভ্যন্তর এবচ।
তদ্বিনাশে বিনাশশ্চ সর্ব্বেষামেব নারদ॥ ১৫॥
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং বিশ্বসংঘ মনিত্যকং।
নিত্যৌ গোলোকবৈকুণ্ঠৌসত্যৌ শশ্বদকৃত্রিমৌ॥ ১৬॥
লোমকূপেচ ব্রহ্মাণ্ডং প্রত্যেক মস্য নিশ্চিতং।
এষাং সংখ্যা ন জানাতি কৃষ্ণোঽন্যস্যাপিকা কথা॥ ১৭॥
প্রত্যেকং প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
তিস্রঃ কোট্যঃ সুরাণাঞ্চ সংখ্যা সর্ব্বত্রপুত্রক॥ ১৮॥
দিগীশাশ্চৈব দিক্ পালা নক্ষত্রাণি গ্রহাদয়ঃ।
ভুবি বর্ণাশ্চ চত্বারো হধোনাগা শ্চরাচরাঃ॥ ১৯॥

লোক, জনলোকের পর তপোলোক, তপোলোকের পর সত্যলোক, তাহার পর তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত ব্রহ্মলোক। ১৩। ১৪॥

হে নারদ! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যত দেখিতেছ সমস্তই কৃত্রিম। বিশ্বের বিনাশ হইলেই এই বিশ্বস্থিত যাবদীয় পদার্থের বিনাশ হয়। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড জলবিম্বের ন্যায় অনিত্য পদার্থ। কেবল বৈকুণ্ঠধাম ও গোলোকধাম এই উভয়ই অকৃত্রিম এবং নিরন্তর নিত্য পদার্থ। ১৫। ১৬॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক লোমকূপে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে। অধিক কি বলিব, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা যে কত, তাহা অন্যের কথা দূরে থাকুক্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও জানেন কি না সন্দেহ। ১৭।

হে বৎস নারদ! প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি তিন কোটি করিয়া দেবতা বিরাজ করিতেছেন। দশ দিকের ঈশ্বর, দশ দিকপাল, নক্ষত্র ও গ্রহ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। মর্ত্যলোকে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ

অথ কালেন স বিরাড়ূর্দ্ধং দৃষ্ট্বা পুনঃ পুনঃ।
ডিম্বান্তরঞ্চ শূন্যঞ্চ ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥ ২০ ॥
চিন্তামবাপ ক্ষুদ্‌যুক্তো রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ।
জ্ঞানং প্রাপ্য তদা দধ্যৌ কৃষ্ণঃ পরম পূরুষং ॥ ২১ ॥
ততো দদর্শ তত্রৈব ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
নবীন নীরদ শ্যামং দ্বিভুজং পীতবাসসং ॥ ২২ ॥
সস্মিতং মুরলীহস্তং ভক্তানুগ্রহকারকং।
জহাস বালকস্তুষ্টো দৃষ্ট্বা জনক মীশ্বরং ॥ ২৩ ॥
বরং তস্মৈ দদৌ তুষ্টো বরেশঃ সময়োচিতং।
মৎসমো জ্ঞানযুক্তশ্চ ক্ষুৎপিপাসা বিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৪ ॥

এবং পাতালতলে নাগগণ, এইরূপে প্রত্যেক বিশ্বে চরাচর প্রভৃতি সকলই পরব্রহ্মের নিয়মানুসারে অবস্থান করিতেছে। ১৮। ১৯।

যাহাই হউক অনন্তর সেই বিরাট্ পুরুষ কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত বারম্বার সেই ঊর্দ্ধভাগ নিরীক্ষণ করিয়া সেই ডিম্বের মধ্যভাগ শূন্যই দেখিলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ২০।

তখন তাঁহার চিন্তার পরিসীমা রহিল না, একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ উদ্বোধ হওয়াতে পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ২১।

অনন্তর তথায় সনাতন পরম জ্যোতিঃ, তাঁহার নয়ন পথে নিপতিত হইল। তখন বিরাটরূপী বালক সেই নবজলধরের ন্যায় মনোহর শ্যাম মূর্ত্তি, পীতবসন পরিধান, হাস্যবদন, মুরলীধারী, ভক্তজনবৎসল, দ্বিভুজ সর্ব্বেশ্বর জনকরূপী, দয়াময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ২২। ২৩।

ঐ সময় বরদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পরম পরিতুষ্ট হইয়া সময়োচিত বর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার ন্যায় জ্ঞানী এবং

ব্রহ্মাণ্ডাসংখ্যনিলয়ো ভব বৎস লয়াবধি।
নিষ্কামো নির্ভয়শ্চৈব সর্ব্বেষাং বরদোবরঃ।
জরামৃত্যু রোগশোক পীড়াদিপরিবর্জ্জিতঃ॥ ২৫॥
ইত্যুক্ত্বা তদ্দক্ষকর্ণে মহামন্ত্রং ষড়ক্ষরং।
ত্রিঃ কৃত্বা প্রজজাপাদৌ বেদাগমবরং পরং॥ ২৬॥
প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তং কৃষ্ণ ইত্যক্ষর দ্বয়ং।
বহ্নি জ্বালান্তমিষ্টঞ্চ সর্ব্ববিঘ্নহরং পরং॥ ২৭॥
মন্ত্রং দত্ত্বা তদাহারং কল্পয়ামাস বৈ প্রভুঃ।
শ্রূয়তাং তদ্ব্রহ্মপুত্র নিবোধ কথয়ামি তে॥ ২৮॥
প্রতিবিশ্বে যন্নৈবেদ্যং দদাতি বৈষ্ণবো জনঃ।
ষোড়শাংশং বিষয়িনো বিষ্ণোঃ পঞ্চদশাস্য বৈ॥ ২৯॥
নির্গুণস্যাত্মনশ্চৈব পরিপূর্ণতমস্য চ।

ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্জ্জিত হইয়া যাবৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার ও বাসনা বিবর্জ্জিত হইয়া নির্ভয়ে পরম সুখে বাস কর আর সকলের বরদাতা হও। তোমার শরীরে রোগ, শোক, পীড়া জরা ও মৃত্যুর সম্পর্ক মাত্র থাকিবে না। ২৪। ২৫।

এই কথা বলিয়া সেই শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ঐ বিরাটরূপী বালকের দক্ষিণ কর্ণে প্রথমতঃ বেদাগম প্রসিদ্ধ ষড়ক্ষর মহামন্ত্র বারত্রয় জপ করিয়া তৎপরে "কৃষ্ণ" এই অক্ষরদ্বয়ের আদিতে প্রণব ও অন্তে চতুর্থী যোগ করিয়া অর্থাৎ "ওঁ কৃষ্ণায়" এই অগ্নিশিখাকার অতীব ইষ্ট জনক সর্ব্ব বিঘ্ন-বিনাশক মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্র! আমি তোমার আরও কিছু বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ২৬। ২৭। ২৮।

প্রত্যেক বিশ্বে বিষ্ণু পরায়ণ ব্যক্তিরা যে নিবেদ্য অর্থাৎ নিবেদনো-পযোগী যে কোন সামগ্রী প্রদান করেন, বিষয়ী বিষ্ণু অর্থাৎ ভোগাশক্ত

নৈবেদ্যেন চ কৃষ্ণস্য নহি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ॥ ৩০ ॥
যদ্দদাতি নৈবেদ্যং যস্মৈদেবায যোজনঃ।
সচ খাদতি তৎ সর্ব্বং লক্ষ্মী দৃষ্ট্যা পুনর্ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
তঞ্চ মন্ত্রং বরং দত্ত্বা তমুবাচ পুনর্ব্বিভুঃ।
বরমন্যং কিমিষ্টন্তে তন্মেব্রূহি দদামিতে ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ মহাবিরাট।
অদন্তো বালকস্তত্র বচনং সময়োচিতং ॥ ৩৩ ॥

মহাবিরাট্ উবাচ।

বরং মেত্বৎ পদাম্ভোজে ভক্তি র্ভবতু নিশ্চলা।
সন্ততং যাবদায়ুর্মে ক্ষণং বাস্তুচিরঞ্চ বা ॥ ৩৪ ॥
ত্বদ্ভক্তি যুক্তোযো লোকে জীবন্মুক্তঃ স সন্ততং।

বিষ্ণু তাহার পঞ্চদশ ও ষোড়শাংশ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু নির্গুণ পরিপূর্ণতম পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তাহাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ২৯।৩০।

যে কোন ব্যক্তি যে কোন দেবতাকে যা কিছু নৈবেদ্য প্রদান করে, সেই দেবতা তৎক্ষণাৎ সেই নৈবেদ্য সামগ্রী ভোগ করেন; কিন্তু লক্ষ্মীর দৃষ্টি প্রদানে সেই নৈবেদ্য সামগ্রী পুনরায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ৩১।

সর্ব্বময় বিভু শ্রীকৃষ্ণ সেই বিরাট্‌কে ঐ রূপ মন্ত্র ও বর প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! আর তোমার কি অভিলাষ আছে, ব্যক্ত কর। ৩২।

তখন অনুদ্গাতদন্ত সেই বালকরূপী মহাবিরাট্ সময়োচিত বচনে কহিলেন, ভগবন্! আমার আর অন্য কোন প্রার্থনা নাই; কেবল এই-মাত্র বাসনা যে, অল্পকালই হউক, আর দীর্ঘকালই হউক, যাবৎ আমার দেহে জীবন থাকিবে, তাবৎ যেন তোমার শ্রীচরণ কমলে আমার অচলা ভক্তি থাকে এইমাত্র আমার প্রার্থনা। ৩৩। ৩৪।

জগতে যে ব্যক্তি তোমার ভক্তিরূপ অমৃত পানে, পরিতৃপ্ত থাকে

ত্বদ্ভক্তি হীনো মূর্খশ্চ জীবন্নপি মৃতোহিসঃ ॥ ৩৫ ॥
কিং তজ্জপেন তপসাযজ্ঞেন পূজনেনচ।
ব্রতেনৈবোপবাসেন পুণ্যেন তীর্থসেবয়া ॥ ৩৬ ॥
কৃষ্ণভক্তি বিহীনস্য মূর্খস্য জীবনং বৃথা।
যেনাত্মনা জীবিতশ্চ তমেব নহিমন্যতে ॥ ৩৭ ॥
যাবদাত্মা শরীরে হস্তি তাবৎ স শক্তি সংযতঃ।
পশ্চাদ্‌যান্তি গতে তস্মিন্নস্বতন্ত্রাশ্চ শক্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
সচত্বঞ্চ মহাভাগ সর্ব্বাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ সর্ব্বাদ্যো ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা বালক স্তত্র বিররামচ নারদ।
উবাচ কৃষ্ণঃ প্রত্যুক্তিং মধুরাং শ্রুতি সুন্দরীং ॥ ৪০ ॥

সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত, আর মূর্খ ব্যক্তিও যদি তোমার ভক্তিরসাস্বাদে বঞ্চিত হয়, তাহাহইলে সেও জীবন্মৃত হইয়া থাকে। ৩৫।

যদি কোন মূঢ় ব্যক্তি কৃষ্ণ ভক্তি বিহীন হইয়া জীবন যাপন করে, তাহার তপ্ জপ যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাস অর্চ্চনা তীর্থ পর্য্যটন ও পুণ্য-কর্ম্মে প্রয়োজন কি? তাহার জীবন কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। যে আত্মাদ্বারা সে জীব নাম করে, এমন কি, সে সেই আত্মাকেই অগ্রাহ্য করে। ৩৬।৩৭।

যাবৎ কাল শরীরে আত্মা বিরাজমান থাকেন, তাবৎ দেহে শক্তি থাকে, কিন্তু আত্মার অন্তর্দ্ধান হইলেই শক্তিও অন্তর্হিত হয়। অতএব শক্তি যে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে তাহার আর সন্দেহ নাই। ৩৮।

অতএব হে মহাভাগ! তুমি সেই আত্মা, তুমি প্রকৃতি হইতেও অতি-রিক্ত, তুমি স্বেচ্ছাময়, তুমি সকলের আদি এবং তুমিই যে সনাতন ব্রহ্ম-জ্যোতি তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ৩৯।

হে বিচক্ষণ নারদ! সেই বালক এই কথা বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তখন ভগবান দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ অতি শ্রবণ মধুর স্বরে কহিলেন, ভদ্র! তুমি

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সুচিরং সুস্থিরং তিষ্ঠ যথাহং ত্বং তথা ভব।
ব্রহ্মণো ঽসংখ্যপাতেচ পাতস্তেন ভবিষ্যতি॥ ৪১॥
অংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ত্বঞ্চ পুত্র বিরাট্ ভব।
ত্বন্নাভিপদ্মে ব্রহ্মাচ বিশ্বস্রষ্টা ভবিষ্যতি॥ ৪২।
ললাটে ব্রহ্মণশ্চৈব রুদ্রশ্চৈকাদশৈ বতু।
শিবাংশেন ভবিষ্যন্তি সৃষ্টিসঞ্চরণায়বৈ॥ ৪৩॥
কালাগ্নি রুদ্রস্তেষ্বেকো বিশ্বসংহার কারকঃ।
পাতাবিষ্ণুশ্চ বিষয়ী ক্ষুদ্রাংশেন ভবিষ্যতি॥ ৪৪॥
মদ্ভক্তি যুক্তঃ সততং ভবিষ্যসি বরেণমে।
ধ্যানেন কমনীয়ং মাং নিত্যং দ্রক্ষ্যসি নিশ্চিতং॥ ৪৫॥
মাতরং কমনীয়াঞ্চ মম বক্ষঃ স্থল স্থিতাং।

আমার ন্যায় অনন্তকাল সুস্থির ভাবে অবস্থান কর। অসংখ্য ব্রহ্মার বিনিপাত হইলেও তোমার আয়ুঃশেষ হইবে না। বৎস! তুমি প্রত্যেক বিশ্বে অংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ কর। তোমার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইবেন। তৎপরে ঐ ব্রহ্মার ললাট দেশ হইতে যে একাদশ রুদ্র সমুৎপন্ন হইবেন, তাঁহারা সৃষ্টির সংহারের নিমিত্ত শিবাংশ হইতে সম্ভূত হইয়া যথা সময়ে সকলই সংহার করিবেন। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

ঐ একাদশ রুদ্রের মধ্যে কালানল নামে যে রুদ্র তিনিই বিশ্বের সংহর্ত্তা হইবেন এবং তিনিই বিষ্ণু বিষয়াসক্ত হইয়া শান্ত ভাবে বিশ্বের প্রতিপালন করিতেও কোন রূপে ত্রুটি করিবেন না। ৪৪।

বৎস! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি নিরন্তর মদ্ভক্তি-পরায়ণ হইয়া ধ্যানযোগে সর্ব্বদা আমার এবং আমার বক্ষঃস্থল বিহারিণী

যামিলোকং তিষ্ঠবৎস েতুত্যক্ত্বা সোহন্তর্ধীয়ত ॥ ৪৬ ॥
গত্বা স্বর্লোক ব্রহ্মাণং শঙ্করং স উবাচহ।
স্রষ্টারং স্রষ্টুমীশঞ্চ সংহর্ত্তারঞ্চ তৎক্ষণং ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সৃষ্টিং স্রষ্টুং গচ্ছ বৎস নাভি পদ্মোদ্ভবো ভব।
মহাবিরাট্ লোমকূপে ক্ষুদ্রস্যচ বিধেঃ শৃণু ॥ ৪৮ ॥
গচ্ছ বৎস মহাদেবং ব্রহ্মভালোদ্ভবো ভব।
অংশেনচ মহাভাগ স্বয়ঞ্চ সুচিরং তপঃ ॥ ৪৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বিররাম বিধেঃ সুতঃ।
জগাম নত্বা তং ব্রহ্মা শিবশ্চ শিবদায়কঃ ॥ ৫০ ॥
মহাবিরাট্ লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড গোলকে জলে।
স বভূব বিরাট্ ক্ষুদ্রো বিরাড়াংশেন-সাম্প্রতং ॥ ৫১ ॥

অতি কমনীয়া তোমার জননীর সন্দর্শন লাভে সমর্থ হইবে। অতএব বৎস! আমি এক্ষণে চলিলাম, তুমি স্বচ্ছন্দে অবস্থান কর” এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলেন। ৪৫। ৪৬।

অনন্তর তিনি স্বর্লোকে ব্রহ্মা ও শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্যে এবং শঙ্করকে সংহারকার্য্যে আদেশ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, বৎস ব্রহ্মা! তুমি এক্ষণে মহাবিরাটের লোমকূপে সৃষ্টি বিস্তার করিবার নিমিত্ত গমন কর এবং তথায় গমন পূর্ব্বক সেই মহাবিরাটের নাভিপদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হও। ৪৭। ৪৮।

বৎস মহাদেব! তুমিও যাও, গিয়া ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে অংশে সমুৎপন্ন হও এবং অন্য অংশে স্বয়ং সুদীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান কর। ৪৯।

জগতের অদ্বিতীয় সেই গোলোকনাথ দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া

শ্যামোযুবা পীতবাসাঃ শয়ানো জলতল্পকে।
ঈষদ্ধাস্যঃ প্রসন্নাস্যো বিশ্বরূপী জনার্দ্দনঃ॥ ৫২॥
তন্নাভি কমলে ব্রহ্মা বভূব কমলোদ্ভবঃ।
সংভূয় পদ্মদণ্ডঞ্চ বভ্রাম যুগলক্ষকঃ॥ ৫৩॥
নান্তং জগাম দণ্ডস্য পদ্মনাভস্য পদ্মজঃ।
নাভিজস্যচ পদ্মস্য চিন্তামাপ পিতামহঃ॥ ৫৪॥
স্বস্থানং পুনরাগত্য দধ্যৌকৃষ্ণ পদাম্বুজং।
ততো দদর্শ ক্ষুদ্রং তং ধ্যানেন দিব্যচক্ষুষা॥ ৫৫॥
শয়ানং জলতল্পেচ ব্রহ্মাণ্ড গোলকাবৃতে।
যল্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডং তঞ্চ তৎ পরমীশ্বরং॥ ৫৬॥

বিরত হইলেন। তখন ব্রহ্মা এবং শিবদাতা শিবও তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি জলরাশি মধ্যে গমন করিয়া মহাবিরাটের লোমকূপে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সেই মহাবিরাট্ অংশে পরিণত হইয়া অতিশয় সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ৫০। ৫১।

তৎকালে সলিল শয্যায় শয়ান, শ্যামসুন্দর পীতবস্ত্রপরিধারী, যুবা সহাস্য ও প্রসন্নবদন সেই বিশ্বরূপী জনার্দ্দনের মূর্ত্তি এতাদৃশ মধুর হইল যে সেই অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিলে দৃষ্টি পরাঙ্মুখ হয় না। ৫২।

ব্রহ্মা তাঁহার নাভিকমল হইতে সম্ভূত হইলেন, সম্ভূত হইয়া তিনি লক্ষযুগ পর্য্যন্ত সেই নাভিপদ্মের মৃণালদণ্ডে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াও সেই নাভিপদ্মের মৃণালদণ্ডের অন্ত পাইলেন না। তখন তাঁহার মহাচিন্তা উপস্থিত হইল। ৫৩। ৫৪।

সুতরাং তিনি পুনরায় স্বস্থানে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধ্যানযোগে দিব্যচক্ষু লাভ হওয়াতে, দেখিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডগোলকব্যাপী সলিল শয্যায় শয়ান রহিয়া-

শ্রীকৃষ্ণঞ্চাপি গোলোকং গোপ গোপী সমন্বিতং।
তং সংস্তূয় বরং প্রাপ ততঃ সৃষ্টিং চকার সঃ॥ ৫৭॥
বভূবু র্ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ সনকাদয়ঃ।
ততো রুদ্রাঃ কপালাচ্চ শিবাংশৈকাদশ স্মৃতাঃ॥ ৫৮॥
বভূব পাতা বিষ্ণুশ্চ ক্ষুদ্রস্য বামপার্শ্বতঃ।
চতুর্ভুজশ্চ ভগবান্ শ্বেতদ্বীপ নিবাসকৃৎ॥ ৫৯॥
ক্ষুদ্রস্য নাভিপদ্মেচ ব্রহ্মবিশ্বং সসর্জ্জ স।
স্বর্গং মর্ত্ত্যঞ্চ পাতালং ত্রিলোকং সচরাচরং॥ ৬০॥
এবং সর্ব্বং লোমকূপে বিশ্বং প্রত্যেক মেবচ।
প্রতিবিশ্বে ক্ষুদ্র বিরাট্ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ॥ ৬১॥

ছেন। তাঁহার প্রতি লোমকূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড এবং গোপগোপী সমাযুক্ত গোলোক ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। তখন ব্রহ্মা একান্ত ভক্তি সংযোগে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। তৎপরে বর লাভ হওয়াতে তিনি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

সনক সনন্দ ও সনৎকুমার প্রভৃতি সকলে ব্রহ্মার মানস পুত্র হইলেন। তখন একাদশ রুদ্রও ব্রহ্মার ললাট দেশ হইতে সমুৎপন্ন হইলেন। শ্বেতদ্বীপ নিবাসী চতুর্ভুজ ভগবান বিষ্ণুও যত্ন পূর্ব্বক যাবদীয় জীব নিকরের পালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৮। ৫৯।

প্রথমতঃ ব্রহ্মা ক্ষুদ্র মূর্ত্তিধারী ভগবানের নাভিপদ্মে বিশ্বের সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গ অর্থাৎ দেবলোক মর্ত্ত্য অর্থাৎ মনুষ্যলোক ও পাতাল অর্থাৎ নাগলোক, এই ত্রিলোক সমন্বিত বিশ্বের সৃষ্টি হইল। ৬০।

এইরূপে ভগবানের প্রতি রোমকূপে এক এক বিশ্ব সৃষ্ট হইল, প্রতি বিশ্বেই ক্ষুদ্র বিরাট্ অর্থাৎ মহাবিরাটের অংশ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবতা অবস্থান করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। ৬১।

ইত্যেবং কথিতং বৎস কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনং শুভং।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ নারদ
সংবাদে বিশ্ব নির্ণয় বর্ণনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তখন ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষিকে অতি মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত সারের সার সুখজনক এবং মোক্ষ প্রদায়ক পরাৎপর পরব্রহ্ম গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের যে গুণ-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় তাহা ব্যক্ত কর আমি তোমার সেই শ্রবণ পিপাসা যাহাতে নিদূরিত হয় তাহা করিতে ত্রুটি করিব না। ৬২।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়
সম্পূর্ণ।

প্রকৃতি খণ্ডম্।

—০—

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্ব মপূর্ব্বঞ্চ ত্বৎ প্রসাদাৎ সুধোপমং।
অধুনা প্রকৃতীনাঞ্চ ব্যাসংবর্ণয় পূজনং ॥ ১ ॥
কস্যাঃ পূজা কৃতা কেন কথং মর্ত্ত্যে প্রকাশিতা।
কেন বা পূজিতা কা বা কেন কা বা স্তুতা মুনে ॥ ২ ॥
কবচং স্তোত্র মন্ত্রঞ্চ প্রভাবং চরিতং শুভং।
কাভি কাভ্যো বরোদত্ত স্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩ ॥

নারদ কহিলেন, হে নারায়ণ! আপনার কৃপায় সুধাসদৃশ অতি অপূর্ব্ব বিষয় সকল শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে প্রকৃতি দেবীদিগের পূজা প্রকরণ শ্রবণ করিতে অতিশয় ইচ্ছা করিতেছি কৃপা করিয়া বর্ণন করুন। ১।

. কোন্ মহাত্মা কোন্ প্রকৃতি দেবীর পূজা করেন? কোন্ দেবী, কি নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিত হন? কি নিমিত্ত পূজিত ও কি কারণে বন্দিত হন?" কাহার, কি কবচ, কি স্তব কাহার কি মন্ত্র, কাহার কিরূপ প্রভাব, কাহার কিরূপ চরিত? এবং কোন্ কোন্ দেবী বা কাহাকে কাহাকে বর প্রদান করেন, তৎ সমস্ত বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন্। ২। ৩।

নারায়ণ উবাচ ॥

গণেশ জননীদুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রীচ সৃষ্টি বিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা॥ ৪॥
আসীৎ পূজা প্রসিদ্ধাচ প্রভাবঃ পরমাদ্ভুতঃ।
সুধোপমঞ্চ চরিতং সর্ব্বমঙ্গল কারণং॥ ৫॥
প্রকৃত্যংশাঃ কলায়াশ্চ তাসাঞ্চ চরিতং শুভং।
সর্ব্বং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ সাবধানং নিশাময়॥ ৬॥
বাণী বসুন্ধরা গঙ্গা ষষ্ঠী মঙ্গল চণ্ডিকা।
তুলসী মনসা নিদ্রা স্বাহা স্বধাচ দক্ষিণা॥ ৭॥
তেজসা মৎসমাসাচ রূপেণচ গুণেনচ।
সংক্ষেপ মাসাঞ্চরিতং পুণ্যদং শ্রুতি সুন্দরং॥ ৮॥
জীবকর্ম্ম বিপাকঞ্চ তচ্চ বক্ষ্যামি সুন্দরং।
দুর্গায়াশ্চৈব রাধায়া বিস্তীর্ণং চরিতং মহৎ॥ ৯॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গণেশ জননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দেবী সাবিত্রী, সৃষ্টি কার্য্যে ইহাঁরাই পঞ্চবিধ প্রকৃতি ইহাঁরা ভিন্ন সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। ৪।

ইহাঁদিগের পূজা প্রসিদ্ধই আছে। ইহাঁদিগের প্রভাব অতি অদ্ভুত, চরিত অমৃতময় ও মঙ্গল নিদান। যাঁহারা যাঁহারা প্রকৃতির অংশ তাঁহাদিগের চরিতও অতি শুভদায়ক। ঋষিবর! আমি আমূলতঃ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৫। ৬।

বাণী অর্থাৎ সরস্বতী, বসুন্ধরা অর্থাৎ পৃথিবী, গঙ্গা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিদ্রা, স্বাহা, স্বধা ও দক্ষিণা ইহাঁরা সকলেই আমার সমান তেজস্বিনী, আমার সমান গুণবতী ও আমার সমান রূপবতী। আমি সংক্ষেপে ইহাঁদিগের শ্রবণ মধুর পুণ্যপ্রদ চরিত

তচ্চপশ্চাৎ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপং ক্রমতঃ শৃণু।
আদৌ সরস্বতী পূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা॥ ১০॥
যৎ প্রসাদান্মুনি শ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।
আবির্ভূতা যদাদেবী বক্তৃতঃ কৃষ্ণ যোষিতঃ॥ ১১॥
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী।
সচ বিজ্ঞায়তদ্ভাবং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমাতরং॥ ১২॥
তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণাম সুখাবহং॥ ১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভজ নারায়ণং সাধ্বি মদংশঞ্চ চতুর্ভুজং।
যুবানং সুন্দরং সর্ব্বং গুণযুক্তঞ্চ মৎসমং॥ ১৪॥

ও জীবগণের কর্ম্মবিপাক এবং দুর্গা ও রাধার বিস্তীর্ণ চরিত এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিব তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ৭। ৮। ৯।

তন্মধ্যে দুর্গা ও রাধার বিষয় পরে বর্ণন করিব। সম্প্রতি সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষেপে সকলের বিষয় কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সর্ব্ব প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সরস্বতীর পূজা করেন। ১০।

হে মুনিবর! যাঁহার প্রসাদবলে মূর্খ ব্যক্তিরা জ্ঞানবান্ হয়, অর্থাৎ অজ্ঞান তিমিরান্ধ ব্যক্তিরা যাঁহার কৃপাবলে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া পরম তত্ত্ববিষয় সকল দৃষ্টি গোচর করিতে সমর্থ হয়, সেই দেবী সরস্বতী কৃষ্ণযোষিত অর্থাৎ কৃষ্ণের পত্নী রাধার আস্যদেশ হইতে সম্ভূত হইলেন। ১১।

সম্ভূত হইবামাত্র ঐ কামরূপিণী সরস্বতী কামাসক্ত হইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই পরব্রহ্ম দয়াময় অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদ্গত ভাব জানিতে পারিয়া সেই জগন্মাতাকে পরিণামসুখকর হিত বাক্যে কহিলেন। ১২। ১৩।

পতিব্রতে! চতুর্ভুজ নারায়ণ আমার অংশ সম্ভূত এবং আমার

কামদং কামিনীনাঞ্চ তাসাঞ্চ কামপূরকং।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য লীলন্যক্কৃত মীশ্বরং ॥ ১৫ ॥
কান্তে কান্তঞ্চ মাং কৃত্বা যদি স্থাতু মিহেচ্ছসি।
ত্বত্তো বলবতী রাধা ন তে ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥
যোযস্মাদ্বলবান্ বাণি ততোঽন্যং রক্ষিতুং ক্ষমঃ।
কথং পরান্ সাধয়তি যদিস্বয়মনীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বেশঃ সর্ব্বশাস্তাহং রাধাংরাধিতু মক্ষমঃ।
তেজসা মৎসমাসাচ রূপেণচ গুণেনচ ॥ ১৮ ॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী সা প্রাণাংস্ত্যক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ।
প্রাণতোপি প্রিয়ঃ কুত্র কেষাং বাস্তিচ কশ্চন ॥ ১৯ ॥

ন্যায় যুবা, সুশ্রী ও সর্ব্বগুণাকর। অতএব তুমি ইহাঁকে ভজনা কর। ১৪।

নারায়ণ কামিনীগণের কামদাতা এবং তাহাদিগের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার শরীরের লাবণ্য সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন কোটি কোটি কন্দর্পের লাবণ্য তৎ শরীরে কেলি করিতেছে। ১৫।

যাহাই হউক, কান্তে! যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া আমার নিকট অবস্থান করিতে ইচ্ছাকর, তাহা হইলে রাধা তোমা অপেক্ষা প্রবলা; সুতরাং কোন ক্রমেই তোমার শ্রেয়ো লাভের সম্ভাবনা নাই। ১৬।

অয়ি সরস্বতি! যে স্বয়ং বলবান হয়, সে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইতে অন্যাকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু যে স্বয়ং দুর্ব্বল তাহার পক্ষে অন্যের রক্ষা দূরে থাক্, আত্মরক্ষাই দুষ্কর হইয়া উঠে। ১৭।

যদিও আমি সকলের অধীশ্বর এবং সকলের শাসনকর্ত্তা, তথাপি রাধাকে বশবর্ত্তিনী করা আমার সাধ্য নহে। কারণ রাধা, কি তেজস্বিতা, কি রূপ, কি গুণ, সর্ব্বাংশেই আমার সদৃশ। ১৮।

বিশেষ, তিনি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; অতএব তাঁহার সহিত

ত্বং ভদ্রে গচ্ছ বৈকুণ্ঠং তব ভদ্রং ভবিষ্যতি।
পতিন্তু মীশ্বরং কৃত্বা মোদস্ব সুচিরং সুখং ॥ ২০ ॥
লোভ মোহ কাম কোপ মান হিংসা বিবর্জ্জিতা।
তেজসা তৎ সমালক্ষ্মী রূপেণচ গুণেনচ ॥ ২১ ॥
তয়াসার্দ্ধং ভব প্রীত্যা শশ্বৎ কালং প্রযাস্যতি।
গৌরবং মদ্বরাতুল্যং করিষ্যতি পতির্দ্বয়োঃ ॥ ২২ ॥
প্রতিবিশ্বেষু তে পূজা মহতীন্তে মুদান্বিতাঃ।
মাঘস্য শুক্ল পঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভেষু সুন্দরি ॥ ২৩ ॥
মানবা মনবো দেবা মুনীন্দ্রাশ্চ মুমুক্ষবঃ।
সন্তশ্চ যোগিনঃ সিদ্ধা নাগ গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ ॥ ২৪ ॥
মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পেন যাবিধিঃ।
ভক্তি যুক্তাশ্চ দত্ত্বা বৈ চোপচারাণি ষোড়শ ॥ ২৫ ॥

বিরোধ করিয়া কে প্রাণ হারাইতে অগ্রসর হইবে? বিবেচনা করিয়া দেখ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম পদার্থ আর সংসারে কিছুই নাই। ১৯।

অতএব হে ভদ্রে! তুমি বৈকুণ্ঠধামে গমন কর। তথায় গিয়া নারায়ণকে পতিত্বে বরণ করিলে চিরকাল পরম সুখে মনের আহ্লাদে কাল যাপন করিতে পারিবে। ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। ২০।

তুমি যেমন শান্ত প্রকৃতি, রূপবতী, গুণবতী, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য পরিশূন্য, লক্ষ্মীও তদ্রূপ। অতএব তুমি তাঁহার সহচরী হও। তাহা হইলে চিরকাল আহ্লাদে কাল যাপন করিতে পারিবে, এবং আমি বলিতেছি, নারায়ণ তোমাদিগের উভয়কে যে সমান সমাদর করিবেন তাহার সংশয় মাত্র নাই। ২১। ২২।

হে সুন্দরি! এই ব্রহ্মাণ্ডে যত বিশ্ব বিরাজমান আছে, প্রত্যেক বিশ্বে, প্রতি মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী দিনে বিদ্যারম্ভ দিবসে কি মানবগণ, কি

কাণ্বশাখোক্ত বিধিনা ধ্যানেন স্তবনেনচ ।
জিতেন্দ্রিয়াঃ সংযতাশ্চ ঘটেচ পুস্তকেপি চ ॥ ২৬ ॥
কৃত্বা সুবর্ণ গুটিকাং গন্ধ চন্দন চর্চ্চিতাং ।
কবচন্তে গৃহিষ্যন্তি কণ্ঠে বা দক্ষিণে ভুজে ॥ ২৭ ॥
পঠিষ্যন্তি চ বিদ্বাংসঃ পূজা কালেচ পূজিতে ।
ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস তাং দেবীং সর্ব্ব পূজিতঃ ॥ ২৮ ॥
ততস্তৎ পূজনং চক্রু র্ব্রহ্মাবিষ্ণু র্মহেশ্বরাঃ ।
অনন্তশ্চাপি ধর্ম্মশ্চ মুনীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বেদেবাশ্চ মনবো নৃপাশ্চ মানবাদয়ঃ ।
বভুব পূজিতা নিত্যা সর্ব্বলোকৈঃ সরস্বতী ॥ ৩০ ॥

মনুগণ, কি দেবগণ, কি মুনীন্দ্রগণ, কি মোক্ষার্থিগণ, কি সাধুগণ, কি সিদ্ধগণ, কি নাগগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি কিন্নরগণ, সকলেই মহাআনন্দে কল্পে কল্পে পরম ভক্তি সহকারে ষোড়শোপচারে তোমাকে যথাবিধি পূজা করিতে ত্রুটি করিবেক না । ২৩ । ২৪ । ২৫ ।

জিতেন্দ্রিয় সাধুগণ প্রভৃতি সকলেই যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত কাণ্বশাখায় লিখিত ধ্যান ও স্তব পাঠ করিয়া কি ঘটে, কি পুস্তকে, সর্ব্বত্র নিতান্ত ভক্তি সহকারে তোমার অর্চ্চনা করিতে বাধ্য হইবেন । ২৬ ।

মানবগণ স্বর্ণফলক নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে তোমার কবচ স্থাপন পূর্ব্বক সুগন্ধ চন্দনে পরিদিগ্ধ করিয়া হয় কণ্ঠে না হয় দক্ষিণ ভুজে ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিবেন । ২৭ ।

হে পূজনীয়ে ! বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সকলেই পূজাকালে তোমার স্তব পাঠ করিবে " এই কথা বলিয়া সেই সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বলোক পূজিত ভগবান দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে দেবী সরস্বতীকে পূজা করিলেন । ২৮ ।

তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অনন্তদেব, ধর্ম্ম, মুনীন্দ্রগণ, সনকাদি ঋষিগণ, দেবগণ, মনুগণ, নরপতিগণ, এবং মানবগণ বিধি পূর্ব্বক তাঁহার

নারদ উবাচ।

পূজাবিধানং স্তবনং ধ্যানং কবচমীপ্সিতং।
পূজোপ যুক্তং নৈবেদ্যং পুষ্পঞ্চ চন্দনাদিকং॥ ৩১॥
বদবেদবিদাং শ্রেষ্ঠ শ্রোতুং কৌতুহলং মম।
বর্দ্ধতে সাম্প্রতং শশ্বৎ কিমিদং শ্রুতিসুন্দরং॥ ৩২॥

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি কাণ্বশাখোক্ত পদ্ধতিং।
জগন্মাতুঃ সরস্বত্যাঃ পূজাবিধিসমন্বিতাং॥ ৩৩॥
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভ দিনেপিচ।
পূর্ব্বেহ্নি সং যমং কৃত্বা তত্রাহ্নি সংযতঃ শুচিঃ॥ ৩৪॥
স্নাত্বানিত্য ক্রিযাং কৃত্বা ঘটং সংস্থাপ্যভক্তিতঃ।
সংপূজ্য দেবষট্‌কঞ্চ নৈবেদ্যাদিভিরেবচ॥ ৩৫॥

অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। দেবী বাগ্বাদিনী সরস্বতী এইরূপে ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বত্র পূজিতা হইয়া উঠিলেন। ২৯। ৩০।

নারদ কহিলেন ভগবন্! আপনি বেদ ও বেদাঙ্গবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য। অতএব বলুন, দেবী সরস্বতীর পূজা প্রণালী কি প্রকার? তাঁহার স্তব ও কবচ কি রূপ? তাঁহার পূজার জন্য কি প্রকার নৈবেদ্য, কি কি পুষ্প এবং কোন্ কোন্ চন্দনের আবশ্যক হয়? এই সকল শ্রুতিসুখকর বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। ৩১। ৩২।

নারয়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! কাণ্বশাখার বিধি অনুসারে জগন্মাতা সরস্বতীর যেরূপ পূজাপদ্ধতি বিহিত হইয়াছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৩।

মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী বা বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বদিন সংযম করিয়া শুচিভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পরদিন পঞ্চমী দিবসে, অথবা বিদ্যারম্ভ দিবসে স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি প্রভৃতি নিত্যক্রিয়া সমাপনের পর ভক্তি

গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
সংপূজ্য সংযতোগ্রেচ ততোঽভীষ্টং প্রপূজযেৎ ॥ ৩৬ ॥
ধ্যানেন বক্ষ্যমানেন ধ্যাত্বাবাহ্যঘটে বুধঃ।
ধ্যাত্বাপুনঃ ষোড়শোপ চারেণ পূজয়েদ্ব্রতী ॥ ৩৭ ॥
পূজোপযুক্ত নৈবেদ্যং যদ্যদ্বেদে নিরূপিতং।
বক্ষ্যামি সাম্প্রতং কিঞ্চিদ্‌যথা ধীতং যথাগমং ॥ ৩৮ ॥
নবনীতং দধিক্ষীরং লাজাঞ্চতিললড্ডুকং।
ইক্ষুমিক্ষুরসংশুক্লবর্ণস্থ পক্কগুড় মধু ॥ ৩৯ ॥
স্বস্তিকং শর্করাং শুক্লধান্যস্যা ক্ষতমক্ষতং।
অস্বিন্ন শুক্লধান্যস্য পৃথুকং শুক্লমোদকং ॥ ৪০ ॥
ঘৃত সৈন্ধবসংস্কারৈর্হবিষ্যান্নঞ্চ ব্যঞ্জনৈঃ।
যবগোধূম চূর্ণানাং পিষ্টকং ঘৃতসংস্কৃতং ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বক ঘট স্থাপন করিয়া প্রথমতঃ গণপতি, ভাস্কর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শিবানী এই ছয় দেবতাকে নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া তৎপরে যে ধ্যানের কথা বলিতেছি, সেই ধ্যান দ্বারা বাহ্য ঘটে অভীষ্ট দেবতাকে পূজা করিবে। তৎপরে ব্রতবান্ ব্যক্তি পুনরায় ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে দেবী সরস্বতীকে পূজা করিবেন। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭।

সম্প্রতি, বেদ ও আগমে যেরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি, তদনুসারে পূজোপযোগী নৈবেদ্য দ্রব্যের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৮।

নবনীত, দধি, ক্ষীর, লাজ, তিললড্ডুক, ইক্ষু, ইক্ষুরসজাত পরিপক্ক শুক্লবর্ণ গুড়, মধু, স্বস্তিক, শর্করা, অক্ষত আতপতণ্ডুল, আতপধান্য, যথেষ্ট পরিমাণে শুক্লমোদক, ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা পরিপক্ক ব্যঞ্জন যুক্ত হবিষ্যান্ন, যব বা গোধূমচূর্ণের ঘৃতাক্ত পিষ্টক, কিম্বা তণ্ডুল ও পক্ককদলী ফলের পিষ্টক, ঘৃতসংযুক্ত পরমান্ন, অমৃততুল্য মিষ্টান্ন,

পিষ্টকং স্বস্তিকস্যাপি পক্করম্ভাফলস্যচ।
পরমান্নঞ্চ সঘৃতং মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমং ॥ ৪২ ॥
নারিকেলং তদুদকং কেশরং মূলমার্দ্রকং।
পক্করম্ভাফলংচারু শ্রীফলং বদরীফলং।
কালদেশোদ্ভবং পক্কফলং শুক্লংসুসংস্কৃতং ॥ ৪৩ ॥
সুগন্ধি শুক্লপুষ্পঞ্চ সুগন্ধি শুক্লচন্দনং ॥
নবীন শুক্লবস্ত্রঞ্চ শঙ্খঞ্চ সুমনোহরং।
মাল্যঞ্চ শুক্লপুষ্পানাং শুক্লহারঞ্চ ভূষণং ॥ ৪৪ ॥
যদৃষ্টঞ্চ শ্রুতৌধ্যানং প্রশস্তংশ্রুতিসুন্দরং।
তন্নিবোধ মহাভাগ ভ্রমভঞ্জন কারণং ॥ ৪৫ ॥
সরস্বতীং শুক্লবর্ণাং সস্মিতাং সুমনোহরাং।
কোটিচন্দ্র প্রভামুষ্ট পুষ্ট শ্রীযুক্তবিগ্রহাং ॥ ৪৬ ॥
বহ্নি শুদ্ধাং শুকাধানাং সস্মিতাং সুমনোহরাং।
রত্নসারেন্দ্র নির্ম্মাণ বরভূষণভূষিতাং ॥ ৪৭ ॥

নারিকেল, নারিকেল জল, কেশর, মূলক, আর্দ্রক, অতি সুন্দর পাকা রম্ভা, উত্তম শ্রীফল এবং সুস্বাদু কুল প্রভৃতি অতি রমণীয় উৎকৃষ্ট ফল সকল নৈবেদ্য দান করিবে। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প, সুগন্ধি শ্বেতচন্দন, শ্বেতবর্ণ নব বস্ত্র, মনোহর শঙ্খ, শ্বেত পুষ্পের মালা, শুক্ল বর্ণ হার ও শুক্ল বর্ণ ভূষণ প্রদান করিবে। ৪৪।

হে মহাভাগ! বেদে শ্রবণ মনোহর ও ভ্রমভঞ্জনকারণ যে সরস্বতীর ধ্যান দর্শন করিয়াছি, তাহা কহিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ৪৫।

বেদে লিখিত আছে, "শুক্লবর্ণা হাস্যাননা, সুমনোহরা, কোটি চন্দ্র-প্রভা ধারিণী, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ বস্ত্র পরিধানা উৎকৃষ্ট রত্নভূষণে বি-ভূষিতা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা আর

সুপূজিতাং সুরগণৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ।
বন্দেভক্ত্যা বন্দিতাং তাংমুনীন্দ্রমনুমানবৈঃ ॥ ৪৮ ॥
এবং ধ্যাত্বাচ মূলেন সর্ব্বং দত্বা বিচক্ষণঃ।
সংস্তূয় কবচং ধৃত্বা প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৪৯ ॥
যেষাঞ্চেয়মিষ্টদেবী তেষাং নিত্যক্রিয়ামুনে।
বিদ্যারম্ভেচ সর্ব্বেষাং বর্ষান্তেপঞ্চমীদিনে ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বোপযুক্তো মূলশ্চ বৈদিকাষ্টাক্ষরঃপরঃ।
যেষাং যেনোপদেশোবা তেষাং সমূলএবচ।
সরস্বতী চতুর্থ্যন্তো বহ্নিজায়ান্তএবচ ॥ ৫১ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা।
লক্ষীর্ম্মায়াদিকশ্চৈবং মন্ত্রোয়ং কল্পপাদপঃ ॥ ৫২ ॥

মুণীন্দ্রগণ ও মানবগণ কর্ত্তৃক বন্দিতা সরস্বতীকে ভক্তি পূর্ব্বক বন্দনা করি ।" এই রূপ ধ্যানান্তে স্তব পাঠ করত কবচ ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

হে মুনিবর নারদ! সরস্বতী যাহাদিগের ইষ্টদেবতা এই প্রকার ধ্যান ও স্তব পাঠ করিয়া কবচ ধারণান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা, তাঁহাদিগের নিত্যকর্ম্ম। তদ্ভিন্ন বিদ্যারম্ভ দিনে বিশেষতঃ বৎসরান্তে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী দিবসে উক্ত প্রকারে পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ৫০।

অনন্তর বেদ প্রসিদ্ধ অষ্টাক্ষর যুক্ত মূলমন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। "শ্রীং হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সকলের পক্ষেই উপযুক্ত; অথবা যে ব্যক্তি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তাহাই তাহার মূলমন্ত্র। আরও বলিতেছি শ্রবণ কর "সরস্বত্যৈ স্বাহা, লক্ষ্মৈ স্বাহা, মায়ায়ৈ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র সকল কল্পবৃক্ষ স্বরূপ। অর্থাৎ যেমন কল্পবৃক্ষের নিকট যাহা প্রার্থনা কর, তাহাই পাওয়া যায়, তদ্রূপ এই সকল মন্ত্র হইতেও যাহার যাহা অভীষ্ট তাহাই লাভ হইয়া থাকে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ৫১। ৫২।

পুরা নারায়ণশ্চেমং বাল্মীকায় কৃপানিধেঃ।
প্রদদৌ জাহ্নবীতীরে পুণ্যক্ষেত্রেচ ভারতে ॥ ৫৩ ॥
ভৃগুর্দদৌচ শুক্রায পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি।
চন্দ্রপর্ব্বণি মারীচোদদৌ বাক্পতয়েমুদা ॥ ৫৪ ॥
ভৃগুরেচদদৌতুষ্টো ব্রহ্মা বদরিকাশ্রমে।
আস্তিকাযজরৎকারুর্দদৌক্ষীরোদ সন্নিধৌ।
বিভাণ্ডকো দদৌমেরৌ ঋষ্যশৃঙ্গাযধীমতে ॥ ৫৫ ॥
শিবঃকণাদমুনযে গৌতমায দদৌমুনে।
সূর্য্যশ্চযাজ্ঞবল্ক্যায তথাকাত্যাযনাযচ। ৫৬ ॥
শেষঃ পাণিনযেচৈব ভরদ্বাজায ধীমতে।
দদৌশাকটাযনায স্তুতলেবলিসংসদি ॥ ৫৭ ॥
চতুর্লক্ষ জপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধো ভবেন্নৃণাং।
যদিস্যাৎ সিদ্ধিমন্ত্রোহি বৃহস্পতি সমোভবেৎ ॥ ৫৮ ॥

পূর্ব্বে কৃপানিধি ভগবান্ নারায়ণ পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভাগীরথী-তীরে মহর্ষি বাল্মীকিকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ৫৩।

মহর্ষি ভৃগু অমাবস্যা দিবসে পুষ্করতীর্থে শুক্রাচার্য্যকে এবং মারীচ পূর্ণিমা দিবসে বৃহস্পতিকে মহা আনন্দে ঐ ইষ্ট মন্ত্র প্রদান করেন। ৫৪।

ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রমে ভৃগুকে, জরৎকারু ক্ষীরোদ সমুদ্রের উপকূলে আস্তীককে, বিভাণ্ডক সুমেরু পর্ব্বতে ধীমান ঋষ্যশৃঙ্গকে, দেবদেব মহাদেব কণাদ মুনি অর্থাৎ কণামাত্র ভোজী গৌতমকে, সূর্য্য-দেব ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নকে, শেষ অর্থাৎ অনন্তদেব পানিনি, ধীমান্ ভরদ্বাজ এবং সুতল অর্থাৎ পাতালতলে বলির সভায় শাকটা-য়নকে ঐ রূপ ইষ্ট মন্ত্র প্রদান করেন। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

চারিলক্ষ বার ঐ রূপ ইষ্ট মন্ত্র জপ করিলে মানবগণ সিদ্ধি লাভ

কবচং শৃণু বিপ্রেন্দ্র যজ্জত্বং বিধিনাপুরা।
বিশ্বশ্রেষ্ঠং বিশ্বজয়ং ভৃগবে গন্ধমাদনে॥ ৫৯॥

ভৃগুরুবাচ।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান বিশারদ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজনক সর্ব্বেশ সর্ব্বপূজিতঃ॥ ৬০॥
সরস্বত্যাশ্চ কবচং ব্রূহি বিশ্বজয়ং প্রভো।
অজাতমায মন্ত্রাণাং সমূহসংযুতংপরং॥ ৬১॥

ব্রহ্মোবাচ

শৃণুবৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বকামদং।
শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুত্যুক্তং শ্রুতিপূজিতং॥ ৬২॥

করিতে পারে। ফলতঃ যদি কোন ব্যক্তি মন্ত্র সিদ্ধ হন, তাহা হইলে তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির তুল্য ক্ষমতাশালী হইতে পারেন। ৫৮।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারদ! পূর্ব্বে বিধাতা, গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঋষিবর ভৃগুকে যে বিশ্ব প্রধান ও বিশ্ববিজয়ী সরস্বতী কবচ প্রদান করেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি একান্তচিত্তে শ্রবণ কর। ৫৯।

একদা মহর্ষি ভৃগু বেদবিদগ্রগণ্য, বেদজ্ঞানবিশারদ ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলের স্রষ্টা, সকলের ঈশ্বর, সকলের পূজিত এবং মায়া পরিশূন্য। অতএব প্রভো! যে সরস্বতী কবচ সর্ব্বপ্রকার মন্ত্র সংযুক্ত, বিশ্ব বিজয়ী ও সর্ব্ব প্রধান, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই সরস্বতী কবচ কীর্ত্তন করুন। ৬০। ৬১।

মহর্ষি ভৃগু ইহা বলিয়া বিরত হইলে জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস ভৃগু! যে কবচে সর্ব্ব প্রকার অভীষ্ট প্রদান করে, যাহা শুনিলে শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত হয়, সর্ব্বপ্রকার শ্রোতব্যের মধ্যে যাহা সার পদার্থ, বেদে যাহার বিষয় বিস্তারিত কথিত হইয়াছে এবং বেদ যাহাকে সমধিক সমাদর করে, সেই সরস্বতী কবচের বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। ৬২।

উক্তং কৃষ্ণেন গোলোকে মহ্যং বিন্দাবনে বনে।
রাসেশ্বরেণ বিভুনা রাসেন রাসমণ্ডলে ॥ ৬৩ ॥
অতিবগোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষ সমংপরং।
অশ্রুতাদ্ভুতমন্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতং ॥ ৬৪ ॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মন্ বুদ্ধিমাংশ্চ বৃহস্পতিঃ।
যদ্ধৃত্বা ভগবান্ শুক্রঃ সর্ব্বদৈত্যেষু পূজিতঃ ॥ ৬৫ ॥
পঠনাদ্ধারণাদ্বাগ্মী কবীন্দ্রো বাল্মিকোমুনিঃ।
স্বায়ম্ভুবোমনু শ্চৈব যদ্ধৃত্বা সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৬৬ ॥
কণাদো গৌতমঃ কণ্বঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ।
গ্রন্থঞ্চকার যদ্ধৃত্বা দক্ষঃ কাত্যায়নঃস্বয়ং ॥ ৬৭ ॥

পূর্ব্বে নিরাময় নিত্যানন্দ গোলোকধাম মধ্যে বৃন্দাবনকাননে রাসমণ্ডলে যখন রাস ক্রীড়া হয়, তৎকালে রাসেশ্বর ভগবান্ দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ঐ সরস্বতী কবচের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৬৩।

ঐ সরস্বতী কবচ অতি গোপনীয় পদার্থ এবং ঐ কবচ ধারণ করিলে কল্পবৃক্ষের ন্যায় অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ মাত্র নাই। ঐ অদ্ভুত বিষয় আমি কখন শ্রবণ করি নাই। এমন কি ঐ এক কবচে সমস্ত মন্ত্রের সদ্ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ৬৪।

বৎস নারদ! যে কবচ পাঠ করিয়া বৃহস্পতি অনুপম বুদ্ধিমান হইয়াছেন। যাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শুক্রদেব দৈত্যগণের আচার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। যাহা পাঠ এবং যাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাল্মীকি আদি কবি এবং প্রধান বক্তা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন এবং স্বায়ম্ভুব মনু যাহা ধারণ করিয়া সর্ব্বজন সমাজে পরম সমাদৃত হইয়াছেন। ৬৫। ৬৬।

তদ্ভিন্ন যে সরস্বতী কবচের প্রসাদ বলে কণাদ গৌতম, কণ্ব, পাণিনি, শাকটায়ন, দক্ষ এবং কাত্যায়ন, স্বয়ং লোক সমাজে গ্রন্থকর্ত্তারূপে পরিচিত হইয়া জগতের গৌরব পরিবর্দ্ধন করিতেছেন। ৬৭।

শ্রুত্বাবেদ বিভাগঞ্চ পুরাণান্যখিলানিচ।
চকারলীলা মাত্রেণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃস্বযং ॥ ৬৮ ॥
শাতাতপশ্চ সম্বর্ত্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্গ্রন্থং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকারসঃ ॥ ৬৯ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজ শ্চাস্তীকো দেবলস্তথা।
জৈগীষব্যোঽথ জাবালি র্যদ্ধৃত্বা সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৭০ ॥
কবচস্যাস্য বিপ্রেন্দ্র ঋষিরেষঃ প্রজাপতিঃ।
স্বযং বৃহস্পতিচ্ছন্দো দেবোরাসেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৭১ ॥
সর্ব্বতত্ত্ব পরিজ্ঞান সর্ব্বার্থ সাধনেষুচ।
কবিতাসুচ সর্ব্বাসু বিনিযোগ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭২ ॥
ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা শিরোমে পাতুসর্ব্বতঃ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাঁহার প্রসাদে অবলীলাক্রমে বেদ বিভাগ ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া জগতে অদ্বিতীয় ভক্তি ভাজন বলিয়া পরিচিত এবং চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ৬৮।

ঐ কবচের প্রভাবে শাতাতপ, সম্বর্ত্ত, বশিষ্ঠ, পরাশর, ও যাজ্ঞবল্ক্য, ইহাঁরা সংহিতাকার হইয়া ভারতের ব্যবস্থাপক ও ধর্ম্মরক্ষক রূপে ঈদৃশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন যে বোধ হয় অদ্যাপি যেন জীবিত রহিয়াছেন।৬৯।

ঋষ্যশৃঙ্গ, ভরদ্বাজ, আস্তীক, দেবল, জৈগীষব্য ও জাবালি, যে অমৃতময় কবচ ধারণ করিয়া যাহার প্রসাদবলে ভূমণ্ডলস্থ জনসমাজে পূজিত ও সর্ব্বসমাদৃত হইয়া কালযাপন করিয়াছেন। ৭০।

হে দ্বিজবর! প্রজাপতি এই কবচের ঋষি, স্বয়ং বৃহস্পতি ইহার ছন্দঃ, রাসেশ্বর বিভু শ্রীকৃষ্ণ, সমস্ত তত্ত্বনিরূপণ সমস্ত কার্য্য সাধন ও সমস্ত কবিতা বিষয়ে ইহার বিনিয়োগ স্বরূপ হইয়াছেন। ৭১। ৭২।

হে ঋষিবর! এক্ষণে সেই কবচ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্ত হইয়া

শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা ভালংমেসর্ব্বদাবতু ॥ ৭৩ ॥
ওঁসরস্বত্যৈ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিরন্তরং।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদা বতু ॥ ৭৪ ॥
ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্ব্বতো বতু।
হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা ওষ্ঠং সদা বতু ॥ ৭৫ ॥
ওঁ শ্রীঁ হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহেতি দন্তপংক্তীঃ সদা বতু।
ঐঁ ইত্যেকাক্ষরোমন্ত্রো মমকণ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৬ ॥
ওঁ হ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধং মে শ্রীং সদা বতু।
শ্রীংবিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেব্যৈ স্বাহা বক্ষঃ সদা বতু ॥ ৭৭ ॥

শ্রবণ কর। ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা, দেবী সরস্বতী সর্ব্বতোভাবে আমার মস্তক রক্ষাকরুন। শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা বাগ্দেবী সর্ব্বদা দয়া করিয়া আমার ললাট দেশ রক্ষা করুন। ৭৩।

ওঁ সরস্বত্যৈ সাহা, সরস্বতী নিরন্তর আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা, ভারতী দেবী সর্ব্বদা কৃপাবারি বর্ষণ পূর্ব্বক আমার নয়নযুগলের সমস্ত বিপদ হইতেরক্ষা করুন। ৭৪।

ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা, বাগ্বাদিনী সর্ব্বদা আমার নাসিকা রক্ষা করুন। হ্রীং বিদ্যাধিষ্টাতৃ দেব্যৈ স্বাহা, বিদ্যাধিষ্টাত্রী দেবী সর্ব্বদা আমার ওষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। ৭৫।

ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহা, ব্রাহ্মী দেবী সর্ব্বদা আমার দন্ত পংক্তি রক্ষা করুন। ঐং এই একাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নিরন্তর আমার কণ্ঠ দেশ রক্ষিত হউক বাগ্বাদিনী দেবীর নিকটে আমার এই প্রর্থনা। ৭৬।

ওঁ হ্রীং হ্রীং এই মন্ত্রে সতত আমার গ্রীবাদেশ রক্ষিত হউক এবং শ্রীং এই মন্ত্রে সর্ব্বদা আমার স্কন্ধদেশ রক্ষিত হউক। শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেব্যৈ স্বাহা বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বদা আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন।৭৭।

ওঁ হ্রীঁ বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাভিকাং।
ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ বাণ্যৈ স্বাহেতি মমপৃষ্ঠং সদা বতু ॥ ৭৮ ॥
ওঁ সর্ব্ববর্ণাত্মিকায়ৈ পাদ যুগ্মং সদাবতু।
ওঁ রাগাধিষ্ঠাতৃ দেব্যৈ সর্ব্বাঙ্গং মে সদা বতু ॥ ৭৯ ॥
ওঁ সর্ব্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদা বতু।
ওঁ হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহাগ্নিদিশি রক্ষতু ॥ ৮০ ॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা।
সততং মন্ত্ররাজোয়ং দক্ষিণে মাং সদা বতু ॥ ৮১ ॥
ওঁ হ্রীং শ্রীঁ ত্র্যক্ষরোমন্ত্রো নৈঋত্যাং মে সদা বতু।
কবিজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা মাং বারুণে বতু ॥ ৮২ ॥

ওঁ হ্রীং বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা, বিদ্যাস্বরূপা দেবী সর্ব্বদা আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহা, দেবী বাণী সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। ৭৮।

ওঁ সর্ব্ববর্ণাত্মিকায়ৈ স্বাহা সর্ব্ববর্ণাত্মিকা দেবী সর্ব্বদা আমার চরণ যুগল রক্ষা করুন। ওঁ রাগাধিষ্টাতৃ দেব্যৈ স্বাহা, রাগধিষ্টাত্রী দেবী সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৭৯।

ওঁ সর্ব্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা সর্ব্বকণ্ঠ বাসিনী দেবী সর্ব্বদা আমার প্রাচ্য অর্থাৎ পূর্ব্বদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা, জিহ্বাগ্র নিবাসিনী দেবী সর্ব্বদা অগ্নিদিকে আমাকে রক্ষা করুন। ৮০।

ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা, বুধজননী দেবী সরস্বতীর এই বীজমন্ত্র সর্ব্বদা আমার দক্ষিণ দিক রক্ষা করুন। ৮১।

ওঁ হ্রীং শ্রীং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র আমার নৈঋতদিক্ রক্ষা করুন। কবিজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা কবিজিহ্বাগ্রবাসিনী দেবী আমার বারুণীদিক অর্থাৎ পশ্চিম দিক রক্ষা করুন। ৮২।

ওঁ সদাম্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদা বতু।
ওঁ গদ্যং পদ্য বাসিন্যৈ স্বাহা মামুত্তরে বতু॥ ৮৩॥
ওঁ সর্ব্বশাস্ত্র বাসিন্যৈস্বাহৈশান্যাং সদা বতু।
ওঁ হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চোর্দ্ধং সদা বতু॥ ৮৪॥
ঐ হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহাধোমাং সদা বতু।
ওঁ গ্রন্থবীজ রূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্ব্বতোহ্ বতু॥ ৮৫॥
ইতিতে কথিতং বিপ্র সর্ব্বমন্ত্রৌঘ বিগ্রহং।
ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপিণং॥ ৮৬॥
পুরাশ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রাৎ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।

ওঁ সদাম্বিকায়ৈ স্বাহা সদাম্বিকা দেবী সর্ব্বদা আমার বায়ব্য দিক অর্থাৎ বায়ু কোন রক্ষা করুন। ওঁ গদ্য পদ্য বাসিন্যৈ স্বাহা গদ্য পদ্য বাসিনী দেবী সর্ব্বদা আমার উত্তর দিক রক্ষা করুন।৮৩।

ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহা, সমস্ত শাস্ত্র বাসিনী দেবী আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক ঈশান দিক্ হইতে আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং সর্ব্ব পূজিতায়ৈ স্বাহা, ত্রিভুবনে সকল ব্যক্তি যাঁহাকে ভক্তি করিয়া পূজা করেন সেই বাগ্বাদিনী সরস্বতী দেবী আমার ঊর্দ্ধ দিকের সমস্ত বিপদ বিনাশ করুন।৮৪।

ওঁ হ্রীং পুস্তক বাসিন্যৈ স্বাহা, পুস্তক বাসিনী দেবী দয়া করিয়া আমার অধোদিকের যাবদীয় ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে নির্ভয় প্রদান করুন। এবং গ্রন্থ বীজ রূপায়ৈ স্বাহা, অর্থাৎ সমস্ত গ্রন্থের এক মাত্র বীজস্বরূপ যে বাগ্বাদিনী সরস্বতী দেবী তিনি আমার প্রতি কৃপা বারি সিঞ্চন করিয়া সমস্ত আপদ হইতে সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন।৮৫।

হে দ্বিজবর! দেবী সরস্বতী যে নাম দ্বারা যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই সেই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীদিগের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইহাকেই বেদরূপী বিশ্বজয় নামক কবচ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে।৮৬।

তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৮৭ ॥
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ বস্ত্রালঙ্কার চন্দনৈঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ কবচং ধারয়েৎসুধীঃ ॥ ৮৮ ॥
পঞ্চলক্ষ জপেনৈব সিদ্ধন্তু কবচং ভবেৎ।
যদিস্যাৎ সিদ্ধকবচো বৃহস্পতি সমোভবেৎ ॥ ৮৯ ॥
মহাবাগ্মী কবীন্দ্রশ্চ ত্রৈলোক্য বিজয়ীভবেৎ।
শক্নোতি সর্ব্বং জেতুং স কবচস্যপ্রসাদতঃ ॥ ৯০ ॥

আমি ইতিপূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ধর্ম্মের মুখ হইতে এই বাগ্বাদিনী সরস্বতী কবচ শ্রবণ করিয়াছি। তোমার প্রতি আমার একান্ত স্নেহ আছে, তন্নিমিত্ত তোমাকে এই সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ কবচ প্রদান করিলাম, এই কবচ আর কাহরও নিকট ব্যক্ত করা বিধেয় নহে ফলতঃ ইহা তুমি কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। ৮৭।

যদি কোন সুধী অর্থাৎ ধীমান্ ও ভক্তিযোগবিশিষ্ট কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কবচ ধারণ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথমে একান্ত ভক্তিসহকারে বস্ত্র অলঙ্কার ও চন্দন দ্বারা যথাবিধি গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া সেই পরিত্রাণকারক গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত এই কবচ ধারণ করিলে মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হয়।৮৮।

হে বিচক্ষণ হরিপরায়ণ নারদ! এই বাণী সরস্বতী কবচ বিষয়ে আরও বিশেষ রূপে বলিতেছি যে ইহা পঞ্চ লক্ষবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়। যদি কোন মহাত্মা ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে যথাবিধি এই মন্ত্র পঞ্চলক্ষ বার জপ করিয়া কবচ সিদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বুদ্ধি ও বিদ্যায় বৃহস্পতিতুল্য ক্ষমবান হন, এমন কি এই কবচের প্রসাদবলে তিনি এক জন সর্ব্বপ্রধান বাগ্মী, ও সর্ব্বপ্রধান কবি নামে প্রসিদ্ধ হয়েন এবং ত্রৈলোক্য বিজয়ী আখ্যায় বিখ্যাত এবং মহান্ গৌরবের আস্পদ হইয়া অনায়াসে কাল যাপন করিতে সমর্থ হন। ৮৯। ৯০।

ইদং তে কাণ্বশাখোক্তং কথিতং কবচং মুনে।
স্তোত্রং পূজা বিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দনং তথা॥ ৯১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ নারদ সংবাদে সরস্বতী কবচং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

হে মুনিবর নারদ! এই আমি তোমার নিকট যজুর্ব্বেদের কাণ্ব শাখা বিহিত, সরস্বতী কবচ, সরস্বতী ধ্যান, সরস্বতী স্তোত্র, সরস্বতী পূজার প্রকরণ ও সরস্বতী বন্দনা কীর্ত্তন সমস্তই করিলাম। ৯১।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

প্রকৃতি খণ্ডম্।

—০—

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

বাগ্দেবতায়া স্তবনং শ্রূয়তাং সর্ব্বকামদং।
মহামুনির্যাজ্ঞবল্ক্যো যেন তুষ্টাবতাং পুরা ॥ ১ ॥
গুরুশাপাচ্চ স মুনি হৃতবিদ্যো বভূব হ।
তদা জগাম দুঃখার্ত্তো রবিস্থানঞ্চ পুণ্যদং ॥ ২ ॥
সং প্রাপ্য তপসা সূর্য্যং কোণার্কে দৃষ্টিগোচরে।
তুষ্টাব সূর্য্যং শোকেন রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ, পরম বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হরিপরায়ণ নারদের নিকট বাগ্বাদিনীর এই সকল স্তব মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া পুনশ্চ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বৎস নারদ! পুরাকালে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য যে সর্ব্বকামপ্রদ স্তব দ্বারা বাগেদবী সরস্বতীকে স্তব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই স্তব কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ১।

একদা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপ নিবন্ধন, যে যে বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। তখন ঋষিবর মহাক্ষুণ্ণ হইয়া আর উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া অতি পুণ্যধাম সূর্য্য সদনে গমন করিলেন। ২।

তথায় উপস্থিত হইয়া ঘোরতর রূপে তপঃ সাধন করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যস্তং পাঠয়ামাস বেদবেদাঙ্গমিশ্বরঃ।
উবাচস্তুহিবাগ্দেবং ভক্ত্যাচস্মৃতিহেবতে ॥ ৪ ॥
তমিত্যুক্ত্বাদীননাথো অন্তর্দ্ধানং চকারসঃ।
মুনিঃ স্নাত্বাচ তুষ্টাব ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

কৃপাং কুরু জগন্মাত র্মামেব হত তেজসং।
গুরু শাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতং ॥ ৬ ॥
জ্ঞানংদেহি স্মৃতিংদেহি বিদ্যাং বিদ্যাধি দেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাংদেহি শক্তিং শিষ্য প্রবোধিকাং ॥ ৭ ॥

পরে ভগবান ভাস্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন ঋষিবর দর্শনকরিবামাত্র কৃতার্থম্মন্য হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার স্তব এবং একান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন। ৩।

ভগবান্ সূর্য্য তদ্দর্শনে করুণার্দ্র হইয়া তাঁহাকে বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, বৎস! তুমি স্মরণশক্তি লাভের নিমিত্ত বাগ্দেবী সরস্বতীকে স্তব কর। ৪।

দিননাথ যাজ্ঞবল্ক্যকে এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য স্নানান্তে পূত এবং ভক্তিবশতঃ নতকন্ধর হইয়া বিদ্যা-বিধাত্রী জগন্মাতা বাগ্দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে জগদম্বে! আমি গুরুর শাপ নিবন্ধন স্মরণ-শক্তি বিহীন হইয়াছি। আমার বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই স্ফুরিত হইতেছে না। আমি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি; অতএব মাতঃ! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সন্তান স্নেহে আমাকে কৃপা করুন। ৬।

হে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রি দেবী! আমাকে জ্ঞান প্রদান কর। আমার স্মরণ শক্তি যেন পূর্ব্বমত প্রতিভাত হয়। বিদ্যা যেন পুনশ্চ আমাকে আশ্রয়

গ্রন্থকর্ত্তৃক শক্তিঞ্চ সৎশিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতং।
প্রতিভাংসৎসভায়াঞ্চ বিচার ক্ষমতাংশুভাং।
লুপ্তং সর্ব্বংদৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃকুরু॥ ৮॥
যথাঙ্কুরং ভস্মনিচ করোতি দেবতা পুনঃ!
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনী॥ ৯॥
সর্ব্ববিদ্যাধি দেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ।
যয়াবিনা জগৎসর্ব্বং শশ্বদ্ জীব ন্মৃতং সদা॥ ১০॥
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ।
যয়াবিনা জ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা॥১১॥
বাগধিষ্ঠাতৃ দেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ।
হিমচন্দন কুন্দেন্দু মুকুদাম্ভোজ সন্নিভা॥ ১২॥

করে। আমার সে শিষ্যবোধিনী শক্তি নাই; অতএব আমাকে অধ্যাপনা শক্তি কবিত্ব শক্তি এবং জন সমাজে প্রতিষ্ঠা প্রদান কর। ৭।

মাতঃ! আমার আর সে গ্রন্থ কর্ত্তৃত্ব শক্তি নাই, আমার শিষ্যগণের সে প্রতিষ্ঠা নাই, আমার সে পূর্ব্ব প্রতিভা নাই এবং বিদ্বজ্জন সভায় আমার সেই সর্ব্বজন সমাদৃতা বিচার ক্ষমতাও নাই। দৈবদোষে আমার সে সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। অতএব মাতঃ! দেবানুকূলতায় যেমন ভস্ম হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয় তদ্রূপ তোমার প্রসাদে আমার যে সমস্ত নষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তই যেন আবার নবীভাব ধারণ করে। ৮। ৯।

মাতঃ! তুমি বেদ স্বরূপিণী সনাতনী জ্যোতিঃ। তুমি সমস্ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; অতএব হে বাণি! তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! তোমা ব্যতীত সমস্ত জগৎ সদা জীবন্মৃত থাকে। ১০।

হে সরস্বতি! তুমি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; অতএব তোমাকে নমস্কার, তোমা ব্যতিরেকে সমস্ত জগৎ অর্থাৎ জগতের যাবতীয় লোক মূক অর্থাৎ বাকশক্তি বিহীন ও ক্ষিপ্তবৎ হইয়া থাকে। ১১।

বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমোনমঃ।
বিসর্গ বিন্দু মাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেবংচ ॥ ১৩ ॥
তদধিষ্ঠাতৃ যা দেবী ভারত্যৈ তে নমোনমঃ।
যয়াবিনাত্র সংখ্যাকৃৎ সংখ্যাকর্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১৪ ॥
কালসংখ্যা স্বরূপায়া তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ।
ব্যাখ্যা স্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃ দেবতা ॥ ১৫॥
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপায়া তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ।
স্মৃতিশক্তি জ্ঞানশক্তি বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী ॥ ১৬ ॥
প্রতিভা কল্পনা শক্তি র্যাচতস্যৈ নমোনমঃ।
সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং পপ্রচ্ছ যত্রবৈ ॥ ১৭ ॥

হে দেবি বাণি! তুমি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমার বর্ণ তুষার, চন্দন, কুন্দ, কুমুদ ও পদ্মের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, তোমাকে নমস্কার। ১২।

দেবি! তুমি অকারাদি বর্ণ সমূহের অধিষ্ঠাত্রী। এমন কি কি বিন্দু, কি বিসর্গ, কি মাত্রা সর্ব্বত্রই তোমার অধিষ্ঠান আছে। অতএব তোমাকে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া বার বার নমস্কার করি। ১৪।

মাতঃ ভারতি! তুমি ভারতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমা ভিন্ন গণিতবিৎ ব্যক্তিরা সংখ্যা গণনা করিতে পারেন না। তুমি ভারতী স্বরূপাঃ অতএব তোমাকে অসংখ্যক নমস্কার করি। ১৪।

মাতঃ! তুমি কালগণনার সংখ্যা স্বরূপা, তুমি সমস্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা স্বরূপা, তুমি ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; অতএব দেবি! তোমাকে অতিশয় ভক্তি সহকারে ভূমে পতিত হইয়া নমস্কার করি। ১৫।

সরস্বতি! তুমি স্মরণ শক্তি, তুমি জ্ঞান শক্তি, তুমি বুদ্ধিশক্তি তুমি প্রতিভা শক্তি এবং তুমিই কল্পনা শক্তি। কোন বিষয়ে ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে তুমি তাহার সিদ্ধান্ত কর বলিয়া তোমাকে সিদ্ধান্তস্বরূপিণী নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে, অতএব হে সর্ব্বস্বরূপিণী! তোমাকে নমস্কার। ১৬।

বভূব জড়বৎসোপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
তদা জগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥
উবাচ সস্ততং স্তোত্রং বাণীমিতি প্রজাপতিং।
নচ তুষ্টাব তাং ব্রহ্মা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
চকার তৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্ত মুত্তমং।
যদা প্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা ॥ ২০ ॥
বভূব মূকবৎ কোপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
তদাত্বাঞ্চ স তুষ্টাব সংত্রস্তঃ কশ্যপাজ্ঞয়া ॥ ২১ ॥
ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্ম্মলং ভ্রম ভঞ্জনং।
ব্যাসঃ পুরাণ সূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মীকং যদা ॥ ২২ ॥

জ্ঞানলাভের নিমিত্ত সনৎকুমার ব্রহ্মার নিকটে প্রশ্ন করিলেন, তিনি সিদ্ধান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া জড়বৎ অস্পন্দ হইয়া রহিলেন।১৭।

তখন পরমাত্মরূপী সর্ব্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া কহিলেন ব্রহ্মন্! তুমি নিরন্তর দেবী সরস্বতী স্তব করিতে আরম্ভ কর। তখন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে তোমার স্তব করিতে লাগিলেন। পরে তোমার অনুগ্রহে তাঁহার ভ্রম দূর হইয়া দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়।১৮।১৯।

যখন বসুন্ধরা দেবী অনন্তদেবকে জ্ঞান বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অনন্ত দেবও তৎকৃত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া মূকের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ২০।

তৎপরে ভগবান্ কশ্যপ তোমায় স্তব করিতে আদেশ করিলে অনন্ত দেব ভীত হইয়া আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তোমারই অনুগ্রহে ভ্রমভঞ্জনকারী দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। ২১।

মহর্ষি বেদব্যাস যখন তপোধন বাল্মীকিকে পুরাণ সূত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বাল্মীকি ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনের পর জগন্মাতা জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী যে তুমি তোমাকেই স্মরণ করিলেন। ২২।

মৌনীভূতঃ স সস্মার ত্বামেবং জগদম্বিকাং।
তদা চকার সিদ্ধান্তং মদ্বরেণ মুনীশ্বরঃ॥ ২৩॥
সংপ্রাপ নির্ম্মলং জ্ঞানং প্রমাদ ধ্বংসকারণং।
পুরাণ সূত্রং শ্রুত্বা স ব্যাসঃ কৃষ্ণ কুলোদ্ভবঃ॥ ২৪॥
ত্বাং সিষেব স দধ্যৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুষ্করে।
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্যস কবীন্দ্রো বভূব হ॥ ২৫॥
তদা বেদ বিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার হ।
যদা মহেন্দ্রে পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং শিবাশিবং॥ ২৬॥
ক্ষণং ত্বামেব সংচিন্ত্য তস্যৈজ্ঞানং দদৌ বিভুঃ।
পপ্রচ্ছ শব্দ শাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিং॥ ২৭॥
দিব্যং বর্ষ সহস্রঞ্চ সত্বাং দধ্যৌচ পুষ্করে।
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য দিব্যং বর্ষ সহস্রকং॥ ২৮॥

তখন তোমারই বর দানে তাঁহার দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাব হইল। ভ্রম.প্রমাদ সমস্ত দূরে পলায়ন করিল। তিনি অবলীলা ক্রমে বেদব্যাসের নিকট পুরাণ বিষয় বিস্তারিত বর্ণন করিতে লাগিলেন। ২৩।

কৃষ্ণকুলোদ্ভব মহর্ষি বেদব্যাস বাল্মীকির নিকট সমস্ত পুরাণ সূত্র শ্রবণ করিয়াপুষ্কর তীর্থে গমন পূর্ব্বক শতবর্ষ পর্য্যন্ত যৎপরোনাস্তিভক্তি করিয়া তোমার আরাধনা ও তোমার বন্দনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তোমারই বর প্রভাবে কবিকুল তিলক হইয়া বেদবিভাগ ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রণয়ন করিয়া মানবগণের পরিণাম রক্ষা করিলেন। ২৪। ২৫।

হে মহেন্দ্রে! যখন ভগবতী শিবানী ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেবকে তত্ত্বজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন বিভু ভূতনাথ ক্ষণকাল তোমাকে ধ্যান করিয়া তৎপরে তাঁহাকে তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করেন। ২৬।

ত্রিলোক নাথ মহেন্দ্র সুরগুরু বৃহস্পতিকে শব্দ শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পুষ্করে বসিয়া দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তোমার ধ্যান

উবাচ শব্দ শাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরং।
অধ্যাপিতাশ্চ যৈঃ শিষ্যা যৈরধীতং মুনীশ্বরৈঃ॥ ২৯॥
তেচ ত্বাং পরিসংচিন্ত্য প্রবর্ত্তন্তে সুরেশ্বরি।
ত্বং সংস্তুতা পূজিতাচ মুনীন্দ্র মনু মানবৈঃ॥ ৩০॥
দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদিভিঃ।
জড়ীভূতঃ সহস্রাস্যঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ॥ ৩১॥
যং স্তোতুং কি মহং স্তৌমি তামেকাস্যেন মানবঃ।
ইত্যুক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তিনম্রাত্ম কন্ধরঃ॥ ৩২॥
প্রণনাম নিরাহারো রুরোদচ মুহুর্ম্মুহুঃ।
তদা জ্যোতিঃ স্বরূপা সা তেনাদৃষ্টাপ্যুবাচতং॥ ৩৩॥

করেন, তৎপরে তোমার নিকট বর লাভ করিয়া দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রকে শব্দ শাস্ত্র ও শব্দ শাস্ত্রের অর্থ শ্রবণ করান। ২৭। ২৮।

হে সুরেশ্বরি! যাঁহারা শিষ্যগণের পাঠনা এবং যে মুনিন্দ্রগণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রথমে তোমায় স্মরণ করিয়া তৎপরে কি অধ্যাপনা, কি অধ্যয়ন সর্ব্বত্র প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ২৯।

হে মাতর্বরদে! কি মুনিগণ, কি মনুগণ, কি মানবগণ, কি দৈত্যেন্দ্রগণ, কি সুরগণ, কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি শিব, ইহাঁরা সকলেই তোমার অর্চ্চনা ও তোমারই বন্দনা করিয়াথাকেন,। ৩০।

ভগবান নারায়ণ সহস্র মুখে, ভূতভাবন মহাদেব পঞ্চবদনে এবং ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে যাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হন নাই, আমি সামান্য মানব হইয়া কি রূপে তাঁহার স্তুতিপাঠে সমর্থ হইব। ৩১।

বৎস নারদ! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অনাহারে এই রূপে বাগ্দেবীর স্তুতি পাঠ করিয়া একান্ত ভক্তি সহকারে গ্রীবাদেশ নত করত প্রণাম করিলেন, এবং বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন। ৩২।

ঐ সময় জ্যোতিঃ স্বরূপা সরস্বতী অলক্ষিত ভাবে "বৎস ভৃগো!

সুকবীন্দ্রো ভবেতুক্ত্বা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম সঃ।
যাজ্ঞবল্ক্য কৃতং বাণী স্তোত্রং যঃ সংযতঃ পঠেৎ ॥৩৪॥
সুকবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহস্পতি সমোভবেৎ।
মহা মূর্খশ্চ দুর্মেধো বর্ষমেকঞ্চ যঃ পঠেৎ।
সপণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবিশ্চ ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ নারদ সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বাণীস্তব পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

তুমি কবিকুলে একজন প্রধান কবি বলিয়া বিখ্যাত হও এই বলিয়া জ্ঞান প্রদায়িনী সরস্বতী বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ৩৩।

বৎস নারদ! সংযত হইয়া এই যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতী স্তোত্র পাঠ করিলে সুকবি, সদ্বক্তা ও বৃহস্পতিতুল্য ধীমান্ হইয়া এই সংসারে অনায়াসে পরম যশের সহিত কালযাপন করিতে পারে। এমন কি ধারণা-শক্তি শূন্য মহামূর্খ ব্যক্তিও যদি নিয়ত একবৎসর কাল এই সরস্বতী-স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও পণ্ডিত এবং মেধাবী হইয়া নিশ্চয়ই একজন সুকবি বলিয়া গণনীয় হয়। ৩৪। ৩৫।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

প্রকৃতি খণ্ডম্।

—০—

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সরস্বতী সা বৈকুণ্ঠে স্বয়ং নারায়ণান্তিকে।
গঙ্গাশাপেন কলয়া কলহাদ্ভারতে সরিৎ ॥ ১ ॥
পুণ্যদা পুণ্যজননী পুণ্যতীর্থ স্বরূপিণী।
পুণ্য বদ্ভির্নিষেব্যাচ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং মুনে ॥ ২ ॥
তপস্বিনাং তপোরূপা তপস্যাকার রূপিণী।
কৃত পাপৈক দাহায় জ্বলদগ্নিঃ স্বরূপিণী ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দ্বিজবর! বৈকুণ্ঠধামে একদা গঙ্গা ও সরস্বতী উভয়ে কলহ আরম্ভ হওয়ায়, গঙ্গা নারায়ণেরসমক্ষেই সরস্বতীকে শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, "তুমি জলময়ী হও" তদবধি সরস্বতী গঙ্গা শাপে ভারতে নদী রূপে পরিণতা হইয়াছেন। ১।

সরিদ্বরা সরস্বতী সকলের পুণ্যদাত্রী, পুণ্যজননী এবং পবিত্র তীর্থ স্বরূপিণী, হইয়া জগতীতলে বিরাজ করিতেছেন, পুণ্যবান ব্যক্তিরা সতত উহাঁর সমাদর এবং সর্ব্বদা উহাঁর তীরে অবস্থান করিয়া থাকেন। ২।

ইনি তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপা, দেখিলে বোধ হয় যেন তপস্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। মানবগণ যে পাপাচরণ করে, সেই পাপরাশি দহন বিষয়ে ইনি প্রজ্বলিত অনল স্বরূপ। ৩।

জ্ঞানে সরস্বতী তোয়ে মৃতং যৈ মানবৈর্ভুবি।
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরি সংসদি ॥ ৪ ॥
ভারতকৃত পাপী চ স্নাত্বা তত্রাব লীলয়া।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরং ॥ ৫
চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং অক্ষয়ায়াং দিনক্ষয়ে।
ব্যতিপাতেচ গ্রহণেঽন্যস্মিন্ পুণ্যদিনেপিচ ॥ ৬ ॥
আনুষঙ্গেন যঃ স্নাতি হেলয়া শ্রদ্ধয়াপি বা।
সারূপ্যং লভতে নূনং বৈকুণ্ঠে স হরেরপি ॥ ৭ ॥
সরস্বতী মন্ত্রকঞ্চ মাস মেকন্তু যোজপেৎ।
মহামূর্খঃকবীন্দ্রশ্চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
নিত্যং সরস্বতী তোয়ে যঃ স্নাতি মুণ্ডয়েন্নরঃ।

এই ভুভারতে যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক সরস্বতী সলিলে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি চিরকাল বৈকুণ্ঠে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সভায় বিরাজ করিতে সমর্থ হন। ৪।

ভারতে পাপানুষ্ঠান করিয়া পাপিষ্ঠেরা সরস্বতীর জলে স্নান করিলে অনায়াসে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তকাল বিষ্ণু লোকে যে অবস্থান করিতে পারেন তাহার আর সংশয় মাত্র নাই। ৫।

কি চতুর্দ্দশী, কি পূর্ণিমা, কি গ্রহণ, কি ব্যতিপাত যোগ, কি অক্ষয়া, যে কোন পুণ্যদিনে হউক, যদি কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কিম্বা অবহেলা ক্রমে সরস্বতী নদীতে স্নান করে, তাহা হইলে সে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া শ্রীহরির সারূপ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৬। ৭।

যে ব্যক্তি এক মাস কাল সরস্বতী মন্ত্র জপ করে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি সেই ব্যক্তি মহামূর্খ হইলেও কবিগণাগ্রগণ্য হইয়া অতুল খ্যাতিলাভ করিতে পারে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ৮।

ন গর্ভ বাসং কুরুতে পুনরেব স মানবঃ ॥ ৯.॥

ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিদ্ভারতী গুণকীর্ত্তনং।

সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০.॥

নারায়ণ বচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ।

পুনঃ পপ্রচ্ছ সন্দেহ ছেদং শৌনক সত্বরং ॥ ১১ ॥

নারদ উবাচ।

কথং সরস্বতী দেবী গঙ্গাশাপেন ভারতে।

কলয়া কলহেনৈব বভূব পুণ্যদা সরিৎ ॥ ১২ ॥

শ্রবণে শ্রুতিসারাণাং বর্দ্ধতে কৌতুকং মম।

কথামৃতানাং নোতৃপ্তিঃ কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রতি নিয়ত সরস্বতী সলিলে অবগাহন করে, হে দেব ঋষি নারদ! আর তাহাকে এ ভবে আগমন করিয়া পুনর্ব্বার গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, অর্থাৎ সে একেবারে মুক্তিপথের পথিক হয়। ৯।

হে বৎস নারদ! অতি সুখকর মোক্ষদায়ক এবং সারভূত ভারতী গুণ বর্ণন, যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত আছি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর। ১০।

সৌতি কহিলেন, হে তপোধন শৌনক! মুনিসত্তম নারদ নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া পুনরায় সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! দেবী সরস্বতী গঙ্গার সহিত কলহ করিয়া তৎপরে তাঁহার শাপে কিরূপে ভারতে পুণ্যদা নদীরূপে অবতীর্ণ হইলেন। ১১। ১২।

শ্রবণের সারভূত এই অমৃতময় কথা সকল শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না; বরং ক্রমশই কৌতূহল পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ফলতঃ শ্রেয়োলাভ বিষয়ে কে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে? ১৩।

কথং শশাপ সাগঙ্গা পূজিতাং তাং সরস্বতীং।
শান্তাসত্ত্বস্বরূপাচ পুণ্যদা সর্ব্বদা সদা। ১৪॥
তেজস্বিন্যোর্দ্বয়োর্ব্বাদ কারণং শ্রুতিসুন্দরং।
সুদুর্লভং পুরাণেষু তন্মেব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ১৫॥

নারায়ণ উবাচ॥

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীং।
যস্যাঃ স্মরণ মাত্রেণ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৬॥
লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা তিস্রোভার্য্যা হরেরপি।
প্রেম্নাসমাস্তা স্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসন্নিধৌ॥ ১৭॥
চকার সৈকদা গঙ্গা [illegible] নিরীক্ষণং।
সস্মিভাতিসকামাচ সকটাক্ষং পুনঃ পুনঃ॥ ১৮॥

যাহাই হউক সরস্বতী সামান্যা নহেন, তিনি ত্রিলোক পূজিতা। তবে শান্ত স্বভাবা সত্ত্বগুণ স্বরূপিণী, কেবল পুণ্যদাত্রী কেন, সর্ব্বদাত্রী গঙ্গা কিরূপে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন? । ১৪।

কি গঙ্গা, কি সরস্বতী, উভয়েই তেজঃস্বিনী। অতএব উভয়ের বিবাদ কারণ শ্রবণ করা অতীব সুখজনক। বিশেষতঃ পুরাণে এ সমস্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হওয়া সুকঠিন। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই মনোহর বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া শ্রবণ পিপাসা বিদূরিত করুন। ১৫।

ভগবান্ নারায়ণ কহিলেন ঋষিবর নারদ! আমি অমৃতময় এই পুরাতন কথা বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। এ কথা শ্রবণ করা দূরে থাক্, ইহা স্মরণ করিবা মাত্র মানব সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৬।

লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এ তিনই শ্রীহরির ভার্য্যা; ও সকলেই সমান প্রণয়পাত্রী এবং সকলেই সর্ব্বদা শ্রীহরির নিকটে অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে একদা গঙ্গা হাস্যবদনে সতৃষ্ণ নয়নে বারম্বার বিষ্ণুর প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১৭। ১৮।

বিভুর্জহাস তদ্বক্ত্রং নিরীক্ষ্যচ ক্ষণং মুদা।
ক্ষমাঞ্চকার তদ্দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীনৈব সরস্বতী ॥ ১৯ ॥
বোধয়ামাস তাং পদ্মা সত্ত্বরূপাচ সস্মিতা।
ক্রোধাবিষ্টাচ সা বাণী নচশান্তা বভূবহ ॥ ২০ ॥
উবাচ গঙ্গাং ভর্ত্তারং রক্তাস্যা রক্তলোচনা।
কম্পিতা কোপ বেগেন শশ্বৎ প্রস্ফুরিতাধরা ॥ ২১ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

সর্ব্বত্র সমতাবুদ্ধিঃ সদ্ভর্ত্তুঃ কামিনী প্রতি।
ধর্ম্মিষ্ঠস্য বরিষ্ঠস্য বিপরীতা খলস্যচ ॥ ২২ ॥
জ্ঞাতং সৌভাগ্য মধিকং গঙ্গায়ান্তে গদাধর।
কমলায়াঞ্চ তত্তুল্যং নচ কিঞ্চিন্ময়ি প্রভো ॥ ২৩ ॥

বিভু শ্রীহরি গঙ্গার [illegible] দর্শনে আহ্লাদে ঈষৎহাস্য করিলেন, শান্তস্বভাবা লক্ষ্মী তদ্দর্শনে উপেক্ষা করিলেন; কিন্তু সরস্বতী তাহা [illegible] পারিলেন না। সত্ত্বগুণান্বিতা লক্ষ্মী হাস্যবদনে সরস্বতীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোপবতী সরস্বতী কিছুতেই শান্ত হইলেন না। ১৯। ২০।

প্রত্যুত ক্রোধবশে তাঁহার বদন মণ্ডল ও নেত্র দ্বয় রক্তিমা রাগ ধারণ করিল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল এবং অনবরত ওষ্ঠ প্রান্ত প্রস্ফুরিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, যেভর্ত্তা ধার্ম্মিক, সদ্গুণশালী ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন, তাঁহার সকল ভার্য্যার প্রতি সমতা বুদ্ধি হয়; কিন্তু খল স্বভাব স্বামীর তাহা কখনই হয় না, বরং সর্ব্বদা তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। ২১। ২২।

হে প্রভো গদাধর! অদ্য জানিলাম গঙ্গার প্রতিই আপনার প্রণয়-ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লক্ষ্মীর প্রতিও নিতান্ত ন্যূন নহে। কেবল আমি হতভাগিনী; সেই জন্য আমার প্রতি প্রতিকুল হইয়াছেন। ২৩।

গঙ্গায়াঃ পদ্ময়া সার্দ্ধং প্রীতিশ্চাপি সু সম্মতা।
ক্ষমাঞ্চকার তেনেদং বিপরীতং হরিপ্রিয়া ॥ ২৪ ॥
কিংজীবনেন মেঽত্রৈব দুর্ভগাযাশ্চ সাম্প্রতং।
নিষ্ফলং জীবনং তস্যা যাপত্যুঃ প্রেমবঞ্চিতা ॥ ২৫ ॥
ত্বাং সর্ব্বেশং সত্ত্বরূপং যেবদন্তি মনীষিণঃ।
তেচমূর্খা ন বেদজ্ঞা নজানন্তি মতিন্তব ॥ ২৬ ॥
সরস্বতী বচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তাং কোপসংযুতাং।
মনসা স সমালোচ্য প্রজগাম বহিঃ সভাং ॥ ২৭ ॥
গতে নারায়ণে গঙ্গা মুবাচ নির্ভয়ং রুষা।
বাগাধিষ্ঠাতৃ দেবী সা বাক্যং শ্রবণ দুঃসহং ॥ ২৮ ॥

সৌভাগ্যবতী গঙ্গা ও কমলা উভয়ে যথেষ্ট প্রণয় আছে। সুতরাং প্রিয়তমা পদ্মা আপনার এই অসঙ্গত ব্যবহার সহ্য করিলেন। আমি নিতান্ত হতভাগিনী হইয়াছি; অতএব আমার এ সংসারে জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? যে সীমন্তিনী স্বামীর প্রণয়ভাজন হইতে না পারিল, তাহার জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। ২৪। ২৫।

যে মনীষী ব্যক্তিরা আপনাকে সর্ব্বেশ্বর ও সত্ত্বগুণ স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগের কখনই বেদে অধিকার নাই, তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ, অধিক কি বলিব তাঁহারা কখনই আপনার বুদ্ধির মধ্যে আপনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগের জীবনে ধিক্। ২৬।

ঐ সময় শ্রীহরি সরস্বতীর ভৎর্সনা বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার কোপ দর্শন পূর্ব্বক ক্ষণকাল মনোমধ্যে ঐ বিষয় আন্দোলন করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্দ্দেশের সভামণ্ডপে গমন করিলেন। ২৭।

এদিকে শ্রীহরি গমন করিলেপর বাগ্দেবী রোষভরে নির্ভয়ে অতি কঠোর বাক্যে গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি কামার্ত্তে!

হে নির্লজ্জে সকামে ত্বং স্বামিগর্ব্বং করোষি কিং।
অধিকংস্বামি সৌভাগ্যং বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছসি ॥ ২৯ ॥
মানচূর্ণং করিষ্যামি তবাদ্য হরিসন্নিধৌ।
কিংকরিষ্যতি তে কান্তো মমৈব কান্তবল্লভে ॥ ৩০ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা গঙ্গায়াঃ কেশং গৃহীতুমুদ্যতা।
বারয়ামাস ক৺ পদ্মা মধ্যদেশস্থিতা সতী ॥ ৩১ ॥
শশাপ বাণীং তাং পদ্মাং মহাকোপ বতী সতী।
বৃক্ষরূপা সরিদ্রূপা ভবিষ্যসি নসংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥
বিপরীতং যতোদৃষ্ট্বা কিঞ্চিন্ন বক্তু মর্হসি।
সন্তিষ্ঠসি সভামধ্যে যথা বৃক্ষো যথাসরিৎ ॥ ৩৩ ॥
শাপং শ্রুত্বাচ সা দেবী ন শশাপ চুকোপন।
তত্রৈব দুঃখিতা তস্থৌ বাণীং ধৃত্বা করেণচ ॥ ৩৪ ॥

নির্লজ্জে! গঙ্গে! তুমি স্বামীর প্রণয় পাত্রী বলিয়া সমধিক গর্ব্ব প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছ? কি তুমি সৌভাগ্য-গর্ব্ব করিতেছ? আজি শ্রীহরির সমক্ষেই তোমার সৌভাগ্যগর্ব্ব চূর্ণ করিব। তুমি শ্রীহরির একান্ত প্রণয়িণী! আজ দেখিব, তোমার শ্রীহরির কতদূর ক্ষমতা তিনি আমার কি করিতে পারেন?। ২৮। ২৯। ৩০।

এই কথা বলিয়া সরস্বতী রোষভরে গঙ্গার কেশাকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময় কমলা তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া বীণাপাণিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ৩১।

তাহাতে বাণী অতিশয় কোপবতী হইয়া পদ্মাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, পদ্মে! আমি বলিতেছি, নিশ্চয় তুমি বৃক্ষরূপে ও নদীরূপে পরিণত হইবে, কারণ অন্যায়াচরণ দর্শন করিয়াও যখন তুমি বাঙ্ নিষ্পত্তি করিলে না, তখন তোমাকে সভামধ্যে বৃক্ষের ন্যায় ও নদীর ন্যায় অবাক হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। ৩২। ৩৩।

অত্যুক্ত.তাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা কোপ প্রস্ফুরিতাননা।
উবাচ গঙ্গা তাং দেবীং পদ্মাঞ্চ পদ্মলোচনা॥ ৩৫॥

গঙ্গোবাচ।

ত্বমুৎসৃজ মহোগ্রাঞ্চ পদ্মে কিং মে করিষ্যতি।
লাগ্দুষ্টা বাগধিষ্ঠাত্রী দেবীয়ং কলহপ্রিয়া॥ ৩৬॥
যাবতী যোগ্যতাস্যাশ্চ যাবতীশক্তিরেব বা।
তয়া করোতু বাদঞ্চ তয়া সার্দ্ধং সুদুর্ম্মুখা॥ ৩৭॥
স্ববলং মন্মবলং বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছসি।
জানন্তু সর্ব্বে হ্যুভয়োঃ প্রভাবং বিক্রমং সতি॥ ৩৮॥
ইত্যেব মুক্ত্বা সাদেবী বাণ্যৈ শাপং দদাবিতি।
সরিৎ স্বরূপা ভবতু সা যা ত্বাং মাং শশাপ হ॥ ৩৯॥

শ্রীহরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, সরস্বতীর শাপ কথা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং শাপ প্রদান করা দূরে থাক্, কিছুমাত্র রাগ প্রকাশ করিলেন না; প্রত্যুত সরস্বতীর করে ধরিয়া দুঃখিতভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। ৩৪।

ঐ সময় পদ্মলোচনাগঙ্গা সরস্বতীর অত্যুক্তি শ্রবণে কোপে স্ফুরিতাধর হইয়া পদ্মাকে কহিলেন, পদ্মে! তুমিও, উগ্রস্বভাবাটাকে উন্মুক্ত কর, ও আমার কি করিবে? উনি এই বাগ্‌দুষ্টা! এই কলহপ্রিয়া! ইহাতেও আবার বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছেন? তুমি উহাকে উন্মুক্ত কর অর্থাৎ ছাড়িয়া দেও। ও দুর্ম্মুখীটার যতদূর ক্ষমতা ও যতদূর শক্তি থাকে প্রকাশ করিয়া আমার সহিত বিবাদ করুক্, ও নিজের বল প্রকাশ করুক, আমিও আপনার বল প্রকাশ করি। কাহার কতদূর ক্ষমতা, কাহার কতদূর শক্তি, লোকে জানিতে পারুক্।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।

দেবী গঙ্গা এইরূপ বলিয়া সরস্বতীকে শাপ প্রদান করিবার উপলক্ষে লক্ষ্মীকে কহিলেন, কমলে! ও যেমন তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছে, তেমনি ও নিজে নদীরূপ ধারণ করুক্। ধারণ করিয়া মর্ত্ত্য-

অধোমর্ত্ত্যং সা প্রযাতু সন্তি যত্রৈব পাপিনঃ।
কলৌ তেষাং চ পাপাংশং লভিষ্যতি নসংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা তাং শশাপ সরস্বতী।
ত্বমেব যাস্যসি মহীং পাপি পাপং লভিষ্যসি ॥ ৪১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভগবানাজগামহ।
চতুর্ভুজ শ্চতুর্ভিশ্চ পার্শ্বদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ ॥ ৪২ ॥
সরস্বতীং করে ধৃত্বা বাসয়া মাস বক্ষসি।
বোধয়া মাস সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞানং পুরাতনং ॥ ৪৩ ॥
শ্রুত্বা রহস্যং তাসাঞ্চ শাপস্য কলহস্য চ।
উবাচ দুঃখিতাস্তাশ্চ বাক্যং সাময়িকং বিভুঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লক্ষ্মিস্ত্বং কলয়া গচ্ছ ধর্ম্মধ্বজ গৃহং শুভে।
অযোনি সম্ভবা ভূমৌ তস্য কন্যা ভবিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥

লোকে গমন পূর্ব্বক যে স্থানে পাপিগণ বিরাজ করিতেছে, সেই স্থানে অবস্থান করুক এবং নিশ্চয় বলিতেছি যে, ও কলিযুগে পাপীদিগের পাপাংশ লাভ করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ৩৯। ৪০।

গঙ্গার বচন শ্রবণে সরস্বতীও তাঁহাকে শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি ভূমণ্ডলে গিয়া পাপীদিগের পাপাংশ লাভ করিবে। ৪১।

ত্রিপথগা গঙ্গা ও বাগ্বাদিনী সরস্বতী উভয়ে এই রূপ বিবাদ চলিতেছে, ইত্যবসরে চতুর্ভুজ শ্রীহরি, চতুর্ভুজ চারি সহচর সমভিব্যাহারে করিয়া তথায় অর্থাৎ সেই বিবাদ স্থলে আগমন করিলেন। ৪২।

ভগবান্ দয়াময় হরি সেই স্থানে আসিয়া সরস্বতীর করে ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ পূর্ব্বতন জ্ঞানলাভজনক বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ৪৩।

তখন তাঁহারা অতি রহস্য নিজ নিজ কলহ বৃত্তান্ত ও শাপ প্রদান

তত্রৈব.দৈবদোষেণ বৃক্ষত্বঞ্চ লভিষ্যসি।
মদংশস্যা সুরস্যৈব শঙ্খচূড়স্য কামিনী॥ ৪৬॥
ভূত্বাপশ্চাচ্চ মৎপত্নী ভবিষ্যসি নসংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্য পাবনীনাম্না তুলসীতি চ ভারতে॥ ৪৭॥
কলয়া চ সরিদ্ভূত্বা শীঘ্রং গচ্ছ বরাননে।
ভারতং ভারতী শাপাৎ নাম্না পদ্মাবতী ভব॥ ৪৮॥
গঙ্গে যাস্যসি পশ্চাত্ত্বমংশেন বিশ্বপাবনী।
ভারতং ভারতীশাপাৎ পাপদাহায় দেহিনাং॥ ৪৯॥
ভগীরথস্য তপসা তেন নীতা সুদুষ্করাৎ।
নাম্না ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে॥ ৫০॥

বৃত্তান্ত বিস্তারিত শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলে ভগবান্ শ্রীহরি সময়োচিত বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, লক্ষ্মি! তুমি মর্ত্ত্যলোকে ধর্ম্মধ্বজ নামক নরপতির গৃহে গমন কর। তথায় গমন করিয়া অযোনিসম্ভবা হইয়া তোমাকে সেই ধর্ম্মধ্বজ রাজার কন্যা হইতে হইবেক। দৈব দোষে তথায় বৃক্ষত্ব লাভ করিবে এবং আমার অংশ সম্ভূত মহাসুর শঙ্খচূড়ের অঙ্কলক্ষ্মী হইবে। এইরূপ শাপ সম্ভোগের পর পুনরায় বৈকুণ্ঠে আসিয়া আমার পত্নীরূপে পরিণত হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। আরও বলিতেছি যে তুমি ভারতে গিয়া ত্রিলোক পাবনী তুলসী নামে বিখ্যাত হইবে তাহাতে সাধু ব্যক্তিমাত্রেই তোমাকে যে কতদূর সমাদর করিবে, কতদূর ভক্তি করিবে তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন॥৪৪॥৪৫॥৪৬॥৪৭॥

হে বরাননে গঙ্গে! তুমিও সরস্বতী শাপে শীঘ্র ভারতে গমন পূর্ব্বক সরিৎরূপে অবতীর্ণ হও। প্রথমতঃ তথায় তুমি পদ্মাবতী নামে বিখ্যাত হইবে। তৎপরে ভারতভূমির দেহিদিগের পাপরাশি নাশ করিবার নিমিত্ত বিশ্বপাবনী হইবে। তাহার পর ভগীরথ অতি কঠোর তপস্যা করিয়া

মদংশস্য সমুদ্রস্য জায়াজায়ে মমাজ্ঞয়া।
মৎকলাংশস্য ভূপস্য শান্তনোশ্চ সুরেশ্বরি ॥ ৫১ ॥
গঙ্গাশাপেন কলয়া ভারতং গচ্ছ ভারতি।
কলহস্য ফলং ভুঙ্ক্ষ সপত্নীভ্যাং সহাচ্যুতে ॥ ৫২ ॥
স্বয়ঞ্চ ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মণঃ কামিনী ভবঃ।
গঙ্গাযাতু শিবস্থানমত্রপদ্মৈব তিষ্ঠতু ॥ ৫৩ ॥
শান্তা চ ক্রোধরহিতা মদ্ভক্তা সত্ত্বরূপিণী।
মহাসাধ্বী মহাভাগা সুশীলা ধর্ম্মচারিণী ॥ ৫৪ ॥
যদংশ কলয়াসর্ব্বা ধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ পতিব্রতাঃ।
শান্তরূপাঃ সুশীলাশ্চ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ ॥ ৫৫ ॥

অতি কষ্টে তোমাকে ভূতলে আনয়ন করিলে, তুমি অতি পবিত্রা ভাগিরথী নামে খ্যাতি লাভ করিবে। অয়ি প্রিয়ে সুরেশ্বরি গঙ্গে! আমি অনুমতি করিতেছি তুমি তথায় গিয়া আমার অংশসম্ভূত সমুদ্র এবং আমার অংশের অংশসম্ভূত শান্তনু রাজার সহধর্ম্মিণী হইয়া কিছু-কাল অবস্থান কর ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

হে ভারতি! তুমি যেমন সপত্নীদ্বয়ের সহিত কলহ করিয়াছ, তেমনি এক্ষণে তুমি গঙ্গাশাপে ভারতে গমনপূর্ব্বক অংশে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত হও অর্থাৎ স্বীয় কলহের ফল ভোগ করিতে থাক ॥ ৫২ ॥

হে সরস্বতি! এক্ষণে তুমি ব্রহ্মার ভবনে গমন করিয়া তাঁহার পত্নী হও। সুরধুনী শিবের নিকট গমন করুন। আর কমলে! তুমি আমার নিকটেই অবস্থান কর। কারণ তুমি শান্তস্বভাবা, ক্রোধবর্জ্জিতা, মদ্ভক্তি-পরায়ণা, সত্ত্বরূপা, পতিব্রতা, সুশীলা, ধর্ম্মচারিণী ও মহাভাগ্যবতী। অধিক কি প্রত্যেক বিশ্বে যে সকল সীমন্তিনী তোমার অংশে জন্ম গ্রহণ করে, তাহারাও ধার্ম্মিকা, পতিপরায়ণা, শান্তস্বভাবা এবং সুশীলা হইয়া পরম-সুখে কালযাপন করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥

তিস্রোভার্য্যাস্ত্রয়ঃ শালাঃ ত্রয়োভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ।
ধ্রুবং বেদবিরুদ্ধাশ্চ নহ্যেতে মঙ্গলপ্রদাঃ॥ ৫৬॥
স্ত্রীপুংবচ্চ গৃহে যেষাং গৃহিনাং স্ত্রীবশঃপুমান্।
নিষ্ফলঞ্চ জন্মতেষামশুভঞ্চ পদে পদে॥ ৫৭॥
মুখদুষ্টা যোনিদুষ্টা যস্যস্ত্রী কলহপ্রিয়া।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং মহারণ্যং গৃহাদ্বরং॥ ৫৮॥
জলানাঞ্চ স্থলানাঞ্চ ফলানাং প্রাপ্তিরেব চ।
সততং সুলভা তত্র ন কেষাং তদ্গৃহেপি চ॥ ৫৯॥
বরমগ্নৌস্থিতির্হিংস্রজন্তূনাং সন্নিধৌ সুখং।
ততোপি দুঃখং পুংসাঞ্চ দুষ্টাস্ত্রীসন্নিধৌ ধ্রুবং॥৬০॥

তিন ভার্য্যা, তিন গৃহ, তিন ভৃত্য এবং তিন বান্ধবের একত্র সমাবেশ বেদে একান্ত নিষিদ্ধ। কারণ এ তিনের একত্র সমাগম হইলে কখন ভদ্র-দায়ক হয় না। বিশেষতঃ যে গৃহস্থের ভবনে স্ত্রী, পুরুষের ন্যায় সাতিশয় প্রগল্ভা, এবং পুরুষ নিতান্ত স্ত্রীবশীভূত, তাহাদিগের পদে পদে অশুভসংঘটন হইয়া থাকে; ফলতঃ স্ত্রীবাধ্য পুরুষদিগের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র অর্থাৎ তাহাদিগের মরা বাঁচা সমান কথা॥ ৫৬॥ ৫৭॥

যাহার স্ত্রী কটুভাষিণী, যাহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী এবং যাহার স্ত্রী কলহ-ব্রতে একান্ত দীক্ষিতা, তাহার পক্ষে অরণ্যবাসই শ্রেয়ঃকল্প। নিবিড়-অরণ্য-নিবাস তাহার পক্ষে গৃহ হইতেও শ্রেয়স্কর। কারণ তথায় তাহার পানার্থ উদক, উপবেশনার্থ স্থান ও ভক্ষণার্থ ফলের অসদ্ভাব হয় না। কিন্তু গৃহে অবস্থান করিলে তাহার পক্ষে এ সমস্তই দুর্লভ হইয়া উঠে। এতদ্বিষয়ে অর্থাৎ যাহার দুষ্টা পত্নী তাহার পক্ষে আর অধিক কি বলিব, অগ্নিপরিবেষ্টিত স্থানে নিবাস কিম্বা হিংস্রজন্তু নিষেবিত বনে

ব্যাধিজ্বালা বিষজ্বালা বরং পুংসাং বরাননে।
দুষ্টস্ত্রীণাং মুখজ্বালা মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬১ ॥
পুংসশ্চ স্ত্রীজিতস্যৈব জীবিতং নিষ্ফলং ধ্রুবং।
যদহ্নাঃ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৬২ ॥
স নিন্দিতোঽত্র সর্ব্বত্র পরত্র নরকং ব্রজেৎ।
যশঃকীর্ত্তি বিহীনো যো জীবন্নপি মৃতোহি সঃ ॥ ৬৩ ॥
বহ্বানাঞ্চ সপত্নীনাং নৈকত্র শ্রেয়সি স্থিতিঃ।
একভার্য্যঃ সুখীনৈব বহুভার্য্যঃ কদাচন ॥ ৬৪ ॥

অবস্থান করা তাহার বরং সুখকর, তথাপি দুষ্টাস্ত্রীর সহিত একত্র অবস্থান করা কোন প্রকারেই কিছুমাত্র সুখকর নহে ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

হে বরাননে! ব্যাধিযন্ত্রণা কিম্বা বিষজ্বালা বরং সহ্য হয়, কিন্তু দুষ্টস্বভাবা স্ত্রীগণের বাক্যযন্ত্রণা মৃত্যুযন্ত্রণা হইতেও সমধিক ক্লেশকর। এই সংসার মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীপরাজিত অর্থাৎ স্ত্রীর বশীভুত, তাহার প্রাণধারণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সে ব্যক্তি যে কোন ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক কিছুরই ফলভাগী হইতে পারে না ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

আর অধিক কি বলিব স্ত্রীপরাজিত ব্যক্তিকে ইহলোকে নিন্দিত হইয়া পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি যশোধন উপার্জ্জন করিতে না পারিল, যাহার কীর্ত্তিপতাকা বায়ুহিল্লোলে (অল্পই হউক আর অধিকই হউক) আন্দোলিত না হইল, তাহার জীবন মৃত্যুতুল্য ॥ ৬৩॥

বহুতর সপত্নীর একত্র অবস্থান, শ্রেয়স্কর নহে। লোক একমাত্র ভার্য্যা লইয়াই সুখী হইতে পারে না, তাহাতে যদি অনেকগুলি ভার্য্যা বিদ্যমান থাকে, তাহাহইলে সুখের প্রত্যাশা সুদূরপরাহত; ফলতঃ তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতে হয় সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ৬৪ ॥

গচ্ছ গঙ্গে শিবস্থানং ব্রহ্মস্থানং সরস্বতী।
অত্র তিষ্ঠতু মদ্দেহে সুশীলা কমলালয়া ॥ ৬৫ ॥
সুসাধ্যা যস্য পত্নী চ সুশীলা চ পতিব্রতা।
ইহ স্বর্গসুখং তস্য ধর্ম্মমোক্ষে পরত্র চ ॥ ৬৬ ॥
পতিব্রতা যস্য পত্নী স চ মুক্তঃ শুচিঃ সুখী।
জীবন্মৃতোঽশুচির্দুঃখী দুঃশীলা পতিরেব যঃ ॥ ৬৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বিররাম চ নারদ।
অত্যুচ্চৈরুরুদুর্দ্দেব্যঃ সমালিঙ্গ্য পরস্পরং ॥ ৬৮ ॥
তাশ্চ সর্ব্বাঃ সমালোচ্য ক্রমেণোচুঃ সদীশ্বরং।
কম্পিতা সাশ্রুনেত্রাশ্চ শোকেন চ ভয়েন চ ॥ ৬৯ ॥

অতএব হে গঙ্গে, তুমি শিবালয়ে গমন কর। সরস্বতি! তুমি ব্রহ্মসদনে প্রস্থান কর। কেবল সুশীলা পতিপরায়ণা কমলা আমার গৃহে অবস্থান করুন ॥ ৬৫ ॥

এজগতে যাহার পত্নী কথার বাধ্য, সুশীলা ও পতিব্রতা, সে ব্যক্তি ইহলোকে স্বর্গসুখ-সম্ভোগ করিয়া পরলোকে ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ যাহার পত্নী পতিব্রতা, ইহ লোকে সেই ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত, সেই শুচি এবং সেই সুখী। আর যাহার পত্নী দুষ্টস্বভাবা, সেই জীবন্মৃত, সেই অশুচি এবং তাহার তুল্য দুঃখী আর নাই ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

হে নারদ! জগন্নাথ শ্রীহরি এই বলিয়া বিরত হইলেন। এদিকে গঙ্গা লক্ষ্মী ও সরস্বতী, তিন জনে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং সকলে স্বস্বকৃত কর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়া ভয়ে ও শোকে কম্পিত কলেবরে সাশ্রুনেত্রে ক্রমে ক্রমে ভগবান দয়াময় শ্রীহরিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

বিদায়ং দেহি ভো নাথ দুষ্টাং মাং জন্মশোধনং।
সৎস্বামিনা পরিত্যক্তাঃ কুত্র জীবন্তি কাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭০ ॥
দেহত্যাগং করিষ্যামি যোগেন ভারতে ধ্রুবং।
অত্যুচ্চিতো নিপতনং প্রাপ্তুমর্হতি নিশ্চিতং ॥ ৭১ ॥

গঙ্গোবাচ।

অহং কেনাপরাধেন ত্বয়া ত্যক্তা জগৎপতে।
দেহত্যাগং করিষ্যামি নির্দ্দোষায়া বধং লভ ॥ ৭২ ॥
নির্দ্দোষকামিনীত্যাগং করোতি যো জনো ভবে।
স যাতি নরকং কল্পং কিন্তে সর্ব্বেশ্বরস্য বা ॥ ৭৩ ॥

তন্মধ্যে সরস্বতী সর্ব্বাগ্রে কহিলেন, হে নাথ! যদি দুষ্টস্বভাবা বলিয়া আমাকে বিদায় করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জন্মশোধের মত বিদায় করুন। কারণ আপনার মত সৎস্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কে কোথায় জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? নিশ্চয়ই বলিতেছি, ভারতে গিয়া হয় যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিব, না হয় উচ্চস্থান হইতে নিপতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিব ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

গঙ্গা কহিলেন, হে জগৎপতে! আপনি কি অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন? আপনি যদি নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই দেহ ত্যাগ করিব। আপনাকে অনপরাধিনীবধজনিত পাতকে লিপ্ত হইতে হইবে ॥ ৭২ ॥

এই সংসারে যে ব্যক্তি নিরপরাধিনী কামিনীকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগকরিতে হয়। যদিও আপনি সর্ব্বেশ্বর বটেন, তথাপি বিচার করিয়া দেখুন আপনারও স্বকর্ম্ম ফলভোগ হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই ॥ ৭৩ ॥

লক্ষ্মীরুবাচ।

নাথ! সত্ত্বস্বরূপস্ত্বং কোপঃ কথমহো তব।
প্রসাদং কুরু ভার্য্যাভ্যঃ মদীশস্য ক্ষমাবরা ॥ ৭৪ ॥
ভারতং ভারতীশাপাৎ যাস্যামি কলয়া যদি।
কতিকালং স্থিতিস্তত্র কদা দ্রক্ষ্যামি তে পদং ॥ ৭৫ ॥
দাস্যন্তি পাপিনঃ পাপং মহ্যং স্নানাবগাহনাৎ।
কেন তেন বিমুক্তাহমাগমিষ্যামি তে পদং ॥ ৭৬ ॥
কলয়া তুলসীরূপা ধর্ম্মধ্বজসুতা সতী।
ভূত্বা কদা লভিষ্যামি ত্বৎপাদাম্বুজমচ্যুত ॥ ৭৭ ॥
বৃক্ষরূপা ভবিষ্যামি ত্বদধিষ্ঠাতৃদেবতা।
মামুদ্ধরিষ্যসি কদা তন্মে ব্রূহি কৃপানিধে ॥ ৭৮ ॥

লক্ষ্মী কহিলেন, নাথ! আপনি সত্ত্বস্বরূপ। কোপ স্বভাব ত সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম নহে। তবে কিরূপে আপনার ক্রোধোদয় হইল? আপনি আমার স্বামী, আমার স্বামীর ক্ষমাই প্রধান গুণ। অতএব যদিও আপনি কুপিত হইয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া ভার্য্যাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৭৪॥

যদিও আমাকে ভারতীশাপে ভারতে গিয়া অংশে অবতীর্ণ হইতে হয়, তবে কৃপা করিয়া ইহা আজ্ঞা করুন্ যে কতকাল সেইস্থানে অবস্থান করিব? কতকাল পরেই বা পুনরায় আপনার ঐ ভক্তজন বাঞ্ছিত চরণ যুগল দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তিলাভ করিব? ॥ ৭৫ ॥

আমি সরিৎ-রূপে অবতীর্ণ হইলে পাপিগণ স্নান ও অবগাহন করিয়া আমাকে পাপ প্রদান করিবে। আমি কি প্রকারে সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আপনার চরণপ্রান্তে পুনরায় আগমন করিব? ॥ ৭৬ ॥

আমাকে ত ধর্ম্মধ্বজের কন্যারূপে অংশে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আবার কতদিন পরে আপনার শ্রীচরণ লাভ করিতে পাইব? আমি বৃক্ষ-

গঙ্গা সরস্বতীশাপাদ্‌যদি যাস্যতি ভারতং।
শাপেন মুক্ত্বা পাপাচ্চ কদা ত্বাং বা লভিষ্যতি ॥ ৭৯ ॥
গঙ্গা শাপেন সা বাণী যদি যাস্যতি ভারতং।
কদা শাপাদ্বিনির্মুচ্য লভিষ্যতি পদং তব ॥ ৮০ ॥
তাং বাণীং ব্রহ্মসদনং গঙ্গাং বা শিবমন্দিরং।
গন্তুং বদসি হে নাথ! তৎক্ষমস্ব চ তে বচঃ ॥ ৮১ ॥
ইত্যুক্ত্বা কমলাকান্ত পদং ধৃত্বা ননাম চ।
স্বকেশৈর্ব্বেষ্টয়িত্বা চ রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮২ ॥
উবাচ পদ্মলাভস্তাং পদ্মাং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
ঈষদ্ধাস্যঃ প্রসন্নাস্যো ভক্তানুগ্রহকারকঃ ॥ ৮৩ ॥

রূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইব; কিন্তু হে কৃপা-নিধে! হে অচ্যুত! আবার কত দিন পরে আপনি আমাকে উদ্ধার করিবেন তাহা কৃপা করিয়া বলুন ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

যদি গঙ্গাই সরস্বতী-শাপে ভারতে গিয়া অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে কত দিনে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আবার আপনাকে লাভ করিতে পাই-বেন? আর যদি সরস্বতীকে গঙ্গাশাপে ভারতে গমন করিতেই হয়, তাহা হইলে কতদিনে সেই অভিশাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া আবার আপনার চরণকমল প্রাপ্ত হইবেন? ইহাও দয়া করিয়া বলুন্ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥

"হে নাথ! আপনি সরস্বতীকে ব্রহ্মভবনে এবং গঙ্গাকে শিবসদনে গমন করিতে আদেশ করিতেছেন; কিন্তু হে দয়াসিন্ধো স্বামিন্! আপ-নার চরণে ধরি, আপনি ক্ষমা করুন"। কমলা এই বলিয়া সেই কমলাকান্ত দয়াময় শ্রীহরির চরণে নিপতিত হইয়া স্বীয় কেশ দ্বারা তাঁহার চরণযুগল বেষ্টন করত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক অতিশয় বিনীতস্বরে বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥

ভক্তবৎসল দয়াময় শ্রীহরির অন্তঃকরণে কোপ আর কতক্ষণ থাকিবে,

নারায়ণ উবাচ।

ত্বদ্বাক্যমাচরিষ্যামি স্ববাক্যঞ্চ সুরেশ্বরি।
সমতাঞ্চ করিষ্যামি শৃণু তৎক্রমমেব চ ॥ ৮৪ ॥
ভারতী যাতু কলয়া সরিদ্রূপা চ ভারতং।
অর্দ্ধাংশা ব্রহ্মসদনং স্বয়ং তিষ্ঠতুমদ্গৃহে ॥ ৮৫ ॥
ভগীরথেন নীতা সা গঙ্গা যাস্যতি ভারতং।
পূতং কর্ত্তুং ত্রিভুবনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদ্গৃহে ॥ ৮৬ ॥
তত্রৈব চন্দ্রমৌলেশ্চ মৌলিং প্রাপ্স্যতি দুর্লভং।
ততঃ স্বভাবতঃ পূতাপ্যতিপূতা ভবিষ্যতি ॥ ৮৭ ॥
কলাংশাংশেন ত্বং গচ্ছ ভারতে কমলোদ্ভবে।
পদ্মাবতী সরিদ্রূপা তুলসীবৃক্ষ রূপিণী ॥ ৮৮ ॥

অমনি তাঁহার মনে অনুগ্রহবুদ্ধির উদয় হইল। তখন সেই পদ্মলাভ শ্রীহরি প্রসন্ন বদনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কমলাকে বক্ষে লইয়া কহিলেন, অয়ি সুরেশ্বরি! যেরূপে আমি তোমার এবং আমার উভয়ের বচন সমভাবে রক্ষা করিব তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥

সরস্বতী অর্দ্ধাংশে সরিৎরূপ ধারণ করিয়া ভারতে অবতীর্ণ হউন, আর অপর অর্দ্ধাংশে ব্রহ্মসদনে গমন করুন। কিন্তু স্বয়ং আমার গৃহে থাকুন। আর গঙ্গা যখন ভগীরথ কর্ত্তৃক নীত হইবেন, তখন অংশে ভারতে গমন করিবেন। সম্প্রতি স্বয়ং ত্রিভুবন পূত করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে অবস্থান করুন। গঙ্গা ভারতে গমন করিয়াও তথায় সেই দেবদেব চন্দ্রশেখরের পরম দুর্লভ মস্তকে অবস্থান করিবেন। একেতঃ সুরধুনী স্বাভাবিক পবিত্র, তাহাতে আবার গঙ্গাধর মস্তকে ধারণ করিলে অপেক্ষাকৃত পূত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥

হে কমলোদ্ভবে! তুমিও ভারতে গিয়া অংশে অবতীর্ণ হও। তথায়

কলেঃ পঞ্চসহস্রে চ গতে বর্ষে চ মোক্ষণং।
যুষ্মাকং সরিতাং ভূয়ো মদ্গৃহে চাগমিষ্যথ ॥ ৮৯ ॥
সম্পদাং হেতুভূতা চ বিপত্তিঃ সর্ব্বদেহিনাং।
বিনা বিপত্তের্ম্মহিমা কেষাং পদ্মে ভবেদ্ভবে ॥ ৯০ ॥
মন্মন্ত্রোপাসকানাঞ্চ সতাং স্নানাবগাহনাৎ।
যুষ্মাকং মোক্ষণং পাপাৎ পাপি দত্তাচ্চ স্পর্শনাৎ ॥ ৯১ ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সন্ত্যসংখ্যানি সুন্দরি।
ভবিষ্যন্তি চ পূতানি মদ্ভক্ত স্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯২ ॥
মন্মন্ত্রোপাসকা ভক্তা ভ্রমন্তি ভারতে সতি।
পূতং কর্ত্তুং ভারতঞ্চ সুপবিত্রাং বসুন্ধরাং ॥ ৯৩ ॥

গমন করিয়া তুমি পদ্মাবতী নদী এবং তুলসী-বৃক্ষ-রূপ ধারণ করিবে। এমন কি কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে পর তোমাদিগের শাপ-বিমোচন হইবে। অর্থাৎ তখন তোমরা স্ব স্ব সরিৎরূপ পরিত্যাগ করিয়া আমার গৃহে আগমন করিবে ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥

হে পদ্মে! তুমি দেহীদিগের সম্পদের কারণ, হইয়াছ এবং বিপত্তিরও নিদানভূত তুমি ভিন্ন আর কেহ নয়। কারণ বিপত্তি ব্যতীত এ সংসারে কাহারও তোমার প্রতি সমাদর হইবে না ॥ ৯০ ॥

যে সকল ব্যক্তিরা আমার মন্ত্রের উপাসক, অর্থাৎ 'কৃষ্ণনাম' যাহা-দিগের ইষ্টমন্ত্র সেই সকল সাধুদিগের স্নান ও অবগাহনে তোমার শাপ হইতে এবং পাপীদিগের ও স্নান অবগাহনজন্য যে পাপস্পর্শ হইবে, সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে ॥ ৯১ ॥

হে সুন্দরি! ভূলোকে যে অসংখ্য তীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে, সে সমস্ত তীর্থ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্র হইবে। আমার মন্ত্রোপাসক ভক্তজনেরা কেবল ভারতকে কেন, বসুন্ধরাকে পূত করিবার

মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি পাদং প্রক্ষালয়ন্তি চ।
তৎস্থানঞ্চ মহাতীর্থং সুপবিত্রং ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৯৪ ॥
স্ত্রীঘ্নোগোঘ্নঃ কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৫ ॥
একাদশীবিহীনশ্চ সন্ধ্যাহীনোঽপ্যনাস্তিকঃ।
নরঘাতী ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৬ ॥
অসিজীবী মসিজীবী ধাবকঃ শূদ্রযাজকঃ।
বৃষবাহো ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৭ ॥

নিমিত্ত ভারতে পরিভ্রমণ করিতেছে। মদ্ভক্তিপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরা যে স্থানে অবস্থান করেন, এমনকি তাঁহারা যে স্থানে পাদপ্রক্ষালন করিবেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সে স্থান পবিত্র এবং তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

কি স্ত্রীহত্যাকারী, কি গোহত্যাকারী, কি কৃতঘ্ন, কি ব্রহ্মঘাতী, কি গুরুদারাপহারী, ইহারা স্বস্বকৃত মহাপাতকে বিলিপ্ত হইয়া যদি আমার ভক্তজনের দর্শন ও স্পর্শন লাভ করিতে পরে, তাহাহইলে সেই সমস্ত ঘোরতর মহাপাতক হইতেও মুক্তিলাভ করিবে ॥ ৯৫ ॥

যে একাদশী বর্জ্জিত ও সন্ধ্যা বর্জ্জিত, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, এবং যে ব্যক্তি নরহত্যা পাতকে লিপ্তহয়, তাহারাও যদি আমার ভক্তজনের দর্শন ও স্পর্শনলাভ করে, তাহাহইলেও স্বস্বকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পবিত্রভাব ধারণ করিতে পারে ॥ ৯৬ ॥

কি অসিজীবী, কি মসিজীবী, কি ধাবক, কি শূদ্রযাজী, কি বৃষবাহনারোহী, ইহারাও যদি আমার ভক্তজনের দর্শন ও স্পর্শন লাভ করিতে পারে, তাহাহইলে তাহারা পূর্ব্ব কথিত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয় ॥ ৯৭ ॥

বিশ্বাসঘাতীমিত্রঘ্নো মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদায়কঃ।
স্থাপ্যহারী ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৮ ॥
ঋণগ্রস্তো বার্দ্ধুষিকো জারজঃ পুংশ্চলীপতিঃ।
পূতশ্চ পুংশ্চলীপুত্রো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৯ ॥"
শূদ্রাণাং শূপকারশ্চ দেবলো গ্রামযাজকঃ।
অদীক্ষিতো ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ১০০ ॥
অশ্বত্থঘাতকশ্চৈব মদ্ভক্তনিন্দকস্তথা।
অনিবেদ্যভোজীবিপ্রশ্চ পূতো মদ্ভক্তদর্শনাৎ ॥ ১০১ ॥
মাতরং পিতরং ভার্য্যাং ভ্রাতরং তনয়ং সুতাং।
গুরোঃ কুলঞ্চ ভগিনীং বংশহীনঞ্চ বান্ধবং ॥ ১০২ ॥
শ্বশ্রূঞ্চ শ্বশুরঞ্চৈব যোনপুষ্ণাতি নারদ।
স মহাপাতকী পূতো মদ্ভক্তস্পর্শনর্শনাৎ ॥ ১০৩ ॥

আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে, বিশ্বাসঘাতক, মিত্রঘ্ন, মিথ্যা-সাক্ষ্যদাতা, ও স্থাপ্যধনের অপহারক ব্যক্তিরাও পবিত্র হইতে পারিবে। কি ঋণগ্রস্ত; কি কুসীদজীবী, অর্থাৎ সুদখোর, কি জারজ, কি পুংশ্চলীপতি, অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর স্বামী, কি পুংশ্চলীর পুত্র ইহারা সকলেই পবিত্র হইবে ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥

যাহারা শূদ্রের পাচক, যাহারা দেবল অর্থাৎ পূজোপজীবী, যাহারা গ্রাম্যযাজক, যাহারা গুরুমন্ত্রে অদীক্ষিত, যাহারা অশ্বত্থবৃক্ষ বিনাশক, যাহারা আমার ভক্তের নিন্দক, এবং যাহারা এই ত্রিসংসারের একমাত্র নিস্তারক শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, তাহারাও সকলে আমার ভক্ত জনের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্র হয় ॥ ১০০ ॥ ১০১ ॥

যাহারা পিতা, মাতা, ভার্য্যা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, ভগিনী, গুরুকুল স্ত্রী পুত্র পরিবার বিহীন জ্ঞাতি, শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে প্রতিপালন না করে,

দেবদ্রব্যাপহারী চ বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ।
লাক্ষালৌহরসানাঞ্চ বিক্রেতা দুহিতুস্তথা ॥ ১০৪ ॥
মহাপাকিনশ্চৈতে শূদ্রাণাং শবদাহকঃ।
ভবেয়ুরেতে পূতা চ মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ১০৫ ॥

লক্ষ্মীরুবাচ।

ভক্তানাং লক্ষণং ব্রূহি ভক্তানুগ্রহকারক।
যেষাং সন্দর্শনস্পর্শাৎ সদ্যঃ পূতা নরাধমাঃ ॥ ১০৬ ॥
হরিভক্তিবিহীনাশ্চ মহাহংকারসংযুতাঃ।
স্বপ্রসংশারতা ধূর্ত্তাঃ শঠাশ্চ সাধুনিন্দকাঃ ॥ ১০৭ ॥
পুনন্তি সর্ব্বতীর্থানি যেষাং স্নানাবগাহনাৎ।
যেষাঞ্চ পাদরজসা পূতা পাদোদকান্মহী ॥ ১০৮ ॥

তাহারা মহাপাতকী হয়। তাদৃশ মহাপাতকী ব্যক্তিরা আমার ভক্ত-জনের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্র হইতে পারিবে ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥

যিনি দেবদ্রব্য কিম্বা ব্রাহ্মণদ্রব্য অপহরণ করেন, যিনি লাক্ষারস, লৌহরস ও কন্যা বিক্রয় করেন এবং যিনি শূদ্রের শবদাহ করেন, তিনি মহাপাতকে লিপ্ত হন। কিন্তু কোনরূপে আমার ভক্তজনের দর্শন ও স্পর্শন লাভ করিতে পারিলে, পূর্ব্বোক্ত মহাপাতকীরাও যে পাপবিমুক্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিতে পারে তাহার সংশয়মাত্র নাই ॥১০৪॥১০৫॥

শান্তস্বভাবা দেবী লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভক্তানুগ্রহকারী দয়াময় শ্রীহরি! যে সকল পরমভক্ত সাধুজনের দর্শনে ও স্পর্শনে, হরিভক্তিবিহীন, ঘোরতর অহঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘানিরত, ধূর্ত্ত, শঠ, সাধুবিদ্বেষী ব্যক্তিরাও পবিত্রতা লাভ করে; যাঁহাদিগের স্নান ও অবগাহনে তীর্থসকল পবিত্র হয়; যাঁহাদিগের পদরজে ও পাদোদকে ধরা পূতভার ধারণ করেন, দেবগণও যাঁহাদিগের দর্শন ও স্পর্শন লাভে একান্ত

যেষাং সন্দর্শনং স্পর্শং দেবা বাঞ্ছন্তি ভারতে।
সর্ব্বেষাং পরমো লাভো বৈষ্ণবানাং সমাগমঃ ॥ ১০৯ ॥
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলা ময়া।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন বিষ্ণুভক্তাক্ষণাদহো ॥ ১১০ ॥

সৌতিরুবাচ।

মহালক্ষ্মীবচঃশ্রুত্বা লক্ষ্মীকান্তশ্চ সস্মিতঃ।
নিগূঢ়তত্ত্বং কথিতুমৃষিশ্রেষ্ঠোপচক্রমে ॥ ১১১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ভক্তানাং লক্ষণং লক্ষ্মি গূঢ়ং শ্রুতি পুরাণয়োঃ।
পুণ্যস্বরূপং পাপঘ্নং সুখদং ভক্তিমুক্তিদং ॥ ১১২ ॥

বাঞ্ছিত হন, যে বিষ্ণুপরায়ণ সাধুজনের সমাগম পরম লাভজনক বলিয়া বোধহয়, সেই সকল একান্তভক্ত সাধুজনের লক্ষণ কি? জলময় তীর্থসকল এবং শিলাময় দেবতা সকলের পূত করিবার শক্তিআছে যথার্থবটে, কিন্তু তাঁহারা বহুকালে পবিত্র করিতে পারেন। বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিরা মুহূর্ত্তমধ্যে সকলকে পবিত্র করেন। অতএব সেই পরমভক্ত সাধুজনের লক্ষণ নির্দ্দেশ করুন ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥

সৌতি কহিলেন,হে ঋষিশ্রেষ্ঠ শৌনক! লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ মহালক্ষ্মীর বচনশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের নিগূঢ় তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১১ ॥

দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে কমলালয়ে লক্ষ্মি! তুমি, যে ভক্তজন লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে ইহা কি বেদ,কি পুরাণ, সর্ব্বত্রই ইহা অতি নিগূঢ় এবং পুণ্যময়,পাপনাশক, ভক্তিদায়ক,মুক্তিদায়ক ও সুখদায়ক। এমন কি, ইহা সকলের সারভূত ও গোপনীয় বিষয়, বিশেষতঃ শঠের নিকট ইহা

সারভূতং গোপনীয়ং ন বক্তব্যং খলেষু চ।
ত্বাং পবিত্রাং প্রাণতুল্যাং কথয়ামি নিশাময় ॥ ১১৩॥
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রং যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি।
বদন্তি বেদবেদাঙ্গাস্তং পবিত্রং নরোত্তমং ॥ ১১৪ ॥
পুরুষাণাং শতং পূর্ব্ব পূতং তজ্জন্মমাত্রতঃ।
স্বর্গস্থং নরকস্থং বা মুক্তিং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণং ॥ ১১৫ ॥
যৈঃ কশ্চিদ্ যত্র বা জন্ম লব্ধং যেষু চ জন্মসু।
জীবন্মুক্তাস্তে চ পূতা যান্তি কালে হরেঃ পদং ॥ ১১৬॥
মদ্ভক্তিযুক্তো মৎপূজা নিযুক্তো মদ্গুণান্বিতঃ।
মদ্গুণশ্লাঘনীয়শ্চ মন্নিবিষ্টশ্চ সন্ততং ॥ ১১৭॥

ব্যক্তকরা কর্ত্তব্য নহে। তুমি অতি সাধ্বী, পতিপরায়ণা এবং আমার প্রাণতুল্যা, তজ্জন্য তোমার নিকট সমস্ত বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১১২ ॥ ॥ ১১৩ ॥

বেদ ও বেদাঙ্গে এইরূপ কথিত আছে যে, বিষ্ণুমন্ত্র, গুরুদেবের মুখবিবর হইতে বিনির্গত হইয়া যাহারকর্ণে প্রবেশকরে সে ব্যক্তি নরোত্তম বলিয়া পরিগণিত ও পবিত্রতা সোপানে আরূঢ় হয় ॥ ১১৪ ॥

এমন কি তাদৃশব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহার পূর্ব্বতন শতপুরুষ, স্বর্গলোকেই অবস্থান করুন আর নরকগতই বা হউন, তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। অধিক কি, তাঁহাদিগের মধ্যে যে কেহ, যে কোনস্থানে যে কোনযোনিতে জন্মগ্রহণ করুননা কেন তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। আর বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক পুণ্যাত্মাব্যক্তিরা জীবন্মুক্ত হইয়া চরমে পরমপদ হরিপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১১৫ ॥ ১১৬॥

যাহারা আমার ভক্ত, আমার পূজায় রত, আমার গুণানুগানে আসক্ত, আমার প্রতি নিরন্তর নিবিষ্টচিত্ত, আমার গুণাবলি শ্রবণে অমনি

মদ্গুণঃ শ্রুতিমাত্রেণ সানন্দঃ পুলকান্বিতঃ।
সগদ্গদঃ সাশ্রুনেত্রঃ স্বাত্মবিস্মৃতএব চ॥ ১১৮॥
ন বাঞ্ছন্তি সুখং মুক্তি সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
ব্রহ্মত্বমমরত্বম্বা তদ্বাঞ্ছা মম সেবনে॥ ১১৯॥
ইন্দ্রত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ দেবত্বঞ্চ সুদুর্লভং।
স্বর্গবাদ্যাদিভোগঞ্চ স্বপ্নে চ নহি বাঞ্ছতি॥ ১২০॥
ব্রহ্মত্বানি বিনশ্যন্তি দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
কল্যাণভক্তিযুক্তশ্চ মদ্ভক্তো ন প্রণশ্যতি॥ ১২১॥
ভ্রমন্তি ভারতে ভক্তা লব্ধা জন্ম সুদুর্লভং।
তেপি যান্তি মহীং পূত্বা নরাস্তীর্থং মমালয়ং॥ ১২২॥

আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠে, অমনি ভাবে গদগদ হয়, অমনি আনন্দাশ্রু (অবিরল ধারায়) বিনির্গত হইতেথাকে, অমনি একেবারে আত্ম বিস্মৃত হইয়া যায়, কি সুখ, কি মুক্তি, কি সালোক্য, কি সাযুজ্য, কি সারূপ্য কিছুইবাসনাকরে না। ফলতঃ যাহারা আমার সেবায় একান্ত নিবিষ্ট, তাহারা স্বপ্নেও কখন কি ব্রহ্মত্ব, কি অমরত্ব, কি ইন্দ্রত্ব, কি মনুত্ব, কি দুর্লভ দেবত্ব, কি স্বর্গবাদ্যাদিভোগ অর্থাৎ স্বর্গসুখসম্ভোগ কিছুই কামনাকরে না॥ ১১৭॥ ১১৮॥ ১১৯॥ ১২০॥

কারণ ব্রহ্মত্ব এবং ব্রহ্মাদিদেবগণ, সমস্তই নশ্বর। কিন্তু আমার ভক্তগণ একমাত্র ভক্তিযোগে অতন্তকাল অপার আনন্দস্রোতে ভাসমান হইতে থাকে, অর্থাৎ কোনকালেই তাহাদিগের ক্ষয় নাই॥ ১২১॥

আমার ভক্তগণ দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করত ভারতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভূলোক পূতকরিয়া পরিশেষে আমার আলয়ে আগমন করে॥ ১২২॥

ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং কুরু পদ্মে যথোচিতং।
তদাজ্ঞাতাশ্চতাশ্চক্রুর্হরিস্তস্থৌ সুখাসনে॥ ১২৩॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে সরস্বত্যুপাখ্যানং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অয়ি পদ্মে! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় তাহাই অনুষ্ঠান কর। হে নারদ! দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিলে, তাঁহার আজ্ঞানুসারে লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলে স্বস্ব অংশে অবতীর্ণ হইলেন এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বীয় সুখাসনে অবস্থান পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিলেন॥ ১২৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের।
৬ ষ্ঠ অধ্যায়
সম্পূর্ণ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

———০০০———

নারায়ণ উবাচ।

সরস্বতী পুণ্যক্ষেত্রে আজগাম চ ভারতং।
গঙ্গাশাপেন কলয়া স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদং ॥ ১ ॥
ভারতী ভারতং গত্বা ব্রাহ্মী চ ব্রহ্মণঃ প্রিয়া।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী সা তেন বাণী চ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্ববিশ্বোপরিব্যাপী শ্রোতস্যেব হি দৃশ্যতে।
হরিঃ সরস্স্তস্যেয়ং তেন নাম্না সরস্বতী ॥ ৩ ॥
সরস্বতী নদীশা চ তীর্থরূপাতিপাবনী।
পাপি পাপেধ্মদাহায় জলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! অনন্তর সরস্বতী, গঙ্গার শাপপ্রভাবে অংশে অবতীর্ণ হইয়া পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে আগমন করিলেন; কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সমীপে অবস্থান করিতেলাগিলেন ॥ ১ ॥

সেই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অংশরূপিণী ব্রাহ্মীশক্তি ভারতী ভারতে অবতীর্ণহইয়া বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন। সুতরাং তাঁহার নাম সর্ব্বত্রবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল ॥ ২ ॥

তিনি বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেলাগিলেন, এমন কি তিনি সরিৎ—মধ্যেও পরিদৃশ্যমান হইতেলাগিলেন, শ্রীহরি স্বয়ং সরস্বান্—অর্থাৎ সমুদ্রস্বরূপ। সুতরাং সেই বাগ্দেবী সরস্বতের পত্নী বলিয়া সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ॥ ৩ ॥

সরস্বতী নদী অতিপবিত্র তীর্থস্বরূপ। এমন কি তিনি পাপাত্মাদিগের পাপরাশিনাশে প্রজ্বলিত অনল স্বরূপ ॥ ৪ ॥

পশ্চাদ্ভগীরথানীতা মহীং ভাগীরথী শুভা।
সমাজগাম কলয়া বাণীশাপেন নারদ ॥ ৫ ॥
তত্রৈবসময়ে তাঞ্চ দধার শিরসা শিবঃ।
বেগং সোঢ়মশক্তায়া ভুবঃ প্রার্থনয়া বিভুঃ ॥ ৬ ॥
পদ্মা জগাম কলয়া সা চ পদ্মাবতী নদী।
ভারতং ভারতীশাপাৎ স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদং ॥ ৭ ॥
ততোন্যয়া সা কলয়া ললাভ জন্ম ভারতে।
ধর্ম্মধ্বজসুতা লক্ষ্মীর্ব্বিখ্যাতা তুলসীতি চ ॥ ৮ ॥
পুরা সরস্বতীশাপাত্তৎপশ্চাদ্ধরিশাপতঃ।
বভূব বৃক্ষরূপা সা কলয়া বিশ্বপাবনী ॥ ৯ ॥
কলেঃ পঞ্চসহস্রঞ্চ বর্ষং স্থিত্বা চ ভারতে।
জগ্মুস্তত্র সরিদ্রূপং বিহায় শ্রীহরেঃ পদং ॥ ১০ ॥

অনন্তর ভাগীরথী গঙ্গাওসরস্বতীর শাপপ্রভাবে ভগীরথকর্ত্তৃক সমানীত হইয়া ভারতে অংশে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৫ ॥

দেবী পবিত্রী গঙ্গার বেগধারণ করিতে নাপারিয়া ভগবানভূতভাবনের নিকট প্রার্থনা করিলে, সেই সময় বিভু মহাদেব তাঁহাকে অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক মস্তকে করিয়া ধারণ করিলেন ॥ ৬ ॥

সরস্বতীর শাপপ্রভাবে পদ্মা লক্ষ্মীও একাংশে পদ্মাবতীনদীরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভারতে আগমন করিলেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীহরির চরণকমলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর অপর অংশ তুলসী। তুলসী ভারতে আসিয়া ধর্ম্মধ্বজসুতা বলিয়া বিখ্যাত হইলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

প্রথমতঃ সরস্বতীর শাপে তৎপরে শ্রীহরির শাপে বিশ্বপাবনী পদ্মা এইরূপে তুলসী বৃক্ষরূপে পরিণত হইলেন ॥ ৯ ॥

বৎস নারদ! ইহাঁরা সকলেই কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত

যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি কাশীবৃন্দাবনং বিনা।
যাস্যন্তি সার্দ্ধং তাভিশ্চ বৈকুণ্ঠস্বাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ১১ ॥
শালগ্রামহরের্মূর্ত্তি জগন্নাথশ্চ ভারতং।
কলের্দ্দশসহস্রান্তে যযৌত্যক্ত্বা হরেঃ পদং ॥ ১২ ॥
বৈষ্ণবাশ্চ পুরাণানি শঙ্খাশ্চ শ্রাদ্ধতর্পণং।
বেদোক্তানি চ কর্ম্মাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ ॥ ১৩ ॥
হরিপূজা হরের্নাম তৎকীর্ত্তি গুণকীর্ত্তনং।
বেদাঙ্গানি চ শাস্ত্রাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ ॥ ১৪ ॥
সত্ত্বঞ্চ সত্যং ধর্ম্মশ্চ বেদাশ্চ গ্রাম্যদেবতাঃ।
ব্রতং তপস্যানশনং যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ ॥ ১৫ ॥

ভারতে অবস্থান করিয়া তৎপরে সরিৎরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম দয়াময় শ্রীহরির সমীপে গমন করিবেন ॥ ১০ ॥

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত তীর্থই শ্রীহরির আজ্ঞাক্রমে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে, কেবল কাশী ও বৃন্দাবন মাত্র স্থায়ী হইবে ॥ ১১ ॥

শ্রীহরির মূর্ত্তিময়ী যে শালগ্রামশীলা ও দেব জগন্নাথ ভারতে অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁরাও কলির দশ সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলেই ভারতভুমি পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবেন ॥ ১২ ॥

কি বিষ্ণুপরায়ণ মানবগণ, কি অষ্টাদশ পুরাণ, কি শঙ্খ, কি শ্রাদ্ধ, কি তর্পণ, কি অন্যান্য বেদোক্ত কর্ম্ম সমস্তই ভারতকে পরিত্যাগ করিবে ॥১৩॥

অধিক কি হরিপূজার প্রসঙ্গও থাকিবে না। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, হরিগুণ গান ও বেদাঙ্গ শাস্ত্র সমুদায় কিছুই থাকিবে না ॥ ১৪ ॥

সত্বগুণ, সত্য, ধর্ম্ম, বেদ, গ্রাম্য দেবতা, ব্রত, কোন পুণ্যকার্য্যার্থ উপবাস ও সর্ব্বপ্রকার তপস্যা সমস্তই বিরলপ্রচার হইবে ॥ ১৫ ॥

বামাচাররতাঃ সর্ব্বে মিথ্যা কাপট্যসংযুতাঃ।
তুলসীবর্জ্জিতা পূজা ভবিষ্যন্তি ততঃপরং ॥ ১৬ ॥
একাদশীবিহিনাশ্চ সর্ব্বে ধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
হরিপ্রসঙ্গং বিমুখাঃ ভবিষ্যন্তি ততঃপরং ॥ ১৭ ॥
শঠাঃ ক্রূরাঃ দাম্ভিকাশ্চ মহাহঙ্কারসংযুতাঃ।
চৌরাশ্চ হিংসকাঃসর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ততঃপরং ॥ ১৮ ॥
পুংসাভেদশ্চ স্ত্রীভেদো বিবাহো বাপি নির্ণয়ঃ।
স্বস্বামিভেদা বস্তূনাং ন ভবিষ্যতি তৎপরঃ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বেজনা স্ত্রীবশাশ্চ পুংশ্চল্যশ্চ গৃহে গৃহে।
তর্জ্জনৈর্ভৎসনৈঃ শশ্বৎ স্বামিনং তাড়য়ন্তি চ ॥ ২০ ॥
গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহীভৃত্যাধিকোঽধমঃ।
চেটীভৃত্যসমৌ বধ্বাঃ শশ্রূ চ শ্বশুরস্তথা ॥ ২১ ॥

লোকমাত্রেই আচারভ্রষ্ট, মিথ্যা ও কপটতায় পরিপূর্ণ, এবং তুলসী পরিত্যাগপূর্ব্বক পূজায় আসক্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

একাদশীর প্রসঙ্গও থাকিবে না। সত্য ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে। হরিকথার উল্লেখ হইলে মুখ পরিবর্ত্তন করিবে ॥ ১৭ ॥

ব্যক্তিমাত্রেই শঠ, ক্রূর, দাম্ভিক, অত্যন্ত অহঙ্কারী হইবে এবং চৌর্য্যব্রতপরায়ণ ও পরস্ত্রীকাতর হইয়া দুঃখে কালযাপন করিবে ॥ ১৮ ॥

স্ত্রীপুরুষ ভেদ তিরোহিত হইবে, সুতরাং বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠিবে। কে কোন বস্তুর স্বামী তাহার কিছুই নির্ণয় থাকিবে না ॥ ১৯ ॥

পুরুষমাত্রেই স্ত্রীজনের একান্ত বশীভূত হইবে। কোন গৃহেই পুংশ্চলীর অভাব থাকিবে না। প্রত্যুত তাঁহারা নিয়ত স্বীয় স্বীয় স্বামিগণের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন এবং ভৎসনা করিবেন ॥ ২০ ॥

গৃহিণী গৃহের ঈশ্বরী অর্থাৎ সর্ব্বময় কর্ত্রী হইবেন এবং গৃহস্থ ভৃত্যা-

কর্ত্তারোবলিনোগেহে যোনিসম্বন্ধবান্ধবঃ।
বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃসার্দ্ধং সম্ভাষোপি ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥
যথা পরিচিতা লোকাস্তথা পুংসশ্চ বান্ধবাঃ।
সর্ব্বকর্ম্মাক্ষমঃ পুংসো যোষিতামাজ্ঞয়া বিনা ॥ ২৩ ॥
ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি স্বশাস্ত্রাণি বিহায় চ।
ব্রহ্মক্ষেত্রাবশাং বংশাঃ শূদ্রাণাং সেবকাঃ কলৌ ॥ ২৪ ॥
সূপকারা ভবিষ্যন্তি ধাবকা বৃষবাহকাঃ।
সত্যহীনাজনাঃ সর্ব্বে শস্যহীনা চ মেদিনী ॥ ২৫ ॥
ফলহীনাশ্চ তরবোঽপত্যহীনাশ্চ যোষিতঃ।
ক্ষীরহীনাস্তথা গাব ক্ষীরং সর্পির্ব্বিবর্জ্জিতাং ॥ ২৬ ॥

পেক্ষাও অধম হইয়া থাকিবেন। বধুর নিকট শ্বশুরকে ভৃত্যভাবে এবং শ্বশ্রূকে চেটীভাবে অবস্থান করিতে হইবে ॥ ২১ ॥

গৃহস্বামী কেবল গৃহে বসিয়া কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন। যোনি সম্বন্ধ ভিন্ন অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র কন্যা নিবন্ধন সম্বন্ধ ভিন্ন আর কাহারও সহিত বন্ধুত্ব থাকিবে না। বিদ্যাসম্বন্ধী অর্থাৎ যথার্থ বন্ধুপদবাচ্য যে সহাধ্যায়ী, তাহার সহিত আলাপমাত্র থাকিবে না ॥ ২২ ॥

যাহার সহিত যেমন পরিচয় থাকিবে, সে সেই রূপ বান্ধব হইবে। অর্থাৎ তদ্ভিন্ন আর কাহারও সহিত কোন বিষয়ে উপকার্য্যকারিতা থাকিবে না। স্ত্রীজনের অনুমতি ভিন্ন পুরুষ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ২৩ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশীয়েরা স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি হেয় ম্লেচ্ছ শাস্ত্র পাঠ এবং শূদ্রের দাসত্ব স্বীকার করিবে ॥ ২৪ ॥

উহারা পাচক, পত্রবাহক ও বৃষবাহক হইবে। সত্যের প্রসঙ্গও থাকিবে না। পৃথিবী শস্যহীনা হইবেন। তরুগণ ফলহীন হইবে।

দম্পতীপ্রীতিহীনৌ চ গৃহিনঃ সুখবর্জ্জিতাঃ।
প্রতাপহীনা ভূপাশ্চ প্রজাশ্চ করপীড়িতাঃ ॥ ২৭ ॥
জলহীনানদাঃ সদ্যো দীর্ঘিকাঃ কন্দরাদয়ঃ।
ধর্ম্মহীনা পুণ্যহীনা বর্ণাশ্চত্বারএব চ ॥ ২৮ ॥
লক্ষেষু পুণ্যবান্ কোপি ন তিষ্ঠতি ততঃপরং।
কুৎসিতা বিকৃতাকারা নরানার্য্যশ্চ বালকাঃ ॥ ২৯ ॥
কুবার্ত্তা কুৎসিতশব্দা ভবিষ্যন্তি ততঃপরং।
কেচিদ্গ্রামাশ্চ নগরা নরশূন্যা ভয়ানকাঃ ॥ ৩০ ॥
কেচিৎ স্বল্পকুটীরেণ নরেণ চ সমন্বিতাঃ।
অরণ্যানি ভবিষ্যন্তি গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ৩১ ॥

যোষিৎগণ অপত্যধনে বঞ্চিত হইবেন। ধেনুগণ আর দুগ্ধ প্রদান করিবে না। যাহাও দুগ্ধ হইবে, তাহাও ঘৃতশূন্য হইবে। দম্পতিপ্রণয় বিরলপ্রচার হইবে। গৃহস্থগণের সুখের লেশমাত্র থাকিবে না। ভূপাল-গণ প্রতাপপরিশূন্য হইবেন। অধিক আর কি বলিব করভারে প্রজা-গণের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

নদ নদী ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি সমস্ত জলশূন্য হইবে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কাহারও কোন ধর্ম্ম থাকিবে না। সকলেই একেবারে পুণ্যবর্জ্জিত হইবে ॥ ২৮ ॥

এমন কি সে সময় এই জগৎ সংসার ভিতরে এক লক্ষের মধ্যে এক জন মনুষ্য পুণ্যবান থাকিবে কি না, সন্দেহ স্থল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক সকলেই অতি কুৎসিতাকার হইবে ॥ ২৯ ॥

লোকমুখে সর্ব্বদাই কুকথা ও কুৎসিত শব্দ প্রযুক্ত হইবে। কোন কোন গ্রাম একেবারে মানব-সমাগম-শূন্য হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে সাহস করিবে না ॥ ৩০ ॥

অরণ্যবাসিনঃ সর্ব্বে জনাশ্চ করপীড়িতাঃ।
শস্যানি চ ভবিষ্যন্তি তড়াগেষু নদীষু চ ॥ ৩২ ॥
প্রকৃষ্টানি চ ক্ষেত্রাণি শস্যহীনানি তৎপরং।
হীনা প্রকৃষ্টা ধনিনো বলদর্পসমন্বিতাঃ ॥ ৩৩ ॥
প্রকৃষ্টবংশজা হীনা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
অলীকবাদিনো ধূর্ত্তাঃ শঠাশ্চ সত্যবাদিনঃ ॥ ৩৪ ॥
পাপিনঃ পুণ্যবন্তশ্চাপ্যাশিষ্টাঃ শিষ্টএব চ।
জিতেন্দ্রিয়া লম্পটাশ্চ পুংশ্চলি চ পতিব্রতা ॥ ৩৫ ॥
তপস্বিনঃ পাতকিনো বিষ্ণুভক্তা অবৈষ্ণবাঃ।
অহিংসকাদয়া যুক্তা চৌরাশ্চ নরঘাতিনঃ ॥ ৩৬ ॥

কোন কোন গ্রাম একমাত্র পর্ণকুটীরে এবং একমাত্র লোকে পর্য্যবসিত হইবে, এবং গ্রাম ও নগর সকল দুর্গম অরণ্য হইয়া উঠিবে ॥ ৩১ ॥

লোকসকল অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াও করভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইবে। ক্ষেত্রে শস্যের প্রসঙ্গও থাকিবে না। কেবল তড়াগ ও নদ-নদীর উপকূলে শস্য উৎপন্ন হইবে ॥ ৩২ ॥

অতি উর্ব্বর ক্ষেত্রসকল শস্যহীন হইবে। প্রবলপ্রতাপ প্রকৃষ্ট ধনিগণ একেবারে হীনবল ও নির্ধন হইয়া পড়িবে ॥ ৩৩ ॥

এই কলিযুগে যাঁহারা উন্নতকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই নিতান্ত হেয় বলিয়া বিখ্যাত হইবেন এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারাই মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত ও শঠ, বলিয়া পরিগণিত হইবেন ॥ ৩৪ ॥

যাঁহারা পুণ্যবান তাঁহারাই পাপী এবং যাঁহারা শিষ্ট, তাঁহারাই অশিষ্ট হইবে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ লাম্পট্য কার্য্যে ব্রতী হইবেন এবং পতিপরায়ণা সাধ্বীরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবে ॥ ৩৫ ॥

যাঁহারা নিরন্তর তপোনুষ্ঠানে তৎপর যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত ও যাঁহারা

ভিক্ষুবেশধরা ধূর্ত্তা নিন্দন্ত্যপহসন্তি চ।
ভূতাদিসেবা নিপুণাঃ জনানাং মন্দকারিণঃ ॥ ৩৭ ॥
পূজিতাস্তে ভবিষ্যন্তি বঞ্চকাজ্ঞানদুর্ব্বলাঃ।
বামনা ব্যাধিযুক্তাশ্চ নরা নার্য্যশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ৩৮ ॥
অল্পায়ুষো জরাযুক্তো যৌবনেষু কলৌ যুগে।
পালিতাঃ ষোড়শে বর্ষে মহান্‌বৃদ্ধস্তু বিংশতৌ ॥ ৩৯ ॥
অষ্টবর্ষা চ যুবতী রজোযুক্তা চ গর্ভিনী।
বৎসরান্তে প্রসূতা স্ত্রী ষোড়শেন জরান্বিতা ॥ ৪০ ॥
এতাঃ কাচিৎ সহস্রেষু বন্ধ্যাশ্চাপি কলৌ যুগে।
কন্যাবিক্রয়িনঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্চত্বারএব চ ॥ ৪১ ॥

পরম বৈষ্ণব, তাঁহারাই পাপাচরণ করিবেন। যাঁহারা হিংসাধর্ম্ম বর্জ্জিত এবং যাঁহাদিগের হৃদয় দয়াধর্ম্মে পরিপূর্ণ তাঁহারাই চৌর্য্যব্রতে দীক্ষিত এবং নরঘাতক হইয়া উঠিবেন ॥ ৩৬ ॥

ভিক্ষুকবেশধারী ধূর্ত্তগণ অন্যকে নিন্দা ও উপহাস করিবে। এবং ভূত ও পিশাচাদি সিদ্ধ হইয়া লোকের অনিষ্টকারী হইবে ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানদুর্ব্বল অর্থাৎ জ্ঞানহীন বঞ্চকগণ জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে। এবং কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ব্যাধিযুক্ত হইয়া নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি হইয়া দিনাতিপাত করিবে ॥ ৩৮ ॥

ফলতঃ লোকসকল এই কলিযুগে অল্পজীবী হইয়া অল্পবয়সেই জরাগ্রস্ত হইয়া উঠিবে। এমন কি ষোড়শবর্ষে কেশসকল শুক্লবর্ণ হইবে এবং বিংশতিবর্ষে বার্দ্ধক্যের পরিসীমা থাকিবে না ॥ ৩৯ ॥

কন্যাগণ অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিলে রজস্বলা যুবতী ও গর্ভবতী হইবে। সংবৎসর অতীত না হইতে হইতেই আর একটী প্রসব করিবে এবং ষোড়শবর্ষে শরীর জরাজীর্ণ হইয়া পড়িবে ॥ ৪০ ॥

মাতৃজায়াবধূনাঞ্চ জারোপার্জ্জনভক্ষকাঃ।
কন্যানাং ভগিনীনাঞ্চ জারোপার্জ্জনজীবিনঃ ॥ ৪২ ॥
হরের্নামবিক্রয়িনো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
স্বয়মুৎসৃজ্য দানঞ্চ কীর্ত্তির্ব্বর্দ্ধনহেতবে ॥ ৪৩ ॥
তৎপশ্চান্মনসালোচ্য স্বয়মুল্লঙ্ঘয়িষ্যতি।
দেববৃত্তিং ব্রহ্মবৃত্তিং বৃত্তীগুরুকুলস্য চ ॥ ৪৪ ॥
স্বদত্তা পরদত্তাম্বা সর্ব্বমুল্লঙ্ঘয়িষ্যতি।
কন্যকা গামিনঃ কেচিৎ কেচিচ্চ শ্বশ্রূগামিনঃ ॥ ৪৫ ॥
কেচিদ্বধূগামিনশ্চ কেচিচ্চ সর্ব্বগামিনঃ।
ভগিনী গামিনঃ কেচিৎ সপত্নীমাতৃগামিনঃ ॥ ৪৬ ॥
ভ্রাতৃজায়াগামিনশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥
অগম্যাগমনঞ্চৈব করিষ্যন্তি গৃহে গৃহে ॥ ৪৭ ॥

এইযুগে সহস্রের মধ্যে একটী রমণী বন্ধ্যা হয় কি না সন্দেহ স্থল। বিশেষতঃ চারিবর্ণের মধ্যে কেহই কন্যাবিক্রয়ে বিমুখ থাকিবে না ॥ ৪১ ॥

অধিক কি, প্রায় অধিকাংশই জননী, নিজপত্নী, নিজবধূ, নিজকন্যা ও নিজভগিনীর জারসংযোগের লব্ধধন লইয়া জীবন যাপন করিবে তাহাতে কিছুমাত্র মান হানি বোধ করিবে না ॥ ৪২ ॥

কলিযুগে হরিনাম বিক্রয় করিয়া অর্থাৎ হরিসঙ্কীর্ত্তন জন্য অর্থ লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যশস্বী হইব বলিয়া লোককে ধনাদি দান করিবে; কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার মনে মনে আন্দোলন করিয়া তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। দেবতার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত, ও গুরুকুলের নিমিত্ত অন্যের কৃত বৃত্তিচ্ছেদের কথা দূরেথাক, স্বয়ং যে বৃত্তি নির্দ্দেশ করিবে, তাহাও ছেদন করিবে। সকলেই পাপী হইবে অর্থাৎ কেহ কন্যাগামী, কেহবা শ্বশ্রূগামী হইবে ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

কেহ পুত্রবধূ গমন করিবে, কাহারও বা কোন গমনই অবশেষ থাকিবে

আত্মযোনিং পরিত্যজ্য বিহরিষ্যন্তি সর্ব্বতঃ।
পত্নীনাং নির্ণয়ো নাস্তি ভর্তৃনাঞ্চ কলৌ যুগে ॥ ৪৮ ॥
প্রজানাঞ্চৈব গ্রামাণাং বস্তুনাঞ্চ বিশেষতঃ।
অলীকবাদিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চৌরাশ্চ লম্পটাঃ ॥ ৪৯ ॥
পরস্পরং হিংসকাশ্চ সর্ব্বে চ নরঘাতিনঃ।
ব্রহ্মক্ষেত্রবিশাং বংশা ভবিষ্যন্তি চ পাপিনঃ ॥ ৫০ ॥
লাক্ষা লৌহরসানাঞ্চ ব্যাপারং লবণস্য চ।
বৃষবাহা বিপ্রবংশাঃ শূদ্রানাং শবদাহিনঃ ॥ ৫১ ॥
শূদ্রান্নভোজিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চ বৃষলীরতাঃ।
পঞ্চপর্ব্বপরিত্যক্তাঃ কুহূরাত্রৌ চ ভোজিনঃ ॥ ৫২ ॥

না। কেহ ভগিনী গমন, কেহবা বিমাতৃহরণ কেহবা ভ্রাতৃজায়া গমন; এইরূপে প্রতিগৃহেই সকলে অগম্যাগমন করিবে ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

স্বীয় ভার্য্যাগমন পরিত্যাগ করিয়া সকলে পরদার হরণে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাও সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে কে কাহার পত্নী এবং কে কাহার স্বামী এযুগে তাহার কিছুই নির্ণয় থাকিবে না ॥ ৪৮ ॥

বিশেষতঃ কে কাহার প্রজা এবং কোন্ গ্রাম কাহার অধিকৃত তাহার স্থিরতা থাকা সুকঠিন হইবে। সকলেই মিথ্যাবাদী সকলেই তস্কর এবং সকলেই লম্পট হইয়া উঠিবে ॥ ৪৯ ॥

অধিক কি এই কলিযুগে কেহ কাহার দ্বেষ করিতে ত্রুটি করিবে না। সকলেই হত্যাকারী হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বংশীয়দিগের পাপের আর পরিসীমা থাকিবে না ॥ ৫০ ॥

ব্রাহ্মণবংশীয়েরা লাক্ষা, লৌহ, তৈল ও লবণ বিক্রয় আরম্ভ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিলিপ্ত হইয়া পড়িবে। এবং বৃষ চালনে ও শূদ্র-দিগের শব বহনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না ॥ ৫১ ॥

যজ্ঞসূত্রবিহীনাশ্চ সন্ধ্যাশৌচ বিহীনকাঃ।
পুংশ্চলীবার্দ্ধবাবীরা কুট্টনী চ রজস্বলা॥ ৫৩॥
বিপ্রাণাং রন্ধনাগারে ভবিষ্যন্তি চ পাচিকাঃ।
অন্নানাং নির্ণয়ো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৫৪॥
আশ্রমানাং জনানাঞ্চ সর্ব্বে ম্লেচ্ছাঃ কলৌ যুগে॥ ৫৫॥
এবং কলৌ সংপ্রবৃত্তে সর্ব্বে ম্লেচ্ছময়া ভবেৎ।
হস্তপ্রমাণে বৃক্ষেচাঙ্গুষ্ঠমানে চ মানবে॥ ৫৬॥
বিপ্রস্য বিষ্ণুযশসঃ পুত্রঃ কল্কী ভবিষ্যতি।
নারায়ণকলাংশশ্চ ভগবান্ বলিনাং বলী॥ ৫৭॥

বিপ্রগণ সকলেই শূদ্রান্ন ভোজন ও বেশ্যাগমন করিবেন। পঞ্চ পর্ব্বদিনে ভোজন করা দূরে থাক্ অমাবস্যা রজনীও পরিত্যক্ত হইবে না সুতরাং নানাবিধ পাপগ্রস্ত হইয়া কালযাপন করিবে॥ ৫২॥

যজ্ঞসূত্র ধারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত কষ্টজনক হইয়া উঠিবে, কি প্রাতঃকাল, কি সায়ংকাল কোন কালেই সন্ধ্যোপাসনার প্রসঙ্গও থাকিবে না, সর্ব্বদা শুচি অর্থাৎ পবিত্রভাব একেবারে তিরোহিত হইবে। পুংশ্চলী অর্থাৎ বেশ্যা, একান্ত বৃদ্ধা, অবীরা, কুট্টনী ও রজস্বলা স্ত্রী, ইহারাই ব্রাহ্মণগণের রন্ধনাগারে পাচিকা হইবে। বিশেষতঃ অন্ন বিচার বা যোনিবিচার কিছুই থাকিবে না। কি আশ্রমবাসী কি অপর, সাধারণতঃ সকলেই ম্লেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে॥ ৫৩॥ ৫৪॥ ৫৫॥

হে বৎস নারদ! এইরূপে কলি, স্বীয় অধিকার বিস্তার করিলে জগৎসংসার ম্লেচ্ছসমূহে পরিপূর্ণ হইবে, বৃক্ষসকল হস্তপ্রমাণ হইবে এবং মানব সকল অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইবে॥ ৫৬॥

ঐ সময় কলিগণের অগ্রগণ্য ভগবন্ নারায়ণ কল্কীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া

দীর্ঘেন করবালেন দীর্ঘঘোটকবাহনঃ।
ম্লেচ্ছশূন্যাঞ্চ পৃথিবীং ত্রিরাত্রেণ করিষ্যতি॥ ৫৮॥
নির্ম্লেচ্ছাং বসুধাং কৃত্বা অন্তর্দ্ধানং করিষ্যতি।
অরাজকা চ বসুধা দস্যুগ্রস্তা ভবিষ্যতি॥ ৫৯॥
স্থূলপ্রমাণং ষড়্‌রাত্রং বর্ষধারাপ্লুতা মহী।
লোকশূন্যা বৃক্ষশূন্যা গৃহশূন্যা ভবিষ্যতি॥ ৬০॥
ততশ্চ দ্বাদশাদিত্যাঃ করিষ্যন্ত্যুদয়ং মুনে।
প্রাপ্নোতি শুষ্কতাং পৃথ্বী সমা তেষাঞ্চ তেজসা॥ ৬১॥
কলৌ গতে চ দুর্দ্ধর্ষে সংপ্রবৃত্তে কৃতে যুগে।
তপঃ সত্যসমাযুক্তো ধর্ম্মপূর্ণো ভবিষ্যতি॥ ৬২॥

সম্ভল গ্রামনিবাসী বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া স্বীয় অংশে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন॥ ৫৭॥

কল্কীদেব এই প্রকারে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াই সুদীর্ঘ এক ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক দীর্ঘাকার এক করবাল ধারণ করিয়া ত্রিরাত্র মধ্যে একেবারে সমস্ত পৃথিবী ম্লেচ্ছ শূন্য করিতে ত্রুটি করিবেন না॥ ৫৮॥

এইরূপে ধরা ম্লেচ্ছ শূন্য হইলে তিনি অন্তর্দ্ধান করিবেন। পৃথিবী অরাজক এবং ঘোরতর দস্যু হস্তে পতিতা হইবেন॥ ৫৯॥

তখন উপর্য্যুপরি অনবরত ছয়রাত্র মূষলধারে বৃষ্টি হইয়া পৃথিবী প্লাবিত হইবে। লোক, লোকালয় ও বৃক্ষাদি কিছুই থাকিবে না। ৬০॥

তৎপরে দ্বাদশ দিবাকর সমুদিত হইবে। ঐ দ্বাদশ আদিত্যের করজালে পুনরায় পৃথিবী শুষ্ক হইয়া যাইবে। ৬১॥

এইরূপে অতি ভীষণ কলিকাল অতীত হইলে পুনর্ব্বার কৃতযুগের অর্থাৎ সত্য যুগের আবির্ভাব হইবে। তখন পুনরায় তপোনুষ্ঠান, সত্যকথন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ৬২॥

তপস্বিনশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা বেদাজ্ঞা ব্রাহ্মণা ভুবি।
পতিব্রতা চ ধর্ম্মিষ্ঠা যোষিতস্বগৃহে গৃহে ॥ ৬৩ ॥
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে বিপ্রভক্তা মহাত্মনঃ।
প্রতাপবন্তো ধর্ম্মিষ্ঠাঃ পুণ্যকর্ম্মরতাঃ সদা ॥ ৬৪ ॥
বৈশ্যা বাণিজ্যনিরতা বিপ্রভক্তাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ।
শূদ্রাশ্চ পুণ্যশীলাশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা বিপ্রসেবিনঃ ॥ ৬৫ ॥
বিপ্রক্ষেত্রবিশাং বংশা বিষ্ণুযজ্ঞপরায়ণাঃ।
বিষ্ণুমন্ত্ররতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুভক্তাশ্চ বৈষ্ণবাঃ ॥ ৬৬ ॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞা ঋতুগামিনঃ।
লেশো নাস্তি হ্যধর্ম্মাণাং ধর্ম্মপূর্ণে কৃতে যুগে ॥ ৬৭ ॥
ধর্ম্মস্ত্রিপাচ্চ ত্রেতায়াং দ্বিপাচ্চ দ্বাপরে স্মৃতঃ।
কলৌ প্রবৃত্তে চৈকপাচ্চ সর্ব্বলুপ্তস্ততঃপরং ॥ ৬৮ ॥

আবার পৃথিবীতে ব্রাহ্মণগণ তপস্বী, ধার্ম্মিক ও বেদজ্ঞান পূর্ণ হইবেন। প্রতিগৃহে যোষিতগণ পতিব্রতা ও ধর্ম্মরতা হইবেন। ৬৩ ॥

মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ রাজা হইবেন। বিপ্রের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তির পরিসীমা থাকিবে না। তাঁহারা পূর্ব্বেরন্যায় প্রতাপশালী, ধার্ম্মিক ও পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে তৎপর হইবেন ॥ ৬৪ ॥

বৈশ্যগণ নিয়ত বাণিজ্য করিবে, এবং ব্রাহ্মণভক্ত ও ধার্ম্মিকতাতে পরিপূর্ণ হইবে। শূদ্রগণেরও পুণ্যানুষ্ঠান, ধর্ম্মাচরণ ও বিপ্রসেবনে যে বিশেষ আনুরক্তি জন্মিবে তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ৬৫ ॥

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সকলেই যজ্ঞপরায়ণ বিষ্ণুমন্ত্রো-পাসক, বিষ্ণুভক্ত ও একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ হইবে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-জ্ঞানের পরিসীমা থাকিবে না সকলেই ধার্ম্মিক হইবে। পুনরায় সকলে ঋতুস্নাতা ভার্য্যার সমীপে গমন করিবে। অধর্ম্মের নামমাত্র থাকিবে না।

বারাঃ সপ্তস্তথা বিপ্র তিথয়ঃ ষোড়শস্মৃতাঃ।
যথা দ্বাদশমাসাশ্চ ঋতবশ্চ ষড়েব চ ॥ ৬৯ ॥
দ্বৌ পক্ষৌ চায়ণে দ্বে চ চতুর্ভিঃ প্রহরৈর্দ্দিনং।
চতুর্ভিঃ প্রহরৈরাত্রির্ম্মাসস্ত্রিংশদ্দিনৈস্তথা ॥ ৭০।
স তত্র যেষস্ত্যধিকে নরাণাঞ্চ যুগে গতে।
দেবানাঞ্চ যুগো জ্ঞেয়ঃ কালসংখ্যা বিদাং মতঃ ॥ ৭১ ॥
মন্বন্তরন্তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ।
মন্বন্তরসমং জ্ঞেয়ঞ্চেন্দ্রায়ুঃ পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৭২ ॥
অষ্টাবিংশতিমে চন্দ্রে গতে ব্রহ্মাদিবানিশং।
অষ্টোত্তরেবর্ষশতে গতে পাতশ্চ ব্রাহ্মণঃ ॥ ৭৩ ॥
প্রলয়ঃ প্রাকৃতাজ্জেয়স্তত্রাদৃষ্টা বসুন্ধরা।
জলপ্লুতানি বিশ্বানি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

ফলতঃ সত্যযুগ ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে। অর্থাৎ সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলির প্রারম্ভে একপাদ, তৎপরে একেবারে সমস্ত বিলুপ্ত হইবে ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥

সপ্ত বার, প্রতিপদাদি ষোড়শ তিথি, দ্বাদশমাস, ছয় ঋতু, দুই পক্ষ দুই অয়ন, চারিপ্রহর পরিমিত দিন, চারিপ্রহর পরিমিত রাত্রি, ত্রিংশৎ দিন পরিমিত মাস, হইয়া থাকে। ৬৯। ৭০।

কালবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপে মনুষ্যলোকের যুগসংখ্যা গণনা করিয়া আবার দেবলোকের যুগসংখ্যা গণনা করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

দিব্য এক সপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর হয়। ঐ রূপ এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত এক ইন্দ্রের পরমায়ু। এইরূপ অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রপাত হইলে, ব্রহ্মার এক অহোরাত্র পূর্ণ হয়। ঐ রূপ অষ্টোত্তর শত বর্ষ পূর্ণ হইলে ব্রহ্মা বিলুপ্ত হন ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥

ঋষয়ো জীবিনঃ সর্ব্বে লীনাঃ কৃষ্ণে পরাৎপরে।
তত্রৈব প্রকৃতির্লীনা তেন প্রাকৃতিকো লয়ঃ ॥ ৭৫ ॥
লয়ে প্রাকৃতিকেঽতীতে পাতে চ ব্রহ্মণো মুনে।
নিমেষমাত্রং কালশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭৬ ॥
এবং নশ্যন্তি সর্ব্বাণি ব্রহ্মাণ্ডান্যখিলানি চ।
স্থিতৌ গোলোকবৈকুণ্ঠৌ শ্রীকৃষ্ণশ্চ সপার্ষদঃ ॥ ৭৭ ॥
নিমেষমাত্রং প্রলয়ং যত্র বিশ্বং জলপ্লুতং।
নিমেষানন্তরে কালে পুনঃ সৃষ্টিং ক্রমেণ চ ॥ ৭৮ ॥

ইহারই নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইলে বসুন্ধরা বিলয় প্রাপ্ত হন। বিশ্বসংসার জলে প্লাবিত হইয়া উঠে। তখন কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি শিব, কেহই থাকেন না ॥ ৭৪ ॥

দীর্ঘকাল জীবী ঋষিগণও পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে বিলীন হন। ঐ সময় প্রকৃতিও ঐ পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে বিলীন হন বলিয়া ইহার নাম প্রাকৃতিক লয় শব্দে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

হে ঋষিবর নারদ! এই যে প্রাকৃতিক প্রলয় ও ব্রহ্মার বিলয়ের কথা বলিলাম, ইহা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিমেষমাত্র সময়। অর্থাৎ তাঁহার একবার নিমেষপাতে এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্ত বিলয়প্রাপ্ত হইলে কেবল বৈকুণ্ঠধাম ও গোলোক ধাম অবশিষ্ট থাকে। তথায় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্বশরীর-বিলীন পারিষদগণের সহিত একাকী সুখে বিহার করিতে থাকেন। ৭৭ ॥

হে নারদ! পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিমেষ মাত্র কালে এই সমস্ত বিশ্ব জলপূর্ণ হইয়া মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, আবার নিমেষপাত বিগত হইলে পুনরায় সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে।৭৮ ॥

এবং কতিবিধা সৃষ্টির্লয়ঃ কতিবিধোপি বা।
কতিকৃত্বো গতায়াতঃ সংখ্যা জানাতি কঃ পুমান্॥ ৭৯ ॥
সৃষ্টানাঞ্চ কলানাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ নারদ।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডে সংখ্যা জানাতি কঃ পুমান্॥ ৮০ ॥
ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ সর্ব্বেষামীশ্বরশ্চৈকএক সঃ।
সর্ব্বেষাং পরমাত্মা চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৮১ ॥
ব্রহ্মাদয়শ্চ তস্যাংশাস্তস্যাংশা চ মহাবিরাট।
তস্যাংশশ্চ বিরাট্ ক্ষুদ্রস্তস্যাংশা প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥ ৮২ ॥
স চ কৃষ্ণো দ্বিধাভূতো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজস্বয়ং ॥ ৮৩ ॥
ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং প্রাকৃতিকং ভবে।
যদ্যৎপ্রাকৃতিকং সৃষ্টং সর্ব্বং নশ্বরমেব চ ॥ ৮৪ ॥

এইরূপে কতবার এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কতবার যে লয় হইয়াছে, তাহা কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতে পারে না। ফলতঃ সৃষ্ট পদার্থ কত, কত ব্রহ্মাণ্ড এবং কত যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥

কিন্তু এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং এই সমস্ত ব্রহ্মাদির একমাত্র ঈশ্বর সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি প্রকৃতি হইতেও অতীত পদার্থ। ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার অংশ; কি মহাবিরাট কি ক্ষুদ্রবিরাট কি প্রকৃতি সমস্তই তাঁহার অংশস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিয়া থাকেন॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজরূপে এবং গোলকে দ্বি রূপে বিরাজ করিতেছেন। ৮৩॥

এই জগতে ব্রহ্মাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। প্রাকৃতিক সৃষ্টির সমস্ত পদার্থই নশ্বর॥ ৮৪ ॥

এবং বিদ্ধি সৃষ্টিহেতুং সত্যং নিত্যং সনাতনং।
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম নির্লিপ্তং নির্গুণং পরং ॥ ৮৫ ॥
নিরুপাধিং নিরাকারং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং।
অতীব কমনীয়ঞ্চ নবীননীরদপ্রভং ॥ ৮৬ ॥
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং গোপবেশ কিশোরকং।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বসেব্যঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরং ॥ ৮৭ ॥
করোতি ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডং জ্ঞানাত্মা কমলোদ্ভবঃ।
শিবো মৃত্যুঞ্জয়শ্চৈব সংহর্ত্তা সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ॥ ৮৮ ॥
যস্য জ্ঞানাদ্‌যত্তপসা সর্ব্বেশস্তৎসমো মহান্।
মহাবিভূতিযুক্তশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদা স্বয়ং ॥ ৮৯ ॥
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বপাতা প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাং।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বর শ্রীমান্ যস্য জ্ঞানাজ্জগৎপতিঃ ॥ ৯০ ॥

হে নারদ! সেই সত্যস্বরূপ নিত্য, সনাতন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত সৃষ্টির আদিকারণ বলিয়া জানিবে। তিনি স্বেচ্ছাময়, তিনি নির্লিপ্ত, তিনি নির্গুণ, তিনি নিরুপাধি, তিনি নিরাকার, তিনি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিবার নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করেন। তাঁহার রূপ যতবার নিরীক্ষণ কর, কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। তাঁহার শরীরকান্তি নব-নীরদের ন্যায়। তিনি দ্বিভুজ, তিনি মুরলীধারী, তিনি গোপবেশ-ধারী, তিনি কিশোর মূর্ত্তি, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্বসেব্য, তিনি পর-মাত্মা এবং তিনিই পরাৎপর পরমেশ্বর ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে জ্ঞানাত্মা কমলযোনি ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব সকল সংহার করিতেছেন, যে শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়া এবং আরাধনা করিয়া সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু তাঁহার তুল্য মহান বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং মহৈশ্বর্য্যযুক্ত,

মহামায়া চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিমতীশ্বরী।
যদ্জ্ঞানাদ্‌যস্য তপসা যদ্ভক্ত্যা যস্য সেবয়া ॥ ৯১ ॥
সাবিত্রী বেদমাতা চ বেদাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
সর্ব্বগ্রামাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎ প্রদায়িনী ॥ ৯২ ॥
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববন্দ্যা সর্ব্বং প্রাপ পতিং সতী।
সর্ব্বস্তুতা চ সর্ব্বজ্ঞা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ৯৩ ॥
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা কৃষ্ণপ্রেমাধিদেবতা।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা প্রেম্না রাধিকা কৃষ্ণসেবয়া ॥ ৯৪ ॥
সর্ব্বাধিকঞ্চ রূপঞ্চ সৌভাগ্যমানগৌরবং।
কৃষ্ণবক্ষস্থলস্থানং পত্নীত্বং প্রাপ্য সেবয়া ॥ ৯৫ ॥

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপি, সকল প্রকার সম্পত্তির প্রদাতা ও জগৎপতি হইয়া সমস্ত পালন করিছেন ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণের যাথার্থ তত্ত্ব জানিয়া, যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করিয়া, যাঁহার আরাধনা ও যাঁহার সেবা করিয়া মহামায়া প্রকৃতিদেবী অনায়াসে সর্ব্বশক্তিমতী ও সর্ব্বেশ্বরী হইয়াছেন ॥ ৯১ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদবলে সাবিত্রী বেদমাতা বলিয়া বিখ্যাত ও বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং সকল গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তির প্রদাত্রী হইয়াছেন ॥ ৯২ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ বলে জগতের দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা সকলের ঈশ্বরী; সকলের বন্দনীয়া ও সর্ব্বজ্ঞা হইয়া সর্ব্বেশ্বর মহাদেবকে পতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

হে নারদ! পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যাগুণে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বামাংশসম্ভূতা হইয়া কৃষ্ণপ্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়াছেন এবং প্রেমে তদীয় প্রাণাধিকা হইয়াছেন ॥ ৯৪ ॥

তপশ্চকার সা পূর্ব্বং শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে।
দিব্যং যুগসহস্রঞ্চ নিরাহারা চ ক্লিশ্যতি ॥ ৯৬ ॥
কৃশাং নিশ্বাসরহিতাং দৃষ্ট্বা চন্দ্রকলোপমাং।
কৃষ্ণো বক্ষস্থলে কৃত্বা রুরোদ কৃপয়া বিভুঃ ॥ ৯৭ ॥
বরং তস্যৈ দদৌ সারং সর্ব্বেষামপি দুর্লভং।
মমবক্ষস্থলে তিষ্ঠ ময়ি তে ভক্তিরস্থিতি ॥ ৯৮ ॥
সৌভাগ্যে ন চ মানেন প্রেম্নাচ গৌরবে ন চ।
ত্বং মে শ্রেষ্ঠা চ প্রেষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ সর্ব্বযোষিতাং ॥ ৯৯ ॥
বরিষ্ঠা চ গরিষ্ঠা চ সংস্তুতা পূজিতা ময়া।
সন্ততং তব সাধ্যোঽহয়ং বাধ্যশ্চ প্রাণবল্লভে ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণসেবাতেই সেই শ্রীমতী কৃষ্ণমহিষী হইয়া সর্ব্বাতীত অলৌকিক রূপ সৌভাগ্য বিশিষ্ট ও গৌরব লাভ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা রহিয়াছেন ॥ ৯৫ ॥

পূর্ব্বে সেই রাধিকা শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে নিরাহারে দিব্য যুগসহস্র কঠোর তপস্যা পূর্ব্বক বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ॥ ৯৬ ॥

শ্রীমতী এরূপ কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্তা হইলে দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ সেই শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে উপনীত হইয়া রাধিকাকে বিশীর্ণ দেহা ও নিশ্বাস রহিতা দর্শনে তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে এইরূপ সর্ব্বজন সুদুর্লভ সার বর প্রদান করিলেন, দেবি ! আমাতে তোমার অতুল ভক্তি উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর ॥ ৯৮ ॥

প্রিয়ে ! তুমি সৌভাগ্য বিশিষ্ট প্রেম ও গৌরবে সমস্ত রমণীর মধ্যে প্রধানা হইয়া পূজ্যা ও সমাদরনীয়া হইবে ॥ ৯৯ ॥

প্রাণবল্লভে ! তুমি গৌরবান্বিতা শ্রেষ্ঠা নারী, মৎকর্ত্তৃক পূজিতা ও

ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথশ্চকার চেতনাং ততঃ।
সপত্নীরহিতাং তাঞ্চ চকার প্রাণবল্লভাং ॥ ১০১ ॥
যেষাং যা যাশ্চ দেবাশ্চ পূজিতাস্তাশ্চ সেবয়া।
তপস্যা যাদৃশী যাসাং তাসাং তাদৃক্ ফলং মুনে ॥১০২॥
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ তপস্তপ্ত্বা হিমালয়ে।
দুর্গা চ তৎপদং ধ্যাত্বা সর্ব্বপূজ্যা বভূব হ ॥ ১০৩ ॥
সরস্বতী তপস্তপ্ত্বা পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
লক্ষবর্ষঞ্চ দিব্যঞ্চ সর্ব্ববন্দ্যা বভূব সা ॥ ১০৪ ॥
লক্ষ্মীর্যুগশতং দিব্যং তপস্তপ্ত্বা চ পুষ্করে।
সর্ব্বসম্পৎপ্রদাত্রী চ বভূব তস্য সেবয়া ॥ ১০৫ ॥

সংস্কৃতা হইবে। আমি নিরন্তর তোমার আরাধনা করিব এবং নিরন্তর তোমার বাধ্য হইয়া থাকিব ॥ ১০০ ॥

জগৎকর্ত্তা পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া শ্রীমতীর চৈতন্য উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে সপত্নী রহিত প্রাণবল্লভা করিলেন। ১০১ ॥

দেবর্ষে! যে যে দেবীগণ যাহাদিগের পূজিতা হইয়াছেন সনাতন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁহার প্রকৃত কারণ। যে নারীগণের যেরূপ তপস্যা তাঁহারা সেইরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১০২ ॥

ভগবতী দুর্গাদেবী হিমালয়ে দিব্য সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধ্যান পূর্ব্বক সর্ব্বারাধ্যা হইয়াছেন ॥ ১০৩ ॥

বাগদেবী গন্ধমাদন পর্ব্বতে, দেবমানে লক্ষ বর্ষ তপস্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক সকলের পূজনীয় হইয়াছেন ॥ ১০৪ ॥

কমলা দিব্য শত যুগ পুষ্করতীর্থে তপঃসাধন পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার গুণে সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী হইয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

সাবিত্রী মলয়ে তপ্ত্বা দ্বিজপূজ্যা বভূব সা।
ষষ্ঠিং বর্ষং সহস্রঞ্চ দিব্যং ধ্যাত্বা চ তৎপরং ॥ ১০৬ ॥
শতমন্বন্তরং তপ্তং শঙ্করেণ পুরাবিভো।
শতমন্বন্তরঞ্চৈব ব্রহ্মণা তস্য ভক্তিতঃ।
শতমন্বন্তরং বিষ্ণুস্তপ্ত্বা পাতা বভূবহ ॥ ১০৭ ।
শতমন্বন্তরং ধর্ম্মস্তপ্ত্বা পূজ্যো বভূবহ।
মন্বন্তরন্তপস্তেপে শেষোভক্ত্যা চ নারদ ॥ ১০৮ ॥
মন্বন্তরঞ্চ সূর্য্যশ্চ শক্রশ্চন্দ্রস্তথৈব চ ॥ ১০৯ ॥
দিব্যং শতযুগঞ্চৈব বায়ুস্তপ্ত্বা চ ভক্তিতঃ।
সর্ব্বপ্রাণঃ সর্ব্বপূজ্যঃ সর্ব্বাধারো বভূব সঃ ॥ ১১০ ॥

সাবিত্রী দেবী দিব্য ষষ্ঠি সহস্র বর্ষ মলয় পর্ব্বতে তপস্যা করিয়া পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করাতেই দ্বিজগণের বন্দনীয়া হইয়াছেন। ১০৬।

পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণি ও সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, সনাতন কৃষ্ণের প্রীতিকামনায় ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তপস্যা করেন এবং বিষ্ণুও শতমন্বন্তর তপস্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক জগৎপাতা হইয়াছেন ॥ ১০৭ ॥

হে নারদ! ধর্ম্ম শতমন্বন্তর তপঃসাধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে সকলের আরাধ্য হইয়াছেন; আর অনন্ত দেব, সূর্য্য, শুক্রাচার্য্য ও চন্দ্র, ইঁহারাও কৃষ্ণ প্রীতির জন্য এক এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত ভক্তিপূরিত চিত্তে তপস্যা করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রাণ পবনদেবও দিব্য শতযুগ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করিয়া তৎপ্রসাদে সর্ব্বপূজ্য ও সর্ব্বাধার হইয়াছেন। অধিক কি সমস্ত দেবতাই তপোবলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিলাভ করিয়া যে পূজ্য হইয়াছেন তাহার সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ১০৮॥১০৯॥ ১১০ ॥

এবং কৃষ্ণস্য তপসা সর্ব্বে দেবাশ্চ পূজিতাঃ।
মুনয়ো মানবা ভূপা ব্রাহ্মণাশ্চৈব পূজিতাঃ॥ ১১১॥
এবং তে কথিতং সর্ব্বং পুরাণঞ্চ তথাগমং।
গুরুবক্ত্রাদ্‌যথাজ্ঞাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১১২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে কালে কলীশ্বরগুণ-
নিরূপণং নামঃ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

এইরূপ ঋষি ব্রাহ্মণ রাজা প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণভক্তি প্রভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। আমি পুরাণোক্ত ও আগমোক্ত বিধি সমুদায় গুরুমুখে যেরূপ পরিজ্ঞাত হইযাছি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর॥ ১১১॥ ১১২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

সমাপ্তোঽয়ং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

হরের্নিমেষমাত্রেণ ব্রহ্মণঃ পাতএব চ।
তস্য প্রাতে প্রাকৃতিকঃ প্রলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১ ॥
প্রলয়ে প্রাকৃতেচোক্তং তত্রাদৃষ্টা বসুন্ধরা।
জলপ্লুতানি বিশ্বানি সর্ব্বে লীনা হরাবিতি ॥ ২ ॥
বসুন্ধরাতিরোভূতা কুত্র বা তত্র তিষ্ঠতি।
সৃষ্টের্ব্বিধানসময়ে সাবির্ভূতা কথং পুনঃ ॥ ৩ ॥
কথং বভূব সা ধন্যা মান্যা সর্ব্বাশ্রয়া যয়া।
তস্যাশ্চ জন্মকথনং বদ মঙ্গলকারণং ॥ ৪ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

সর্ব্বাদিসৃষ্টৌ সর্ব্বেষাং জন্মকৃষ্ণাদিতি শ্রুতিঃ।
আবির্ভাবস্তিরোভাব সর্ব্বেষু প্রলয়েষু চ ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! কথিত আছে, সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন হরির নিমেষ মাত্রে ব্রহ্মার পতন হয়। সেই সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার পতনে প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

আরও উক্ত আছে সেই প্রাকৃতিক প্রলয়ে পৃথিবী দৃষ্টিপথের অতীতা হন, সমস্ত বিশ্ব জলপ্লাবিত হয় এবং সর্ব্বজীব সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম দয়াময় হরিতে লীন হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

তৎকালে বসুন্ধরা অন্য কোন স্থানে তিরোভূতা হন বা তথায় কিরূপে অবস্থান করেন, সৃষ্টিবিধান কালেই বা কিরূপে পুনর্ব্বার তাঁহার আবির্ভাব হয়, কিরূপে তিনি সর্ব্বাশ্রয়া ধন্যা ও মাননীয়া হন এবং তাঁহার সর্ব্ব মঙ্গল কারণ জন্ম বৃত্তান্তই বা কিরূপ? আপনি কৃপা করিয়া ঐ সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৩ । ৪ ॥

শ্রূয়তাং বসুধা জন্ম সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলং।
বিঘ্ননিঘ্নকরং পাপনাশনং পুণ্যবর্দ্ধনং॥ ৬॥
অহো কেচিদ্বদন্তীতি মধুকৈটভমেদসা।
বভূব বসুধা ধন্যা তদ্বিরুদ্ধমতং শৃণু॥ ৭॥
উচতুস্তৌ পুরা বিষ্ণুং তুষ্টৌ যুদ্ধেন তেজসা।
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী পয়সা সংবৃতেতি চ॥ ৮॥
তয়োর্জীবনকালেন প্রত্যক্ষা চ ভবেৎ স্ফুটং।
ততো বভূব মেদশ্চ মরণানন্তরং তয়োঃ॥ ৯॥
মেদিনীতি চ বিখ্যাতেত্যুক্তা যৈস্তন্মতং শৃণু।
জলধৌতা কৃষা পূর্ব্বং বর্দ্ধিতা মেদসা যতঃ॥ ১০॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! বেদে কথিত আছে, সর্ব্ব প্রথম সৃষ্টি কালে পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। যেমন প্রথমে তাঁহাহইতে সমস্ত আবির্ভূত হয় সেইরূপ প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে সমুদায় আবার তাহাতেই লীন হইয়া থাকে॥ ৫॥

হে দেবর্ষে! এক্ষণে তুমি অশেষ বিঘ্নহর পাপনাশন পুণ্যজনক সর্ব্ব-মঙ্গলকর পৃথিবীর জন্ম বিবরণ শ্রবণ কর॥ ৬॥

মধুকৈটভের মেদস্পর্শে বসুন্ধরা ধন্যা হইয়াছেন, এই মত কোন কোন মহাত্মা আবিষ্কার করেন আবার তাহার বিরুদ্ধ মত শ্রবণ কর। ৭॥

পূর্ব্বে মধুকৈটভ নামক দুই অসুর, যুদ্ধে বিষ্ণুর তেজস্বিতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল যেস্থানে পৃথিবী সলিলে পরিপ্লুতা নহে তথায় আমাদিগের উভয়কে জয় কর॥ ৮॥

মধুকৈটভের এই বাক্যদ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে তাহাদিগের জীবিত কালে পৃথ্বী স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষীভূতা হন তৎপরে মধুকৈটভের মৃত্যুর পর মেদ জন্মে, সেই মেদসংযোগেই পৃথিবী মেদিনীনামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

কথয়ামি চ তজ্জন্মসার্থকং সর্ব্বসম্মতং।
পুরা যচ্চাতিশ্রুত্যুক্তং ধর্ম্মবক্ত্রাচ্চ পুষ্করে॥ ১১॥
মহাবীরাট্ শরীরস্য জলস্থস্যাচিরং স্ফুটং।
মলো বভূব কালেন সর্ব্বাঙ্গব্যাপকো ধ্রুবং॥ ১২॥
স চ প্রবিষ্টঃ সর্ব্বেষাং তল্লোম্নাং বিবরেষু চ।
কালেন মহতা তস্মাদ্বভূব বসুধা মুনে॥ ১৩॥
প্রত্যেকং প্রতিলোম্নাঞ্চ রূপেষু সা স্থিতা স্থিতা।
আবির্ভূতা তিরোভূতা স চচাল পুনঃ পুনঃ॥ ১৪॥
আবির্ভূতা সৃষ্টিকালে তজ্জলাৎ পর্য্যপস্থিতা।
প্রলয়ে চ তিরোভূতা জলাভ্যন্তরবস্থিতা॥ ১৫॥

যাঁহাদিগের এইরূপ মত তাঁহারাই বলিয়া থাকেন পূর্ব্বে পৃথিবী জল-ধৌতা কৃশা অবস্থায় ছিলেন তৎপরে মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের মেদ-সংযোগে বিলক্ষণ বর্দ্ধিতা হইয়াছেন॥ ৯॥ ১০॥

পূর্ব্বে আমি পুষ্কর তীর্থে ধর্ম্মমুখে বেদোক্ত সর্ব্বসম্মত সার্থক পৃথিবীর জন্ম বিবরণ যেরূপ শুনিয়াছি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি তুমি অভিহিত হইয়া শ্রবণ কর॥ ১১॥

প্রথমে মহাবিরাট্রূপী পরম পুরুষ দীর্ঘকাল জলশায়ী থাকেন তৎপরে কালক্রমে নিশ্চয় তাহার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী মল উৎপন্ন হয়॥ ১২॥

হে নারদ! ইহার পর আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে যে প্রথমতঃ সেই মল তদীয় সমস্ত লোমবিবরে প্রবিষ্ট হয়। পরে বহুকাল অতীত হইলে সেই মল হইতে বসুধার উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ১৩॥

পৃথ্বী সেই বিরাটমূর্ত্তি ভগবানের প্রত্যেক লোমবিবরে অবস্থিত থাকেন, পরে বারংবার সেই লোমকূপ হইতে আবির্ভূতা হইয়া বিচলিতা ও বারংবার তাহাতেই তিরোভূতা হন॥ ১৪॥

প্রতি বিশ্বেষু বসুধা শৈলকাননসংযুতা।
সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপমিতা সতী ॥ ১৬ ॥
হিমাদ্রি মেরুসংযুক্তা গ্রহচন্দ্রার্কসংযুতা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ সুরৈর্লোকৈস্তথান্বয়া ॥ ১৭ ॥
পুণ্যতীর্থসমাযুক্তা পুণ্যভারতসংযুতা।
কাঞ্চনী ভূমিসংযুক্তা সর্ব্বদুর্গসমন্বিতা ॥ ১৮ ॥
পাতাল সপ্তদধস্তদূর্দ্ধে ব্রহ্মলোককঃ।
ধ্রুবলোকশ্চ তত্রৈব সর্ব্ববিশ্বঞ্চ তত্র বৈ ॥ ১৯ ॥
এবং সর্ব্বাণি বিশ্বানি পৃথিব্যাং নির্ম্মিতানি বৈ।
ঊর্দ্ধ্বৌ গোলোকবৈকুণ্ঠৌ নিত্যৌ বিশ্বপরৌ চ তৌ ॥ ২০ ॥

সৃষ্টিকালে পৃথিবী ঐরূপে আবির্ভূতা হইয়া সলিল হইতে সমুত্থিতা হন, আবার প্রলয়কাল উপস্থিত হইলেই তিরোভুতা হইয়া আবার সেই সলিলমধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

নারদ! তোমাকে আর অধিক কি বলিব, প্রতি বিশ্বে এইরূপে শৈল, কাননসংযুক্তা সপ্তদ্বীপা সপ্তসাগরসমন্বিতা বসুধার আবির্ভাব হয় ॥১৬॥

সেই ধরায় হিমালয় ও সুমেরু পর্ব্বত বিরাজিত ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ সমুদায় প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের ও লোক সমুদায়ের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

সেই পৃথিবীতে পবিত্র ভারত ভুমি নানা পুণ্যতীর্থ ও দুর্গ সমুদায় বিদ্যমান থাকে এবং স্থানে স্থানে কাঞ্চনময়ী ভূমির আবির্ভাব হয়। ১৮ ॥

ঐ পৃথিবীর নিম্নে সপ্ত পাতাল ও ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক ও ধ্রুবলোক প্রকাশমান হয় এবং তাহাতে সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥১৯॥

এইরূপে পৃথিবীতে সমস্ত বিশ্ব নির্ম্মিত হয়; কিন্তু সর্ব্ব ঊর্দ্ধে গোলোক ও বৈকুণ্ঠ ধাম যে বিরাজিত আছে, ঐ নিরাময় লোকদ্বয় বিশ্ব হইতে অতীত ও নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

নশ্বরাণি চ বিশ্বানি সর্ব্বাণি কৃত্রিমানি চ।
প্রলয়ে প্রাকৃতে প্রহ্মন্ ব্রহ্মণশ্চ নিপাতনে॥ ২১॥
মহাবিরাড়াদিসৃষ্টৌ সৃষ্টঃ কৃষ্ণেন চাত্মনা।
নিত্যে স্থিতঃ স প্রলয়ে কাষ্ঠাকাশেশ্বরৈঃ সহ॥ ২২॥
ক্ষিত্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা বারাহে পূজিতাসুরৈঃ।
মনুভির্মুনিভির্ব্বিপ্রৈর্গন্ধর্ব্বাদিভিরেব চ॥ ২৩॥
বিষ্ণোর্ব্বরাহরূপস্য পত্নী সা শ্রুতিসম্মতা।
তৎপুত্রো মঙ্গলাজ্জ্ঞেয়ঃ সুযশা মঙ্গলাত্মজঃ॥ ২৪॥

নারদ উবাচ।

পূজিতা কেন রূপেণ বারাহে চ সুরৈর্ম্মহী।
বরাহেন চ বারাহী সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাশ্রয়া সতী॥ ২৫॥

হে নারদ! তোমাকে অধিক কি বলিব সমস্ত বিশ্বই কৃত্রিম; সুতরাং সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার পতনে প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইলে তৎসমুদায় একেবারেই ধ্বংস হইয়া যায়॥ ২১॥

মহাপ্রলয়ে কেবল সেই একমাত্র পরমাত্মা কৃষ্ণ কাষ্ঠাকাশরূপ ঈশ্বরগণের সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করেন। পরে আদিসৃষ্টিকালে তদীয় ইচ্ছাক্রমে তাঁহার আত্মভেদে মহাবিরাট্ মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়॥ ২২॥

বারাহকল্পে বসুন্ধরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেবতা ঋষি মনু ব্রাহ্মণ ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া থাকেন॥ ২৩॥

শ্রুতিতে কথিত আছে ধরাদেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর পত্নী। সেই ধরার গর্ভে ও বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে মঙ্গলের জন্ম হয়। সেই মঙ্গলের পুত্র সুযশা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন॥ ২৪॥

নারদ কহিলেন প্রভো! বারাহ কল্পে পৃথিবী কিরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন, কিরূপে তিনি বারাহী হইয়া বরাহরূপী

তস্যাঃ পূজাবিধানঞ্চাপ্যধশ্চোর্দ্ধরণক্রমং।
মঙ্গলামঙ্গলস্যাপি জন্মবাস বদ প্রভো॥ ২৬॥

নারায়ণ উবাচ।

বারাহে চ বরাহশ্চ ব্রহ্মণা সংস্তুতঃ পুরা।
উদ্ধারমহীং কৃত্বা হিরণ্যাক্ষ্যং রসাতলাৎ॥ ২৭॥
জলে তাং স্থাপয়ামাস পদ্মপত্রং যথার্ণবে।
তত্রৈব নির্ম্ময়ে ব্রহ্মা সর্ব্ববিশ্বং মনোহরং॥ ২৮॥
দৃষ্ট্বা তদধিদেবীঞ্চ সকামাং কামুকো হরিঃ।
বরাহরূপী ভগবান্ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ॥ ২৯॥
কৃত্বা রতিকরীং শয্যাং মূর্ত্তিঞ্চ সুমনোহরাং।
ক্রীড়াঞ্চকার রহসি দিব্যবর্ষমহর্নিশং॥ ৩০॥

নারায়ণের সহিত মিলিতা হন, তাঁহার পূজাবিধান্ কিরূপ, এবং সেই মঙ্গলরূপা ধরাতে কিরূপেই বা মঙ্গলের জন্ম হয়, তৎসমুদায় বর্ণন করুন আমি শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি॥ ২৫॥ ২৬॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! পূর্ব্বে বারাহকল্পে ব্রহ্মা বরাহরূপী হরির স্তব করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই বরাহরূপী ভগবান্ হিরণ্যাক্ষের প্রাণ সংহার করিয়া রসাতল হইতে বসুন্ধরার উদ্ধার করেন॥ ২৭॥

অতঃপর বারাহরূপী হরি অর্ণবস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় জলের উপরিভাগে ধরাকে স্থাপন করেন। পরে সেই পৃথিবীতে ব্রহ্মা কর্তৃক মনোহর বিশ্ব সমুদায় বিনির্ম্মিত হয়॥ ২৮॥

ঐ সময়ে কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পরম সুন্দর বরাহরূপী ভগবান্ হরি ধরার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পরমাসুন্দরী ও অতিশয় সকামা দেখিয়া কামবাণে নিপীড়িত হইলেন॥ ২৯॥

তখন তিনি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিজন প্রদেশে রতিকরী অপূর্ব্ব

সুখসম্ভোগসংস্পর্শাৎ মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সুন্দরী।
বিদগ্ধয়া বিদগ্ধেন সঙ্গমোপি সুখপ্রদঃ ॥ ৩১ ॥
বিষ্ণুস্তদঙ্গসংশ্লেষাদ্বুবুধেন দিবানিশং।
বর্ষান্তে চেতনাং প্রাপ্য কামী তত্যাজ কামুকীং ॥ ৩২ ॥
পূর্ব্বরূপঞ্চ বারাহং দধার চাবলীলয়া।
পূজাঞ্চকার ভক্ত্যা চ ধ্যাত্বা চ ধরণীং সতীং ॥ ৩৩ ॥
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সিন্দুরৈরনুলেপনৈঃ।
বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈশ্চ বলিভিঃ সংপূজ্যো বাচতাং হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

মহাবরাহ উবাচ।

সর্ব্বাধারাভব শুভে সর্ব্বৈঃ সংপূজিতাশুভং।
মুনিভির্ম্মনুভির্দ্দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ মানবাদিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

শয্যা প্রস্তুত করিয়া সেই ধরাদেবীর সহিত মনোরথ পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিলেন না, অর্থাৎ দিব্য এক বর্ষ দিন যামিনী বিহার করিলেন ॥ ৩০ ॥

সুন্দরী ধরাদেবী হরির সহিত বিহারে প্রবৃত্তা হইয়া সুখসম্ভোগ-সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

বিদগ্ধা ধরা বিদগ্ধনায়কের সহিত সঙ্গমে রত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ধরারও অঙ্গসংশ্লেষ সুখে হরির দিবারাত্রি কিছুই অনুভূত হইল না ॥ ৩২ ॥

পরে দিব্য বর্ষের অবসানে কামুক হরি চৈতন্য লাভ করিয়া সেই মনোহারিণী কামুকী ধরাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে পূর্ব্ব বরাহ রূপ ধারণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অতঃপর হরি ভক্তি যোগে ধরাদেবীর ধ্যান পূর্ব্বক ধূপ দীপ নৈবেদ্য সিন্দূর অনুলেপন বস্ত্র পুষ্প ও নানাবিধ উপহারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন দেবি! তুমি সর্ব্বাধারা এবং মুনি মনু দেব সিদ্ধ ও মানবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হও ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

অম্বুবাচিত্যাগদিনে গৃহারম্ভ প্রবেশনে।
বাপীতড়াগারম্ভে চ গৃহে চ কৃষিকর্ম্মণি ॥ ৩৬ ॥
তবপূজাং করিষ্যন্তি মদ্বরেণ সুরাদয়ঃ।
মূঢ়াঃ যেন করিষ্যন্তি যাস্যন্তি নরকঞ্চ তে। ৩৭ ॥

বসুধোবাচ।

বহামি সর্ব্বং বারাহরূপেণাহং তবাজ্ঞয়া।
লীলামাত্রেণ ভগবন্ বিশ্বঞ্চ সচরাচরং ॥ ৩৮ ॥
মুক্তাং শুক্তিং হরেরর্চ্চাং শিবলিঙ্গং শিলান্তথা।
শঙ্খং প্রদীপং রত্নঞ্চ মাণিক্যং হীরকং মনিং ॥ ৩৯ ॥
যজ্ঞসূত্রঞ্চ পুষ্পঞ্চ পুস্তকং তুলসীদলং।
জপমালাং পুষ্পমালাং কর্পূরঞ্চ সুবর্ণকং ॥ ৪০ ॥
গোরোচনাং চন্দনঞ্চ শালগ্রামজলন্তথা।
এতান্ বোঢ়ুমশক্তাহং ক্লিষ্টা চ ভগবন্ শৃণু ॥ ৪১ ॥

হে দেবী! আমি এই বর প্রদান করিতেছি অম্বুবাচি ত্যাগ দিনে গৃহারম্ভে গৃহ প্রবেশে বাপী তড়াগারম্ভে ও কৃষিকার্য্যকালে দেবাদি সকলেই তোমার পূজা করিবে। যাঁহারা তোমার অর্চ্চনায় বিমুখ হইবে তাঁহারা নিশ্চয় নরকে গমন করিবে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

তখন পৃথিবী কহিলেন নাথ! আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে অনায়াসে এই বারাহরূপে চরাচর সম্বলিত সমস্ত বিশ্ব বহন করিব ॥৩৮ ॥

পুনর্ব্বার ধরাদেবী কহিলেন ভগবন্! আমার একটি প্রার্থনা শ্রবণ করুন। মুক্তা, শুক্তি, হরির পূজা, শিবলিঙ্গ, শালগ্রামশিলা, শঙ্খ, প্রদীপ, রত্ন মানিক্য, হীরক, মণি, যজ্ঞসূত্র, পুষ্প, পুস্তক, তুলসীদল, জপমালা, পুষ্পমালা, কর্পূর, সুবর্ণ, গোরোচনা, চন্দন ও শালগ্রামশিলার-

শ্রীভগবানুবাচ।

দ্রব্যাণ্যেতানি যে মূঢ়া অর্পয়িষ্যন্তি সুন্দরি।
তে যাস্যন্তি কালসূত্রং দিব্যং বর্ষশতং ত্বয়ি॥ ৪২॥
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ বিররাম চ নারদ।
বভূব তেন গর্ভেন তেজস্বী মঙ্গলগ্রহঃ॥ ৪৩॥
পূজাঞ্চক্রুঃ পৃথিব্যাশ্চ তে সর্ব্বে চাজ্ঞয়া হরে।
কাম্বশাখোক্তধ্যানেন তুষ্টুবুস্তবনেন চ॥ ৪৪॥
দদুর্মূলেন মন্ত্রেণ নৈবেদ্যাদিকমেব চ।
সংস্তুতাস্ত্রিষু লোকেষু পূজিতা সা বভূবহ॥ ৪৫॥

নারদ উবাচ।

কিং ধ্যানং স্তবনং কিংবা তস্য মূলঞ্চ কিং বদ।

চরণামৃত; এই সমস্ত ধারণে আমার ক্লেশ হইবে সুতরাং ঐ সকল বহন করিতে আমি সমর্থ হইব না॥ ৩৯॥ ৪০॥ ৪১॥

হরি, ধরাদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সুন্দরী! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে মূঢ়গণ তোমাতে ঐ সমুদায় দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে তাহাদিগকে দেবমানে শত বর্ষ কালসূত্র নামক নরকে যে বাস করিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই॥ ৪২॥

হে নারদ! ভগবান্ হরি বসুন্ধরাকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ধরা হরির সহিত বিহারে সসত্ত্বা ছিলেন সুতরাং তৎকালে তাঁহার গর্ভ হইতে তেজস্বী মঙ্গল গ্রহের জন্ম হইল॥ ৪৩॥

তৎপরে হরির আজ্ঞাক্রমে সর্ব্বজন কাম্বশাখোক্ত ধ্যানে পৃথিবীর পূজা ও মূল-মন্ত্রে নৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়া-স্তুতি বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিলোক মধ্যে ধরাদেবী পূজিতা ও সংস্তুতা হইলেন॥ ৪৪॥ ৪৫॥

গূঢ়ং সর্ব্বপুরাণেষু শ্রোতুং কৌতূহলং মম ॥ ৪৬ ॥

নারায়ণ উবাচ।

আদৌ চ পৃথিবী দেবী বরাহেন চ পূজিতা।
ততো হি ব্রহ্মণা পশ্চাত্ততশ্চ পৃথুনা পুরা ॥ ৪৭ ॥
ততঃ সর্ব্বৈর্ম্মুনিন্দ্রৈশ্চ মনুভির্নারদাদিভিঃ।
ধ্যানঞ্চ স্তবনং মন্ত্রং শৃণু বক্ষ্যামি নারদ ॥ ৪৮ ॥
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বাঁ বসুধায়ৈ স্বাহা।
ইত্যনেন মন্ত্রেণ পূজিতা বিষ্ণুনা পুরা ॥ ৪৯ ॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং শতচন্দ্রসমপ্রভাং।
চন্দনোক্ষিপ্তসর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বভূষণভূষিতাং ॥ ৫০ ॥

নারদ কহিলেন প্রভো! সর্ব্বপুরাণ মধ্যে ধরাদেবীর গূঢ় ধ্যান, স্তব ও মূল মন্ত্র কিরূপ বর্ণিত আছে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৪৬ ॥

হরিপরায়ণ দেবঋষি নারদের বাক্য শুনিয়া নারায়ণ কহিলেন নারদ! প্রথমে পৃথিবী দেবী বরাহরূপী নারায়ণ কর্ত্তৃক পূজিতা হন। তৎপরে ব্রহ্মা ও তৎপশ্চাৎ মহারাজ পৃথু তাঁহার অর্চ্চনা করেন ॥ ৪৭ ॥

হে মহর্ষে! অতঃপর নারদাদি মুনীন্দ্র ও মনুগণ সকলেই সেই ধরা-দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ধরণীর ধ্যান মূলমন্ত্র ও স্তব তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু (ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বাঁ বসুধায়ৈ স্বাহা) এই মূলমন্ত্রে ধরাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

ধরাদেবীর ধ্যান যথা। হে দেবী! শ্বেত চম্পকের ন্যায় তোমার বর্ণ ও শত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি দৃষ্ট হইতেছে, তোমার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন স্নিগ্ধ

রত্নাধারাং রত্নগর্ভাং রত্নাকরসমন্বিতাং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং সস্মিতাং বন্দিতাং ভজে ॥৫১॥
ধ্যানেনানেন সা দেবী সর্ব্বৈশ্চ পূজিতা ভবে।
স্তবনং শৃণু বিপ্রেন্দ্র কানুশাখোক্তমেব চ ॥ ৫২ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

যজ্ঞশূকরজায়া চ জয়ং দেহি জয়াবহে।
জয়ে জায়ং জয়াধারে জয়শীলে জয়প্রদে ॥ ৫৩ ॥
সর্ব্বাধারে সর্ব্ববীজে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
সর্ব্বকামপ্রদে দেবি সর্ব্বেষ্টং দেহি মে ভবে ॥ ৫৪ ॥
সর্ব্বশস্যালয়ে সর্ব্ব শস্যাঢ্যে সর্ব্বশস্যদে।
সর্ব্বশস্যহরে কালে সর্ব্বশস্যাত্মিকে ভবে ॥ ৫৫ ॥

তুমি সর্ব্বভূষণ ভূষিতা রত্নাধারা, রত্নগর্ভা ও রত্নাকর-সমন্বিতা; তুমি বহ্নি-শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছ এবং তোমার মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে আমি এবম্ভূতা তোমাকে ধ্যান করি ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

দেবর্ষে! সংসারে সর্ব্বজন কর্তৃক এই ধ্যানে ধরাদেবীপূজিতা হইয়া থাকেন। এক্ষণে বেদের কান্যশাখোক্ত ধরার স্তব করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৫২ ॥

হে দেবী! তুমি যজ্ঞশূকররূপী নারায়ণের জায়া, জয়াবহা, জয়স্বরূপা জয়াধারা জয়শীলা ও জয়প্রদা বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাক। অতএব আমাকে জয় প্রদান কর ॥ ৫৩ ॥

হে দেবী! তোমাকে সর্ব্বাধারা সর্ব্ববীজরূপা সর্ব্বসক্তি সমন্বিতা ও সর্ব্বকাম প্রদায়িনী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব তুমি আমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ কর ॥ ৫৪ ॥

দেবী! এই সংসারে তুমি সর্ব্বশস্যের আধাররূপিণী সর্ব্বশস্য

মঙ্গলে মঙ্গলাধারে মঙ্গল্যে মঙ্গলপ্রদে।
মঙ্গলার্থে মঙ্গলাংশে মঙ্গলং দেহি মে ভবে ॥ ৫৬ ॥
ভূমে ভূমিপ সর্ব্বস্বে ভূমিপালপরায়ণে।
ভূমিপাহঙ্কাররূপে ভূমিং দেহি চ ভূমিদে ॥ ৫৭ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং তাং সংপূজ্য চ যঃ পঠেৎ।
কোটি কোটি জন্ম জন্ম স ভবেদ্ভূমিপেশ্বরঃ ॥ ৫৮ ॥
ভূমিদানকৃতং পুণ্যং লভতে পঠনাজ্জনঃ।
ভূমিদানহরাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
ভূমৌ বীর্য্যত্যাগপাপাদ্ভূমৌ দীপাদিস্থাপনাৎ।
পাপেন মুচ্যতে প্রাজ্ঞস্তোত্রস্য পঠনান্মুনে ॥ ৬০ ॥

সুশোভিতা সর্ব্বশস্যদায়িনী সর্ব্বশস্যহরা ও প্রকৃতকালে সর্ব্বশস্যাঙ্কিকা হইয়া থাক ॥ ৫৫ ॥

হে মঙ্গলে! তুমি মঙ্গলাধারা মঙ্গল স্বরূপা মঙ্গলদায়িনী মঙ্গলার্থা মঙ্গলাংশরূপিণী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাক। অতএব এই সংসারে আমায় মঙ্গল প্রদান কর ॥ ৫৬ ॥

হে পৃথ্বি! তুমি ভূপালগণের সর্ব্বস্বরূপা, ভূপতি পরায়ণা, ভূস্বামিগণের অহঙ্কাররূপিণী ও ভূমিপ্রদা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হও অতএব আমাকে ভূমি প্রদান কর ॥ ৫৭ ॥

যে ব্যক্তি ধরাদেবীর এই অতি পবিত্র স্তোত্র পাঠ করেন সেই ব্যক্তি কোটি কোটি জন্ম ভূপতিগণের প্রভু হইয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

মানবগণ ঐ স্তোত্র পাঠ করিলে ভূমি দানের পুণ্য লাভ করে এবং ভূমিদান হরণজন্য পাপ হইতে বিমুক্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫৯ ॥

হে নারদ! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বসুন্ধরার ঐ স্তোত্র পাঠকরিলে, ভূতলে বীর্য্যত্যাগ বা ভূমিতলে দীপাদি স্থাপন জন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভে

অশ্বমেধশতং পুণ্যং লভতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
পৃথিব্যুপাখ্যানে পৃথিবীস্তোত্রং
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সমর্থ হইয়া থাকেন। এমন কি, ঐ স্তোত্র পাঠে মনুষ্যের শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের অষ্টম
অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সমাপ্তোঽয়ং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ভূমিদানকৃতং পুণ্যং পাপং তদ্ধরণেন যৎ।
পরভূমৌ শ্রাদ্ধরূপং কূপে কূপদজন্তথা ॥ ১ ॥
অম্বুবাচী ভূখনন বীজত্যাগজমেব চ।
দীপাদিস্থাপনাৎ পাপং শ্রোতুমিচ্ছামি যত্নতঃ ॥ ২ ॥
অন্যদ্বা পৃথিবীজন্যং পাপং যৎ প্রশ্নতঃ পরং।
যদস্তি তৎপ্রতীকারং বদ বেদবিদাম্বরঃ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ উবাচ।

বিতস্তিমাত্রং ভূমিঞ্চ যো দদাতি চ ভারতে।
সন্ধ্যাপূতায় বিপ্রায় স যাতি বিষ্ণুমন্দিরং ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! ভূমি দানে যে পুণ্য জন্মে ও ভূমি হরণে যে পাপ হয়, অগ্রে ভূস্বামির উদ্দেশে পিণ্ড দান না করিয়া পরভূমিতে পিতৃপিণ্ড প্রদান জন্য যে পাপ হয়, পরকীয় কূপ খনন পূর্ব্বক তাহা উৎসর্গ করিলে যে পুণ্যসঞ্চার হয়, অম্বুবাচিদিনে ভূমি খনন ও প্রতিষিদ্ধ ভূমিতে বীজবপনে যে পাপ জন্মে, ভূতলে দীপাদি স্থাপনে যে পাপ হয় আর আমার প্রশ্ন ভিন্ন ভূমিসম্পর্কীয় অন্য যাহা পাপকার্য্য আছে তৎসমুদায় কিরূপ এবং যদি সেই পাপের প্রতীকার থাকে তাহাই বা কি প্রকার, সেই সকল বিষয় প্রযত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার মন নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে। আপনি বেদজ্ঞ মহাত্মাদিগের অগ্রগণ্য, অতএব ঐসমস্ত বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

পরমবৈষ্ণব দেবঋষির বাক্য শুনিয়া নারায়ণ কহিলেন নারদ! ভারতে যে ব্যক্তি সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণকে বিতস্তি প্রমাণ ভূমি দান করেন তিনি দেহান্তে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিতে সমর্থ হন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

ভূমিঞ্চ সর্ব্বশস্যাঢ্যাং ব্রাহ্মণায় দদাতি যঃ।
ভূমিরেণুপ্রমাণঞ্চ বর্ষং বিষ্ণুপদে স্থিতিঃ ॥ ৫ ॥
গ্রামং ভূমিঞ্চ ধান্যঞ্চ যো দদাত্যাদদাতি যঃ।
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তৌ চোভৌ বৈকুণ্ঠবাসিনৌ ॥ ৬ ॥
ভূমিং দাতুঞ্চ যৎকালে যঃ সাধুশ্চানুমোদতে।
স প্রযাতি চ বৈকুণ্ঠং মিত্রগোত্রসমন্বিতঃ ॥ ৭ ॥
স্ব দত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত্তু যঃ।
স তিষ্ঠতি কালসূত্রং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৮ ॥
তৎপুত্রপৌত্রপ্রভৃতির্ভূমিহীনঃ শ্রিয়াহতঃ।
পুত্রহীনো দরিদ্রশ্চ অন্তে যাতি চ রৌরবং ॥ ৯ ॥
গবীমার্গং বিনিষ্কৃষ্য যশ্চ শস্যং দদাতি সঃ।
দিব্যং বর্ষশতং চৈব কুম্ভীপাকে চ তিষ্ঠতি ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বশস্যশালিনি ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করেন তিনি সেই ভূমির রেণু পরিমিত-বর্ষ সনাতন বিষ্ণুর পরম ধামে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি গ্রাম, ভূমি ও ধান্য দান করেন এবং যিনি উহা প্রতিগ্রহ করেন সেই দাতা ও গৃহীতা উভয়েই সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত হইয়া দেহাবসানে নিরাময় বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতে সক্ষম হন ॥ ৬ ॥

আর যে সাধু ভূমিদান বিষয়ে অনুমোদন করিয়া দাতাকে তৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, মিত্র ও গোত্র বর্গের সহিত তাহারও বৈকুণ্ঠ বাস হয় ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি আত্মদত্ত বা পরদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি হরণ করে সে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নামক নরকে বাস করে, আর তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বংশীয়গণ ভূমিহীন নিঃসন্তান শ্রীভ্রষ্ট ও দরিদ্র হয় এবং অন্তে রৌরব নামক নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

গোষ্ঠং তড়াগং নিকৃষ্য মার্গং শস্যং দদাতি যঃ।
স চ তিষ্ঠত্যসীপত্রে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১১ ॥
পরকীয়তড়াগে চ পঙ্কমুদ্ধৃত্য চোৎসৃজেৎ।
রেণুপ্রমাণবর্ষঞ্চ ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ ॥ ১২ ॥
পিণ্ডং পিত্রে ভূমিভর্ত্তুর্ন প্রদায় চ মানবঃ।
শ্রাদ্ধং করোতি যো মূঢ়ো নরকং যাতি নিশ্চিতং ॥ ১৩ ॥
ভূমৌ প্রদীপং যোঽর্পয়তি সোঽন্ধঃ সপ্তজন্মসু।
ভূমৌ শঙ্খঞ্চ সংস্থাপ্য কুষ্ঠং জন্মান্তরে লভেৎ ॥ ১৪ ॥
মুক্তা মাণিক্য হীরঞ্চ সুবর্ণঞ্চ মণিন্তথা।
যশ্চ সংস্থাপয়েদ্ভূমৌ দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৫ ॥

যে ব্যক্তি গাভিগণের গমনমার্গ রুদ্ধ করিয়া শস্য বপন করে দেবমানে শত বর্ষ তাহাকে কুম্ভীপাক নামক নরকে বাস করিতে হয়॥ ১০॥

যে মনুষ্য গোষ্ঠ তড়াগ ও পথ রোধ করিয়া শস্য রোপণ করে সে চতুর্দশ ইন্দ্রের ভোগ কাল পর্য্যন্ত যে ভয়ঙ্কর অসিপত্র নামক নরকে বাস করিয়া কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে তাহার সংশয় নাই॥ ১১॥

যে ব্যক্তি পরকীয় তড়াগের পঙ্ক উদ্ধার করিয়া তাহা উৎসর্গ করেন তিনি সেই পঙ্কের রেণু পরিমিত-কাল পরম সুখে ব্রহ্ম লোকে বাস করিয়া থাকেন॥ ১২॥

যে মনুষ্য অগ্রে ভূস্বামিকে পিণ্ড দান না করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করেন, সেই মূঢ় ব্যক্তির নিশ্চয়ই নরক গমন হয়॥ ১৩॥

যে ব্যক্তি ভূমিতলে প্রদীপ স্থাপন করেন তিনি সপ্ত জন্ম অন্ধ আর যিনি ভূমিতে শঙ্খ স্থাপন করেন তিনি জন্মান্তরে কুষ্ঠরোগী হন॥ ১৪॥

যে ব্যক্তি ভূমিতে মুক্তা মানিক্য হীরক সুবর্ণ ও মণি স্থাপন করে, তাহাকে যে সপ্ত জন্ম দরিদ্র হইতে হয় তাহার সন্দেহ মাত্র নাই॥ ১৫॥

শিবলিঙ্গং শিলামর্চ্চাং যশ্চার্পয়তি ভূতলে।
শতমন্বন্তরং যাবৎ ক্রিমিভক্ষে স তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥
সূক্তং মন্ত্রং শিলাতোয়ং পুষ্পঞ্চ তুলসীদলং।
যশ্চার্পয়তি ভূমৌ চ স তিষ্ঠেন্নরকং যুগং ॥ ১৭ ॥
জপমালাং পুষ্পমালাং কর্পূরং রোচনান্তথা।
যো মূঢ়শ্চার্পয়েদ্ভূমৌ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥ ১৮ ॥
মুনে চন্দনকাষ্ঠঞ্চ রুদ্রাক্ষং কুশমূলকং।
সংস্থাপ্য ভূমৌ নরকে বসেন্মন্বন্তরাবধি ॥ ১৯ ॥
পুস্তকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ভূমৌ সংস্থাপয়েত্তু যঃ।
ন ভবেদ্বিপ্রযোনৌ চ তস্য জন্মান্তরেজনিঃ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপমিহ বৈ লভতে ধ্রুবং।
গ্রন্থিযুক্তং যজ্ঞসূত্রং পূজ্যঞ্চ সর্ব্ববর্ণকৈঃ ॥ ২১ ॥

যে মানব ভূতলে শিবলিঙ্গ ও পূজনীয়া শিলা অর্পণ করে সে শত মন্বন্তর কাল ক্রিমিভক্ষ নামক নরকে বাস করিয়া থাকে।। ১৬।।

যে ব্যক্তি সূক্তমন্ত্র, পূজ্যশিলার চরণোদক, পুষ্প ও তুলসীদল ভূমিতে ক্ষেপণ করে একযুগ তাহার নরক বাস হয়।। ১৭।।

যে মূঢ় ব্যক্তি ভূমিতলে জপমালা পুষ্পমালা কর্পূর ও গোরোচনা স্থাপন করে নিশ্চয়ই তাহাকে নিরয়গামি হইতে হয়।। ১৮।।

হে ঋষে! যে ব্যক্তি চন্দনকাষ্ঠ রুদ্রাক্ষমালা ও কুশমূল ভূপৃষ্ঠে অর্পণ করে, এক মন্বন্তর কাল তাহার নরক বাস হয় ॥ ১৯ ॥

যে ব্রাহ্মণ পুস্তক ও যজ্ঞসূত্র ভূমিতে স্থাপন করে জন্মান্তরে আর ব্রাহ্মণ যোনিতে তাহার জন্মপরিগ্রহ হয় না।। ২০।।

সর্ব্ববর্ণের পূজ্য গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞসূত্র ভূতলে স্থাপন করিলে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে।। ২১ ।।

যজ্ঞং কৃত্বা তু যো ভূমিং ক্ষীরেণ নহি সিঞ্চতি।
স যাতি তপ্তমূর্ম্মিঞ্চ সংতপ্তঃ সর্ব্বজন্মসু ॥ ২২ ॥
ভূকম্পে গ্রহণে যোহি করোতি খননং ভুবঃ।
জন্মান্তরে মহাপাপী সোঙ্গহীনো ভবেৎধ্রুবং ॥ ২৩ ॥
ভবনং যত্র সর্ব্বেষাং ভূমিস্তেন প্রকীর্ত্তিতা।
বসুরত্নং যো দদাতি বসুধা চ বসুন্ধরা ॥ ২৪ ॥
হরেরুরৌ চ যাজ্জাতা সাচোর্ব্বীপরিকীর্ত্তিতা।
ধরা ধরিত্রী ধরণী সর্ব্বেষাং ধরণাত্তয়া ॥ ২৫ ॥
ঈজ্যা চ যাগধারাচ্চ ক্ষৌণী ক্ষীণালয়ে চ যা।
মহালয়ে ক্ষয়ং যাতি ক্ষিতিস্তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৬ ॥
কাশ্যপী কশ্যপস্যেয়মচলাস্থিতিরূপতঃ।
বিশ্বম্ভরা তদ্ধরণাচ্চানন্তানন্তরূপতঃ ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ক্ষীর দ্বারা ভূমি সিক্ত না করেন সে সর্ব্ব জন্মে সন্তপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর অসহ্য তপ্ত তরঙ্গে পতিত হয় ॥ ২২ ॥

যে মনুষ্য ভূকম্প সময়ে ও গ্রহণ কালে ভূমি খনন করে জন্মান্তরে সে নিশ্চয় মহাপাপী হয় ও অঙ্গহীন হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পায় ॥ ২৩ ॥

পৃথিবীতে সর্ব্বজনের বাস ভবন বিদ্যমান থাকাতে ধরা ভূমি নামে ও বসুরত্ন প্রদান করাতেই বসুন্ধরা নামে কির্ত্তিতা হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

পৃথিবী হরির উরুদেশে অধিষ্ঠিতা থাকাতে উর্ব্বী এবং চরাচর সমস্ত ধারণ করাতেই ধরা ধরিত্রী ও ধরণী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ঐ ধরাদেবী যাগ ধারণ প্রযুক্ত ঈজ্যা, ক্ষীণালয়ে বাসজন্য ক্ষৌণী ও মহাপ্রলয়ে ক্ষয়শীলা বলিয়া ক্ষিতি নাম ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

তদ্ভিন্ন পৃথিবী কশ্যপজাতা বলিয়া কাশ্যপী, স্থিতিরূপা বলিয়া অচলা

পৃথ্বী পৃথুককন্যাদ্বা বিস্তৃতত্বান্মহামুনে ॥ ২৮ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণনারদসংবাদে পৃথিব্যুপাখ্যানং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বধারিণী বলিয়া বিশ্বম্ভরা অনন্তরূপিণী বলিয়া অনন্তা ও পৃথুকন্যা বলিয়া পৃথ্বী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। হে নারদ! এই আমি সবিস্তারে পৃথিবীর মাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সমাপ্তোঽয়ং নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং পৃথিব্যুপাখ্যানং অতীব সুমনোহরং।
গঙ্গোপাখ্যানমধুনা বদ বেদবিদাম্বরঃ ॥ ১ ॥
ভারতং ভারতীশাপাৎ আজগাম সুরেশ্বরী।
বিষ্ণুস্বরূপা পরমা স্বয়ং বিষ্ণুপদী সতী ॥ ২ ॥
কথং কুত্র যুগে কেন প্রার্থিতা প্রেরিতা পুরা।
তৎক্রমং শ্রোতুমিচ্ছামি পাপঘ্নং পুণ্যদং শুভং ॥ ৩ ॥

নারায়ণ উবাচ।

রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ সগরঃ সূর্য্যবংশজঃ।
তস্য ভার্য্যা চ বৈদর্ভী শৈব্যা চ দ্বে মনোহরে ॥ ৪ ॥
সত্যস্বরূপঃ সত্যেষ্টঃ সত্যবাক সত্যভাবনঃ।
সত্যবর্গবিচারজ্ঞঃ পরং সত্যযুগোদ্ভবঃ ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য। আমি আপনার মুখে অতি মনোহর পৃথিবীর উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে গঙ্গাদেবীর উপাখ্যান শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে। পূর্ব্বে কোন্ যুগে কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিষ্ণুস্বরূপা সুরেশ্বরী গঙ্গাদেবী প্রার্থিতা ও প্রেরিতা হইয়া বিষ্ণুপদ হইতে বিনির্গমন পূর্ব্বক ভারতীসাপে ভারতে অবতীর্ণা হইয়াছেন, সেই পাপনাশন পুণ্যজনক শুভ বিষয় শ্রবণ করিতে কৌতূহল জন্মিতেছে অতএব আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন নারদ! পূর্ব্বে সত্য যুগে সূর্য্যবংশে সগর নামে এক সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী মহাযশস্বী রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী, প্রথমার নাম বৈদর্ভী ও দ্বিতীয়ার নাম শৈব্যা ॥ ৪ ॥

একৈকন্যাচৈকপুত্রাঃ বভূব সুমনোহরঃ।
অসমঞ্জা ইতিখ্যাতঃ সৈব্যায়াং কুলবর্দ্ধনঃ॥ ৬॥
অন্যাচারাধয়ামাস শঙ্করং পুত্র কামুকী।
বভূব গর্ভস্তস্যাশ্চ শিবস্য চ বরেণ চ॥ ৭॥
গতে শতাব্দে পূর্ণে চ মাংসপিণ্ডং সুসাব সা।
তদ্দৃষ্ট্বা চ শিবং ধ্যাত্বা রুরোদোচ্চৈঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৮॥
শম্ভুর্ব্রাহ্মণরূপেণ তৎসমীপং জগামহ।
চকার সংবিভজ্যৈতৎপিণ্ডং ষষ্টিসহস্রধা॥ ৯॥
সর্ব্বে বভূবুঃ পুত্রাশ্চ মহাবলপরাক্রমাঃ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড প্রভাযুষ্টকরা বরাঃ॥ ১০॥

রাজরাজেশ্বর সগর সত্যস্বরূপ, সত্যপরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যভাবন, সত্যনিষ্ঠ অমাত্যাদি ষড়্বর্গযুক্ত ও সুবিচারক বলিয়া বিখ্যাত॥ ৫॥

সেই মহারাজ সগরের পত্নী সৈব্যা এক কন্যা এবং অসমঞ্জানামক এক কুলবর্দ্ধন সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন॥ ৬॥

অপরা মহিষী পুত্র কামনায় দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করাতে মনোরথপূর্ণ হইয়াছিল অর্থাৎ শিববরে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়॥৭॥

পরে শতবর্ষ অতীত হইলে সেই রাজ্ঞী এক মাংসপিণ্ড প্রসব করেন এবং তদ্দর্শনে দেবাদিদেব আশুতোষ শঙ্করকে ধ্যান পূর্ব্বক বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ১০॥

অতঃপর ভগবান শূলপাণি ব্রাহ্মণবেশে রাজ্ঞীর নিকটে আগমন পূর্ব্বক সেই মাংসপিণ্ড ষষ্টিসহস্র অংশে বিভক্ত করিলেন॥ ৯॥

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তখন সেই ষষ্টিসহস্র অংশ গ্রীষ্ম কালীন মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত প্রভাবশালী ষষ্টি-সহস্র পুত্র রূপে প্রকাশমান হয়॥ ১০॥

কপিলস্য কোপদৃষ্ট্যা বভূবুর্ভস্মসাচ্চ তে।
রাজা রুরোদ তৎশ্রুত্বা জগাম মরণং শুচা ॥ ১১ ॥
তপশ্চকারাসমঞ্জা গঙ্গানয়নকারণং।
তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং মমার কালযোগতঃ ॥ ১২ ॥
দিলীপস্তস্য তনয়ো গঙ্গানয়নকারণং।
তপঃকৃত্বা লক্ষবর্ষং যযৌ লোকান্তরং নৃপঃ ॥ ১৩ ॥
অংশুমাংস্তস্য পুত্রশ্চ গঙ্গানয়নকারণং।
তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং মমার কালযোগতঃ ॥ ১৪ ॥
ভগীরথস্তস্যপুত্রো মহাভাগবতঃ সুধী।
বৈষ্ণবো বিষ্ণুভক্তশ্চ গুণবানজরামরঃ ॥ ১৫ ॥
তপঃকৃত্বা লক্ষবর্ষং গঙ্গানয়নকারণং।

পরে সেই পুত্রগণ, মুনিবর কপিলের কোপদৃষ্টিতে ভস্মীভূত হইলে মহারাজ সগর পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্তর রোদন করেন, এবং পরিশেষে সেই পুত্রশোকেই তাঁহার লোকান্তর হয় ॥ ১১ ॥

মহারাজ সগর স্বর্গগত হইলে তৎপুত্র অসমঞ্জা ভারতে গঙ্গাদেবীর আনয়নার্থ লক্ষবর্ষ তপস্যা করিয়া কালযোগে অর্থাৎ যথাসময়ে তিনি কালের করাল কবলে নিপতিত হয়েন ॥ ১২ ॥

তৎপুত্র নরপতি দিলীপ, তিনিও পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীকে আনয়নের জন্য লক্ষবর্ষ তপস্যা করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥

তৎপুত্র অংশুমান্ গঙ্গানয়নার্থ পিতৃবৎ কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন নাই অর্থাৎ লক্ষবর্ষ তপস্যা করিয়া কালযোগে দেহত্যাগ করেন ॥ ১৪ ॥

সেই নরপতি অংশুমানের পুত্রের নাম ভগীরথ। ভগীরথ সুবুদ্ধি সর্ব্বগুণান্বিত হরিভক্তি পরায়ণ পরম ভাগবত বৈষ্ণব ছিলেন ॥ ১৫ ॥

দদর্শ কৃষ্ণং হৃষ্টাস্যং সূর্য্যকোটিসমপ্রভং ॥ ১৬ ॥
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং কিশোরং গোপবেশকং।
পরমাত্মানমীশঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং ॥ ১৭ ॥
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পরিপূর্ণতমং বিভুং।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ স্তুতং মুনিগণৈর্যুতং ॥ ১৮ ॥
নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপঞ্চ নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং।
ঈশদ্ধাস্যং প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারকং ॥ ১৯ ॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতং।
তুষ্টাব দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২০ ॥

পিতার স্বর্গারোহণের পর সেই মহাত্মা ভগীরথ হরিভক্তি প্রভাবে অজরামর হইয়া সুরধুনীকে পৃথ্বীতলে আনয়নার্থ লক্ষবর্ষ তপঃসাধন পূর্ব্বক কোটি সূর্য্যসম প্রভ প্রসন্ন বদন কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইলেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম ভক্তবৎসল কৃষ্ণ দয়া করিলেন ॥ ১৬ ॥

ভগীরথ দেখিলেন ভক্তজনের প্রতি দয়াবান দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ কিশোর গোপবেশে তাঁহার সম্মুখে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

তিনি স্বেচ্ছাময় পূর্ণরূপী পর ব্রহ্ম, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ ও মুনিগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

সেই হরি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, সাক্ষিস্বরূপ, নির্গুণ, প্রকৃতি হইতে অতীত ও ভক্তজনের প্রতি কৃপাময়। তাঁহার প্রসন্ন বদনে মৃদু মৃদু অতিশয় মনোহর হাস্য প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

তিনি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন এবং অঙ্গে নানা রত্নভূষণ শোভা পাইতেছে, মহাত্মা ভগীরথ সেই পরম পুরুষ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বারংবার তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

লীলয়া চ বরং প্রাপ্য বাঞ্ছিতং বংশতারণং।
তত্রাজগাম গঙ্গা সা স্মরণাৎ পরমাত্মনঃ ॥ ২১ ॥
তং প্রণম্য প্রতস্থৌ চ তৎপুরঃ সংপুটাঞ্জলিঃ।
উবাচ ভগবাংস্তত্র তাং দৃষ্ট্বা সুমনোহরাং ॥ ২২ ॥
কুর্ব্বতীং স্তবনং দিব্যং পুলকাঞ্চিতবিগ্রহাং ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভারতং ভারতীশাপাৎ গচ্ছ শীঘ্রং সুরেশ্বরি।
সগরস্য সুতান্ সর্ব্বান্ পূতং কুরু মমাজ্ঞয়া ॥ ২৪ ॥
তৎস্পর্শবায়ুনা পূতা যাস্যন্তি মমমন্দিরং।
বিভ্রতো দিব্যমূর্ত্তিন্তে দিব্যস্যন্দনগামিনঃ ॥ ২৫ ॥
মৎপার্ষদা ভবিষ্যন্তি সর্ব্বকালনিরাময়াঃ।
সমুচ্ছিদ্যকর্ম্মভোগং কৃতং জন্মনি জন্মনি ॥ ২৬ ॥

পরে ভগীরথ হরিভক্তির গুণে অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে বংশনিস্তার-কারণ বাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরমাত্মা কৃষ্ণের স্মরণমাত্র তথায় ভগবতী গঙ্গাদেবীর আগমন হইল ॥ ২১ ॥

সুরধুনী মনোহর দেহ ধারণ পূর্ব্বক পুলকাঞ্চিত দেহে কৃষ্ণসমীপে দণ্ডায়মানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন তখন দয়াময় ভগবান্ হরি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুরেশ্বরী! তুমি সরস্বতীর অভিশাপে শীঘ্র ভারতে অবতীর্ণা হইয়া আমার আজ্ঞায় সগরসন্তান গণকে পবিত্র কর ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

সগরপুত্রগণ তোমার স্পর্শবায়ু যোগে পবিত্র হইয়া দিব্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দিব্য রথারোহণে আমার মন্দিরে আগমন করিবে ॥ ২৫ ॥

আমার বরে সেই সগর সন্তানগণের সর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্মভোগের সমু-

কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং ভারতে যৎকৃতং নৃণাং।
গঙ্গায়াস্পর্শবাতেন তন্নশ্যতি শ্রুতৌ শ্রুতং ॥ ২৭ ॥
স্পর্শনাদ্দর্শনাদ্দেব্যাঃ পুণ্যং দশগুণং ততঃ।
মৌষলস্নানমাত্রেণ সামান্য দিবসে নৃণাং।
শতকোটিজন্মপাপং নশ্যন্তীতি শ্রুতৌশ্রুতং ॥ ২৮ ॥
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ॥
জন্মাসংখ্যার্জ্জিতান্যেব কামতোপি কৃতানি চ।
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি মৌষলস্নানতো নৃণাং ॥ ২৯ ॥
পুণ্যাহস্নানজং পুণ্যং বেদা নৈব বদন্তি চ।
কেচিদ্বদন্তি তে দেবি ফলমেব যথাগমং ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাশ্চ সর্ব্বং নৈব বদন্তি চ।
সামান্যদিবসস্নানং সঙ্কল্পং শৃণু সুন্দরি ॥ ৩১ ॥

চ্ছেদ হওয়াতে তাহারা সর্ব্বকাল নিরাময় বৈকুণ্ঠধামে আমার পার্ষদরূপে অবস্থান করিতে পারিবে ॥ ২৬ ॥

শ্রুতিতে প্রমাণ এই যে, গঙ্গাজলে সুশীতল বায়ুযোগে ভারতের মানবগণের কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পাপের ধ্বংস হইয়া যায় ॥ ২৭ ॥

আবার গঙ্গা দর্শনে ও গঙ্গাজল স্পর্শে মনুষ্যের তদপেক্ষা দশগুণ অধিক পুণ্য জন্মে। সামান্য দিনে মুষলবৎ (এককালীন সর্ব্ব অঙ্গের অবগাহন করার নাম মৌষল স্নান) গঙ্গাজলে পতিত হইয়া স্নান করিলে মনুষ্য শত কোটি জন্মার্জ্জিত পাপহইতে বিমুক্ত হয় ॥ ২৮ ॥

গঙ্গাজলে ঐরূপ মৌষলস্নানে অসংখ্য জন্মার্জ্জিত জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে ॥ ২৯ ॥

হে দেবি ! পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানজন্য যে পুণ্যজন্মে বেদসমুদায়ও তাহা বর্ণন করিতে পারেন না। আগমে যে কিঞ্চিন্মাত্র ফল বর্ণিত আছে।

পুণ্যং দশগুণঞ্চৈব মৌষলস্নানতঃ পরং।
ততস্ত্রিংশৎগুণং পুণ্যং রবিসংক্রমণে দিনে ॥ ৩২ ॥
অমায়াঞ্চাপি তত্তুল্যং দ্বিগুণং দক্ষিণায়নে।
ততো দশগুণং পুণ্যং নরাণামুত্তরায়ণে ॥ ৩৩ ॥
চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যামনন্তং পুণ্যমেব চ।
অক্ষয়ায়াঞ্চ তত্তুল্যং নৈতদ্বেদে নিরূপিতং ॥ ৩৪ ॥
অসংখ্যপুণ্যফলদমেতেষু স্নানদানকং।
সামান্যদিবসস্নানাৎ জ্ঞানাচ্ছতগুণং ফলং ॥ ৩৫ ॥
মন্বন্তরায়াং দেবেসি যুগাদ্যায়াং তথৈব চ।
তথাপ্যশোকাষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ তথা হরেঃ ॥ ৩৬ ॥

কেহ কেহ তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণও তাহা সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে অক্ষম। সুন্দরি! এক্ষণে সামান্য দিনে সঙ্কল্পপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানে যে পুণ্য জন্মে তাহা শ্রবণ কর।৩০।৩১॥

মুষলবৎ গঙ্গাজলে স্নান করিলে মনুষ্যের যে ফল জন্মে সঙ্কল্প পূর্ব্বক গঙ্গাস্নানে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল লাভ হয়। আর রবি সংক্রমণ দিনে স্নান করিলে তদপেক্ষা দশগুণ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অমাবস্যাতেও গঙ্গাস্নানে রবিসংক্রমণ দিনের তুল্য ফল লাভ হয়, এবং দক্ষিণায়নে দ্বিগুণ ও উত্তরায়ণে তদপেক্ষা দশগুণ ফল জন্মে। ৩৩॥

মনুষ্য চাতুর্ম্মাস্যে পৌর্ণমাসীতে ভাগীরথীজলে অবগাহন করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ করিতে পারে। এবং অক্ষয়াতেও তত্তুল্য ফল লাভ হয়। অধিক কি বলিব, ঐ সমস্ত পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানে যে ফল জন্মে বেদও তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই ॥ ৩৪ ॥

ঐ সমস্ত পুণ্যদিনে স্নান দান করিলে মনুষ্য অতুল পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়। সামান্য দিনে সঙ্কল্প পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে মনুষ্য যেরূপ

ততোপি দ্বিগুণং পুণ্যং নন্দায়াং তব দুর্লভে।
দশহরাদশম্যাঞ্চ যুগাদ্যাদি সমং ফলং ॥ ৩৭ ॥
নন্দাসমঞ্চ বারুণ্যাং মহৎপূর্ব্বং চতুর্গুণং।
ততশ্চতুর্গুণং পুণ্যং দ্বিমহৎ পূর্ব্বকে সতি ॥ ৩৮ ॥
পুণ্যং কোটিগুণং চৈব সামান্যস্নানতো হি যৎ।
চন্দ্রোপরাগসময়ে সূর্য্যে দশগুণং ততঃ ॥ ৩৯ ॥
পুণ্যোপ্যর্দ্ধোদয়ে কালে ততঃ শতগুণং ফলং।
সর্ব্বেষামেব সঙ্কল্পো বৈষ্ণবানাং বিপর্য্যয়ং ॥ ৪০ ॥
ফলসন্ধানরহিতা জীবন্মুক্তাশ্চ বৈষ্ণবাঃ

ফল লাভ করে মন্বন্তরা যুগাদ্যা অশোকাষ্টমী ও শ্রীরাম নবমীতে গঙ্গা-স্নানে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল লাভ হয় ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

নন্দাতে গঙ্গাস্নানে তদপেক্ষা দ্বিগুণ পুণ্য সঞ্চার হয়, আর দশহরার দিনে দশমীতে গঙ্গাস্নান করিলে যুগাদ্যাদিতে স্নানের যে ফল প্রাপ্ত হয় তৎসদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

নন্দাতে গঙ্গাস্নানে যে ফল হয় মহাবারুণীতে তাহার চতুর্গুণ পুণ্য-জন্মে আর মহা মহা বারুণীতে গঙ্গাস্নানে মহাবারুণী অপেক্ষা চতুর্গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

সামান্যত গঙ্গাস্নানে যে ফল হয়, চন্দ্রগ্রহণে গঙ্গাস্নান করিলে তদ-পেক্ষা কোটিগুণ ফল লাভ হয় এবং সূর্য্যগ্রহণ কালীন গঙ্গায় স্নান করিলে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল জন্মে ॥ ৩৯ ॥

আর অর্দ্ধোদয় যোগে গঙ্গাস্নান করিলে মনুষ্য সূর্য্যগ্রহণ কালীন স্নানাপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। সকলেরই এইরূপ ফল লাভের সঙ্কল্প আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হরিপরায়ণ বৈষ্ণব-গণ তদ্বিপরীত ভাব অবলম্বন করেন ॥ ৪০ ॥

মৎপ্রীতিভক্তিকামাস্তে সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪১ ॥
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি।
জীবন্মুক্তং বৈষ্ণবন্তং বেদাঃ সর্ব্বে বদন্তি চ ॥ ৪২ ॥
পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বং পিতৃকঞ্চ পরং শতং।
মাতামহস্য চ শতং মাতরং মাতৃমাতরং ॥ ৪৩ ॥
ভগিনীং ভ্রাতরঞ্চৈব ভাগিনেয়ঞ্চ মাতুলং।
শ্বশ্রূঞ্চ শ্বশুরঞ্চৈব গুরুপত্নীং গুরোঃ সুতং ॥ ৪৪ ॥
গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং মিত্রঞ্চ সহচারিণং।
ভৃত্যং শিষ্যং তথা চেটীং প্রজাঃ স্যাশ্রমসন্নিধৌ ॥ ৪৫ ॥
উদ্ধরেদাত্মনা সার্দ্ধং মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৬ ॥
তস্য সংস্পর্শনাৎ পূতং তীর্থঞ্চ ভুবি ভারতং।
তস্যৈব পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা ॥ ৪৭ ॥

দেবি! বৈষ্ণব সাধুগণ ফলকামনাশূন্য জীবন্মুক্ত। তাহারা সর্ব্বদা আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার প্রীতি কামনায় সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

যে ব্যক্তির কর্ণে গুরুমুখ হইতে বিষ্ণু মন্ত্র প্রবিষ্ট হয় বেদসমুদায় সেই বৈষ্ণবকে জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৪২ ॥

মানব বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ মাত্রে পিতৃপক্ষীয় শত পূর্ব্বপুরুষ, মাতামহ কুলের শত পূর্ব্বপুরুষ মাতা, মাতামহী, ভগিনী, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, মাতুল, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, জ্ঞানদাতা, গুরু, সহচর, মিত্র, ভৃত্য. শিষ্য, চেটী ও আশ্রম নিকটবর্ত্তী প্রজা এই সমুদায়কে উদ্ধার করেন। এমন কি, বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই মানব জীবন্মুক্ত হয় ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

পাদোদকপতৎস্থানং তীর্থমেব ভবেৎধ্রুবং।
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং ॥ ৪৮ ॥
বৈষ্ণবাশ্চ ন খাদন্তি নৈবেদ্যভোজিনঃ সদা।
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নঞ্চ নিত্যং যে ভুঞ্জতে নরাঃ ॥ ৪৯ ॥
পূতানি সর্ব্বতীর্থানি তেষাঞ্চ স্পর্শনাদহো।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পুণ্যং নিত্যং যে ভুঞ্জতে নরাঃ ॥৫০॥
তেষাং সন্দর্শনমাত্রেণ পূতঞ্চ ভুবনত্রয়ং।
বিষ্ণোঃ সুদর্শনং চক্রং সততং তাংশ্চ রক্ষতি ॥ ৫১ ॥
মদ্গুণশ্রবণাদ্যেচ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ।
গদ্গদাঃ সাশ্রুনেত্রাস্তে নরাশ্চ বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥ ৫২ ॥
পুত্রাদপি পরঃ স্নেহো ময়ি যেষাং নিরন্তরং।
গৃহাদ্যাশ্চ ময়ি ন্যস্তাস্তে নরা বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥ ৫৩ ॥

সেই বৈষ্ণব মহাত্মার সংস্পর্শে সমস্ত ভারততীর্থ পবিত্র হয় এবং তাহার চরণরেণু স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্য পবিত্রা হইয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

যে স্থানে বৈষ্ণবের পাদোদক পতিত হয় সেইস্থান নিশ্চয় তীর্থস্বরূপ হইয়া থাকে। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন, বিষ্ঠা তুল্য ও বিষ্ণুর অনিবেদিত জল মূত্রস্বরূপ হয়। যে বৈষ্ণবগণ নিত্য বিষ্ণুর নিবেদিত নৈবেদ্য ও অন্ন ভোজন করেন তাঁহারা সেই অনিবেদিত অন্ন পানীয় কখন গ্রহণ করেন না ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

হে সুরেশ্বরি! আর অধিক কি বলিব, যাঁহারা নিত্য বিষ্ণুর চরণোদক পান করেন, তাঁহাদিগের স্পর্শমাত্রে সমস্ত তীর্থ পবিত্র হয় ॥ ৫০ ॥

আর সেই বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের দর্শনমাত্রেই ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র নিরন্তর তাহাদিগকে রক্ষাকরেন ॥ ৫১ ॥

দেবি! যাঁহারা আমার গুণ শ্রবণে পুলকাঞ্চিত দেহ ও গদ্গদচিত্ত

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং মত্তঃ সর্ব্বং চরাচরং।
সর্ব্বেষামহমাত্মেশ ইতিজ্ঞা বৈষ্ণবোত্তমাঃ॥ ৫৪॥
অসংখ্যকোটিব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
প্রলয়ে ময়ি লীয়ন্তে চেতিজ্ঞা বৈষ্ণবোত্তমাঃ॥ ৫৫॥
তেজস্বরূপং পরমং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং।
স্বেচ্ছাময়ং নির্গুণঞ্চ নিরীহং প্রকৃতেঃ পরং॥ ৫৬॥
সর্ব্বৈঃ প্রাকৃতিকা মত্তঃ আবির্ভূতাস্তিরোহিতাঃ।
ইতি জানন্তি যে দেবি তেনরাঃ বৈষ্ণবোত্তমাঃ॥ ৫৭॥
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশো বিররাম তয়োঃ পুরঃ।
উবাচ তং ত্রিপথগা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা॥ ৫৮॥

হয় আমার গুণ শ্রবণে যাঁহাদিগের নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া থাকে, যাঁহারা পুত্র অপেক্ষাও নিরন্তর আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়, গৃহাদি সমস্ত পদার্থ যাঁহারা আমাতে অর্পণ করেন, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত চরাচর সম্বলিত অখিল ব্রহ্মাণ্ড আমা হইতে উদ্ভূত বলিয়া যাঁহাদিগের জ্ঞান আছে, যাঁহারা আমাকে সর্ব্বাত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণ মহাপ্রলয়ে আমাতে লীন হয় এই বিশ্বাস যাঁহাদিগের অন্তরে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে, যাঁহারা আমাকে তেজস্বরূপ, ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্থ মূর্ত্তিমান, স্বেচ্ছাময়, নির্গুণ, নিরীহ ও প্রকৃতি হইতে অতীত বলিয়া কীর্ত্তন করে এবং প্রাকৃতিক পদার্থ সমুদায় আমা হইতে আবির্ভূত ও আমাতে তিরোভূত, বলিয়া যাঁহাদিগের একান্ত বিশ্বাস আছে, তাঁহারাই বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন॥ ৫২॥ ৫৩॥ ৫৪॥ ৫৫॥ ৫৬॥ ৫৭॥

সর্ব্বদেবেশ হরি সুরধুনীকে এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে ত্রিপথগামিনী ভক্তি যোগে নতকন্ধর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন

গঙ্গোবাচ।

যামি চেদ্ভারতং নাথ ভারতীশাপতঃ পুরা।
তবাজ্ঞয়া চ রাজেন্দ্র তপসা চৈব সাংপ্রতং ॥ ৫৯ ॥
দাস্যন্তি পাপিনো মহ্যং পাপানি যানি কানি চ।
তানিমেকেন নশ্যন্তি তদুপায়ং বদ প্রভো ॥ ৬০ ॥
কতিকালং পরিমিতং স্থিতির্ম্মে তত্র ভারতে।
কদা যাস্যামি সর্ব্বেশ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥ ৬১
মমান্যদ্বাঞ্ছিতং যদ্যৎ সর্ব্বং জানাসি সর্ব্ববিৎ।
সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বজ্ঞ তদুপায়ং বদ প্রভো ॥ ৬২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

জানামি বাঞ্ছিতং গঙ্গে তব সর্ব্বং সুরেশ্বরি।
পতিস্তে রুদ্ররূপোঽয়ং লবণোদো ভবিষ্যতি ॥ ৬৩ ॥

নাথ! পূর্ব্বে সরস্বতী আমাকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন সেই শাপ বশতঃ এক্ষণে আমি আপনার অনুজ্ঞায় ও রাজেন্দ্র ভগীরথের তপস্যানিবন্ধন ভারতে গমন করি ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

কিন্তু নাথ! পাপিগণে আমাতে যে সমস্ত পাপ অর্পণ করিবে, আমার সেই পাপ ধ্বংসের উপায় কি? কতকাল আমাকে ভারতে অবস্থান করিতে হইবে, আবার কোন্ সময়ে আমি বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইব, আপনি সর্ব্বান্তরাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ, আর যাহা যাহা আমার বাঞ্ছনীয় তাহা সমস্তই জানিতেছেন, অতএব কৃপাপূর্ব্বক তৎসমুদায়ের উপায় আমার প্রতি নির্দ্দেশ করিলে আমি কৃতার্থ হই ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন সুরেশ্বরি! তোমার বাঞ্ছিত সমস্তই আমি পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তোমার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে, তদ্বিষয় বিশেষরূপে

মমঅংশঃ সমুদ্রশ্চ ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ স্বরূপিণী।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভুবি ॥ ৬৪ ॥
যাবত্যঃ সন্তি নদ্যশ্চ ভারত্যাদ্যাশ্চ ভারতে।
সৌভাগ্যত্বঞ্চ তাস্বেব লবণোদস্যসৌরতে ॥ ৬৫ ॥
অদ্যপ্রভৃতি দেবেশি কলেঃ পঞ্চসহস্রকং।
বর্ষং স্থিতিস্তে ভারত্যাঃ শাপেন ভারতে ভুবি ॥ ৬৬ ॥
নিত্যং বার্নিধিনা সার্দ্ধং করিষ্যসিরহোরতিং।
ত্বমেব রসিকা দেবী রসিকেন্দ্রেণ সংযুতা ॥ ৬৭ ॥
ত্বাং স্তোষ্যন্তি চ স্তোত্রেণ ভগীরথকৃতেন চ।
ভারতস্থাজনাঃ সর্ব্বে পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ ॥ ৬৮ ॥

তোমাকে অনুমতি করিতেছি। তুমি ভারতে গমন করিলে রুদ্ররূপ লবণ-সমুদ্র তোমার পতি হইবে ॥ ৬৩ ॥

গঙ্গে! তোমায় আর অধিক কি বলিব লবণসমুদ্র আমার অংশজাত এবং তুমিও লক্ষ্মী স্বরূপা সুতরাং পৃথিবীতে বিদগ্ধ পুরুষের সহিত বিদগ্ধা নারীর সঙ্গমে বিশেষ প্রীতিকর হইবে ॥ ৬৪ ॥

দেবি! ভারতে সরস্বতী প্রভৃতি যত নদী আছে সর্ব্বাপেক্ষা তোমার সহিত সঙ্গমে লবণসমুদ্রের বিশেষ প্রীতি জন্মিবে এবং তজ্জন্য তুমিও যে সৌভাগ্যবতী হইবে তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ৬৫ ॥

গঙ্গে! অদ্য প্রভৃতি কলির পঞ্চসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত ভারতীর শাপে তোমাকে ভারতে অবস্থিতি করিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥

সুন্দরি! ইহাতে দুঃখিত হইও না, তুমি সুরসিকা, সেই সুরসিক সাগরের সহিত তুমি নিত্য নির্জ্জনে পরমসুখে বিহার করিবে ॥ ৬৭॥

ভারতবাসী-জনগণ ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সতত তোমাতে অবগাহন করিবে এবং ভগীরথকৃত স্তোত্রে তোমার স্তব করিতে ত্রুটি করিবে না ॥ ৬৮ ॥

কৌথুমোক্তেন ধ্যানেন ধ্যাত্বা ত্বাং পূজয়িষ্যতি।
যস্তৌতি প্রণমেন্নিত্যং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৬৯ ॥
গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭০ ॥
সহস্রপাপিনাং স্নানাদ্‌যৎপাপং তে ভবিষ্যতি।
মদ্ভক্তৈকদর্শনেন তদেব হি বিনশ্যতি ॥ ৭১ ॥
পাপিনান্তু সহস্রাণাং শবস্পর্শেন যত্তব।
মন্মন্ত্রোপাসকস্নানাত্তদঘঞ্চ বিলঙ্ক্যতি ॥ ৭২ ॥
যত্র তত্র ভবেদ্গঙ্গে মন্নামগুণকীর্ত্তনং।
তত্রৈব ত্বমধিষ্ঠানং করিষ্যস্যঘমোচনাৎ ॥ ৭৩ ॥
সার্দ্ধং সরিদ্ভিঃ শ্রেষ্ঠাভিঃ সরস্বত্যাদিভিঃ শুভে।
তত্তু তীর্থং ভবেৎ সদ্যো যত্র মদ্গুণকীর্ত্তনং ॥ ৭৪ ॥

যে ভারতবাসী, বেদের কৌথুমী শাখায় উক্ত ধ্যানে তোমার ধ্যান করিয়া, নিত্য তোমার পূজা এবং তোমাকে স্তব ও প্রণাম করিবে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারিবে ॥ ৬৯ ॥

হে পতিতপাবনি গঙ্গে! তোমার অবস্থিতির শত যোজন অন্তর হইতেও যে ব্যক্তি গঙ্গা গঙ্গা নাম উচ্চারণ করিবে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পিরণামে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৭০ ॥

দেবি! সহস্র পাপাত্মার স্নানে তোমাতে যে পাপ সঞ্চার হইবে মদ্ভক্ত এক ব্যক্তির দর্শনে তোমার সেই পাপের ধ্বংশ হইবে ॥ ৭১ ॥

সহস্র পাতকির শব স্পর্শে তোমাতে যে পাপ স্পর্শ হইবে আমার মন্ত্রোপাসকের স্নানে সেই পাপের ক্ষালন হইবে ॥ ৭২ ॥

গঙ্গে! যে কোন স্থানে আমার নাম ও গুণ কীর্ত্তন হইবে পাপ মোচনার্থ সেই সেই স্থানে সরস্বতী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা নদীগণের সহিত

তদ্রেণুস্পর্শমাত্রেণ পূতো ভবতি পাতকী।
রেণুপ্রমাণং বর্ষঞ্চ স বৈকুণ্ঠে ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৭৫ ॥
জ্ঞানেন ত্বয়ি যে ভক্ত্যা মন্নামস্মৃতিপূর্ব্বকং।
সমুৎসৃজন্তি প্রাণাংশ্চ তে গচ্ছন্তি হরেঃ পদং ॥ ৭৬ ॥
পার্ষদপ্রবরাস্তে চ ভবিষ্যন্তি হরেশ্চিরং।
লয়ং প্রাকৃতিকং তে চ দ্রক্ষ্যন্তি চাপ্যসংখ্যকং ॥ ৭৭ ॥
মৃতস্য বহুপুণ্যেন তৎশবং ত্বয়ি বিন্যসেৎ।
প্রযাতি স চ বৈকুণ্ঠং যাবদস্থ্নাং স্থিতিস্ত্বয়ি ॥ ৭৮ ॥
কায়ব্যূহং ততঃ কৃত্বা ভোজয়িত্বা স্বকর্ম্মকং।
তস্মৈ দদামি সারূপ্যং করোমি তঞ্চ পার্ষদং ॥ ৭৯ ॥
অজ্ঞানত্বাজ্জলস্পর্শাদ্যদি প্রাণান্ সমুৎসৃজেৎ।

তুমি অধিষ্ঠান করিবে। হে দেবি! অধিক কি কহিব যে স্থানে আমার গুণ কীর্ত্তন হয় সেই স্থান তৎক্ষণাৎ তীর্থস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥

যে স্থানে সাধুগণ ভক্তিপূর্ব্বক আমার গুণ কীর্ত্তণ করেন সেই স্থানের রেণু স্পর্শমাত্রে পাতকীগণ পবিত্র হয় এবং তাহারা তত্রত্য রেণু পরিমিত বর্ষ নিরাময় বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

বিশেষতঃ যাহারা ভক্তিপূরিত চিত্তে আমার নাম স্মরণপূর্ব্বক সজ্ঞানে তোমাতে প্রাণত্যাগ করিবে তাহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে এবং চির-কাল আমার পার্ষদ প্রবর রূপে অবস্থান পূর্ব্বক অসংখ্য প্রাকৃতিক প্রলয় সমস্ত যে দর্শন করিবে তাহার সংশয়মাত্র নাই ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

বহু পুণ্যবশতঃ যে মৃত ব্যক্তির শব তোমাতে বিক্ষিপ্ত হইবে, তাহার অস্থি যত কাল তোমাতে বিদ্যমান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত সে বৈকুণ্ঠ-ধামে বাস করিতে থাকিবে ॥ ৭৮ ॥

তৎপরে আমি কায়ব্যূহ করিয়া তাহাকে স্বকর্ম্মভোগে নিয়োজিত

তস্মৈ দদামি সারূপ্যং করোমি তঞ্চ পার্ষদং ॥ ৮০ ॥
অন্যত্র বা সৃজেৎ প্রাণাংস্ত্বন্নামস্মৃতিপূর্ব্বকং।
তস্মৈ দদামি সারূপ্যং অসংখ্যপ্রলয়ং লয়ং ॥ ৮১ ॥
অন্যত্র বা ত্যজেৎ প্রাণান্ মন্নামস্মৃতিপূর্ব্বকং।
তস্মৈ দদামি সালোক্যং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণোবয়ঃ ॥ ৮২ ॥
তীর্থেপ্যতীর্থে মরণে বিশেষো নাস্তিকশ্চন।
মন্মন্ত্রোপাসকানাঞ্চ নিত্যং নৈবেদ্যভোজিনাং ॥ ৮৩ ॥
পূতং কর্ত্তুং স শক্তোহি লীলয়া ভুবনত্রয়ং।
রত্নেন্দ্রসার যানেন গোলোকং স প্রযাতি চ ॥ ৮৪ ॥

করিলে সে স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া সারূপ্যমুক্তি লাভ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠধামে আমার পার্ষদ রূপে অবস্থান করিবে ॥ ৭৯ ॥

যে ব্যক্তি অজ্ঞানেও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাকে আমি সারূপ্য মুক্তি প্রদান করিব এবং সেও আমার পার্ষদ হইয়া যে বৈকুণ্ঠে থাকিবে না তাহা আমি বলিতে পারি না ॥ ৮০ ॥

গঙ্গে! তোমার মাহাত্ম্য তোমাকে আমি আর কি কহিব, তোমার নাম স্মরণপূর্ব্বক গঙ্গা ভিন্ন স্থানেও যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিবে সেই মনুষ্য সারূপ্য মুক্তি লাভ পূর্ব্বক অসংখ্য প্রলয়কাল পর্য্যন্ত আমাতে লীন থাকিবে ॥ ৮১ ॥

আর যে ব্যক্তি আমার নাম স্মরণ পূর্ব্বক যে কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে ব্রহ্মার বয়ঃক্রম কাল-পরিমাণ তাহাকে সালোক্য মুক্তি প্রদান করিতে কোনরূপে ক্রটি করিব না ॥ ৮২ ॥

আমার মন্ত্রোপাসক এবং আমার নিত্যনৈবেদ্যভোজী ভক্তগণের তীর্থমৃত্যু হউক বা না হউক তাহাতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই ॥ ৮৩ ॥

ফলতঃ আমার ভক্তগণ অবলীলাক্রমে ভুবনত্রয় পবিত্র করিতে সমর্থ

মদ্ভক্তবান্ধবা যে যে তেতে পুণ্যধিয়ঃ শুভে।
তে যান্তি রত্নযানেন গোলোকঞ্চ সুদুর্লভং ॥ ৮৫ ॥
যত্র তত্র মৃতা যেচ জ্ঞানাজ্ঞানেন বা সতি।
জীবন্মুক্তাশ্চ তে পূতা মদ্ভক্তসন্নিধানতঃ ॥ ৮৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তাঞ্চ তমুবাচ ভগীরথং।
স্তৌহি গঙ্গামিমাং ভক্ত্যা পূজাং কুর্ব্বীত সাম্প্রতং ॥৮৭॥
ভগীরথস্তাং তুষ্টাব পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।
কৌথুমোক্তেন ধ্যানেন স্তোত্রেণ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৮ ॥
প্রণনাম চ শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরং।
ভগীরথশ্চ গঙ্গা চ সোঽন্তর্দ্ধানং চকার হ ॥ ৮৯ ॥

হয়েন এবং অন্তে উৎকৃষ্ট রত্নসার বিনির্ম্মিত যানে আরোহণ পূর্ব্বক গোলোকধামে গমন করিয়া থাকে তাহার সন্দেহমাত্র নাই ॥ ৮৪ ॥

হে দেবি! যাহারা আমার একান্ত ভক্ত ও যাহারা নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা কায়মনোবাক্যে আমার ভজন সাধন করে, তাহারা দেহান্তে রত্নযানে সমারূঢ় হইয়া সুদুর্লভ গোলোকধামে গমন করে ॥ ৮৫ ॥

সতি! আমার ভক্তসন্নিধানে যাহারা সজ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, প্রাণত্যাগ করে তাহারা জন্মান্তরে পবিত্র ও জীবন্মুক্ত হয় ॥ ৮৬ ॥

শ্রীহরি গঙ্গাদেবীকে ইহা কহিয়া ভগীরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস্য! তুমি এক্ষণে ভক্তি পূর্ব্বক সুরধুনীর স্তব ও পূজা কর ॥ ৮৭ ॥

ভূতভাবন সনাতন হরি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ভগীরথ ভক্তি পূর্ণহৃদয়ে কৌথুমোক্ত ধ্যানে গঙ্গাদেবীর পূজা ও বারম্বার স্তব করিয়া পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিলেন। পরে সুরধুনী ও পরব্রহ্ম সনাতন হরি উভয়েই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥

নারদ উবাচ।

কেন ধ্যানেন স্তোত্রেণ কেনপূজা ক্রমেণ চ।
পূজাঞ্চকার নৃপতির্ব্বদ বেদবিদাম্বর ॥ ৯০ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
সম্পূজ্য দেবষট্কঞ্চ সংযতো ভক্তিপূর্ব্বকং ॥ ৯১ ॥
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
সম্পূজ্য দেবষট্কঞ্চ সোঽধিকারী চ পূজনে ॥ ৯২ ॥
গণেশং বিঘ্ননাশায় নিষ্পাপায় দিবাকরং।
বহ্নিস্বশুদ্ধায়ে বিষ্ণুং মুক্তয়ে পূজয়েন্নরঃ ॥ ৯৩ ॥
শিবং জ্ঞানায় জ্ঞানেশং শিবঞ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধয়ে।
সম্পূজ্যৈতল্লভেৎ প্রাজ্ঞো বিপরীতমতোন্যথা ॥ ৯৪ ॥

তখন তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিলেন ভগবন্! আপনি বেদবেত্তা দিগের অগ্রগণ্য। নরপতি ভগীরথ কিরূপ ধ্যান স্তোত্র ও পূজাবিধি অনুসারে গঙ্গার অর্চ্চনা করিলেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমার শ্রবণপিপাসা বিদূরিত করুন ॥ ৯০ ॥

নারায়ণ কহিলেন নারদ! মহাত্মা ভগীরথ সংযত হইয়া স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন ও ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভক্তি-যোগে গণেশ সূর্য্য অগ্নি বিষ্ণু শিব দুর্গা এই ষট্ দেবতার পূজা করিয়া গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনায় অধিকারী হইলেন ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥

বিজ্ঞ মনুষ্যগণ বিঘ্ননাশার্থ গণেশকে, পাপধ্বংসের জন্য দিবাকরকে, আত্ম শুদ্ধির জন্য অগ্নিকে, মুক্তির জন্য বিষ্ণুকে, জ্ঞানলাভার্থ শিবকে ও বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য দুর্গাদেবীর পূজা করিবে। অন্যথা করিলে উদ্দেশ্যবিষয়ে কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

দধ্যাবলেন তদ্ধ্যানং শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
ধ্যানঞ্চ কৌথুমোক্তঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনং ॥ ৯৫ ॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং গঙ্গাং পাপপ্রণাশিনীং।
কৃষ্ণবিগ্রহসম্ভূতাং কৃষ্ণতুল্যাং পরাং সতীং ॥ ৯৬ ॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাং।
শরৎপূর্ণেন্দুশতক প্রভায়ুষ্টকরাং বরাং ॥ ৯৭ ॥
ঈশদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাং।
নারায়ণপ্রিয়াং শান্তাং সৎসৌভাগ্যসমন্বিতাং ॥ ৯৮ ॥
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতাং।
সিন্দূরবিন্দুললিতাং সার্দ্ধং চন্দনবিন্দুভিঃ ॥ ৯৯ ॥

হে নারদ! ভগীরথ যেরূপে গঙ্গাদেবীর ধ্যান করিয়াছিলেন সেই কৌথুমোক্ত সর্ব্বপাপ প্রণাশক ধ্যান তোমার নিকটে সবিস্তারে কহিতেছি তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৯৫ ॥

হে দেবি! শ্বেতচম্পকের ন্যায় তোমার বর্ণ, এবং কৃষ্ণবিগ্রহ হইতে তোমার উদ্ভব হইয়াছে, তুমি সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী কৃষ্ণস্বরূপা নারী ও পরমা সতীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক ॥ ৯৬ ॥

তুমি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া নানা রত্নভুষণে ভুষিতা রহিয়াছ এবং শরৎকালীন শত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমার দীপ্তি ও তোমার পরিধেয় বস্ত্র সূর্য্যকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৯৭ ॥

দেবি! তোমার মুখমণ্ডল প্রসন্ন, তাহাতে মৃদু মৃদু মধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে, তুমি সর্ব্বকালে স্থিরযৌবনা, নারায়ণপ্রিয়া শমগুণান্বিতা ও সৎসৌভাগ্যযুক্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক ॥ ৯৮ ॥

তোমার মস্তকে যে কবরীভার বিরাজিত তাহাতে মালতীমালা বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তোমার ললাটে অপূর্ব্ব চন্দনবিন্দুর সহিত মনোহর সিন্দূর বিন্দু শোভা পাইতেছে ॥ ৯৯ ।

কস্তূরীপত্রকং গণ্ডে নানাচিত্রসমন্বিতাং।
পক্কবিম্ববিনিন্দৈক চারৌষ্ঠপুটমুত্তমাং॥ ১০০॥
মুক্তাপংক্তিপ্রভাযুক্তং দন্তপংক্তি মনোহরং।
সুচারুবক্রনয়নাং সকটাক্ষং মনোরমাং॥ ১০১॥
কঠিনশ্রীফলাকারং স্তনযুগ্মং সপত্রকং।
বৃহৎ শ্রোণীং সুকঠিনীং রম্ভাস্তম্ভ বিনিন্দিতাং॥ ১০২॥
স্থলপদ্মপ্রভাযুক্ত পাদপদ্মযুগং বরং।
রত্নপাশকসংযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সযাবকং॥ ১০৩॥
দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার মকরন্দকণারুণং।
সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রৈশ্চ দত্তার্ঘ্যসংযুতং মুদা॥ ১০৪॥
তপস্বি মৌলিনিকর ভ্রমরশ্রেণীসংযুতং।

তোমার গণ্ডস্থলে নানা চিত্র সমন্বিত-কস্তূরীপত্র শোভা পাইতেছে এবং তোমার ওষ্ঠপুট-সংযুক্ত ও পক্কবিম্বেন্যায় রক্তবর্ণ॥ ১০০॥

তোমার দন্তপংক্তি মুক্তাপংক্তির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং তোমার মুখমণ্ডল, নয়নযুগল ও কটাক্ষ অতি মনোহর হইয়াছে॥ ১০১॥

দেবি! তোমার কস্তূরীপত্রচিহ্নিত স্তনযুগল কঠিন শ্রীফলের ন্যায় শোভমান এবং তোমার নিতম্বদেশ রম্ভাতরুবিনিন্দিত স্থূল ও যার পর নাই মনোহররূপে দীপ্তি পাইতেছে॥ ১০২॥

তোমার পাদপদ্মযুগল স্থলপদ্মের ন্যায় প্রভাযুক্ত রত্নপাশক শোভিত কুঙ্কুমাক্ত ও যব চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া সুশোভিত হইয়াছে॥ ১০৩॥

হে পতিতোদ্ধারিণী দেবি! দেবরাজের মস্তকস্থিত মন্দার কুসুমের মকরন্দ কণায় তোমার ঐ পাদপদ্মযুগল অরুণবর্ণ হইয়াছে এবং দেব সিদ্ধ ও মুনীন্দ্রগণ পরমানন্দে তাহাতে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকেন॥ ১০৪॥

মুক্তিপদং মুমুক্ষূণাং কামিনাং স্বর্গভোগদং ॥ ১০৫ ॥
বরাং বরেণ্যাং বরদাং ভক্তানুগ্রহকাতরাং।
শ্রীবিষ্ণোঃ পদদাত্রীঞ্চ ভজে বিষ্ণুপদীং সতীং ॥ ১০৬ ॥
ইত্যনেন চ ধ্যানেন ধ্যাত্বা ত্রিপথগাং শুভাং।
দত্বা সংপূজয়েদ্ব্রহ্মন্নুপহারাণি ষোড়শঃ ॥ ১০৭ ॥
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ স্নানীয়ঞ্চানুলেপনং।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলং শীতলং জলং ॥ ১০৮ ॥
বসনং ভূষণং মাল্যং গন্ধমাচমনীয়কং।
মনোহরং সুতল্পঞ্চ দেয়ান্যেতানি ষোড়শঃ ॥ ১০৯ ॥
দত্বা ভক্ত্যাচ প্রণমেৎ সম্ভূয়সংপুটাঞ্জলিঃ।
সংপূজ্যৈবং প্রকারেণ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১১০ ॥

তোমার ঐ পাদপদ্মযুগলে তপস্বিগণের মস্তকরূপ ভ্রমর নিকর শোভমান। হে দেবি! তোমার চরণপদ্ম মুমুক্ষুগণের মুক্তি পদ এবং কামিগণের স্বর্গভোগ প্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০৫ ।

তুমি প্রধানা বরণীয়া বরদায়িনী সাধ্বী ও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে একান্ত কাতরা বলিয়া কীর্ত্তিত হও। বিষ্ণুপদ হইতে তোমার উদ্ভব হইয়াছে এবং তুমি বিষ্ণুপদ প্রদান করিয়া থাক। অতএব হে দেবি! আমি তোমাকে ধ্যান করি ॥ ১০৬ ॥

হে নারদ! মহাত্মা ভগীরথ এইরূপ ধ্যানে ত্রিপথ গামিনী গঙ্গার ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ১০৭ ॥

যথাক্রমে আসন পাদ্য অর্ঘ্য স্নানীয় অনুলেপন ধূপ দীপ নৈবেদ্য তাম্বূল শীতল জল বসন ভূষণ মাল্য গন্ধ আচমনীয় ও মনোহর শয্যা এই ষোড়শোপচার গঙ্গাদেবীর প্রীতির জন্য প্রদত্ত হইল। ভগীরথ এবম্বিধানুসারে পূজা পূর্ব্বক মনোরথ সিদ্ধ করেন ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥

স্তোত্রঞ্চ কৌথুমোক্তঞ্চ সম্বাদং বিষ্ণুব্রহ্মণোঃ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পাপঘ্নঞ্চ সুপুণ্যদং ॥ ১১১ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপ্রভো।
বিষ্ণো বিষ্ণুপদী স্তোত্রং পাপঘ্নং পুণ্যকারণং ॥ ১১২ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

শিবসংগীতসংমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গদ্রবোদ্ভবাং।
রাধাঙ্গং দ্রবসংশক্তাং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১১৩ ॥
যজ্জন্মসৃষ্টেরাদৌ চ গোলোকে রাসমণ্ডলে।
সন্নিধানে শঙ্করস্য তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১১৪ ॥

হে দেবর্ষে! ভক্তিপরায়ণ হইয়া এইরূপে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবতী পতিতপাবনী ভাগীরথীর অর্চ্চনা যে ব্যক্তি করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়॥ ১১০ ॥

হে নারদ! পূর্ব্বে কৌথুমশাখোক্ত পাপ নাশন পুণ্যজনক গঙ্গাস্তোত্র সম্বন্ধে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহা বিশেষরূপে তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ১১১ ॥

পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, জগৎপাতা দেবপ্রবর লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন ভগবন্! পাপনাশন পুণ্য-কারণ গঙ্গাস্তোত্র শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় বাসনা হইতেছে অতএব তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১১২ ॥

বিষ্ণু কহিলেন ব্রহ্মন্! গঙ্গাস্তোত্র তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে শিবসঙ্গীত শ্রবণে পরমাত্মা কৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গ দ্রবীভূত হওয়াতে দ্রবময়ী গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে আমি সেই পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীকে প্রণাম করি॥ ১২২ ॥ ১১৩ ॥

গোপৈর্গোপীভিরাকীর্ণ শুভে রাধামহোৎসবে।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমাজাতাং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১১৫ ॥
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা দীর্ঘে লক্ষগুণা ততঃ।
সমাবৃতায়া গোলোকং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১১৬ ॥
ষষ্ঠিলক্ষযোজনায়া ততো দীর্ঘে চতুর্গুণা।
সমাবৃতায়া বৈকুণ্ঠং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১১৭ ॥
বিংশলক্ষযোজনায়া ততো দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণা।
আবৃতা ব্রহ্মলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১১৮ ॥
ত্রিংশল্লক্ষযোজনায়া দীর্ঘে পঞ্চগুণা ততঃ।
আবৃতা শিবলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১১৯ ॥
ষড়যোজনবিস্তীর্ণা দীর্ঘে দশগুণা ততঃ।
মন্দাকিনী যেন্দ্রলোকে তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥১২০॥

সৃষ্টির প্রথমে গোলোক ধামে রাসমণ্ডলে ও শঙ্কর সন্নিধানে যে গঙ্গা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন আমি তাঁহাকে অভিবাদন করি ॥ ১১৪ ॥

গোপ গোপীগণে সমাকীর্ণ রমণীয় রাধামহোৎসব স্থলে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যে গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছে আমি তাঁহাকে প্রণাম করি ॥১১৫॥

গোলোকধামে যাঁহার বিস্তার ষষ্টিলক্ষযোজন এবং দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা লক্ষগুণ, সেই গঙ্গাদেবীকে আমার নমস্কার ॥ ১১৬॥

বৈকুণ্ঠে যাঁহার বিস্তার ষষ্টিলক্ষযোজন ও দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা চতুর্গুণ সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি ॥ ১১৭ ॥

ব্রহ্মলোকে যাঁহার বিস্তার বিংশলক্ষযোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার চতুর্গুণ সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণিপাত করি ॥ ১১৮ ॥

শিবলোকে যাঁহার বিস্তার ত্রিংশৎলক্ষযোজন ও দৈর্ঘ্যে তাহার পঞ্চ-গুণ, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১৯ ॥

লক্ষযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণা ততঃ।
আবৃতা ধ্রুবলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১২১ ॥
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে ষড়্গুণা ততঃ।
আবৃতা চন্দ্রলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১২২ ॥
ষষ্ঠিসহস্র যোজনায়া দৈর্ঘ্যে দশগুণা ততঃ।
আবৃতা সূর্য্যলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১২৩ ॥
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে ষড়্গুণা ততঃ।
আবৃতা সত্যলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১২৪ ॥
দশলক্ষযোজনায়া দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা ততঃ।
আবৃতা যা তপোলোকং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১২৫ ॥

ইন্দ্রলোকে যাঁহার বিস্তার ষড়্‌যোজন ও দৈর্ঘ্য দশগুণ এবং তথায় যিনি মন্দাকিনীনামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন সেই পাপহারিণী পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি ॥ ১২০ ॥

ধ্রুবলোকে যিনি লক্ষযোজন বিস্তীর্ণা ও দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণা হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন সেই গঙ্গাদেবীকে আমার নমস্কার ॥ ১২১ ॥

চন্দ্রলোকে যাঁহার বিস্তার লক্ষযোজন ও দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা ষড়্গুণ সেই পতিতপাবনী গঙ্গার চরণে আমি প্রণাম করি। ১২২ ॥

সূর্য্যলোকে যাঁহার বিস্তার ষষ্টিসহস্রযোজন ও দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা দশগুণ সেই গঙ্গাদেবীর চরণে আমার নমস্কার ॥ ১২৩ ॥

মর্ত্ত্যলোকে যাঁহার বিস্তার লক্ষযোজন ও দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা ষড়্গুণ সেই সুরধুনী ভাগীরথী গঙ্গাকে আমি প্রণাম করি ॥ ১২৪ ॥

তপোলোকে যাঁহার বিস্তার দশলক্ষযোজন ও দৈর্ঘ্যে তাহার পঞ্চগুণ সেই পাপহারিণী গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি ॥ ১২৫ ॥

সহস্রযোজনায়া চ দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণা ততঃ।
আবৃতা জনলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১২৬ ॥
সহস্রযোজনায়া সা দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণা ততঃ।
আবৃতায়া চ কৈলাসং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১২৭ ॥
পাতালে যা ভোগবতী বিস্তীর্ণা দশযোজনা।
ততোদশগুণা দৈর্ঘ্যে তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১২৮ ॥
ক্রোশৈক মাত্র বিস্তীর্ণা ততঃ ক্ষীণা ন কুত্রচিৎ।
ক্ষিতৌ চালকনন্দা যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥১২৯॥
সত্যে যা ক্ষীরবর্ণা চ ত্রেতায়ামিন্দুসন্নিভা।
দ্বাপরে চন্দনাভা চ তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১৩০ ॥
জলপ্রভা কলৌ যাচ নান্যত্র পৃথিবীতলে।
স্বর্গে চ নিত্যং ক্ষীরাভা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥১৩১॥

জনলোকে যাঁহার বিস্তার সহস্র যোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার সপ্তগুণ সেই পরমারাধ্যা পবিত্রকারিণী গঙ্গার চরণে আমার নমস্কার ॥ ১২৬ ॥

কৈলাসধামে যাঁহার বিস্তার সহস্রযোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার সপ্তগুণ সেই ভগবতী গঙ্গাদেবীকে আমি নমস্কার করি ॥ ১২৭ ॥

পাতালে যিনি দশযোজন বিস্তীর্ণা ও দৈর্ঘ্য তাহার দশগুণ হইয়া ভোগবতী নামে বিখ্যাত ও নাগলোক প্রভৃতি সকলকে নিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন সেই গঙ্গার চরণে আমি অভিবাদন করি ॥ ১২৮ ॥

পৃথিবীতলে যিনি ক্রোশমাত্র বিস্তীর্ণা হইয়া অলকনন্দানামে বিখ্যাত রহিয়াছেন এবং ক্ষিতির কোন স্থানেও যাঁহার বিস্তার ক্রোশাপেক্ষা ন্যূন নহে সেই ভগবতী ভাগীরথীকে আমি প্রণাম করি ॥ ১২৯ ॥

যিনি সত্যযুগে ক্ষীরবর্ণা ত্রেতাযুগে চন্দ্রসন্নিভা ও দ্বাপরযুগে চন্দনবর্ণা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণিপাত করি ॥ ১৩০ ॥

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং পুরাণে চ শ্রুতৌ শ্রুতং।
যা পুণ্যদা পাপহর্ত্রী তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহং ॥ ১৩২ ॥
যত্তোয়কণিকাস্পর্শঃ পাপিনাঞ্চ পিতামহ।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং কোটিজন্মার্জ্জিতং দহেৎ ॥ ১৩৩ ॥
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ গঙ্গাপদ্যৈকবিংশতিঃ।
স্তোত্ররূপঞ্চ পরমং পাপঘ্নং পুণ্যবীজকং ॥ ১৩৪ ॥
নিত্যং যোহি পঠেদ্ভক্ত্যা সংপূজ্য চ সুরেশ্বরীং।
অশ্বমেধফলং নিত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩৫ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং ভার্য্যাহীনো লভেৎ প্রিয়াং।
রোগান্মুচ্যেত রোগী চ বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৩৬ ॥

কলিযুগে পৃথিবীতলে যিনি জলপ্রভা হন এবং স্বর্গপুরে সর্ব্বকালে যিনি ক্ষীরবর্ণা থাকেন, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৩১ ॥

বেদ ও পুরাণে যাঁহার অতুল প্রভাব বর্ণিত রহিয়াছে এবং যিনি পাপ ধ্বংস কারিণী ও পুণ্যদায়িনী সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৩২ ॥

পিতামহ! যে গঙ্গাজল কণিকাস্পর্শে পাপিগণের কোটিজন্মার্জ্জিত ব্রহ্ম হত্যাদি পাপ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই ত্রিলোকপাবনী ভীষ্মজননী বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা গঙ্গাদেবীর চরণে আমার নমস্কার ॥ ১৩৩ ॥

হে ব্রহ্মণ্! এই আমি শ্রুতি অপূর্ব্ব একবিংশতি পদ্যে বর্ণিত সর্ব্ব পাপবিনাশন পুণ্যবীজস্বরূপ পরম পবিত্র ভাগীরথী গঙ্গার স্তোত্র তোমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম ॥ ১৩৪ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিযোগে গঙ্গাস্নানপূর্ব্বক সেই সুরেশ্বরী গঙ্গাদেবীর পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার এই স্তব পাঠ করেন তিনি যে অনায়াসে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন তাহার সন্দেহ নাই ॥ ১৩৫ ॥

গঙ্গাদেবীর এই স্তব বিধানানুসারে পাঠ করিলে অপুত্রকের পুত্র ও

অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় গঙ্গাস্তোত্রমিদং শুভং ॥ ১৩৭ ॥
শুভং ভবেত্তু দুঃস্বপ্নং গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ১৩৮ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গঙ্গাস্তোত্রং
সম্পূর্ণং

নারায়ণ উবাচ।
ভগীরথোঽনয়া স্তুত্যা স্তুত্বা গঙ্গাঞ্চ নারদ।
জগাম তাং গৃহীত্বা চ যত্র নষ্টাশ্চ সাগরাঃ ॥ ১৩৯ ॥
বৈকুণ্ঠং তে যযুস্তূর্ণং গঙ্গায়াস্পর্শ বায়ুনা।
ভগীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্মৃতা ॥ ১৪০ ॥

ভার্য্যাহীনের পরমাসুন্দরী ভার্য্যা লাভ হয় এবং রোগী অনায়াসে রোগমুক্ত হয় ও বদ্ধব্যক্তি অক্লেশে বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩৬ ॥

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ পরম পবিত্র গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিলে কীর্ত্তিহীনের কীর্ত্তি লাভ হয় এবং অজ্ঞানীও এই স্তবপ্রভাবে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, আর অধিক কি বলিব গঙ্গাস্নান ফলে দুঃস্বপ্নও সুস্বপ্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণ।

হে নারদ! মহাত্মা ভগীরথ এইরূপ স্তোত্রে গঙ্গাদেবীর স্তব করিয়া যেস্থানে সগরসন্তানগণ কপিল কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিল সেই স্থানে তাঁহাকে লইয়া গমন করিলেন ॥ ১৩৯ ॥

হে দেবর্ষে! আশ্চর্য্য বিষয় শ্রবণ কর, অতঃপর গঙ্গার স্পর্শ বায়ু-

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমং।
পুণ্যদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১৪১॥

নারদ উবাচ।

শিবসঙ্গীতসংমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণদ্রবতাং গতে।
দ্রবতাঞ্চ গতায়াঞ্চ রাধায়াং কিং বভূবহ ॥ ১৪২ ॥
তত্রস্থাশ্চ জনা যে যে তে চ কিং চক্রুরুত্তমং।
এতৎ সর্ব্বং সুবিস্তীর্ণং কৃত্বা বক্তুমিহার্হসি ॥ ১৪৩ ॥

নারায়ণ উবাচ।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াঞ্চ রাধায়াঃ সুমহোৎসবে।
কৃষ্ণসংপূজ্যতাং রাধা মুবাস রাসমণ্ডলে ॥ ১৪৪ ॥

যোগেই সগরপুত্রগণ মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দিব্যরূপে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। এবং গঙ্গাদেবী ভগীরথ কর্ত্তৃক পৃথিবীতলে সমানীতা হওয়াতে তিনি ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৪০ ॥

নারদ! এই আমি পুণ্য ও মোক্ষপ্রদ পবিত্র গঙ্গার উপাখ্যান সবিস্তরে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব ॥ ১৪১ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! শিব সঙ্গীত শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকা দ্রবীভুতা হইলে কি হইল এবং তথায় যাঁহারা অবস্থিত ছিলেন তাঁহারাই বা কি উৎকৃষ্ট কার্য্য করিলেন সেই সমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া শ্রবণপিপাসা বিদূরিত করুন্ ॥ ১৪২ ॥ ১৪৩ ॥

দেবঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কহিলেন, নারদ! কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে শ্রীমতী রাধার মহোৎসবকালে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার পূজা করিয়া রাস মণ্ডলে তাঁহার সহিত বাস করিয়াছিলেন ॥ ১৪৪ ॥

কৃষ্ণেন পূজিতাং তাস্ত সংপূজ্য হৃষ্টমানসাঃ।
উচুর্ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সনকাদয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণ সংগীতঞ্চ সরস্বতী।
জগৌ সুন্দরতানেন বীনয়া চ মনোহরং ॥ ১৪৭ ॥
তুষ্টো ব্রহ্মা দদৌ তস্যৈ রত্নেন্দ্রসারহারকং।
শিরোমণীন্দ্র সারঞ্চ সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডদুর্লভং ॥ ১৪৭ ॥
কৃষ্ণকৌস্তুভরত্নঞ্চ সর্ব্বরত্নাৎ পরং বরং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ হারসারঞ্চ রাধিকা ॥ ১৪৮ ॥
নারায়ণশ্চ ভগবান্ বনমালাং মনোহরাং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ লক্ষ্মীর্ম্মকরকুণ্ডলং ॥ ১৪৯ ॥
বিষ্ণুমায়া ভগবতী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।

শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি পরমর্ষিগণ পুলকিতান্তঃকরণে যথাসম্ভব বিধি অনুসারে রাধিকার পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লগিলেন ॥ ১৪৫ ॥

ঐ সময়ে সরস্বতী দেবী বীণাসংযোগে মধুরস্বরে অপূর্ব্ব তানে মনোহর কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৬ ॥

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া সরস্বতী দেবীকে রত্নেন্দ্রসার বিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট হার ও সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড দুর্লভ শিরোরত্ন প্রদান করিলেন ॥ ১৪৭ ॥

সেই সঙ্গীত শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীকে সর্ব্বরত্ন প্রধান কৌস্তুভরত্ন প্রদান করিলেন; রাধিকা অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত হার দিলেন, সনাতন নারায়ণ মনোহর বনমালা ও লক্ষ্মীদেবী অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মকর কুণ্ডল প্রদান করিলেন ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥

দুর্গা নারায়ণীশানী বিষ্ণুভক্তীং সুদুর্ল্লভাং ॥ ১৫০ ॥
ধর্ম্মবুদ্ধিঞ্চ ধর্ম্মশ্চ যশশ্চ বিপুলং ভবে।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাং বহ্নির্ব্বায়ুশ্চ মণিনূপুরং ॥ ১৫১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুর্ব্রহ্মণা প্রেরিতো মুহুঃ।
জগৌ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীতং রাসোল্লাস সমন্বিতং ॥ ১৫২ ॥
মূর্চ্ছাং প্রাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে চিত্রপুত্তলিকা যথা।
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য দদৃশু রাসমণ্ডলং ॥ ১৫৩ ॥
স্থলং সর্ব্বং জলাকীর্ণং রাধাকৃষ্ণবিহীনকং।
অত্যুচ্চৈঃ রুরুদুঃ সর্ব্বে গোপগোপ্যঃসুরাদ্বিজাঃ ॥১৫৪॥
ধ্যানেন ব্রহ্মা বুবুধে সর্ব্বমেবমভীপ্সিতং।
গতশ্চ রাধয়াসার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণো দ্রবতামিতি ॥ ১৫৫ ॥

যে মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী ভগবতী বিষ্ণু মায়া দুর্গা নারায়ণী ও ঈশানী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন তিনিও সঙ্গীত শ্রবণে পরিতুষ্টা হইয়া সরস্বতীকে সুদুর্লভ বিষ্ণুভক্তি প্রদান করিলেন ॥ ১৫০ ॥

ধর্ম্মও তুষ্ট হইয়া বাগ্দেবীকে ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিপুল যশ, অনল অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং বায়ু, মণিময় নূপুর প্রীতিপূর্ব্বক অর্পণ করিলেন ॥ ১৫১ ॥

ঐ সময়ে ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি মহাদেব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বারংবার প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসোল্লাস বিষয়ক গীত গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৫২ ॥

দেবাদিদেবের সঙ্গীত শ্রবণে সমস্ত দেবগণ মূর্চ্ছিত হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিত রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য হইলে রাসমণ্ডলের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইল ॥ ১৫৩ ॥

নারদ! আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রবণ কর, তৎকালে গোপ গোপী সকল দেবতা সমস্ত ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই দেখিলেন রাসমণ্ডল রাধা কৃষ্ণ বিহীন এবং কেবল জলাকীর্ণ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥১৫৪॥

ততো ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরং।
স্বমূর্ত্তিং দর্শয় বিভো বাঞ্ছিতং বরমেব নঃ ॥ ১৫৬ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগ্বভূবাশরীরিণী।
তামেব শুশ্রুবুঃ সর্ব্বে সুব্যক্তাং মধুরান্বিতাং ॥ ১৫৭ ॥
সর্ব্বাত্মাহমিয়ং শক্তির্ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা।
মমাপ্যস্যাশ্চ তে দেবা দেহেন চ কিমাবয়োঃ ॥ ১৫৮ ॥
মনবো মানবাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চৈব বৈষ্ণবাঃ।
মন্মন্ত্রপূতা মাং দ্রষ্টুমাগমিষ্যন্তি যৎপদং ॥ ১৫৯ ॥
মূর্ত্তিং দ্রষ্টুঞ্চ সুব্যগ্রা যূয়ং যদি সুরেশ্বরাঃ।
করোতি শম্ভুস্তত্রৈবমদীয়ং বাক্যপালনং ॥ ১৬০ ॥

তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, ধ্যানযোগে পরিজ্ঞাত হইলেন শিব-সঙ্গীত শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার সহিত দ্রবীভূত হইয়াছেন।। ১৫৫ ।।

ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহা জ্ঞাত হইয়া এই বলিয়া পরাৎপর কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন বিভো ! তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আমাদিগের বাঞ্ছিত বর প্রদান কর ।। ১৫৬ ।।

তাঁহারা এইরূপে প্রার্থনা করিতেছেন ইত্যবসরে অতি আশ্চর্য্য মধুরস্বরে এরূপ সুস্পষ্ট দৈববাণী হইল যে তত্রত্য সকলেই তাহা শ্রবণ গোচর করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন ।। ১৫৭ ।।

সেই দৈববাণী এই – দেবগণ ! আমি সর্ব্বাত্মা এবং মদীয়া শক্তি শ্রীরাধা কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ মূর্ত্তিধারণ করিয়া থাকি। অতএব আমার ও মৎশক্তি শ্রীমতী রাধার দেহে প্রয়োজন নাই ।। ১৫৮ ।।

হরিভক্তিপরায়ণ মনু মানব ও মুনিগণ আমার মন্ত্রোপাসনায় পবিত্র হইয়া আমায় দর্শনার্থ মদীয় স্থানে আগমন করিতে পারিবে ।। ১৫৯ ।।

স্বয়ং বিধাতা ত্বং ব্রহ্মন্নাজ্ঞাং কুরু জগদ্গুরুং।
কর্ত্তুং শাস্ত্রবিশেষঞ্চ বেদাঙ্গং সুমনোহরং ॥ ১৬১ ॥
অপূর্ব্বমন্ত্রনিকরৈঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদৈঃ।
স্তোত্রৈশ্চ কবচৈর্ধ্যানৈর্যুতং পূজাবিধি ক্রমৈঃ ॥ ১৬২ ॥
মন্মন্ত্র কবচস্তোত্রং কৃত্বা যত্নেন গোপয়।
ভবন্তি বিমুখা যেন জনানাং তৎকরিষ্যতি ॥ ১৬৩ ॥
সহস্রেষু শতেষ্বেকো মন্মন্ত্রোপাসকো ভবেৎ।
তে তে জনা মন্ত্রপূতাশ্চাগমিষ্যন্তি মৎপদং ॥ ১৬৪ ॥
অন্যথা চ ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে গোলোকবাসিনঃ।
নিষ্ফলং ভবিতা সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চৈব ব্রহ্মণঃ ॥ ১৬৫ ॥

হে দেবগণ! যদি তোমরা আমার মূর্ত্তি দর্শনে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া থাক তাহাহইলে দেবদেব শঙ্কর আমার বাক্য পালন করুন ॥ ১৬০ ॥

ব্রহ্মন্! তুমি স্বয়ং সর্ব্ববিষয়ের বিধান কর্ত্তা অতএব তুমি জগদ্গুরু শিবকে বেদাঙ্গ মনোজ্ঞ শাস্ত্রবিশেষ প্রণয়ন করিতে আজ্ঞা কর ॥ ১৬১ ॥

আমার অপূর্ব্ব মন্ত্র স্তোত্র ধ্যান ও পূজা বিধি সর্ব্বাভীষ্ট প্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব তুমি আমার মন্ত্র কবচ ও স্তোত্র যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া যাহাতে মানবগণ আমার মন্ত্রোপাসনায় বিমুখ না হয় তুমি তাহাই করিলে সন্তোষ লাভ করিব ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥

শতসহস্র জনের মধ্যে একজন আমার মন্ত্রোপাসক হইবে, যাহারা আমার মন্ত্রোপাসনা করিবে তাহারা অনায়াসে আমার অনুগ্রহপাত্র হইয়া মদীয় পাদপদ্ম লাভ করিতে পারিবে ॥ ১৬৪ ॥

আমার মন্ত্রোপাসক না হইয়া সকলেই যদি গোলোক বাসী হয় তাহা হইলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিফল সৃষ্টি হইয়া যায় ॥ ১৬৫ ॥

জনাঃ পঞ্চপ্রকারাশ্চ যুক্তা স্রষ্টুর্ভবেত্তবে।
পৃথিবীবাসিনঃ কেচিৎ কেচিৎস্বর্গনিবাসিনঃ॥ ১৬৬॥
অধো নিবাসিনঃ কেচিৎ ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ।
কেচিদ্বা বৈষ্ণবাঃ কেচিন্মমলোকনিবাসিনঃ॥ ১৬৭॥
ইদং কর্ত্তুং মহাদেবঃ করোতু দেবসংসদি।
প্রতিজ্ঞাং সুদৃঢ়াং সদ্যস্ততো মূর্ত্তিঞ্চ দ্রক্ষ্যসি॥ ১৬৮॥
ইত্যেবমুক্ত্বা গগনে বিররাম সনাতনঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা চ জগন্নাথস্তমুবাচ শিবং মুদা॥ ১৬৯॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা জ্ঞানেশো জ্ঞানিনাং বরঃ।
গঙ্গাতোয়ং করে ধৃত্বা স্বীকারঞ্চ চকার সঃ॥ ১৭০॥
সংযুক্তং বিষ্ণুমায়াদ্যৈঃ মন্ত্রাদ্যৈঃ শাস্ত্রমুত্তমং।
বেদসারং করিষ্যামি কৃষ্ণাজ্ঞাপালনায় চ॥ ১৭১॥

. সৃষ্টিবিষয়ী ভুত সংসারে পঞ্চবিধ লোকের অধিষ্ঠান থাকে, তদনুসারে কেহ কেহ পৃথিবীতে কেহ কেহ স্বর্গে কেহ কেহ পাতাল তলে কেহ কেহ ব্রহ্মলোকে ও কেহ কেহ আমার লোকে অর্থাৎ গোলকে বাস করে এবং কেহ কেহ বা হরিভক্তিপরায়ণ হয়॥ ১৬৬॥ ১৬৭॥

যাহাতে ঐরূপ নিয়ম বিদ্যমান থাকে দেবাদিদেব দেবসভামধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া দৃঢ় পতিজ্ঞা সহকারে সেই নিয়ম সংস্থাপন করুন। এরূপ হইলে তুমি আমার মূর্ত্তি দর্শন করিতে সক্ষম হইবে॥ ১৬৮॥

সনাতন হরি দৈববাণীতে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে পর সর্ব্বলোক পিতামহ বিশ্বশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মা অতিশয় ব্যগ্রসহকারে প্রহৃষ্টমনে দেবাদিদেব মহাদেবকে সেই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন॥ ১৬৯॥

জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য জ্ঞানেশ্বর শঙ্কর ব্রহ্মার মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া করে গঙ্গাজল ধারণ পূর্ব্বক ইহা স্বীকার করিলেন আমি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের

গঙ্গাতোয়মুপস্পৃশ্য মিথ্যা যদি বদেজ্জনঃ।
স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ১৭২ ॥
ইত্যুক্তে শঙ্করে ব্রহ্মন্ গোলোকেশ্বরসংসদি।
আবির্ব্বভূব শ্রীকৃষ্ণ রাধয়া সহ তৎপরঃ ॥ ১৭৩ ॥
তেতং দৃষ্ট্বা চ সংহৃষ্টাঃ সংস্তূয় পুরুষোত্তমং।
পরমানন্দপূর্ণাশ্চ চক্রুশ্চ পুনরুৎসবং ॥ ১৭৪ ॥
কালেন শম্ভু ভগবান শাস্ত্রদীপং চকার সঃ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং সুগোপ্যঞ্চ সুদুর্লভং ॥ ১৭৫ ॥
সাএবং দ্রবরূপা যা গঙ্গা গোলোকসম্ভবা।
রাধাকৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা ভক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥ ১৭৬ ॥

আজ্ঞাপালনার্থ বিষ্ণুমায়া ও মন্ত্রাদি সংযুক্ত বেদবিহিত উৎকৃষ্ট শাস্ত্র প্রণয়ন করিব। এবং গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া যদি কেহ কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাকে ব্রহ্মার পরমায়ুকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নামক নরকে বাস করিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয় ॥ ১৭০ ॥ ১৭১ ॥ ১৭২ ॥

হে ব্রহ্মন্ কৈলাসনাথ ত্রিলোচন, গোলোকপতির সভামধ্যে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে তথায় ভক্তবৎসল দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার সহিত আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৭৩ ॥

সভাস্থগণ সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন পূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ মনে তাঁহার স্তব করিয়া পুনর্ব্বার উৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৭৪ ॥

কালক্রমে ভগবান্ ভূতনাথ স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে শাস্ত্রদীপ আবিষ্কার করিলেন। এই আমি অতি গূঢ় সুদুর্লভ বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এই রূপে গঙ্গাদেবী গোলোক ধামে দ্রবময়ী হইয়াছেন। তিনি রাধা কৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা এবং ভক্তি ও মুক্তি প্রদায়িনী, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্থানে স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন। তিনিই কৃষ্ণস্বরূপা ও

স্থানে স্থানে স্থাপিতাং সা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
কৃষ্ণস্বরূপা পরমা সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপূজিতা॥ ১৭৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে গঙ্গোপাখ্যানং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

পরমা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হন এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই যে তাঁহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে তাহার আর সন্দেহমাত্র নাই॥ ১৭৫॥ ১৭৬॥ ১৭৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সমাপ্তোঽয়ং দশমোঽধ্যায়ঃ

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কলেঃ পঞ্চসহস্রে সা সমতীতে সুরেশ্বরী।
ক্ক গতা সা মহাভাগা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ভারতং ভারতীশাপাৎ সমাগত্যেশ্বরেচ্ছয়া।
জগাম তঞ্চ বৈকুণ্ঠং শাপান্তে পুনরেব সা ॥ ২ ॥
ভারতং ভারতীত্যক্ত্বা জগাম তং হরেঃ পদং।
পদ্মাবতী চ শাপান্তে গঙ্গায়া চৈব নারদ ॥ ৩ ॥
গঙ্গাসরস্বতীলক্ষ্মীশ্চৈতাস্তিস্রঃ প্রিয়া হরেঃ।
তুলসীসহিতা ব্রহ্মংশ্চতস্রঃ কীর্ত্তিতাঃ শ্রুতৌ ॥ ৪ ॥

নারদ উবাচ।

বভূব সা মুনিশ্রেষ্ঠ গঙ্গা নারায়ণপ্রিয়া।
অহো কেন প্রকারেণ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্! কলির পঞ্চ সহস্র বর্ষ অতীত হইলে সেই সুরেশ্বরী মহাভাগা পতিতপাবনী গঙ্গা কোথায় গমন করিলেন, আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! ঈশ্বরেচ্ছায় সরস্বতীর অভিশাপে গঙ্গাদেবী ভারতে অবতীর্ণা হইয়া আবার শাপান্তে সেই বৈকুণ্ঠ ধামে গমন পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিলেন। গঙ্গার শাপান্ত হইলে সরস্বতী ও লক্ষ্মী দেবীও ভারত পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সেই সনাতন হরির পাদপদ্ম প্রাপ্ত হন, এইরূপে গঙ্গা সরস্বতী ও লক্ষ্মী এই তিনজনেই হরিপ্রিয়া বলিয়া কথিতা আছেন এতদ্ভিন্ন তুলসীও হরিপ্রিয়া, সুতরাং সনাতন সর্ব্বনিয়ন্তা হরির চারি ভার্য্যা বেদে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

শ্রীনারায়ণ লবাচ।

পুরা বভূব গোলোকে সা গঙ্গা দ্রবরূপিণী।
রাধকৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা তদংশা তৎস্বরূপিণী॥ ৬॥
দ্রবাধিষ্ঠাতৃরূপায়া রূপেণা প্রতিমা ভুবি।
নবযৌবনসম্পন্না রত্নাভরণভূষিতা॥ ৭॥
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মাস্যা সস্মিতা সুমনোহরা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা শতচন্দ্রসমপ্রভা॥ ৮॥
স্নিগ্ধপ্রভাতিসুস্নিগ্ধা শুদ্ধসত্বস্বরূপিণী।
সুপীন কঠিনশ্রোণী সুনিতম্বযুগং বরং॥ ৯॥

নারদ কহিলেন প্রভো! সুরেশ্বরী গঙ্গাদেবী কিরূপ প্রকার পরব্রহ্ম হরির প্রিয়া হইলেন তাহা শ্রবণকরিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ৫॥

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! পূর্ব্বে গঙ্গাদেবী গোলোকধামে দ্রবরূপিণী হইয়াছিলেন। তিনি রাধা-কৃষ্ণাঙ্গ সম্ভূতা বলিয়া কথিতা আছেন। রাধা কৃষ্ণের অংশজাতা সুতরাং তাঁহাকে তৎস্বরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়॥ ৬॥

সেই দ্রবময়ী গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অলৌকিক রূপবতী নবযৌবন-সম্পন্না ওবিবিধ রত্ন ভূষণ ভূষিতা হইয়া আবির্ভূতা হন॥ ৭॥

তৎকালে তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, অঙ্গ জ্যোতিঃ শরচ্চন্দ্রের ন্যায় ও মুখমণ্ডল শরৎকালীন মাধ্যাহ্নিক পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, তখন তিনি সেই মনোহর বেশে মৃদু মধুর হাস্য করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৮॥

তিনি শুদ্ধসত্বস্বরূপিনী ও মতি সুস্নিগ্ধা সুতরাং তাহার দীপ্তিও অতি স্নিগ্ধ এবং তদীয় নিতম্বও বিলক্ষণ স্থূল ও কঠিন॥ ৯॥

পীনোন্নত সুকঠিনং স্তনযুগ্মং সুবর্ত্তুলং।
সুচারুনেত্রযুগলঞ্চ সকটাক্ষং সুবঙ্কিমং॥ ১০ ॥
বঙ্কিমং কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতং।
সিন্দূরবিন্দুললিতং সার্দ্ধং চন্দনবিন্দুভিঃ॥ ১১ ॥
কস্তূরীপত্রিকাযুক্তং গণ্ডযুগ্মং মনোহরং।
বন্ধূককুসুমাকারং অধরৌষ্ঠঞ্চ সুন্দরং॥ ১২ ॥
পক্বদাড়িম্ববীজাভাং দন্তপংক্তিসমুজ্জ্বলাং।
বাসসা বহ্নিশুদ্ধে চ নীবীযুক্তে চ বিভ্রতী॥ ১৩ ॥
সা সকামা কৃষ্ণপার্শ্বে সমুবাস সলজ্জিতা।
বাসসা মুখমাচ্ছাদ্য লোচনাভ্যাং বিভোর্মুখং॥ ১৪ ॥
নিমেষরহিতাভ্যাঞ্চ পিবন্তী সততং মুদা।
প্রফুল্লবদনা হর্ষা নবসঙ্গমলালসা॥ ১৫ ॥

তাঁহার স্তনযুগল সম্পূর্ণ বর্ত্তুল স্থূল উন্নত ও কঠিন এবং নয়নযুগল বঙ্কিম, তাহাতে আবার মনোহর কটাক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ১০॥

তদীয় কবরীভার বঙ্কিম এবং তাহাতে মালতীমালা বেষ্টিত আর তাঁহার ললাটে চন্দন বিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু শোভাপাইতেছে॥ ১১॥

তাঁহার গণ্ডদ্বয় কস্তূরী পত্রে চিত্রিত থাকাতে মনোহর হইয়াছে এবং তদীয় সুন্দর অধর ও ওষ্ঠ বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হওয়াতে যে অপূর্ব্ব বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে আহার সংশয় মাত্র নাই॥ ১২॥

তিনি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল নিতম্বে নিবেশিত করিয়াছেন এবং তাহার দন্তপংক্তি পক্কদাড়িম্ব বীজেরন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে॥ ১৩॥

গঙ্গা দেবী এইরূপ শোভান্বিতা হইয়া সকামে সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া বসনে বদন মণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিমেষ-শূন্য নয়নযুগলে যেন তাঁহার মুখকমলের মধুপান করিতে লাগিলেন।

মূর্চ্ছিতা প্রভুরূপেণ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিদ্যমানা চ রাধিকা॥ ১৬॥
গোপী ত্রিংশৎকোটিযুক্তা কোটিচন্দ্রসমপ্রভা।
কোপেন রক্তপদ্মাস্যা রক্তপঙ্কজলোচনা॥ ১৭॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা গজেন্দ্রমন্দগামিনী।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ নানাভরণভূষিতা॥ ১৮॥
অমূল্যখচিতং হার অমূল্যং বহ্নিশৌচকং।
পীতাভ বস্ত্রযুগলং নীবীযুক্তঞ্চ বিভ্রতীং॥ ১৯॥
স্থলপদ্মপ্রভাযুক্তাং কোমলঞ্চ সুরঞ্জিতং।
কৃষ্ণদত্তার্ঘ্যসংযুক্তং বিনিস্যন্তী পদাম্বুজং॥ ২০॥
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং বিমানদেবরুহ্য চ।

আনন্দে মুখ প্রফুল্ল হইল এবং তাঁহার ভ্রূভঙ্গিমা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন নবসঙ্গমের লালসা প্রকাশ পাইতেছে॥ ১৪॥ ১৫॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন। ঐ সময়ে কোটিচন্দ্র সমপ্রভা শ্রীমতী রাধিকা ত্রিশৎ কোটি গোপিকার সহিত তথায় আগমন করিতে ছিলেন সুতরাং তৎসমস্ত নয়ন গোচর হওয়াতে ক্রোধে তাঁহার মুখ মণ্ডল ও নয়নযুগল রক্ত পদ্মের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল॥ ১৬॥ ১৭॥

তখন সেই শ্বেত চম্পক বর্ণাভা গজেন্দ্রগামিনী শ্রীমতী রাধিকা অমূল্য রত্নবিনির্ম্মিত নানা অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা হইয়া গলদেশে অমূল্য রত্ন-খচিত হার, নিতম্বদেশে বহ্নিশুদ্ধ পিতবর্ণ আভাযুক্ত বসন যুগল সোভা-ন্বিত এবং স্থলপদ্মেরন্যায় প্রভাসম্পন্ন সুকমল সুরঞ্জিত চরণ পদ্ম বিন্যাস পূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার চরণাম্বুজে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত অর্ঘ্য শোভিত হইতে লাগিল॥ ১৮॥ ১৯॥ ২০॥

সেব্যমানা চ সখিভিঃ শ্বেতচামরবায়ুনা ॥ ২১ ॥
কস্তুরীবিন্দুভির্যুক্তং চন্দনেন্দুসমন্বিতং।
দীপ্তদীপপ্রভাকারং সিন্দূরবিন্দুসুন্দরং ॥ ২২ ॥
দধতী ভালমধ্যে চ সীমন্তাধস্তথোজ্জ্বলে।
পারিজাতপ্রসূনানাং মণিযুক্তং সুবঙ্কিমং ॥ ২৩ ॥
সুচারুকবরীভারং কম্পয়ন্তী চ কম্পিতা।
সুচারুনাসাসংযুক্তমোষ্ঠং কম্পয়তী রুষা ॥ ২৪ ॥
গত্বাবাস কৃষ্ণপার্শ্বে রত্নসিংহাসনে বরে।
সখীনাঞ্চ সমূহৈশ্চ পরিপূর্ণা বিভোঃ সভা ॥ ২৫ ॥
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা সমুত্তস্থৌ কৃষ্ণঃ সাদরপূর্ব্বকং।
সংভাষ্য মধুরাভাষৈঃ সস্মিতশ্চ সসম্ভ্রমঃ ॥ ২৬ ॥

সেই কৃষ্ণমনোমোহিনী শ্রীমতী যখন উৎকৃষ্ট রত্নসার নির্ম্মিত বিমান হইতে গজেন্দ্রগামিনী হইয়া অবরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিলেন তখন সখীগণ তাঁহার অঙ্গে শ্বেতচামর বীজন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥

তখন শ্রীমতীর ললাটে কস্তূরী বিন্দুযুক্ত চন্দ্রবৎ চন্দনবিন্দু সীমন্ত-নিম্নে, উজ্জ্বল ভালদেশে দীপপ্রভাকার সুন্দর সিন্দূর বিন্দু এবং মস্তকে পারিজাত কুসুম বেষ্টিত মণিযুক্ত সুবঙ্কিম সুচারু কবরীভারের শোভার ইয়ত্তা হইল না, এইভাবে আগমন কালে তাঁহার সেই সুন্দর কবরীভার বিচলিত হইতে লাগিল এবং ক্রোধ ভরে তদীয় সুচারু নাসাসমন্বিত ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

এইরূপে শ্রীমতী কৃষ্ণপার্শ্বে গমন করিয়া উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসনে উপ-বেশন করিলেন। তখন শ্রীমতীর সখীগণে পরিবেষ্টিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের সভার শোভায় পরিপূর্ণ হইল ॥ ২৫ ॥

পুরুষোত্তম কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে দর্শন করিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রো-

প্রণেমুরভিসংত্রস্তা গোপা নম্রাত্মকন্ধরাঃ।
তুষ্টুবুস্তে চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাব পরমেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥
উত্থায় গঙ্গা সহসা সম্ভাষাঞ্চ চকার সা।
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ ভীতাতিবিনয়েন চ ॥ ২৮ ॥
নম্রভাগস্থিতাত্রস্তা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা।
ধ্যানেন শরণাপন্না শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে ॥ ২৯ ॥
তদ্ধৃৎপদ্মেস্থিতঃ কৃষ্ণো ভীতায়ৈবাভয়ং দদৌ।
বভূব স্থিরচিত্তা সা সর্ব্বেশ্বরবরেণ চ ॥ ৩০ ॥
ঊর্দ্ধসিংহাসনস্থাঞ্চ রাধাং গঙ্গা দদর্শ সা।
সুস্নিগ্ধাং সুখদৃশ্যাঞ্চ জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩১ ॥

স্থানে পূর্ব্বক সহাস্য বদনে পরম সমাদরে মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

তখন গোপীগন নতকন্ধর হইয় ত্রস্তমনে ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। পরাৎপর দয়াময় কৃষ্ণও তাহাদিগের স্তুতিবাদ করিতে ত্রুটি করিলেন না ॥ ২৭ ॥

ঐসময় গঙ্গাদেবী শঙ্কিত মনে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সবিনয় সম্ভাষণে শ্রীমতীকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীমতীর দর্শনে ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু পরিশুষ্ক হইয়া উঠিল, সুতরাং তিনি তথায় বিনয়াবনতা হইয়া ধ্যানে সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে শরণাপন্না হইলেন ॥ ২৯ ॥

এই ভাবে গঙ্গাদেবী সভয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণসরোজে শরণ গ্রহণ করিলে, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। সুতরাং সেই সর্ব্বেশ্বর সনাতন হরির বরে গঙ্গার অন্তঃকরণ সুস্থির হইল ॥ ৩০ ॥

তখন গঙ্গাদেবী দেখিলেন সুস্নিগ্ধা সুখদৃশ্যা শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণপার্শ্বে

অসংখ্যব্রহ্মণামাদ্যাং চাদিসৃষ্টিং সনাতনীং।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়াং কন্যাঞ্চ নবযৌবনাং ॥ ৩২ ॥
বিশ্ববৃন্দে নিরুপমাং রূপেণ চ গুণেন চ।
শান্তা কান্তা মনন্তান্তামাদ্যন্তরহিতাং সতীং ॥ ৩৩ ॥
শুভাং সুভদ্রাং সুভগাং স্বামি সৌভাগ্যসংযুতাং।
সৌন্দর্য্যসুন্দরীশ্রেষ্ঠাং সর্ব্বাসু সুন্দরীষু চ ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণার্দ্ধাঙ্গাং কৃষ্ণসমাং তেজসা বয়সা ত্বিষা।
পূজিতাঞ্চ মহালক্ষ্মীং মহালক্ষ্মীশ্বরেণ চ ॥ ৩৫ ॥
প্রচ্ছাদ্যমানাং প্রভয়া সভামীশস্য সুপ্রভাং।
সখিদত্তং ভুক্তবতীং তাম্বূলমন্যদুর্লভাং ॥ ৩৬ ॥

উন্নত রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছেন এবং ব্রহ্মতেজে তাঁহার অঙ্গ সকল বিলক্ষণ সমুজ্জ্বল হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা আদ্যাশক্তি সনাতনী ও আদিসৃষ্টি রূপে কীর্ত্তিতা আছেন তথাপি গঙ্গাদেবী শ্রীকৃষ্ণ সভায় তাঁহাকে নবযৌবনা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যারূপিণী দর্শন করিলেন ॥ ৩২ ॥

সমস্ত বিশ্বে রাধিকা নিরুপমা, তাঁহার তুল্য রূপবতী ও গুণবতী নারী দ্বিতীয়া নাই। তিনি শমগুণান্বিতা অনন্তা আদ্যন্ত রহিতা ও ত্রিজগৎ-সংসারের প্রধানা সাধ্বীরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন ॥ ৩৩ ॥

সেই রাধিকা শুভদায়িনী, সুভদ্রা, সুভগা, স্বামিসৌভাগ্যসংযুক্তা পরমাসুন্দরী ও সর্ব্ব নারীর প্রধানা বলিয়া গণনীয়া হন ॥ ৩৪ ॥

তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তেজ, বয়ঃক্রম ও কান্তি প্রভৃতি সর্ব্বাংশেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমযোগ্যা, মহালক্ষ্মী-শ্বর কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই মহালক্ষ্মীরূপা রাধিকা পূজিতা হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

তাঁহার অঙ্গজ্যোতি বিকীর্ণ হওয়াতে কৃষ্ণের সভা যৎপরোনাস্তি

অজন্যাং সর্ব্বজননীং ধন্যাং মান্যাঞ্চ মানিনীং।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীঞ্চ প্রাণপ্রিয়তমাং রমাং ॥ ৩৭ ॥
দৃষ্ট্বা রাসেশ্বরীং তৃপ্তিং ন জগাম সুরেশ্বরী।
নিমেষরহিতাভ্যাঞ্চ লোচনাভ্যাং পপৌ চ তাং ॥ ৩৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগদীশমুবাচ সা।
বাচা মধুরয়া শান্তা বিনীতা সস্মিতা মুনে ॥ ৩৯ ॥

রাধিকোবাচ।

কোয়ং প্রাণেশকল্যানী সস্মিতা ত্বন্মুখাম্বুজং।
পশ্যন্তী সততং পার্শ্বে সকামারক্তলোচনা ॥ ৪০ ॥
মূর্চ্ছাং প্রাপ্নোতি রূপেণ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা।
বস্ত্রেণ মুখমাচ্ছাদ্য নিরীক্ষন্তী পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥

আলোকময় হইয়া উঠিল। এইরূপ প্রভাসম্পন্না শ্রীমতী রাধা সখীপ্রদত্ত অন্য দুর্লভ তাম্বুল চর্ব্বন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

সেই রাধিকা, জন্ম রহিতা সর্ব্বজননী ধন্যা মান্যা মানিনী লক্ষ্মীরূপা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা। দেবি ! অধিক কি তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়-তমা বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধা আছেন ॥ ৩৭ ॥

সুরেশ্বরী গঙ্গাদেবী, রাসেশ্বরী রাধিকার দর্শনে তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরি দেবদুর্লভ সুধাবোধে যেন পান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

ঐসময়ে শ্রীমতী রাধিকা বিনীত ভাবে সহাস্য বদনে মধুর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রাণনাথ ! এই যে নারী তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া সকামে আরক্ত নয়নে সতত তোমার মুখ কমল নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইনি কে ? ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

তোমার রূপ দর্শনে ঐ নারী পুলকাঞ্চিতা ও মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন ও

ত্বঞ্চাপি মাং সন্নিরীক্ষ্য সকামঃ সস্মিতঃ সদা।
ময়ি জীবতি গোলোকে ভূতা দুর্ব্বৃত্তিরীদৃশী ॥ ৪২ ॥
ত্বমেব চৈবং দুর্ব্বৃত্তং বারংবারং করোষি চ।
ক্ষমাং করোমি প্রেম্না চ স্ত্রীজাতিঃ স্নিগ্ধমানসা ॥ ৪৩ ॥
সংগৃহ্য মাং প্রিয়ামিষ্টাং গোলোকাদ্গচ্ছ লম্পট।
অন্যথা নহি তে ভদ্রং ভবিষ্যতি ব্রজেশ্বর ॥ ৪৪ ॥
দৃষ্টস্ত্বং বিরজামুক্তো ময়া চন্দনকাননে।
ক্ষমাকৃতা ময়া পূর্ব্বং সখীনাং বচনাদহো ॥ ৪৫ ॥
ত্বয়া মৎশব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং পুরা।
দেহং সন্ত্যজ্য বিরজা নদীরূপা বভূব সা ॥ ৪৬ ॥

ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য পাইয়া বসনে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া বারংবার তোমার প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

নাথ! আমাকে দর্শন করিলে তোমার মুখ কমলে মধুর হাস্য বিকশিত হয় এবং তুমি সকাম হইয়া থাক, কিন্তু আমি বিদ্যমানে গোলোকে তোমার এরূপ দুর্ব্বৃত্তা ঘটিয়াছে কেন? ॥ ৪২ ॥

তুমি বারংবার দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছ কিন্তু এক্ষণে এরূপ দেখিতেছি কেন? আমি নারীজাতি সুলভ কোমল চিত্ত বশতঃ প্রেমে তৎসমুদায় ক্ষমা করিয়াছি ॥ ৪৩ ॥

লম্পট! এক্ষণে তুমি ঐ প্রিয়া ভার্য্যা লইয়া গোলোক হইতে প্রস্থান কর। ব্রজেশ্বর! অন্যথা করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বে চন্দন কাননে যখন তুমি বিরজার সহিত মিলিত হইয়াছিলে তখন আমি সখিগণ বাক্যে তোমাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম ॥ ৪৫ ॥

তৎকালে তুমি আমার আগমন শব্দ শ্রবণ মাত্র অন্তর্হিত হইয়াছিলে এবং বিরজাও দেহ ত্যাগ করিয়া নদীরূপা হইয়া ছিল ॥ ৪৬ ॥

কোটি যোজনবিস্তীর্ণা ততো দীর্ঘে চতুর্গুণা।
অদ্যাপি বিদ্যমানা সা তব সংকীর্ত্তিরূপিণী ॥ ৪৭ ॥
গৃহং ময়ি গতায়াঞ্চ পুনর্গত্বা তদন্তিকং।
উচ্চৈররোসীর্ব্বিরজে বিরজেতি চ সংস্মরন্ ॥ ৪৮ ॥
তদা তোয়াৎ সমুত্থায় সা যোগাৎ সিদ্ধযোগিনী।
সালঙ্কারা মূর্ত্তিমতী দদৌ তুভ্যঞ্চ দর্শনং ॥ ৪৯ ॥
ততস্তাঞ্চ সমাশ্লিষ্য বীর্য্যাধানং কৃতং ত্বয়া।
ততো বভূবুস্তস্যাঞ্চ সমুদ্রাঃ সপ্ত এব চ ॥ ৫০ ॥
দৃষ্টস্ত্বং শোভয়াগোপ্যা যুক্তশ্চম্পককাননে।
সদ্যো মৎ শব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া ॥ ৫১ ॥

সেই বিরজা, কোটি যোজন বিস্তীর্ণা ও দীর্ঘে চতুর্গুণা হইয়া নদীরূপে অদ্যাপি প্রবাহিত হওয়াতে তোমার সৎকীর্ত্তি বিস্তারিত হইতেছে ॥ ৪৭ ॥

বিরজা নদীরূপিণী হইলে আমি স্বীয় ভবনে গমন করিয়া ছিলাম তৎপরে তুমি পুনর্ব্বার তৎসমীপে গমন করিয়া বারংবার বিরজার নাম স্মরণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিয়াছিলে ॥ ৪৮ ॥

তখন সেই সিদ্ধ যোগিনী যুবতী বিরজা যোগবলে নানালঙ্কার ভূষিতা দিব্যরূপিণী হইয়া সলিল হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তোমার নয়নপথে উদিতা হইল ॥ ৪৯ ॥

বিশেষতঃ তুমি তৎকালে তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া তাহার গর্ভে বীর্য্যাধান করিয়াছিলে। তাহাতেই সেই পরমাসুন্দরী বিরজার গর্ভে সপ্তসমুদ্রের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

আরও পূর্ব্বে চম্পকবনে আমি তোমাকে সোভানাম্নী গোপিকার সহিত মিলিত দেখিয়া ছিলাম, আমার আগমন শব্দ শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ তুমি তথা হইতে অতি শীঘ্র অন্তর্হিত হইয়াছিলে ॥ ৫১ ॥

শোভাদেহং পরিত্যজ্য জগাম চন্দ্রমণ্ডলং।
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ স্নিগ্ধং তেজো বভূবহ ॥ ৫২ ॥
সংবিভজ্য ত্বয়া দত্তং হৃদয়েন বিদূয়তা।
রত্নায় কিঞ্চিৎ স্বর্ণায় কিঞ্চিন্মণিবরায় চ ॥ ৫৩ ॥
কিঞ্চিৎ স্ত্রীণাং মুখাব্জেভ্যঃ কিঞ্চিদ্রাজ্যে চ কিঞ্চন।
কিঞ্চিৎ প্রকৃষ্টা বস্ত্রেভ্যো রৌপ্যেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন ॥৫৪॥
কিঞ্চিচ্চন্দনপঙ্কেভ্যস্তোয়েভ্যশ্চাপি কিঞ্চন।
কিঞ্চিৎ কিশলয়েভ্যশ্চ পুষ্পেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন ॥ ৫৫ ॥
কিঞ্চিৎ ফলেভ্যঃ শস্যেভ্যঃ সুপক্কেভ্যশ্চ কিঞ্চন।
নৃপদেবগৃহেভ্যশ্চ সংস্কৃতেভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৫৬ ॥
দৃষ্টস্ত্বং প্রভয়া গোপ্যা যুক্তো বৃন্দাবনে বনে।
সদ্যো মৎশব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া ॥ ৫৭ ॥
প্রভাদেহং পরিত্যজ্য জগাম সূর্য্যমণ্ডলং।
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ তীক্ষ্ণং তেজো বভূবহ ॥ ৫৮ ॥

তৎকালে সেই সোভা শোকার্ত্তদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চন্দ্রমণ্ডলে গমন করাতে তাহার শরীর স্নিগ্ধ তেজোরূপে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৫২ ॥

তখন তুমি দুঃখিতান্তকরণে সেই তেজ বিভাগ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রত্নে, সুবর্ণে, মণিরত্নে, রমণীগণপদ্মে, য়তে, উৎকৃষ্ট বস্ত্রে, রৌপ্যে, চন্দনে, পঙ্কে, সলিলে, পল্লবে, পুষ্পে, ফলে, সুপাক শস্যে, এবং সংস্কৃত রাজভবনে ও দেবমন্দিরে প্রদান করিয়াছিলে ॥৫৩॥৫৪॥৫৫॥৫৬॥

আর যখন তুমি বৃন্দাবন ধামের বিপিনে প্রভানাম্নী গোপিকার সহিত মিলিত ছিলে তখন আমি তোমার নিকট আগমন করিতে ছিলাম। আমার শব্দ শ্রবণ মাত্র তুমি সেস্থান হইতে তিরোহিত হও। এবং প্রভাও দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলে গমন করাতে তাহার শরীর যৎপরোনাস্তি তীক্ষ্ণ তেজোরূপে পরিণত হয় ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

সম্বিভজ্য ত্বয়া দত্তং প্রেম্নাপু রুদতা পুরা।
বিসৃজ্য চক্ষুষোর্দ্দত্তং লজ্জয়া তস্তুয়েন চ ॥ ৫৯ ॥
হুতাশনায় কিঞ্চিচ্চ নৃপেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন।
কিঞ্চিৎ পুরুষসংঘেভ্যো দেবেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন ॥ ৬০ ॥
কিঞ্চিদ্দস্যুগণেভ্যশ্চ নাগেভশ্চাপি কিঞ্চন।
ব্রাহ্মণেভ্যো মুনিভ্যশ্চ তপস্বিভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৬১ ॥
স্ত্রীভ্যঃ সৌভাগ্যযুক্তেভ্যো যশস্বিভ্যশ্চ কিঞ্চন।
তচ্চ দত্ত্বা চ সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বং রোদিতুমুদ্যতঃ ॥ ৬২ ॥
শান্ত্যা গোপ্যাযুতস্ত্বঞ্চ দৃষ্টোহত্র রাসমণ্ডলে।
বসন্তে পুষ্পশয্যায়াং মাল্যবাংশ্চন্দনোক্ষিতঃ ॥ ৬৩ ॥
রত্নপ্রদীপৈর্যুক্তশ্চ রত্ননির্ম্মাণমন্দিরে।
রত্নভূষণভূষাঢ্যো রত্নভূষিতয়া সহ ॥ ৬৪ ॥

প্রথমে তুমি সেই তেজ, প্রেমে নেত্রদ্বয়ে ধারণ কর পরে লজ্জা ও তদীয় ভয়ে তাহা নয়নযুগল হইতে বিনির্গত করিয়া বিভাগ পূর্ব্বক পর্য্যায় ক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনলে, রাজদেহে, পুরুষ সমূহে, দেবগণে, দস্যুদলে নাগগণে, ব্রাহ্মণ মুনি ও তাপসগণে এবং সৌভাগ্যশালিনী ও তপস্বিনী নারী মণ্ডলে অর্পণ করিয়া ছিলে। এইরূপ তেজ বিভাগের পর আমি তোমাকে রোদন করিতে উদ্যত দেখিয়া ছিলাম ।। ৫৯।।৬০।।৬১।।৬২।।

আবার আমি এই রাস মণ্ডলে তোমাকে শান্তি নাম্নী গোপীর সহিত সমবেত দেখিয়া ছিলাম। বসন্ত কালে তুমি চন্দনচর্চ্চিত হইয়া মাল্য ধারণ পূর্ব্বক পুষ্পশয্যায় তাহার সহিত বাস করিয়া ছিলে ।। ৬৩।।

তৎকালে রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে রত্নপ্রদীপ জ্বলিত হইয়াছিল, তুমি রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া সেই রত্নভূষণ ভূষিতা রমণীর সহিত নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে অবস্থিতি করিতেছিলে ।। ৬৪ ।।

ত্বয়া দত্তঞ্চ তাম্বূলং ভুক্তবত্যাস্তুরস্থ যা।
তয়া দত্তঞ্চ তাম্বূলং ভুক্তবান্ ত্বং পুরা বিভো ॥ ৬৫ ॥
সদ্যো মচ্ছব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া।
শান্তির্দ্দেহং পরিত্যজ্য ভিয়ালীনা ত্বয়ি প্রভো ॥ ৬৬ ॥
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ গুণশ্রেষ্ঠং বভূবহ।
সংবিভজ্য ত্বয়া দত্তং প্রেম্নাপু রুদতা পুরা ॥ ৬৭ ॥
বিশ্বে বিষয়িনে কিঞ্চিৎ সত্ত্বরূপায় বিষ্ণবে।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ কিঞ্চিল্লক্ষ্ম্যৈ পুরা বিভো ॥ ৬৮ ॥
ত্বন্মন্ত্রোপাসকেভ্যশ্চ বৈষ্ণবেভ্যশ্চ কিঞ্চন।
তপস্বিভ্যশ্চ ধর্ম্মায় ধর্ম্মিষ্ঠেভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৬৯ ॥
ময়া পূর্ব্বঞ্চ ত্বং দৃষ্টো গোপ্যাচক্ষময়া সহ।
সুবেশযুক্তো মালাবান গন্ধচন্দনসংযুতঃ ॥ ৭০ ॥

তুমি সেই কামিনীর করে তাম্বূল প্রদান করিয়াছিলে এবং সেও তোমার করে তাম্বূল দান করিয়াছিল ॥ ৬৫ ॥

তখন আমার আগমন শব্দশ্রবণ মাত্র তুমি তথা হইতে অন্তর্হিত হও এবং শান্তিও ভয়ে দেহ ত্যাগ করিয়া তোমাতে লীন হয় ॥ ৬৬ ॥

ঐ সময়ে শান্তির শরীর গুণশ্রেষ্ঠ রূপে পরিণত হওয়াতে তুমি প্রেমে তাহা বিভাগ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ বিশ্ব বিষয়ীভুত সত্ত্বরূপ বিষ্ণুতে, শুদ্ধ সত্ত্বরূপা লক্ষ্মীতে তোমার মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবগণে, তাপস সমুদায়ে, এবং ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকগণে অর্পণ করিয়াছিলে। ফলতঃ সেইপর্য্যন্ত ঐ সকলে শান্তি দেদীপ্যমান আছে ॥ ৬৭ ॥ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

আর পূর্ব্বে তুমি গন্ধচন্দন দিগ্ধাঙ্গ হইয়া গলদেশে দিব্যমালা ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা নাম্নী গোপিকার সহিত মিলিত হইয়া ছিলে তাহাও আমার অগোচর নাই তদ্বিষয় আমি বিশেষরূপে জানি ॥ ৭০ ॥

রত্নভূষিতয়া গন্ধ চন্দনোক্ষিতয়া তয়া।
সুখেন মূৰ্চ্ছিতস্তল্পে পুষ্পে চন্দনসংযুতে ॥ ৭১ ॥
শ্লিষ্টোভূন্নিদ্রয়া সদ্যঃ সুখেন নবসঙ্গমাৎ।
ময়া প্রবোধিতা সা চ ভবাংশ্চ স্মরণং কুরু ॥ ৭২ ॥
গৃহীতং পীতবস্ত্রান্ত মুরলী চ মনোহরা।
বনমালা কৌস্তুভঞ্চাপ্যমূল্যং রত্নকুণ্ডলং ॥ ৭৩ ॥
পশ্চাৎ প্রদত্তং প্রেম্না চ সখীনাং বচনাদহো।
লজ্জয়া কৃষ্ণবর্ণোভূস্তবানদ্যাপি পশ্যতোঃ ॥ ৭৪ ॥
ক্ষমাদেহং পরিত্যজ্য লজ্জয়া পৃথিবীং গতা।
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ গুণশ্রেষ্ঠং বভূবহ ॥ ৭৫ ॥
সংবিভজ্য ত্বয়া দত্তং প্রেম্নাপুরুদতা পুরা।
কিঞ্চিদ্দত্তং বিষ্ণবে চ বৈষ্ণবোপি চ কিঞ্চন ॥ ৭৬ ॥

তৎকালে সেই নারী গন্ধচন্দন চর্চিতা ও রত্নভুষণে ভুষিতা হইয়া তদীয় পুষ্পচন্দনময় শয্যায় শয়ন করিলে তুমি তাহার সহিত সুখবিহারে মূৰ্চ্ছিত হইয়াছিলে তাহাও আমি বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছি ॥ ৭১ ॥

নবসঙ্গমের পর নিদ্রাবেশে সেই রমণী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া তুমি সুখে নিদ্রিত হইয়াছিলে, সেই সময় আমি তাহাকে ও তোমাকে জাগরিত করিয়াছিলাম কি না তাহা স্মরণ করিয়া দেখ ॥ ৭২ ॥

তখন আমি তোমার উত্তরীয় পীত বসন, মনোহর মুরলী, বনমালা কৌস্তুভ মণি অমূল্য রত্নকুণ্ডল গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু পশ্চাৎ প্রেমে সখীগণ বাক্যে তৎসমুদায় প্রত্যর্পণ করিয়াছি। তুমি তৎকালে লজ্জায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলে, অদ্যাপি সেই কৃষ্ণবর্ণই রহিয়াছ ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥

ঐ সময়ে ক্ষমাও লজ্জায় দেহ ত্যাগ করিয়া পৃথ্বীতলে গমন করাতে তাঁহার শরীর গুণশ্রেষ্ঠরূপে পরিণত হইল ॥ ৭৫ ॥

ধর্ম্মিষ্ঠেভ্যশ্চ ধর্ম্মায় দুর্ব্বলেভ্যশ্চ কিঞ্চন।
তপস্বিভ্যোপি দেবেভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৭৭ ॥
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।
ত্বদ্গুণঞ্চ বহুতরং জানামি চাপরং প্রভো ॥ ৭৮ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা সা রাধা রক্তপঙ্কজলোচনা।
গঙ্গাং বক্তুং সমারেভে নম্রাস্যাং লজ্জিতাং সতীং ॥৭৯॥
গঙ্গারহস্যং বিজ্ঞায় যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
তিরোভূয় সভামধ্যাৎ স্বজলং প্রবিবেশ সা ॥ ৮০ ॥
রাধা যোগেন বিজ্ঞায় সর্ব্বত্রাবস্থিতাঞ্চ তাং।
পানং কর্ত্তুং সমারেভে গণ্ডূষাৎ সিদ্ধযোগিনী ॥ ৮১ ॥
গঙ্গারহস্যং বিজ্ঞায় যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে বিবেশ শরণং যযৌ ॥ ৮২ ॥

তখন তুমি প্রেমে তাহা বিভাগ করিয়া যথাক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিষ্ণুতে, বৈষ্ণবে, ধার্ম্মিক বৃন্দে, ধর্ম্মে, দুর্ব্বলগণে, তাপস সমুদায়ে এবং দেবসকলে ও পণ্ডিতগণে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলে ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

এই আমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় তোমাকে স্মরণ করিয়া দিলাম। এক্ষণে অন্য কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা হয় ব্যক্ত কর। এতদ্ভিন্ন তোমার আরও বহু গুণ আমার বিদিত আছে ॥ ৭৮ ॥

রক্তপঙ্কজলোচনা শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ কহিয়া সেই নতাননা লজ্জিতা সাধ্বী গঙ্গার প্রতি বাক্যপ্রয়োগে সমুদ্যতা হইলেন ॥ ৭৯ ॥

সিদ্ধ যোগিনী সুরধুনী যোগবলে শ্রীমতীর গূঢ়াভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া সভামধ্য হইতে অন্তর্ধান পূর্ব্বক স্বীয় জলে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮০ ॥

তখন সিদ্ধযোগিনী রাধিকাও যোগবলে গঙ্গাকে সর্ব্বব্যাপিনী জানিয়া গণ্ডূষে সলিল পান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৮১ ॥

গোলোকঞ্চৈব বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মলোকাদিকং তথা।
দদর্শ রাধা সর্ব্বত্র নৈব গঙ্গাং দদর্শ সা ॥ ৮৩ ॥
সর্ব্বতো জলশূন্যঞ্চ শুষ্কপঙ্কজগোলকং।
জলজন্তুসমূহৈশ্চ মৃতদেহৈঃ সমন্বিতং ॥ ৮৪ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানন্ত ধর্ম্মেন্দ্রেন্দু দিবাকরাঃ।
মনবো মানবাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধাস্তপস্বিনঃ ॥ ৮৫ ॥
গোলোকঞ্চ সমাজগ্মুঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ।
সর্ব্বে প্রণেমুর্গোবিন্দং সর্ব্বেশং প্রকৃতিঃ পরং ॥ ৮৬ ॥
বরং বরেণ্যং বরদং বরিষ্ঠং বরকারণং।
বরেশঞ্চ বরার্হঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রবরং প্রভুং ॥ ৮৭ ॥
নিরীহঞ্চ নিরাকারং নির্লিপ্তঞ্চ নিরাশ্রয়ং।
নির্গুণঞ্চ নিরুৎসাহং নির্ব্বূহঞ্চ নিরঞ্জনং ॥ ৮৮ ॥

যোগসিদ্ধা গঙ্গাদেবী তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে শ্রীমতী রাধিকার গূঢ়াভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণসরোজে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্না হইলেন ॥ ৮২ ॥

শ্রীমতী রাধা সলিল পান করিয়া গোলোক বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোকাদি সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিলেন কুত্রাপি গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৮৩ ॥

শ্রীমতী সলিল পান করাতে সর্ব্বস্থান জলশূন্য হইল, পদ্ম সকল শুষ্ক হইয়া গেল এবং জলজন্তুগণের মৃতদেহে সর্ব্বপ্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৮৪ ॥

তখন দেবসিদ্ধ তাপস মনু ও মানবগণের পিপাসায় কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হওয়াতে সকলে বৈকুণ্ঠ ধামে সমাগত হইয়া সেই প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

সেই হরি বরণীয় বরদাতা বরকারণ বরেশ বরার্হ সর্ব্বপ্রবর সর্ব্বেশ্বর

স্বেচ্ছাময়ঞ্চ সাকারং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং।
সত্যস্বরূপং সত্যেশং সাক্ষিরূপং সনাতনং ॥ ৮৯ ॥
পরং পরেশং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরং।
প্রণম্য তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ৯০ ॥
সগদ্গদাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহাঃ।
সর্ব্বে সংস্তুয় সর্ব্বেশং ভগবন্তং পরং হরিং ॥ ৯১ ॥
জ্যোতির্ম্ময়ং পরংব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ চিত্রসিংহাসনস্থিতং ॥ ৯২ ॥
সেব্যমানঞ্চ গোপালৈঃ শ্বেতচামরবায়ুনা।
গোপালিকা নৃত্যগীতং পশ্যন্তং স্মিতং মুদা ॥ ৯৩ ॥

সর্ব্বনিয়ন্তা নিরীহ নিরাকার নির্লিপ্ত নিরাশ্রয় নির্গুণ নিরুৎসাহ নির্ব্বূহ নিরঞ্জন স্বেচ্ছাময়, ভক্তানুগ্রহার্থ সাকার সত্যস্বরূপ সত্যেশ সাক্ষিস্বরূপ সনাতন পরাৎপর পরমেশ্বর পরমাত্মা ও পরমপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সকলে নতকন্ধর হইয়া ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সেই সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণকে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

স্তুতিবাদ কালে তাঁহাদিগের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহারা গদ্গদ স্বরে সর্ব্বেশ্বর সনাতন কৃষ্ণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৯১ ॥

স্তবকালে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন সর্ব্বকারণের কারণ জ্যোতির্ম্ময় পরাৎপর দয়াময় গোলোকনাথ কৃষ্ণ অমূল্য মনোহর রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র সিংহাসনেঅধিরূঢ় হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯২ ॥

গোপালগণ শ্বেত চামর ব্যজন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতেছে এবং তিনি পরমানন্দে সহাস্য বদনে গোপালিকাগণের মনোহর নৃত্য দর্শন ও শ্রুতিসুখজনক মধুর সংগীত শ্রবণ করিতেছেন ॥ ৯৩ ॥

পরিতো ব্যাবৃতং শশ্বদ্গোপৈশ্চ শতকোটিভিঃ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতং ॥ ৯৪ ॥
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং পীতবাসসং।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়বালং গোপালরূপিণং ॥ ৯৫ ॥
কোটিচন্দ্রপ্রভাযুষ্ট পুষ্টশ্রীযুক্তবিগ্রহং।
স্বতেজসা পরিবৃতং সুসাদৃশ্যং মনোহরং ॥ ৯৬ ॥
কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্য লীলা লাবণ্যধামকং।
দৃশ্যমানঞ্চ গোপীভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সন্ততং ॥ ৯৭ ॥
ভূষণৈর্ভূষিতাভিশ্চ রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতৈঃ।
পিবন্তীভির্লোচনাভ্যাং মুখচন্দ্রং প্রভোর্মুদা ॥৯৮॥
প্রাণাধিকপ্রিয়তমা রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতাং।
তয়া প্রদত্তং তাম্বূলং ভুক্তবন্তং সুবাসিতং॥ ৯৯ ॥

শতকোটি গোপালবৃন্দে তাঁহার চতুর্দিক্ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং তিনি চন্দন দিগ্ধাঙ্গ ও নানা রত্নভূষণে বিভূষিত রহিয়াছেন ॥ ৯৪ ॥

তিনি নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ কিশোররূপে প্রকাশমান, তাঁহার অঙ্গে পীতবসন শোভা পাইতেছে, এমন কি তিনি গোপবেশধারী দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯৫ ॥

কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হওয়াতে তিনি অতি রমণীয় শ্রীধারণ করিয়াছেন এবং স্বীয় তেজে পরিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব মনোহর ভক্তজন দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ৯৬ ॥

তাঁহার রূপমাধুরী কোটিকন্দর্পের ন্যায়, সুতরাং তিনি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-লীলা লাবণ্যের একমাত্র আধার। রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মিত বিবিধ ভূষণে সমলঙ্কৃতা গোপিকাগণ নিরন্তর যেন স্বীয় স্বীয় নয়ন যুগলে তাঁহার মনোহর মুখচন্দ্রের সুধাপান করিতেছে ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥

পরিপূর্ণতমং রাসে দদৃশুঃ সর্ব্বতঃ সুরাঃ।
মুনয়ো মানবাঃ সিদ্ধাস্তপসা চ তপস্বিনঃ॥ ১০০॥
প্রহৃষ্টমানসাঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ পরমবিস্ময়ং।
পরস্পরং সমালোচ্য তে সমূচুশ্চতুর্ম্মুখং॥ ১০১॥
নিবেদিতুং জগন্নাথং স্বাভিপ্রায়মভীপ্সিতং।
ব্রহ্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুং কৃষ্ণস্য দক্ষিণে॥ ১০২॥
বামতো বামদেবঞ্চ জগাম কৃষ্ণসন্নিধিং।
পরমানন্দযুক্তস্য পরমানন্দরূপকং॥ ১০৩॥
সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং ধাতা দদর্শ রাসমণ্ডলে।
সর্ব্বং সমানবেশঞ্চ সমানাসনসংস্থিতং॥ ১০৪॥

এবং প্রাণাধিক প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা হইয়া তাঁহাকে সুবাসিত তাম্বূল প্রদান করাতে তিনি সাদর পূর্ব্বক অনুগ্রহ করিয়া তাহা চর্ব্বন করিতেছেন॥ ৯৯॥
সেই সকল উপস্থিত দেবগণ সিদ্ধগণ তাপসগণ মুনিগণ ও মানবগণ রাসমণ্ডলে তাঁহাকে পরিপূর্ণতম দর্শন করিলেন॥ ১০০॥

সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপী দেখিয়া পরম পুলকিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পরস্পর ঐবিষয় সমালোচন পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট সেই পরাৎপর ভক্তবৎসল কৃষ্ণের পূর্ণতার বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন॥ ১০১॥

চতুরানন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয়াভিপ্রায় জগৎপাতা কৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিবার জন্য তৎসন্নিধানে সমাগত হইলে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ভাগে বিষ্ণু ও বামভাগে বামদেব অবস্থিত রহিলেন। তখন ব্রহ্মা রাসমণ্ডলে সমস্তই কৃষ্ণময় দর্শন করিলেন, সকলেই পরমানন্দরূপী ও পরমানন্দযুক্ত, সকলেরই সমান বেশ ও সকলেই সমান আসনে অবস্থান করিতেছেন॥ ১০২॥ ১০৩॥ ১০৪॥

দ্বিভুজং মুরলীহস্তং বনমালাবিভূষিতং।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ কৌস্তুভেন বিরাজিতং ॥ ১০৫
অতীব কমনীয়ঞ্চ সুন্দরং শান্তবিগ্রহং।
গুণভূষণরূপেণ তেজসা বয়সা ত্বিষা ॥ ১০৬ ॥
বাসসা বয়সাকৃত্যা মূর্ত্ত্যা ভঙ্গিময়া সমং।
পরিপূর্ণতমং সর্ব্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতং ॥ ১০৭ ॥
কং সেব্যং সেবকং কংবা দৃষ্ট্বা নির্ণক্তুমর্হসি।
ক্ষণং তেজঃ স্বরূপঞ্চ রূপরাশিযুতং ক্ষণং ॥ ১০৮ ॥
একমেবক্ষণং কৃষ্ণং রাধয়া সহিতং পরং।
প্রত্যেকাসনসংস্থঞ্চ তয়া চ সহিতং ক্ষণং ॥ ১০৯ ॥

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রাসমণ্ডলস্থ সকলেই দ্বিভুজ, মুরলী-হস্ত, বনমালা বিভূষিত ও কৌস্তুভমণিরত্নে সুশোভিত রহিয়াছেন এবং সকলেরই চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে॥ ১০৫॥

সকলেই অতি কমনীয় সুন্দর ও শান্তমূর্ত্তি এবং সকলেরই গুণ ভূষণ রূপ তেজ বয়ঃক্রম ও কান্তি একরূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে; ফলতঃ এরূপ অপূর্ব্ব শোভা কখনই কাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই॥ ১০৬॥

সকলের বস্ত্র আকার ও ভঙ্গিযুক্ত মূর্ত্তি সমান, সমস্তই সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ও পরিপূর্ণ তম দৃষ্ট হইতেছে॥ ১০৭॥

ব্রহ্মা রাসমণ্ডলের এইরূপ ভাব দর্শনে কে সেব্য কে সেবক তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণে তেজঃস্বরূপ ও ক্ষণে রূপ-রাশি যুক্ত লক্ষিত হইতে লাগিলেন॥ ১০৮॥

আরও দৃষ্ট হইতে লাগিল কৃষ্ণ কখন একাকী কখন বা রাধার সহিত একত্রিত রহিয়াছেন এবং কখন প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন আসনস্থ ও কখন বা শ্রীমতীর সহিত একাসনে বিরাজিত আছেন॥ ১০৯॥

রাধারূপধরং কৃষ্ণং কৃষ্ণরূপকলত্রকং।
কিং স্ত্রীরূপঞ্চ পুংরূপং বিধাতা ধ্যাতুমক্ষমঃ ॥ ১১০ ॥
হৃৎপদ্মস্থঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং ধাতা ধ্যানেন চেতসা।
চকার স্তবনং ভক্ত্যা পরিহারমনেকধা ॥ ১১১ ॥
ততঃ স চক্ষুরুন্মীল্য পুনশ্চ তদনুজ্ঞয়া।
দদর্শ কৃষ্ণমেকঞ্চ রাধাবক্ষস্থলস্থিতং ॥ ১১২ ॥
স্বপার্ষদৈঃ পরিবৃতং গোপীমণ্ডলমণ্ডিতং।
পুনঃ প্রণেমুস্তং দৃষ্ট্বা তুষ্টুবুশ্চ পুনশ্চ তে ॥ ১১৩ ॥
বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়ং তামুবাচ সুরেশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বযজ্ঞেশঃ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥ ১১৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

আগচ্ছ কুশলং ব্রহ্মন্নাগচ্ছ কমলাপতে।
ইহাগচ্ছ মহাদেব শশ্বৎকুশলমস্তু বঃ ॥ ১১৫ ॥

কখন কৃষ্ণ রাধারূপধারী ও কখন রাধা কৃষ্ণরূপিণী হইতেছেন; ব্রহ্মা কৃষ্ণকে এইভাবে কখন স্ত্রীরূপ ও কখন বা পুরুষ রূপী দেখিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপারের কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না ॥ ১১০ ॥

তখন বিধাতা নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভক্তিযোগে হৃৎপদ্মস্থ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত তাঁহার নিকট বহুধা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ॥ ১১১ ॥

তৎপরে তিনি হৃদয়গত শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে পুনর্ব্বার চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন একমাত্র পরাৎপর কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হইয়া মহানন্দে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১২ ॥

তখন দেব সিদ্ধ তাপস ও মুনি প্রভৃতি সকলে পুনর্ব্বার সেই পার্ষদ গোপাল ও গোপীগণে পরিমণ্ডিত কৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ১১৩ ॥

সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর সর্ব্বভাবন সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহাদিগের অভিপ্রায়

আগতাস্ম মহাভাগা গঙ্গানয়নকারণাৎ।
গঙ্গামচ্চরণাম্ভোজে ভয়েন শরণং গতা ॥ ১১৬ ॥
রাধে মাং পাতুমিচ্ছন্তী দৃষ্ট্বা মৎসন্নিধানতঃ।
দাস্যামিমাং বহিষ্কৃত্বা যূয়ং কুরুত নির্ভয়াং ॥ ১১৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃশ্রুত্বা সস্মিতঃ কমলোদ্ভবঃ।
তুষ্টাব সর্ব্বারাধ্যান্তাং রাধাং শ্রীকৃষ্ণপূজিতাং ॥ ১১৮ ॥
বক্তৈশ্চতুর্ভিঃ সংস্তূয় ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
ধাতা চতুর্ণাং বেদানামুবাচ চতুরাননঃ ॥ ১১৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

গঙ্গা ত্বদঙ্গসম্ভূতা প্রভোশ্চ রাসমণ্ডলে।
দ্রবরূপা চ সা জাতা মুগ্ধয়া শঙ্করস্বরাৎ ॥ ১২০ ॥

পরিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন হে ব্রহ্মন্! হে কমলাকান্ত! হে দেবাদিদেব! তোমরা কুশলে আমার নিকট আগমন কর, সর্ব্বদা তোমাদিগের মঙ্গল অভিলাষ পূর্ণ হউক ॥ ১১৪ ॥ ১১৫ ॥

হে মহাভাগগণ! তোমরা গঙ্গানয়নার্থ মৎসন্নিধানে আগমন করিয়াছ কিন্তু সুরধুনী ভয়ে আমার চরণপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১১৬ ॥

শ্রীমতী রাধা মৎসমীপে গঙ্গাকে পান করিতে সমুদ্যতা হওয়াতে তিনি আমার চরণ কমল আশ্রয় করিয়াছেন. তোমরা তাঁহাকে বহির্গত করাইয়া অভয় প্রদান কর তাহা হইলে মনোরথ পূর্ণ হইবেক ॥ ১১৭ ॥

কমলযোনি ব্রহ্মা কমললোচন কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই কৃষ্ণপূজিতা কৃষ্ণপ্রেমবিলাসিনী সর্ব্বারাধ্যা শ্রীমতী রাধিকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১১৮ ॥

চতুরানন নতকন্ধর হইয়া ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে চারিমুখে বেদ চতুষ্টয়ে

কৃষ্ণাংশা চ ত্বদংশা চ ত্বৎকন্যাসদৃশী প্রিয়া।
তন্মন্ত্রগ্রহণং কৃত্বা করোতু তবপূজনং ॥ ১২১ ॥
ভবিষ্যতি পতিস্তস্য বৈকুণ্ঠে চ চতুর্ভুজঃ।
ভূগতাদ্যা কলায়াশ্চ লবণোদশ্চ বার্ণিধিঃ ॥ ১২২ ॥
গোলোকস্থা চ যা রাধা সর্ব্বত্রস্থা তথাত্মিকে।
তদাত্মিকা ত্বং দেবেশি সর্ব্বদা চ তবাত্মজা ॥ ১২৩ ॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা স্বীচকার চ সস্মিতা।
বহির্ব্বভূব সা কৃষ্ণ পাদাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রতঃ ॥ ১২৪ ॥
তত্রৈব সংবৃতা শান্তা তস্থৌ তেষাঞ্চ মধ্যতঃ।
উবাস তোয়াদুত্থায় তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১২৫ ॥

শ্রীমতী রাধিকার স্তব করিয়া কহিলেন দেবি! প্রভুর রাসমণ্ডলে তোমার অঙ্গ হইতে গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে। তুমি শঙ্করের সঙ্গীত শ্রবণে দ্রবীভূতা হওয়াতেই দ্রবরূপা গঙ্গা সমুদ্ভূতা হইয়াছেন ॥ ১১৯॥ ১২০ ॥

সেই গঙ্গা তোমার ও কৃষ্ণের অংশজাতা, সুতরাং তোমার কন্যার তুল্য স্নেহ পাত্রী, এখন তিনি তোমার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তোমার পূজা করুন ॥ ১২১॥

বৈকুণ্ঠনাথ চতুর্ভুজ নারায়ণ তাঁহার পতি হইবেন এবং তাঁহার আদ্যা-কলা ভূতলে অবতীর্ণা হইলে সেই আদ্যাকলা লবণসমুদ্রকে পতিত্বে বরণ করিবেন এবং সেই ভূতলেই অবস্থান করিতে থাকিবেন ॥ ১২২ ॥

হে দেবি! তুমি গোলোকবাসিনী রাধা এবং সর্ব্বব্যাপিনী। তুমি তদা-ত্মিকারূপে প্রকাশমানা রহিয়াছ। গঙ্গাদেবী তোমার আত্মজারূপে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন আর তোমাকে কি অধিক স্তব করিব ॥ ১২৩ ॥

শ্রীমতী রাধিকা ব্রহ্মার এতদ্বাক্য শ্রবণে সহাস্য বদনে তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের পাদাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র হইতে পতিত-পাবনী দ্রবময়ী গঙ্গা বহির্গতা হইলেন ॥ ১২৪ ॥

তত্তোয়ং ব্রহ্মণা কিঞ্চিৎ স্থাপিতঞ্চ কমণ্ডলৌ।
কিঞ্চিদ্দধার শিরসি চন্দ্রার্দ্ধে চন্দ্রশেখরঃ॥ ১২৬ ॥
গঙ্গায়ৈ রাধিকামন্ত্রং প্রদদৌ কমলোদ্ভবঃ।
তৎস্তোত্রং কবচং পূজাবিধানং ধ্যানমেব চ ॥ ১২৭ ॥
সর্ব্বং তৎসামবেদোক্তং পুরশ্চর্য্যা ক্রমং তথা।
গঙ্গা তামেব সংপূজ্য বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ সতী ॥ ১২৮ ॥
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী বিশ্বপাবনী।
এতা নারায়ণস্যৈব চতস্রো যোষিতো মুনে ॥ ১২৯ ॥
অথ তং সস্মিতঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মাণং সমুবাচহ।
সর্ব্বং কালস্য বৃত্তান্তং দুর্ব্বোধ্যমবিপশ্চিতাং ॥ ১৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

গৃহাণ গঙ্গাং হে ব্রহ্মন্ হে বিষ্ণো হে মহেশ্বর।

তৎপরে দ্রবরূপা গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সলিল হইতে সমুত্থিতা হইয়া প্রশস্ত ভাবে তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১২৫॥

তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল স্বীয় কমণ্ডলুতে এবং গিরিজাপতি পশুপতি আশুতোষ দেবদেব মহাদেব কিঞ্চিৎ অর্দ্ধচন্দ্র-বিরাজিত মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ১২৬ ॥

অতঃপর কমলযোনি ব্রহ্মা গঙ্গাদেবীকে সামবেদোক্ত রাধিকামন্ত্র এবং রাধিকার স্তোত্র কবচ পূজাবিধি ধ্যান ও পুরশ্চরণ প্রভৃতি সমস্ত উপদেশ প্রদান করিলেন তিনি ব্রহ্মার উপদিষ্ট মন্ত্রানুসারে সেই কৃষ্ণবিলাসিনী রাধাকে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥

হে মুনে! বিশ্বপাবনী গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী ও তুলসী এই নারীচতুষ্টয় নারায়ণমহিষীরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন, আমি তোমার নিকট তাহার সমস্ত বিবরণ বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম ॥ ১২৯ ॥

শৃণু কালস্য বৃত্তান্তং যদতীতং নিশাময় ॥ ১৩১ ॥
যূয়ঞ্চ যেঽন্যদেবাশ্চ মুনয়ো মনবস্তথা।
সিদ্ধাস্তপস্বিনশ্চৈব যে যেঽত্রৈব সমাগতাঃ ॥ ১৩২ ॥
তে তে জীবন্তি গোলোকে কালচক্রবিবর্জ্জিতে।
জলপ্লুতং সর্ব্ববিশ্বমাগতং প্রাকৃতে লয়ে ॥ ১৩৩ ॥
ব্রহ্মাদ্যা যেঽন্যবিশ্বস্থাস্তে লীনা অধুনা ময়ি।
বৈকুণ্ঠঞ্চ বিনা সর্ব্বং সজলং পশ্য পদ্মজ ॥ ১৩৪ ॥
গত্বা সৃষ্টিং কুরু পুনর্ব্রহ্মলোকাদিকং ভবং।
স ব্রহ্মাণ্ডং বিরচয় পশ্চাদগঙ্গা চ যাস্যতি ॥ ১৩৫ ॥
এবমন্যেষু বিশ্বেষু স্রষ্টা ব্রহ্মাদিকং পুনঃ।
করোম্যহং পুনঃ সৃষ্টিং গচ্ছ শীঘ্রং সুরৈঃ সহ ॥ ১৩৬ ॥

অতঃপর পরাৎপর কৃষ্ণ সহাস্য মুখে ব্রহ্মার নিকট পণ্ডিতগণেরও দুর্ব্বোধ্য কাল বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিলেন হে ব্রহ্মন! হে বিষ্ণো! হে মহেশ্বর! তোমরা গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া আমার নিকট অতীত কালবৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ১৩০ ॥ ১৩১ ॥

তোমরা এবং তোমাদিগের সহিত অন্য দেব মুনি মনু সিদ্ধ ও তপস্বি-গণ যাঁহারা মৎসন্নিধানে সমাগত হইয়াছেন তাঁহারাই কালচক্রবিবর্জ্জিত গোলোকে জীবিত আছেন, আর কিছুই দেখিতে পাইবে না প্রাকৃতিক প্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব জলপ্লুত হইয়াছে ॥ ১৩২ ॥ ১৩৩ ॥

হে ব্রহ্মন্! অধুনা অন্য বিশ্বস্থ ব্রহ্মাদি সকলেই আমাতে লীন হইয়াছে। এখন বৈকুণ্ঠ ভিন্ন সমস্ত জলপ্লুত দর্শন কর ॥ ১৩৪ ॥

এক্ষণে তুমি গমন করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকাদি সংসার সৃষ্টি কর। ব্রহ্মাণ্ড বিরচিত হইলে পশ্চাৎ গঙ্গা গমন করিবেন ॥ ১৩৫ ॥

আমিও অন্য বিশ্বসমুদায়ে ব্রহ্মাদির পুনঃ সৃষ্টি করিয়া আবার সৃষ্টি-

মচ্চক্ষুষোর্নিমেষেণ ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ।
গতাঃ কতিবিধাস্তে চ ভবিষ্যন্তি চ বেধসঃ॥ ১৩৭॥
ইত্যুক্ত্বা রাধিকানাথো জগামান্তঃপুরং মুনে।
দেবা গত্বা পুনঃ সৃষ্টিং চক্রুরেব প্রযত্নতঃ॥ ১৩৮॥
গোলোকে চ স্থিতা গঙ্গা বৈকুণ্ঠে শিবলোককে।
ব্রহ্মলোকে তথান্যত্র যত্র তত্র পুরা স্থিতা॥ ১৩৯॥
তত্রৈব সা গতা গঙ্গা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
নির্গতা বিষ্ণুপাদাব্জা তেন বিষ্ণুপদী স্মৃতা॥ ১৪০॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমং।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। এখন তুমি দেবগণের সহিত যথাস্থানে গমন করিয়া আপনআপন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কালযাপন কর ফলতঃ তোমার জগৎসম্বন্ধায় সৃষ্টিবিধান কার্য্যে আলস্য পরতন্ত্র হওয়া কদাচ বিধেয় নহে এবং আমিও পুনর্ব্বার অনন্ত বিশ্বে অনন্ত ব্রহ্মাদির সৃষ্টি করিয়া অনন্ত জগতের সৃজন কার্য্যে নিযুক্ত করিব॥ ১৩৬॥

কারণ আমার নেত্রদ্বয়ের নিমেষে ব্রহ্মার পতন হয়। এইরূপে কিয়ৎ সংখ্যক অর্থাৎ কতশত বিধাতা গত হইয়াছেন, আবার পরে সেই কিয়ৎ সংখ্যক বিধির উদ্ভব হইবে এইরূপ সৃষ্টিকার্য্য আমি করিয়া থাকি॥১৩৭॥

হে ঋষে! রাধিকানাথ কৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। দেবগণও যথাস্থানে গমন করিয়া পরাৎপর পরব্রহ্মের অনুমতিতে পুনর্ব্বার প্রযত্নসহকারে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১৩৮॥

পূর্ব্বে গঙ্গাদেবী গোলোকে বৈকুণ্ঠে শিবলোকে ও ব্রহ্মলোকে যেরূপে বিরাজিতা ছিলেন পরে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সেই সেই স্থানে অবতীর্ণা হইয়াছেন। গঙ্গাদেবী বিষ্ণুর চরণপদ্ম হইতে বিনির্গতা হইয়াছেন এইজন্য বিষ্ণুপদী নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন॥ ১৩৯॥ ১৪০॥

সুখদং মোক্ষদং সারং কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৪১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে গঙ্গোপাখ্যানে
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

এই আমি তোমার নিকট সুখমোক্ষপ্রদ পরম পবিত্র গঙ্গার উপাখ্যান সবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর তাহা কীর্ত্তন করিতে ত্রুটি করিব না ॥ ১৪১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের
একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সম্পূর্ণোঽয়ং একাদশোঽধ্যায়ঃ।

———

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা তুলসী লোকপাবনী।
এতা নারায়ণস্যৈব চতস্রশ্চ প্রিয়া ইতি॥ ১॥
গঙ্গা জগাম বৈকুণ্ঠমিদমেব শ্রুতং ময়া।
কথং সা তস্যপত্নী চ বভূবেতি ন চ শ্রুতং॥ ২॥

নারায়ণ উবাচ।

গঙ্গা জগাম বৈকুণ্ঠং তৎপশ্চাজ্জগতাং বিধি।
গত্বোবাচ তয়া সার্দ্ধং প্রণম্যং জগদীশ্বরং॥ ৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

রাধাকৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা যা দেবী দ্রবরূপিণী।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী যং রূপেণা প্রতিমা ভুবি॥ ৪॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! লক্ষ্মী সরস্বতী লোকপাবনী গঙ্গা ও তুলসী এই নারী চতুষ্টয়কে নারায়ণ প্রিয়ারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,আর গঙ্গা-দেবী বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, ইহাও আপনার মুখে শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু গঙ্গাদেবী কিরূপে নারায়ণের পত্নী হইলেন তাহা আমার শ্রুতি-গোচর হয় নাই, অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমার নিকট বর্ণন করিয়া আমার শ্রবণপিপাসা বিদূরিত করুন॥ ১॥ ২॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! গঙ্গাদেবী বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইলেন, পরে তিনি সেই সুরেশ্বরী গঙ্গার সহিত বিশ্বপাতা বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের চরণে প্রণত হইয়া কহি-লেন প্রভো! যে গঙ্গাদেবী শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে দ্রব-রূপিণী হইয়া উৎপন্না হইয়াছেন। ইনিই তাঁহার অধিষ্ঠাত্রীদেবী, ভূমণ্ডলে ইঁহার তুল্য রূপবতী দ্বিতীয়া নাই॥ ৩॥ ৪॥

নবযৌবনসম্পন্না সুশীলা সুন্দরীবরা।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ ক্রোধাহঙ্কারবর্জ্জিতা ॥ ৫ ॥
যদঙ্গসম্ভবা নান্যং বৃণোতী যঞ্চ তং বিনা।
তত্রাপি মানিনী রাধা মহাতেজস্বিনী বরা ॥ ৬ ॥
সমুদ্যতা পাতুমিমাং ভীতেযং বুদ্ধিপূর্ব্বকং।
বিবেশ চরণাম্ভোজে কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বং বিশুষ্কং গোলোকং দৃষ্ট্বাহমগমন্তদা।
গোলোকং যত্র কৃষ্ণশ্চ সর্ব্ববৃত্তান্ত প্রাপ্তয়ে ॥ ৮ ॥
সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বং নো জ্ঞাত্বাভিপ্রায়মেব চ।
বহিশ্চকার গঙ্গাঞ্চ পাদাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্রতঃ ॥ ৯ ॥
দত্ত্বাস্যৈ রাধিকামন্ত্রং পূরয়িত্বা চ গোলকং।
সংপ্রণম্য চ রাধেশং গৃহীত্বাত্রাগমং বিভো ॥ ১০ ॥

এই নারী নবযৌবনসম্পন্না সুশীলা, সুন্দরী প্রধানা, শুদ্ধাচারিণী এবং ক্রোধ ও অহঙ্কার শূন্যা এবং যৎপরোনাস্তি বিষ্ণুপরায়ণা ॥ ৫ ॥

এই দেবী শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা হইয়াছেন, অতএব ইনি তোমাভিন্ন অন্য পুরুষকে কথনই পতিত্বে বরণ করিবেন না। গোলোকে রমণীপ্রধানা মহাতেজস্বিনী মানিনী রাধা এই গঙ্গাকে পান করিতে উদ্যতা হইলে ইনি ভীতা হইয়া আর কিছুমাত্র উপায়ান্তর না দেখিয়া পরমাত্মা কৃষ্ণের চরণসরোজে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

তখন আমি সমস্ত গোলোক ধাম শুষ্কদর্শনে তাহার কারণ পরিজ্ঞাত হইবার কামনায় গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে আগমন করিলাম ॥ ৮ ॥

সর্ব্বান্তরাত্মা কৃষ্ণ আমাদিগের অভিপ্রেত সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া স্বীয় পাদাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা দেবীকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ইহাঁকে প্রাপ্তহইয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম ॥ ৯ ॥

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন গৃহাণে মাং সুরেশ্বরীং।
সুরেশ্বরস্ত্বং রসিক রসিকাং রসভাবনঃ॥ ১১॥
পুংরত্নং পুংসু দেবেষু স্ত্রীরত্নং স্ত্রীষ্বিয়ং সতী।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ॥ ১২॥
উপস্থিতাঞ্চ যঃ কন্যাং ন গৃহ্নাতি মদেন চ।
তং বিহায় মহালক্ষ্মী রুষ্টা যাতি ন সংশয়ঃ॥ ১৩॥
যো ভবেৎ পণ্ডিতঃ সোপি প্রকৃতিং নাবমন্যতি।
সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ পুংসঃ কামিন্যঃ প্রকৃতিঃ কলা॥১৪॥
ত্বমেব ভগবানাদ্যো নির্গুণঃ প্রকৃতিঃ পরঃ।
অর্দ্ধাঙ্গ দ্বিভুজঃ কৃষ্ণোপ্যর্দ্ধাঙ্গেন চতুর্ভুজঃ॥ ১৫॥

হে প্রভো! ঐ সময়ে আমি এই গঙ্গাদেবীকে রাধিকা মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক গোলোকধাম পূর্ণ করাইয়া রাধাকান্ত কৃষ্ণকে প্রণাম পুরঃসর ইহাঁর সহিত এই নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠধামে আগমন করিয়াছি॥ ১০॥

হে রসিকবর! এক্ষণে তুমি গন্ধর্ব্ব বিবাহানুসারে এই রূপবতী সুরেশ্বরী গঙ্গার পাণিগ্রহণ কর। তুমি যেমন রসজ্ঞ পুরুষ এ নারীও তোমার অনুরূপা ইঁহাকে বিবাহ করিলে যার পর নাই সুখী হইবে॥ ১১॥

হে দেবপ্রবর! দেবলোকের মধ্যে তুমি পুরুষপ্রধান ও পুরুষরত্ন স্বরূপ এবং ইনিও নারীপ্রধানা ও স্ত্রীরত্নস্বরূপা। সুতরাং বিদগ্ধ পুরুষের সহিত বিদগ্ধা নারীর মিলন সমধিক গুণবিশিষ্ঠ হইবে॥ ১২॥

যে ব্যক্তি মত্ততাবশতঃ উপস্থিতা নারীকে, গ্রহণ না করে মহালক্ষ্মী তাহার প্রতি রুষ্টা হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে গমন করেন সন্দেহ নাই॥ ১৩॥

প্রকৃতির অবমান না করা জ্ঞানবান পুরুষের কখনই কর্ত্তব্য নহে। কারণ সমস্ত পুরুষ প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত হয় এবং কামিনীগণও প্রকৃতির অংশজাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৪॥

কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা বভূবু রাধিকা পুরা।
দক্ষিণাংশা স্বয়ং সা চ বামাংশা কমলা যথা॥ ১৬॥
তেন ত্বাং সাবৃণোত্যেব যতস্তদ্দেহসম্ভবা।
একাঙ্গশ্চৈব স্ত্রীপুংসোর্যথা প্রকৃতিপুরুষঃ॥ ১৭॥
ইত্যেবমুক্ত্বা ধাতা চ তাং সমর্প্য জগাম সঃ।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন তাং জগ্রাহ হরি স্বয়ং॥ ১৮॥
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাং।
রেমে রমাপতিস্তত্র গঙ্গয়া সহিতো মুদা॥ ১৯॥

তুমি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন আদি পুরুষ নিগুর্ণ ও প্রকৃতি হইতে অতীত। সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণে ও তোমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। তিনি অর্দ্ধাঙ্গে মুরলীধর দ্বিভুজ আর অর্দ্ধাঙ্গে চতুর্ভুজরূপে শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন॥ ১৫॥

পূর্ব্বে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন এবং তাঁহার বামাংশজাতা কমলার ন্যায় ইনি ও তদীয় দক্ষিণাংশ হইতে জন্মগ্রহণকরিয়াছেন॥ ১৬॥

শ্রীকৃষ্ণের অংশজাতা বলিয়া ইনি কৃষ্ণস্বরূপ তোমাকেই বরণ করিবেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই একাঙ্গ স্বরূপ, কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন-রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ১৭॥

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠনাথ নারয়ণকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার করে গঙ্গাদেবীকে সমর্পণ পূর্ব্বক যথাস্থানে গমন করিলেন। সনাতন নারায়ণ স্বয়ং গান্ধর্ব্ব বিবাহানুসারে তাঁহার পানিগ্রহণ করিলেন॥ ১৮॥

রমাপতি গঙ্গার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক প্রীতমনে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত রতিকরী মনোহরা শয্যা প্রস্তুত করিয়া নূতন বিবাহিতা কামিনীর সহিত সেই শয্যাতে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ১৯॥

গাং পৃথ্বীঞ্চ গত্বা যস্মাৎ স্বস্থানং পরমাগতা।
নির্গতা বিষ্ণুপাদাচ্চ গঙ্গা বিষ্ণুপদী স্মৃতা॥ ২০॥
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সা দেবী নবসঙ্গমমাত্রতঃ।
রসিকা সুখসম্ভোগাদ্রসিকেশ্বরসংযুতা॥ ২১॥
তদ্দৃষ্ট্বা দুঃখিতা বাণী সা পদ্মেৰ্ষাবিবৰ্জ্জিতা।
নিত্যমীর্ষ্যতি তাং বাণী নচ গঙ্গাসরস্বতী॥ ২২॥
গঙ্গয়া সহিতস্তৈব তিস্রো ভার্য্যা রমাপতেঃ।
সার্দ্ধং তুলস্যাপশ্চাচ্চ চতস্রস্তাং বভূবিরে॥ ২৩॥

ইতি শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ
নারদ সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে গঙ্গো-
পাখ্যানং তদ্বিবাহো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঐ পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপদ হইতে বিনির্গতা হইয়া গোরূপ ধরা পৃথ্বীকে পবিত্র করত পুনরায় পরম ধামস্বরূপ যে স্বস্থান তাহাতে আগমন করাতে বিষ্ণুপদীনামে বিখ্যাত হইয়াছেন॥ ২০॥

তৎপরে সেই সুরসিকা গঙ্গাদেবী রসিকেশ্বর নারায়ণের সহিত সুখ-বিহারে প্রমত্তা হইয়া নবসঙ্গম নিবন্ধন মূর্চ্ছিতা হইলেন॥ ২১॥

সরস্বতী এই ব্যাপার দর্শনে দুঃখিতা হইলেন কিন্তু লক্ষ্মী দেবী কিছু-মাত্র দুঃখিতা বা ঈর্ষ্যান্বিতা হইলেন না। সর্ব্বদাই গঙ্গার প্রতি সরস্বতীর ঈর্ষ্যাভাব লক্ষিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ প্রকাশ করিলেন না॥ ২২॥

প্রথমতঃ লক্ষ্মী সরস্বতী এই দুই নারী নারায়ণের পত্নী ছিলেন পরে গঙ্গার সহিত মিলনে তাঁহার ভার্য্যাত্রয় হইল, পশ্চাৎ ত্রিলোকপাবনী তুলসীদেবী সমাগমে তিনি পত্নী চতুষ্টয়ে পরিমণ্ডিত হইলেন॥ ২৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে গঙ্গার উপাখ্যান
নামক দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণপ্রিয়া সাধ্বী কথং সা চ বভূবহ।
তুলসী কুত্র সম্ভূতা কাবা সা পূর্ব্বজন্মনি ॥ ১ ॥
কস্য বা সা কুলে জাতা কস্য কন্যা তপস্বিনী।
কেন বা তপসা সা চ সংপ্রাপ প্রকৃতেঃ পরং ॥ ২ ॥
নির্ব্বিকল্পং নিরীহঞ্চ সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপকং।
নারায়ণং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরং ॥ ৩ ॥
সর্ব্বারাধ্যঞ্চ সর্ব্বেশং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণং।
সর্ব্বাধারং সর্ব্বরূপং সর্ব্বেষাং পরিপালকং ॥ ৪ ॥
কথমেতাদৃশী দেবী বৃক্ষত্বং সমবাপ হ।
কথং সাপ্যসুরগ্রস্তা সা বভূব তপস্বিনী ॥ ৫ ॥
সন্দিগ্ধং মে মনোলোলং প্রেরয়েন্মাং মুহুর্ম্মুহুঃ।
ছেত্তুমর্হসি সন্দেহং সর্ব্বসন্দেহভঞ্জন ॥ ৬ ॥

নারদ কহিলেন প্রভো! সেই সাধুস্বভাবা তুলসীদেবী কিরূপে নারায়ণের পত্নী হইলেন? কোন্ স্থানে কোন্ বংশে তাঁহার জন্ম হইল, পূর্ব্বজন্মেই বা তিনি কে ছিলেন, সেই তপস্বিনী কাহার কন্যা এবং কিরূপ তপস্যাতেই বা তিনি প্রকৃতি হইতে অতীত পরাৎপর পরমপুরুষ নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন,যিনি নির্ব্বিকল্প নিরীহ সর্ব্বসাক্ষী পরব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকারণ সর্ব্বাধার সর্ব্বস্বরূপ ও সর্ব্বপালক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, তিনি তাঁহার পতি হইলেন কেন? বিশেষতঃ তুলসীর বৃক্ষত্ব প্রাপ্তির কারণ কি? সেই তপস্বিনী কি জন্য অসুরগ্রস্তা হইলেন? এই সমস্ত বিষয়ে আমার মন নিতান্ত সন্দিগ্ধ ও চঞ্চল হইয়া তাহা পরিজ্ঞাত হইতে বারংবার আমাকে উত্তেজনা করি-

নারায়ণ উবাচ।

মনুশ্চ দক্ষসাবর্ণিঃ পুণ্যবান্ বৈষ্ণবঃ শুচিঃ।
যশস্বী কীর্ত্তিমাংশ্চৈব বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবঃ॥ ৭॥
তৎপুত্রো ধর্ম্মসাবর্ণির্ধর্ম্মিষ্ঠো বৈষ্ণবঃ শুচিঃ।
তৎপুত্রো বিষ্ণুসাবর্ণি র্বৈষ্ণবশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৮॥
তৎপুত্রো দেবসাবর্ণিঃ বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ।
তৎপুত্রো রাজসাবর্ণিঃ মহাবিষ্ণুপরায়ণঃ॥ ৯॥
বৃষধ্বজশ্চ তৎপুত্রো বৃষধ্বজপরায়ণঃ।
যস্যাশ্রমে স্বয়ং শম্ভুরাসীদ্দেবযুগত্রয়ং॥ ১০॥
পুত্ত্রাদপিপরস্নেহো নৃপে তস্মিন্ শিবস্য চ।
ন চ নারায়ণং মেনে ন চ লক্ষ্মীং সরস্বতীং॥ ১১॥

তেছে, অতএব হে সন্দেহভঞ্জন! আপনি কৃপা করিয়া আমার ঐ সমস্ত বিষয়ে সংশয়চ্ছেদ করুন॥ ১॥ ২॥ ৩॥ ৪॥ ৫॥ ৬॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! দক্ষসাবর্ণি মনু পুন্যবান্ যশস্বী পবিত্রস্বভাব কীর্ত্তিমান্ বিষ্ণুর অংশজাত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন॥ ৭॥

তাঁহার পুত্ত্রের নাম ধর্ম্মসাবর্ণি তিনি ধর্ম্মিষ্ঠ পবিত্রস্বভাব ও হরিপরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত। সেই ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্ত্রের নামও বিষ্ণুসাবর্ণি। তিনিও পরম বৈষ্ণব হরিপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন॥ ৮॥

সেই বিষ্ণুসাবর্ণির পুত্ত্রের নাম দেবসাবর্ণি, তিনি বিষ্ণুব্রত পরায়ণ বলিয়া কথিত: তাঁহার পুত্র রাজসাবর্ণি ও মহাবিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন॥ ৯॥

ঐ রাজসাবর্ণির পুত্ত্রের নাম বৃষধ্বজ। তিনিও অতিশয় শৈব ছিলেন। এমন কি, ভূতভাবন দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং যুগত্রয় তাঁহার আশ্রমে অধিষ্ঠিত ছিলেন॥ ১০॥

সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ শূলপাণি আশুতোষ সেই নরবর বৃষধ্বজকে

পূজাঞ্চ সর্ব্বদেবানাং দূরীভূতাং চকার সঃ।
ভাদ্রে মাসি মহালক্ষ্মী পূজাং মর্ত্তো বভঞ্জহ ॥ ১২ ॥
মাঘে সরস্বতীপূজাং দূরীভূতাং চকার সঃ।
যজ্ঞঞ্চ বিষ্ণুপূজাঞ্চ নিনিন্দন চকার সঃ ॥ ১৩ ॥
ন কোপি দেবো ভূপেন্দ্রং শশাপ শিবকারণাৎ।
ভ্রষ্টশ্রী ভব ভূপেতি শশাপ তং দিবাকরঃ ॥ ১৪ ॥
শূলং গৃহীত্বা তং সূর্য্যং দধার শঙ্কর স্বয়ং।
পিত্রাসার্দ্ধং দিনেশশ্চ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৫ ॥
শিবস্ত্রিশূলহস্তশ্চ ব্রহ্মলোকংযযৌ ক্রুধা।
ব্রহ্মাসূর্য্যং পুরস্কৃত্য বৈকুণ্ঠঞ্চ যযৌ ভিয়া ॥ ১৬ ॥

পুত্রাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন। সেই রাজা নারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে কিছুমাত্র আরাধনা অথবা সম্মান করিতেন না ॥ ১১ ॥

নরনাথ বৃষধ্বজ সর্ব্বদেবের পূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অধিক কি ভাদ্রমাসে গৃহিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য মহালক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা তৎকর্ত্তৃক তাহাও অনায়াসে একেবারে পরিত্যক্ত হইল ॥ ১২ ॥

তিনি মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীদেবীর অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিলেন। আর যজ্ঞ ও পূজার সর্ব্বদাই নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

এইরূপে তিনি সমস্ত দেবের অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিলেও কোন দেব শিবভয়ে ঐ নরেন্দ্রকে শাপ প্রদান করিতে সাহসী হইলেন না। কেবল সূর্য্যদেব তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥

দিবাকর নরপতিকে শাপ প্রদান করিলে ভক্তবৎসল শঙ্কর স্বয়ং শূলগ্রহণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে আক্রমণ করিলেন। দিনমণি আক্রান্ত হইয়া পিতা কশ্যপের সহিত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৫ ॥

তখন দেবাদিদেবও ত্রিশূল হস্তে ক্রোধে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

শূলং গৃহীত্বা তং সূর্য্যং দধার শঙ্করঃ স্বয়ং।
ব্রহ্মকশ্যপমার্ত্তণ্ডাঃ সংত্রস্তাঃ শুষ্কতালুকাঃ ॥ ১৭ ॥
নারায়ণঞ্চ সর্ব্বেশং তে যযুঃ শরণং ভিয়া।
মূর্দ্ধ্না প্রণেমুস্তে গত্বা তুষ্টুবুশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বে নিবেদনঞ্চক্রুর্ভয়স্য কারণং হরেঃ।
নারায়ণশ্চ কৃপয়া তেভ্যো হি অভয়ং দদৌ ॥ ১৯ ॥
স্থিরা ভবত হে ভীতা ভয়ং কিং বো ময়ি স্থিতে।
স্মরন্তি যে যত্র তত্র মাং বিপত্তৌ ভয়ান্বিতাঃ ॥ ২০ ॥
তাংস্তত্র গত্বা রক্ষামি চক্রহস্তং ত্বরান্বিতঃ।
পাতাহং জগতাং দেবা কর্ত্তাহং সততং সদা ॥ ২১ ॥

কমলযোনি শঙ্করকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া ভয়ে সূর্য্যকে অগ্রসর করত বৈকুণ্ঠধামে সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নিকট যাত্রা করিলেন ॥ ১৬ ॥

তথাপিও ত্রিশূলধারী শঙ্কর সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিলেন না। তখন ভয়ে ব্রহ্মা কশ্যপ ও সূর্য্যদেবের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল ॥ ১৭ ॥

পরে তাঁহারা শঙ্কিত চিত্তে সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন বিপদনাশন হরির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক অতিশয় ভক্তিসহকারে বারংবার তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

পরে ভক্তবৎসল ভূতভাবন নারায়ণ সমীপে শঙ্কিতান্তঃকরণে ভয়ের কারণ নিবেদন করিলে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন তোমরা স্থিরচিত্ত হও, আমি বিদ্যমানে তোমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই। আমার ভক্তগণ বিপত্তিকালে ভয়ান্বিত হইয়া যে কোন স্থান হইতে আমাকে স্মরণ করিলে আমি সুদর্শন চক্র ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকি। ভয় করিও না আমা হইতে জগতের সৃষ্টি ও পালন কার্য্য সমাহিত হয় ॥১৯॥২০॥২১॥

স্রষ্টা চ ব্রহ্মরূপেণ সংহর্ত্তা শিবরূপতঃ।
শিবোহং ত্বমহঞ্চাপি সূর্য্যোহং ত্রিগুণাত্মকঃ ॥ ২২ ॥
বিধায় নানারূপঞ্চ করোমি সৃষ্টিপালনং।
যূয়ং গচ্ছত ভদ্রং বো ভবিষ্যতি ভয়ং কুতঃ ॥ ২৩ ॥
অদ্যপ্রভৃতি বো নাস্তি মদ্বরাৎ শঙ্করাদ্ভয়ং।
আশুতোষঃ স ভগবান্ শঙ্করশ্চ সতাং গতিঃ ॥ ২৪ ॥
ভক্তাধীনশ্চ ভক্তেশো ভক্তাত্মা ভক্তবৎসলঃ।
সুদর্শনং শিবশ্চৈব মমপ্রাণাধিকপ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ডেষু ন তেজস্বী হে ব্রহ্ম ত্বনয়োঃ পরঃ।
শক্তঃ স্রষ্টুং মহাদেবঃ সূর্য্যকোটিঞ্চ লীলয়া ॥ ২৬ ॥
কোটিঞ্চ ব্রহ্মণামেবং কিমসাধ্যঞ্চ শূলিনঃ।
বাহ্যজ্ঞানং তন্ন কিঞ্চিদ্ধ্যায়তো মাং দিবানিশং ॥ ২৭ ॥

আমি ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি এবং শিবরূপে সংহার করিতেছি অতএব দেবাদিদেব মহাদেব ও তোমার সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এবং আমিই ত্রিগুণাত্মক সূর্য্যরূপে প্রকাশমান রহিয়াছি ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয়তঃ আমি নানারূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টিপালন করিতেছি, তোমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই। তোমরা নির্ভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিয়া আপন আপন কার্য্য সম্পাদন কর তোমাদিগের মঙ্গল হইবে ॥ ২৩ ॥

অদ্য অবধি আমার বরে শূলপাণি শঙ্করহইতে তোমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই। বিশেষতঃ সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি সাধুদিগের সাশ্রয়স্বরূপ ও আশুতোষ বলিয়া বিখ্যাত আছেন ॥ ২৪ ॥

সুদর্শন চক্র আমার যেমন প্রিয় সেই দেবদেব শঙ্কর ভক্তাধীন ভক্তেশ্বর ভক্তাত্মা ও ভক্তবৎসল শিবও আমার তদ্রূপ প্রিয়পাত্র। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ঐ উভয় ভিন্ন তেজস্বী আর কি আছে? দেবদেব মহাদেব অবলীলাক্রমে

মন্নাম মদ্গুণং ভক্ত্যা পঞ্চবক্ত্রেণ গীয়তে।
অহমেবং চিন্তয়ামি তৎকল্যাণং দিবানিশং ॥ ২৮ ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
শিবস্বরূপো ভগবান্ শিবাধিষ্ঠাতৃদেবকঃ ॥ ২৯ ॥
শিবী ভবতি তস্মাচ্চ শিবং তেন বিদুর্ব্বুধাঃ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্রাজগাম শঙ্করঃ স্বয়ং ॥ ৩০ ॥
শূলহস্তো বৃষারূঢ়ো রক্তপঙ্কজলোচনঃ।
অবরুহ্য বৃষাত্তূর্ণং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৩১ ॥
ননাম ভক্ত্যা তং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং পরাৎপরং।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতং ॥ ৩২ ॥

কোটি সূর্য্য ও কোটি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিতে পারেন। শূলপাণি শঙ্করের অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি নিরন্তর নিমীলিতলোচনে আমাকে ধ্যান পূর্ব্বক বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন।। ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

সেই ভুতভাবন দেবদেব দিবারাত্র ভক্তিপরায়ণ হইয়া পঞ্চমুখে আমার হরিনাম উচ্চারণ এবং আমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন এবং আমিও দিবারাত্রি তাঁহার কল্যাণ চিন্তা করিতে ক্রটি করিতেছি না ॥ ২৮॥

যাহারা যে ভাবে আমাকে ভজনা করে আমি সেই ভাবে তাহাদিগকে কৃপা করি। ভগবান্ শিবাধিষ্ঠাতা দেব শিবস্বরূপে আমার আরাধনা করিয়া শিবময় হইয়াছেন। এই জন্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তিনি শিব নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তবৎসল দয়াময় হরি দেবদেব মহাদেবের এইরূপ গুণবর্ণন করিতেছেন এমন সময়ে ভগবান্ শঙ্কর স্বয়ং তথায় সমাগত হইলেন ॥ ২৯। ॥ ৩০ ॥

বৃষারূঢ় শূলপাণি রক্তপঙ্কজলোচনে চক্রপাণির নিকট উপনীত হইয়া অতিসত্বরে বৃষবাহন হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে নতকন্ধরে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন ॥ ৩১ ॥

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চক্রিণং বনমালিনং।
নবীননীরদশ্যামং সুন্দরঞ্চ চতুর্ভুজং ॥ ৩৩ ॥
চতুর্ভুজৈঃ সেবিতঞ্চ শ্বেতচামরবায়ুনা।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং ভূষিতং পীতবাসসা ॥ ৩৪ ॥
লক্ষ্মীপ্রদত্ততাম্বূলং ভুক্তবন্তঞ্চ নারদ।
বিদ্যাধরীনৃত্যগীতং পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা ॥ ৩৫ ॥
ঈশ্বরং পরমাত্মানং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং।
তং ননাম মহাদেবো ব্রহ্মাণঞ্চ ননাম সঃ ॥ ৩৬ ॥
ননাম সূর্য্যো ভক্ত্যা চ সংত্রস্তশ্চন্দ্রশেখরং।
কশ্যপশ্চ মহাভক্ত্যা তুষ্টাব চ ননাম চ ॥ ৩৭ ॥

ঐ সময়ে শান্তবিগ্রহ পরাৎপর লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

তিনি নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ ও পরম সুন্দর। তাঁহার মস্তকে কিরীট কর্ণে কুণ্ডল হস্তে চক্র ও গলদেশে বনমালা থাকায় ঈদৃশ শোভা পাইতেছে যে তাদৃশ শোভা প্রায় নয়নগোচর হয় না ॥ ৩৩ ॥

তিনি পীতবসন পরিধান ও অঙ্গসমুদায়ে চন্দন ম্রক্ষণ করিয়াছেন এবং চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠবাসিগণ শ্বেত চামর সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছেন ॥ ৩৪ ॥

হে নারদ! সেই কমলাকান্ত কমলার প্রদত্ত তাম্বূল চর্ব্বণ পূর্ব্বক প্রফুল্লান্তঃকরণে ও সহাস্য বদনে বিদ্যাধরীগণের নৃত্য দর্শন ও গীত শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠধামে বৈকুণ্ঠনাথ আনন্দে যাপন করিতেছেন ॥৩৫॥

তিনি নির্গুণ পরমাত্মা পরাৎপর পরমেশ্বর, কেবল ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্থ তিনিই মূর্ত্তিমান হন। দেবদেব মহাদেব এবম্ভূত হরির চরণে প্রণত হইয়া ব্রহ্মার চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৬ ॥

শিবঃ সংস্তূয় সর্ব্বেশং সমুবাস সুখাসনে।
সুখাসনে সুখাসীনং বিশ্রান্তং চন্দ্রশেখরং ॥ ৩৮ ॥
শ্বেতচামরবাতেন সেবিতং বিষ্ণুপার্ষদৈঃ।
অক্রোধং সত্বসংসর্গাৎ প্রসন্নং সস্মিতং মুদা ॥ ৩৯ ॥
স্তূয়মানং পঞ্চবক্তৈ্রঃ পরং নারায়ণং বিভুং।
তমুবাচ প্রসন্নাত্মা প্রসন্নং সুরসংসদি ॥ ৪০ ॥
পীযূষতুল্যমধুরং বচনং সুমনোহরং ॥ ৪১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অত্যন্তমুপহাস্যঞ্চ শিবপ্রশ্নং শিবে শিবং।
লৌকিকং বৈদিকং প্রশ্নং ত্বাং পৃচ্ছামি তথাপি শং ॥৪২॥
তপসাং ফলদাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।

তখন সূর্য্যদেব ভক্তিমান হইয়া সভয়চিত্তে ভগবান্ শূলপাণির চরণে প্রণাম করিলেন। মহাত্মা কশ্যপও ভক্তিযোগে শিবচরণে প্রণাম করিয়া বিবিধরূপে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

অতঃপর শঙ্কর, সর্ব্বেশ্বর হরিকে স্তব পূর্ব্বক সুখাসনে সমাসীন হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু পার্ষদগণ শ্বেত চামর বীজন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তখন সত্বগুণ সংসর্গে তাঁহার ক্রোধ শান্তি হওয়াতে তিনি প্রসন্ন চিত্ত ও সহাস্যবদন হইলেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

তৎপরে পঞ্চানন পঞ্চমুখে পরাৎপর সনাতন নারায়ণের স্তব করিলে প্রসন্নাত্মা হরি দেবসভামধ্যে সেই প্রসন্নচিত্ত শঙ্করকে পীযূষতুল্য সুমধুর মনোহর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে দেবদেব! তুমি মঙ্গলময়, অতএব তোমার প্রতি মঙ্গলসূচক প্রশ্ন করা যদিও উপহাসের যোগ্য তথাপি আমি তোমার নিকট মঙ্গলময় লৌকিক ও বৈদিক প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

সম্পৎ প্রশ্নং তপঃ প্রশ্নমযোগ্যং ত্বাঞ্চ সাম্প্রতং ॥ ৪৩॥
জ্ঞানাধিদেবে সর্ব্বজ্ঞে জ্ঞানং পৃচ্ছামি কিং বৃথা।
নিরাপদি বিপৎ প্রশ্নমলং মৃত্যুঞ্জয়ে হরে ॥ ৪৪ ॥
ত্বামেব বাগ্ধনং প্রশ্নমলং স্বাশ্রয়মাগমে।
আগতোঽসি কথং ব্রস্ত ইত্যেবং বদ কারণং ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বৃষধ্বজঞ্চ মদ্ভক্তং মমপ্রাণাধিকপ্রিয়ং।
সূর্য্যঃ শশাপ ইতি মে কারণং ত্রস্তকোপয়োঃ ॥ ৪৬ ॥

তুমি তপস্যার ফলদাতা ও সর্ব্বসম্পৎ প্রদান কর্ত্তা। সুতরাং এক্ষণে তোমার তপস্যা যে কিরূপ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন হইতেছে তাহা ও সম্পদের উন্নতির কথা জিজ্ঞাসা করাও নিতান্ত অযোগ্য ॥ ৪৩ ॥

হে প্রভো! তুমি জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেব ও সর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং তোমার প্রতি জ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন করাও নিরর্থক। তুমি আপৎশূন্য মৃত্যুঞ্জয় হর নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাক; অতএব তোমার নিকট বিপদের সর্ব্বদাই বিপদসম্ভাবনা; তবে বিপদের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৪৪ ॥

হে দেবদেব! তুমি আগম কর্ত্তা ও আগমই তোমার একমাত্র আশ্রয়। সুতরাং তুমি বাক্যরূপ ধনে পরিপূর্ণ, তোমাতে কোন প্রশ্নই যোগ্য হইতে পারে না। তথাপি তুমি কিজন্য ত্বরান্বিত হইয়া আগমন করিলে তাহা শ্রবণ করিতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আগমনের কারণ আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে আমার উৎকণ্ঠা দূরীভূত হয় ॥ ৪৫ ॥

তখন ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি সনাতন নারায়ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! রাজসাবর্ণির পুত্র বৃষধ্বজ আমার পরম ভক্ত ও প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। সূর্য্য তাহাকে শাপ প্রদান করাতে আমি কোপাবিষ্ট হইয়া সত্বর সমাগত হইলাম। এই আমি আগমনের কারণ আপনার নিকট নির্দ্দেশ করিলাম আর অন্য কারণ কিছুই নাই ॥ ৪৬

পুত্রবাৎসল্যশোকেন সূর্য্যং হন্তুং সমুদ্যতঃ।
স ব্রহ্মাণং প্রপন্নশ্চ স সূর্য্যশ্চ বিধিস্ত্বয়ি ॥ ৪৭ ॥
ত্বয়ি যে শরণাপন্না ধ্যানেন বচসাপি বা।
নিরাপদস্তে নিঃশঙ্কা জরামৃত্যুশ্চ তৈর্জ্জিতঃ ॥ ৪৮ ॥
সাক্ষাদ্যে শরণাপন্নাস্তৎফলং কিং বদামি ভোঃ।
হরিস্মৃতিশ্চাভয়দা সর্ব্বমঙ্গলদা সদা ॥ ৪৯ ॥
কিং মে ভক্তস্য ভবিতা তন্মে ব্রূহি জগৎপ্রভো।
শ্রীহতস্যাস্য মূঢ়স্য সূর্য্যশাপেন হেতুনা ॥ ৫০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽতিযাতো দৈবেন যুগানামেকবিংশতিঃ।
বৈকুণ্ঠে ঘটিকার্দ্ধেন শীঘ্রং গচ্ছন্নৃপালয়ং ॥ ৫১ ॥

এক্ষণে আমি ভক্তবাৎসল্যনিবন্ধন শোকার্ত্ত হইয়া সূর্য্যকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হওয়াতে দিবাকর ব্রহ্মার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

হে নাথ! যাহারা ধ্যানযোগে বা একান্ত নির্ভরবাক্যে তোমার শরণাপন্ন হয় তাহারা জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত হইয়া নিরাপদে নির্ভয়ে কাল হরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে এবং অন্তেও তোমার কৃপাপাত্র হয় ॥ ৪৮ ॥

হে প্রভো! যাহারা তোমার শরণ গ্রহণ করে তাহাদের ফল বর্ণনাতীত। কারণ হরিস্মৃতি সর্ব্ব মঙ্গলকারিণী ও অভয়দায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে সুতরাং হরির শরণে বিপদের সম্ভাবনা নাই ॥ ৪৯ ॥

হে জগৎপতে! আমার সেই ভক্ত বৃষধ্বজ দুর্ভাগ্য বশত সূর্য্যশাপে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তাহার নিস্তারের উপায় কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন, মধুসূদন ভিন্ন বিপদোদ্ধারের গতি নাই ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন নারায়ণ দেবদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি-

বৃষধ্বজোমৃতঃ কালাদ্দুর্নির্বার্য্যাৎ সুদারুণাৎ।
হংসধ্বজশ্চ তৎপুত্রো মৃতঃ সোপি শ্রিয়া হতঃ॥ ৫২॥
তৎপুত্রৌ চ মহাভাগৌ ধর্ম্মধ্বজকুশধ্বজৌ।
হতশ্রিয়ৌ সূর্য্যশাপাত্তৌ চ পরমবৈষ্ণবৌ॥ ৫৩॥
রাজ্যভ্রষ্টৌ শ্রিয়াভ্রষ্টৌ কমলা তাপসাবুভৌ।
তয়োশ্চ ভার্য্যয়োর্লক্ষ্মীঃ কলয়া চ জনিষ্যতি॥ ৫৪॥
সম্পদ্যুক্তৌ তদা তৌ চ নৃপশ্রেষ্ঠৌ ভবিষ্যতঃ।
মৃতস্তে সেবকঃ শম্ভো গচ্ছ যূয়ঞ্চ গচ্ছত॥ ৫৫॥

লেন হে শঙ্কর! দৈববশে এক্ষণে বৈকুণ্ঠধামের অর্দ্ধঘটিকায় পৃথিবীর একবিংশতি যুগপরিমিতকাল অতীত হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে সেই রাজসদনে গমন কর, জিজ্ঞাস্য বিষয়ের কাল অতীত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

কালের অনিবার্য্যগতি প্রযুক্ত অধুনা সেই বৃষধ্বজ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও তৎপুত্র হংসধ্বজও হতশ্রীক হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে॥ ৫২॥

সেই হংসধ্বজের ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ নামক পরম বৈষ্ণব দুই পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সূর্য্যশাপে তাহারাও একেবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে॥ ৫৩॥

এক্ষণে সেই হরিপরায়ণ ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ সূর্য্যশাপে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উপস্থিত বিপদ শান্তির জন্য তপস্যা করিতেছে, কমলাদেবী অংশক্রমে তাহাদিগের ভার্য্যাদ্বয়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন॥ ৫৪॥

কমলা দেবী তাহাদিগের কন্যারূপে সমুৎপন্না হইলে তাহারা অতুলৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ও পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে। হে দেবদেব! তোমার সেবক সেই বৃষধ্বজ আর জীবিত নাই। এক্ষণে তুমি নিরুদ্বেগে গমন কর। সর্ব্বাত্মা হরি শূলপাণিকে এই বলিয়া দেবগণকেও কহিলেন হে দেবগণ! তোমরাও যথাস্থানে প্রতিগমন কর॥ ৫৫॥

ইত্যুক্ত্বা চ স লক্ষ্মীকঃ সভাতোঽন্ত্যন্তরং গতঃ।
দেবা জগ্মুশ্চ সংহৃষ্টা স্বাশ্রমং পরমং মুদা ॥ ৫৬ ॥
শিবশ্চ তপসে শীঘ্রং পরিপূর্ণতমং যযৌ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে তুলস্যুপাখ্যানে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

এই বলিয়া সর্ব্বভূতাত্মা পরাৎপর দেব নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত সেই সভা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেবদেব মহাদেবও তপস্যার্থ সত্বরে পরিপূর্ণ তম স্বীয় আনন্দ ধামে সমাগত হইলেন ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডের তুলসীর উপাখ্যাননামক ত্রয়ো-
দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সমাপ্তোয়ং ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

লক্ষ্মীং তৌ চ সমারাধ্য চোগ্রেণ তপসা মুনে।
করমিষ্টঞ্চ প্রত্যেকং সংপ্রাপতুরভীপ্সিতং॥ ১॥
মহালক্ষ্ম্যা বরেণৈব তৌ পৃথ্বীশৌ বভূবতুঃ।
ধনবন্তৌ পুত্রবন্তৌ ধর্ম্মধ্বজকুশধ্বজৌ॥ ২॥
কুশধ্বজস্য পত্নী চ দেবী মালাবতী সতী।
সা সুসাব চ কালেন কমলাংশাং সুতাং সতীং॥ ৩॥
সা চ ভূমিষ্ঠমাত্রেণ জ্ঞানযুক্তা বভূবহ।
কৃত্বা বেদধ্বনীং স্পষ্টমুত্তস্থৌ সূতিকাগৃহে॥ ৪॥
বেদধ্বনীং সা চকার জাতমাত্রেণ কন্যকা।
তস্মাত্তাঞ্চ বেদবতীং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন হেনারদ! সেই মহাভাগ ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ উভয়ে কঠোর তপস্যা করিয়া কমলালয়া লক্ষ্মীর আরাধনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট প্রত্যেকে অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইলেন॥ ১॥

মহালক্ষ্মীর বরে তাঁহাদিগের রাজ্য লাভ হইল এবং তাঁহারা পুত্রবান ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন॥ ২॥

সেই কুশধ্বজ পত্নীর নাম মালাবতী। তিনি অতিশয় পতিপরায়ণা, সেই দেবী কালক্রমে গর্ভবতী হইয়া পূর্ণাবস্থায় কমলার অংশজাতা এক সতীকন্যা প্রসব করিলেন॥ ৩॥

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্না হইয়া সূতিকাগৃহে সুস্পষ্ট বেদধ্বনি করিতে ২ গাত্রোত্থান করিলেন॥ ৪॥

জাতমাত্রেণ সুস্নাতা জগাম তপসে বনং।
সর্ব্বৈর্নিষিদ্ধা যত্নেন নারায়ণপরায়ণা ॥ ৬ ॥
একমন্বন্তরঞ্চৈব পুষ্করে চ তপস্বিনী।
অত্যুগ্রাঞ্চ তপস্যাঞ্চ লীলয়া চ চকার সা ॥ ৭ ॥
তথাপি পুষ্টা ন ক্লিষ্টা নবযৌবন সংযুতা।
শুশ্রাব খে চ সহসা সা বাচমশরীরিণীং ॥ ৮ ॥
জন্মান্তরে তে ভর্ত্তা চ ভবিষ্যতি হরিঃ স্বয়ং।
ব্রহ্মাদিভির্দুরারাধ্যং পতিং লপ্স্যসি সুন্দরি ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রুত্বা তু সা রুষ্টা চকার চ পুনস্তপঃ।
অতীব নির্জ্জনস্থানে পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ১০ ॥

জাতমাত্রে কন্যা বেদধ্বনি করিয়াছিল এইজন্য মনীষিগণ কর্ত্তৃক বেদবতী নামে কীর্ত্তিতা হইয়া ক্রমশ আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে লগিলেন ॥ ৫ ॥

সেই বেদবতী নারায়ণপরায়ণা, সুতরাং জাতমাত্রে তিনি সুস্নাতা হইয়া তপস্যার্থ বনযাত্রা করিলেন, সর্ব্বজন কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিবারিতা হইয়াও সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না ॥ ৬ ॥

তৎপরে তপস্বিনী বেদবতী পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া একমন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে কঠোর তপস্যা করিলেন ॥ ৭ ॥

এইরূপ দীর্ঘকাল তপস্যাতেও তাঁহার শরীর শীর্ণ হইল না। তিনি পুষ্টাঙ্গী ক্লেশবিবর্জ্জিতা ও নবযৌবনসম্পন্না হইয়া তপঃসাধন করিলে সহসা আকাশপথে এইরূপ দৈববাণী হইল সুন্দরি! জন্মান্তরে সর্ব্বভূতাত্মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হরি তোমার পতি হইবেন, তুমি নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মাদির দুরারাধ্য পরমপুরুষকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

বেদবতী এইরূপ দৈববাণী শ্রবণে রুষ্টা হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের অতি নির্জ্জন স্থানে পুনর্ব্বার কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

তত্রৈব সুচিরং তপ্ত্বা বিশ্বাস্য সমুবাস সা।
দদর্শ পুরতস্তত্র রাবণং দুর্নিবারণং ॥ ১১ ॥
দৃষ্ট্বা সাতিথিভক্ত্যা চ পাদ্যং তস্যৈ দদৌ কিল।
সুস্বাদুফলমূলঞ্চ জলঞ্চাপি সুশীতলং ॥ ১২ ॥
তচ্চ ভুক্ত্বা স পাপিষ্ঠশ্চোবাস তৎসমীপতঃ।
চকার প্রশ্নং ইতি তাং কাত্বং কল্যাণি চেতি চ ॥ ১৩ ॥
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা বরারোহাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
শরৎপদ্মোৎসবাস্যাঞ্চ সস্মিতাং সুদতীং সতীং ॥ ১৪ ॥
মূর্চ্ছামবাপ কৃপণঃ কামবাণপ্রপীড়িতঃ।
তাং করেণ সমাকৃষ্য শৃঙ্গারং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৫ ॥

এইরূপে তিনি সেই বিজন প্রদেশে দীর্ঘকাল তপঃসাধনে প্রবৃত্তা হইলে একদা লঙ্কাধিপতি দুরাত্মা পাপমতি রাবণ তাঁহার নিকট সহসা সমাগত হইল ॥ ১১ ॥

অথিতি ভক্তা বেদবতী রাবণকে দর্শনমাত্র পাদোদক প্রদান করিয়া তাহাকে সুসাদু ফলমূল ও সুশীতল জল প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

দুরাত্মা পাপিষ্ঠ লঙ্কেশ্বর সেই বেদবতীর প্রদত্ত ফলমূল ভোজন ও সুশীতল জল পান করিয়া তৎসমীপে অবস্থান পূর্ব্বক এইরূপ প্রশ্ন করিল; সুন্দরি তুমি কে, আমার নিকট পরিচয় প্রদান কর ॥ ১৩ ॥

এই বলিয়া পামর সেই পীনোন্নত পয়োধরা বরারোহা বেদবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শরৎকালীন বিকসিত পদ্মের ন্যায় তদীয় মুখমণ্ডল মধুর হাস্য ও সুন্দর দশনপংক্তি দর্শন পূর্ব্বক সেই পাপাত্মা রাবণ কামবাণে নিতান্ত নিপীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করত বিহারার্থ সমুদ্যত হইল ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

সা সতী কোপদৃষ্ট্যা চ স্তম্ভিতং তঞ্চকার হ।
শশাপ চ মদর্থে ত্বং বিলঙ্ক্ষ্যসি সবান্ধবঃ ॥ ১৬ ॥
স্পৃষ্টাহঞ্চ ত্বয়া কামাদ্বিসৃজাম্যবলোকয়।
স জড়ো হস্তপাদৌ চ কিয়দ্বক্তুং ন চ ক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥
তুষ্টাব মনসা দেবীং পদ্মাংশাং পদ্মলোচনাং।
সা তৎস্তবেন সংতুষ্টা প্রকৃতিং তঞ্চকার হ ॥ ১৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা চ যোগেন দেহত্যাগং চকারহ।
গঙ্গায়াং তাং চ সংন্যস্য স্বগৃহং রাবণো যযৌ ॥ ১৯ ॥
অহো কিমদ্ভুতং দৃষ্টং কিং কৃতং বা ময়াধুনা।
ইতি সংচিন্ত্য সংস্মৃত্য বিললাপ পুনঃ পুনঃ ॥ ২০ ॥

দুরাশয় রাবণ এইরূপ বল পূর্ব্বক বিহারে সমুদ্যত হইলে সতী বেদবতী কোপদৃষ্টি-প্রভাবে তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া এই শাপ প্রদান করিলেন। দুরাত্মন্! তুই আমার জন্য সবান্ধবে বিনষ্ট হইবি ॥ ১৬ ॥

রে পামর! তুই এক্ষণে কামভাবে আমাকে স্পর্শ করিয়াছিস্ সুতরাং আর আমি এ দেহ ধারণ করিব না, এখনি তোর সমক্ষে কলেবর পরিত্যাগ করিতেছি। এই বলিয়া বেদবতী দেহত্যাগে উদ্যতা হইলেন, সেই সাধ্বী বেদবতীর অভিশাপে রাবণের হস্তপদাদি জড়ীভূত হইয়াছিল সুতরাং সে আর কোন প্রকার বাক্যপ্রয়োগে সমর্থ হইল না ॥ ১৭ ॥

তৎপরে রাবণ মনে মনে সেই কমলার অংশজাতা কমলনয়না বেদবতীর যথাসাধ্য স্তব করিতে লাগিল, তাহাতে তিনি তুষ্টা হইয়া তাহার জড়ত্ব অপনোদন করিলেন ॥ ১৮ ॥

তৎপরে সাধুস্বভাবা বেদবতী যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। রাবণও তাঁহার কলেবর পরিত্যাগ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং সেই দেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া স্বধামে প্রতিগমন করিল ॥ ১৯ ॥

সা চ কালান্তরে সাধ্বী বভূব জনকাত্মজা।
সীতা দেবীতিবিখ্যাতা যদর্থে রাবণো হতঃ ॥ ২১ ॥
মহাতপস্বিনী সা চ তপসা পূর্ব্বজন্মনঃ।
লেভে রামঞ্চ ভর্ত্তারং পরিপূর্ণতমং হরিং ॥ ২২ ॥
সংপ্রাপ্য তপসারাধ্য স্বামিনঞ্চ জগৎপতিং।
সা রমা সুচিরং রেমে রামেণ সহ সুন্দরী ॥ ২৩ ॥
জাতিস্মরা চ স্মরতি তপসশ্চ ক্রমং পুরা।
সুখেন তজ্জহৌ সর্ব্বং দুঃখঞ্চাপি সুখং ফলে ॥ ২৪ ॥
নানাপ্রকারবিভবঞ্চকার সুচিরং সতী।
সম্প্রাপ্য সুকুমারন্তমতীব নবযৌবনং ॥ ২৫ ॥

অনন্তর রাবণ গৃহে গমন করিয়া, (হায় ! সেই নারী কি আশ্চর্য্য কার্য্য করিল, আমি কি অদ্ভুত দর্শন করিলাম) এইরূপ চিন্তা করত অতিশয় বিষণ্ণবদনে বারংবার বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

হে নারদ ! সেই সাধ্বী বেদবতী কালান্তরে জনকাত্মজা সীতাদেবী রূপে সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন, তাঁহার জন্যই রাবণ সবংশে ধ্বংস হয় ॥ ২১ ॥

সেই মহাতপস্বিনী বেদবতী জন্মান্তরীণ তপোবলে সীতারূপে ধরাতলে আবির্ভূতা হইয়া পূর্ণব্রহ্মময় রামরূপী সনাতন হরিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২২ ॥

সেই পরমসুন্দরি সীতা জন্মান্তরকৃত তপোবলে জগৎপতি রামকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল তৎসমভিব্যাহারে পরম সুখে বিহার করিয়া দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

তিনি জাতিস্মরা হইয়া জন্মগ্রহণ করাতে জন্মান্তরীণ তপস্যাদি সমস্তই তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, কিন্তু তিনি তৎসমুদায় দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

গুণিনং রসিকং শান্তং কান্তবেশমনুত্তমং।
স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং সুচিরং তথা লেভে যথেপ্সিতং॥ ২৬॥
পিতৃসত্যপালনার্থং সত্যসন্ধো রঘূত্তমঃ।
জগাম কাননং পশ্চাৎ কালেন চ বলীয়সা॥ ২৭॥
তস্থৌ সমুদ্রনিকটে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
দদর্শ তত্র বহ্নিঞ্চ বিপ্ররূপধরং হরিঃ॥ ২৮॥
তং রামং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা স চ দুঃখী বভূবহ।
উবাচ কিঞ্চিৎ সত্যেষ্টং সত্যং সত্যপরায়ণঃ॥ ২৯॥

বহ্নিরুবাচ।

ভগবন্ শ্রূয়তাং বাক্যং কালেন যদুপস্থিতং।
সীতাহরণকালোঽয়ং তবৈব সমুপস্থিতঃ॥ ৩০॥

নবযৌবন সম্পন্ন মধুরমূর্ত্তি রামচন্দ্র পতি হইলে জানকী পরম সৌভাগ্যজ্ঞানে বিবিধ বিভবে এবং পরমানন্দে পরিপূর্ণা হইলেন॥ ২৫॥

শান্তমূর্ত্তি কমনীয়কান্তি গুণবান্ সুরসিক পরম পুরুষ রামচন্দ্র পতি হইলে তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। এমন কি, নারীগণের মনোজ্ঞ অভিলষিত পতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি অতুল প্রীতি লাভ করিলেন॥ ২৬॥

এইরূপে কিয়ৎকাল পরম সুখে অতীত হইলে সেই পিতৃভক্তিপরায়ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ রঘুবর রামচন্দ্র পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থ স্বীয় সহধর্ম্মিণী জনকনন্দিনী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনগমন করিলেন॥ ২৭॥

হে নারদ! তৎপরে এক আশ্চর্য্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রামচন্দ্র প্রিয়তমা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সমুদ্রনিকটে অবস্থিত হইলে মহাত্মা অগ্নিদেব ব্রাহ্মণরূপ পরিগ্রহ করিয়া তথায় সমাগত হইলেন॥ ২৮॥

সত্যপরায়ণ অগ্নিদেব সমুদ্র সমীপে উপনীত হইয়া সত্যপরায়ণ রাম-

দৈবঞ্চ দুর্নিবার্য্যঞ্চ নচ দৈবাৎপরং বলং।
মৎপ্রসূং ময়ি সংন্যস্য ছায়াং রক্ষন্তিকেঽধুনা ॥ ৩১ ॥
দাস্যামি সীতা তুভ্যঞ্চ পরীক্ষাসময়ে পুনঃ।
যোঽবঃ প্রস্থাপিতোঽহঞ্চ নচ বিপ্রো হুতাসনঃ ॥ ৩২ ॥
রামস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ন প্রকাশ্য চ লক্ষ্মণং।
স্বীচকার চ স্বচ্ছন্দং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৩ ॥
বহ্নির্যোগেন সীতায়া মায়াসীতাঞ্চকারহ।
তত্তুল্য গুণসর্ব্বাংশাং দদৌ রামায় নারদ ॥ ৩৪ ॥
সীতাং গৃহীত্বা স যযৌ গোপ্যং বক্তুং নিষেধ্য চ।
লক্ষ্মণো নৈব বুবুধে গোপ্যমন্যস্যকা কথা ॥ ৩৫ ॥

চন্দ্রকে দুঃখিত দর্শনে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! কালক্রমে যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছে এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন্। অধুনা সীতাহরণের কাল সমাগত হইয়াছে ॥ ২৯॥ ৩০ ॥

হে প্রভো! দৈব দুর্নিবার্য্য। দৈববলের তুল্য বল আর কিছুই নাই। এক্ষণে আপনি আমার জননী জানকীকে আমাতে অর্পণ করিয়া নিজ-সমীপে ছায়াসীতা রক্ষা করুন্ ॥ ৩১ ॥

আমি পরীক্ষা সময়ে সীতাকে পুনর্ব্বার আপনার নিকট অর্পণ করিব। হে রঘুবর! আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমাকে হুতাশন জানিবেন, দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৩২ ॥

রামচন্দ্র অগ্নিদেবের এই বাক্য শ্রবণে অনুজ লক্ষ্মণের নিকট কিছুমাত্র ব্যক্ত না করিয়া কাতরান্তঃকরণে তদীয় বাক্য স্বীকার করিলেন ॥ ৩৩ ॥

হে নারদ! অতঃপর অনলদেব যোগবলে তুল্য রূপগুণ সম্পন্না মায়াসীতা নির্ম্মাণ করিয়া রামচন্দ্রকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

পরে তিনি রঘুনাথ রামকে ঐ গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিতে নিষেধ

এতস্মিন্নন্তরে রামো দদর্শ কনকং মৃগং।
সীতা তং প্রেরয়ামাস তদর্থে যত্নপূর্ব্বকং ॥ ৩৬ ॥
সংন্যস্য লক্ষ্মণে রামো জানক্যা রক্ষণে বনে।
স্বয়ং জগাম হন্তুং তং বিব্যাধ সায়কেন চ ॥ ৩৭ ॥
লক্ষ্মণেতি চ শব্দঞ্চ কৃত্বা চ মায়য়া মৃগঃ।
প্রাণাংস্তত্যাজ সহসা পুরো দৃষ্ট্বা হরিং স্মরন্ ॥ ৩৮ ॥
মৃগরূপং পরিত্যজ্য দিব্যরূপং বিধায় চ।
রত্ননির্ম্মাণযানেন বৈকুণ্ঠং স জগামহ ॥ ৩৯ ॥
বৈকুণ্ঠদ্বারে ত্বার্য্যাসীৎ কিংকরো দ্বারপালয়োঃ।
জয়া বিজয়য়োশ্চৈব বলবাংশ্চ জিতাভিধঃ ॥ ৪০ ॥

করিয়া প্রকৃত সীতা গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন, অন্যের কথা দূরে থাকুক, লক্ষ্মণও ঐ গুঢ় বিষয়ের কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩৫ ॥

মায়াবী নিশাচর মারীচ কনকমৃগরূপী হইয়া বিচরণ পূর্ব্বক রঘুবীর রামচন্দ্রের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। রামমহিষী জানকীরও তদ্দর্শনে লোভ উপস্থিত হওয়াতে সেই সুবর্ণ মৃগলাভের জন্য যত্ন পূর্ব্বক পতিকে তদভিমুখে যাত্রা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

তখন রাম, লক্ষ্মণকে প্রিয়তমা জানকীর রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া সেই মায়ারূপধারী সুবর্ণ মৃগের বিনাশার্থ স্বয়ং বনপ্রবেশ করিয়া অতি দূরে গমন পূর্ব্বক শরদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তখন সেই সুবর্ণ মৃগরূপী নিশাচর মারীচ মায়াবলে, হা লক্ষ্মণ! রক্ষা কর, এইরূপ চাৎকার করিয়া সম্মুখে রামরূপ দর্শন ও মনে মনে হরিস্মরণ করিতে করিতে সহসা প্রাণত্যাগ করিল ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে মারীচ মৃগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রত্ন-বিনির্ম্মিত যানে আরোহণ করত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল ॥ ৩৯ ॥

বৈকুণ্ঠধামের দ্বারিদ্বয়ের নাম জয় ও বিজয়। ঐ দ্বারপাল দ্বয়ের

শাপেন সনকাদীনাং সম্প্রাপ্য রাক্ষসীং তনুং।
পুনর্জ্জগাম তদ্দ্বারমাদৌ স দ্বারপালয়োঃ ॥ ৪১ ॥
অথ শব্দঞ্চ সা শ্রুত্বা লক্ষ্মণেতি চ বিক্লবং।
সীতা তং প্রেরয়ামাস লক্ষ্মণং রামসন্নিধৌ ॥ ৪২ ॥
গতে চ লক্ষ্মণে রামং রাবণো দুর্নিবারণঃ।
সীতাং গৃহীত্বা প্রযযৌ লঙ্কামেব স্বলীলয়া ॥ ৪৩ ॥
বিষসাদ চ রামশ্চ বনে দৃষ্ট্বা চ লক্ষ্মণং।
তূর্ণঞ্চ স্বাশ্রমং গত্বা সীতাং নৈব দদর্শ সঃ ॥ ৪৪ ॥
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ্য সুচিরং বিললাপ ভৃশং পুনঃ।
পুনর্ব্বভ্রাম গহনে তদন্বেষণপূর্ব্বকং ॥ ৪৫ ॥

জিতনামক এক পরাক্রান্ত কিঙ্কর ছিল। সেই কিঙ্কর তাহাদিগের আজ্ঞানুসারে সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠদ্বারে অবস্থান করিত ॥ ৪০ ॥

পরে সনকাদি মহর্ষিগণের অভিশাপে তাহাদিগের রাক্ষস দেহপ্রাপ্তি হয় কিন্তু দ্বারিদ্বয়ের শাপ মোচনের পূর্ব্বেই সেই কিঙ্কর রাক্ষসদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় বৈকুণ্ঠ যাত্রা করিল ॥ ৪১ ॥

এদিকে সীতা হা লক্ষণ এই করুণবাক্য শ্রবণে পতির বিপদজ্ঞান করিয়া তৎসন্নিধানে সত্বরে দেবর লক্ষণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

লক্ষণ রাম নিকটে গমন করিলে দুর্ব্বুদ্ধি রাবণ সুযোগ পাইয়া অবলীলাক্রমে সীতা হরণ পূর্ব্বক লঙ্কাধামে যাত্রা করিল ॥ ৪৩ ॥

রামচন্দ্র বনমধ্যে লক্ষণকে সমাগত দেখিয়া বিপদাশঙ্কায় নিতান্ত বিষন্ন হইয়া জানকীর দর্শনার্থ দ্রুতপদে কুটীরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। তখন স্বীয় আশ্রমের নানা স্থান অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কুত্রাপি প্রিয়তমা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া হা সীতে হা প্রিয়ে বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

কালে সংপ্রাপ্য তদ্বার্ত্তাং পক্ষিদ্বারা নদীতটে।
সহায়ং বানরং কৃত্বা ববন্ধ সাগরং হরিঃ ॥ ৪৬ ॥
লঙ্কাং গত্বা রঘুশ্রেষ্ঠো জঘান সায়কেন চ।
সবান্ধবং রাবণঞ্চ সীতাং সম্প্রাপ্য দুঃখিতাং ॥ ৪৭ ॥
তাঞ্চ বহ্নিপরীক্ষাঞ্চ কারয়ামাস সত্বরং।
হুতাসনস্তত্রকালে বাস্তবীং জানকীং দদৌ ॥ ৪৮ ॥
উবাচ ছায়া বহ্নিঞ্চ রামঞ্চ বিনয়ান্বিতা।
করিষ্যামীতি কিমহং তদুপায়ং বদস্ব মে ॥ ৪৯ ॥

বহ্নিরুবাচ।

ত্বং গচ্ছ তপসে দেবি পুষ্করঞ্চ সুপুণ্যদং।
কৃত্বা তপস্যাং তত্রৈব স্বর্গলক্ষ্মীর্ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥

তখন তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া বহুক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, পরে চৈতন্য লাভ করিয়া বারংবার বিলাপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রিয়তমার অন্বেষণার্থ গহন কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

পরে তিনি নদীতীরে পক্ষীন্দ্র জটায়ুর নিকট জানকীর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বানর-সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সাগরে সেতু বন্ধন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

রঘুকুলতিলক রাম সেই সেতুসংযোগে লঙ্কাধামে গমন করিয়া তীক্ষ্ণ শরে সবংশে রাবণ সংহার করিয়া দুঃখিতা সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

তৎপরে তিনি জানকীর উদ্ধার করিয়া সত্বর তদীয় অগ্নি পরীক্ষায় উদ্যত হইলে অনলদেব তাঁহাকে বাস্তবী সীতা প্রদান করিলেন ॥ ৪৮ ॥

তখন ছায়াসীতা বিনীত ভাবে রাম ও অগ্নিদেবকে কহিলেন এক্ষণে আমি কি কার্য্য করিব? আপনারা আমাকে সদুপায় প্রদান করুন ॥ ৪৯ ॥

অগ্নিদেব ছায়াসীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন দেবি! তুমি এক্ষণে পুণ্যপ্রদ পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া তপস্যা কর। অধিক কি বলিব তপোবলে সেই স্থানেই তুমি স্বর্গলক্ষ্মী হইবে ॥ ৫০ ॥

সা চ তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতপ্য পুষ্করে তপঃ।
দিব্যং ত্রিলক্ষবর্ষঞ্চ স্বর্গে লক্ষ্মীর্ব্বভূবহ ॥ ৫১ ॥
সা চ কালেন তপসা যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা।
কামিনী পাণ্ডবানাঞ্চ দ্রৌপদী দ্রুপদাত্মজা ॥ ৫২ ॥
কৃতে যুগে বেদবতী কুশধ্বজসুতা শুভা।
ত্রেতায়াং রামপত্নী চ সীতেতি জনকাত্মজা ॥ ৫৩ ॥
তচ্ছায়া দ্রৌপদী দেবী দ্বাপরে দ্রুপদাত্মজা।
ত্রিহায়ণীতি সা প্রোক্তা বিদ্যমানা যুগত্রয়ে ॥ ৫৪ ॥

নারদ উবাচ।

প্রিয়াঃ পঞ্চ কথং তস্যা বভূবুর্মুনিপুঙ্গব।
ইতি মে চিত্তসন্দেহং ভঞ্জ সন্দেহভঞ্জন ॥ ৫৫ ॥

ছায়াসীতা অনলদেবের এই উপদেশে পুষ্করতীর্থে গমন পূর্ব্বক দেবমানে ভক্তিসহকারে ত্রিলক্ষ বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়া সেই বর পাইলেন অর্থাৎ স্বর্গলক্ষ্মীরূপে প্রকাশমানা হইলেন ॥ ৫১ ॥

তিনিই কালক্রমে তপোবনে যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদীরূপে উৎপন্না হইয়া পাণ্ডবগণের মহিষী হইয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

সত্যযুগে যে পবিত্রস্বভাবা কুশধ্বজ-কন্যা বেদবতী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ত্রেতাযুগে তিনিই মিথিলাধিপতি জনকাত্মজা রামপত্নী সীতারূপে প্রকাশমানা হন ॥ ৫৩ ॥

দ্বাপরযুগে সেই জানকীর ছায়াই দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদী নামে প্রাদুর্ভূতা হন। এবং পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন যুগত্রয়ে বিদ্যমান থাকাতে তিনি ত্রিহায়নী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! সেই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইল কেন এই বিষয়ে আমার মন নিতান্ত সন্দিগ্ধ হইয়াছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তদ্বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। ৫৫ ॥

নারায়ণ উবাচ।

লঙ্কায়াং বাস্তবী সীতা রামং সম্প্রাপ নারদ।
রূপযৌবনসম্পন্না ছায়া চ বহুচিন্তিতা ॥ ৫৬ ॥
রামাগ্ন্যোরাজ্ঞয়া তপ্তা যযাচে শঙ্করং বরং।
কামাতুরা পতিব্যগ্রা প্রার্থয়ন্তী পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৭ ॥
পতিং দেহি পতিং দেহি পতিং দেহি ত্রিলোচন।
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবারঞ্চকার সা ॥ ৫৮ ॥
শিবস্তৎপ্রার্থনং শ্রুত্বা সস্মিতো রসিকেশ্বরঃ।
প্রিয়ে তব প্রিয়াঃ পঞ্চস্বামিনো ভারতে দদৌ ॥ ৫৯ ॥
তেন সা পাণ্ডবানাঞ্চ বভূব কামিনীপ্রিয়া।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং প্রস্তাবং বাস্তবং শৃণু ॥ ৬০ ॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! লঙ্কাধামে জানকীর অগ্নি পরীক্ষাকালে বাস্তবী সীতা রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলে রূপযৌবনসম্পন্না ছায়াসীতা অতিশয় চিন্তাকুলা হইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

তৎপরে তিনি রাম ও অগ্নিদেবের আজ্ঞায় তপস্যা করিয়া শঙ্করকে প্রসন্ন করিলেন। আশুতোষ প্রীত হইলে সেই কামাতুরা পতিব্যগ্রা নারী বারংবার তাঁহার নিকট পতিলাভের বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৫৭ ॥

হে ত্রিলোচন আমাকে পতি প্রদান কর। দেবদেব আশুতোষের নিকট এই বাক্যটি পাঁচবার সেই নারী কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইল ॥ ৫৮ ॥

রসিকেশ্বর শঙ্কর তাঁহার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন দেবি! তুমি পাঁচবার আমার নিকট পতি প্রার্থনা করিলে অতএব আমি সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেছি তুমি পঞ্চপতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৯ ॥

শিব বরে সেই দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের মহিষী হইয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বাস্তবিক যে প্রস্তাব তাহা বলিতেছি তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৬০ ॥

অথ সংপ্রাপ্য লঙ্কায়াং সীতাং রামো মনোহরং।
বিভীষণায় তাং লঙ্কাং দত্ত্বাযোধ্যাং যযৌ পুনঃ ॥ ৬১ ॥
একাদশসহস্রাব্দং কৃত্বা রাজ্যঞ্চ ভারতে।
জগাম সর্ব্বৈর্লোকৈশ্চ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠমেব চ ॥ ৬২ ॥
কমলাংশা বেদবতী কমলায়াং বিবেশ সা।
কথিতং পুণ্যমাখ্যানং পুণ্যদং পাপনাশনং ॥ ৬৩ ॥
সততং মূর্ত্তিমন্তশ্চ বেদাশ্চত্বারএব চ।
সন্তি যস্যাশ্চ জিহ্বাগ্রে সা চ বেদবতী স্মৃতা ॥ ৬৪ ॥
কুশধ্বজসুতাখ্যানমুক্তং সংক্ষেপনেন চ।
ধর্ম্মধ্বজসুতাখ্যানং নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে তুলস্যুপাখ্যানে
বেদবতীপ্রস্তাবে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অনন্তর রামচন্দ্র বাস্তবী সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৬১ ॥

পরে তিনি একাদশসহস্রবর্ষ রাজ্য-সুখসম্ভোগ করিয়া পরিশেষে স্বগণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে আগমন করিলেন ॥ ৬২ ॥

ঐ সময়ে কমলার অংশজাতা বেদবতীও কমলাতে প্রবিষ্টা হইলেন। এই আমি তোমার নিকট পাপনাশন পুণ্যজনক পবিত্র উপাখ্যান বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতে ত্রুটি করিলাম না ॥ ৬৩ ॥

আরও বেদ চতুষ্টয় মূর্ত্তিমান হইয়া সেই নারীর জিহ্বাগ্রে বিদ্যমান থাকাতে তিনি বেদবতী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

এই আমি কুশধ্বজ কন্যার উপাখ্যান সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে ধর্ম্মধ্বজ কন্যার উপাখ্যান কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসংবাদে প্রকৃতি-
খণ্ডের তুলসীর উপাখ্যানে বেদবতীর প্রস্তাব নামক
চতুর্দ্দশোঽধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ধর্ম্মধ্বজস্য পত্নী চ মাধবীতি চ বিশ্রুতা।
নৃপেন সার্দ্ধং সা রামা রেমে চ গন্ধমাদনে ॥ ১ ॥
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাং।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গী পুষ্পচন্দনবায়ুনা ॥ ২ ॥
স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী রত্নভূষণভূষিতা।
কামুকী রসিকশ্রেষ্ঠা রসিকাসনসংযুতা ॥ ৩ ॥
সুরতির্ব্বিরতির্নাস্তি তয়োঃ সুরতবিজ্ঞয়োঃ।
গতং বর্ষশতং দৈবং তৌ ন জ্ঞাতৌ দিবানিশং ॥ ৪ ॥
ততো রজোমতিং প্রাপ্য সুরতাদ্বিররাম সঃ।

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! পূর্ব্বোক্ত যে মহারাজ ধর্ম্মধ্বজের কথা শুনিলে তাঁহার পত্নীর নাম মাধবী। নরবর ধর্ম্মধ্বজ গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রেয়সী মাধবীর সহিত পরম সুখে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিহারকালে রাজবনিতা মাধবী পুষ্পচন্দন-চর্চ্চিত রতিকরী শয্যা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় অঙ্গে চন্দন বিলেপন পূর্ব্বক কুসুমচন্দনে সৌরভময় বায়ুসেবন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

তৎকালে সেই রমণী রত্নস্বরূপা পরম সুন্দরী সুরসিকা কামুকী মাধবী রসিকবর স্বীয় পতি ধর্ম্মধ্বজের সহিত একাসনে উপবেশন এবং বিবিধ-রূপে কথোপকথন পূর্ব্বক কৌতুক তরঙ্গে ভাসমানা হইলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহারা উভয়েই সুরত কার্য্যে সুনিপুণ, সুতরাং দিনযামিনী অবিশ্রামে পরস্পরের সুরত ব্যাপার সম্পাদিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দেবমানে শতবর্ষ গত হইল তথাপি তাঁহাদিগের বিহারের বিরতি হইল না এবং সেই দীর্ঘকালও তাঁহারা স্বল্পজ্ঞান করিলেন ॥ ৪ ॥

কামুকী সুন্দরী কিঞ্চিৎ ন চ তৃপ্তিং জগাম সা ॥ ৫ ॥
দধার গর্ভং সা সদ্যো দেবাব্দং শতকং সতী।
শ্রীগর্ভা শ্রীযুতা সা চ সংবভূব দিনে দিনে ॥ ৬ ॥
শুভক্ষণে শুভদিনে শুভযোগেন সংযুতে।
শুভলগ্নে শুভাংশে চ শুভস্বামিগৃহান্বিতে ॥ ৭ ॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াঞ্চ শিতবারে চ পাদ্মজ।
সুসাব সা চ পদ্মাংশাং পদ্মিনীং সুমনোহরাং ॥ ৮ ॥
পাদপদ্মযুগে চৈব পদ্মরাজবিরাজিতাং।
রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মী সর্ব্বাঙ্গী ভঙ্গিমাযুতাং ॥ ৯ ॥
রাজলক্ষ্মী লক্ষ্মযুক্তাং রাজলক্ষ্ম্যাধিদেবতাং।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং শরৎপঙ্কজলোচনাং ॥ ১০ ॥

অতঃপর মহারাজ ধর্ম্মধ্বজ জ্ঞান লাভ করিয়া সুরত-কার্য্য হইতে বিরত হইলেন কিন্তু সেই কামুকী অনুপমা রূপবতী ধর্ম্মধ্বজপত্নী তদ্রূপ দীর্ঘকাল বিহারেও তৃপ্তিলাভ করিলেন না। ॥ ৫ ॥

সেই বিহারে রাজ্ঞী মাধবীর গর্ভসঞ্চার হইল। তিনি দেবমানে শতবর্ষ কমলাকে গর্ভে ধারণ করাতে দিনে দিনে তাঁহার অপেক্ষাকৃত অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ॥ ৬ ॥

তৎপরে রাজমহিষী মাধবী শুভযোগযুক্ত শুভদিনে শুভক্ষণে শুভজনক গ্রহাধিপতির ক্ষেত্রে শুভগ্রহের অংশে ও শুভলগ্নে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে কমলার অংশজাতা এক মনোহারিণী পরমাসুন্দরী পদ্মিনী কন্যা প্রসব করিলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

সেই কন্যা রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মী। তাঁহার পাদপদ্মযুগলে পদ্মরাগমণির শোভা বিস্তারিত হইল এবং ক্রমেক্রমে যত দিন গত হইতে লাগিল ততই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ॥ ৯ ॥

পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীঞ্চ পশ্যন্তীং সস্মিতাং গৃহং।
হস্তপাদতলারক্তাং নিম্ননাভি মনোরমাং ॥ ১১ ॥
তদধস্ত্রীবলীযুক্তাং নিতম্বযুগ্মবর্ত্তুলাং।
শীতে সুখোষ্ণ সর্ব্বাঙ্গী, গ্রীষ্মে চ সুখশীতলাং ॥ ১২ ॥
শ্যামাং সুকেশীং রুচিরাং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাং।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং সুন্দরীষ্বেকসুন্দরীং ॥ ১৩ ॥
নরানার্য্যশ্চ তাং দৃষ্ট্বা তুলনাং দাতুমক্ষমাঃ।
তেন নাম্না চ তুলসীং তাং বদন্তি পুরাবিদঃ ॥ ১৪ ॥
সা চ ভূমিষ্ঠমাত্রেণ স্রষ্টা চ প্রকৃতির্যথা।
সর্ব্বৈর্নির্বিদ্ধা তপসে জগাম বদরীবনং ॥ ১৫ ॥

তিনি রাজলক্ষ্মীর লক্ষণযুক্ত হওয়াতে রাজলক্ষ্মীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধা হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের যাদৃশ শোভা হয় তাহার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল॥ ১০॥

তাঁহার অধর ও ওষ্ঠ পক্কবিম্বের ন্যায় লোহিত বর্ণ করতল ও পাদতল রক্তবর্ণ ও নাভি নিম্ন। সেই মনোরমা নারী সহাস্য মুখে গৃহমধ্যে আশ্চর্য্যরূপে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন॥ ১১॥

তদীয় নাভিনিম্নে ত্রিবলীর অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ হইল এবং তাঁহার নিতম্বযুগ্মও বর্ত্তুল। এমন কি শীতকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুখসেব্য উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে সুখসেব্য সুশীতল হইয়া উঠিল॥ ১২॥

তিনি শ্বেতচম্পকবর্ণাভা শ্যামাঙ্গী সুকেশী ও মনোজ্ঞ রূপিণী বলিয়া সুন্দরী রমণীগণের প্রধানারূপে নির্দ্দিষ্টা হইলেন এবং ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ) পাদপের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন॥ ১৩॥

নরনারীগণ সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া তাঁহার তুলনা প্রদানে অক্ষম হইলেন বলিয়া পুরাবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক তাঁহার তুলসী নাম প্রদত্ত হইল, তদবধি তিনি তুলসী নামে বিখ্যাত হইলেন॥ ১৪॥

তত্র দৈবাব্দলক্ষঞ্চ চকার পরমন্তপঃ।
মম নারায়ণস্বামী ভবিতেতি চ নিশ্চিতা॥ ১৬॥
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা শীতে তোয়াবস্থা চ প্রাবৃষি।
শ্মশানস্থা বৃষ্টিধারাং সহন্তীতি দিবানিশং॥ ১৭॥
বিংশৎ সহস্রবর্ষঞ্চ ফলতোয়াশনা চ সা।
ত্রিংশৎ সতসহস্রাব্দং পত্রাহারা তপস্বিনী॥ ১৮॥
চত্বারিংশৎ সহস্রাব্দং বায্বাহারা কৃশোদরী।
ততো দশসহস্রাব্দং নিরাহারা বভূব সা॥ ১৯॥
নির্লক্ষ্যাং চৈকপাদস্থাং দৃষ্ট্বা তাং কমলোদ্ভবঃ।
সমাযযৌ বরং দাতুং পরং বদরিকাশ্রমং॥ ২০॥

সেই তুলসীদেবী সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রেরিতা, প্রকৃতির ন্যায় জাতমাত্রেই তপস্যার্থ বদরীবনে যাত্রা করিলেন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞানিবন্ধন সর্ব্বজন কর্ত্তৃক নিষিদ্ধা হইয়াও কোন রূপে প্রতিনিবৃত্তা হইলেন না॥ ১৫॥

তৎপরে তুলসী, জগৎপাতা সনাতন নারায়ণ আমার স্বামী হইবেন এই কামনায় ভক্তিপূর্ব্বক দেবমানে লক্ষবর্ষ সেই বদরীবনে যৎপরোনাস্তি কঠোর তপস্যায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিলেন॥ ১৬॥

তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চতপা শীতকালে সলিলস্থিতা হইলেন এবং বর্ষাকালে শ্মশানবাসিনী হইয়া দিবানিশি বৃষ্টিধারা সহ্য করিতে লাগিলেন॥ ১৭॥

তপঃসাধন-কালে ফল ভোজন ও জল পান করিয়া বিংশসহস্র বর্ষ তৎকর্ত্তৃক অতিবাহিত হইল, তৎপরে সেই তপস্বিনী ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ বৃক্ষের পত্র ভোজন করিয়া যাপন করিলেন॥ ১৮॥

তৎপরে সেই কৃশোদরী তুলসী চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ বায়ু ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিলেন। ইহাতেও তিনি কৃতকার্য্যা না হইয়া তৎপরে নিরাহারে দশসহস্র বর্ষ তৎকর্ত্তৃক অতিবাহিত হইল॥ ১৯॥

তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তুলসীকে একপাদে অবস্থান

চতুর্ম্মুখঞ্চ সা দৃষ্ট্বা ননাম হংসবাহনং।
তামুবাচ জগৎকর্ত্তা বিধাতা জগতামপি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বরং বৃণুষ্ব তুলসি যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং।
হরিভক্তিঞ্চ মুক্তিং বাপ্যজরামরতামপি ॥ ২২ ॥

তুলস্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যন্মে মনসি বাঞ্ছিতং।
সর্ব্বজ্ঞস্যাপি পুরতঃ কা লজ্জা মম সাম্প্রতং ॥ ২৩ ॥
অহঞ্চ তুলসী গোপী গোলোকেহহং স্থিতা পুরা।
কৃষ্ণপ্রিয়া কিঙ্করী চ তদংশা তৎসখিপ্রিয়া ॥ ২৪ ॥
গোবিন্দসহসংভুক্ত্বামতৃপ্তাং মাঞ্চ মূর্চ্ছিতাং।

পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বরপ্রদানার্থ পবিত্র বদরীকাশ্রমে সেই তুলসী দেবীর সমীপে আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥

তুলসীদেবী জগদ্বিধাতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে সবাহনে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে সৃষ্টিকর্ত্তা কমলযোনি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন তুলসী আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি। হরিভক্তি মুক্তি অজরত্ব বা অমরত্ব তোমার যে কোন বরলাভের কামনা থাকে তুমি আমার নিকট সেই বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

তুলসী ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার নিকট আমার লজ্জা কি? এক্ষণে আমার বাঞ্ছিত বিষয় বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ করুন্ ॥ ২৩ ॥

হে প্রভো! পূর্ব্বে আমি গোলোকধামে গোপিকা ছিলাম। শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার চরণ সেবা করিতাম, আমি তাঁহারই অংশজাতা বলিয়া তৎসখী আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন ॥ ২৪ ॥

রাসেশ্বরী সমাগত্য দদর্শ রাসমণ্ডলে ॥ ২৫ ॥
গোবিন্দং ভৎসয়ামাস মাং শশাপ রুষান্বিতা।
যাহি ত্বং মানবীং যোনিং ইত্যেবঞ্চ পিতামহ ॥ ২৬ ॥
মামুবাচ স গোবিন্দো মদংশত্বং চতুর্ভুজং।
লভিষ্যসি তপস্তপ্ত্বা ভারতে ব্রহ্মণো বরাৎ ॥ ২৭ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশোপ্যন্তর্দ্ধ্যানং চকার সঃ।
দেব্যাভিয়া তনুং ত্যক্ত্বা লব্ধং জন্ম ময়া ভুবি ॥ ২৮ ॥
অহং নারায়ণং কান্তং শান্তং সুন্দরবিগ্রহং।
সাম্প্রতং লব্ধুমিচ্ছামি বরমেবঞ্চ দেহি মে ॥ ২৯ ॥

একদা আমি গোলোকধামে পরব্রহ্ম দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারে আসক্ত রহিয়াছি। বাস্তবিক কৃষ্ণসম্ভোগে তখনও আমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি-লাভ হয় নাই এমন সময়ে রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা রাসমণ্ডলে আগমন করিয়া আমাকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিলেন ॥ ২৫ ॥

সেই ব্যাপার দর্শনে শ্রীমতী কোপান্বিতা হইয়া কৃষ্ণকে তিরস্কার পূর্ব্বক আমাকে এই রূপ শাপ প্রদান করিলেন, দুষ্টে! এস্থানে তোমার অধি-কার নাই, এক্ষণে তুমি মানবযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর ॥ ২৬ ॥

তখন করুণাময় কৃষ্ণ আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দেবি! তুমি ভারতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে আমার অংশজাত চতুর্ভুজ পরমপুরুষকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৭ ॥

দেব প্রবর কৃষ্ণ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, আমিও শ্রীমতীর ভয়ে দেহ ত্যাগ করিয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিলাম ॥ ২৮ ॥

ভগবন! এই আমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি শান্তমূর্ত্তি পরম সুন্দর নারায়ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইতে বাসনা করিতেছি। অতএব আপনি এই বর প্রদান করুন যেন সর্ব্বেশ্বর সনাতন বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ আমার পতি হন ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সুদামানাম গোপশ্চ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসমুদ্ভবঃ।
তদংশশ্চাতি তেজস্বী ললাভ জন্ম ভারতে॥ ৩০ ॥
সাম্প্রতং রাধিকাশাপাদ্দনুবংশ সমুদ্ভবঃ।
শঙ্খচূড়ইতি খ্যাতস্ত্রৈলোক্যেন চ তৎপরঃ॥ ৩১ ॥
গোলোকে ত্বাং পুরা দৃষ্ট্বা কামোন্মথিতমানসঃ।
বিলঙ্ঘিতুং ন শশাক রাধিকায়াঃ প্রভাবতঃ॥ ৩২ ॥
স চ জাতিস্মরস্তপ্ত্বা ত্বাং ললাভ বরেণ চ।
জাতিস্মরাপি ত্বমপি সর্ব্বং জানাসি সুন্দরি॥ ৩৩ ॥
অধুনা তস্য পত্নী চ ভবভাবিনি শোভনে।
পশ্চান্নারায়ণং কান্তং শান্তমেব লভিষ্যসি॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তুলসীর এতদ্বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজাত সুদামা নামক যে পরম তেজস্বী গোপ গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সহচর ছিল অধুনা রাধিকাশাপে ভারতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। সে দনুবংশে সমুৎপন্ন হইয়া শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই ব্যক্তি কন্দর্প সদৃশ রূপবান এবং ত্রৈলোক্যে তাহার তুল্য প্রবল প্রতাপশালী দ্বিতীয় নাই॥ ৩০॥ ৩১॥

পূর্ব্বে সেই সুদামা গোলোকধামে তোমাকে দর্শন করিয়া কামবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল, তোমার সহিত সম্মিলন তাহার ইচ্ছা, কেবল রাধিকার প্রভাবে তোমার প্রণয় লাভে সমর্থ হয় নাই॥ ৩২॥

সুন্দরি! এক্ষণে সেই সুদামা জাতিস্মর হইয়া শঙ্খচূড়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সুতরাং সে তপস্যা করিয়া আমার বরে তোমাকে প্রাপ্ত হইবে আর তুমিও জাতিস্মরা হইয়া সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছ। অতএব আমার বরে অবশ্যই তোমাদিগের মিলন হইবে সন্দেহ মাত্র নাই॥ ৩৩॥

শাপান্নারায়ণস্যৈব কলয়া দৈবযোগতঃ।
ভবিষ্যসি বৃক্ষরূপা ত্বং পূতা বিশ্বপাবনী ॥ ৩৫ ॥
প্রধানা সর্ব্বপুষ্পানাং বিষ্ণুপ্রাণাধিকা ভবে।
ত্বয়া বিনা চ সর্ব্বেষাং পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥
বৃন্দাবনে বৃক্ষরূপা নাম্না বৃন্দাবনীতি চ।
তৎপত্রৈর্গোপিকা গোপা পূজয়িষ্যন্তি মাধবং ॥ ৩৭ ॥
বৃক্ষাধিদেবীরূপেণ সার্দ্ধং কৃষ্ণেন সন্ততং।
বিহরিষ্যসি গোপেন স্বচ্ছন্দং মদ্বরেণ চ ॥ ৩৮ ॥
ইত্যেব বচনং শ্রুত্বা সস্মিতা হৃষ্টমানসা।
প্রণনাম চ ব্রহ্মাণং তঞ্চ কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ৩৯ ॥

তুলস্যুবাচ।

যথা মে দ্বিভুজে কৃষ্ণে বাঞ্ছা চ শ্যামসুন্দরে।

শোভনে ! অধুনা তুমি সেই শঙ্খচূড়ের পত্নী হও। পশ্চাৎ শান্তমূর্ত্তি সনাতন নারায়ণকে কান্তরূপে লাভ করিতে পারিবে॥ ৩৪ ॥

পরে দৈবযোগে শাপবশত নারায়ণ কলায় তুমি তুলসী বৃক্ষরূপিণী হইয়া বিশ্ব সংসারকে সম্যক্‌রূপে পবিত্র করিবে ॥ ৩৫ ॥

দেবি ! সংসারে তুমি সর্ব্বপুষ্পের প্রধানা ও বিষ্ণুর প্রাণাধিকা হইবে। অধিক আর কি বলিব তোমাভিন্ন কাহারও পূজা সিদ্ধ হইবে না ॥ ৩৬ ॥

তুমি শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষরূপিণী হইয়া বৃন্দাবনী নামে বিখ্যাত হইবে। সেই ব্রজধামে গোপ গোপীগণে সর্ব্বদা ত্বদীয় পত্রদ্বারা পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মাধবের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৩৭ ॥

আর তুমি তুলসী বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অবস্থিতি করিয়া আমার বরে পরম সুখে গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিবে ॥ ৩৮ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে বর প্রদান করিলে তুলসী পরিতুষ্টা হইয়া

সত্যং ব্রবীমি হে তাত ন তথা চ চতুর্ভুজে ॥ ৪০ ॥
অতৃপ্তাহঞ্চ গোবিন্দে দৈবাৎ শৃঙ্গারভঙ্গতঃ।
গোবিন্দস্যৈব বচনাৎ প্রার্থয়ামি চতুর্ভুজং ॥ ৪১ ॥
তৎপ্রসাদেন গোবিন্দং পুনরেব সুদুর্লভং।
ধ্রুবমেবং লভিষ্যামি রাধাভীতিং প্রমোচয় ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

গৃহাণ রাধিকামন্ত্রং দদামি ষোড়শাক্ষরং।
তস্যাশ্চ প্রাণতুল্যা ত্বং মদ্বরেণ ভবিষ্যসি ॥ ৪৩ ॥
শৃঙ্গারং যুবয়োর্গোপ্যমাজ্ঞাস্যতি চ রাধিকা।
রাধাসমা ত্বং শুভগা গোবিন্দস্য ভবিষ্যসি ॥ ৪৪ ॥

সহাস্যবদনে তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর কৃষ্ণে আমার যেরূপ প্রীতি আছে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আমার সেরূপ প্রীতি নাই ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

দৈব দুর্বিপাকে সম্ভোগভঙ্গ নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। এক্ষণে তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে চতুর্ভুজ নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪১ ॥

আপনার প্রসাদে পুনর্ব্বার আমি সেই সুদুর্লভ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণকে যদি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইতে পারি তাহা হইলে আমার ভাগ্যের সীমা নাই, কিন্তু আপনি শ্রীমতী রাধিকার ভয় হইতে রক্ষা করুন ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মা তুলসীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন দেবি! এক্ষণে আমি তোমাকে ষোড়শাক্ষর রাধিকামন্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ কর, আমার বরে তুমি সেই শ্রীমতী রাধার প্রাণতুল্যা হইবে ॥ ৪৩ ॥

রাধিকা তোমাদিগের উভয়ের গোপনীয় বিহার আজ্ঞা প্রদান করিবেন, তুমি শ্রীমতীর তুল্য সৌভাগ্যবতী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হইবে ॥ ৪৪ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা দত্ত্বা চ দেব্যাশ্চ ষোড়শাক্ষরং।
মন্ত্রং তস্যৈ জগদ্ধাতা স্তোত্রঞ্চ কবচং পরং ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বং পূজাবিধানঞ্চ পুরশ্চর্য্যা বিধিক্রমং।
পরং শুভাশিষং কৃত্বা সোঽন্তর্দ্ধানঞ্চকারহ ॥ ৪৬ ॥
সা চ ব্রহ্মোপদেশেন পুণ্যে বদরিকাশ্রমে।
জজাপ পরমং মন্ত্রং যদিষ্টং পূর্ব্বজন্মনঃ ॥ ৪৭ ॥
দিব্যং দ্বাদশবর্ষঞ্চ পূজাঞ্চৈব চকার সা।
বভূব সিদ্ধা সা দেবী তৎপ্রত্যাদেশমাপ চ ॥ ৪৮ ॥
সিদ্ধে তপসি মন্ত্রে চ বরং প্রাপ্য যথেপ্সিতং।
বুভুজে চ মহাভাগং যদ্বিশ্বেষু সুদুর্লভং ॥ ৪৯ ॥
প্রসন্নমানসা দেবী তত্যাজ তপসাং ক্লমং।
সিদ্ধে ফলে নরাণাঞ্চ দুঃখঞ্চ সুখমুত্তমং ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বলোক পিতামহ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা তুলসীকে এই বলিয়া রাধিকার ষোড়শাক্ষর মন্ত্র স্তোত্র কবচ সমস্ত পূজাবিধি ও পুরশ্চর্য্যাক্রম বিহিতবিধানে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করত অন্তর্হিত হইলেন ॥৪৫॥৪৬॥

তৎপরে তুলসীদেবী ব্রহ্মোপদেশে বদরিকাশ্রমে সেই জন্মান্তরীণ ইষ্টমন্ত্র অতিশয় ভক্তিসহকারে জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

তিনি দেবমানে দ্বাদশবর্ষ তথায় শ্রীমতী রাধার পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে তাঁহার প্রতি রাধিকার প্রত্যাদেশ হইল ॥ ৪৮ ॥

মন্ত্র ও তপস্যা সিদ্ধ হইলে তুলসী অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়া তিনি চিরবাঞ্ছিত বিশ্বদুর্লভ ভোগ সুখ লাভে অনায়াসে সমর্থ হইলেন ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধিলাভের পর সেই তুলসী দেবী তপোজনিত শ্রান্তি পরিহার পূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কারণ কামনা পূর্ণ হইলে মানবগণের দুঃখ সমস্ত সুখরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

ভুক্ত্বা পিত্বা চ সন্তুষ্টা শয়নঞ্চ চকার সা।
তল্পে মনোরমে তত্র পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে তুলস্যুপাখ্যানে
তুলসীবরপ্রদানোনাম পঞ্চ-
দশোঽধ্যায়ঃ।

তৎকালে তুলসীও পূর্ণকামা হইয়া প্রীত মনে বিবিধ প্রকার পান ভোজন সমাপনপূর্ব্বক পুষ্পচন্দন চর্চ্চিত মনোহর শয্যায় শয়ন করত পরমানন্দে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে তুলসীর উপাখ্যাননামক
পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সমাপ্তোঽয়ং পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

তুলসী পরিতুষ্টা চ সুখাপহৃষ্টমানসা।
নবযৌবনসম্পন্না প্রশংসন্তী বরাঙ্গনা ॥ ১ ॥
চিক্ষেপ পঞ্চবাণঞ্চ পঞ্চবাণশ্চ তাং প্রতি।
পুষ্পায়ুধেন সা দগ্ধা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতা ॥ ২ ॥
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী কম্পিতা রক্তলোচনা।
ক্ষণং সা শুষ্কতাং প্রাপ ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপহ ॥ ৩ ॥
ক্ষণমুদ্বিগ্নতাং প্রাপ ক্ষণং তন্দ্রাং সুখাবহাং।
ক্ষণং সা দাহনং প্রাপ ক্ষণং প্রাপ প্রমোহতাং ॥ ৪ ॥
ক্ষণং সা চেতনাং প্রাপ ক্ষণং প্রাপ বিসন্নতাং।
উত্তিষ্ঠন্তী ক্ষণং তল্পাদ্গচ্ছন্তী নিকটং ক্ষণং ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! নবযৌবনসম্পন্না বরাঙ্গনা তুলসী দেবী পুলকিতান্তঃকরণে ব্রহ্মার প্রদত্ত রাধিকামন্ত্রাদির প্রশংসা করিতে করিতে শয়ন করিয়া একান্তঃকরণে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

কুসুমচন্দনে সমলঙ্কৃতা তুলসী দেবী শয়ন করিলে কামদেব তাঁহার প্রতি পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিলেন। (কামশর সহ্য করা কোন্ ব্যক্তির আয়ত্ত?) সুতরাং সেই মদনবাণে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২ ॥

তখন তুলসীর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইতে আরম্ভ হইল, নয়ন যুগল আরক্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি ক্ষণে শুষ্কদেহ ও ক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

কন্দর্পশরে নিপীড়িত হওয়াতে তুলসীর ক্ষণে বিষম উদ্বেগ, ক্ষণে সুখাবহ তন্দ্রা, ক্ষণে দেহদাহ ও ক্ষণে মোহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এক-বার তিনি বিচেতন হন, আবার পরক্ষণেই চৈতন্য হইলে তাঁহার মুখশ্রী

ভ্রমন্তী ক্ষণমুদ্বেগাদ্বিবসন্তী ক্ষণং পুনঃ।
ক্ষণমেব সমুদ্বেগাৎ সুস্বাপ পুনরেব সা ॥ ৬ ॥
পুষ্পচন্দনতল্পঞ্চ তদ্বভূবাতিকন্টকং।
বিষমাহারসুস্বাদু নিব্যরূপং ফলং জলং ॥ ৭ ॥
নিলয়ঞ্চ নিরাকারং সূক্ষ্মবস্ত্রং হুতাসনং।
সিন্দূরপত্রকঞ্চৈব ব্রণতুল্যঞ্চ দুঃখদং ॥ ৮ ॥
ক্ষণং দদর্শ তন্দ্রায়াং সুবেশং পুরুষং সতী।
সুন্দরঞ্চ যুবানঞ্চ সস্মিতং রসিকেশ্বরং ॥ ৯ ॥
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতং।
আগচ্ছন্তং মাল্যবন্তং পশ্যন্তং তন্মুখাম্বুজং ॥ ১০ ॥
কথয়ন্তং রতিকথাং চুম্বঞ্চ মধুরং মুহুঃ।
শয়ানবন্তং তল্পে চ সমাক্লিষ্যন্তমীপ্সিতং ॥ ১১ ॥

মলিন হইয়া যায়। এমন কি, কখন তিনি অসহ্য যাতনায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, কখন কিয়দ্দূরে গমন, কখন ভ্রমণ পরায়ণ কখন উপবেশন, কখন বা শয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

তৎকালে কুসুমমণ্ডিত চন্দনসিক্ত শয্যা তাঁহার গাত্রে বিষম কন্টকবৎ বিদ্ধ হইতে লাগিল এবং সুস্বাদু দিব্য ফল ও সুশীতল জল বিষমাহার-রূপে পরিণত হইল। অধিক কি, তুলসী তখন বাসস্থান শূন্যময় দর্শন করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার পরিধেয় সূক্ষ্মবস্ত্র অগ্নির ন্যায় ও ললাটস্থ সিন্দূর বিন্দু ব্রণের ন্যায় কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

এই অবস্থায় তুলসী দেবী তন্দ্রাবেশে স্বপ্নে এক সুবেশধারী সহাস্য বদন সুরসিক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ দর্শন করিলেন। ঐ পুরুষবর রত্ন-ভূষণে ভূষিত চন্দনদিগ্ধাঙ্গ ও মাল্যধারী হইয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক যেন তাঁহার মুখকমল দর্শন করিতেছে। পরে যেন শয্যায় শয়ন করিয়া

পুনরেব তু গচ্ছন্তমাগচ্ছন্তং বশন্তকং।
কান্ত ক্বযাসি প্রাণেশ তিষ্ঠত্বেবমুবাচ সা॥ ১২॥
পুনস্বচেতনাং প্রাপ্য বিললাপ পুনঃ পুনঃ।
এবং তপোবনে সা চ তস্থৌ তত্রৈব নারদ॥ ১৩॥
শঙ্খচূড়ো মহাযোগী জিগীষব্যো মনোরমাং।
কৃষ্ণস্য মন্ত্রং সম্প্রাপ্য কৃত্বা সিদ্ধিস্তু পুষ্করে॥ ১৪॥
কবচঞ্চ গলে বদ্ধা সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলং।
ব্রহ্মেশাচ্চ বরং প্রাপ্য যত্তন্মনসি বাঞ্ছিতং॥ ১৫॥
আজ্ঞয়া ব্রহ্মণঃ সোপি বদরীঞ্চ সমাযযৌ।
আগচ্ছন্তং শঙ্খচূড়ং দদর্শ তুলসী মুনে॥ ১৬॥
নবযৌবনসম্পন্নং কামদেবসমপ্রভং।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভং রত্নভূষণভূষিতং॥ ১৭॥

রতিকথা প্রয়োগ ও বারংবার রুচির চুম্বন করত তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে, আবার সে গমন করিয়া যেন প্রত্যাগমন করিতেছে এবং তৎকালে তিনি যেন বলিতেছেন প্রাণনাথ কোথায় যাও, তোমাকেই এই স্থানেই থাকিতে হইবেক॥ ৯॥ ১০॥ ১১॥ ১২॥

এইরূপ স্বপ্নাবস্থার পর তুলসী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বারংবার বিলাপ করত সেই তপোবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

এদিকে মহাযোগী শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পুষ্করতীর্থে সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক মনোরমা নারীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥

তৎকালে তিনি ব্রহ্মার নিকট বাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার গলদেশে সর্ব্বমঙ্গলদায়ক কবচ লম্বমান রহিয়াছে॥ ১৫॥

তিনি ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে বদরীকাশ্রমে আগমন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সেই তুলসী দেবীর নয়নপথে নিপতিত হইলেন॥ ১৬॥

শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং শরৎপঙ্কজলোচনং।
রত্নসারবিনির্ম্মাণ বিমানস্থং মনোহরং ॥ ১৮ ॥
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থল বিরাজিতং ॥ ১৯ ॥
পারিজাতকুসুমানাং মাল্যবন্তঞ্চ সস্মিতং।
কস্তূরী কুঙ্কুমযুতং সুগন্ধিচন্দনান্বিতং ॥ ২০ ॥
সা দৃষ্ট্বা সন্নিধানে তং মুখমাচ্ছাদ্য বাসসা।
সস্মিতা তং নিরীক্ষন্তী সকটাক্ষং পুনঃ পুনঃ ॥ ২১ ॥
বভূবাতিনম্রমুখী নবসঙ্গমলজ্জিতা।
কামুকী কামবাণেন পীড়িতা পুলকান্বিতা ॥ ২২ ॥
পিবন্তী তন্মুখাম্ভোজং লোচনাভ্যাঞ্চ সন্ততং।

তুলসী দেখিলেন সমাগত পুরুষ নবযৌবনসম্পন্ন ও কামদেবের ন্যায় রূপবান্ এবং শ্বেতচম্পকের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, অঙ্গে বিবিধ রত্নভূষণ, শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল ও শারদীয় পদ্মের ন্যায় নয়নযুগল শোভমান। তিনি রত্নসার-বিনির্ম্মিত বিমানে মনোহর বেশে অবস্থান করিতেছেন। কর্ণযুগলে রত্নকুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান হওয়াতে গণ্ডস্থলের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে এবং গলদেশে পারিজাত পুষ্পের মালা লম্বমান, মুখে মধুর হাস্য বিকাশিত ও অঙ্গসমুদায়ে কস্তূরী কুঙ্কুম ও সুগন্ধিচন্দনে সিক্ত রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

তুলসী দেবী তাঁহাকে সমীপে সমাগত দেখিয়া বসনে মুখমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক বারংবার সহাস্যমুখে সতৃষ্ণনয়নে কটাক্ষবিক্ষেপসহকারে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

তৎকালে কামুকী তুলসী কামবাণে পীড়িতা হইয়া রোমাঞ্চিত হইলেন এবং নবসঙ্গমের উপক্রমে লজ্জা উপস্থিত হওয়াতে অবনতমুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

দদর্শ শঙ্খচূড়শ্চ কন্যামেকাং তপোবনে ॥ ২৩ ॥
পুষ্পচন্দনতল্পস্থাং বসন্তীং বাসসাবৃতাং।
পশ্যন্তীং তন্মুখং শশ্বৎ সস্মিতাং সুমনোহরাং॥ ২৪ ॥
সুপীন কঠিনশ্রোণীং পীনোন্নতপয়োধরাং।
মুক্তাপংক্তিপ্রভাযুষ্ট দন্তপংক্তিং সুবিভ্রতীং ॥ ২৫ ॥
পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীঞ্চ সুনাসাং সুন্দরীং বরাং।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং শরচ্চন্দ্রসমপ্রভাং ॥ ২৬ ॥
স্বতেজসা পরিবৃতাং সুখদৃশ্যাং মনোরমাং।
কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধমধশ্চন্দনবিন্দুনা ॥ ২৭ ॥
সিন্দূরবিন্দুনা শশ্বৎ সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলাং।
নিম্ননাভি গম্ভীরাঞ্চ তদধস্ত্রিবলীযুতাং ॥ ২৮ ॥

শঙ্খচূড় তপোবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক নারী নয়নযুগল-দ্বারা যেন অবিশ্রামে তাহার মুখপদ্মের মধুপান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

সেই নারী দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া পুষ্পচন্দনযুক্ত শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক সহাস্য বদনে বারংবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন্ ॥ ২৪ ॥

ঐ নারীর নিতম্ব স্থূল ও কঠিন, স্তনদ্বয় পীন ও উন্নত, দন্তপংক্তি মুক্তশ্রেণীর ন্যায় প্রভাযুক্ত, অধর ও ওষ্ঠ পক্কবিম্বের ন্যায় রক্তবর্ণ, নাসিকা সুন্দর, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ ও শরচ্চন্দ্রের ন্যায় অঙ্গজ্যোতিঃ। এইরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে শঙ্খচূড় মনে করিলেন এরূপ মনোহরা নারী বিরল, সুতরাং তাঁহাকে রমণী প্রধানা জ্ঞান করিলেন ।২৫ ॥ ২৬ ॥

সেই মনোরমা নারী সুখময় দৃশ্য তিনি স্বীয় তেজে পরিব্যাপ্তা রহিয়াছেন। তাঁহার ললাটের নিম্নভাগে কস্তূরী বিন্দুমিশ্রিত-চন্দনবিন্দু ও সীমন্তের (সিঁতির) নিম্নে উজ্জ্বল সিন্দূর বিন্দু শোভা পাইতেছে। ত্রিবলীও তদীয় সৌন্দর্য্য সাধনের অন্যতম কারণ এবং তাঁহার নাভিও নিম্ন ও গভীর হওয়ায় মনোহারিতার একশেষ হইয়াছে ॥ ২৭ । ২৮ ॥

করপদ্মস্থলারক্তাং নখচন্দ্রৈর্ব্বিভূষিতাং।
স্থলপদ্মপ্রভাযুক্তং পাদপদ্মঞ্চ বিভ্রতীং ॥ ২৯ ॥
আরক্তবর্ণং ললিতমলক্তকসমপ্রভং।
ঊর্দ্ধপদ্মস্থলে পদ্ম পদ্মরাজবিরাজিতাং ॥ ৩০ ॥
শরদিন্দুবিনিন্দৈক নখেন্দুরাজিরাজিতাং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ পাষকাবলিসংযুতাং ॥ ৩১ ॥
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণ ক্বণন্মঞ্জীর রঞ্জিতাং ॥ ৩২ ॥
দধতীং কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ মকরাকৃতিরূপিণা ॥ ৩৩ ॥
চিত্রকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতাং।
রত্নেন্দ্রসারহারেণ স্তনমধ্যস্থলোজ্জ্বলাং ॥ ৩৪ ॥
রত্নকঙ্কণকেয়ুর শঙ্খভূষণভূষিতাং।
রত্নাঙ্গুরীয়কৈর্দ্দিব্যৈরঙ্গুল্যাবলিরাজিতাং ॥ ৩৫ ॥

তাঁহার করকমল রক্তবর্ণ তাহাতে নখচন্দ্র বিরাজিত রহিয়াছে। এবং পাদপদ্ম অলক্তকের ন্যায় আরক্তবর্ণ সুতরাং তাহা স্থলপদ্মের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। ঊর্দ্ধে করপদ্ম ও নিম্নে স্থলপদ্মবৎ পাদপদ্ম থাকাতে তিনি পদ্মরাজের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন ॥২৯॥৩০॥

তাঁহার নখচন্দ্রনিকটে শরচ্চন্দ্রও নিন্দনীয়। তিনি অমূল্যরত্ন ও উৎকৃষ্ট মণির সারাংশে নির্ম্মিত পাষকাবলি এবং মণিসার নির্ম্মিত শব্দায়মান মঞ্জীর ভূষণ পরিধান করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

তিনি মস্তকে কবরী বন্ধন করিয়া তাহাতে মালতীমালা বেষ্টন করিয়া দিয়াছেন, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মকরাকৃতি বিচিত্র শৃঙ্খলদ্বয় তাঁহার গণ্ডস্থলের শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং তদীয় স্তনযুগলের মধ্যে রত্নসার মুক্তার উজ্জ্বল হার দেদীপ্যমান হইতেছে ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

দৃষ্ট্বা তাং ললিতাং রম্যাং সুশীলাং সুদতীং সতীং।
উবাস তৎসমীপে চ মধুরং তামুবাচ সঃ॥ ৩৬॥

শঙ্খচূড় উবাচ।

কা ত্বমত্র কস্য কন্যা ধন্যে মান্যে সুবেশিতাং।
কা ত্বং মানিনি কল্যাণি সর্ব্বকল্যাণদায়িনি॥ ৩৭॥
স্বর্গভোগাদিসারেতি বিহারে হাররূপিণি।
সংসারদারসারে চ মায়াধারে মনোহরে॥ ৩৮॥
জগদ্বিলক্ষণং ক্ষামে মুনীন্দ্রমোহকারিণি।
মৌনীভূতে কিংকরং মাং সম্ভাসাং কুরু সুন্দরি॥ ৩৯॥
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা সকামা বামলোচনা।
সস্মিতা নম্রবদনা সকামং তমুবাচ সা॥ ৪০॥

তিনি রত্নময় কঙ্কণ, কেয়ূর ও শঙ্খভূষণ ধারণ করিয়াছেন। এবং তাঁহার অঙ্গুলি সমুদায়ে দিব্য রত্নাঙ্গুরীয় সকল শোভা পাইতেছে॥৩৫॥

শঙ্খচূড় এইরূপ মনোরমা সাধুশীলা রুচির দশনা রমণীকে, দর্শন করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক মধুর সম্ভাষণে কহিলেন সুন্দরি! তুমি কে? কাহার কন্যা? কিজন্য বেশভূষান্বিতা হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছ? তোমাকে মান্যা ও প্রশংসনীয়া জ্ঞান হইতেছে, কল্যাণী! তোমার নিকট সমস্ত কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি স্বর্গভোগাদি বিষয়ের সারভূতা, বিহার কালে বিহাররূপিণী, সংসারের রমণীরত্ন, মায়ার আধাররূপা, সর্ব্বজনের মনোহারিণী, জগতেরও মোহদায়িনী। অধিক কি বলিব মুনীন্দ্রগণও তোমাকে দর্শন করিলে যে মোহপ্রাপ্ত হন তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। সুন্দরি! কেন মৌনাবলম্বন করিয়াছ? আমার সহিত আলাপ কর, এবং আমাকে অনুমতি কর, তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে॥ ৩৬॥ ৩৭॥ ৩৮॥৩৯॥৪০॥

তুলস্যুবাচ।

ধর্ম্মধ্বজসুতাহঞ্চ তপস্যায়াং তপোবনে।
তপস্বিনীহ তিষ্ঠামি কস্ত্বং গচ্ছ যথাসুখং ॥ ৪১ ॥
কামিনীকুলজাতাঞ্চ রহস্যে কামিনীং সতীং।
ন পৃচ্ছতি কুলে জাত এবমেব শ্রুতৌ শ্রুতং ॥ ৪২ ॥
লম্পটো সৎকুলে জাতো ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ নশ্রুতঃ।
যোনাশ্রুতঃ শ্রুতেরর্থং সকামীচ্ছতি কামিনীং ॥ ৪৩ ॥
আপাতমধুরামন্তে অন্তকাং পুরুষস্যতাং।
বিষকুম্ভাকাররূপামমৃতাস্যাঞ্চ সন্ততং ॥ ৪৪ ॥
হৃদয়ে ক্ষুরধারাভাং শশ্বন্মধুরভাষিণীং।
স্বকার্য্যপরিনিষ্পন্ন তৎপরাং সততং সদা ॥ ৪৫ ॥

চারুলোচনা আনম্রমুখী তুলসী শঙ্খচূড়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকামে সহাস্য বদনে কহিলেন আমি ধর্ম্মধ্বজের কন্যা, তপোবনে আসিয়া তপঃসাধন পুর্ব্বক অবস্থান করিতেছি, তুমি কে? কিজন্য এখানে আসিয়াছ? যথা ইচ্ছা গমন কর ॥৪০॥ ৪১ ॥

আমি এই বেদবোধিত নিয়ম শুনিয়াছি যে সৎকুলজাত ব্যক্তি নির্জ্জনে সতী কুলকামিনীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না ॥ ৪২ ॥

যে ব্যক্তি লম্পট অসৎকুলজাত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব ও বৈদিক নিয়ম যাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই, সেই জঘন্য দুরাচার কামীই পরনারী গ্রহণের কামনা করিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হয় ॥ ৪৩ ॥

আরও বলি, নারী আপাত মনোরমা বটে, কিন্তু পরিশেষে পুরুষের অন্তকরূপিণী। কামিনীর মুখে অমৃত আছে কিন্তু অন্তর বিষকুম্ভের ন্যায় ভয়ঙ্কর ইহা কি তুমি কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহ? ॥ ৪৪ ॥

রমণী নিরন্তর মধুর বাক্য প্রয়োগ করে কিন্তু উহার হৃদয় ক্ষুরধার-সদৃশ। নারী সর্ব্বদা কেবল সকার্য্যসাধনে তৎপর থাকে ॥ ৪৫ ॥

কার্য্যার্থে স্বামিবসগামন্যার্থৈবাবশাং সদা।
স্বান্তর্ম্মলিনরূপাঞ্চ প্রসন্নবদনেক্ষণাং ॥ ৪৬ ॥
শ্রুতৌ পুরাণে যাসাঞ্চ চরিত্রমনিরূপিতং।
তাসু কো বিশ্বসেৎ প্রাজ্ঞো প্রজ্ঞাশ্চৈব দুরাশয়াং ॥৪৭॥
তাসাং কোবা রিপুর্ম্মিত্রং প্রার্থয়ন্তীং নবং নবং।
দৃষ্ট্বা সুবেশং পুরুষমিচ্ছন্তীং হৃদয়ে সদা ॥ ৪৮ ॥
বাহ্যে আত্মসতীত্বঞ্চ জ্ঞাপয়ন্তীং প্রযত্নতঃ।
শশ্বৎকামাঞ্চ রোমাঞ্চ কামাধারাং মনোহরাং ॥ ৪৯ ॥
বাহ্যে ছলাৎ ছাদয়ন্তীং স্বান্তমৈথুনলালসাং।
কান্তং গ্রসন্তীং রহসি বাহ্যেতীব সুলজ্জিতাং ॥ ৫০ ॥
মানিনীং মৈথুনাভাবে কোপিনীং কলহাঙ্কুরাং।

স্ত্রীজাতি কেবল প্রয়োজনানুরোধে স্বামির বশবর্ত্তিনী হয়, নতুবা অন্য কার্য্যে সর্ব্বদাই অবশীভূতা থাকে। নারীর দৃষ্টি রুচির ও মুখমণ্ডল প্রসন্ন ইহা যথার্থ কিন্তু উহার অন্তর অতিশয় মলিন॥ ৪৬॥

বেদে ও পুরাণে যাহাদিগের চরিত্র দূষিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সেই দুষ্টমতি নারীর বাক্যে বিশ্বাস করে? ॥ ৪৭ ॥

স্ত্রীজাতির কেহ মিত্র নয় কেহ শত্রুও নয়। নারী নূতন নূতন প্রার্থনা করে। সুবেশ পুরুষ দেখিলেই তাহাদিগের তৎসহবাসের বাসনা হয়, কিন্তু বাহ্যে যত্ন পূর্ব্বক আত্মসতীত্ব জ্ঞাপন করে। রমণী কামের আধার-রূপা ও মনোহারিণী। কামে রোমাঞ্চিতা হয় অধিক কি কেবল উহার প্রতি সর্ব্বদা অনুরাগ করিয়া থাকে॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

নারী বাহ্যিক ছলক্রমে সমস্ত গোপন করে, কিন্তু অন্তরে মৈথুন লালসা বিদ্যমান থাকে, বাহ্যিক অত্যন্ত লজ্জা, কিন্তু রমণী নির্জ্জনে কান্তকে গ্রাস করিয়া থাকে তখন তাহার লজ্জার লেশও থাকে না॥ ৫০॥

সংভীতাং ভূরিসংভোগাৎ স্বল্পমৈথুনদুঃখিতাং ॥ ৫১ ॥
সুমিষ্টান্নাৎ শীততোয়াদাকাঙ্ক্ষন্তী চ মানসে।
সুন্দরং রসিকং কান্তং যুবানং গুণিনং সদা ॥ ৫২ ॥
সুতাৎ পরমভিস্নেহং কুর্ব্বন্তী রতিকর্ত্তরি।
প্রাণাধিকপ্রিয়তমং সম্ভোগকুশলং প্রিয়ং ॥ ৫৩ ॥
পশ্যন্তীং রিপুতুল্যঞ্চ বৃদ্ধং বা মৈথুনাক্ষমং।
কলহং কুর্ব্বতী শশ্বৎ যেন সার্দ্ধং সুকোপনাং ॥ ৫৪ ॥
চর্চ্চয়া ভক্ষয়ন্তীং তং কীলাশইব গোরজঃ।
দুঃসাহসস্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদোষাশ্রয়াং সদা ॥ ৫৫ ॥
শশ্বৎ কপটরূপাঞ্চ দুঃসাধ্যামপ্রতীতকাং।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দুস্ত্যাজ্যাং মোহরূপিণীং ॥ ৫৬ ॥

রমণী রাগান্বিতা, কলহের অঙ্কুররূপা, মৈথুনাভাবে মানপূর্ণা, ভূরী-সম্ভোগে ভীতা ও স্বল্প মৈথুনে দুঃখিতা হয়॥ ৫১ ॥

নারীসুমিষ্টান্ন ও সুশীতল জল অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াও গুণবান্ সুরসিক সুন্দর যুবাপুরুষের সঙ্গ ইচ্ছা করিয়া থাকে॥ ৫২ ॥

রমণী রতিদাতা পুরুষকে পুত্র অপেক্ষাও পরম স্নেহ করে, সম্ভোগ-কুশল কান্ত, নারীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫৩॥

মৈথুনে অক্ষম বা বৃদ্ধ পুরুষকে নারী শত্রুতুল্য জ্ঞান করে এবং স্বাভাবিক ক্রোধ বশতঃ সর্ব্বদা তাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয় এবং গোরজঃপায়ী কীলাশের ন্যায় (কাঁকলাস) নানাচর্চ্চায় তাহার শরীরের শোণিত শোষণ করিয়া থাকে। এমন কি, স্ত্রীজাতি সর্ব্বদা সর্ব্ব দোষের আশ্রয়রূপা ও দুঃসাহসিক কর্ম্মে অনায়াসে অনুরক্তা হয় ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥

নারী নিতান্ত অবিশ্বাসিনী সর্ব্বদা কপটবেশ ধারণ করে এবং কোন

তপোমার্গার্গলাং শশ্বৎ মুক্তিদ্বারকবাটিকাং ॥ ৫৭ ॥
হরের্ভক্তিব্যবহিতাং সর্ব্বমায়া করণ্ডিকাং।
সংসারকারাগারে চ শশ্বন্নিগড়রূপিণীং ॥ ৫৮ ॥
ইন্দ্রজালস্বরূপাঞ্চ মিথ্যাবাদিস্বরূপিণীং।
বিভ্রতীং বাহ্যসৌন্দর্য্য মধ্যাঙ্গমতিকুৎসিতং ॥ ৫৯ ॥
নানাবিণ্মূত্রধূমানামাধারং মলসংযুতং।
দুর্গন্ধিদোষসংযুক্তং রক্তাক্তকমসংযুতং ॥ ৬০ ॥
মায়ারূপং মায়িনাঞ্চ বিধিনা নির্ম্মিতং পুরা।
বিষরূপা মুমুক্ষূণামদৃশ্যামপ্যবাঞ্ছিতং ॥ ৬১ ॥
ইত্যুক্ত্বা তুলসী তঞ্চ বিররাম চ নারদ।
সস্মিতঃশঙ্খচূড়শ্চ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৬২ ॥

রূপে বশীভূতা হয় না। মোহরূপিণী রমণী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদিরও পরিত্যজ্য সুতরাং কামিনীগণকে নিতান্ত বিশ্বাস করিবে না ॥ ৫৬ ॥

রমণী তপোমার্গের অর্গল, মুক্তিদ্বারের কবাট, হরিভক্তির ব্যবধান, সর্ব্বমায়ার করণ্ডিকা অর্থাৎ চুবড়ী এবং সংসার কারাগারের যে নিরন্তর নিগড়স্বরূপা তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

স্ত্রী ইন্দ্রজাল স্বরূপা ও মিথ্যাবাদিনী। নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্য্য আছে কিন্তু আভ্যন্তরিক অঙ্গ অতি কুৎসিত। উহা প্রচুর বিষ্ঠা মূত্র ও ধূমের আধার, ক্লেদযুক্ত, দুর্গন্ধময় দোষান্বিত রক্তাক্ত ও অসংযুক্ত।৫৯।৬০।

পূর্ব্বে বিধাতা মায়াবী জনের মায়াস্বরূপ উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অতএব নারী মুমুক্ষুদিগের দর্শনীয় ও বাঞ্ছনীয় নহে। প্রত্যুত বিষরূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নারীকে গ্রাহ্য করেন না ॥ ৬১ ॥

হে নারদ! তুলসী শঙ্খচূড়কে এই সমস্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে তিনি সহাস্য বদনে তাহার উত্তর প্রদানে উন্মুখ হইলেন ॥ ৬২ ॥

শঙ্খচূড় উবাচ।

ত্বয়া যৎকথিতং দেবি নচ সর্ব্বমলীককং।
কিঞ্চিৎ সত্যমলীকঞ্চ কিঞ্চিন্মত্তো নিশাময় ॥ ৬৩ ॥
নির্ম্মিতং দ্বিবিধং ধাত্রা স্ত্রীরূপং সর্ব্বমোহনং।
কৃত্যা রূপাং বাস্তবাঞ্চ প্রশংস্যঞ্চাপ্রশংসিতং ॥ ৬৪ ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকাদিকং।
সৃষ্টিসূত্রস্বরূপঞ্চাপ্যাদ্যং স্রষ্টুরনির্ম্মিতং ॥ ৬৫ ॥
এতা সামংসরূপং যৎ স্ত্রীরূপং বাস্তবং স্মৃতং।
তৎপ্রশংস্যং যশোরূপং সর্ব্বমঙ্গলকারণং ॥ ৬৬ ॥
শতরূপা দেবহূতী স্বধা স্বাহা চ দক্ষিণা।
ছায়াবতী রোহিণী চ বরুণানী শচী তথা ॥ ৬৭ ॥
কুবের বায়ুপত্নী সাপ্যদিতিশ্চ দিতিস্তথা।
লোপামুদ্রানসূয়া চ কৈটভী তুলসী তথা ॥ ৬৮ ॥

শঙ্খচূড় কহিলেন দেবি! তুমি যাহা বলিলে সমস্ত অলীক নহে। উহার কিয়দংশ সত্য ও কিয়দংশ মিথ্যা, আমি নারীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি তন্মধ্যে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬৩ ॥

বিধাতা সর্ব্বমোহন অপরূপ স্ত্রীরূপ দুই প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন; বাস্তব ও কৃত্যা। বাস্তব প্রশংসনীয় ও কৃত্যা নিন্দনীয়া ॥ ৬৪ ॥

লক্ষ্মী দুর্গা সাবিত্রী ও রাধা প্রভৃতি নারীগণ আদ্য সৃষ্টি সূত্রস্বরূপ হইলেও সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হন নাই। উহাঁদিগের অংশজাত স্ত্রীগণ বাস্তব বলিয়া কথিত। সেই বাস্তব নারীরূপই সর্ব্বমঙ্গল কারণ, যশোভাজন ও প্রশংসনীয় বলিয়া ত্রিভুবন বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

শতরূপা, দেবহূতী, স্বধা, স্বাহা, দক্ষিণা, ছায়াবতী, রোহিণী,

অহল্যারুন্ধতী মেনা তারা মন্দোদরী পরা।
দময়ন্তী বেদবতী গঙ্গা চ মনসা তথা ॥ ৬৯ ॥
পুষ্টিস্তুষ্টিঃ স্মৃতির্ম্মেধা কালিকা চ বসুন্ধরা।
ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী চ মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মকামিনী ॥ ৭০ ॥
স্বস্তি শ্রদ্ধা চ কান্তিশ্চ তুষ্টিঃ কান্তিস্তথাপরা।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুৎপিপাসা সন্ধ্যা রাত্রির্দ্দিনানি চ ॥ ৭১ ॥
সম্পত্তিবৃত্তিকীর্ত্ত্যশ্চ ক্রিয়াশোভাপ্রভাংশিকং।
যৎস্ত্রীরূপঞ্চ সম্ভূতমুত্তমং তদ্যুগে যুগে ॥ ৭২ ॥
কৃত্যা স্বরূপং তদ্যত্তু স্বর্বেশ্যাদিকমেব চ।
তদপ্রশংস্যং বিশ্বেষু পুংশ্চলীরূপমেব চ ॥ ৭৩ ॥
সত্ত্বপ্রধানং যদ্রূপং তচ্চ শুদ্ধং স্বভাবতঃ।
তদুত্তমঞ্চ বিশ্বেষু সাধ্বীরূপং প্রশংসিতং ॥ ৭৪ ॥

বরুণানী, শচী, কুবেরপত্নী, বায়ুপত্নী অদিতি, দিতি, লোপামুদ্রা, অনসূয়া, কৈটভী তুলসী, অহল্যা, অরুন্ধতী, মেনকা, তারা, মন্দোদরী, দময়ন্তী, বেদবতী, গঙ্গা, মনসা, পুষ্টি, তুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, কালিকা, বসুন্ধরা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি, স্বস্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি অপরা তুষ্টি ও কান্তি, ক্রিয়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিবা, সম্পত্তি, বৃত্তি, কীর্ত্তি, শোভা ও প্রভা এই সমুদায় বাস্তব স্ত্রীরূপ রূপে বিখ্যাতা। যুগে যুগে প্রাধান্য নারীরূপে ইহাঁদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাঁরাই প্রশংসনীয়া ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥

আর স্বর্গবেশ্যাদি কৃত্যাস্বরূপ। পুংশ্চলী রূপ যে বিশ্বমণ্ডলে কোন মতেই প্রশংসার যোগ্য নহে ইহা অনায়াসে সকলে বুঝিতে পারেন ॥৭৩॥

সত্ত্বপ্রধান যে নারীরূপ, তাহাই স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও উত্তম বলিয়া উক্ত আছে, তাহাকেই সাধ্বীরূপ বলিয়া প্রশংসা করা যায় ॥ ৭৪ ॥

তদ্বা স্তুবঞ্চ বিজ্ঞেয়ং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
রজোরূপং তমোরূপং কৃত্যাশু দ্বিবিধং স্মৃতং ॥ ৭৫ ॥
স্থানাভাবাৎ ক্ষণাভাবান্মধ্যবৃত্তেরভাবতঃ।
দেহক্লেশেন রোগেন সৎসংসর্গেন সুন্দরি ॥ ৭৬ ॥
বহুগোষ্ঠাবৃতেনৈব রিপুরাজভয়েন চ।
রাজারূপস্থ সাধ্বীত্বমেতে নৈবোপজায়তে ॥ ৭৭ ॥
ইদং মধ্যমরূপঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
তমোরূপং দুর্নিবার্য্যমধমং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ৭৮ ॥
ন পৃচ্ছতি কুলে জাতা পণ্ডিতশ্চ পরস্ত্রিয়ং।
নির্জ্জনে বা বনে বাপি রহস্যেব পরস্ত্রিয়ং ॥ ৭৯ ॥
আগচ্ছামি ত্বৎসমীপং আজ্ঞয়া ব্রহ্মণোঽধুনা।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন ত্বাং গৃহীষ্যামি শোভনে ॥ ৮০ ॥

মনীষিগণ সেই স্ত্রীরূপকেই বাস্তব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর কৃত্যার বিষয় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দ্বিবিধ রূপে সর্ব্বত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। রজোরূপ এবং তমোরূপ।। ৭৫ ।।

সুন্দরি! স্থানাভাব, ক্ষণাভাব, মধ্যবর্ত্তি জনের অভাব, দেহের ক্লেশ, রোগ, সৎসংসর্গ, বহুগোষ্ঠীতে বাস এবং শত্রুভয় ও রাজভয় এই সমস্ত কারণে রজোরূপা নারীর সতীত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে।। ৭৬ ।। ৭৭ ।।

পণ্ডিতেরা উহাকে মধ্যমরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তমোরূপ কৃত্যা দুর্নিবার্য্য। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহাকেই অধমরূপে জ্ঞাত আছেন।। ৭৮ ।।

অন্যের কুলকামিনী নির্জনে বনে বা গুপ্ত স্থানেই থাকুক তৎকালে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা পণ্ডিতের কথনই কর্ত্তব্য নহে।। ৭৯ ।।

শোভনে! এক্ষণে আমি ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে তোমার নিকট আগমন করিলাম। গান্ধর্ব্ববিবাহানুসারে তোমার পাণি গ্রহণ করিব।। ৮০।।

অহমেব শঙ্খচূড়ো দেববিদ্রাবকারকঃ।
দনুবংশোদ্ভবো বিশ্বে সুদামাহং হরেঃ পুরে ॥ ৮১ ॥
অহমষ্টসু গোপেষু গো গোপী পার্ষদেষু চ।
অধুনা দানবেন্দ্রোহং রাধিকায়াশ্চ শাপতঃ ॥ ৮২ ॥
জাতিস্মরোহং জানামি কৃষ্ণমন্ত্রপ্রভাবতঃ।
জাতিস্মরা ত্বং তুলসী সংসপ্তা হরিণা পুরা ॥ ৮৩ ॥
ত্বমেব রাধিকা কোপাৎ জাতাসি ভারতে ভুবি।
ত্বাং সংভোক্তুমিচ্ছকোহং নালং রাধাভয়াত্ততঃ ॥৮৪॥
ইত্যেবমুক্ত্বা স পুমান্ বিররাম মহামুনে।
সস্মিতা তুলসী হৃষ্টা প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৮৫ ॥

তুলস্যুবাচ।

এবংবিধো বুধো বিশ্বে বুধেষু চ প্রশংসিতং।
কান্তমেবংবিধং কান্তা শশ্বদিচ্ছতি কামতঃ ॥ ৮৬ ॥

দেবি! আত্ম বিষয় তোমাকে অবগত করিতেছি শ্রবণ কর। আমি দনুবংশোদ্ভব দেববিদ্রাবণকারী শঙ্খচূড়। পূর্ব্বে আমি হরির পুরে গো-গোপিকা পার্শ্বদ অষ্ট গোপের মধ্যে সুদামা নামে বিখ্যাত ছিলাম। অধুনা শ্রীমতী রাধিকার অভিশাপে দানবেন্দ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।৮১।৮২।।

আমি জাতিস্মর, কৃষ্ণমন্ত্র প্রভাবে কিছুই আমার অবিদিত নাই, তুমিও পূর্ব্বে রাধিকার কোপে ও হরির অভিশাপে জাতিস্মরা হইয়া ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমাকে সম্ভোগ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। এখন রাধা হইতে তোমার কোন ভয় নাই ।। ৮৩ ।। ৮৪ ।।

হে দেবর্ষে! শঙ্খচূড় ইহা বলিয়া নিরস্ত হইলে তুলসী পরিতুষ্টা হইয়া সস্মিতমুখে উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলেন ।। ৮৫ ।।

ত্বয়াহমধুনা সত্যং বিচারেণ পরাজিতা।
সনিন্দিতশ্চাপ্যশুচির্যঃ পুমাংশ্চ স্ত্রিয়াজিতঃ ॥ ৮৭ ॥
নিন্দন্তি পিতরো দেবা বান্ধবা স্ত্রীজিতং জনং।
স্ত্রীজিতং মনসা বাচা পিতা ভ্রাতা চ নিন্দতি ॥ ৮৮ ॥
শুদ্ধে বিপ্রো দশাহেন জাতকে মৃতকে তথা।
ভূমিপো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহতঃ ॥ ৮৯ ॥
শূদ্রো মাসেন বেদেষু মাতৃবদ্বর্ণশঙ্করঃ।
অশুচিঃ স্ত্রীজিতঃ শুদ্ধে চিতাদাহনকালতঃ ॥ ৯০ ॥
ন গৃহ্নন্তীচ্ছয়া তস্য পিতরঃ পিণ্ডতর্পণং।
ন গৃহ্নন্তীচ্ছয়া দেবাস্তস্য পুষ্পজলাদিকং ॥ ৯১ ॥
কিং তজ্জ্ঞানেন তপসা জপহোমপ্রপূজনৈঃ।
কিং বিদ্যয়া বা যশসা স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতং ॥ ৯২ ॥

এইরূপ বিজ্ঞ পুরুষই পণ্ডিতসমাজে যে প্রশংসনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কামিনীগণ এইরূপ কান্তকেই কামনা করিয়া থাকে ॥ ৮৬॥

এক্ষণে সত্যই আমি তোমাকর্ত্তৃক বিচারে পরাজিতা হইলাম। স্ত্রীজিত ব্যক্তি অশুচি ও স্ত্রীজিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৮৭ ॥

স্ত্রীজিত ব্যক্তি পিতৃদেব ও বান্ধবগণের নিন্দার পাত্র। পিতা ও ভ্রাতা স্ত্রীজিত পুরুষকে মানসিক ও বাচনিক নিন্দা করিয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

জনন ও মরণাশৌচে ব্রাহ্মণ দশাহে, ভূপতি দ্বাদশাহে বৈশ্য পঞ্চদশাহে ও শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। আর বর্ণসঙ্করের মাতৃজাতির অনুসারে শুদ্ধিলাভের বিধি আছে। কিন্তু স্ত্রীজিত অশুচি ব্যক্তি যাবৎ চিতানলে দগ্ধ না হয় তাবৎ তাহার শুদ্ধিলাভ হয় না ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

পিতৃগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক স্ত্রীজিত অশুচি পুরুষের পিণ্ড তর্পণ এবং দেবগণ ইচ্ছাক্রমে তাহার পুষ্প জলাদি গ্রহণ করেন না ॥ ৯১ ॥

বিদ্যাপ্রভাবজ্ঞানার্থং ময়া ত্বঞ্চ পরীক্ষিতঃ।
কৃত্বা পরীক্ষাং কান্তস্য বৃণোতি কামিনী বরং ॥ ৯৩ ॥
বরায় গুণহীনায় বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে তথা।
দরিদ্রায় চ মূর্খায় রোগিণে কুৎসিতায় চ ॥ ৯৪ ॥
অত্যন্তকোপযুক্তায় চাত্যন্তদুর্ম্মুখায় চ।
পঙ্গুলায়াঙ্গহীনায় চান্ধায় বধিরায় চ ॥ ৯৫ ॥
জড়ায় চৈব মূকায় ক্লীবতুল্যায় পাপিনে।
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোপি যশ্চ কন্যাং দদাতি চ ॥ ৯৬ ॥
শান্তায় গুণিনে চৈব যূনে চ বিদুষেঽপি চ।
বৈষ্ণবায় সুতাং দত্বা দশবাজিফলং লভেৎ ॥ ৯৭ ॥
যঃ কন্যা পালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং যদি।
বিপদাধনলোভেন কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি ॥ ৯৮ ॥

যে ব্যক্তি নিতান্ত স্ত্রৈণ, তাহার জ্ঞান, তপস্যা, জপ, হোম, পূজা, বিদ্যা ও যশ প্রভৃতি সমস্তই বৃথা অর্থাৎ ফলোপধায়ক হয় না ।। ৯২ ।।

আমি তোমার বিদ্যাপ্রভাব জানিবার জন্য তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। কারণ অগ্রে কান্তকে পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে পতিত্বে বরণ করা বুদ্ধিমতী কামিনীর নিতান্তই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ।। ৯৩ ।।

গুণহীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র, মূর্খ, রোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত ক্রোধী, অত্যন্ত দুর্মুখ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, জড়, মূক, ক্লীবতুল্য ও অধার্ম্মিক বরে কন্যাদান করিবে না, যদ্যপি কোন কারণে দান করে, তবে সম্প্রদাতা ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে ।। ৯৪ ।। ৯৫ ।। ৯৬ ।।

যে ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি গুণবান্ বিদ্বান্ বৈষ্ণব যুবাপুরুষে কন্যাদান করেন তিনি দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন ।। ৯৭ ।।

যে ব্যক্তি কন্যা পালন করিয়া ধনলোভেই হউক বা বিপদেই হউক

কন্যামূত্র পুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী।
ক্রমিভির্দ্দংশিতঃ কাকৈর্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ ৯৯ ॥
তদন্তে ব্যাধযোনৌ চ লভতে জন্ম নিশ্চিতং।
বিক্রীণাতি মাংসভারং বহত্যেব দিবানিশং॥ ১০০ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা তুলসী বিররাম তপোবনে।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা তয়োরন্তিকমাযযৌ ॥ ১০১ ॥
মূর্দ্ধ্না ননাম তুলসী শঙ্খচূড়শ্চ নারদ।
উবাস তত্র দেবেশশ্চোবাচ চ তয়োর্হিতং॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কিং করোসি শঙ্খচূড় সংবাদমনয়া সহ।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন ত্বমিমাং গ্রহণং কুরু॥ ১০৩॥

সেই কন্যা বিক্রয় করে তাহার দুরদৃষ্টের কথা কি বলিব, তাহাকে কুম্ভী-পাক নামক নরকে নিপতিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়॥৯৮॥

সেই কন্যা বিক্রয়ী পাতকী নরাধম ব্যক্তি দেহান্তে কন্যার মূত্র পুরীষ ভোজন করে এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত ঐ কুম্ভীপাক নরকে থাকিয়া কৃমি ও কাক কর্ত্তৃক দংশিত হয় সন্দেহ মাত্র নাই॥ ৯৯॥

ঐ রূপ নরক ভোগের অবসানে সেই কন্যাবিক্রয়ী পাতকীকে নিশ্চয়ই ব্যাধযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দিবানিশি মাংসভার বহন ও বিক্রয় করিয়া অতিক্লেশে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে হয়॥ ১০০ ॥

তপোবনে অবস্থিতা তুলসী শঙ্খচূড়কে ইহা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এই অবসরে ব্রহ্মা তাহাদিগের সম্মুখে সমাগত হইলেন॥ ১০১॥

হে নারদ! তখন তুলসী ও শঙ্খচূড় উভয়ে মস্তক অবনত করিয়া ব্রহ্মার চরণে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মাও তথায় অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগে প্রস্তুত হইলেন॥ ১০২॥

ত্বঞ্চ পুরুষরত্নঞ্চ স্ত্রীরত্নং স্ত্রীষ্বিয়ং সতী।
বিদগ্ধয়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥ ১০৪ ॥
নির্ব্বিরোধসুখং রাজন্ কোবা ত্যজতি দুর্লভং।
যোঽবিরোধসুখং ত্যাগী সপশুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৫ ॥
কিমুপাস্যসি ত্বং কান্তমীদৃশং গুণিনং সতি।
দেবানামসুরাণাঞ্চ দানবানাং বিমর্দ্দকং ॥ ১০৬ ॥
যথা লক্ষ্মীশ্চ লক্ষ্মীশে যথা কৃষ্ণে চ রাধিকা।
যথা ময়ি চ সাবিত্রী ভবানী চ ভবে যথা ॥ ১০৭ ॥
যথা ধরা বরাহে চ যথা মেনা হিমালয়ে।
যথাত্রাবনসূয়া চ দময়ন্তী নলে যথা ॥ ১০৮ ॥
রোহিণী চ যথা চন্দ্রে যথা কামে রতী সতী।
যথাদিতিঃ কশ্যপে চ বশিষ্ঠেঽরুন্ধতী যথা ॥ ১০৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন শঙ্খচূড়! তুমি এই নারীর সহিত কি কথোপকথন করিতেছ? গান্ধর্ব্ববিবাহানুসারে তুমি ইহার পাণিগ্রহণ কর ॥ ১০৩ ॥

তুমি পুরুষরত্ন, ইনিও নারীগণের শ্রেষ্ঠা সুতরাং রমণীরত্ন। বিদগ্ধা নারীর সহিত বিদগ্ধ পুরুষের মিলন বহুগুণযুক্ত বলিয়া উক্ত আছে।১০৪।

রাজন্! কোন্ ব্যক্তি দুর্লভ নির্ব্বিরোধ সুখ পরিত্যাগ করে? যে পুরুষ অবিরোধে প্রাপ্ত পরম সুখ ত্যাগকরে সে পশুর তুল্য সন্দেহ নাই অতএব তুমি তুলসীকে কোনরূপে পরিত্যাগ করিও না ॥ ১০৫ ॥

ব্রহ্মা শঙ্খচূড়কে ইহা বলিয়া তুলসীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে সতি! এই শঙ্খচূড় দেব দানব ও অসুরগণেরও বিজেতা। তুমি ঈদৃশ গুণবান্ পতিকে প্রাপ্ত হইয়া উপেক্ষা করিতেছ কেন? ॥ ১০৬ ॥

যেমন নারায়ণে লক্ষ্মী, শ্রীকৃষ্ণে রাধিকা, আমাতে সাবিত্রী, মহাদেবে ভবানী, বরাহাবতারে ধরা, হিমালয়ে মেনকা, মুনিবর অত্রিতে

যথাহল্যা গৌতমে চ দেবহূতী চ কর্দ্দমে।
যথা বৃহস্পতৌ তারা শতরূপা মনো যথা॥ ১১০॥
যথা চ দক্ষিণা যজ্ঞে যথা স্বাহা হুতাশনে।
যথা শচী মহেন্দ্রে চ যথা পুষ্টির্গণেশ্বরে॥ ১১১॥
দেবসেনা যথা স্কন্দে ধর্ম্মে মূর্ত্তির্যথা সতী।
সৌভাগ্যাসু প্রিয়াত্বঞ্চ শঙ্খচূড়ে তথা ভব॥ ১১২॥
অনেন সার্দ্ধং সুচিরং সুন্দরেণ চ সুন্দরি।
স্থানে স্থানে বিহারঞ্চ যথেচ্ছং কুরু সন্ততং॥ ১১৩॥
পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি গোবিন্দং গোলোকে পুনরেব চ।
চতুর্ভুজঞ্চ বৈকুণ্ঠে শঙ্খচূড়ে মৃতে সতি॥ ১১৪॥
ইত্যেবমাশিষং কৃত্বা স্বালয়ং প্রযযৌ বিধিঃ।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন জগৃহে তাঞ্চ দানবঃ॥ ১১৫॥

অনসূয়া, নলরাজে দময়ন্তি, চন্দ্রে রোহিণী, কামদেবে রতি, কশ্যপে অদিতি, বশিষ্ঠে অরুন্ধতী, গৌতমে অহল্যা, কর্দ্দম প্রজাপতিতে দেবহূতী, বৃহস্পতিতে তারা, মনুতে শতরূপা, যজ্ঞে দক্ষিণা, অগ্নিতে স্বাহা, ইন্দ্রে শচী, গণপতিতে পুষ্টি, কার্ত্তিকেয়ে দেবসেনা ও ধর্ম্মে মূর্ত্তি মিলিতা আছেন তুমিও তদ্রূপ শঙ্খচূড়ের প্রিয়া মহিষী হইয়া সৌভাগ্যবতী রূপে কাল যাপন কর॥ ১০৭॥ ১০৮॥ ১০৯॥ ১১০॥ ১১১॥ ১১২॥

সুন্দরি! আমি বলিতেছি তুমি এই পরম সুন্দর শঙ্খচূড়ের সহিত দীর্ঘকাল স্থানে স্থানে পরম সুখে ইচ্ছানুসারে বিহার কর॥ ১১৩॥

শঙ্খচূড়ের লোকান্তর হইলে পুনর্ব্বার তুমি গোলোকে গমন করিয়া সেই গোলোক নাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে এবং বৈকুণ্ঠে তাঁহার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে॥ ১১৪॥

ব্রহ্মা এই আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। শঙ্খচূড়ও গান্ধর্ব্ব বিধিঅনুসারে তুলসীর পাণি গ্রহণ করিলেন॥ ১১৫॥

স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্যঞ্চ পুষ্পবৃষ্টির্ব্বভূবহ।
স রেমে রময়া সার্দ্ধং বামগেহে মনোহরে॥ ১১৬॥
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ্য তুলসী নবসঙ্গমসঙ্গতা।
নিমগ্না নির্জ্জনে সাধ্বী সম্ভোগসুখসাগরে॥ ১১৭॥
চতুঃষষ্ঠিকলামানং চতুঃষষ্ঠ্যাবিধং সুখে।
কামশাস্ত্রে যন্নিরুক্তং রসিকানাং যথেপ্সিতং॥ ১১৮॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংশ্লেষ পূর্ব্বকং স্ত্রীমনোহরং।
তৎসর্ব্বং সুখশৃঙ্গারং চকার রসিকেশ্বরঃ॥ ১১৯॥
অতীব রম্যে দেশে চ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে।
পুষ্পচন্দনতল্পে চ পুষ্পচন্দবায়ুনা॥ ১২০॥
পুষ্পোদ্যানে নদীতীরে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে।
গৃহীত্বা রসিকাং রাসে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাং॥ ১২১॥

স্বর্গপুরে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দানবরাজ শঙ্খ-চূড় মনোরম সুন্দর গৃহে সেই রমণীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন॥১১৬॥

তখন সাধ্বী তুলসী নির্জনে সেই নবপতির সহিত নবসঙ্গমবশে মূর্চ্ছিতা হইয়া সম্ভোগসুখ সাগরে এককালে নিমগ্না হইলেন॥ ১১৭॥

কামশাস্ত্রে চতুঃষষ্ঠিকলা পরিমাণে যে রসিকপুরুষদিগের অভিলষিত চতুঃষষ্ঠি প্রকার সুখনিয়ম উক্ত আছে, রসিকেশ্বর শঙ্খচূড সম্পূর্ণ সেই নিয়মানুসারে স্ত্রীজন মনোহর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংশ্লেষ পূর্ব্বক সুখশৃঙ্গারে রত হইয়া পরম সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন॥ ১:৮॥ ১১৯॥

শঙ্খচূড় কখন সর্ব্বপ্রাণিশূন্য অতীব রম্যদেশে পুষ্পচন্দনযুক্ত শয্যায়, কখন পুষ্পোদ্যানে, কখন নদীতীরে ও কখন বা রাসস্থলে সেই কুসুমচন্দন ভূষিতা নানারত্ন সমলঙ্কৃতা সুরসিকা রমণীর সহিত সুগন্ধি বায়ুসেবন পূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই সুরত কার্য্যে সুনি-

ভূষিত্বাং ভূষণৈনৈব রত্নভূষণভূষিতে।
সুরতের্বিরতির্নাস্তি তয়োঃ সৌরতবিজ্ঞয়োঃ ॥ ১২২ ॥
জহারমান সংভর্ত্তুর্লীলয়া তুলসী সতী।
চেতনাং রসিকায়াশ্চ জহার রসভাববিৎ ॥ ১২৩ ॥
বক্ষসশ্চন্দনং বাহ্বোস্তিলকং বিজহার সা।
স চ জগ্রাহ তস্যাশ্চ সিন্দূরবিন্দুপত্রকং ॥ ১২৪ ॥
স তদ্বক্ষসি তস্যাশ্চ নখরেখাং দদৌ মুদা।
সা দদৌ তদ্বামপার্শ্বে করভূষণলক্ষণং ॥ ১২৫ ॥
রাজা দন্তোষ্ঠপুটকে দদৌ দশন দংশনং।
তদ্গণ্ডযুগলে সা চ প্রদদৌ তচ্চতুর্গুণং ॥ ১২৬ ॥
সুরতে বিরতৌ তৌ চ সমুত্থায় পরস্পরং।
সুবেশঞ্চক্রতুস্তত্র যত্তন্মনসি বাঞ্ছিতং ॥ ১২৭ ॥

পূর্ণ, সুতরাং অবিশ্রামে ঐ সমুদায় প্রদেশে তাঁহাদিগের সুরতক্রিয়া সম্যকরূপে সাধিত হইতে লাগিল ॥ ১২০ ॥ ১২১ ॥ ১২২ ॥

সতী তুলসী ক্রীড়াপ্রসঙ্গে ভর্ত্তার মনোহরণ করিতে লাগিলেন এবং রসভাবজ্ঞ শঙ্খচূড়ও শৃঙ্গার রস প্রদান করিয়া সেই রমণীর শিরোমণি রসিকা নারীর চেতনা হরণ করিতে ত্রুটি করিলেন না ॥ ১২৩ ॥

রমণকালে উভয়েরই বাহ্যজ্ঞান শূন্য প্রায় হইয়াছিল, সুতরাং তুলসী কর্ত্তৃক শঙ্খচূড়ের বক্ষঃস্থলের চন্দন ও বাহুযুগের তিলক এবং শঙ্খচূড় কর্ত্তৃক তুলসীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ১২৪ ॥

শঙ্খচূড় প্রমোদে প্রিয়তমার বক্ষঃস্থলে নখরেখা প্রদান করিলেন। তুলসীরও কঙ্কভূষণের আঘাতে তাঁহার বামপার্শ্ব চিহ্নিত হইল ॥ ১২৫ ॥

দৈত্যরাজ দন্তোষ্ঠপুটকে প্রেয়সীর দশন দংশন করিলে যুবতী তাঁহার গণ্ডস্থলে তদপেক্ষা চতুর্গুণ দংশন করিলেন ॥ ১২৬ ॥

কুঙ্কুমাক্তং চন্দনেন সা তস্মৈ তিলকং দদৌ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরে রম্যে চকার চানুলেপনং ॥ ১২৮ ॥
সুবাসিতঞ্চ তাম্বুলং বহ্নিশুদ্ধে চ বাসসী।
পারিজাতস্য কুসুমং নানাদুঃখবিনাশনং ॥ ১২৯ ॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ অঙ্গুরীয়কমুত্তমং।
সুন্দরঞ্চ মণিবরং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভং ॥ ১৩০ ॥
দাসী তবাহমিত্যেবং সমুচ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ।
ননাম পরয়া ভক্ত্যা স্বামিনং গুণশালিনং ॥ ১৩১ ॥
সস্মিতা তন্মুখাম্ভোজং লোচনাভ্যাং পপৌ পুনঃ।
নিমেষরহিতাভ্যাঞ্চ সকটাক্ষঞ্চ সুন্দরং ॥ ১৩২ ॥

এইরূপে সুরতব্যাপার নির্ব্বাহিত হইলে যুবক যুবতী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরস্পরের বাসনানুরূপ বেশভূষা ধারণ করিলেন ॥ ১২৭ ॥

তুলসী পতির রমণীয় সুন্দর অঙ্গসমুদায়ে গন্ধদ্রব্য বিলেপন. পূর্ব্বক তাঁহার কুঙ্কুমাক্ত তিলক করিয়া দিলেন ॥ ১২৮ ॥

তৎপরে তিনি পতিকে অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল পরিধান করাইয়া সুবাসিত তাম্বূল প্রদান পূর্ব্বক বিবিধ কথোপকথনের পর তাঁহাকে সর্ব্বদুঃখবিনাশন পারিজাত কুসুমে অলঙ্কৃত করিলেন ॥ ১২৯ ॥

কুসুমদানের পর তিনি গুণসম্পন্ন পতিকে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত উৎকৃষ্ট অঙ্গুরীয় ও ত্রিলোক দুর্লভ একটি সুন্দর মণি অর্পণ করিয়া, নাথ! আমি তোমার দাসী হইলাম, এই কথা বারংবার প্রয়োগ করিতে করিতে পরম ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং সহাস্য বদনে নিমেষশূন্য সতৃষ্ণ লোচনযুগলে বারংবার তাঁহার মুখপদ্মের মধু পান করিয়া তাঁহার প্রতি সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৩০ ॥ ১৩১ ॥ ১৩২ ॥

স চ তাঞ্চ সমাকৃষ্য চকার বক্ষসি প্রিয়াং।
সস্মিতং বাসসাচ্ছন্নং দদর্শ মুখপঙ্কজং ॥ ১৩৩ ॥
চুচুম্ব কঠিনে গণ্ডে বিম্বোষ্ঠে পুনরেব চ।
দদৌ তস্যৈ বস্ত্রযুগ্মং বরুণাদাহৃতঞ্চ যৎ ॥ ১৩৪ ॥
দদৌ মঞ্জীরযুগ্মঞ্চ স্বাহায়াশ্চ হৃতঞ্চ যৎ।
কেয়ূরযুগ্মং ছায়ায়া রোহিণ্যাশ্চৈব কুণ্ডলং ॥ ১৩৫ ॥
অঙ্গুরীয়করত্নানি রত্যাশ্চ বরভূষণং।
শঙ্খং সুরুচিরং চিত্রং যদ্দত্তং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১৩৬ ॥
বিচিত্রপাষকশ্রেণী শয্যাঞ্চাপি সুদুর্লভাং।
ভূষণানি চ দত্বা চ পরীহারঞ্চকার হ ॥ ১৩৭ ॥
নির্ম্মায় কবরীভারং তস্যাশ্চ মাল্যসংযুতং।
সুচিত্রং পত্রকং গণ্ডে জয়লেখসমং তথা ॥ ১৩৮ ॥
চন্দ্রলেখা ত্রিভির্যুক্তং চন্দনেন সুগন্ধিনা।

তখন শঙ্খচূড় প্রিয়াকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া সহাস্যমুখে তদীয় বস্ত্রাচ্ছাদিত মুখকমল চুম্বনপূর্ব্বক দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৩ ॥

পরে পুনরায় তিনি প্রেয়সীরকঠিন গণ্ডে ও বিম্বের ন্যায় ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া তাঁহাকে বরুণ হইতে আহৃত বসনযুগল প্রদান করিলেন ॥ ১৩৪ ॥

অতঃপর তিনি প্রিয়তমাকে স্বাহা হইতে আহৃত মঞ্জীরযুগল, ছায়ার কেয়ূরদ্বয়, রোহিণীর কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক রত্ন সমুদায় রতির মনোজ্ঞ ভূষণ, বিশ্বকর্ম্মার প্রদত্ত সুন্দর শঙ্খ, বিচিত্র পাশকশ্রেণী, সুদুর্লভ শয্যা ও নানাবিধ সৌন্দর্য্যশালী অলঙ্কার অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিলেন ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥ ॥ ১৩৭ ॥

এইরূপে অলঙ্কার সমুদায় প্রদান করিয়া তিনি প্রিয়ার কবরীবন্ধন পূর্ব্বক তাহাতে মাল্য বেষ্টন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার গণ্ডে সুগন্ধি

পরিতঃ পরিতশ্চিত্রৈঃ সার্দ্ধং কুঙ্কুমবিন্দুভিঃ ॥ ১৩৯ ॥
জ্বলৎপ্রদীপাকারঞ্চ সিন্দূরতিলকং দদৌ।
তৎপাদপদ্মযুগলে স্থলপদ্মবিনিন্দিতে ॥ ১৪০ ॥
চিত্রালক্তকরাগঞ্চ নখরেষু দদৌ মুদা।
স্ববক্ষসি মুহুর্ন্যস্তং সরাগঞ্চরণাম্বুজং ॥ ১৪১ ॥
হে দেবি তবদাসোহং ইত্যুচ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ।
রত্ননির্ম্মাণযানেন তাঞ্চ কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ১৪২ ॥
তপোবনং পরিত্যজ্য রাজা স্থানান্তরং যযৌ।
মলয়ে দেবনিলয়ে শৈলে শৈলে বনে বনে ॥ ১৪৩ ॥
স্থানে স্থানেতিরম্যে চ পুষ্পোদ্যানেঽতি নির্জ্জনে।
কন্দরে কন্দরে সিন্ধুতীরে চ সুন্দরে বনে ॥ ১৪৪ ॥

চন্দনে চন্দ্ররেখাত্রয়েমিলিত জয়লেখসম সুচিত্র পত্রক লিখন পূর্ব্বক তন্মধ্যে স্থানে স্থানে বিচিত্র কুঙ্কুমবিন্দু বিন্যস্ত করিয়া দিলেন ॥ ১৩৮ ; ১৩৯ ॥

পরে তুলসীর স্থলপদ্মবিনিন্দিত পাদপদ্মযুগলে তৎকর্ত্তৃক প্রজ্বলিত দীপাকার সিন্দূরতিলক প্রদত্ত হইল ॥ ১৪০ ॥

শঙ্খচূড় পরমানন্দে প্রিয়তমার নখর সমুদায় অলক্তরাগে রঞ্জিত করিলেন কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না হওয়ায় তিনি বারংবার তাঁহার সেই সরাগ চরণপদ্ম স্বীয় বক্ষঃস্থলে বিন্যস্ত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪১ ॥

অতঃপর তিনি হে দেবি আমি তোমার দাস এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিয়া সেই রমণীরত্ন প্রিয়াকে বক্ষঃস্থলে ধারণ এবং পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন পূর্ব্বক রত্নমণ্ডিত যানে আরোহণ করিলেন ॥ ১৪২ ॥

দৈত্যরাজ এইরূপে সেই মনোহরা কামিনীর সহিত যানারূঢ় হইয়া তপোবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মলয় পর্ব্বতে দেবনিলয়ে বনে বনে ও শৈলে শৈলে গমন করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৩ ॥

পুষ্পভদ্রানদীতীরে নীরবাতে মনোহরে।
পুলিনে পুলিনে দিব্যে নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে ॥১৪৫॥
মধ্যৌ মধুকরাণাঞ্চ মধুরধ্বনিনাদিতে।
বিনিস্পন্দেষুপবনে চন্দনে গন্ধমাদনে ॥ ১৪৬ ॥
দেবোদ্যানে দেববনে চিত্রে চন্দনকাননে।
চম্পকানাং কেতকীনাং মাধবীনাঞ্চ মাধবে ॥ ১৪৭ ॥
কুন্দানাং মালতীনাঞ্চ কুমুদাম্ভোজকাননে।
কল্পবৃক্ষে কল্পবৃক্ষে পারিজাতবনে বনে ॥ ১৪৮ ॥
নির্জ্জনে কাঞ্চনিস্থানে ধন্যে কাঞ্চনপর্ব্বতে।
কাঞ্চীবনে কিঞ্জনকে কঞ্চকে কাঞ্চনাকরে ॥ ১৪৯ ॥

ক্রমে ক্রমে তিনি বিবিধ রম্যপ্রদেশে, অতি নির্জন পুষ্পদ্যানে, পর্ব্বত গহ্বরে, সিন্ধুতীরে, সুন্দর বনে, পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে, নানা নদ নদীর শীতল বায়ুপূর্ণা পুলিনে বিহারে আসক্তা হইলেন ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥

পরে মধুমাসের সমাগম হইলে শঙ্খচূড় প্রেয়সী তুলসীর সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন। তৎকালে তথায় মধুকরগণ মধুর ধ্বনি করিতে লাগিল এবং গন্ধবহ চন্দনগন্ধ বহন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগের বিহারক্লিষ্ট দেহ স্নিগ্ধ করিতে লাগিল ॥১৪৬॥

অতঃপর পুষ্পচন্দনভূষিত কামুক শঙ্খচূড় কামুকী তুলসীর সহিত কখন দেবোদ্যানে, কখন চন্দনবনে, কখন চম্পক কেতকী মাধবী কুন্দ মালতী কুমুদ ও পদ্মের বনে, কখন কল্পবৃক্ষমূলে, কখন পারিজাত বনে, কখন কাঞ্চনান্বিত বিজন স্থানে, কখন প্রশংসনীয় কাঞ্চন পর্ব্বতে কখন কাঞ্চীবনে, কখন বা কাঞ্চনাকর কঞ্চক ও কিঞ্জন নামক প্রদেশে ক্রমান্বয়ে গমন করিয়া পুষ্পচন্দনময় শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক পুংস্কোকিলগণের কুহূরব শ্রবণ ও সুগন্ধি বায়ু সেবন করত পরমসুখে সুরত কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগি-

পুষ্পচন্দনতল্পে চ পুংস্কোকিলরুতে শ্রুতে।
পুষ্পচন্দনসংযুক্তৈঃ পুষ্পচন্দনবায়ুনা ॥ ১৫০ ॥
কামুক্যা কামুকঃ কামাৎ স রেমে বাময়াসহ।
ন তৃপ্তো দানবেন্দ্রশ্চ তৃপ্তির্নৈব জগাম সা ॥ ১৫১ ॥
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ববৃধে মদনস্তয়োঃ।
তয়া সহ সমাগত্য স্বাশ্রমং দানবস্ততঃ ॥ ১৫২ ॥
রম্যক্রীড়ালয়ং কৃত্বা বিজহার পুনস্ততঃ।
এবং সংবুভুজে রাজ্যং শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৫৩ ॥
একমন্বন্তরং পূর্ণং রাজরাজেশ্বরো বলী।
দেবানামসুরাণাঞ্চ দানবানাঞ্চ সন্ততং ॥ ১৫৪ ॥
গন্ধর্ব্বাণাং কিন্নরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ সাস্তিদঃ।
হৃতাধিকারা দেবাশ্চ চরন্তি ভিক্ষুকো যথা ॥ ১৫৫ ॥
পূজা হোমাদিকং তেষাং জহার বিষয়ং বলাৎ।

লেন। এরূপ বিহারেও দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়ের ও তুলসীর ইচ্ছানুসারে তৃপ্তিলাভ হইল না ॥ ১৪৭ ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥ ১৫০ ॥ ১৫১ ॥

ঘৃতসংযোগে যেমন অনলের বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ বিহারে তাঁহাদিগের মদনানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে শঙ্খচূড় প্রিয়তমার সহিত স্বীয় আশ্রমে সমাগত হইয়া রম্য ক্রীড়ালয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দিবা-রজনী সদাসর্ব্বদাই তাঁহার সহিত বিহার করত প্রবল প্রতাপে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥

মহাবল পরাক্রান্ত শঙ্খচূড় প্রবল প্রতাপে সর্ব্বদা দেব অশুর দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও রাক্ষসগণকে পীড়ন পূর্ব্বক রাজরাজেশ্বর হইয়া সম্পূর্ণ এক মন্বন্তরকাল সাম্রাজ্য ভোগ করাতে দেবগণ অধিকার চ্যুত হইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥

আশ্রয়ং চাধিকারাঞ্চ শস্ত্রাস্ত্রভূষণাদিকং ॥ ১৫৬ ॥
নিরুদ্যমাঃ সুরাঃ সর্ব্বে চিত্রপুত্তলিকা যথা।
তে চ সর্ব্বে বিষণ্ণাশ্চ প্রজগ্মুর্ব্রহ্মণঃ সভাং ॥ ১৫৭ ॥
বৃত্তান্তং কথয়ামাসু রুরুদুশ্চ ভৃশং মুহুঃ।
তদা ব্রহ্মাসুরৈঃ সার্দ্ধং জগাম শঙ্করালয়ং ॥ ১৫৮ ॥
সর্ব্বং সংকথয়ামাস বিধাতা চন্দ্রশেখরং।
ব্রহ্মা শিবশ্চ তৈঃ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠঞ্চ জগামহ ॥ ১৫৯ ॥
সুদুর্লভং পরং ধাম জরামৃত্যুহরং পরং।
সম্প্রাপ চ বরং দ্বারমাশ্রমানাং হরেরহো ॥ ১৬০ ॥
দদর্শ দ্বারপালাংশ্চ রত্নসিংহাসনস্থিতান্।
শোভিতান পীতবস্ত্রৈশ্চ রত্নভূষণভূষিতান্ ॥ ১৬১ ॥

শঙ্খচূড় বলপূর্ব্বক ক্রমে তাঁহাদিগের পূজা হোমাদি, আশ্রম, অধিকার, অস্ত্র, শস্ত্র ভূষণ সমস্ত হরণ করিতে ত্রুটি করিলেন না ॥ ১৫৬ ॥

তখন দেবগণ সকলেই অধিকারচ্যুত হওয়াতে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইলেন পরে তাঁহারা বিধাতা ভিন্ন এ বিপদের উপায় নাই ভাবিয়া সকলে সমবেত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ।। ১৫৭ ।।

তাঁহারা ব্রহ্মসভায় উপনীত হইয়া বিস্তর রোদন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে ব্রহ্মা অভয় প্রদান করিয়া সেই দেবগণ সমভিব্যাহারে শিবলোকে গমন করিলেন ॥ ১৫৮ ।।

শিবলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মা দেবদেব মহাদেবের নিকট শঙ্খচূড়ের অত্যাচারের বিষয় বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে দেবাদিদেব মহেশ্বর ও ব্রহ্মা উভয়ে দেবগণের সহিত জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত অতি সুদুর্লভ হরির নিত্যানন্দ আশ্রম বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ।। ১৫৯ ॥

তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন বৈকুণ্ঠধামের দ্বারদেশে দ্বারিগণ পীতবস্ত্র পরিধান ও অঙ্গে নানা ভূষণ ধারণ করিয়া রত্নময়

বনমালান্বিতান্ সর্ব্বান্ শ্যামসুন্দরবিগ্রহান্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাংশ্চৈব চতুর্ভুজান্ ॥ ১৬২ ॥
সস্মিতান্ পদ্মবক্ত্রাংশ্চ পদ্মনেত্রান্মনোহরান্।
ব্রহ্মা তান্ কথয়ামাস বৃত্তান্তং গমনার্থকং ॥ ১৬৩ ॥
তেনুজ্ঞাঞ্চ দদুস্তস্মৈ প্রবিবেশ তদাজ্ঞয়া।
এবঞ্চ ষোড়শদ্বারান্নিরীক্ষ্য কমলোদ্ভবঃ ॥ ১৬৪ ॥
দেবৈঃসার্দ্ধং তানতীত্য প্রবিবেশ হরেঃ সভাং।
দেবর্ষিভিঃ পরিবৃতাং পার্ষদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ ॥ ১৬৫ ॥
নারায়ণস্বরূপৈশ্চ সর্ব্বৈঃ কৌস্তুভভূষিতৈঃ।
পূর্ণেন্দুমণ্ডলাকারাং চতুরশ্রাং মনোহরাং ॥ ১৬৬ ॥
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণাং হীরাসারসুশোভিতাং।
অমূল্যরত্নখচিতাং রচিতাং স্বেচ্ছয়া হরেঃ ॥ ১৬৭ ॥

সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহারা সকলেই বনমালা বিভূষিত, শ্যামসুন্দর ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ। তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় শোভমান এবং মূর্ত্তি মনোহর। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্ হরির সেই দ্বারিগণের নিকট আপনাদিগের আগমন বৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন ॥ ১৬০ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥

এইরূপে ভগবান্ কমলযোনি বৈকুণ্ঠের দ্বারে ষোড়শ দ্বার রক্ষককে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট আগমন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে ঐ দৌবারিকগণ দেবগণকে পুরপ্রবেশে অনুজ্ঞা করিলেন ॥ ১৬৪ ॥

তৎপরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তথা হইতে চতুর্ভুজ পার্ষদগণে ও দেবর্ষিমণ্ডলে শোভিত বৈকুণ্ঠনাথ হরির সভায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬৫ ॥

ঐ সভা চতুরস্র পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলাকার ও মনোহর। তন্মধ্যে যে পার্ষদগণ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই নারায়ণ স্বরূপ। কৌস্তুভমণি-

মাণিক্যমালা জালাঢ্যাং মুক্তাপংক্তিবিভূষিতাং।
মণ্ডিতাং মণ্ডলাকারৈ রত্নদর্পণকোটিভিঃ॥ ১৬৮॥
বিচিত্রৈশ্চিত্ররেখাভির্নানাচিত্র বিচিত্রিতাং।
পদ্মরাগেন্দ্ররচিতে রচিতাং পদ্মকৃত্রিমৈঃ॥ ১৬৯॥
সোপানশতকৈর্যুক্তাং স্যমন্তকবিনির্ম্মিতৈঃ।
পট্টসূত্রগ্রন্থিযুতৈশ্চারুচন্দনপল্লবৈঃ॥ ১৭০॥
ইন্দ্রনীলমণিস্তম্ভৈর্ব্বেষ্টিতাং সুমনোরমাং।
সদ্রত্নপূর্ণকুম্ভানাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতাং॥ ১৭১॥
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈর্ব্বিরাজিতাং।
কস্তূরী কুঙ্কুমাক্তৈশ্চ সুগন্ধিচন্দনদ্রবৈঃ॥ ১৭২॥
সুসংস্কৃতান্ত সর্ব্বত্র বাসিতাং গন্ধবায়ুনা।
বিদ্যাধরীসমূহানাং সঙ্গিতৈশ্চ মনোহরং॥ ১৭৩॥

ভূষিত উৎকৃষ্ট মণিরত্নে ঐ সভা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব হীরক মণি শোভা পাইতেছে এবং উহা অমূল্য রত্নে খচিত রহিয়াছে, হরি স্বেচ্ছাক্রমে ঐ সভাটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥ ১৬৬॥ ১৬৭॥

ঐ সভার স্থানে স্থানে সমুজ্জ্বল মাণিক্যমালা মুক্তাদাম ও মণ্ডলাকার কোটি রত্নদর্পণ বিরাজিত রহিয়াছে। সোপান সকল শ্যমন্তকমণিনির্ম্মিত। তৎসমুদায় বিচিত্র রেখাঙ্কিত নানা চিত্রে, শোভিত পদ্মরাগ মণি ও কৃত্রিম পদ্মে রঞ্জিত আছে। স্তম্ভ সমুদায়ও ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত। সুচারু চন্দন পল্লবে ও পট্টসূত্র গ্রন্থিতে উহা বেষ্টিত থাকাতে ঐ স্তম্ভগুলি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট রত্নপূরিত পূর্ণকুম্ভ, তাহাতে পারিজাত কুসুম মালা বেষ্টিত এবং কস্তূরী কুঙ্কুম ও সুগন্ধি চন্দন সিক্ত রহিয়াছে॥ ১৬৮॥ ১৬৯॥ ১৭০॥ ১৭১॥ ১৭২॥

ঐ সভার সর্ব্বস্থান সুসংস্কৃত ও গন্ধবায়ুতে সুবাসিত। বিদ্যাধরীগণ তথায় মধুরস্বরে নানাবিধ মনোহর সংগীত করিতেছে॥ ১৭৩॥

সহস্রযোজনায়া মাংস্তপরিপূর্ণা চ কিঙ্করৈঃ।
দদর্শ শ্রীহরিং ব্রহ্মা শঙ্করৈশ্চ সুরৈঃ সহ॥ ১৭৪॥
বসন্তং তন্মধ্যদেশে যথেন্দুং তারকাবৃতং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ চিত্রসিংহাসনস্থিতাং॥ ১৭৫॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং বনমালাবিভূষিতং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং চ চতুর্ভুজং॥ ১৭৬॥
নবীননীরদশ্যামং সুন্দরং সুমনোহরং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ সর্ব্বভূষণভূষিতং॥ ১৭৭॥
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং বিভ্রন্তং কেলিপঙ্কজং।
পুরতো নৃত্যগীতঞ্চ পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা॥ ১৭৮॥
শান্তং সরস্বতীকান্তং লক্ষ্মীধৃতপদাম্বুজং।
ভক্তপ্রদত্ত তাম্বূলং ভুক্তবন্তং সুবাসিতং॥ ১৭৯॥

ঐ সভার আয়তন সহস্র যোজন। উহা কিঙ্করগণে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মা দেখিলেন তন্মধ্যে শ্রীহরি অমূল্য-রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তৎকালে বৈকুণ্ঠনাথ দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তারকা-গণ পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন॥ ১৭৪॥ ১৭৫॥

তিনি কিরীট কুণ্ডলধারী, বনমালা বিভূষিত, চতুর্ভুজ, তাহাতে শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম শোভিত, নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সৌন্দর্য্যশালী মনোহর ও মনোজ্ঞ রত্নভূষণে ভূষিত থাকায় শোভার ইয়ত্তা হয় না॥ ১৭৬॥ ১৭৭॥

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনোক্ষিত। তিনি করে কেলিপদ্ম গ্রহণ করিয়া প্রীত মনে সহাস্য বদনে সম্মুখস্থ মনোহর পরমাসুন্দরী যুবতীগণের নৃত্য দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন॥ ১৭৮॥

সরস্বতী দেবী কান্তজ্ঞানে সেই শান্তবিগ্রহ পরম দেব নারায়ণের উপাসনা করিতেছেন এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার চরণকমল ধারণ করিয়া

গঙ্গয়া পরয়া ভক্ত্যা সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ।
সর্ব্বৈশ্চ স্তূয়মানঞ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরৈঃ॥ ১৮০॥
এবং বিশিষ্টং তং দৃষ্ট্বা পরিপূর্ণতমং বিভুং।
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে প্রণম্য তুষ্টুবুস্তদা॥ ১৮১॥
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী সাশ্রুনেত্রাঃ সগদ্গদাঃ।
ভক্ত্যা পরময়া ভক্তা ভীতা নম্রাত্মকন্ধরাঃ॥ ১৮২॥
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা বিধাতা জগতামপি।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস বিনয়েন হরেঃ পুরঃ॥ ১৮৩॥
হরিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাববিৎ।
প্রহস্যোবাচ ব্রহ্মাণং রহস্যঞ্চ মনোহরং॥ ১৮৪॥

মনোরথ পূর্ণ করত কালক্ষেপ করিতেছেন এইরূপে উপাসিত-হরি ভক্তজনের প্রদত্ত সুবাসিত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন॥ ১৭৯॥

গঙ্গাদেবী অতুল ভক্তিযোগে শ্বেতচামর বীজন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং ভক্তগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নতকন্ধর হইয়া স্বীয় স্বীয় ইচ্ছানুসারে তাঁহার স্তব করিতে ত্রুটি করিতেছেন না॥ ১৮০॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ শোভাসম্পন্ন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নারায়ণকে দর্শন করিবামাত্র রোমাঞ্চিত কলেবর ও নতকন্ধর হইয়া পরম ভক্তিসহকারে সাশ্রুলোচনে সভয়চিত্তে তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক গদ্গদস্বরে তাঁহাকে যথাসাধ্য স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১৮১॥ ১৮২॥

তখন ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে দয়াময় হরির নিকট জগতের সৃষ্টিবিধান কার্য্যের ও শঙ্খচূড়ের সর্ব্ববিবরণ বর্ণন করিলেন॥ ১৮৩॥

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভাববিদ্‌ হরি ব্রহ্মার মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া সহাস্য মুখে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ব্রহ্মন্‌! শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত সমুদায়

শ্রীভগবানুবাচ।

শঙ্খচূড়স্য বৃত্তান্তং সর্ব্বং জানামি পদ্মজ।
মদ্ভক্তস্য চ গোপস্য মহাতেজস্বিনঃ পুরা ॥ ১৮৫ ॥
সুরাঃ শৃণুত তৎসর্ব্বমিতিহাসং পুরাতনং।
গোলোকস্যৈব রচিতং পাপঘ্নং পুণ্যকারণং ॥ ১৮৬ ॥
সুদামানাম গোপশ্চ পার্ষদপ্রবরো মম।
স প্রাপ দানবীং যোনীং রাধাশাপাৎ সুদারুণাৎ ॥১৮৭॥
তত্রৈকদাহমগমং স্বালয়াদ্রাসমণ্ডলং।
বিহায় মানিনীং রাধাং মমপ্রাণাধিকাং পরাং ॥ ১৮৮ ॥
সা মাং বিরজয়া সার্দ্ধং বিজ্ঞায় কিঙ্করী মুখাৎ।
পশ্চাৎ ক্রুদ্ধা সা জগাম মাং দদর্শ চ তত্র চ ॥ ১৮৯ ॥

আমার বিদিত আছে। সে আমার পরম ভক্ত। পূর্ব্বজন্মে সে অতিশয় তেজস্বী গোপ ছিল তাহার গুপ্ত বিবরণ অতি আশ্চর্য্য শ্রোতব্য বলিয়া বোধ হয় অতএব তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৮৪ ॥ ১৮৫ ॥

হে দেবগণ! তোমরা এতৎপ্রসঙ্গে অতি পবিত্র পাপনাশন নিরাময় গোলোক রচিত পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর ॥ ১৮৬ ॥

পূর্ব্বে সুদামা নামক গোপ আমার প্রধান পার্ষদ ছিল। সেই সুদামাই শ্রীমতী রাধার দারুণ শাপে দানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ॥ ১৮৭ ॥

একদা আমি পরম প্রকৃতিরূপা প্রাণাধিকা মানময়ী শ্রীমতী রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া রাসমণ্ডলে আগমন করিয়াছিলাম ॥ ১৮৮ ॥

আমি রাসমণ্ডলে বিরজার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীমতী রাধা কিঙ্করীমুখে সমস্ত জানিতে পারিয়া কোপপূর্ণ চিত্তে তথায় আগমন করিয়া আমাকে ও বিরজাকে দর্শন করিলেন ॥ ১৮৯ ॥

বিরজাঞ্চ নদীরূপাং মাং জ্ঞাত্বা চ তিরোহিতং।
পুনর্জ্জগাম সা রুষ্টা স্বালয়ং সখিভিঃ সহ ॥ ১৯০ ॥
মাং দৃষ্ট্বা মন্দিরে দেবী সুদামাসহিতং পুরা।
ভৃশং সা ভর্ৎসয়ামাস মৌনীভূতঞ্চ সুস্থিরং॥ ১৯১॥
তৎশ্রুত্বা চ সুমহাংশ্চ সুদামা তাং চুকোপহ।
সা চ তাং ভর্ৎসয়ামাস কোপেন মমসন্নিধৌ॥ ১৯২ ॥
তৎশ্রুত্বা সা কোপযুক্তা রক্তপঙ্কজলোচনা।
বহিষ্কর্ত্তুঞ্চকারাজ্ঞাং সংত্রস্তা মমসংসদি॥ ১৯৩॥
সখী লক্ষং সমুত্তস্থৌ দুর্ব্বারং তেজসোজ্জ্বলং।
বহিশ্চকার তং তূর্ণং জল্পান্তঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ১৯৪ ॥

রাধিকা বিরজাকে নিরীক্ষণ করিয়াই অভিসম্পাত করিলেন তাহাতে নদীরূপিণী হইলেন এবং আমিও অন্তর্হিত হইলাম। তখন তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সখীগণের সহিত নিজালয়ে পুনরাগমন করিলেন ॥ ১৯০ ॥

শ্রীমতী স্বীয় ভবনে উপনীত হইয়া দেখিলেন তথায় আমি সুদামার সহিত অবস্থান করিতেছি। তদ্দর্শনে মানিনী রাধা আমাকে বিস্তর ভৎসনাকরিলেন, কিন্তু আমি তখন সুস্থির ও মৌন হইয়া রহিলাম ॥ ১৯১ ॥

রাধিকার তিরস্কার শ্রবণ করিয়া সুদামা ক্রুদ্ধ হইল এবং সেই ক্রোধ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার সমক্ষে তাঁহাকে তিরস্কার করিল ॥ ১৯২ ॥

সুদামা তিরস্কার করিলে ক্রোধে শ্রীমতীর নয়নযুগল রক্তপদ্মের ন্যায় হইয়া উঠিল। তখন তিনি সসম্ভ্রমে সখীগণের প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন তোমরা শীঘ্র সুদামাকে আমার সভা হইতে বহিষ্কৃত কর ॥ ১৯৩ ॥

আজ্ঞামাত্র পরম তেজস্বিনী দুর্নিবারণীয়া লক্ষ সখী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বারংবার কটুভাষী সুদামাকে তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক অপমানিত করিয়া সেই সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ॥ ১৯৪ ॥

সা চ তদ্বচনং শ্রুত্বা সমং রুষ্টা শশাপ তং।
যাহি রে দানবীং যোনিমিত্যেবং দারুণং বচঃ ॥ ১৯৫ ॥
তং গচ্ছন্তং শপন্তঞ্চ রুদন্তং মাং প্রণম্য চ।
বারয়ামাস সা তুষ্টা রুদন্তী কৃপয়া পুনঃ ॥ ১৯৬ ॥
হে বৎস তিষ্ঠমাগচ্ছ ত্বয়াসীতি পুনঃ পুনঃ।
সমুচ্চার্য্য চ তৎপশ্চাৎ জগাম সা চ বিস্মিতা ॥ ১৯৭ ॥
গোপ্যশ্চ রুরুদুঃ সর্ব্বা গোপাশ্চেতি সুদুঃখিতাঃ।
তে সর্ব্বে রাধিকা চাপি তৎপশ্চাদ্‌যোষিতা ময়া ॥ ১৯৮ ॥
আযাস্যতি ক্ষণার্দ্ধেন কৃত্বা শাপস্য পালনং।
সুদামা ত্বমিহাগচ্ছেত্যুবাচ সা নিবারিতা ॥ ১৯৯ ॥

ঐ সময়ে শ্রীমতী রাধিকা সুদামার তিরস্কার বাক্যে ক্রোধে রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্তনয়না হইয়া তাহার প্রতি এইরূপ দারুণ শাপ প্রদান করিলেন, যে রে দুরাত্মন্! তুই দানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর ॥ ১৯৫ ॥

সুদাম শ্রীমতী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া আমাকে প্রণাম পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে সভা হইতে গমনোদ্যত হইলে রাধিকার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি প্রীত মনে সাশ্রুলোচনে তাহাকে বারংবার গমন করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯৬ ॥

কহিলেন, বৎস সুদামন্! তুমি এইস্থানে থাক, আর যাইও না, প্রত্যাগমন কর। এইরূপ বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিয়া শ্রীমতী বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯৭ ॥

তখন গোপ গোপীগণ সকলেই রোদন করিয়া উঠিলেন। রাধিকারও নয়ন যুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। তৎকালে আমার প্রাণাধিকা শ্রীমতী রাধা মৎকর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়া আমাকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক সুদামার শাপ মোচনের নিমিত্ত কহিলেন সুদামা ক্ষণার্দ্ধমধ্যে শাপ বিমুক্ত হইয়া পুনরায় এই স্থানে আগমন করিবে ॥ ১৯৮ ॥ ১৯৯ ॥

গোলোকস্থ ক্ষণার্দ্ধেন চৈকমন্বন্তরং ভবেৎ।
পৃথিব্যাং জগতাং ধাতরিত্যেবং বচনং ধ্রুবং॥ ২০০॥
স এব শঙ্খচূড়শ্চ পুনস্তত্রৈব যাস্যতি।
মহাবলিষ্ঠো যোগীশঃ সর্ব্বমায়াবিশারদঃ॥ ২০১॥
মমশূলং গৃহীত্বা চ শীঘ্রং গচ্ছথ ভারতং।
শিবঃ করোতু সংহারং মমশূলেন দানবং॥ ২০২॥
মমৈব কবচং কণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলং।
বিভর্ত্তি দানবঃ শশ্বৎ সংসারবিজয়ী ততঃ॥ ২০৩॥
তত্র ব্রহ্মন্ স্থিতে কণ্ঠে ন কোপি হিংসিতুং ক্ষমঃ।
তদ্‌যাচঞাং করিষ্যামি বিপ্ররূপোহহমেব চ॥ ২০৪॥
সতীত্বভঙ্গা তৎপত্ন্যা যত্র কালে ভবিষ্যতি।
তত্রৈবকালে তন্মৃত্যুরিতি দত্তোবরস্ত্বয়া॥ ২০৫॥

হে বিধাতঃ! গোলোকের ক্ষণার্দ্ধে পৃথিবীতে এক মন্বন্তর কাল পরিমিত সময় হইয়াথাকে ইহা নিশ্চয়ই প্রথিত আছে॥ ২০০॥

সেই মহা বলিষ্ঠ সর্ব্বমায়া বিশারদ যোগিপ্রধান শঙ্খচূড়ই সুদামা। সে পুনর্ব্বার সেই নিত্যানন্দ গোলোকধামে গমন করিবে॥ ২০১॥

হে ব্রহ্মন্! তোমরা আমার এই শূল গ্রহণ করিয়া ভারতে গমন কর। দেবাদিদেব এই শূলদ্বারা সেই দানবকে বিনাশ করুন্॥ ২০২॥

সেই দৈত্য স্বীয় কণ্ঠে আমার সর্ব্বমঙ্গলদায়ক কবচ ধারণ করিয়াছে এবং তাহার প্রভাবে সর্ব্বদা সংসারে বিজয়শীল হইয়াছে॥ ২০৩॥

অধিক কি বলিব তাহার কণ্ঠদেশে সেই কবচ বিদ্যমান থাকিতে কেহই তাহার হিংসা করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং আমি বিপ্ররূপী হইয়া তাহার নিকট সেই কবচ প্রার্থনা করিয়া লইব॥ ২০৪॥

ব্রহ্মন্! তুমি তাহাকে এই বর প্রদান করিয়াছ, যে যেসময়ে তাহার

তৎপত্ন্যাশ্চোদরে বীর্য্যমর্পয়িষ্যামি নিশ্চিতং।
তৎক্ষণেনৈব তস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২০৬ ॥
পশ্চাৎ সা দেহমুৎসৃজ্য ভবিষ্যতি প্রিয়া মম।
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো দদৌ শূলং হরায় চ ॥ ২০৭ ॥
শূলং দত্ত্বা যযৌ শীঘ্রং হরিরভ্যন্তরং মুদা।
ভারতঞ্চ যযুর্দ্দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরোগমাঃ ॥ ২০৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে তুলস্যুপাখ্যানে শঙ্খচূড়-
বরপ্রসঙ্গোনাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

পত্নীর সতীত্ব ভঙ্গ হইবে, সেই সময়েই তাহার মৃত্যু হইবে। অতএব আমি তাহার পত্নীর উদরে নিশ্চয় বীর্য্যক্ষেপ করিব। সুতরাং তৎকালেই যে তাহার প্রাণান্ত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ২০৫ ॥ ২০৬ ॥

তৎপরে সেই নারী দেহত্যাগ করিয়া আমার প্রিয়া হইবে। এই বলিয়া জগতের নাথ হরি শূলপাণিকে সেই শূল প্রদান করিলেন। ২০৭।

হরি শূল প্রদান করিয়া পুলকিতান্তঃকরণে পুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতি দেবগণ ভারতে আগমন করিলেন ॥ ২০৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে তুলসীর উপাখ্যানে
ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মা শিবং সংনিযোজ্য সংহারে দানবস্য চ।
জগাম স্বালয়ং তূর্ণং যথাস্থানং মহামুনে॥ ১॥
চন্দ্রভাগানদীতীরে বটমূলে মনোহরে।
তত্র তস্থৌ মহাদেবো দেবনিস্তারহেতবে॥ ২॥
দ্রুতং কৃত্বা পুষ্পদন্তং গন্ধর্ব্বেশ্বরমীপ্সিতং।
শীঘ্রং প্রস্থাপয়ামাস শঙ্খচূড়ান্তিকং মুনে॥ ৩॥
সচেশ্বরাজ্ঞয়া শীঘ্রং যযৌ তন্নগরং বরং।
মহেন্দ্রনগরোৎকৃষ্টং কুবেরভবনাধিকং॥ ৪॥
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং দৈর্ঘ্যে তদ্দ্বিগুণং ভবেৎ।
সপ্তভিঃ পরিখাভিশ্চ দুর্গমাভিঃ সমন্বিতং॥ ৫॥

হে নারদ! ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেবকে দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়ের সংহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অবিলম্বে স্বীয় লোকে গমন করিলেন॥ ১॥

তখন ভগবান্ ভবানীপতি চন্দ্রভাগা নদীতীরে মনোহর বটবৃক্ষমূলে দেবগণের নিস্তার কারণে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২॥

তৎপরে তিনি পুষ্পদন্ত নামক প্রিয় গন্ধর্ব্বরাজকে সত্বর শঙ্খচূড়ের নিকটে গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন॥ ৩॥

প্রভুর আজ্ঞামাত্র গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত তরান্বিত হইয়া কুবের ভবন ও ইন্দ্রালয় হইতেও উৎকৃষ্ট শঙ্খচূড়ের নগরে উপনীত হইলেন॥ ৪॥

ঐনগর পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ ও দশযোজন দীর্ঘ এবং উহা দুর্গম সপ্ত-পা রখা যুক্ত অর্থাৎ সাতটি গড় পরিবেষ্টিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে॥৫॥

জ্বলদগ্নিনিভৈঃ শশ্বজ্জ্বলিতং রত্নকোটিভিঃ।
যুক্তঞ্চ বীথিশতকৈর্ম্মণিবেদিসমন্বিতৈঃ॥ ৬॥
পরিতোবনিজাং সংঘৈর্নানাবস্তুবিরাজিতৈঃ।
সিন্দূরাকারমণিভির্নির্ম্মিতৈশ্চ বিচিত্রিতৈঃ॥ ৭॥
ভূষিতং ভূষিতৈর্দ্দিব্যৈরাশ্রমৈঃ শতকোটিভিঃ।
গত্বা দদর্শ তন্মধ্যে শঙ্খচূড়ালয়ং বরং॥ ৮॥
অতীব বলয়াকারং যথা পূর্ণেন্দুমণ্ডলং।
জ্বলদগ্নিশিখাভিশ্চ পরিখাভিশ্চতসৃভিঃ॥ ৯॥
সুদুর্গমঞ্চশত্রূণামন্যেষাং সুগমং সুখং।
অত্যুচ্চৈর্গগনস্পর্শ্য মণিপ্রাচীরবেষ্টিতং॥ ১০॥
রাজিতং দ্বাদশদ্বারৈর্দ্বারপালসমন্বিতৈঃ।
রত্নকৃত্রিমপদ্মাঢ্যে রত্নদর্পণভূষিতৈঃ॥ ১১॥

ঐ নগর-মধ্যে নিরন্তর জ্বলদগ্নি তুল্য কোটি কোটি রত্ন জ্বলিত হইতেছে ও স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ শত শত মণিময় বেদিনিবেশিত রহিয়াছে। এবং বণিকগণ নানা বস্তু সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। অধিক কি, ঐ পুরের শতকোটি ভবন সিন্দূরাকার মণিনির্ম্মিত ও নানা ভূষণে বিভূষিত। পুষ্পদন্ত তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শঙ্খচূড়ের আলয় দর্শন করিলেন॥৬।৭॥৮॥

ঐ শঙ্খচূড়ের ভবন সম্পূর্ণ বলয়াকার ও পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিময়। উহাতে জ্বলদগ্নিশিখ চারিটি পরিখা বিদ্যমান রহিয়াছে। ৯॥

ঐ পুর শত্রুগণের সুদুর্গম ও মিত্রগণের সুখগম্য। উহা অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী অতিশয় সুদৃশ্য মণিময় প্রাচীরে বেষ্টিত আছে॥ ১০॥

ঐ পুরের রত্ন পদ্ম-ভূষিত রত্নদর্পণ সুশোভিত দ্বাদশ দ্বারে কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দ্বাদশ দ্বারপাল অবস্থান করিতেছে॥ ১১॥

রত্নেন্দ্রচিত্ররাজীভিঃ সুদীপ্তাভির্ব্বিরাজিতৈঃ।
পরিতো রক্ষিতং শশ্বদ্দানবৈঃ শতকোটিভিঃ॥ ১২॥
দিব্যাস্ত্র ধারিভিঃ সর্ব্বৈর্ম্মহাবলপরাক্রমৈঃ।
সুন্দরৈশ্চ সুবেশৈশ্চ নানালঙ্কারভূষিতৈঃ॥ ১৩॥
তাং দৃষ্ট্বা পুষ্পদন্তোপি বরদ্বারং দদর্শ সঃ।
দ্বারে নিযুক্তং পুরুষং শূলহস্তঞ্চ সস্মিতং॥ ১৪॥
তিষ্ঠন্তং পিঙ্গলাস্যঞ্চ তাম্রবর্ণং ভয়ঙ্করং।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং জগাম তদনুজ্ঞয়া॥ ১৫॥
অতিক্রম্য নবদ্বারং জগামাভ্যন্তরং পুরং।
ন কৈশ্চ রক্ষিতং শ্রুত্বা দূতরূপং রণস্য চ॥ ১৬॥
গত্বা সোভ্যন্তরং দ্বারং দ্বারপালমুবাচ হ।
রণস্য সর্ব্ববৃত্তান্তং বিজ্ঞাপয়িতুমীশ্বরং॥ ১৭॥

উহার চারিদিকে মহাবল পরাক্রান্ত নানালঙ্কার ভূষিত সুবেশধারী সুন্দর শতকোটি দৈত্য সুদীপ্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নরাজিতে পরিশোভিত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক ঐ পুর রক্ষা করিতেছে॥ ১২॥ ১৩॥

পুষ্পদন্ত, শঙ্খচূড়ের সেই উৎকৃষ্ট দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন এক পুরুষ শূল হস্তে সহাস্য বদনে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন॥ ১৪॥

ঐ পুরুষ পিঙ্গলাস্য তাম্রবর্ণ ও ভীষণ মূর্ত্তি। পুষ্পদন্ত তাঁহার নিকট আগমনের কারণ জ্ঞাপন করিলে সেই শূলহস্তব্যক্তি তাঁহাকে তদ্দ্বার মধ্যদিয়া প্রবেশ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন॥ ১৫॥

পরে পুষ্পদন্ত ক্রমে নবদ্বার অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তর পুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সংগ্রামদূত বলিয়া কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিল না॥ ১৬॥

অভ্যন্তর দ্বারে উপনীত হইয়া তিনি তত্রত্য দ্বারপালকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনাবর্দ্ধিত করিয়া সমস্ত সংগ্রাম প্রস্তাব তদীয় প্রভুর নিকট বিশেষ

স চ তং কথয়িত্বা চ দূতং গন্তুমুবাচহ।
স গত্বা শঙ্খচূড়ন্তং দদর্শ সুমনোহরং ॥ ১৮ ॥
সভামণ্ডলমধ্যস্থং স্বর্ণসিংহাসনস্থিতং।
মণীন্দ্রখচিতং ছত্রং রত্নদণ্ডসমন্বিতং ॥ ১৯ ॥
রত্নকৃত্রিমপুষ্পৈশ্চ প্রশস্তং শোভিতং সদা।
ভৃত্যেন মস্তকন্যস্তং স্বর্ণছত্রং মনোহরং ॥ ২০ ॥
সেবিতং পার্ষদগণৈর্ব্ব্যজনৈঃ শ্বেতচামরৈঃ।
সুবেশং সুন্দরং রম্যং রত্নভূষণভূষিতং ॥ ২১ ॥
মাল্যানুলেপনং সূক্ষ্মবস্ত্রঞ্চ দধতং মুনে।
দানবেন্দ্রৈঃ পরিবৃতং সুবেশৈশ্চ ত্রিকোটিভিঃ ॥ ২২ ॥
শতকোটিভিরন্যৈশ্চ ভ্রমদ্ভির্ব্বস্ত্রধারিভিঃ।
এবং ভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা পুষ্পদন্তঃ সবিস্ময়ঃ ॥ ২৩ ॥

করিয়া বিস্তারিত রূপে বিজ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিলেন॥ ১৭ ॥

দ্বারপাল পুষ্পদন্তের বাক্যে স্বীয় প্রভুর নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে তৎসন্নিধানে গমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিল। তদনুসারে তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দিব্য-রূপ-ধারী নানালঙ্কারে বিভূষিত ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর শঙ্খচূড়কে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৮ ॥

তৎকালে শঙ্খচূড় সভামণ্ডল মধ্যে স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এবং ভৃত্য কর্ত্তৃক তাঁহার মস্তকে মণীন্দ্রখচিত রত্নদণ্ডবিমণ্ডিত রত্নময় কৃত্রিম পুষ্পে সুশোভিত সুবর্ণছত্র বিন্যস্ত হইয়াছে॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

অনুচরবর্গ সভয় অন্তঃকরণে সেই রত্নভূষণ-ভূষিত সুবেশ সম্পন্ন পরম সুন্দর শঙ্খচূড়ের অঙ্গে শ্বেতচামর বীজন করিতেছে॥ ২১ ॥

সেই দানবরাজ, সুবেশধারী ত্রিকোটি দানবেন্দ্রে পরিবৃত হইয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান ও দিব্য গন্ধমাল্য ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। এবং

উবাচ রণবৃত্তান্তং যদুক্তং শঙ্করেণ চ ॥ ২৪ ॥

পুষ্পদন্ত উবাচ।

রাজেন্দ্র শিবদূতোঽহং পুষ্পদন্তাবিধঃ প্রভো।
যদুক্তং শঙ্করেণৈব তদ্ব্রবীমি নিশাময় ॥ ২৫ ॥
রাজ্যং দেহি চ দেবানামধিকারঞ্চ সাম্প্রতং।
দেবাশ্চ শরণাপন্না দেবেন্দ্রং শ্রীহরৌ বরে ॥ ২৬ ॥
হরির্দ্দত্ত্বা ত্রিশূলঞ্চ তেন প্রস্থাপিতঃ শিবঃ।
চন্দ্রভাগানদীতীরে বটমূলে ত্রিলোচনঃ ॥ ২৭ ॥
বিষয়ং দেহি তেষাঞ্চ যুদ্ধং বা কুরু নিশ্চিতং।
গত্বা বক্ষ্যামি কিং শম্ভুমথবা বদ মামপি ॥ ২৮ ॥
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা শঙ্খচূড়ঃ প্রহস্য চ।
প্রভাতেঽহং গমিষ্যামি ত্বঞ্চ গচ্ছেত্যুবাচহ ॥ ২৯ ॥

শত কোটি দিব্যাম্বরধারী দৈত্য তাঁহার চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পুষ্পদন্ত শঙ্খচূড়কে এইরূপ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

তৎপরে পুষ্পদন্ত শঙ্খচূড়ের নিকট ভূতভাবন ভবানীপতি দেবদেব মহাদেবের কথিত রণবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন হে রাজেন্দ্র! আমি শিবদূত। আমার নাম পুষ্পদন্ত। ভগবান্ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

রাজন্! এক্ষণে তুমি দেবগণকে রাজ্য ও স্ব স্ব অধিকার প্রদান কর। সমস্ত দেবতা শ্রীহরির শরণাপন্ন হওয়াতে তিনি শিবকে ত্রিশূল প্রদান করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। এখন সেই ত্রিলোচন মহেশ্বর চন্দ্রভাগা-নদীতীরে বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

তোমার কর্ত্তব্য যে তুমি দেবগণকে স্ব স্ব অধিকার প্রদান কর অথবা তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; নতুবা আমি শিবনিকটে গিয়া কি বলিব তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর ॥ ২৮ ॥

স গত্বোবাচ তূর্ণং তং বটমূলস্থমীশ্বরং।
শঙ্খচূড়স্য বচনং তদীয়ং যৎ পরিচ্ছদং॥ ৩০॥
এতস্মিন্নন্তরে স্কন্দ আজগাম শিবান্তিকং।
বীরভদ্রশ্চ নন্দী চ মহাকালঃ সুভদ্রকঃ॥ ৩১॥
বিশালাক্ষশ্চ বাণশ্চ পিঙ্গলাক্ষো বিকম্পনঃ।
বিরূপো বিকৃতিশ্চৈব মণিভদ্রশ্চ বাস্কলঃ॥ ৩২॥
কপিলাক্ষো দীর্ঘদংষ্ট্রো বিকটস্তাম্রলোচনঃ॥ ৩৩॥
কালকণ্ঠো বলীভদ্রঃ কালজিহ্বঃ কুটীচরঃ।
বলোন্মত্তো রণশ্লাঘী দুর্জ্জয়ো দুর্গমস্তথা॥ ৩৪॥
অষ্টৌ চ ভৈরবা রৌদ্রা রুদ্রাশ্চৈকাদশস্মৃতাঃ।
বসবো বাসবাদ্যাশ্চ চাদিত্যা দ্বাদশস্মৃতাঃ॥ ৩৫॥
হুতাশনশ্চ চন্দ্রশ্চ বিশ্বকর্ম্মাশ্বিনৌ চ তৌ।
কুবেরশ্চ যমশ্চৈব জয়ন্তো নলকূবরঃ॥ ৩৬॥

শঙ্খচূড় দূতের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল দুত! তুমি এক্ষণে প্রস্থান কর। আমি প্রভাতে তথায় গমন করিব॥ ২৯॥

অতঃপর পুষ্পদন্ত বটমূলস্থ শিবের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার নিকট শঙ্খচূড়ের আশ্চর্য্য পরিচ্ছদাদির বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণন পূর্ব্বক তাহার বাক্য ভবানীপতিকে জ্ঞাপন করিলেন॥ ৩০॥

ঐ সময়ে কার্ত্তিকেয়, বীরভদ্র, নন্দী, মহাকাল, সুভদ্রক, বিশালাক্ষ, বাণ, পিঙ্গলাক্ষ, বিকম্পন, বিরূপ, বিকৃতি, মণিভদ্র, বাস্কল, কপিলাক্ষ, দীর্ঘদংষ্ট্র, বিকট, তাম্রলোচন, কালকণ্ঠ, বলীভদ্র, কালজিহ্ব, কুটীচর, বলোন্মত্ত রণশ্লাঘী দুর্জ্জয় ও দুর্গম, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি অষ্ট ভৈরব, একাদশ রুদ্র, বসুগণ, ইন্দ্রাদিদেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য, হুতাশন, চন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় কুবের, যম, জয়ন্ত, নলকূবর, পবনদেব, বরুণ, বুধ, মঙ্গল, ধর্ম্ম,

বায়ুশ্চ বরুণশ্চৈব বুধশ্চ মঙ্গলস্তথা।
ধর্ম্মশ্চ শনিরীশানঃ কামদেবশ্চ বীর্য্যবান ॥ ৩৭ ॥
উগ্রদংষ্ট্রাচোগ্রচণ্ডা কোট্টরী কৈটভীতথা।
স্বয়ংশতভুজাদেবী ভদ্রকালী ভয়ঙ্করী ॥ ৩৮ ॥
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ বিমানোপরি সংস্থিতা।
রক্তবস্ত্র পরীধানা রক্তমাল্যানুলেপনা ॥ ৩৯ ॥
নৃত্যন্তীচ হসন্তীচ গায়ন্তী সুস্বরং মুদা।
অভয়ং দদতীভক্তমভয়াসাভয়ং রিপুং ॥ ৪০ ॥
বিভ্রতীং বিকটাং জিহ্বাং সুলোলাং যোজনায়তাং।
খর্পরিং বর্ত্তুলাকারং গভীরং যোজনায়তাং ॥ ৪১ ॥
ত্রিশূলং গগনস্পার্শী শক্তিঞ্চ যোজনাযতাং।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং শরাং শ্চাপং ভয়ঙ্করং ॥ ৪২ ॥
মুদ্গারং মুষলং বজ্রং খড়্গং ফলকমুল্বনং।

শনি, ঈশান এবং বীর্য্যবান কামদেব এইসকল, দেবদেব মহাদেবের নিকট আগমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

তখন উগ্রদংষ্ট্রা উগ্রচণ্ডা কোট্টরী ও কৈটভী দেবী তথায় সমাগতা হইলেন এবং স্বয়ং শতভুজা ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী দেবী রক্তবস্ত্র পরীধানা ও রক্তমাল্যধারিণী হইয়া রত্নেন্দ্রসারবিনির্ম্মিত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরমানন্দে নৃত্য হাস্য ও সুস্বরে গান করিতে করিতে শিবসমীপে আগমন করিলেন। সেই দয়াময়ী দেবী ভক্তগণকে অভয় দান ও শত্রু-গণকে নিরন্তর ভয় প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

সেই দেবীর বিকট লোলজিহ্বা যোজনায়ত, তাঁহার করে এক যোজন বিস্তির্ণ বর্ত্তুলাকার গভীর খর্পর, গগনস্পার্শী ত্রিশূল, যোজনায়ত শক্তি, শঙ্খ, চক্র; গদা, পদ্ম, শর সমুদায়, ভয়ঙ্কর চাপ, মুদ্গার, মুষল, বজ্র, খড়্গ,

বৈষ্ণবাস্ত্রং বারুণাস্ত্রং বহ্নিঞ্চ নাগপাশকং ॥ ৪৩ ॥
নারায়ণাস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রং গান্ধর্ব্বং গারুড়ং তথা।
পার্যুণ্যঞ্চ পাশুপতং জৃম্ভনাস্ত্রঞ্চপার্ব্বতং ॥ ৪৪ ॥
মাহেশ্বরাস্ত্রং বায়ব্যং দণ্ডং সম্মোহনন্তথা।
অব্যর্থমস্ত্র শতকং দিব্যাস্ত্রশতকং পরং ॥ ৪৫ ॥
আগত্য তত্র তস্থৌসা যোগিনীনাং ত্রিকোটিভিঃ।
সার্দ্ধঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ত্রিকোটিভিঃ ॥ ৪৬ ॥
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডাব্রহ্ম রাক্ষসাঃ।
বেতালাশ্চৈবযক্ষাশ্চরাক্ষসাশ্চৈব কিন্নরাঃ ॥ ৪৭ ॥
তাভিশ্চৈব সহ স্কন্দঃ প্রণম্য চন্দ্রশেখরং।
পিতুঃ পার্শ্বে সভায়াঞ্চ সমুবাসভবাজ্ঞয়া ॥ ৪৮ ॥
অথ দূতে গতে তত্র শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্।
উবাচতুলসী বার্ত্তাং গত্বাভ্যন্তরমেবচ ॥ ৪৯ ॥

উল্মূন ফলক, বৈষ্ণবাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, নাগপাশ, নারায়ণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, পার্যুণ্যাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র জৃম্ভণাস্ত্র, পার্ব্বতাস্ত্র, মাহেশ্বরাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, সম্মোহন দণ্ড, অব্যর্থ শত অস্ত্র ও শত দিব্যাস্ত্র শোভাপাইতেছে ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

সেই দেবী ঐ সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া ত্রিকোটি যোগিনী ও বিকটমূর্ত্তি ত্রিকোটি ভয়ঙ্করী ডাকিনীর সহিত সেই সৃষ্টিসংহারকারক মহাদেবের নিকটে আগমন পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

তৎকালে ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণের সহিত কার্ত্তিকেয়, পিতার নিকট অর্থাৎ সেই দেবদেব মহাদেব সমীপে আগমন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞাক্রমে তৎপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

রণ বার্ত্তাঞ্চ সা শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা।
উবাচ মধুরং সাধ্বী হৃদয়েন বিদুযতা॥ ৫০ ॥

তুলস্যুবাচ।

হে প্রাণনাথ হে ব্রহ্মোত্তিষ্ঠ মে বক্ষসিক্ষণং।
হে প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেব রক্ষমে জীবনং ক্ষণং॥ ৫১॥
ভুঙ্ক্ষ্ব জন্ম সমাধানং যদ্বৈমনসি বাঞ্ছিতং।
পশ্যামিত্বাংক্ষণং কিঞ্চিল্লোচনাভ্যাং পিপাসিতা॥ ৫২ ॥
আন্দোলয়তি প্রাণামে মনোদগ্ধঞ্চ সন্ততং।
দুঃস্বপ্নঞ্চমযা দৃষ্টঞ্চাদ্যৈব চরমে নিশি॥ ৫৩॥
তুলসী বচনং শ্রুত্বাভুক্ত্বাপিত্বা নৃপেশ্বরঃ।
উবাচ বচনং প্রাজ্ঞোহিতং সত্যং যথোচিতং॥ ৫৪ ॥

এদিকে দূত গমন করিলে প্রতাপশালী শঙ্খচূড় পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় পত্নী তুলসীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন॥ ৪৯॥

পতির মুখে সংগ্রাম বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তুলসীর কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিল। তখন সাধ্বী তুলসী ক্ষুন্নহৃদয়া হইয়া মধুরসম্ভাষণে কহিলেন হে প্রাণনাথ! হে ব্রহ্ম! তুমি একবার আমার বক্ষঃস্থলে আরোহণ কর। হে প্রাণাধিষ্ঠাতা দেব! আমার জীবন রক্ষা কর॥ ৫০॥ ৫১॥

নাথ! আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ও সফলকর, আমার নয়নযুগল তোমার অপূর্ব্বমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবার জন্য অনেকক্ষণ পিপাসিত রহিয়াছে। অতএব কিয়ংক্ষণ আমি তোমাকে দর্শন করি॥ ৫২॥

প্রাণনাথ! আমারপ্রাণ আন্দোলিত ও অন্তঃকরণ অবিরত দগ্ধ হইতেছে, অদ্যই আমি রাত্রিশেষে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি॥ ৫৩॥

বিজ্ঞতম দানবরাজ প্রিয়তমা তুলসীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুদ্বিগ্ন-চিত্তে পান ভোজন সমাপন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যথোচিত বিবিধ হিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিশেষরূপে বুঝাইলেন॥ ৫৪॥

শঙ্খচূড় উবাচ।

কালে নিযোজিতং সর্ব্বং কর্ম্মভোগ নিবন্ধনে।
শুভং হর্ষং শুভং দুঃখং ভয় শোক মমঙ্গলং ॥ ৫৫ ॥
কালে ভবন্তি বৃক্ষাশ্চ স্কন্ধবন্তশ্চ কালতঃ।
ক্রমেণ পুষ্পবন্তশ্চ ফলবন্তশ্চ কালতঃ ॥ ৫৬ ॥
তে সর্ব্বে ফলিনঃ কালে কালে কালং প্রযান্তিচ।
ভবন্তি কালে ভূতানি কালে কালং প্রযান্তিচ ॥ ৫৭ ॥
ভবন্তি কালে ভুতামি কালে কালং প্রয়ান্তিচ।
কালে ভবন্তি বিশ্বানি কালেনশ্যন্তি সুন্দরি ॥ ৫৮ ॥
কালে স্রজতি স্রষ্টাচ পাতা পাতি চ কালতঃ।
সংহর্ত্তা সংহরেৎ কালে সঞ্চরন্তি ক্রমেণ তে ॥ ৫৯ ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদীনামীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা তং কৃষ্ণং ভজ সন্ততং ॥ ৬০ ॥

শঙ্খচূড় কহিলেন প্রিয়ে! শুভাশুভ, সুখ দুঃখ, ভয় শোক সমস্তই কর্ম্মভোগ, ইহা যথাযোগ্য কালে নিয়োজিত হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

প্রিয়ে! বিবেচনা কর, কালে বৃক্ষ উৎপন্ন ও স্কন্ধবিশিষ্ট হয় এবং কালেই তাহা পুষ্পিত ও ফলোদ্গমের উদ্‌যোগ হয় ॥ ৫৬ ॥

আবার কালে বৃক্ষের ফল জন্মে এবং কালেই তাহা লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রাণিগণও কালে উৎপন্ন ও কালে বিলিন হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

সুন্দরি! অধিক আর কি বলিব কেবল যে প্রাণিগণ কালে জন্মগ্রহণ করে ও কালে কাল কবলে প্রবিষ্ট হয় এমন নয় সমস্ত বিশ্বই কালক্রমে জাত ও কালে নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

কালেসৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি, পালনকর্ত্তা পালন ও সংহারকর্ত্তা সমস্ত সংহার করেন। ক্রমানুসারে এইরূপে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয় হয় ॥ ৬৯ ॥

কালে,সএব প্রকৃতিং নির্ম্মায় স্বেচ্ছয়া প্রভুঃ।
নির্ম্মায় প্রাকৃতান্ সর্ব্বান্ বিশ্বস্থাংশ্চ চরাচরান্॥ ৬১॥
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তং সর্ব্বং কৃত্রিমমেবচ।
প্রবদন্তিচ কালেন নশ্যন্ত্যপিচ নশ্বরং॥ ৬২॥
ভজ সত্য পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরং।
সর্ব্বেশং সর্ব্ব রূপঞ্চ সর্ব্বাত্মানন্তমীশ্বরং॥ ৬৩॥
জলং জলেন সৃজতি জলং পাতি জলে লয়।
হরেজ্জলং জলেনৈবং তং কৃষ্ণং ভজসন্ততং॥ ৬৪॥
যস্যাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ শীঘ্রং গামীচ সন্ততং।
যস্যাজ্ঞযাচ তপনস্তপত্যেব যথাক্ষণং॥ ৬৫॥
যথাক্ষণং বর্ষতীন্দ্রোমৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু।
যথাক্ষণং দহত্যগ্নিশ্চন্দ্রো ভ্রমতি ভীতবৎ॥৬৬॥

ঈশ্বর, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিও প্রকৃতি হইতে অতীত। তিনিই স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা। অতএব তুমি সর্ব্বদা সেই কৃষ্ণকে ভজনা কর॥ ৬০॥

সেই প্রভুই কালে স্বেচ্ছাক্রমে প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়া বিশ্বস্থ প্রাকৃত চরাচর সমুদায়ের যে সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহার সন্দেহমাত্র নাই॥ ৬১॥

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই কৃত্রিম, কালে সমস্ত বিনষ্ট হয়। সুতরাং এই সমুদায়ই নশ্বর পদার্থ॥ ৬২॥

প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে ত্রিগুণাতীত সত্য সনাতন পরব্রহ্ম সেই গোলোকপতি রাধাকান্তকে ভজনা কর, তিনি সকলের নিয়ন্তা, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা, তিনিই অনন্ত অনাদি পরম পুরুষ এবং পরম ঈশ্বর॥ ৬৩॥

যিনি জলরূপে জলের সৃষ্টি জলরূপে জল রক্ষা ও জলরূপে জল সংহার করেন, তুমি সর্ব্বদা সেই দয়াময় কৃষ্ণের সেবা কর॥ ৬৪॥

যাঁহার আজ্ঞায় পবনদেব কখন বেগে ও কখন বা মন্দগতিতে প্রবা-

মৃত্যোর্মূলং কাল মূলং যমস্যচ যমং পরং।
বিত্তং স্রষ্টুশ্চ স্রষ্টারং পাতুশ্চ পালকোভবে ॥ ৬৭ ॥
সংহর্ত্তারঞ্চ সংহর্ত্তু স্তং কৃষ্ণং শরণং ব্রজ।
কো বন্ধুশ্চৈব কেষাং বা সর্ব্ববন্ধুং ভজ প্রিয়ে ॥ ৬৮ ॥
অহং কোবাচ ত্বং কা বা বিধিনাযোজিতঃ পুরা।
ত্বযাসার্দ্ধং কর্ম্মণাচ পুনস্তেন নিযোজিতং ॥ ৬৯ ॥
অজ্ঞানী কাতরঃ শোকেবিপত্তৌচ ন পণ্ডিতঃ।
সুখং দুঃখং ভ্রমত্যেব চক্রনেমি ক্রমেনচ ॥ ৭০ ॥
নারাযণন্তং সর্ব্বেশং কান্তং প্রাপ্স্যসি নিশ্চিতং।
তপঃ কৃতং যদর্থেচ পুরা বদরিশ্রমে ॥ ৭১ ॥

হিত হইতেছেন, যাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্যদেব কালে তাপপ্রদান, দেবরাজ বারি বর্ষণ, মৃত্যু প্রাণিগণের বিনাশ এবং অগ্নি তৃণাদি দহন করেন, যাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্র ভীতবৎ ভ্রমণ করেন, যিনি মৃত্যুর মূল, কালের মূল ও যমেরও যমস্বরূপ এবং যিনি স্রষ্টারও স্রষ্টা পালকেরও পালক ও সংহারকর্ত্তারও সংহারকর্ত্তা, তুমি সেই কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও। প্রিয়ে! ইহলোকে কেহ কাহারও বন্ধু নহে। সেই সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন হরিই সকলের একমাত্র বন্ধু। অতএব তুমি তাঁহাকে ভজনা কর॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥

প্রিয়ে! আমি কে এবং তুমিই বা কে, পূর্ব্বেই আমরা বিধি কর্ত্তৃক এইরূপ যোজিত হইয়াছি, আবার পূর্ব্বেই তিনি কর্ম্মানুসারে তোমার সহিত আমার সংযোজন করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই শোকে ও বিপদে কাতর হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনই তাহাতে অভিভূত হন না। তোমায় অধিক আর কি বলিব; ইহলোকে সুখ দুঃখ চক্রনেমির ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণই করিতেছে ॥ ৭০ ॥

পূর্ব্বে বদরিকাশ্রমে তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিয়াছিলে সেই অখিলব্রহ্মাণ্ডনাথ নারায়ণকে নিশ্চই কান্ত ভাবে প্রাপ্ত হইবে॥ ৭১ ॥

ময়াত্বং তপসা লব্ধা ব্রহ্মণশ্চ বরেণ চ।
হরেরর্থেতবতপোহরিং প্রাপ্স্যসি কামিনি ॥ ৭২ ॥
বৃন্দাবনে চ গোবিন্দং গোলকেত্বং ভবিষ্যসি।
অহং যাস্যামিতল্লোকং তনুং ত্যক্ত্বা চ দানবীং ॥ ৭৩ ॥
তত্র দ্রক্ষ্যসি মাং ত্বঞ্চ ত্বাং চ দ্রক্ষ্যামি সন্ততং।
আগমং রাধিকা শাপাৎ ভারতঞ্চ সুদুর্লভং ॥ ৭৪ ॥
পুনর্যাস্যামি তত্রৈব কঃ শোকোমে শৃণু প্রিয়ে।
ত্বং চদেহং পরিত্যজ্য দিব্যরূপং বিধায়চ ॥ ৭৫ ॥
তৎকালং প্রাপ্স্যসি হরিং মা কান্তে কাতরাভব।
ইত্যুক্ত্বা চ দিনান্তে চ তয়াসার্দ্ধং মনোহরে ॥ ৭৬ ॥
সুস্বাপ শোভনেতল্পে পুষ্প চন্দন চর্চ্চিতে।
নানাপ্রকার বিভবং চকার রত্ন মন্দিরে ॥ ৭৭ ॥

আমি নিরবচ্ছিন্ন তপোবলে ও ব্রাহ্মার বরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি পূর্ব্বে যে সনাতন হরির প্রীতি জন্য উৎকট তপস্যা করিয়াছিলে, এইক্ষণে সেই তপস্যার ফল লাভ করিবে ॥ ৭২ ॥

তুমি বৃন্দাবনবিহারী শ্রীগোবিন্দকে প্রাপ্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যে সেই নিরাময় গোলোকধামে যাত্রা করিবে এবং আমিও শীঘ্র দানব দেহ ত্যাগ করিয়া সেই নিত্যানন্দগোলোকে গমন করিব ॥ ৭৩ ॥

সেই গোলোকে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে এবং আমিও সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিব। প্রিয়ে! শ্রীমতী রাধিকার অভিশাপে আমি এই দুর্লভ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি আবার সেই গোলোকে গমন করিব তাহাতে আর শোকের বিষয় কি আছে? কান্তে! তুমিও এ দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক অচিরকাল মধ্যেই হরিকে লাভ করিবে। অতএব কাতরা হইওনা। এই বলিয়া দানবরাজ প্রিয়াকে সান্ত্বনা করিতে

রত্ন প্রদীপ সংযুক্তে স্ত্রীরত্নং প্রাপ্য সুন্দরীং।
নিনায রজনী রাজা ক্রীড়া কৌতুক মঙ্গলৈঃ ॥ ৭৮ ॥
কৃত্বা বক্ষসি কান্তাং তাং রুদন্তী মতি দুঃখিতাং।
কৃশোদরীং নিরাহারাং নিমগ্নাং শোক সাগরে ॥ ৭৯ ॥
পুনস্তাং বোধযা মাস দিব্যজ্ঞানে ন জ্ঞানবিৎ।
পুরাকৃষ্ণেন যদ্দত্তং ভাণ্ডীরে চ তদুত্তমং ॥ ৮০ ॥
স চ তস্যৈ দদৌতচ্চ সর্ব্ব শোক হরং বরং।
জ্ঞানং সংপ্রাপ্য সা দেবী প্রসন্ন বদনেক্ষণা ॥ ৮১ ॥
ক্রীড়াঞ্চকার হর্ষেণ সর্ব্বং মত্বেতি নশ্বরং।
তৌ দম্পতী চ ক্রীড়ার্ত্তৌ নিমগ্নৌ সুখ সাগরে ॥ ৮২ ॥

লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। তখন শঙ্খচূড় প্রিয়তমার সহিত রত্নপ্রদীপ যুক্ত রত্নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া পুষ্পচন্দন চর্চ্চিত সুশোভন শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক সেই সৌন্দর্য্যসম্পন্ন অপূর্ব্ব নবযুবতি স্ত্রীরত্ন লইয়া নানা বিধ ক্রীড়া কৌতুকে পরম সুখে যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

পরে কৃশাঙ্গী তুলসী শোকসাগরে নিমগ্না হইয়া নিরাহারে অতি দুঃখিত হৃদয়ে রোরুদ্যমানা হইলে জ্ঞানবান্ দৈত্যরাজ তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া দিব্য জ্ঞান বলে পুনর্ব্বার প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে! পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীর বনে যাহা তোমাকে প্রদান করিয়াছেন তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কি আছে? তিনি তোমাকে সেই সর্ব্বশোকদূর বরদান করিয়াছেন। শঙ্খচূড় এইরূপে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিলে তুলসী জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও নয়ন যুগল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

তখন তুলসী সমস্তই নশ্বর জ্ঞান করিয়া পতির সহিত পরমানন্দে

পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গৌ মূর্চ্ছিতং নির্জ্জনে বনে।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযুক্তৌ সুপ্রীতৌ সুরতোৎসুকৌ ॥ ৮৩ ॥
একাঙ্গৌ চ তথা তৌদ্বৌচার্দ্ধনারিশ্বরৌ যথা।
প্রাণেশ্বরঞ্চ তুলসীমেনে প্রাণাধিকং পরং ॥ ৮৪ ॥
প্রাণাধিকঞ্চতাং মেনে রাজা প্রাণাধিকেশ্বরীং।
তৌস্থিতৌ সুখ সুপ্তৌচ তন্দ্রিতৌ সুন্দরৌ সমৌ ॥ ৮৫ ॥
সুবেশৌ সুখসম্ভোগাদচেষ্টৌসুমনোহরৌ।
ক্ষণং সচেতনৌ তৌচ কথয়ন্তৌ রসাশ্রয়াং ॥ ৮৬ ॥
কথাং মনোহরাং দিব্যাং হসন্তৌচক্ষণং পুনঃ।
উক্তবন্তৌচ তাম্বূলং প্রদত্তং চ পরস্পরং ॥ ৮৭ ॥

ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ে সুখসাগরে নিমগ্ন হওয়াতে উভয়েরই অন্তর ক্রীড়ায় যৎপরোনাস্তি আর্ত্ত হইয়া উঠিল ॥ ৮২ ॥

সেই দম্পতি বিজনে সুরত কার্য্যে আসক্ত হওয়াতে তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। উভয়েই মূর্চ্ছিত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযুক্ত করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩ ॥

বিহারকালে উভয়ে একাঙ্গ হইয়া অর্দ্ধ নারীশ্বর রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তুলসী অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রাণেশ্বর পতিকে প্রাণাধিক রূপে জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

তখন দৈত্যরাজও প্রাণেশ্বরী তুলসীকে প্রাণাধিকা জ্ঞান করিলেন। সম্ভোগশেষে যুবক যুবতী উভয়েই সুবেশ ধারণ করিয়া তন্দ্রাবেশে সুখ সুপ্ত হইলেন। ক্ষণেক তাঁহারা অচেতন হইয়া পরস্পর মনোহর রসাশ্রয় কথার আন্দোলন, ক্ষণে হাস্য ও ক্ষণে পরস্পর তাম্বূল প্রদানের কথা ব্যক্ত করিয়া সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ৮৫। ৮৬। ৮৭

পরস্পরং সেবিতৌচ সুপ্রীত্যাশ্বেতচামরৈঃ।
ক্ষণং শয়ানৌ সানন্দৌবসন্তৌচ ক্ষণং পুনঃ॥ ৮৮॥
ক্ষণং কেলি নিযুক্তৌচ রসভাব সমন্বিতৌ।
সুরতেবিরতি র্নাস্তি তৌতদ্বিষয় পণ্ডিতৌ॥ ৮৯॥
সততং জয়যুক্তৌদ্বৌ ক্ষণং নৈব পরাজিতৌ॥ ৯০॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে তুলস্যুপাখ্যানে তুলসীশঙ্খচুড
সম্ভোগোনামঃ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ঐসময়ে উভয়ে প্রীতমনে পরস্পর শ্বেত চামর ব্যজন পূর্ব্বক পরস্পরের শ্রমাপনোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণে তাঁহারা পরমানন্দে শয়ন ও ক্ষণে তাঁহারা উভয়ে উপবেশন করিতে লাগিলেন। ৮৮।

ক্ষণে তাঁহারা ক্রীড়াসক্ত ও ক্ষণে রসভাব সমন্বিত হইলেন। উভয়েই কামশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহাদিগের সুরত কার্য্যের বিরাম হইলনা। সতত উভয়েই উভয়ের নিকট জয়যুক্ত হইতে লাগিলেন। কেহ কাহারও নিকট দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া পরাজিত হইলেন না। ৮৯। ৯০।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে তুলসীর উপাখ্যানে
সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণউবাচ।

শ্রীকৃষ্ণং মনসাধ্যাত্বা রাজাকৃষ্ণ পরায়ণঃ।
উত্থায়ব্রাহ্ম্যেমূহূর্ত্তেপুষ্পতল্পান্মনোহরাৎ ॥ ১ ॥
রাত্রিবাসঃ পরিত্যজ্য স্নাত্বামঙ্গলবারিণা।
ধৌতেচবাসসীধৃত্বা কৃত্বা তিলক মুজ্জ্বলং ॥ ২ ॥
চকারাহ্নিকমাবশ্যমভীষ্ট দেববন্দনং।
দধ্যাজ্য মধুলাজঞ্চ দদর্শ বাস্তুমঙ্গলং। ৩ ॥
রত্নশ্রেষ্ঠংমণিশ্রেষ্ঠং বস্ত্রশ্রেষ্ঠঞ্চ কাঞ্চনং।
ব্রাহ্মণেভ্যোদদৌ ভক্ত্যাযথানিত্যঞ্চ নারদ ॥ ৪ ॥
অমূল্যরত্নং যৎকিঞ্চি ন্মুক্তামাণিক্যহীরকং।
দদৌবিপ্রায়গুরবে যাত্রামঙ্গলহেতবে ॥ ৫ ॥
গজরত্নমশ্বরত্নং ধেনুরত্নং মনোহরং।
দদৌসর্ব্বং দরিদ্রায বিপ্রায়মঙ্গলায়চ ॥ ৬ ॥

হে নারদ! অতঃপর কৃষ্ণপরায়ণ দানবরাজ মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সেই মনোহর সুখদ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক রাত্রিবাস পরিত্যাগ ও মঙ্গল বারিতে স্নান করত ধৌত বস্ত্র যুগল পরিধান ও উজ্জ্বল তিলক ধারণ করিলেন। ১। ২।

শঙ্খচূড় আবশ্যকীয় আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন ও ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিয়া দধি ঘৃত মধু ও লাজক্ষেপে বাস্তুর মঙ্গল দর্শন করিলেন ॥ ৩ ॥

হে নারদ! পরে তিনি অকাতরে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে উৎকৃষ্ট রত্ন মণি কাঞ্চন ও বস্ত্র প্রদান করিতে ত্রুটি করিলেন না ॥ ৪ ॥

অতঃপর যুদ্ধযাত্রার মঙ্গল কারণে তিনি নানাবিধ দৈবকার্য্য করত

ভাণ্ডারাণাং সহস্রঞ্চ নগরাণাং ত্রিলক্ষকং।
গ্রামাণাং শতকোটিঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌমুদা॥ ৭॥
পুত্রং কৃত্বাচরাজেন্দ্রং সুচন্দ্রং দানবেষুচ।
পুত্রেসমর্প্যভার্য্যাঞ্চ রাজ্যঞ্চ সর্ব্বসম্পদং॥ ৮।
প্রজানুচরসংঘঞ্চ ভাণ্ডারবাহনাদিকং।
স্বযং সন্নাহযুক্তঞ্চ ধনুষ্পাণির্ব্বভূবহ॥ ৯॥
ভৃত্যদ্বারাক্রমে নৈব চকারসৈন্য সঞ্চয়ং।
অশ্বানাঞ্চ ত্রিলক্ষেণ লক্ষেণ বর হস্তিনাং। ১০॥
রথানামযুতে নৈব ধনুষ্কানাং ত্রিকোটিভিঃ।
ত্রিকোটিভিশ্চর্ম্মিণাঞ্চ শূলিনাঞ্চ ত্রিকোটিভিঃ॥ ১১॥
কৃতাসেনাপরিমিতা দানবেন্দ্রেন নারদ।
তস্যাং সেনাপতি শ্চৈব যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ১২॥

গুরুদেবকে যৎকিঞ্চিৎ অমূল্য রত্ন মুক্তামাণিক্য ও হীরক দান করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকে হস্তীঅশ্ব ও ধেনুরত্ন প্রদান করিলেন॥ ৫॥ ৬॥

তৎপরে তিনি অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে উৎসাহ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র ভাণ্ডার ত্রিলক্ষ নগর ও শতকোটি গ্রাম প্রদান করিলেন॥ ৭॥

এই সমস্ত দানের পর দৈত্যরাজ স্বীয় পুত্র সুচন্দ্রকে নবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহার প্রতি স্বীয় ভার্য্যা রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রজাপুঞ্জ ভৃত্য ভাণ্ডার ও বাহনাদি রক্ষণের ভারার্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধসজ্জাদি করিতে লাগিলেন অর্থাৎ বর্ম্ম পরিধান ও ধনুর্ধারণ করিলেন॥ ৮॥ ৯॥

ক্রমে ভৃত্যদ্বারা রণনিপুণ সৈন্য সঞ্চয় হইল। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ত্রিলক্ষ অশ্ব, লক্ষ উৎকৃষ্ট হস্তী, অযুত রথ, ত্রিকোটি ধনুর্ধারী, ত্রিকোটি চর্ম্মী ও ত্রিকোটি শূলধারী যুদ্ধগমনার্থ সজ্জিত হইল॥ ১০॥ ১১॥

মহারথঃ স বিজ্ঞেয়ো রথিনাং প্রবরোরণে।
ত্রিলক্ষাক্ষৌহিণীসেনাপতিং কৃত্বা নরাধিপঃ ॥ ১৩ ॥
ত্রিংশদক্ষৌহিণী বাদ্যভাণ্ডোঘঞ্চ চকারহ।
বহির্বভূবশিবিরান্মনসাশ্রীহরিং স্মরন্ ॥ ১৪ ॥
রত্নেন্দ্র সার নির্ম্মাণ বিমানমারুরোহণঃ।
গুরুবর্গান্ পুরস্কৃত্য প্রযযৌশঙ্করান্তিকং ॥ ১৫ ॥
পুষ্পভদ্রা নদীতীরং যাত্রাক্ষযবটং শুভং।
সিদ্ধাশ্রমঞ্চ সিদ্ধানাং সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ নামতঃ ॥ ১৬ ॥
কপিলস্য তপস্থানং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতে।
পশ্চিমোদধি পূর্ব্বেচ মলযস্য চ পশ্চিমে ॥ ১৭ ॥
শ্রীশৈলোত্তরভাগেচ গন্ধমাদন দক্ষিণে।

হে নারদ! দানবেন্দ্র শঙ্খচূড় এইরূপে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এক যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ পুরুষকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ১২ ॥

ঐ ব্যক্তি মহারথ বলিয়া বিখ্যাত ও সংগ্রামে রথিগণের অগ্রগণ্য। দৈত্যরাজ তাহাকে ত্রিলক্ষঅক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি করিয়া ত্রিংশৎ অক্ষৌহিণীরণবাদ্য বাদনের আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করত শিবির হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

গুরুবর্গকে অগ্রসর করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট রত্নসারনির্ম্মিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক শঙ্করাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

যে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে শুভ অক্ষয়বট মূলে দেবাদিদেব ত্রিশূল-পাণি অবস্থান করিতেছিলেন তথায় সিদ্ধগণের সিদ্ধাশ্রম বিদ্যমান আছে সুতরাং তৎপ্রদেশ সিদ্ধক্ষেত্র নামে বিখ্যাত ॥ ১৬ ॥

তথায় কপিলদেবের তপস্যার স্থান থাকাতে ভারতে সেই স্থান পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পশ্চিম সাগরের পূর্ব্বে, মলয় পর্ব্বতের পশ্চিমে.

পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে শতগুণা তথা।
শাশ্বতী জলপূর্ণা চ পুষ্পভদ্রা নদী তথা॥ ১৮॥
লবণোদ প্রিয়াভার্য্যাশ্বশ্বৎ সৌভাগ্য সংযুতা।
শুদ্ধস্ফটীক সঙ্কাশা ভারতে চ সু পুণ্যদা॥ ১৯॥
শরাবতী মিশ্রিতা চ নির্গতা সা হিমালযাৎ।
গোমন্তং বাম তঃ কৃত্বা প্রবিষ্টা পশ্চিমোদধৌ॥ ২০॥
তত্রগত্বাশঙ্খচূড়ো দদর্শচন্দ্রশেখরং।
বটমূলেসমাসীনং সূর্য্যকোটিসমপ্রভং॥ ২১॥
কৃত্বাযোগাসনং স্থিত্বামুদাযুক্তঞ্চসম্বিতং।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা॥ ২২॥
ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং বরং।

শ্রীশৈলের উত্তর ভাগে, গন্ধমাদনের দক্ষিণে যেস্থান, জলপূর্ণা পুষ্পভদ্রা-নদী সেই স্থান দিয়া অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। উহার বিস্তার পঞ্চ-যোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার শতগুণ। ঐ নদী লবণ সমুদ্রের প্রিয়া ভার্য্যা, সতত সৌভাগ্যযুক্তা ও শুদ্ধস্ফটিক বর্ণা, ঐ নদী ভারতে পুণ্যদায়িনী বলিয়া বিখ্যাত আছে। ঐ প্রবাহিণী হিমালয় হইতে নির্গমন পূর্ব্বক শরাবতীতে মিশ্রিত হইয়া এবং গোমান্ পর্ব্বতকে বামভাগে রাখিয়া পশ্চিম সাগরে মিলিত হইয়াছে॥ ১৭॥ ১৮॥ ১৯॥ ২০॥

শঙ্খচূড় সেইস্থানে গমন করিয়া দেখিলেন বটবৃক্ষমূলে কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ ভগবান ভূতনাথ মহাদেব উপবিষ্ট রহিয়াছেন॥ ২১॥

শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান্ সেই দেবদেব মহা-দেব প্রসন্ন চিত্ত হইয়া যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক উৎসাহান্তঃ-করণে সহাস্যমুখে হরিনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন॥ ২২॥

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং জটাজালঞ্চ বিভ্রতং ॥ ২৩ ॥
ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ নাগযজ্ঞোপবীতিনং।
মৃত্যুঞ্জয়ং মৃত্যু মৃত্যুং বিশ্বমৃত্যু করং পরং ॥ ২৪ ॥
ভক্তমৃত্যুহরং শান্তং গৌরিকান্তং মনোরমং।
তপসাং ফলদাতারং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বসম্পদাং ॥ ২৫ ॥
আশুতোষং প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারণং।
বিশ্বনাথং বিশ্বরূপং বিশ্ববীজঞ্চ বিশ্বজং ॥ ২৬ ॥
বিশ্বম্ভরং বিশ্ববরং বিশ্বসংহারকারণং।
কারণং কারণানাঞ্চ নরকার্ণবতারণং ॥ ২৭ ॥
জ্ঞানপ্রদং জ্ঞানবীজং জ্ঞানানন্দং সনাতনং।
অবরুহ্য বিমানাচ্চ তং দৃষ্ট্বা দানবেশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

তাঁহার কটিদেশে পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম হস্তে ত্রিশূল পট্টিশ কুঠার ও মস্তকে তপ্তকাঞ্চন বর্ণ জটাকলাপ শোভা পাইতেছে ॥ ২৩ ॥

তাঁহার পঞ্চমুখ, প্রতিমুখে তিন নয়ন ও গলদেশে নাগরূপ যজ্ঞপবীত শোভমান। তিনি মৃত্যুঞ্জয়, অধিক কি তিনি মৃত্যুরও মৃত্যু এবং এই বিশ্বসংহারক ও পরমপুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

তিনি ভক্তগণের মৃত্যুহারী, সমস্তগুণসম্পন্ন, গৌরীকান্ত, মনোরম, তপস্যার ফলদাতা ও সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২৫ ॥

তিনি আশুতোষ, প্রসন্নাস্য, ভক্তজনের প্রতি দয়াবান্, বিশ্বনাথ, বিশ্বরূপ, বিশ্বের বীজ ও বিশ্বজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

তাঁহাকে বিশ্বম্ভর, বিশ্বপ্রধান, বিশ্ব সংহার কারণ, কারণের কারণ ও নরকার্ণব হইতে নিস্তার কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ॥ ২৭ ॥

দানবরাজ সেই জ্ঞান প্রদ জ্ঞানবীজ জ্ঞানানন্দময় সনাতন শঙ্করকে

সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং ভক্তি যুক্তঃ শিরসাপ্রণনাম সঃ।
বামতোভদ্র কালীঞ্চ স্কন্দঞ্চতৎ পুরস্থিতং॥ ২৯॥
আশিষঞ্চ দদৌতস্মৈকালীস্কন্দশ্চ শঙ্করঃ।
উত্তস্থু দানবং দৃষ্ট্বা সর্ব্বেনন্দীশ্বরাদয়ঃ॥ ৩০॥
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষাং তেচক্রুস্তত্রসাম্প্রতং।
রাজাকৃত্বা চ সম্ভাষামুবাচ শিবসন্নিধো॥ ৩১॥
প্রসন্নাত্মামহাদেবোভগবাং স্তমুবাচহ॥ ৩২॥

শ্রীমহাদেবউবাচ।

বিধাতাজগতাং ব্রহ্মাপিতা ধর্ম্মস্যধর্ম্মবিৎ।
মরীচিস্তস্য পুত্রশ্চ বৈষ্ণবশ্চাপিধার্ম্মিকঃ॥ ৩৩॥
কশ্যপশ্চাপিতৎ পুত্রোধর্ম্মিষ্ঠশ্চপ্রজাপতিঃ।
দক্ষপ্রীত্যাদদৌতস্মৈ ভক্ত্যাকন্যাস্ত্রয়োদশ॥ ৩৪॥

দর্শন করিবামাত্র রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ভক্তিযোগে স্বীয় সমভি-ব্যাহারী সৈন্যগণের সহিত সেই যোগাসনস্থ শূলপাণির চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার বামভাগ স্থিতা কালিকা দেবীকে এবং তৎপুরোবর্ত্তী কার্ত্তি-কেয়কে প্রণাম করিলেন॥ ২৮॥ ২৯॥

তখন দেবদেব আশুতোষ কালিকাদেবী ও কার্ত্তিকেয় সেই প্রণত শঙ্খচূড়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নন্দীশ্বরাদি শিবানুচরগণ তাঁহাকে সমীপস্থ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন॥ ৩০॥

পরে শিবানুচরগণের পরস্পর কথোপকথন হইতে লাগিল। শঙ্খচূড়ও শিব সমীপে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিলেন॥ ৩১॥

তৎপরে প্রসন্নাত্মা ভগবান দেবাদিদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক

তাস্বেকাচদনুঃ সাধ্বীতং সৌভাগ্যেনবর্দ্ধিতা।
চত্বারিংশর্দ্দনোঃ পুত্রাঃ দানবাস্তে জসোজ্জ্বলাঃ ॥ ৩৫ ॥
তেষ্বেকোবিপ্রচিত্তিশ্চমহাবলপরাক্রমঃ।
তৎপুত্রোধার্ম্মিকোদম্ভোবিষ্ণুভক্তোজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
জজাপ পরমং মন্ত্রং পুষ্করেলক্ষবৎসরং।
শুক্রাচার্য্যং গুরুং কৃত্বাকৃষ্ণস্যপরমাত্মনঃ ॥ ৩৭ ॥
তদাত্বং তনয়ং প্রাপবরং কৃষ্ণ পরায়ণং।
পুরাত্বং পার্ষদোগোপোগোপেষ্বষ্ট সুধার্ম্মিকঃ ॥৩৮॥
অধুনা রাধিকা শাপাৎ ভারতে দানবেশ্বরঃ।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ভ্রমং মেনেচবৈষ্ণবঃ ॥ ৩৯ ॥

কহিলেন হে দানবরাজ! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ জগতের সৃটিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি ধর্ম্মপরায়ণ ও বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি কশ্যপ সেই মরীচির পুত্র। দক্ষ প্রজাপতি ভক্তি সহকারে প্রীতি পূর্ব্বক সেই মহর্ষি কশ্যপকে যথাবিধি অনুসারে ত্রয়োদশ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

সেই কন্যাগণের মধ্যে সৌভাগ্য শালিনী সাধ্বী দনুর গর্ভে চত্বারিংশৎ পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই পরম তেজস্বী দানব নামে বিখ্যাত ॥ ৩৫ ॥

ঐ চত্বারিংশৎ দানবের মধ্যে একের নাম বিপ্রচিত্তি, বিপ্রচিত্তি মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন ; তাঁহার দম্ভ নামে এক জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণুভক্ত ধার্ম্মিক চূড়ামণি পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৩৬ ॥

সেই ধর্ম্মাত্মা দম্ভ শুক্রাচার্য্যকে গুরু রূপে প্রাপ্ত হইয়া পুষ্কর তীর্থে লক্ষ বৎসর পরমাত্মা কৃষ্ণের পরম মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

সেই স্থানে দম্ভ সিদ্ধিলাভ করিয়া ভগবদ্বরে কৃষ্ণপরায়ণ পুত্ররূপে তোমাকে লাভ করিয়াছেন। দানবরাজ! পূর্ব্বে তুমি গোলোকধামে

সালোক্যং সার্ষ্টি সারূপ্যং সামীপ্যত্বং হরেরপি।
দীয়মানং গৃহ্ণন্তিবৈষ্ণবাঃ সেবনং বিনা ॥ ৪০ ॥
ব্রহ্মত্বমমরত্বত্বম্বাতুচ্ছং মেনেচ বৈষ্ণবঃ।
ইন্দ্রত্বং বা কুবেরত্বং ন মেনে গণনাসুচ ॥ ৪১ ॥
কৃষ্ণভক্তস্যতেকিম্বা দেবানাং বিষয়েভ্রমে।
দেহিরাজ্যঞ্চ দেবানাং মৎপ্রীতিংকুরুভূমিপ ॥ ৪২ ॥
সুখং স্বরাজ্যং ত্বতিষ্ঠং দেবাস্তিষ্ঠন্ত স্বপদে।
অলং ভ্রাতৃবিরোধেন সর্ব্বেকশ্যপ বংশজাঃ ॥ ৪৩ ॥
যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানিচ।
জ্ঞাতিদ্রোহস্য পাপস্য কলাং নার্হন্তিষোড়শীং ॥ ৪৪ ॥

অষ্টগোপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহচর ছিলে, অধুনা রাধিকাশাপে ভারতে দানব বংশে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি পরম বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিরা আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই ভ্রমাত্মক জ্ঞান করেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

হরিপরায়ণ সাধুগণকে হরির সালোক্য সাযুজ্য সারূপ্য ও সামীপ্য মুক্তি প্রদান করিলেও তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না; কেবল সর্ব্বদা হরির সেবাই তাঁহারা কামনা করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

অধিক কি হরিভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ইন্দ্রত্ব কুবেরত্ব অমরত্ব ও ব্রহ্মত্বও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াথাকেন। অতএব হে দানবরাজ! তুমি হরি-ভক্ত, সুতরাং দেবগণের ভ্রমাত্মক বিষয় অধিকার করা তোমার উচিত নহে। এইক্ষণে তুমি দেবগণকে রাজ্য প্রদান করিয়া আমার প্রীতি উৎপাদন কর ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

তুমি সুখে স্বরাজ্য ভোগ কর; এবং দেবগণও স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সুখে অবস্থান করিতে থাকুন। তোমরা সকলেই কশ্যপ সন্তান, অতএব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ ভ্রাতৃবিরোধে প্রয়োজন নাই ॥ ৪৩ ॥

স্বসম্পদাঞ্চ হানিঞ্চ যদিরাজেন্দ্র মন্যসে।
সর্ব্বাবস্থাচ সমতা কেষাং যাতিচ সর্ব্বদা ॥ ৪৫ ॥
ব্রহ্মণশ্চতিরোভাবোলযেপ্রকৃতি কে সতি।
আবির্ভাবঃ পুনস্তস্যপ্রভবেদীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৪৬ ॥
জ্ঞানবুদ্ধিশ্চতপসাস্মৃতিলোকস্যনিশ্চিতং।
করোতিসৃষ্টিং জ্ঞানেন স্রষ্টা সোপিক্রমেণচ ॥ ৪৭ ॥
পরিপূর্ণতমোধর্ম্মঃ সত্যেসত্যাশ্রযঃ সদা।
ত্রিভাগঃ সোপিত্রেতায়াং দ্বিভাগোদ্বাপরেস্মৃতঃ ॥ ৪৮ ॥
একভাগঃ কলেঃ পূর্ব্বেতদ্ধ্রাসশ্চক্রমেণচ।
কলামাত্রং কলেঃ শেষে কুহ্বাং চন্দ্রকলাযথা ॥ ৪৯ ॥

ইহলোকে ব্রহ্মহত্যাদি যতপ্রকার গুরুতর পাপ আছে তাহা জ্ঞাতি-দ্রোহরূপ মহাপাপের ষোড়শ কলারও যোগ্য নহে ॥ ৪৪ ॥

হে রাজেন্দ্র! যদি তাহাতে আপাতত তুমি স্বীয় সম্পদের হানি বোধ কর তাহা হইলে তোমার ইহাও বিবেচনা করা উচিত কার্য্য হইতেছে যে সকল সময়ে সকলের অবস্থা কখনই সমান থাকে না ॥ ৪৫ ॥

তুমি বিলক্ষণ বিচার করিয়া দেখ, প্রাকৃতিক প্রলয়ে ব্রহ্মাও লয় প্রাপ্ত হন, আবার ঈশ্বরেচ্ছায় পুনর্ব্বার তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

সেই জগৎ শ্রেষ্টা জ্ঞানবলে ক্রমে সমস্ত স্থষ্টি করেন। তৎসৃষ্ট পুরুষের পূর্ব্বজন্মকৃত তপোবলানুসারে নিশ্চয়ই জ্ঞানবুদ্ধি ও স্মৃতি সঞ্জাত হয় ॥ ৪৭॥

সত্যযুগে সত্যাশ্রয় ধর্ম্ম পরিপূর্ণতম। সেই ধর্ম্ম ত্রেতা যুগে ত্রিভাগ ও দ্বাপর যুগে দ্বিভাগ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইযাছে ॥ ৪৮ ॥

কলির প্রথমে ধর্ম্ম একভাগ মাত্র। পরে ক্রমে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া যায়। অমাবস্যায় যেমন চন্দ্রের কলামাত্র বিদ্যমান থাকে তদ্রূপ কলির শেষে সেই এক পাদ ধর্ম্মের ও কলামাত্র দৃষ্ট হয় ॥ ৪৯ ॥

যাদৃক্‌তেজোরবেগ্রী্ষ্মেনতাদৃক্ শিশিরেপুনঃ।
দিনেচযাদৃঙ্মাধ্যাহ্নে সায়ং প্রাতর্ন্নতং সমং॥ ৫০॥
উদয়ং যাতিকালেনবাল্যতাঞ্চ ক্রমেণ চ।
প্রকাণ্ডতাঞ্চতং পশ্চাৎ কালেঽস্তং পুনরেবসঃ॥ ৫১॥
দিনেপ্রচ্ছন্নতাং যাতি কালেনদুর্দ্দিনেঘনে।
রাহুগ্রস্তেকম্পিতশ্চ পুনরেব প্রসন্নতাং॥ ৫২॥
পরিপূর্ণতমশ্চন্দ্রঃ পূর্ণিমায়াঞ্চ যাদৃশঃ।
তাদৃশো ন ভবেন্নিত্যং ক্ষয়ং যাতি দিনে দিনে॥ ৫৩॥
পুনঃ সপুষ্টিতাং যাতি পরকুহ্বা দিনে দিনে।
সম্পদযুক্তঃ শুক্লপক্ষে কৃষ্ণে ম্লানশ্চ যক্ষ্মণা॥ ৫৪॥

যেমন গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের তেজ প্রখর হয়, শিশিরকালে সেরূপ থাকে না, আবার তন্মধ্যেও বিশেষ এই যে, মধ্যাহ্নে সূর্য্যের কিরণ খরতর হয় কিন্তু প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মৃদু হইয়া থাকে॥ ৫০॥

কালে সূর্য্যের উদয় হইয়া কালক্রমে তিনি বাল্যভাব ও যৌবন ভাব প্রাপ্ত হন এবং কালে তিনি অস্তগত হইয়া থাকেন॥ ৫১॥

দিবাভাগে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে মেঘজালে সূর্য্য আচ্ছাদিত হন। আবার রাহুগ্রস্থ হইলে তাঁহাকে কম্পিত হইতে হয় এবং পুনর্ব্বার তিনি মুক্ত হইয়া প্রসন্ন ভাব ধারণ করেন॥ ৫২॥

পূর্ণিমাতে চন্দ্র যেমন পূর্ণতম থাকেন অন্য তিথিতে সেরূপ থাকেন না। নিয়মানুসারে দিনে দিনে তাঁহাকে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয়॥ ৫৩॥

অমাবস্যার পর দিনেদিনে ক্রমশঃ চন্দ্রমা পুষ্ট হন। ফলতঃ শুক্লপক্ষে তিনি যাদৃশ সম্পদ্‌যুক্ত হইয়া থাকেন এবং কৃষ্ণপক্ষে যক্ষ্মারোগ বশতঃ তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে তাদৃশ মলিন হইতে হয়॥ ৫৪॥

রাহুগ্রস্তে দিনে ম্লানোদুর্দ্দিনে নিবিড়েঘনে।
কালে চন্দ্রোভবেৎ শুদ্ধোভ্রষ্ট শ্রীকালভেদকে ॥ ৫৫ ॥
ভবিষ্যতি বলিশ্চেন্দ্রো ভ্রষ্টশ্রীঃ সুতলেঽধুনা।
কালেন পৃথ্বী শস্যাঢ্যা সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ॥ ৫৬ ॥
কালেজলে নিমগ্না সা তিরোভূতাবিপদ্গতা।
কালেনশ্যন্তি বিশ্বানি প্রভবন্ত্যেব কালতঃ ॥ ৫৭ ॥
চরাচরাশ্চ কালেন নশ্যন্তি প্রভবন্তি চ।
ঈশ্বরস্যৈবসমতা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৫৮ ॥
অহং মৃত্যুঞ্জয়ে যস্মাদসংখ্যং প্রাকৃতং লয়ং। •
অদর্শঞ্চাপি দ্রক্ষ্যামি বারং বারং পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥
স চ প্রাকৃতিরূপশ্চ সএব পুরুষঃ স্মৃতঃ।
সচাত্মাসর্ব্বজীবশ্চ নানা রূপধরঃ পরঃ ॥ ৬০ ॥

গ্রহণকালে ও মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে নিশাকর ম্লান হন কিন্তু কালে তাঁহার বিমল জ্যোতিঃ পুনঃ প্রকাশিত হয় এবং বিধাতার নিয়মানুসারে কালে তিনি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

অধুনা দানবরাজ বলি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সুতলে বাস করিতেছেন; কিন্তু কালে তিনি আবার নিশ্চয়ই ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। কালে পৃথিবী শস্যপূর্ণা ও কালে সকলের আধাররূপা হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

কালে পৃথিবী জলমগ্না ও কালে বিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া তিরোহিতা হন এবং কালে সমস্ত বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হইয়া যায় আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ সমস্ত বিশ্ব কালে পুনরায় উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

স্থাবর জঙ্গম সমস্তই কালে বিনষ্ট ও কালে সঞ্জাত হয়, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা কৃষ্ণের সর্ব্বকালেই সমতা বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৫৮ ॥

যে কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া পুনঃ পুনঃ অসংখ্য প্রাকৃত

করোতি সততং যোহি তন্নাম গুণ কীর্ত্তনং।
কালং মৃত্যুং সজয়তি জন্ম রোগং জরাভয়ং ॥ ৬১ ॥
স্রষ্টাকৃতে বিধিস্তেন পাতাবিষ্ণুকৃতেভবে।
অহং কৃতেচ সংহর্ত্তা বয়ং বিষয়িনঃ কৃতাঃ।
কালাগ্নি রুদ্রঃ সংহারে নিযোজ্য বিষয়ে নৃপঃ ॥ ৬২ ॥
অহঙ্করোমি সততং তন্নাম গুণকীর্ত্তনং।
তেন মৃত্যুঞ্জয়োহহঞ্চ জ্ঞানেনানেন নির্ভয়ঃ ॥ ৬৩ ॥
মৃতুর্ম্মত্তোভয়াদ্যাতি বৈনতেয়াদিবোরগঃ।
ইত্যুক্ত্বা সচ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥ ৬৪ ॥
বিররামচসর্ব্বশ্চ সভামধ্যেচ নারদঃ।
রাজাতদ্বচনং শ্রুত্বা প্রশশংস পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৫ ॥

শঙ্খচূড়উবাচ।

উবাচ মধুরং দেবং পরং বিনয় পূর্ব্বকং ॥ ৬৬ ॥

প্রলয় দর্শন করিতেছি এবং বারংবার তাহা দর্শন করিব। তিনি প্রকৃতি, পুরুষ, আত্মা, নানারূপধারী, সর্ব্বজীব ও পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। যে ব্যক্তি নিরন্তর সেই পরমপুরুষের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করেন তাঁহার কাল মৃত্যু জন্ম রোগ ও জরাজন্য ভয় এককালেই দূরীভূত হয়। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা হরি ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্যে বিষ্ণুকে পালন কার্য্যে ও আমাকে সংহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন কিন্তু আমি কালাগ্নি রূপ রুদ্রের প্রতি সংহার কার্য্যের ভারার্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং নিরন্তর সেই প্রভুর নাম ও গুণ কীর্ত্তন করাতে তৎ প্রসাদে অপূর্ব্ব জ্ঞানবলে আমি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছি ॥ ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩ ॥

হরি নামের এমনি মাহাত্ম্য যে বিনতানন্দন গরুড় হইতে যেমন

ত্বযাযৎ কথিতং নাথ সর্ব্বং সত্যং চনানৃতং।
তথাপি কিঞ্চিদ্‌যাথার্থ্যং শ্রূযতাং মন্নিবেদনং॥ ৬৭॥
জ্ঞাতিদ্রোহে মহৎ পাপং ত্বযোক্ত মধুনাত্র যৎ।
গৃহীত্বা তস্য সর্ব্বস্বং কুতঃ প্রস্থাপিতোবলী॥ ৬৮॥
মযাসমুদ্ধৃতং সর্ব্বং মূর্দ্ধমৈশ্বর্য্যমীশ্বর।
সুতলাচ্চ সমুদ্ধর্ত্তুং নানং সোহপি গদাধরঃ॥ ৬৯॥
সভ্রাতৃকো হিরণ্যাক্ষঃ কথং দৈবৈশ্চহিংসিতঃ।
শুম্ভাদযাশ্চাসুরাশ্চ কথং দেবৈর্নিপাতিতাঃ॥ ৭০॥
পুরাসমুদ্র মথনে পীযুষং ভক্ষিতং সুরৈঃ।
ক্লেশভাজোবযং তত্র তৈঃ সর্ব্ব ফলভাজনৈঃ॥ ৭১॥

ভুজঙ্গম ভয়াক্রান্ত হয় তদ্রূপ মৃত্যু আমার ভয়ে পলায়ন করে। সর্ব্বভাবন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর শঙ্কর এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, দৈত্যরাজ বারংবার তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৬৪। ৬৫॥

তৎপরে শঙ্খচূড় বিনীতভাবে মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন কিছুই মিথ্যা নহে, সমস্তই সত্য; তথাপি কিঞ্চিৎ যাথার্থ্য আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন তাহা হইলেই কৃতার্থ হই॥ ৬৬। ৬৭॥

অধুনা আপনি বলিলেন যে জ্ঞাতিদ্রোহে মহৎপাপ হয় কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি যে কি অপরাধে দানবরাজ বলির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে পাতাল তলে নীত করা হইয়াছে॥ ৬৮॥

হে ভগবন্! আমি বাহুবলে সুতল হইতেও উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য সমুদায়ের উদ্ধার করিয়াছি কিন্তু সেই গদাধরও তাহা উদ্ধার করিতে পারেন নাই। আরও বলুন দেখি, দেবগণ কিজন্য হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর হিংসা এবং শুম্ভাদি অসুরগণের সংহার করিয়াছেন?॥ ৬৯॥ ৭০॥

ক্রীড়াভাণ্ড মিদং বিশ্বং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
যস্মৈ তত্র স দদাতি তস্যৈশ্বর্য্যং ভবেত্তদা॥ ৭২॥
দেব দানবযোর্ব্বাদঃ শশ্বন্নৈমিত্তিকঃ সদা।
পরাজয়ো জয়স্তেষাং কালেঽস্মাকং ক্রমেণচ॥ ৭৩॥
তত্রাবযোর্বিরোধেচ গমনং নিষ্ফলং তব।
মম সম্বন্ধিনোবন্ধুরীশ্বরস্য মহাত্মনঃ॥ ৭৪॥
ইয়ং তে মহতী লজ্জা স্পর্দ্ধাস্মাভিঃ সহাধুনা।
ততোঽধিকাচ সমরে কীর্ত্তিহানিঃ পরাজয়ে॥ ৭৫॥
শঙ্খচূড় বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্যচ ত্রিলোচনঃ।
যথোচিতং সুমধুর মুবাচ দানবেশ্বরং॥ ৭৬॥

পূর্ব্বে সমুদ্র মন্থন কালে দেবগণ অনায়াসে অমৃত ভক্ষণ করিলেন কিন্তু আমরা সর্ব্বফলভাগী হইয়াও কেবল ক্লেশভাজন হইলাম॥ ৭১॥

এই বিশ্ব, পরমাত্মা কৃষ্ণের ক্রীড়াভাণ্ডস্বরূপ। তিনি যাহাকে যে ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন সে তাহাই ভোগকরিয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ৭২॥

দেব দানবের নিরন্তর নৈমিত্তিক বিবাদের সংঘটন হয় এবং কালক্রমে দেবগণের ও আমাদিগের জয় পরাজয়ও হইয়া থাকে॥ ৭৩॥

ভগবন্! আপনি ঈশ্বর, মহাত্মা আমার আত্মীয় ও পরমবন্ধু। সুতরাং দেবাসুর বিবাদস্থলে আপনার আগমন নিষ্ফল হইয়াছে॥ ৭৪॥

এক্ষণে আমাদিগের সহিত আপনার রণ স্পর্দ্ধা করা বিশেষ লজ্জার বিষয়। বিবেচনা করিয়া দেখুন সমরে প্রবৃত্ত হইলে আপনি অধিক লজ্জিত হইবেন এবং পরাজয়ে আপনার কীর্ত্তিহানি হইবে॥ ৭৫॥

ত্রিলোচন শঙ্খচূড়ের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মধুর সম্ভাষণে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দানবরাজ! তোমরা ব্রহ্ম বংশজাত,

শ্রীমহাদেবউবাচ।

যুষ্মাভিঃ সহযুদ্ধংমে ব্রহ্মবংশ সমুদ্ভবৈঃ।
কা লজ্জা মহতী রাজন্ কীর্ত্তির্ব্বাপি পরাজয়ে॥ ৭৭॥
যুদ্ধ মাদৌ হরেরেব মধুনা কৈটভে নচ।
হিরণ্যকশিপোশ্চৈব সহতে নাত্মনানৃপ॥ ৭৮॥
হিরণ্যাক্ষ্যস্য যুদ্ধঞ্চ পুনস্তেন গদাভৃতা।
ত্রিপুরৈঃ সহ যুদ্ধঞ্চ ময়াচাপি পুরাকৃতং॥ ৭৯॥
সর্ব্বেঃশ্বর্য্যাঃ সর্ব্বমাতুঃ প্রকৃত্যাশ্চ বভূব হ।
সহ শুম্ভাদিভিঃ পূর্ব্বং সমরং পরমাদ্ভুতং॥ ৮০॥
পার্ষদপ্রবরত্বঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
যেযে হতাশ্চতে দৈত্যানহিকোপি ত্বযাসমাঃ॥ ৮১॥
কালজ্জা মহতী রাজন্ সম যুদ্ধে ত্বয়াসহ।
সুরাণাং শরণস্যৈব প্রেষিতস্য হরেরহো॥ ৮২॥

তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে আমার মহতী লজ্জা কি আছে বল? এবং পরাজয়েও আমার কিছু মাত্র অকীর্ত্তি নাই॥ ৭৬। ৭৭॥

হে দৈত্যরাজ! প্রথমে মধুকৈটভের সহিত হরির যুদ্ধ হইয়াছিল পরে হিরণ্যকশিপুর সহিত তাঁহার অতিশয় সংগ্রাম হয়॥ ৭৮॥

আবার গদাধর হরির সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ হয় এবং পূর্ব্বে আমার সঙ্গে ত্রিপুরগণের সহিত ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল॥ ৭৯॥

পূর্ব্বে সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বজননী পরমা প্রকৃতি শুম্ভাদি দৈত্যগণের সহিত অতি ভয়ঙ্কর অদ্ভুত সংগ্রাম করিয়াছিলেন॥ ৮০॥

তুমি পরমাত্মা কৃষ্ণের পার্ষদ প্রধান, অতএব যে সমস্ত দৈত্য সমরে নিহত হইয়াছেন তাহারা কেহই তোমার যোগ্য নহে॥ ৮১॥

দানবরাজ! তুমি আমার সম যোদ্ধা তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে

দেহি রাজ্যঞ্চ দেবানাং বাগ্ব্যয়েকিং প্রযোজনং।
যুদ্ধং বা কুরুমৎ সার্দ্ধ মিতিত্বং নিশ্চয়ং বচঃ ॥ ৮৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তত্র বিররামচ নারদ।
উত্তস্থৌ শঙ্খচূড়শ্চ সামাত্যৈঃ সহসত্বরঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে তুলস্যুপাখ্যানে শিবশঙ্খচূড় সম্বাদে হষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

আমার লজ্জা কি? দেবগণ হরির শরণাপন্ন হওয়াতে আমি তৎকর্ত্তৃক এই ত্রিশূল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তিনিই আমাকে প্রেরিত করিয়াছেন ॥ ৮২ ॥

এক্ষণে আর বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই আমি নিশ্চয় বলিতেছি হয় তুমি দেবগণকে রাজ্য প্রদান কর না হয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৮৩ ॥

হে নারদ! দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্খচূড়ের প্রতি এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে দৈত্য রাজ শঙ্খচূড় তৎক্ষণাৎ ত্বরান্বিত হইয়া অমাত্যগণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে তুলসী উপাখ্যানে অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণউবাচ।

শিবং প্রণম্য শিরসা দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
সমাহারী চ যুদ্ধেতু ন বভূব পরাঙ্মুখঃ ॥ ১ ॥
বভূবুস্তেচ সংক্ষুব্ধাঃ স্কন্দস্য শক্তিপীড়য়া।
নেদু দুর্ন্দুভয়ঃ স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টির্বভূব চ ॥ ২ ॥
স্কন্দস্যো পরিতত্রৈব সমরে চ ভয়ঙ্করে।
স্কন্দস্য সমরং দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতমুল্বনং ॥ ৩ ॥
দানবানাং ক্ষয়করং যথা প্রাকৃতিকং লয়ং।
রাজাবিমান মারুহ্য শরবর্ষঞ্চকারহ ॥ ৪ ॥
নৃপস্য শরবৃষ্টিশ্চ ঘনস্য বর্ষণং যথা।
মহান্‌ঘোরান্ধকারশ্চ বহ্ন্যুত্থানং বভূব হ ॥ ৫ ॥

হে নারদ! তখন প্রতাপবান্ দানবরাজ শঙ্খচূড় অবনত মস্তকে শিবচরণে প্রণাম করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। তিনি সংগ্রামে বিমুখ না হইলে তৎপক্ষীয় বীরগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের শক্তি দ্বারা নিপীড়িত হইতে লাগিল। কুমার দানবগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলে দেবগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্প বর্ষণ ও দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। শঙ্খচূড় দেখিলেন কার্ত্তিকেয় প্রাকৃতিক প্রলয়ের ন্যায় অতি অদ্ভুত দারুণ সংগ্রাম করিয়া দানবগণের সংহার করিতেছেন। এই ব্যাপার দর্শনে তিনি রথারূঢ় হইয়া কুমারের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১। ২। ৩। ৪॥

মেঘ হইতে যেমন বারি ধারা পতিত হয় তদ্রূপ দানব রাজের শর-বৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন শরজালে রণভূমি ঘোর অন্ধকারে পরি-ব্যাপ্ত হইয়া উঠিলে তথায় সহসা বহ্নির উৎথান হইল ॥ ৫ ॥

দেবাঃ প্রদুদ্রুবুশ্চান্যে সর্ব্বে নন্দীশ্বরাদয়ঃ।
এক এব কার্ত্তিকেয় স্তস্থৌ সমর মূর্দ্ধণি॥ ৬॥
পার্ব্বতানাঞ্চ সর্পাণাং শিলানাং শাখিনান্তথা।
শশ্ব চ্চকার বৃষ্টিঞ্চ দুর্ব্বাহ্যাঞ্চ ভয়ঙ্করীং॥ ৭॥
নৃপস্য শরবৃষ্ট্যাচ প্রচ্ছন্নঃ শিব নন্দনঃ।
নীরদেনচ সান্দ্রেণ সংছন্নোভাস্করো যথা॥ ৮॥
ধনুশ্চিচ্ছেদস্কন্দস্য দুর্বহঞ্চ ভয়ঙ্করং।
বভঞ্জচ রথং দিব্যং বিচ্ছেদ রথঘোটকান্॥ ৯॥
ময়ূরং জর্জ্জরীভূতং দিব্যাস্ত্রেণ চকার সঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ সূর্য্যাভাং তস্য বক্ষসিঘাতিনীং॥ ১০॥
ক্ষণং মূর্চ্ছাচ সংপ্রাপ্য চকার চেতনাং পুনঃ।
গৃহীত্বান্যদ্ধনুর্দ্দিব্যং যদ্দত্তং বিষ্ণুনাপুরা॥ ১১॥

ঐ সময়ে দেবগণ ও নন্দীশ্বরাদি সকলেই পলায়ন করিলেন' কেবল কার্ত্তিকেয় একাকী সেই সমর মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৬॥

দানবরাজ সেই সময়ে অবিশ্রামে কুমারের প্রতি ভয়ঙ্কর রূপে দুর্ব্বাহ্য পর্ব্বত শিলা, বৃক্ষ ও সর্প সকল ক্ষেপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৭॥

তখন নিবিড় মেঘে যেমন দিবাকর আচ্ছাদিত হন তদ্রূপ শঙ্খচূড়ের শরজালে শিবনন্দন কার্ত্তিকেয়ও সমাচ্ছন্ন হইলেন॥ ৮॥

শঙ্খচূড় রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ পূর্ব্বক শরবর্ষণে কুমারের দুর্ব্বহ ভীষণ শরাসন, দিব্যরথ ও রথের অশ্ব সমুদায় ছেদন করিলেন॥ ৯॥

দানবরাজের দিব্যাস্ত্রে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর জর্জ্জরী ভূত হইল, তখন দানবরাজ বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক কুমারের বক্ষঃস্থলে সূর্য্য প্রভার ন্যায় দীপ্তিশালিনী অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১০॥

তখন দেব সেনাপতি সেই শক্তির আঘাতে ক্ষণমাত্র মূর্চ্ছিত হইলেন

রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণ যানমারুহ্য কার্ত্তিকঃ।
শাস্ত্রাস্ত্রঞ্চ গৃহীত্বাচ চকার রণ মুল্বনং॥ ১২॥
সর্পাংশ্চ পর্ব্বতাং শৈচব বৃক্ষাংশ্চ প্রস্তরাং স্তথা।
সর্ব্বাংশ্চিচ্ছেদ কোপেন দিব্যাস্ত্রেণ শিবাত্মজঃ॥ ১৩॥
বহ্নি নির্ব্বাপয়ামাস পার্য্যন্যেন প্রতাপবান।
রথং ধনুশ্চ বিচ্ছেদ শঙ্খচূড়স্য লীলযা॥ ১৪॥
সন্নাহং সারথিংরত্ন কিরীটং মুকুটোজ্জ্বলং।
চিক্ষেপ শক্তিমুল্কাভাং দানবেন্দ্রস্থ বক্ষসি॥ ১৫॥
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ্য রাজাচ চেতনাঞ্চ চকার সঃ।
আরুরোহ যানমন্যং ধনুর্জগ্রাহ সত্বরঃ॥ ১৬॥
চকার শরজালঞ্চ মায়য়া মায়িনাম্বরঃ।

কিন্তু পরক্ষণেই পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করিয়া বিষ্ণুর প্রদত্ত যে অন্য শরাসন তাঁহার নিকট ছিল তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিলেন॥ ১১॥

পরে ধনুর্দ্ধারি স্কন্দ, উৎকৃষ্ট রত্ন নির্ম্মিত দিব্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন॥ ১২॥

শিবনন্দন কোপ বিশিষ্ট হইয়া দিব্যাস্ত্র দ্বারা সেই দানব কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত শিলা বৃক্ষ ও সর্প সকল ছিন্ন করিলেন॥ ১৩॥

সেই প্রতাপশালী কার্ত্তিকেয়ের পার্য্যণ্যাস্ত্রে শরানল নির্ব্বাণ হইল। তখন তিনি অবলীলাক্রমে শঙ্খচূড়ের রথ, ধনুক, বর্ম্ম এবং উজ্জ্বল কিরীট ও সারথি সমস্ত ছেদন করিয়া অনায়াসে তাহার বক্ষঃস্থলে উল্কার ন্যায় অমোঘ শক্তি ক্ষেপণ করিলেন॥ ১৪। ১৫॥

দানবরাজ সেই ভয়ঙ্কর অমোঘ শক্তির আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে তাঁহার চৈতন্য হইলে তিনি উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ তিনি ত্বরান্বিত হইয়া অন্য যানে আরোহণ ও ধনুক গ্রহণ করিলেন॥১৬॥

গুহঞ্চাচ্ছাদ্যসমরে শরজালেন নারদ ॥ ১৭ ॥
জগ্রাহ শক্তিমব্যর্থাং শতসূর্য্য সমপ্রভাং।
প্রলয়াগ্নি শিখারূপাং বিষ্ণোশ্চ তেজসাবৃতাং ॥ ১৮ ॥
বিক্ষেপ তাঞ্চ কোপেন মহাবেগেন কার্ত্তিকে।
পপাত শক্তিস্তদ্গাত্রে বহ্নিরাশিশ্চবোজ্জ্বলা ॥ ১৯ ॥
মূর্চ্ছাংসম্প্রাপ্য শক্ত্যাচ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ।
কালীগৃহীত্বা তং ক্রোড়ে নিনায় শিবসন্নিধৌ ॥ ২০ ॥
শিবস্তঞ্চাপি জ্ঞানেন জীবয়ামাস লীলয়া।
দদৌ বলমনন্তঞ্চ সচোত্তস্থৌ প্রতাপবান ॥ ২১ ॥
শিবঃস্বসৈন্যং দেবাংশ্চ প্রেরয়ামাস সত্বরঃ।
দানবেন্দ্রঃ স্বসৈন্যশ্চ যুদ্ধারম্ভোবভূবহ ॥ ২২ ॥

হে নারদ ! মায়াবীর অগ্রগণ্য দৈত্যনাথ মায়াবলে শরজাল বর্ষণে কার্ত্তিকেয়কে এক কালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭ ॥

তৎপরে দৈত্যরাজ কোপাবিষ্ট হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নি ও শত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত বিষ্ণুতেজ সমাবৃত অব্যর্থ শক্তিগ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে কুমারের উপর নিক্ষেপ করিলে ঐ শক্তি সমুজ্জ্বল বহ্নিরাশিবৎ আগমন করিয়া তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইল ॥ ১৮ । ১৯ ॥

মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় সেই শক্তি প্রহারে মূর্চ্ছিত হইলে কালিকাদেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক শিবসমীপে লইয়া গেলেন ॥ ২০ ॥

দেবাদিদেব জ্ঞানবলে অনায়াসে কুমারকে সচেতন করিয়া অনন্তবল প্রদান করিলেন, প্রতাপবান্ কার্ত্তিকেয় গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ২১ ॥

তখন ভগবান্ শূলপাণি সত্বর স্বীয়গণ ও দেবগণকে দানবরাজের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ইহা দেখিয়া দৈত্যরাজও সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইলেন। তৎপরে যুদ্ধারম্ভ হইল ॥ ২২ ॥

স্বয়ং মহেন্দ্রোযুযুধে সার্দ্ধঞ্চ বৃষপর্ব্বণা।
ভাস্করো যুযুধে বিপ্রচিত্তিনাসহ সত্বরঃ॥ ২৩॥
দম্ভেন সহ চন্দ্রশ্চ চকার সমরং পরং।
কালেশ্বরেণ কালশ্চ গোকর্ণেন হুতাশনঃ॥ ২৪॥
কুবেরঃ কালকেযেন বিশ্বকর্ম্মাময়েনচ।
ভয়ঙ্করেণ মৃত্যুশ্চ সংহারেণ যমস্তথা॥ ২৫॥
কলবিঙ্কেন বরুণশ্চঞ্চলেন সমীরণঃ।
বুধশ্চ ঘৃতপৃষ্ঠেন রক্তাক্ষেণ শনৈশ্চরঃ॥ ২৬॥
জয়ন্তো রত্নসারেণ বসবোপ্সরসঙ্গনৈঃ।
অশ্বিনৌ চ দীপ্তিমতা ধূম্রেণ নলকুবরঃ॥ ২৭॥
ধনুর্দ্ধরেণ ধর্ম্মশ্চ মণ্ডূকাক্ষেণ মঙ্গলঃ।
শোভাকরেণৈবেশানঃ পীঠরেনচ মন্মথঃ॥ ২৮॥
উল্কামুখেন ধূম্রেণ খড়্গেনাপি ধ্বজেন চ।
কাঞ্চীমুখেন পিণ্ডেন ধূম্রেণ সহনন্দিনা॥ ২৯॥

দেবরাজ স্বয়ং বৃষপর্ব্বার সহিত এবং ভাস্কর বিপ্রচিত্তির সহিত বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া সত্বর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৩॥

তখন দম্ভের সহিত চন্দ্রের কালেশ্বরের সহিত কালের ও গোকর্ণের সহিত হুতাশনের পরস্পর তুমুল যুদ্ধারম্ভ হইল॥ ২৪॥

অতঃপর কুবের কালকেয়ের সহিত, বিশ্বকর্ম্মা ময়দানবের সহিত, মৃত্যু ভয়ঙ্করের সহিত, যম সংহারের সহিত, বরুণ কলবিঙ্কের সহিত, পবন চঞ্চলের সহিত, বুধ ঘৃত পৃষ্ঠের সহিত, শনৈশ্চর রক্তাক্ষের সহিত, জয়ন্ত রত্নসারের সহিত, বসুগণ অপসরগণের সহিত, অশ্বিনী কুমারদ্বয় দীপ্তিমানের সহিত, নলকুবর ধূম্রের সহিত, ধর্ম্ম ধনুর্ধরের সহিত, মঙ্গল মণ্ডূকাক্ষের সহিত, ঈশান শোভাকরের সহিত, কন্দর্প পীঠরের সহিত,

বিশ্বেনচ পলাশেন চাদিত্যা যুযুধুঃপরং।
একাদশ মহারুদ্রা শ্চৈকাদশ ভয়ঙ্করৈঃ॥ ৩০॥
মহামারীচ যুযুধে চোগ্রদণ্ডাদিভিঃ সহ।
নন্দীশ্বরাদয়ঃ সর্ব্বে দানবানাং গণৈঃ সহ॥ ৩১॥
যুযুধুশ্চ মহদ্‌যুদ্ধে প্রলয়েচ ভয়ঙ্করে।
বটমূলেচ শম্ভুশ্চ তস্থৌকাল্যা সুতেনচ॥ ৩২॥
সর্ব্বাশ্চ যুযুধুঃসৈন্যাঃ সমূহাঃ সততংমুনে।
রত্নসিংহাসনেরম্যে কোটিভির্দ্দানবৈঃ সহ॥ ৩৩॥
উবাস শঙ্খচূড়শ্চ রত্নভূষণ ভূষিতঃ।
শঙ্করস্যচ যোধাশ্চ যুদ্ধেসর্ব্বে পরাজিতাঃ॥ ৩৪॥
দেবাশ্চ দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে ভীতাশ্চ ক্ষতবিক্ষতাঃ।

এবং আদিত্যগণ, উল্কামুখ ধূম্র খড়্গ ধ্বজ কাঞ্চিমুখ পিণ্ড ধূম্র নন্দী বিশ্ব পলাশের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। একাদশ মহারুদ্রগণও একাদশ ভয়ঙ্কর দৈত্যের সহিত পরস্পর যথা যোগ্য অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০॥

মহামারী উগ্রদণ্ডাদির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই প্রলয়-সম সংগ্রামে দানবগণের সহিত নন্দীশ্বরাদিরও যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন দেবাদিদেব মহাদেব ও কালিকাদেবী সেই বটবৃক্ষমূলে কার্ত্তি-কেয়ের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥ ৩২॥

হে নারদ! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ সমবেত হইয়া অবিশ্রামে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন রত্নভূষণে ভূষিত দানবরাজ শঙ্খচূড় রমণীয় রত্নসিংহাসনে অবস্থান পূর্ব্বক কোটিদানবে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ক্রমে সেই ভয়ঙ্কর সমরে শঙ্করের পক্ষীয় যোদ্ধাবর্গ, দানব-রাজের সৈন্যের নিকট বিলক্ষণ পরাজিত হইলেন॥ ৩৩। ৩৪॥

চকার কোপং স্কন্দশ্চ দেবেভ্যশ্চা ভয়ং দদৌ ॥ ৩৫ ॥
বলঞ্চ স্বগণানাঞ্চ বর্দ্ধয়ামাস তেজসা।
স্বয়মেবশ্চ যুযুধে দানবানাং গণৈঃ সহ ॥ ৩৬ ॥
অক্ষৌহিণীনাং শতকং সমরে স জঘানহ।
খর্পরং পাতয়ামাস কালীকমললোচনা ॥ ৩৭ ॥
পপৌরক্তং দানবানাং ক্রুদ্ধা সা শতখর্পরং।
দশলক্ষং গজেন্দ্রাণাং শতলক্ষঞ্চ ঘোটকং ॥ ৩৮ ॥
সমাদায়ৈক হস্তেন মুখে চিক্ষেপলীলয়া।
কবন্ধানাং সহস্রঞ্চ ননর্ত্ত সমরে মুনে ॥ ৩৯ ॥
স্কন্দস্য শরজালেন দানবাঃ ক্ষতবিক্ষতাঃ।
ভীতাশ্চ দুদ্রুবুঃসর্ব্বে মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৪০ ॥
বৃষপর্ব্বা বিপ্রচিত্তি র্দম্ভশ্চাপি বিকঙ্কনঃ।
স্কন্দেন সার্দ্ধং যুযুধুস্তেচ সর্ব্বে ক্রমেণচ ॥ ৪১ ॥

তখন দেবগণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৫ ॥

কুমারের তেজে তদীয়গণের বলবৃদ্ধি হইল। তখন তিনি পুনরায় স্বয়ং দানবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

শত অক্ষৌহিণী দানবসৈন্য তাঁহার শরজালে নিহত হইল। ঐ সময়ে কমললোচনা কালিকাদেবী খর্পর অর্থাৎ রক্তেরশরা পাতিত করিলেন ॥৩৭॥

তৎকালে কালিকাদেবী ক্রোধভরে শত খর্পরে দানবগণের রক্ত পান করিয়া অবলীলাক্রমে এক হস্তে দশলক্ষ মত্ত হস্তী ও শতলক্ষ ঘোটক গ্রহণ পূর্ব্বক মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই ভীষণ সমরে সহস্র কবন্ধ উত্থিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

এই সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত দানবদল সকলেই কার্ত্তিকেয়ের শর-জালে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥

কালীজগাহ সমরং ররক্ষ কার্ত্তিকং শিবঃ।
বীরাস্তামনুজগ্মুশ্চ তেচ নন্দীশ্বরাদয়ঃ ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বেদেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষস কিন্নরাঃ।
রাজ্যভাণ্ডশ্চ বহুশঃ শতকোটির্ব্বলাহকাঃ ॥ ৪৩ ॥
সাচ গত্বাচ সংগ্রামং সিংহনাদং চকারহ।
দেব্যাশ্চ সিংহনাদেন প্রাপুর্ম্মূর্চ্ছাঞ্চদানবাঃ ॥ ৪৪ ॥
অট্টাট্টহাসমশিবং চকারচ পুনঃ পুনঃ।
হৃষ্টা পপৌচ মাধ্বীকং ননর্ত্ত রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪৫ ॥
উগ্রদংষ্ট্রাচোগ্রচণ্ডা কোট্টরীচ পপৌ মধু।
যোগিনীনাং ডাকিনীনাং গণাঃসুরগণাদয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
দৃষ্ট্বাকালীং শঙ্খচূড়ঃ শীঘ্রমাজিংসমাযযৌ ॥
দানবাশ্চ ভয়ং প্রাপু রাজা তেভ্যোঽভয়ং দদৌ ॥ ৪৭ ॥

তখন বৃষপর্ব্বা বিপ্রচিত্তি দম্ভ ও বিকঙ্কন যথাক্রমে শিখিবাহনের সহিত ঘোরতর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

পরে বিশ্ব সংসার সংহার কর্ত্তা দেবদেব কর্ত্তৃক কুমার রক্ষিত হইলে কালিকাদেবী সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন নন্দীশ্বরাদি বীরগণ এবং দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নরগণ শতকোটি বলাহক ও অন্যান্য দেবসৈন্য সেই কালিকাদেবীর অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ । ৪৩ ॥

তখন কালিকাদেবী সংগ্রামস্থলে প্রবেশ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সিংহনাদে দৈত্যগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ॥ ৪৪ ॥

কালিকাদেবী বারংবার ভয়ঙ্কর অট্টাট্ট হাস্য করত পরমানন্দে মাধ্বীক অর্থাৎ মধুজাত মদ্য পান করিয়া সমরে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

তখন উগ্রদংষ্ট্রা, উগ্রচণ্ডা, কোট্টরী ডাকিনী যোগিনীগণ এবং দেবগণও সেই কালিকাদেবীর সঙ্গে মধু পানকরিতে ক্রটি করিলেন না ॥ ৪৬ ॥

কালী চিক্ষেপ বহ্নিঞ্চ প্রলয়াগ্নি শিখোপমং।
রাজা নির্ব্বাপয়ামাস পার্য্যন্যেনাবলীলয়া ॥ ৪৮ ॥
চিক্ষেপ বারুণং সাচ তত্তীব্রং মহদদ্ভুতং।
গান্ধর্ব্বেণচ বিচ্ছেদ দানবেন্দ্রশ্চ লীলয়া ॥ ৪৯ ॥
মাহেশ্বরং প্রচিক্ষেপ কালীবহ্নি শিখোপমং।
রাজা জঘান তচ্ছীঘ্রং বৈষ্ণবেনাবলীলয়া। ৫০ ।
নারায়ণাস্ত্রং সা দেবী চিক্ষেপ মন্ত্র পূর্ব্বকং।
রাজা ননাম তং দৃষ্ট্বা চাবরুহ্য রথাদহো ॥ ৫১ ॥
ঊর্দ্ধং জগাম তচ্ছাস্ত্রং প্রলয়াগ্নি শিখোপমং।
পপাত শঙ্খচূড়শ্চ ভক্ত্যাচ দণ্ডবদ্ভুবি।
ব্রহ্মাস্ত্রং সাচ চিক্ষেপ যত্নতোমন্ত্রপূর্ব্বকং ॥ ৫২ ॥

শঙ্খচূড় কালিকাদেবীকে সমরে সমাগতা দেখিয়া সত্বর রণস্থলে অবতরণ পূর্ব্বক যে সমস্ত দৈত্য অর্থাৎ স্বীয় সৈন্য অতিশয় ভীত হইয়াছিল তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৪৭ ॥

কালী প্রলয়াগ্নি শিখার ন্যায় বহ্নি ক্ষেপ করিলে দানবরাজ অবলীলাক্রমে পার্য্যন্যাস্ত্রে সেই অনল তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ করিলেন ॥ ৪৮ ॥

তখন কালিকাদেবী অতি ভয়ঙ্কর বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলে দৈত্যপতি অনায়াসে গান্ধর্ব্বাস্ত্রে তাহা ছেদন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

কালী বহ্নিশিখোপম মাহেশ্বরাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে দানবরাজ অক্লেশে অবিলম্বে বৈষ্ণবাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিতে ত্রুটি করিলেন না ॥ ৫০ ॥

মাহেশ্বরাস্ত্র ব্যর্থ হইলে কালিকাদেবী মন্ত্রপূত পূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে দানবরাজ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অতিশয় ভক্তি পূর্ব্বক সেই নারায়ণাস্ত্রকে প্রণাম করিলেন ॥ ৫১ ॥

তৎকালে সেই প্রলয়ানল শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত অস্ত্র ঊর্দ্ধে উত্থিত

ব্রহ্মাস্ত্রেণ মহারাজা নির্ব্বাণঞ্চ চকারহ।
চিক্ষেপাতীব দিব্যাস্ত্রং সাদেবী মন্ত্রপূর্ব্বকং॥ ৫৩॥
রাজা দিব্যাস্ত্রজালেন নির্বাণঞ্চ চকারহ।
দেবী চিক্ষেপ শক্তিঞ্চ যত্নতো যোজনায় তাং॥ ৫৪॥
রাজা তীক্ষ্ণাস্ত্রজালেন শতখণ্ডং চকারহ।
জগ্রাহ মন্ত্রপূর্ব্বঞ্চ দেবী পাশুপতিং রুষা॥ ৫৫॥
চিক্ষেপ্তুং সা নিষিদ্ধাচ বাগ্বভূবাশরীরিণী।
মৃত্যুঃপাশুপতের্নাস্তি নৃপস্যচ মহাত্মনঃ॥ ৫৬॥
যাবদস্ত্যেবকণ্ঠস্থ কবচঞ্চ হরেরিতি।
যাবৎ সতীত্বমস্তীতি সত্যাশ্চ নৃপযোষিতঃ॥ ৫৭॥
তাবদস্থ জরামৃত্যুর্নাস্তীতি ব্রহ্মণোবরঃ।
ইত্যাকর্ণ্যভদ্রকালী ন তচ্চিক্ষেপ সা সতী॥ ৫৮॥

হইলে শঙ্খচূড় ভক্তিযোগে দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া সেই অস্ত্রকে প্রণাম করিলেন দেখিয়া কালী সযত্নে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই দানবরাজের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন॥ ৫২॥

দানবরাজ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিলে কালিকা দেবী সমন্ত্রক অমোঘ দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিলেন॥ ৫৩॥

শঙ্খচূড় দিব্যাস্ত্র জালে তাহা নিবারণ করিলে দেবী যত্ন পূর্ব্বক তাহার প্রতি যোজনায়ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন॥ ৫৪॥

দানবেন্দ্র সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সমূহে সেই শক্তি শত খণ্ড করিলেন, তখন কালী সরোষে সমন্ত্রক পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করিলেন॥ ৫৫॥

তখন দৈববাণী হইল হে দেবি! পাশুপতাস্ত্রক্ষেপণ করিবেননা এই অস্ত্রের ধ্বংসই নাই এবং এক্ষণে ইহাতে দানবরাজেরও মৃত্যু হইবে না, কারণ ব্রহ্মার এই বর আছে যে যাবৎ উহার কণ্ঠে হরির কবচ বিদ্যমান থাকিবে এবং যাবৎ ঐ দৈতেশ্বরের পত্নীর সতীত্ব ভঙ্গ না হইবে

শতলক্ষং দানবানাং জগ্রাহ লীলয়া ক্রুধা ॥
গ্রস্তুং জগাম বেগেন শঙ্খচূড়ং ভয়ঙ্করী ॥ ৫৯ ॥
দিব্যাস্ত্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ বারয়া মাস দানবঃ।
খড়্গং চিক্ষেপ সা দেবী গ্রীষ্মসূর্য্যোপমং পরং ॥ ৬০ ॥
দিব্যাস্ত্রেণ দানবেন্দ্রঃ শতখণ্ডং চকার সঃ।
পুনর্গ্রস্তুং মহাদেবী বেগেন চ জগাম তং ॥ ৬১ ॥
নিবারয়ামাস চতাং সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরোবরঃ।
বেগেন মুষ্টিনা কালী কোপযুক্তা ভয়ঙ্করী ॥ ৬২ ॥
ভবঞ্জাথ রথং তস্য জঘান সারথিং সতী।
সাচ শূলঞ্চ চিক্ষেপ প্রলয়াগ্নি শিখোপমং ॥ ৬৩ ॥
বামহস্তেন জগ্রাহ শঙ্খচূড়শ্চ লীলয়া।

তাবৎ উহার জরা মৃত্যু নাই। কালীকাদেবী এইরূপ দৈববাণী শ্রবণে পরমাশ্চর্য্য হইয়া সেই পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না॥ ৫৬।৫৭।৫৮॥

তৎপরে ভয়ঙ্করী কালীকাদেবী ক্রোধে অবলীলাক্রমে সেই দানব রাজের সমভিব্যাহারী দশ লক্ষ দানবকে গ্রহণ করিলেন এবং মহাবেগে শঙ্খচূড়কে গ্রাস করিতে ধাবমানা হইলেন॥ ৫৯॥

দৈত্যরাজ সুতীক্ষ্ণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা উহাঁকে নিবারিত করিলে দেবী তৎপ্রতি গ্রীষ্ম কালীন সূর্য্য সম প্রচণ্ড খড়্গ নিক্ষেপ করিলেন॥ ৬০॥

দানবেন্দ্র দিব্যাস্ত্র দ্বারা সেই খড়্গ শতখণ্ড করিলে মহাদেবী কালী পুনর্ব্বার বেগে তাহাকে গ্রাস করিতে ধাবমানা হইলেন॥ ৬১॥

সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর দানবরাজ কালীকে নিবারণ করিলে সেই ভয়ঙ্করী দেবী কোপান্বিতা হইয়া প্রবল বায়ুর ন্যায় বেগে আগমন পূর্ব্বক মুষ্টি প্রহারে তাহার রথ ভগ্ন করিলেন এবং তাহার সারথির প্রাণ সংহার করিয়া ভয়ঙ্কর প্রলয়ানল শিখার ন্যায় শূল নিক্ষেপ করিলেন॥ ৬২।৬৩॥

মুষ্ট্যাজঘান তং দেবী মহা কোপেন বেগতঃ ॥ ৬৪ ॥
বভ্রাম ব্যথয়া দৈত্যঃ ক্ষণং মূর্চ্ছাম বা পহ।
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য সমুত্তস্থৌ প্রতাপবান্ ॥ ৬৫ ॥
ন চকার বাহু যুদ্ধং দেব্যাসহ ননাম তাং।
দেব্যাশ্চাস্ত্রঞ্চ চিচ্ছেদ জগ্রাহ চ স্বতেজসা ॥ ৬৬ ॥
নাস্ত্রং চিক্ষেপ তাং ভক্ত্যা মাতৃবুদ্ধ্যাচ বৈষ্ণবঃ।
গৃহীত্বা দানবং দেবী ভ্রাময়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৭ ॥
ঊর্দ্ধেচ প্রেরয়ামাস মহাবেগেন কোপতঃ।
ঊর্দ্ধাৎ পপাত বেগেন শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬৮ ॥
নিপত্যচ সমুত্তস্থৌ প্রণম্য ভদ্রকালিকাং।
রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণ বিমানান্যং মনোহরং ॥ ৬৯ ॥

তখন শঙ্খচূড় অবলীলাক্রমে তাহার নিকট হইতে বামহস্তে সেই শূল গ্রহণ করিলে দেবী মহাকোপে তৎপ্রতি বেগে মুষ্টি প্রহার করিলেন ॥৬৪॥ প্রতাপশালী দৈত্যরাজ সেই মুষ্টাঘাতে ব্যথিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল তাহাকে মূর্চ্ছিত হইতে হইল, পরে তিনি ক্ষণ মাত্রে সংজ্ঞা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৬৫ ॥

তখন দৈত্যপতি দেবীর সহিত বাহুযুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় তেজে তাঁহার অস্ত্র চ্ছেদন ও গ্রহণ করিলেন ॥ ৬৬ ॥

বৈষ্ণব শঙ্খচূড় মাতৃবুদ্ধি ও ভক্তি প্রযুক্ত দেবীর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করিলেন না। কালিকা দেবী তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার ভ্রামিত করিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলেন। তৎপরে প্রতাপান্বিত দৈত্যরাজ ঊর্দ্ধ হইতে বেগে নিপতিত হইলেন। ৬৭।৬৮।

শঙ্খচূড় পতিত হইয়া ভদ্রকালিকাকে প্রণাম পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং হৃষ্টমনে রত্নসার বিনির্ম্মিত মনোহর অন্য বিমানে

আরুরোহ হর্ষযুক্তো ন বিশ্রান্তো মহারণে।
দানবানাঞ্চ ক্ষতজং মাংসঞ্চ বিপুলং ক্ষুধা॥ ৭০॥
পীত্বাভুক্ত্বা ভদ্রকালী জগাম শঙ্করান্তিকং।
উবাচ রণ বৃত্তান্তং পৌর্ব্বাপর্য্যং যথাক্রমং॥ ৭১॥
শ্রুত্বা জহাস শম্ভুশ্চ দানবানাং বিনাশনং।
লক্ষঞ্চ দানবেন্দ্রানামবশিষ্টং রণে হধুনা॥ ৭২॥
উদ্বর্ত্তং ভূভৃতাসার্দ্ধং তদন্যং ভুক্তমীশ্বর।
সংগ্রামে দানবেন্দ্রঞ্চ হন্তুং পাশুপতে নবৈ॥ ৭৩॥
অবধ্যস্তবরাজেতি বাগ্বভূবা শরীরিণী।
রাজেন্দ্রশ্চ মহাজ্ঞানী মহাবল পরাক্রমঃ॥ ৭৪॥
নচ চিক্ষেপ মযাস্ত্রং চিছেদ মম শাযকং॥ ৭৫॥

আরোহণ করিলেন মহারণে কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত হইলেননা। তখন ভদ্র কালী দানবগণের বিপুল রুধির পানে ও মাংস ভোজনে ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিয়া পরমানন্দে শিবসমীপে গমন পূর্ব্বক যথাক্রমে আনুপূর্ব্বিক সমর বৃত্তান্ত সমস্ত বিশেষ রূপে বর্ণন করিলেন। ৬৯। ৭০। ৭১।

দেবাদিদেব দানবগণের বিনাশ বিবরণ শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, তখন কালিকা দেবী তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন নাথ! এক্ষণে সমরে লক্ষ প্রধান দৈত্য ও তোমার পরম ভক্ত দৈত্যরাজ শঙ্খচূড় জীবিত রহিয়াছে। আমি সংগ্রামে পাশুপতাস্ত্রে দৈত্যরাজকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে এইরূপ দৈববাণী হয়, দেবি! দানবরাজ তোমার অবধ্য এইকারণে আমি তাহার প্রতি পাশুপতাস্ত্র প্রয়োগ করি নাই। হে দেবদেব! সেই দানবরাজ মহাবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে আমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করে নাই কেবল আমার অস্ত্র ছেদন করিয়াছে। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫।

ইতি তুলসী উপাখ্যানে কালী শঙ্খচূড় যুদ্ধে ঊনবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণউবাচ।

শিবস্তত্ত্বং সমাকর্ণ্য তত্ত্বজ্ঞান বিশারদঃ।
যযৌ স্বয়ঞ্চ সমরং সগণৈঃ সহ নারদ ॥ ১ ॥
শঙ্খচূড়ঃ শিবং দৃষ্ট্বা বিমানাদবরুহ্যচ।
ননাম পরয়া ভক্ত্যা দণ্ডবৎ পতিতোভুবি ॥ ২ ॥
তং প্রণম্যচ বেগেন বিমান মারুরোহ সঃ।
তূর্ণং চকার সন্নাহং ধনুর্জগ্রাহ দুর্ব্বহং ॥ ৩ ॥
শিব দানবযোর্যুদ্ধং পূর্ণমব্দং বভূবহ।
ন বভূবতুরনযো ব্রহ্মন্ জয় পরাজযৌ ॥ ৪ ॥
ন্যস্তশস্ত্রশ্চ ভগবান্ ন্যস্ত্রশস্ত্রশ্চ দানবঃ।
রথস্থঃ শঙ্খচূড়শ্চ বৃষস্থোবৃষভধ্বজঃ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! তত্ত্বজ্ঞান বিশারদ মহাদেব কালীর মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া স্বগণের সহিত স্বয়ং সমরে যাত্রা করিলেন। ১।

শঙ্খচূড় ভগবান্ শূলপাণিকে সমর ক্ষেত্রে দর্শন করিবা মাত্র বিমান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ভক্তি যোগে দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার চরণে একান্তঃকরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ২।

প্রণত হইয়া দানবরাজ বেগে বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দুর্ব্বহ ধনুক গ্রহণ করত সত্বর সুন্দর রূপে সেই রথের অশ্ব সমুদায়কে সঞ্চালন করিয়া সেই শূলপাণির সহিত মহারণে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩।

দেবাদিদেব ও দানবরাজ উভয়ের পূর্ণ সংবৎসর সংগ্রাম হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কাহারও জয় পরাজয় হইল না। ৪।

দানবানাঞ্চ শতকং উদ্বর্ত্তঞ্চ বভূবহ।
রণে যেযে মৃতাঃ শম্ভুর্জীবয়ামাস তান্ বিভুঃ ॥ ৬ ॥
ততো বিষ্ণুর্ম্মহামায়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপধৃক্।
আগত্যচ রণ স্থান মুবাচ দানবেশ্বরং ॥ ৭ ॥

বৃদ্ধব্রাহ্মণউবাচ।

দেহি ভিক্ষাঞ্চ রাজেন্দ্র মহ্যং বিপ্রায় সাম্প্রতং।
ত্বং সর্ব্বসম্পদাং দাতা যন্মে মনসি বাঞ্ছিতং ॥ ৮ ॥
নিরাহারায় বৃদ্ধায় তৃষিতায়াতুরায়চ।
পশ্চাৎ ত্বাং কথয়িষ্যামি পুরঃ সত্যঞ্চ কুর্ব্বিতি ॥ ৯ ॥
ত্বমিত্যুবাচ রাজেন্দ্র প্রসন্ন বদনেক্ষণঃ।
কবচার্থী জনশ্চাহ মিত্যুবাচেতি মায়য়া ॥ ১০ ॥

ভগবন্ শূলপাণি ও দৈত্যেন্দ্র উভয়েই ন্যস্তশস্ত্র হইলেন। তখন শঙ্খচূড় রথস্থ ও শঙ্কর বৃষভারূঢ় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৫।

তৎকালে দানব দলের মধ্যে শত বীর জীবিত রহিল। আর সংগ্রামে দেবপক্ষীয় যাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল অনায়াসে দেবদেব মহাদেব স্বীয় জীবন দাতৃত্ব বলে তাহাদিগকে জীবিত করিলেন ॥ ৬ ॥

অতঃপর, ভগবান্ হরি মহামায়া বলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী হইয়া সমর স্থলে আগমন পূর্ব্বক দানবরাজকে সম্বোধন করত কহিলেন হে দৈত্যেন্দ্র! আমি ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ এক্ষণে আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। তুমি এরূপ দাতা যে সমস্ত সম্পদ্ দান করিতেও কুণ্ঠিত হও না। অতএব সম্প্রতি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

হে দৈত্যেন্দ্র! আমি আতুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষার্ত্ত হইয়া আগমন করিয়াছি। অগ্রে তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার কর, পরে আমার প্রার্থনীয় বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিব ॥ ৯ ॥

তং শ্রুত্বা দানব শ্রেষ্ঠো দদৌ কবচমুত্তমং।
গৃহীত্বা কবচং দিব্যং জগাম হরিরে বচ॥ ১১॥
শঙ্খচূড়স্য রূপেণ জগাম তুলসীং প্রতি।
গত্বাতস্যাং মাযযাচ বীর্য্যাধ্যানঞ্চকারহ॥ ১২॥
অথ শম্ভুর্হরেঃ শূলং জগ্রাহ দানবং প্রতি।
গ্রাষ্ম মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড শতক প্রভমুজ্জ্বলং॥ ১৩॥
নারায়ণাধিষ্ঠাতাগ্রং ব্রহ্মাধিষ্ঠিত মধ্যগং।
শিবাধিষ্ঠিত মূলঞ্চ কালাধিষ্ঠিত ধারকং॥ ১৪॥
কিরণাবলি সংযুক্তং প্রলযাগ্নিশিখোপমং।
দুর্নিবার্য্যঞ্চ দুর্দ্ধর্ষ মব্যর্থং বৈরি ঘাতকং॥ ১৫॥

দানবরাজ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন বদনে ও প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে তাঁহার প্রার্থনা পূরণে স্বীকার করিলেন। দানবরাজ সত্য করিবামাত্র সেই মায়া বিস্তার কারি দয়াময় হরি, তাঁহাকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট কবচ প্রার্থনা করিলেন॥ ১০॥

দানবরাজ ব্রাহ্মণের এই প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাকে স্বীয় উত্তম কবচ প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ১১।

পরে হরি মায়াবলে শঙ্খচুড়ের রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর নিকট গমন পূর্ব্বক তৎসহবাসে তাহার গর্ভে বীর্য্যাধান করিলেন॥ ১২॥

অতঃপর দেবদেব শূলপাণী দৈত্যরাজের বিনাশার্থ শ্রীহরির প্রদত্ত গ্রীষ্মকালীন মাধ্যাহ্নিক শত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত সমুজ্জ্বল সেই অমোঘ শূল গ্রহণ করিলেন॥ ১৩॥

ঐ শূলের অগ্রভাগে নারায়ণ সমাসীন, মধ্যভাগে ব্রহ্মা অবস্থিত, মূলে শিব বিরাজিত ও ধারকে কাল অধিষ্ঠান করিতেছেন॥ ১৪॥

ঐ শূল হইতে যে জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছে, উহা প্রলয়ানল শিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল দুর্নিবার্য্য দুর্ধর্ষ অব্যর্থ ও শত্রুনাশক্ষম॥ ১৫॥

তেজসা চক্র তুল্যঞ্চ সর্ব্বমস্ত্রঞ্চ ঘাতকং।
শিব কেশবযোরন্য দুর্ব্বাহঞ্চ ভয়ঙ্করং॥ ১৬॥
ধনুঃ সহস্রং দীর্ঘেন প্রস্থেন শত হস্তকং।
সজীবং ব্রহ্মরূপঞ্চ নিত্য রূপমনির্ম্মিতং॥ ১৭॥
সংহর্ত্তুং সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড মলঞ্চ স্বাবলীলযা।
চিক্ষেপ ঘূর্ণনং কৃত্বা শঙ্খচূড়ে চ নারদ॥ ১৮॥
রাজা চাপং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্বুজং।
ধ্যানঞ্চকার ভক্ত্যাচ কৃত্বা যোগাসনং ধিযা॥ ১৯॥
শূলঞ্চ ভ্রমণং কৃত্বা পপাত দানবোপরি।
চকার ভস্মসাত্তঞ্চ সরথঞ্চাবলীলযা॥ ২০॥
রাজা ধৃত্বা দিব্যরূপং কিশোর গোপবেশকং।
দ্বিভুজং মুররী হস্তং রত্ন ভূষণ ভূষিতং॥ ২১॥

তেজ রাশিতে উহা চক্রতুল্য শোভমান এবং উহা সর্ব্বাস্ত্রঘাতক। হরি ও শঙ্কর ভিন্ন কেহই ঐ ভয়ঙ্কর শূল বহন করিতে পারে না॥ ১৬॥

ঐ শূলের দৈর্ঘ্য চতুঃসহস্র হস্ত ও প্রস্থ শত হস্ত পরিমিত। উহা সবীজ ব্রহ্মরূপ নিত্য ও অলৌকিক॥ ১৭॥

হে নারদ! অধিক আর কি বলিব যে শূলদ্বারা অবলীলাক্রমে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় সংহার হয়। ভগবান্ শূলপাণি সেই শূল ঘূর্ণন পূর্ব্বক শঙ্খচূড়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন॥ ১৮॥

তখন দানবরাজ সেই প্রাণ নাশক শূলের আগমন দেখিয়া নিজ শরাসন পরিত্যাগ করিয়া যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তিযোগে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল ধ্যান করিতে লাগিলেন॥ ১৯॥

ঐ সময়ে শূল ঘূর্ণিত হইয়া দানবরাজের উপর নিপতিত হইল। পতন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ রথের সহিত তদীয় দেহ ভস্মীভূত হইল॥ ২০॥

রত্নেন্দ্র সারনির্ম্মাণং বেষ্টিতং গোপকোটিভিঃ।
গোলকাদাগতং যান মারুহ্য তৎ পুরং যযৌ ॥ ২২ ॥
গত্বা ননাম শিরসা রাধামাধবযোর্ম্মুনে।
ভক্ত্যাতচ্চরণাম্ভোজং রাসে বৃন্দাবনে বনে।
সুদামানং তৌচ দৃষ্টা প্রসন্ন বদনেক্ষণৌ ॥ ২৩ ॥
ক্রোড়ে চকার স্নেহেন প্রেম্নাতি পরিসংপ্লুতৌ।
অথ শূলঞ্চ বেগেন প্রযযৌ শূলিনং করং ॥ ২৪ ॥
শঙ্কর স্তেন শূলেন শূলপাণি র্ব্বভূব সঃ।
সশিব স্তেন শূলেন দানবস্যাস্থি জালকং ॥ ২৫ ॥
প্রম্নাচ প্রেরযামাস লবণোদেচ সাগরে।
অস্থিভিঃ শঙ্খচূড়স্য শঙ্খজাতি র্ব্বভূবহ ॥ ২৬ ॥

তখন দানবরাজের দিব্য দেহ হইল, দেখিতে দেখিতে তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর কিশোর গোপরূপী হইলেন। তাঁহার অঙ্গে অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ রত্ন-ভূষণ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

তৎকালে গোলোকধাম হইতে রত্নসার নির্ম্মিত কোটি গোপ বেষ্টিত দিব্য রথ উপস্থিত হইলে তিনি সেই যানে আরূঢ় হইয়া নিত্যানন্দ গোলোকে পূর্ণ ব্রহ্ম দয়াময় হরি সমীপে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

দেবর্ষে! দিব্যরূপধারী শঙ্খচূড় তথায় গমন পূর্ব্বক রাধামাধবের চরণে প্রণত হইলেন এবং রাসস্থলে ও বৃন্দাবনের প্রতিবনে সমাগত হইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগের চরণ কমল বন্দনা করিলেন। তখন সুদামাকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও নয়নযুগল প্রফুল্ল হইল। ২৩।

গোলোকনাথ হরি দানবরাজকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সস্নেহে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। তৎকালে উভয়েরই দেহ প্রেমে পরিপ্লুত হইল। এদিকে শূলও শঙ্কর হস্তে বেগে সমাগত হইল ॥ ২৪ ॥

দেবদেব সেই শূল গ্রহণ করাতেই তদবধি তিনি শূলপাণি নামে

নানা প্রকার রূপাচ শশ্বৎ পূতা সুরার্চ্চনে।
প্রশস্তং শঙ্খতোয়ঞ্চ দেবানাং প্রীতিদং পরং ॥ ২৭ ॥
তীর্থতোয স্বরূপঞ্চ পবিত্রং শম্ভুনা বিনা।
শঙ্খশব্দো ভবেদ্‌যত্র তত্র লক্ষ্মীশ্চ সুস্থিরা ॥ ২৮ ॥
সুস্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু যস্নাতঃ শঙ্খ বারিণা।
শঙ্খে হরেরধিষ্ঠানং যত্র শঙ্খ ততো হরিঃ ॥ ২৯ ॥
তত্রৈব শততং লক্ষ্মী দূরীভূতমমঙ্গলং।
স্ত্রীণাঞ্চ শঙ্খ ধ্বনিভিঃ শূদ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩০ ॥
ভীতা রুষ্টাযাতি লক্ষ্মীঃ স্থলমন্যং স্থলাত্ততঃ।
শিবশ্চ দানবং হত্বা শিবলোকং জগাম সঃ ॥ ৩১ ॥

বিখ্যাত হইলেন। এবং দানবরাজের অস্থি সকল সেই শূলদ্বারা স্নেহ পূর্ব্বক লবণ সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই শঙ্খচূড়ের অস্থি দ্বারা শঙ্খজাতির উদ্ভব হইল ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

এইরূপে নানা প্রকার শঙ্খ সৃষ্ট হইয়া দেব পূজনে পবিত্র রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শঙ্খস্থ জল প্রশস্ত ও দেবগণের প্রীতিপ্রদ ॥ ২৭ ॥

শিবপূজা ভিন্ন ঐ শঙ্খস্থ জল তীর্থবারি স্বরূপ ও পবিত্র বলিয়া উক্ত। যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হয় সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী সুস্থিরা থাকেন ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি শঙ্খস্থ জলে স্নান করেন তাঁহার সর্ব্বতীর্থে স্নান করা হয়। অধিক কি শঙ্খে পরব্রহ্ম সনাতন হরির অধিষ্ঠান আছেন। সুতরাং যে স্থানে শঙ্খ সেই স্থানে দয়াময় হরি বিরাজিত থাকেন ॥ ২৯ ॥

যে স্থানে শঙ্খ, সেইস্থানে সর্ব্বদাই লক্ষ্মীর আবির্ভাব থাকে এবং তত্রত্য অমঙ্গল সকল দূরীভূত হয়, কিন্তু শঙ্খমাহাত্ম্যে এই রূপ কথিত আছে যে স্ত্রীজাতি কিম্বা শূদ্র শঙ্খধ্বনি করিলে লক্ষ্মী ভীতা ও রুষ্টা হইয়া সেস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করেন। শঙ্কর তদ্রূপে দানবরাজ শঙ্খচূড়কে

প্রহৃষ্টোবৃষমারুহ্য সগণৈশ্চ সমাবৃতঃ।
সুরাঃ স্ববিষয়ং প্রাপুঃ পরমানন্দ সংযুতাঃ ॥ ৩২ ॥
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে জগুর্গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ।
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ শিবস্যোপরি সন্ততং ॥ ৩৩ ॥
প্রশশংসু সুরাস্তঞ্চ মুনীন্দ্র প্রবরাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে তুলস্যুপাখ্যানে শঙ্খচূড়বধ প্রস্তাবোনাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিনাশ করিয়া বৃষারোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে স্বগণের সহিত স্বীয় লোকে গমন করিলেন। দেবগণও স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্তে প্রীতি লাভ করিয়া নির্ভয়ে যাপন করিতে লাগিলেন॥ ৩০। ৩১। ৩২॥

তৎপরে স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ গান করিতে লাগিলেন। দেবদেব মহাদেবের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল এবং মুনীন্দ্র ও দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া সেই দেব প্রবর আশুতোষের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৩৩। ৩৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে তুলসি উপাখ্যানে
বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদউবাচ।

নারায়ণশ্চ ভগবন্ বীর্য্যাধানঞ্চকার হ।
তুলস্যাং কেন রূপেণ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ১॥
নারায়ণশ্চ ভগবান্ দেবানাং সাধনে নচ।
শঙ্খচূড়স্য রূপেণ রেমে তদ্রমযা সহ॥ ২॥
শঙ্খচূড়স্য কবচং গৃহীত্বা বিষ্ণুমায়য়া।
পুনর্ব্বিধায় তদ্রূপং জগাম তুলসী গৃহং॥ ৩॥
দুন্দুভিং বাদযামাস তুলসী দ্বার সন্নিধৌ।
জয় শব্দ রবদ্বারাদ্বোধয়ামাস সুন্দরীং॥ ৪॥
তৎশ্রুত্বা সাচ সাধ্বীচ পরমানন্দ সংযুতা।
রাজমার্গং গবাক্ষেণ দদর্শ পরমাদরাৎ॥ ৫॥

দেবর্ষি নারদ কহিলেন ভগবন্! সর্ব্বভূতাত্মা হরি কিরূপে তুলসীর গর্ভে বীর্য্যাধান করিলেন আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন॥ ১॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! ভগবান্ হরি দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া সেই রূপবতী তুলসীর মনোরঞ্জন পূর্ব্বক তদাগ্রহাতিশয়ে তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন॥ ২॥

প্রথমে হরি বৈষ্ণবী মায়াবলে শঙ্খচূড়ের কবচ গ্রহণ করিয়া তদীয় রূপ ধারণ পূর্ব্বক তুলসীর ভবনাভিমুখে গমন করিলেন॥ ৩॥

তুলসীর দ্বারদেশে উপনীত হইয়া তিনি দুন্দুভিবাদন পূর্ব্বক জয় শব্দে সেই রূপবতী রমণীকে বিবিধ রূপে প্রবোধিত করিলেন॥ ৪॥

তখন সেই সাধ্বী তুলসী মধুর রব শ্রবণে পরম পুলকিতা হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরমাদরে গবাক্ষদ্বারা রাজমার্গে দৃষ্টিপাত করিলেন॥ ৫॥

ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা কারয়ামাস মঙ্গলং।
বন্দিভ্যো ভিক্ষুকেভ্যশ্চ বাচিকেভ্যো ধনং দদৌ ॥ ৬ ॥
অবরুহ্য রথাদ্দেবো দেব্যাশ্চ ভবনং যযৌ।
অমূল্য রত্ননির্ম্মাণং সুন্দরং সুমনোহরং ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা চ পুরতঃ কান্তং শান্তং কান্তা মুদান্বিতা।
তৎ পাদং ক্ষালয়ামাস ননামচ রুরোদচ ॥ ৮ ॥
রত্ন সিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস কামুকী।
তাম্বূলঞ্চ দদৌ তস্মৈ কর্পূরাদি সুবাসিতং ॥ ৯ ॥
অদ্যমে সফলং জন্ম অদ্যমে সফলা ক্রিয়া।
শরণাগতঞ্চ প্রাণেশং পশ্যন্তি চ পুনর্গৃহে ॥ ১০ ॥
সস্মিতা সকটাক্ষঞ্চ সকামা পুলকাঞ্চিতা।
পপ্রচ্ছ রণ বৃত্তান্তং কান্তং মধুরয়া গিরা ॥ ১১ ॥

পরে তিনি ভিক্ষুক আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণদিগকে ও বন্দিগণকে যথোপযুক্ত ধন দান করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

ঐসময়ে পরাৎপর পরব্রহ্ম দয়াময় হরি রথ হইতে অবরূঢ় হইয়া তুলসীর অমূল্য রত্নমণ্ডিত অতি মনোহর সুন্দর গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭ ॥

তুলসী সমগুণান্বিত কান্তকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া পরমানন্দে তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করাইয়া তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥

পরে সেই কামুকি রমণীয় রত্নসিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার করে কর্পূরাদি-বাসিত তাম্বূল প্রদান করিলেন ॥ ৯ ॥

প্রাণেশ্বরকে গৃহে সমাগত দেখিয়া তুলসী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন, আজি আমার জন্ম সফল ও ক্রিয়া সফল হইল ॥ ১০ ॥

তখন তিনি কামপূর্ণা ও পুলকাঞ্চিতা হইয়া সহাস্য বদনে কটাক্ষ

তুলস্যুবাচ।

অসংখ্য বিশ্ব সংহর্ত্তা সার্দ্ধমাজৌ তব প্রভো।
কথং বভূব বিজয়ং তন্মে ব্রূহি কৃপানিধে॥ ১২॥
তুলসী বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য কমলাপতিঃ।
শঙ্খচূড়স্য রূপেণ তামুবাচানৃতং বচঃ॥ ১৩॥

শ্রীহরিরুবাচ।

আবয়োঃ সমরং কান্তে পূর্ণমব্দং বভূবহ।
নাশো বভূব সর্ব্বেষাং দানবানাঞ্চ কামিনি॥ ১৪॥
প্রীতিঞ্চকারয়ামাস ব্রহ্মাচ স্বয়মাবযোঃ।
দেবানামধিকারশ্চ প্রদত্তো ব্রহ্মণা পুরা॥ ১৫॥
ময়া গতং স্বভবনং শিবলোকং শিবোগতঃ।
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথ শয়নঞ্চ চকার হ॥ ১৬॥

বিক্ষেপ পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কান্তকে রণবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করত কহিলেন নাথ! অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সংহার কর্ত্তা দেবাদিদেবের সহিত সংগ্রামে কিরূপে আপনার জয়লাভ হইল, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, অতএব কৃপা করিয়া আমার নিকট তদ্বিষয় বর্ণন করুন॥ ১১। ১২॥

শঙ্খচূড়ের রূপধারী কমলাপতি হরি তুলসীর এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া তাঁহাকে এইরূপ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলেন॥ ১৩॥

হরি বলিলেন হে প্রিয়ে! দেবাদিদেবের সহিত আমার পূর্ণসংবৎসর সংগ্রাম হইল। দুঃখের বিষয় এই যে এই যুদ্ধে সমস্ত দানবের প্রাণ সংহার হইয়াছে। ১৪॥

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং আগমন করিয়া আমাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন এবং তৎপূর্ব্বেই তৎকর্ত্তৃক দেবগণের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই॥ ১৫॥

রেমে রমাপতিস্তত্র রাময়া সহ নারদ।
সা সাধ্বী সুখসম্ভোগাদাকর্ষণ ব্যতিক্রমাৎ॥ ১৭॥
সর্ব্বংবিতর্কযামাস কস্ত্বমেবেত্যুবাচ হ॥ ১৮॥
দদর্শ পুরতো দেবী দেবদেবং সনাতনং।
নবীন নীরদ শ্যামং শরৎপঙ্কজলোচনং॥ ১৯॥
কোটি কন্দর্প লীলাভং রত্ন ভূষণ ভূষিতং।
ঈষদ্ধাস্থ প্রসন্নাস্যং শোভিতং পীতবাসসা॥ ২০॥
তং দৃষ্ট্বা কামিনী কামান্মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ লীলয়া।
পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য পুনঃ সা তমুবাচ হ॥ ২১॥

তুলস্যুবাচ।

হে নাথ তে দয়া নাস্তি পাষাণ সদৃশস্যচ।

তৎপরে আমি স্বীয় ভবনে আগমন করিলাম। শঙ্কর ও স্বধামে গমন করিলেন। এই বলিয়া শঙ্খচূড়রূপী জগৎস্বামী হরি শয়ন করিলেন॥ ১৬।

হে নারদ! রমাপতি শয়ন করিয়া সেই রমণীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন স্বাধ্বী তুলসী সুখসম্ভোগে আকর্ষণ ব্যতিক্রমে অন্যপুরুষ বিবেচনা করিয়া কহিলেন তুমি কে আমার নিকট ব্যক্ত কর"। ১৭। ১৮।

তুলসী এইরূপ কহিবা মাত্র এক আশ্চর্য্য দর্শন দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার সমীপে নবীননীরদ শ্যাম শরৎপঙ্কজ-লোচন দেবদেব সনাতন নারায়ণ বিরাজিত রহিয়াছেন॥ ১৯॥

কোটি কন্দর্পের ন্যায় তাঁহার রূপ, অঙ্গে পীতবসন ও রত্ন ভূষণ শোভা পাইতেছে এবং তিনি প্রসন্ন বদন হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। ২০

সেই মধুরমূর্ত্তি হরির রূপ দর্শনে সেই কামিনী কামবশে একেবারে মূর্চ্ছিতা হইলেন। পরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন॥ ২১॥

ছলেন ধর্ম্ম ভঙ্গেন মম স্বামী ত্বয়া হত ॥ ২২ ॥
পাষাণ সদৃশ স্ত্বঞ্চ দয়াহীনো যতঃ প্রভো।
তস্মাৎ পাষাণ রূপস্ত্বং ভুবি দেব তবাধুনা ॥ ২৩ ॥
যে বদন্তি দয়া সিন্ধুং ত্বান্তে ভ্রান্তা ন সংশয়ঃ।
ভক্তো বিনাপরাধেন পরার্থেচ কথং হতঃ ॥ ২৪ ॥
দুর্ব্বৃত্ত ত্বঞ্চ সর্ব্বজ্ঞো ন জানাসি পরব্যথাং।
অতস্ত্বমেকজনুষি স্বমেব বিস্মরিষ্যসি ॥ ২৫ ॥
ইত্যুক্ত্বাচ মহা সাধ্বী নিপত্য চরণে হরেঃ।
ভৃশংরুরোদ শোকার্ত্তা বিললাপ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২৬ ॥
তস্ম্যাশ্চ করুণাং দৃষ্ট্বা করুণাময় সাগরঃ।
নারায়ণস্তাং বোধয়িতুমুবাচ কমলাপতিঃ ॥ ২৭ ॥

তুলসী কহিলেন, হে নাথ! তুমি পাষাণ হৃদয়। তোমার দয়ামাত্র নাই ছলক্রমে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমার পতিকে নিহত করিয়াছ ॥ ২২ ॥

নাথ! তুমি অতি নির্দয় যেমন তুমি এই পাষাণ হৃদয়ের কার্য্য করিয়াছ হে দেব সেইরূপ তোমাকেও অধুনা এই পৃথিবীতে পাষাণরূপে অবস্থান করিতে হইবে, ফলতঃ আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না ॥ ২৩ ॥

যাঁহারা তোমাকে দয়াসিন্ধু বলিয়া নির্দেশ করেন তাঁহারা নিশ্চয় ভ্রান্ত বিনাপরাধে পরের জন্য কিরূপে ভক্তজনকে নিহত করিলে? ॥ ২৪ ॥

দুর্ব্বৃত্তের ন্যায় এই কার্য্য করা কি তোমার উচিত হইয়াছে? তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পর ব্যথা জানিতে পার না। অতএব তোমাকে শাপ প্রদান করিতেছি যে তুমি এক অবতারে আত্মবিস্মৃত হইবে ॥ ২৫ ॥

সাধ্বী তুলসী এই বলিয়া হরির চরণে নিপতিত হইয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে রোদন ও বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

করুণা সাগর কমলাকান্ত হরি, তুলসীর সকরুণ বিলাপ শ্রবণে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

তপস্ত্বয়া কৃতং সাধ্বি মদর্থে ভারতে চিরং।
তদর্থে শঙ্খচূড়শ্চ চকার সুচিরং তপঃ ॥ ২৮ ॥
কৃত্বা ত্বাং কামিনীং কামি বিজহারচ তৎ ফলাৎ।
অধুনা দাতু মুচিতং তবৈব তপসঃ ফলং ॥ ২৯
ইদং শরীরং ত্যক্ত্বাচ দিব্যং দেহং বিধায়চ।
রাসে মে রময়া সার্দ্ধং ত্বং রমা সদৃশী ভব ॥ ৩০ ॥
ইযং তনুর্নদীরূপা গণ্ডকীতিচ বিশ্রুতা।
পূতাস্ব পুণ্যদা নৃণাং পুণ্যা ভবতু ভারতে ॥ ৩১ ॥
তব কেশ সমুহাশ্চ পুণ্য বৃক্ষা ভবন্তিতি।
তুলসী কেশ সম্ভূতা তুলসীতিচ বিশ্রুতা ॥ ৩২ ॥
ত্রিলোকেষু চ পুষ্পানাং পত্রাণাং দেবপূজনে।
প্রধানরূপা তুলসী ভবিষ্যতি বরাননে ॥ ৩৩ ॥

ভগবান হরি কহিলেন সাধ্বি! আমাকে লাভ করিবার জন্য ভারতে তুমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলে। এবং শঙ্খচূড়ও তোমার জন্য বিস্তর তপস্যা করিয়াছিল ॥ ২৮ ॥

সেইফলে শঙ্খচূড় তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাকে তপস্যার ফল প্রদান করিতে আগমন করিয়াছি। ২৯ ॥

এখন তুমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক আমার রাসমণ্ডলে রমা সদৃশী হইয়া তৎসমভিব্যাহারে অবস্থান কর ॥ ৩০ ॥

তোমার এই দেহ নদীরূপে পরিণত হউক ঐ নদী গণ্ডকী নামে বিখ্যাত হইয়া ভারতে মানব মণ্ডলীর পুণ্যদায়িনী হইবে ॥ ৩১ ॥

হে দেবী! আমার বাক্যে তোমার কেশজাল পুণ্য বৃক্ষরূপী হউক। তোমার কেশসম্ভূত বলিয়াঐ বৃক্ষ তুলসী নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩২ ॥

স্বর্গে মর্ত্ত্যেচ পাতালে বৈকুণ্ঠে মম সন্নিধৌ।
ভবন্তু তুলসী বৃক্ষা বরাঃ পুষ্পেষু সুন্দরি ॥ ৩৪ ॥
গোলোকে বিরজা তীরে রাসে বৃন্দাবনে ভুবি।
ভাণ্ডীরে চম্পকবনে রম্যে চন্দন কাননে ॥ ৩৫ ॥
মাধবী কেতকী কুন্দ মল্লিকা মালতীবনে।
ভবন্তু তরবস্তত্র পুণ্যস্থানেষু পুণ্যদা ॥ ৩৬ ॥
তুলসী তরুমূলেচ পুণ্য দেশে সুপুণ্যদে।
অধিষ্ঠানন্তু তীর্থানাং সর্ব্বেষাঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥
তত্রৈব সর্ব্ব দেবানাং সমাধিষ্ঠান মেবচ।
তুলসী পত্র পতন প্রাপ্তোযশ্চ বরাননে ॥ ৩৮ ॥
সস্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
তুলসী পত্র তোযেন যোঽভিষেকং সমাচরেৎ ॥ ৩৯ ॥

হে বরাননে! ত্রিলোক মধ্যে তুলসীর পত্র পুষ্প দেবপূজনে প্রশস্ত হইবে, তাহাতেই তুলসী প্রধানা বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে ॥ ৩৩ ॥

হে সুন্দরি! স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে বৈকুণ্ঠে ও মৎসন্নিধানে তুলসী বৃক্ষ সর্ব্ব পুষ্পের মধ্যে অতিশয় প্রধানা হইবে ॥ ৩৪ ॥

গোলোকে বিরজাতীরে রাসস্থলে বৃন্দাবন ভুভাগে, ভাণ্ডীর বনে, চম্পক কাননে চন্দন বনে মাধবী কেতকী কুন্দ মল্লিকা ও মালতীবনে এবং সমুদায় পুণ্যস্থানে তুলসী বৃক্ষ পুণ্য দায়িনী হউক। ৩৫। ৩৬।

ভারতে যত পুণ্যস্থান আছে তাহার মধ্যে পুণ্যপ্রদ তুলসী তরুমূলে যে সর্ব্বতীর্থের অধিষ্ঠান হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥

হে বরাননে! তোমাকে আর অধিক কি বলিব যে প্রদেশে তুলসী পত্র পতিত থাকিবে তথায় সর্ব্ব দেবের অধিষ্ঠান হইবে ॥ ৩৮ ॥

যে ব্যক্তি তুলসীপত্র তোয়ে অভিষিক্ত হইবে সেই ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থের উপযুক্ত ফল ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করিবে ॥ ৩৯ ॥

সুধাঘট সহস্রেণ সাতুষ্টির্ন ভবেদ্ধরেঃ।
সা চ তুষ্টির্ভবেন্নৃণাং তুলসী পত্র দানতঃ॥ ৪০ ॥
গবাময়ুত দানেন যৎফলং লভতে নরঃ।
তুলসী পত্র দানেন তৎ ফলং লভতে সতি॥ ৪১ ॥
তুলসী পত্র তোয়ঞ্চ মৃত্যু কালেচ যোলভেৎ।
সমুচ্যতে সর্ব্ব পাপাৎ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৪২ ॥
নিত্যং যস্তুলসীতোয়ং ভুঙ্ক্তে ভক্ত্যাচ যোনরঃ।
সএব জীবন্মুক্তশ্চ গঙ্গা স্নান ফলং লভেৎ॥ ৪৩ ॥
নিত্যং যস্তুলসীং দত্বা পূজয়েন্মাঞ্চ মানবঃ।
লক্ষাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে নাত্রসংশয়ঃ॥ ৪৪ ॥
তুলসীং স্বকরে ধৃত্বা দেহে ধৃত্বাচ মানবঃ।
প্রাণাং স্ত্যজতি তীর্থেষু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৪৫ ॥

মনুষ্য তুলসীপত্র দানে যেরূপ হরির প্রসন্নতা লাভ করিবে সুধাপূর্ণ কলস দানেও সেরূপ হরির প্রীতি লাভে সমর্থ হইবে না॥ ৪০॥

হে সতি! অযুত গোদানে মনুষ্য যে ফল লাভ করে তুলসীপত্র দানে যে সেই ফল লাভ করিবে তাহা আমি নিশ্চয় বলিতেছি॥ ৪১॥

মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি তুলসীপত্রযুক্ত জল পান করিবে সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে॥ ৪২॥

যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক তুলসীপত্রস্থ জল পান করিবে সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হইয়া গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করিবে॥ ৪৩॥

যে মনুষ্য তুলসী পত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিবে সেই ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ অশ্বমেধের ফল লাভ করিবে সন্দেহ নাই॥ ৪৪॥

যেব্যক্তি স্বীয় করে ও দেহে তুলসী ধারণ করিয়া তীর্থে প্রাণত্যাগ করিবে সে যে বিষ্ণু লোকে গমন করিবে তাহা বলা বাহুল্য॥ ৪৫॥

তুলসী কাষ্ঠ নির্ম্মাণ মালাং গৃহ্লাতি যো নরঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলং॥ ৪৬॥
তুলসীং স্বকরে ধৃত্বা স্বীকারং যো ন রক্ষতি।
সজাতি কাল সূত্রঞ্চ যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥ ৪৭॥
করোতি মিথ্যা শপথং তুলস্যা যোহি মানবঃ।
সযাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৪৮॥
তুলসী তোয় কণিকাং মৃত্যু কালেচ যো লভেৎ।
রত্নযান সমারুহ্য বৈকুণ্ঠং স প্রযাতিচ॥ ৪৯॥
পূর্ণিমাযাং অমাবস্যাং দ্বাদশ্যাং রবি সংক্রমে।
তৈলাভ্যঙ্গেচ স্নাতেচ মধ্যাহ্নে নিশি সন্ধযোঃ॥ ৫০॥
অশৌচে শুচি কালে বা রাত্রি বাসান্বিতে নরাঃ।
তুলসীং যেচ ছিন্দন্তি তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ॥ ৫১॥

অধিক কি যেব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠনির্ম্মিত মালা ধারণ করিবে পদে পদে তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হইবে সন্দেহ নাই॥ ৪৬॥

যেব্যক্তি স্বীয় করে তুলসী ধারণ করিয়া অঙ্গীকৃত বিষয় পালন না করিবে তাহার দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত সে কালসূত্র নামক নরকে বাস করিবে॥ ৪৭॥

যেব্যক্তি তুলসী ধারণ করিয়া মিথ্যা শপথ করিবে চতুর্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত তাহাকে কুম্ভী পাক নরকে বাস করিতে হইবে॥ ৪৮॥

মৃত্যুকালে যেব্যক্তি তুলসীস্থ জল কণিকামাত্র পান করিবে. সে দেহাবসানে রত্নযানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবে॥ ৪৯॥

পূর্ণিমা অমাবস্যা দ্বাদশী ও রবিসংক্রমণ দিনে তৈলম্রক্ষণান্তে স্নান কালে মধ্যাহ্নে রাত্রিযোগে উভয় সন্ধ্যাসময়ে অশৌচ কালে বা রাত্রিবাসান্বিত শুচিকালে যাহারা তুলসী চয়ন করিবে তাহাদিগের পূর্ণ ব্রহ্ম দয়াময় হরির শিরশ্ছেদন করা হইবে॥ ৫০। ৫১॥

ত্রিরাত্রং তুলসীপত্রং শুদ্ধং পর্য্যুষিতং সতি।
শ্রাদ্ধে ব্রতে বা দানে বা প্রতিষ্ঠাযাং সুরার্চ্চনে ॥ ৫২ ॥
ভূগতং তোয় পতিতং যদ্দত্তং বিষ্ণবে সতি।
শুদ্ধন্তু তুলসী পত্রং ক্ষালনাদন্য কর্ম্মণি ॥ ৫৩ ॥
বৃক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবী যা গোলোকেচ নিরাময়ে।
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং রহসি নিত্যক্রীড়াং করিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥
নদ্যধিষ্ঠাতৃ দেবী যা ভারতেচ সুপুণ্যদা।
লবণোদস্য পত্নীচ মদংশস্য ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥
ত্বঞ্চ স্বয়ং মহাসাধ্বী বৈকুণ্ঠে মম সন্নিধৌ।
রমা সমাচ রাসেচ ভবিষ্যসি নসংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥
অহঞ্চ শৈল রূপীচ গণ্ডকী তীর সন্নিধৌ।
অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাপতঃ ॥ ৫৭ ॥

হে সাধ্বি ! তুলসী পত্র ত্রিরাত্রি পর্য্যুষিত হইলেও শুদ্ধ, অধিক কি তাহার ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা ও দেবার্চ্চন বিষয়ে শুদ্ধ হইবে ॥ ৫২ ॥

বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রদত্ত তুলসী পত্র ভূমিতে বা জলে পতিত হইলে ও ক্ষালন মাত্রে তাহা নিশ্চয়ই অন্য কার্য্যে শুদ্ধ হইবে ॥ ৫৩ ॥

সেই তুলসী বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিরাময় গোলোকধামে নির্জ্জনে পূর্ণব্রহ্ম দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যক্রীড়া করিবেন ॥ ৫৪ ॥

আর গণ্ডকী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীও ভারতে পুণ্যদায়িনী হইবেন এবং মদংশজাত লবণ সমুদ্রের ভার্য্যা হইবেন ॥ ৫৫ ॥

হে দেবি ! তুমি স্বয়ং বৈকুণ্ঠধামে রাসস্থলে গমন পূর্ব্বক আমার নিকট লক্ষ্মী স্বরূপা হইয়া অবস্থান করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৬ ॥

আমিও তোমার অভিশাপে ভারতমধ্যে গণ্ডকী নদীর তীরসমীপে শৈলরূপী হইয়া অধিষ্ঠান করিব সন্দেহ নাই। ॥ ৫৭ ॥

বজ্রকীটাশ্চক্র যথা বজ্রদংষ্ট্রাশ্চ তত্রবৈ।
তচ্ছিলা কুহরে চক্রং করিষ্যন্তি মদীযকং ॥ ৫৮ ॥
এক দ্বারে চতুশ্চক্রং বনমালা বিভূষিতং।
নবীন নীরদ শ্যামং লক্ষ্মীনারায়ণাভিধং ॥ ৫৯ ॥
এক দ্বারে চতুশ্চক্রং নবীন নীরদোপমং।
লক্ষ্মীজনার্দ্দনং জ্ঞেযং রহিতং বনমালযা ॥ ৬০ ॥
দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রং গোষ্পদেন সমন্বিতং।
রঘুনাথাভিধং জ্ঞেযং রহিতং বনমালয়া ॥ ৬১ ॥
অতি ক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ নবীন জলদ প্রভং।
দধিবামনাভিধং জ্ঞেযং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদং ॥ ৬২ ॥
অতি ক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ বনমালা বিভূষিতং।
বিজ্ঞেযং শ্রীধরং দেবং শ্রীপ্রদং গৃহিণাং সদা ॥ ৬৩ ॥

তথায় বজ্রদংষ্ট্র চক্রাকার বজ্রকীট সমুদায় সেই শিলার কুহরে মদীয় চক্র নির্ম্মাণ করিবে তাহা শালগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৫৮ ॥

যে শিলার একদ্বারে নবীন নীরদ শ্যাম বনমালাবিভুষিত চতুশ্চক্র নির্ম্মিত হইবে তিনি লক্ষ্মী নারায়ণ নামে বিখ্যাত হইবেন ॥ ৫৯ ॥

যে শিলার একদ্বারে নবীন নীরদ সদৃশ চতুশ্চক্র হইবে তাহা লক্ষ্মী জনার্দ্দন নামে প্রসিদ্ধ হইবে ॥ ৬০ ॥

যে শিলার দ্বার দ্বয়ে বনমালা রহিত ও গোষ্পদ চিহ্ন বিশিষ্ট চক্র থাকিবে তিনিই রঘুনাথ নাম ধারণ করিবেন ॥ ৬১ ॥

যে শীলার নবীন জলদপ্রভ অতি ক্ষুদ্র দুই চক্র বিদ্যমান থাকিবে তিনিই দধিবামন নামে বিখ্যাত হইবেন। ঐশিলা গৃহিগণ ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিলে তিনি সুখপ্রদ হইবেন ॥ ৬২ ॥

যে শিলার বনমালা বিভুষিত অতি ক্ষুদ্র দুই চক্র থাকিবে তিনিই

স্থূলঞ্চ বর্ত্তুলাকারং রহিতং বনমালয়া।
দ্বিচক্রংস্ফুটমত্যন্তং জ্ঞেয়ং দামোদরাভিধং ॥ ৬৪ ॥
মধ্যমং বর্ত্তুলাকারং দ্বিচক্রং বাণ বিক্ষতং।
রণ রামাভিধং জ্ঞেয়ং শরতূণ সমন্বিতং ॥ ৬৫ ॥
মধ্যমং সপ্তচক্রঞ্চ ছত্রতূণ সমন্বিতং।
রাজরাজেশ্বরং জ্ঞেয়ং রাজ সম্পৎ প্রদং নৃণাং ॥ ৬৬ ॥
দ্বিসপ্তচক্রং স্থূলঞ্চ নবীন জলদপ্রভং।
অনন্তাখ্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদং ॥ ৬৭ ॥
চক্রাকারং দ্বিচক্রঞ্চ স শ্রীকং জলদপ্রভং।
সগোষ্পদং মধ্যমঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুসূদনং ॥ ৬৮ ॥
সুদর্শনঞ্চৈক চক্রং গুপ্তচক্রং গদাধরং।
দ্বিচক্রং হয় বক্ত্রাভং হয়গ্রীবং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধর দেব নামে খ্যাত হইবেন। গৃহিগণ গৃহে সেই শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিলে নিয়ত সম্পত্তি লাভ করিবেন ॥ ৬৩ ॥

যে শিলার দুই চক্র স্থূল বর্ত্তুলাকার বনমালা রহিত ও অত্যন্ত স্ফুট তিনিই দামোদর নামে খ্যাত হইবেন ॥ ৬৪ ॥

যে শিলার দুই চক্র মধ্যম বর্ত্তুলাকার বাণ বিক্ষতা ও শর তূণ সমন্বিত হইবে তিনিই রণ রাম নামে খ্যাত হইবেন ॥ ৬৫ ॥

যে শিলার ছত্র তূণ সমন্বিত মধ্যম সপ্ত চক্র বিদ্যমান থাকিবে তিনিই রাজরাজেশ্বর। গৃহী সেই রাজরাজেশ্বরমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিলে রাজ সম্পদ্ লাভ করিবেন ॥ ৬৬ ॥

যে শিলার নবীন জলদ প্রভ স্থূল চতুর্দশ চক্র থাকিবে তিনি চতুবর্গ ফলপ্রদ অনন্ত নামে খ্যাত হইবেন ॥ ৬৭ ॥

যে শিলাতে জলদপ্রভ গোষ্পদান্বিত শ্রীযুক্ত চক্রাকার মধ্যম দুই চক্র থাকিবে তিনিই মধুসূদন নাম ধারণ করিবেন ॥ ৬৮ ॥

অতীব বিস্তৃতাস্যঞ্চ দ্বিচক্রং বিকটং সতি।
নরসিংহাভিধং জ্ঞেয়ং সদ্যো বৈরাগ্যদং নৃণাং ॥ ৭০ ॥
দ্বিচক্রং বিস্তৃতাস্যঞ্চ বনমালা সমন্বিতং।
লক্ষ্মীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহীণাং সুখদং সদা ॥ ৭১ ॥
দ্বার দেশে দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকঞ্চ সমং স্ফুটং।
বাসুদেবঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সর্ব্ব কাম ফল প্রদং ॥ ৭২ ॥
প্রদ্যুম্নং সূক্ষ্ম চক্রঞ্চ নবীন নীরদ প্রভং।
শুষিরছিদ্র বহুলং গৃহিণাঞ্চ সুখ প্রদং ॥ ৭৩ ॥
দ্বেচক্রেচৈক লগ্নেচ পৃষ্ঠেযত্রতু পুষ্কলং।
শঙ্কর্ষণন্তু বিজ্ঞেয়ং সুখদং গৃহিণাং সদা ॥ ৭৪ ॥

যে শিলাতে সুদর্শন চিহ্ন একচক্র ও গুপ্তচক্র থাকিতে তাহারই নাম গদাধর হইবে আর যে শিলার হয়বক্রাভ চক্রদ্বয় থাকিবে তিনিই হয়গ্রীব বলিয়া জগত সংসারে প্রসিদ্ধ হইবেন ॥ ৬৯ ॥

যে শিলায় অতি বিস্তৃতাস্য বিকট দুই চক্র থাকিবে তিনিই নরসিংহ নামে বিখ্যাত হইয়া আচর্ক মানবগণকে সদা বৈরাগ্য প্রদান করিবেন।৭০

যে শিলায় বনমালা সমন্বিত বিস্তৃতাস্য চক্রদ্বয় থাকিবে তাঁহারই নাম লক্ষ্মীনৃসিংহ হুইবে এবং তিনিই গৃহিগণের ভবনে বিশেষরূপে ভক্তি-সহকারে অর্চ্চিত হইয়া নিত্য সুখপ্রদ হইবেন ॥ ৭১ ॥

যে শিলার দ্বারদেশে সশ্রীক সমানস্ফুট দুই চক্র থাকিবে তিনিই সর্ব্বকাম ফলপ্রদ বাসুদেব নাম ধারণ করিবেন ॥ ৭২ ॥

যে শিলায় নবজলদের ন্যায় প্রভাযুক্ত ছিদ্রবহুল সূক্ষ্ম চক্র দৃষ্ট হইবে তিনি প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইবেন। গৃহিগণ ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অর্চ্চনায় সুখ লাভ করিবে ॥ ৭৩ ॥

যে শিলায় দুই চক্র পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে এবং পৃষ্ঠদেশ পুষ্কল হইবে তিনিই শঙ্কর্ষণ নাম ধারণ করিবেন। গৃহস্থের ভবনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনিই সতত সুখদায়ক হইবেন ॥ ৭৪ ॥

অনিরুদ্ধস্তু পীতাভং বর্ত্তুলঞ্চাতি শোভনং।
সুখপ্রদং গৃহস্থানাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ৭৫॥
শালগ্রাম শিলাযত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
তত্রৈব লক্ষ্মীর্বসতি সর্ব্ব তীর্থ সমন্বিতা॥ ৭৬॥
যানিকানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানিচ।
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি শালগ্রাম শিলার্চ্চনাৎ॥ ৭৭॥
ছত্রাকারে ভবেদ্রাজ্যং বর্ত্তুলেচ মহৎ শ্রিয়ং।
দুঃখঞ্চ শকটাকারে শূলাগ্রে মরণ ধ্রুবং॥ ৭৮॥
বিকৃতাস্যেচ দারিদ্রং পিঙ্গলে হানিরেবচ।
লগ্ন চক্রে ভবেদ্ব্যাধি র্ব্বিদীর্ণে মরণং ধ্রুবং॥ ৭৯॥
ব্রতং দানং প্রতিষ্ঠাঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেব পূজনং।
শালগ্রাম শিলাযাশ্চৈবাধিষ্ঠানাৎ প্রশস্তকং॥ ৮০॥

যে শিলায় পীতাভ অতি শোভন বর্ত্তুল চক্র থাকিবে তিনিই অনিরুদ্ধ নামে কীর্ত্তিত হইবেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই বিবিধ রূপে অর্চ্চকের সুখপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন॥ ৭৫॥

হে দেবি! শালগ্রামশিলার মাহাত্ম্য অধিক কি বলিব যেস্থানে শালগ্রামশিলা থাকিবে, সেই স্থানে সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন হরির অধিষ্ঠান হইবে এবং তথায় লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা হইয়া বাসকরিবেন॥ ৭৬॥

ব্রহ্মহত্যাদি যত প্রকার পাপ আছে, ভক্তিপূর্ব্বক রীত্যনুসারে শালগ্রামশিলার অর্চ্চনায় সে সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যায়॥ ৭৭॥

শালগ্রামশিলা ছত্রাকার হইলে অর্চ্চকের রাজ্য লাভ হইবে ও বর্ত্তুল হইলে অতুলৈশ্বর্য্য লাভ হইবে এবং শকটাকার হইলে দুঃখ হইবে ও শূলাগ্র হইলে নিশ্চই গৃহির মৃত্যু হইবে॥ ৭৮॥

শালগ্রামশিলা বিকৃতাস্য হইলে পুজকের দারিদ্র্য পিঙ্গল বর্ণে হানি লগ্ন চক্রে ব্যাধি ও বিদীর্ণে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে॥ ৭৯॥

সস্নাতঃ সর্ব্ব তীর্থেষু সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শালগ্রাম শিলাতোয়ৈ র্যোভিষেকং সমাচরেৎ॥ ৮১॥
সর্ব্বদানেষু যৎ পুণ্যং প্রাদক্ষিণ্যে ভুবোযথা।
সর্ব্ব যজ্ঞেষু তীর্থেষু ব্রতেষ্বনশনেষুচ॥ ৮২॥
তস্য স্পর্শঞ্চ বাঞ্ছন্তি তীর্থানি নিখিলা নিচ।
জীবন্মুক্তোমহাপূতো ভবেদেব নসংশয়ঃ॥ ৮৩॥
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং তপসাং করণেসতি।
তৎপুণ্যং লভতে নূনং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ॥ ৮৪॥
শালগ্রামশিলা তোয়ং নিত্যং ভুঙ্‌ক্তেচ যো নরঃ।
সুরেপ্সিতং প্রসাদঞ্চ জন্ম মৃত্যু জরাহরং॥ ৮৫॥
তস্য স্পর্শঞ্চ বাঞ্ছন্তি তীর্থানি নিখিলানিচ।
জীবন্মুক্তো মহাপূতো প্যন্তে যাতি হরেঃ পদং॥ ৮৬॥

শালগ্রামশিলার অধিষ্ঠানে ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা, শ্রাদ্ধ, দেবপূজা সমস্তই প্রশস্ত ও সুসিদ্ধ হইবে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৮০॥

সর্ব্বতীর্থে স্নাত ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলে যে ফল লাভ হয় শালগ্রাম-শীলা স্পর্শ জলে অভিষিক্ত হইয়া মনুষ্য সেই ফল লাভ করিবে॥ ৮১॥

সমস্ত দান, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠান, সর্ব্বতীর্থে ভ্রমণ ও অনশন ব্রতে যে পুণ্য জম্মে শালগ্রামশিলা স্পৃষ্ট জলে অভিষিক্ত হইলে মনুষ্যের সেই ফল লাভ হইবে। সমস্ত তীর্থ, সেই শালগ্রাম-শিলা জলে অভিশিক্ত ব্যক্তির স্পর্শ কামনা করিবেন এবং সেই পুরুষ মহাপূত ও জীবন্মুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই॥ ৮২। ৮৩॥

সাম ঋক্ যজু অথর্ব্ব এই চারি বেদ পাঠে ও তপঃসাধনে যে পুণ্য জম্মে শাল গ্রামশিলার অর্চ্চনায় নিশ্চয়ই সেই ফল লাভ হইবে॥ ৮৪॥

যে মনুষ্য নিত্য শালগ্রামশিলার চরণামৃত পান করিবে সেই ব্যক্তি জন্ম মৃত্যু জরা নিবারক সুরেপ্সিত প্রসন্নতা লাভ করিবে॥ ৮৫॥

তত্রৈব হরিণা সার্দ্ধং অসংখ্যং প্রাকৃতং লয়ং।
পশ্যত্যেব হি দাস্যেচ নির্ম্মুক্তো দাস্যকর্ম্মণি ॥ ৮৭ ॥
যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদি কানিচ।
তঞ্চদৃষ্ট্বাভিযাযান্তি বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥ ৮৮ ॥
তৎ পাদপদ্ম রজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
পুংসাং লক্ষং তৎপিতৃণাং নিস্তার স্তস্য জন্মনঃ ॥ ৮৯ ॥
শালগ্রামশিলা তোয়ং মৃত্যুকালেচ যো লভেৎ।
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং সগচ্ছতি ॥ ৯০ ॥
নির্ব্বাণ মুক্তিং লভতে কর্ম্মভোগাদ্বিমুচ্যতে।
বিষ্ণুপাদে প্রলীনশ্চ ভবিষ্যতি নসংশয়ঃ ॥ ৯১ ॥

নিখিল তীর্থ তাহার স্পর্শ ইচ্ছা করিবে এবং সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত ও মহাপূত হইয়া অন্তে ব্রহ্মার দুর্লভ হরির পদ লাভ করিবে ॥ ৮৬ ॥

সেই পুরুষ সনাতন হরির পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় শ্রীহরির সহিত অসংখ্য প্রাকৃতিক প্রলয় দর্শন করিবে এবং হরিচরণ সেবায় তাহার দাস্যকর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ হইবে ॥ ৮৭ ॥

গরুড়কে দর্শন করিলে যেমন সর্পগণ ভয়ে পলায়ন করে তদ্রূপ ব্রহ্মহত্যাদি যত প্রকার গুরুতর পাপ আছে তৎসমুদায় সেই হরিভক্ত সাধুব্যক্তির দর্শন মাত্রে ভয়ে বিত্রস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিবে ॥ ৮৮ ॥

সেই হরিভক্ত মহাত্মার পাদপদ্মের রজঃ স্পর্শ মাত্রেই বসুন্ধরা পবিত্রা হইবেন এবং সেই সাধুর জনন মাত্রেই তদীয় লক্ষ পিতৃ পুরুষের যে অনায়াসে নিস্তার হইবে তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৮৯ ॥

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে শালগ্রামশিলার চরণামৃত পান করিবে সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবে ॥ ৯০ ॥

ফলতঃ সেই পুণ্যবান্ পুরুষ দেহান্তে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ পূর্ব্বক বিষ্ণুচরণে লীন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯১ ॥

শালগ্রামশিলাং ধৃত্বা মিথ্যাবাদং বদেত্তু যঃ।
সযাতি কূর্ম্মদংষ্ট্রঞ্চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ॥ ৯২॥
শালগ্রামশিলা স্পৃষ্ট্বা স্বীকারং যো ন পালয়েৎ।
সপ্রযাত্যসি পত্রঞ্চ লক্ষ মন্বন্তরাধিকং॥ ৯৩॥
তুলসী পত্র বিচ্ছেদং শালগ্রামং করোতি যঃ।
তস্য জন্মান্তরে কালে স্ত্রী বিচ্ছেদো ভবিষ্যতি॥ ৯৪॥
তুলসী পত্র বিচ্ছেদং শঙ্খং যোহি করোতি চ।
ভার্য্যাহীনো ভবেৎ সোপি রোগীচ সপ্তজন্মসু॥ ৯৫॥
শালগ্রামঞ্চ তুলসী শঙ্খং একত্র এবচ।
যো রক্ষতি মহাজ্ঞানী সভবেৎ শ্রীহরি প্রিয়ঃ॥ ৯৬॥
সকৃদেব হি যোযস্যাং বীর্য্যাধানং করোতি চ।
তদ্বিচ্ছেদে তস্য দুঃখং ভবেদেব পরস্পরং॥ ৭৯॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলা গ্রহণ করিয়া মিথ্যাবাক্য বলিবে সে ব্রহ্মার জীবিতকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মদংষ্ট্রা নামক নরকে বাস করিবে॥ ৯২॥

শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিয়া যে ব্যক্তি স্বীকৃত বিষয় পালন না করে লক্ষ মন্বন্তরেরও অধিক কাল সে অসিপত্র নামক নরকে বাস করিয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করে॥ ৯৩॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলা হইতে তুলসী পত্র বিযুক্ত করিয়া রাখে জন্মান্তরে তাহার স্ত্রী বিচ্ছেদ হইয়া আন্তরিক মহা কষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯৪॥

যে নর শঙ্খকে তুলসী পত্র শূন্য করিবে সে ব্যক্তিও সপ্তজন্ম রোগী ও ভার্য্যা হীন হইবে সুতরাং তাহার কষ্টের অবধি থাকিবে না॥ ৯৫॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশীলা তুলসী ও শঙ্খ একত্র রক্ষা করিবেন তিনি মহাজ্ঞানী হইয়া শ্রীহরির প্রিয়পাত্র হইবেন॥ ৯৬॥

একবারমাত্র যে পুরুষ যে নারীর গর্ভে বীর্য্যাধান করিবে তদ্বিচ্ছেদে তাহাদিগের পরস্পরের অবশ্যই অতিশয় দুঃখ উৎপন্ন হইবে॥ ৯৭॥

ত্বং প্রিয়া শঙ্খচূড়স্য চৈক মন্বন্তরাবধি।
শঙ্খেন সার্দ্ধং তদ্ভেদঃ কেবলং দুঃখদস্তব ॥ ৯৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তাঞ্চ বিররাম চ সাদরং।
সাচ দেহং পরিত্যজ্য দিব্য রূপং দধার হ ॥ ৯৯ ॥
যথা শ্রীশ্চ তথা সাচা প্যুবাস হরিবক্ষসি।
প্রজগাম তয়া সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং কমলাপতিঃ ॥ ১০০ ॥
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী চাপি নারদ।
হরেঃ প্রিয়াশ্চতস্রশ্চ বভূবুরীশ্বরস্য চ ॥ ১০১ ॥
সদ্য স্তদ্দেহ যাতাচ বভূব গণ্ডকী নদী।
হরেরংশেন শৈলশ্চ তত্তীরে পুণ্যদো নৃণাং ॥ ১০২ ॥
কুর্ব্বন্তি তত্র কীটাশ্চ শিলাং বহুবিধাং মুনে।
জলে পতন্তি যাযাশ্চ জলদাভাশ্চ নিশ্চিতং ॥ ১০৩ ॥

হে দেবি! তুমি এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত শঙ্খচূড়ের প্রিয়া মহিষী হইয়াছিলে এখন তাহার বিচ্ছেদ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত কেবল যে তোমার দুঃখজনক হইয়া অসহ্য হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ কি? ॥ ৯৮ ॥

শ্রীহরি তুলসীকে সাদরে এই রূপ কহিয়া নিরস্ত হইলেন। তৎপরে তুলসী সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করিলেন ॥ ৯৯ ॥

তুলসী দিব্যরূপ ধারণ করিলে কমলাপতিহরি তৎসমভিব্যাহারে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। পরে লক্ষ্মীরন্যায় সেই তুলসীও তাঁহার বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১০০ ॥

হে নারদ! তখন লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা ও তুলসী এই নারী চতুষ্টয় সর্ব্বাত্মা সনাতন হরির প্রিয়া মহিষী হইলেন ॥ ১০১ ॥

এদিকে তুলসীর পূর্ব্ব দেহ তৎক্ষণাৎ গণ্ডকী নদীরূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দয়াময় হরিও তুলসী সন্নিধানে অবস্থান মানসে অংশ-ক্রমে সেই গণ্ডকীতীরে নরগণের পুণ্যজনক শৈলরূপী হইলেন ॥ ১০২ ॥

স্থলস্থাঃ পিঙ্গলাজ্ঞেয়া শ্চোপতাপাদ্ধরে রিতি।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৪ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে তুলস্যুপাখ্যানে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হে ঋষি প্রবর! তথায় কীট সকল সেই শৈলে বহুবিধ শিলা প্রস্তুত করিল। যে যে শিলা সেই গণ্ডকী নদীর জলে পতিত হইল তৎসমুদায় নিশ্চয় জলদের ন্যায় প্রভাযুক্ত হইল ॥ ১০৩ ॥

আর স্থলস্থিত শিলা সমুদায় তাপসংযোগে পিঙ্গল বর্ণ হইল। এই আমি হরির ও তুলসীর মাহাত্ম্য সমুদায় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। অতঃপর তোমার আর যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে তুলসি উপাখ্যানে
একবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদউবাচ।

তুলসীচ জগৎ পূজ্যা পূতা নারায়ণ প্রিয়া।
তস্যাঃপূজা বিধানঞ্চ স্তোত্রং কিং ন শ্রুতং ময়া ॥ ১ ॥
কেন পূজ্যা স্তুতা কেন পুরাপ্রথম ভো মুনে।
তব পূজ্যা সা বভূব কেনবা বদ মামহো ॥ ২ ॥

সূতউবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য গরুড়ধ্বজঃ।
কথাং কথিতুমারেভে পুণ্যরূপাং পুরাতনীং ॥ ৩ ॥

নারায়ণউবাচ।

হরিঃসংপ্রাপ্য তুলসীং রেমে চ রময়াসহ।
রমা সমাস্তাং সৌভাগ্যাং চকার গৌরবে নচ ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন ভগবান্! নারায়ণ প্রিয়া জগৎ পূজ্যা তুলসী যে রূপে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক পবিত্রা হইলেন তাহা শ্রবণ করিলাম কিন্তু উহাঁর পূজা বিধান ও স্তোত্র আমার শ্রুতি গোচর হয় নাই ॥ ১ ॥

পূর্ব্বে প্রথমে কে সেই তুলসীর পূজা ও স্তব করিয়াছিল এবং তিনি কি রূপেই বা আপনার পূজ্যা হইলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে আমার শ্রবণ পিপাসা বিদূরিত হয় ॥ ২ ॥

সূত কহিলেন গরুড়ধ্বজ হরি নারদের এই কথা শ্রবণে হাস্য করিয়া পুণ্যজনক পুরাতন কথা প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! সর্ব্বাত্মা হরি তুলসীকে প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন তুলসীও হরির কৃপায় লক্ষ্মীর তুল্য গৌরবান্বিতা ও সৌভাগ্যশালিনী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৪॥

সেহে লক্ষ্মীশ্চ গঙ্গাচ তস্যাশ্চ নবসঙ্গমং।
সৌভাগ্যং গৌরবং কোপান্নসেহেচ সরস্বতী ॥ ৫॥
সা তাং জঘান কলহে মানিনী হরিসন্নিধৌ।
ব্রীড়য়া স্বাপমানাচ্চ সান্তর্দ্ধানং চকার হ॥ ৬॥
সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরীদেবী জ্ঞানিনী সিদ্ধযোগিনী।
বভূবা দর্শনং কোপাৎ সর্ব্বত্রচ হরেরহো॥ ৭॥
হরির্ন দৃষ্ট্বা তুলসীং বোধযিত্বা সরস্বতীং॥ ৮॥
তদনুজ্ঞাং গৃহীত্বা চ জগাম তুলসী বনং।
তত্র গত্বাচ স্নাত্বাচ তুলস্যা তুলসীং সতীং॥ ৯॥
পূজয়ামাস ধ্যাত্বা তাং স্তোত্রং ভক্ত্যা চকারহ।
লক্ষ্মীর্ম্মায়া কামবাণী বীজপূর্ব্বং দশাক্ষরং॥ ১০॥

লক্ষ্মী ও গঙ্গা দেবী হরির সহিত তুলসীর নবসঙ্গম সহ্য করিলেন কিন্তু তদ্দর্শনে সরস্বতীর ক্রোধ উপস্থিত হইল, কারণ তিনি তুলসীর সৌভাগ্যও গৌরব কোন মতেই সহ্য করিতে পারিলেন না॥ ৫॥

মানিনী সরস্বতী হরির সমক্ষে তুলসীর সহিত কলহ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিলেন, তাহাতে শান্ত রূপা তুলসী যৎপরোনাস্তি লজ্জা ও অপমান বশতঃ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন॥ ৬॥

সুতরাং সেই সিদ্ধ যোগিনী সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী জ্ঞানপূর্ণা তুলসী দেবী ক্রোধে এককালে সর্ব্বত্র অদৃশ্যা হইলেন॥ ৭॥

হরি তুলসীকে দর্শন না করিয়া সরস্বতীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে তুলসীবনে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া তিনি স্নানান্তে তুলসীর ধ্যান পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন এবং অতিশয় ভক্তি যোগে লক্ষ্মীবীজ মায়াবীজ কামবীজ ও বাণীবীজ পূর্ব্বক দশাক্ষর মন্ত্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার স্তব করিলেন॥ ৮। ৯। ১০॥

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ বৃন্দাবন্যৈ স্বাহা।
বৃন্দাবনীতিঙন্তঞ্চ বহ্নি জায়ান্ত মে বচ।
অনেন কল্পতরুণা মন্ত্ররাজেন নারদ ॥ ১১ ॥
পূজয়েচ্চ বিধানেন সর্ব্বসিদ্ধিং লভেন্নরঃ।
ঘৃতদীপেন ধূপেন সিন্দূর চন্দনে নচ ॥ ১২ ॥
নৈবেদ্যে নচ পুষ্পেন চোপহারেণ নারদ।
হরিস্তোত্রেণ তুষ্টা সা চাবির্ভূয় মহীরুহাৎ ॥ ১৩ ॥
প্রপন্না চরণাম্ভোজে জগাম শরণং শুভং।
বরং তস্যৈ দদৌ বিষ্ণুর্জগৎ পূজ্যা ভবেতিচ ॥ ১৪ ॥
অহংত্বাঞ্চ ধরিষ্যামি স্বমূর্দ্ধ্নি রক্ষসীতি চ।
সর্ব্বেত্বাং ধারয়িষ্যন্তি স্বযং মূর্দ্ধ্নি সুরা দয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ঐ বীজপূর্ব্ব দশাক্ষর মন্ত্রের শেষভাগে চতুর্থ্যন্ত বৃন্দাবনী শব্দ বিন্যস্ত আছে। এবং সর্ব্বশেষে বহ্নিজায়া স্বাহা শব্দ বিদ্যমান আছে। ঐ মন্ত্র এই রূপ (শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ বৃন্দাবন্যৈ স্বাহা।) লক্ষ্মীবীজ শ্রীঁ মায়াবীজ হ্রীঁ কামবীজ ক্লীঁ ও বাণীবীজ ঐঁ। হে নারদ! শ্রীহরি ঐ কল্পতরু স্বরূপ মন্ত্ররাজ দ্বারা তুলসী দেবীর স্তব করিলেন ॥ ১১ ॥

হে নারদ! যে ব্যক্তি ঐরূপ বিধানে তুলসী দেবীকে ঘৃত প্রদীপ ধূপ সিন্দূর পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্যাদি উপহারে অর্চ্চনা করে তাহার সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়। হরি তুলসী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার স্তব করিলে তিনি পরিতুষ্টা হইয়া বৃক্ষ হইতে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ১২। ১৩ ॥

তুলসী আবির্ভূতা হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে হরিচরণে শরণাপন্ন হইলে শ্রীহরি তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া এই রূপ বর প্রদান করিলেন, হে দেবি! তুমি জগৎ পূজ্যা হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥

দেবি! আমি তোমাকে বক্ষঃস্থলে ও স্বীয় মস্তকে ধারণ করিব। দেবাদি সকলেই স্বয়ং তোমাকে মস্তকে ধারণ করিবেন ॥ ১৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা তাং গৃহীত্বাচ প্রযযৌ স্বালয়ং বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

নারদউবাচ।

কিং ধ্যানং স্তবনং কিংবা কিম্বা পূজা বিধিক্রমং।
তুলস্যাশ্চ মহাভাগ তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি ॥ ১৭ ॥

নারায়ণউবাচ।

অন্তর্হিতায়াং তস্যাঞ্চ গত্বাচ তুলসী বনং।
হরিঃ সংপূজ্য তুষ্টাব তুলসীং বিরহাতুরঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বৃন্দারূপাচ বৃক্ষাশ্চ যদেকত্র ভবন্তিচ।
বিদুর্ব্বুধাস্তেন বৃন্দা মৎ প্রিয়াং তাং ভজাম্যহং ॥ ১৯ ॥
পুরা বভূব সা দেবী হ্যাদৌ বৃন্দাবনে বনে।
তেন বৃন্দাবনী খ্যাতা তাং সৌভাগ্যাং ভজাম্যহং ॥ ২০ ॥

এই বলিয়া ভগবান্ হরি তৎক্ষণাৎ তুলসীকে গ্রহণ করিয়া উৎসাহান্তঃকরণে স্বীয় আলয়ে আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! তুলসীর ধ্যান স্তব ও পূজাবিধি কিরূপ, শুনিতেইচ্ছা করি অতএব তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১৭ ॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! তুলসী অন্তর্হিতা হইলে ভগবান্ হরি সেই প্রিয়া তুলসীর অদর্শনে বিরহাতুর হইয়া তুলসীবনে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করত স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

ভগবান বলিতেছেন হে দেবি! তুমি বৃন্দারূপা একত্র বহুবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হওয়াতে পণ্ডিতেরা তোমাকে বৃন্দা হইতেও আমার প্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব আমি তোমাকে ভজনা করি ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বে তুমি আমার মহিষী ছিলে, পরে প্রথমে তুমি বৃন্দাবনের বনে বনে বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইয়া বৃন্দাবনী নামে বিখ্যাত হইয়াছ, অতএব তুমি সৌভাগ্যবতী, আমি তোমাকে বিশেষরূপে ভজনা করি ॥ ২০ ॥

অসংখ্যেষুচ বিশ্বেষু পূজিতায়া নিরন্তরং।
তেন বিশ্ব পূজিতাখ্যাং জগৎ পূজ্যাং ভজাম্যহং॥ ২১॥
অসংখ্যানিচ বিশ্বানি পবিত্রাণি যয়া সদা।
তাং বিশ্বপাবনীং দেবীং বিরহেণ স্মরাম্যহং॥ ২২॥
দেবান তুষ্টা পুষ্পানাং সমূহেন যয়া বিনা।
তাং পুষ্পসারাং শুদ্ধাঞ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি শোকতঃ॥ ২৩॥
বিশ্বে যৎ প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ত্যানন্দো ভবেদ্ধ্রুবং।
নন্দিনী তেন বিখ্যাতা সা প্রীতা ভবিতা হি মে॥ ২৪॥
যস্যা দেব্যাঃ সমং নাস্তি বিশ্বেষু নিখিলে ষুচ।
তুলসী তেন বিখ্যাতা তাং যামি শরণং প্রিয়ে॥ ২৫॥
কৃষ্ণ জীবন রূপায়া শশ্বৎ প্রিয়তমা সতী।
তেন কৃষ্ণ জীবনীতি মম রক্ষতু জীবনং॥ ২৬॥

অসংখ্য বিশ্বমণ্ডলে তুমি নিরন্তর পূজিতা হইতেছ অতএব তুমি বিশ্বপূজ্যা নামে বিখ্যাত। অতএব আমি তোমাকে ভজনা করি॥ ২১॥

হে তুলসি! তুমি অসংখ্য বিশ্বকে নিরন্তর পবিত্র করিতেছ। সুতরাং তুমি বিশ্বপাবনী, আমি বিরহাতুর হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি॥২২॥

তুলসী ভিন্ন সমস্ত পুষ্পদ্বারা পূজা করিলেও দেবগণের তুষ্টিলাভ হয় না। সুতরাং তুমি শুদ্ধা ও পুষ্পসার স্বরূপা। আমি এইক্ষণে শোকসন্তপ্ত হইয়া তোমার দর্শন লাভের বাসনা করিতেছি॥ ২৩॥

জগজ্জন তোমাকে প্রাপ্তিমাত্র ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দিত হয়। সকলেই পরমানন্দে তোমাকে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে অর্পণ করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও॥ ২৪॥

হে প্রিয়ে! অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তোমার সমান কেহই নাই। তুমি তুলসীনামে প্রথিতা হইয়াছ। আমি তোমার শরণাগত হইলাম॥ ২৫॥

ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা তত্র তস্থৌ রমাপতিঃ।
দদর্শ তুলসীং সাক্ষাৎ পাদপদ্মে নতাং সতীং ॥ ২৭ ॥
রুদন্তীমভিমানেন মানিনী মান পূজিতা।
প্রিয়াং দৃষ্ট্বা প্রিয়ঃ শীঘ্রং বাসযামাস বক্ষসি ॥ ২৮ ॥
ভারত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বাচ স্বালযঞ্চ যযৌ হরিঃ।
ভারত্যাসহ তৎপ্রীতিং কারয়া মাস সত্বরং ॥ ২৯ ॥
বরং বিষ্ণুর্দদৌ তস্যৈ বিশ্বপূজ্যা ভবেত্তিচ।
শিরোধার্য্যাচ সর্ব্বেষাং বন্দ্যা মান্যা মমেতিচ ॥ ৩০ ॥
বিষ্ণোর্ব্বরেণ সাদেবী পরিতুষ্টা বভূব হ।
সরস্বতী তা মাশ্লিষ্য বাসয়া মাস সন্নিধৌ ॥ ৩১ ॥

তুমি কৃষ্ণের জীবনরূপা প্রিয়তমা বলিয়া সতত কৃষ্ণজীবনী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছ। অতএব এক্ষণে আমার জীবন রক্ষা কর ॥ ২৬ ॥

রমাপতি তুলসীর এইরূপ স্তব করিয়া সেই তুলসী কাননে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে তিনি সহসা দেখিতে পাইলেন। তুলসী আবির্ভূতা হইয়া অতিশয় ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

তৎপরে মানপূজিতা মানিনী তুলসী অভিমানে রোদন করিতে লাগিলেন। হরি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে ধারণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

অতঃপর শ্রীহরি সরস্বতী দেবীর আজ্ঞাক্রমে তুলসীর সহিত স্বীয়ালয়ে গমন পূর্ব্বক সত্বর তাঁহার সহিত ভারতীর প্রণয় করাইয়া দিলেন ॥ ২৯ ॥

পরে হরি তুলসীকে এই বর প্রদান করিলেন, হে দেবি! আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তুমি বিশ্বসংসারের পূজ্যা হইয়া সকলের শিরোধার্য্য হইবে এবং আমারও বিশেষ মান্যাও পূজনীয়া হইবে ॥ ৩০ ॥

তখন হরিপ্রিয়া তুলসী শ্রীহরির বরে পরিতুষ্টা হইলেন এবং বাগ্বাদিনী সরস্বতী দেবীও সহাস্য বদনে তুলসীকে আলিঙ্গন করিয়া সমাদর পূর্ব্বক নিকটে উপবেশন করাইলেন ॥ ৩১ ॥

লক্ষ্মীর্গঙ্গা সস্মিতা তাং সমাশ্লিষ্যচ নারদ।
গৃহং প্রবেশযামাস বিনযেন সতী তদা॥ ৩২॥
বৃন্দাং বৃন্দাবনী বিশ্বপাবনীং বিশ্বপূজিতাং।
পুষ্পসারাং নন্দিনীং চ তুলসীং কৃষ্ণজীবনীং॥ ৩৩॥
এতন্নামাষ্টকঞ্চৈতৎ স্তোত্রং নামার্থ সংযুতং।
যঃ পঠেত্তাঞ্চ সংপূজ্য সোঽশ্বমেধ ফলং লভেৎ॥ ৩৪॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াঞ্চ তুলস্যা জন্ম মঙ্গলং।
তত্র তস্যাশ্চ পূজাচ বিহিতা হরিণা পুরা॥ ৩৫॥
তস্যাং যঃ পূজযেত্তাঞ্চ ভক্ত্যাচ বিশ্বপাবনীং।
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৩৬॥
কার্ত্তিকে তুলসীপত্রং বিষ্ণবে যো দদাতি চ।
গবাময়ুত দানস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতং॥ ৩৭॥

হে নারদ! পরে লক্ষ্মী ও গঙ্গাদেবীও সহাস্য বদনে তুলসীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহ প্রবেশ করাইলেন॥ ৩২॥

যে ব্যক্তি বৃন্দা, বৃন্দাবনী, বিশ্বপাবনী, বিশ্বপূজিতা, পুষ্পসারা, নন্দিনী, তুলসী, কৃষ্ণজীবনী এই অর্থযুক্ত অষ্ট নামে তুলসীদেবীর স্তব ও তাঁহার পূজা করে তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ৩৩। ৩৪॥

কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে তুলসীর জন্ম হয়। তন্নিমিত্ত সেই দিনে অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ দয়াময় হরি তাঁহার পূজা বিধান করিয়াছেন॥ ৩৫॥

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ভক্তিপূর্ব্বক সেই বিশ্বপাবনী তুলসী দেবীর অর্চ্চনা করেন সেই মহাত্মা সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরিণামে অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন॥ ৩৬॥

কার্ত্তিক মাসে যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে তুলসীপত্র প্রদান করেন আমি বলিতেছি তাঁহার নিশ্চয়ই অযুত গোদানের ফল লাভ হয়॥ ৩৭॥

অপুত্রো লভতে পুত্রং প্রিয়াহীনো লভেৎ প্রিয়াং।
বন্ধুহীনো লভেৎ বন্ধুং স্তোত্র স্মরণ মাত্রতঃ ॥ ৩৮ ॥
রোগী প্রমুচ্যতে রোগাৎ বদ্ধোমুচ্যেত বন্ধনাৎ।
ভযান্মুচ্যেত ভীতস্তু পাপান্মুচ্যেত পাতকী ॥ ৩৯ ॥
ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রং ধ্যানং পূজা বিধিং শৃণু।
ত্বমেব বেদ জানাসি কান্যশাখোক্ত মেবচ ॥ ৪০ ॥
যদ্বক্ষ্যে পূজযেত্তাঞ্চ ভক্ত্যাচাবাহনং বিনা।
ধ্যাত্বা ষোড়শোপচারৈঃ ধ্যানং পাতক নাশনং ॥ ৪১ ॥
তুলসীপুষ্পসারাঞ্চ সতীং পূজ্যাং মনোহরাং।
কৃৎস্নপাপেন্ধ দাহায় জ্বলদগ্নি শিখোপমাং ॥ ৪২ ॥
পুষ্পেষু তুলনাপ্যস্যা নাসীদ্দেবী সুরা মুনে।
পবিত্র রূপা সর্ব্বাসু তুলসী সাচ কীর্ত্তিতা ॥ ৪৩ ॥

দেব ঋষি! অধিক আর কি বলিব, তুলসী দেবীর স্তোত্র স্মরণ মাত্রে অপুত্রকের পুত্র, প্রিয়া হীনের প্রিয়া ও বন্ধু হীনের বন্ধু লাভ হয় ॥ ৩৮ ॥

তুলসীর স্তোত্র স্মরণ মাত্রে রোগী রোগ হইতে, বদ্ধ বন্ধন হইতে, ভীত ভয় হইতে ও পাতকী ব্যক্তি পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৩৯ ॥

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট তুলসীর স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে তাঁহার ধ্যান ও পূজার বিধি শ্রবণ কর। তুমি সমস্তই জ্ঞাত আছ। বেদের কান্যশাখার উক্ত বিধিও তোমার অগোচর নাই ॥ ৪০ ॥

তথাপি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। মনুষ্য আবাহন ব্যতীত তুলসীদেবীর ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিবে। তুলসীর ধ্যান পাপনাশন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৪১ ॥

সাধ্বী তুলসী পুষ্পপ্রধানা মনোরমা ও পূজ্যা বলিয়া নির্ণীত আছে। তিনি জ্বলদগ্নিশিখাস্বরূপা হইয়া ত্রিভুবনস্থ জনগণের সমস্ত পাপ রূপ যে কাষ্ঠ তাঁহা অনায়াসে সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

শিরোধার্য্যাঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতাং বিশ্বপাবনীং।
জীবন্মুক্তাং মুক্তিদাঞ্চ ভজেতাং হরিভক্তিদাং॥ ৪৪॥
ইতি ধ্যাত্বা চ সংপূজ্য স্তুত্বাচ প্রণমেদ্বুধঃ।
উক্তং তুলস্যুপাখ্যানং কিং ভূযঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৪৫॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে তুলস্যুপাখ্যানং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হে ঋষে! আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুলসী পুষ্পের মধ্যে প্রধানা ও সমস্ত দেবীর মধ্যে পবিত্ররূপা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন॥ ৪৩॥

তুলসী সর্ব্বজনের শিরোধার্য্য, ঈপ্সিতা, বিশ্বপাবনী, জীবন্মুক্তা, মুক্তিপ্রদা ও হরিভক্তিপ্রদায়িনী বলিয়া অভিহিতা হন। অতএব তাঁহাকে ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান পূর্ব্বক জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তুলসীদেবীর পূজা ও স্তব করিয়া প্রণাম করিবেন। নারদ! এই আমি বিশ্বপবিত্রা তুলসীর উপাখ্যান তোমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা তোমার শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর॥ ৪৪। ৪৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে তুলসি উপাখ্যানে
দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

তুলস্যুপাখ্যানমিদং শ্রুতমীশ সুধোপমং।
যত্তু সাবিত্র্যুপাখ্যানং তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি ॥ ১ ॥
পুরা যেন সমুদ্ভূতা সাশ্রুতা চ শ্রুতিপ্রসূঃ।
কেন বা পূজিতা দেবী প্রথমে কৈশ্চ বা পরে ॥ ২ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মণা বেদজননী পূজিতা প্রথমে মুনে।
দ্বিতীয়েচ দেবগণৈস্তৎপশ্চাদ্বিদুষাংগণৈঃ ॥ ৩ ॥
তদা চাশ্বপতিঃ পূর্ব্বং পূজযামাস ভারতে।
তৎপশ্চাৎ পূজযামাস্তু বর্ণাশ্চত্বার এবচ ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! সুধাসম তুলসীর উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

শ্রুতিপ্রসূ সাবিত্রীদেবী পূর্ব্বে যৎকর্ত্তৃক সমুদ্ভূতা হইয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু তিনি প্রথমে কোন্ পুরুষ কর্ত্তৃক পূজিতা হইলেন এবং তৎপরে পর্য্যায় ক্রমে কাহারাই বা কি নিয়মানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ২ ॥

নারায়ণ কহিলেন নারদ! প্রথমে বেদ জননী সাবিত্রী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূজিতা হন। পরে দেবগণ দ্বারা পূজা প্রাপ্ত হয়েন ও তৎপশ্চাৎ জ্ঞানিবর্গ যথাবিধি অনুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করেন ॥ ৩ ॥

তৎকালে ভারতে মহারাজ অশ্বপতি প্রথমে সেই সাবিত্রীদেবীর পূজা করিয়াছিলেন; পরে চারিবর্ণেই তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

নারদউবাচ।

কোবা সোঽশ্বপতির্ব্রহ্মন্ কেন বা তেন পূজিতা।
সর্ব্বপূজ্যা চ সাবিত্রী তন্মে ব্যাখ্যা তু মর্হসি ॥ ৫ ॥

নারায়ণ উবাচ।

মদ্রদেশে মহারাজা বভূবাশ্বপতির্মুনে।
বৈরিণাং বলহর্ত্তাচ মিত্রাণাং দুঃখনাশনঃ ॥ ৬ ॥
আসীত্তস্য মহারাজ্ঞী মহিষী ধর্ম্মচারিণী।
মালতীতি চ সা খ্যাতা যথা লক্ষ্মীর্গদাভৃতঃ ॥ ৭ ॥
সা চ রাজ্ঞী মহা বন্ধ্যা বশিষ্ঠস্যোপদেশতঃ।
চকারারাধনং ভক্ত্যা সাবিত্র্যাশ্চৈব নারদ ॥ ৮ ॥
প্রত্যাদেশং ন সাপ্রাপ মহিষী ন দদর্শ তাং।
গৃহং জগাম সা দুঃখাদ্ধৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৯ ॥

নারদ কহিলেন প্রভো! সেই অশ্বপতি কে? কেনই বা তিনি প্রথমে সর্ব্বপূজ্যা সাবিত্রীর পূজা করিলেন তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন্।। ৫।

নারায়ণ কহিলেন, মুনিবর! মহারাজ অশ্বপতি মদ্র দেশের অধিশ্বর ছিলেন। তিনি বৈরিগণের দর্প ও মিত্রগণের দুঃখ হরণ করিতেন।। ৬।

সেই মহারাজ অশ্বপতির ধর্ম্মচারিণী মহিষীর নাম মালতী, সেই মহারাজ্ঞী গদাধর হরির হৃদয়াগতা লক্ষ্মীর অনুরূপা ছিলেন।। ৭।।

হে নারদ! সেই রাজ্ঞী মহাবন্ধ্যা থাকাতে বশিষ্ঠদেবের উপদেশে ভক্তিযোগে সাবিত্রীদেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন।। ৮।।

সাবিত্রীর আরাধনায় তাঁহার প্রতি কোন প্রত্যাদেশ হইল না এবং রাজ মহিষী, সাবিত্রীকে দেখিতেও পাইলেন না, তখন তিনি যার পর নাই ক্ষুণ্ণ হৃদয়া হইয়া গৃহে আগমন করিলেন।। ৯॥

রাজা তাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা বোধযিত্বা ন যেন বৈ।
সাবিত্র্যাস্তপসে ভক্ত্যা জগাম পুষ্করং তদা ॥ ১০ ॥
তপশ্চচার তত্রৈব সংযতঃ শতবৎসরং।
ন দদর্শচ সাবিত্রীং প্রত্যাদেশো বভূব হ ॥ ১১ ॥
শুশ্রাবাকাশ বাণীঞ্চ নৃপেন্দ্রশ্চাশরীরিণীং।
গায়ত্রী দশলক্ষঞ্চ জপং কুর্ব্বিতি নারদ ॥ ১২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র প্রজগাম পরাশরঃ।
প্রণনাম নৃপস্তঞ্চ মুনির্নৃপ মুবাচহ ॥ ১৩ ॥

পরাশর উবাচ।

সকৃজ্জপশ্চ গায়ত্র্যাঃ পাপং দিন কৃতং হরেৎ।
দশধাপ্রজপান্নৃণাং দিবারাত্রৌঘমেবচ ॥ ১৪ ॥

মহারাজ অশ্বপতি মহিষীকে দুঃখিতা দেখিয়া সাবিত্রীর প্রসন্নতা লাভের জন্য ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তপস্যার্থ পুষ্কর তীর্থে গমন করিলেন। ১০।

পুষ্করতীর্থে গমন পূর্ব্বক তিনি সংযত হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত কঠিন তপস্যা করিলেন। তথাপি সাবিত্রীর দর্শন লাভে সমর্থ হইলেন না, কেবল তাঁহার প্রতি সাবিত্রীর প্রত্যাদেশ মাত্র হইল ॥ ১১ ॥

হে নারদ! তখন সেই অশ্বপতি নৃপেন্দ্র এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন, রাজন্! তুমি সাবধান পূর্ব্বক দশলক্ষ গায়ত্রী মন্ত্র জপ কর ॥ ১২ ॥

ঐসময়ে তথায় মহর্ষি পরাশর সমাগত হইলেন। রাজা তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে সেই মুনিবর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ॥ ১৩ ॥

পরাশর কহিলেন, মহারাজ! গায়ত্রী জপের ফল বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর। একবার মাত্র গায়ত্রী জপ করিলে এক দিবাভাগের পাপক্ষয় হয়, আর দশবার গায়ত্রী জপ করিলে মনুষ্যের দিবারাত্রি কৃত পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শতধাচ জপাচ্চৈবং পাপং মাসার্জ্জিতং পরং।
সহস্রধা জপশ্চৈবং কল্মষং বৎসরার্জ্জিতং ॥ ১৫ ॥
লক্ষজন্ম কৃতং পাপং দশলক্ষ ত্রিজন্মনঃ।
সর্ব্বজন্ম কৃতং পাপং শতলক্ষো বিনশ্যতি ॥ ১৬ ॥
করোতি মুক্তিং বিপ্রাণাং জপো দশগুণ স্তুতঃ।
করং সর্পফণাকারং কৃত্বাতু ঊর্দ্ধমুদ্রিতং ॥ ১৭ ॥
আনম্র মূর্দ্ধমচলং প্রজপেৎ প্রাঙ্মুখো দ্বিজঃ।
অনামিকা মধ্যদেশা দধো বাম ক্রমেণচ ॥ ১৮ ॥
তর্জ্জনী মূলপর্য্যন্তং জপস্যৈষঃ ক্রমঃ করে।
শ্বেতপঙ্কজ বীজানাং স্ফাটিকঞ্চ সুসংস্কৃতাং ॥ ১৯ ॥
কৃত্বা বা মালিকাং রাজন্ জপেত্তীর্থে সুরালয়ে।
সংস্থাপ্য মালামশ্বত্থ পত্র সপ্ত সুসংযতঃ ॥ ২০ ॥
কৃত্বা গোরোচনাক্তাঞ্চ গায়ত্র্যা স্নাপযেৎ সুধীঃ।
গাযত্রী শতকং তস্যাং জপেচ্চ বিধিপূর্ব্বকং ॥ ২১ ॥

আর শতবার গায়ত্রীজপ করিলে মাসার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয় এবং সহস্র বার জপ করিলে এক বৎসরের যে পাপ তাহা অনায়াসে ক্ষয় হয় ॥ ১৫ ॥

হে রাজন্! লক্ষ গায়ত্রী জপে একজন্মের পাপ দশলক্ষ জপে জন্মত্রয়ের পাপ ও শতলক্ষ জপে সর্ব্বজন্মকৃত পাপের ধ্বংস হইয়া যায় ॥ ১৬ ॥

ব্রাহ্মণ কর সর্পফণাকার ও ঊর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক সংযতচিত্তে দশগুণ গায়ত্রী জপ করিলে মুক্তি লাভে সমর্থ হন ॥ ১৭ ॥

ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব মুখ হইয়া আনম্র মস্তকে নিশ্চল ভাবে গায়ত্রী জপ করিবেন। অনামিকার মধ্যভাগের নিম্ন হইতে বামাবর্ত্তে তর্জ্জনীমূল পর্য্যন্ত জপের ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ তীর্থে ও দেবালয়ে সংযত চিত্তে অবস্থান পূর্ব্বকশ্বেত পদ্মবীজের বা স্ফাটিকের সুসংস্কৃতা মালা গোরোচনাক্ত করিয়া

অথবা পঞ্চগব্যেন স্নাতা মালাচ সংস্কৃতা।
অথ গঙ্গোদকে নৈব স্নাতা বাতি সুসংস্কৃতা ॥ ২২ ॥
এবং ক্রমেণ রাজর্ষে দশলক্ষং জপং কুরু।
সাক্ষা দ্রক্ষসি সাবিত্রীং ত্রিজন্মপাতক ক্ষয়াৎ ॥ ২৩ ॥
নিত্যং নিত্যং ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ করিষ্যসি দিনে দিনে।
মধ্যাহ্নে চাপি সাযাহ্নে প্রাতরেব শুচিঃ সদা ॥ ২৪ ॥
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্য মনর্হঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু।
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ২৫ ॥
নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তেযশ্চ পশ্চিমাং।
সশূদ্র বদ্বহিঃ কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাৎ দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥ ২৬ ॥

গায়ত্রী মন্ত্রে তাহা অভিষিক্ত করিবেন এবং সপ্ত অশ্বত্থ পত্রের উপরিভাগে তাহা সংস্থাপিত করিয়া বিধি পূর্ব্বক সেই মালায় শত বার গায়ত্রী জপ করিলে তাহা সংশোধিত হইবে ॥ ১৮। ১৯। ২০। ২১ ॥

অথবা পঞ্চগব্য দ্বারা বা গঙ্গোদকে সেই মালা অভিষিক্ত ও সংস্কৃত করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা আবশ্যক। হে রাজর্ষে! তুমি এই নিয়মে দশলক্ষ গায়ত্রী জপ কর, তাহাতে জন্মত্রয়ের পাপক্ষয় হইলে সাবিত্রী দেবীর সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

রাজন্! তুমি নিত্য নিত্য প্রতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল এই ত্রিসন্ধ্যা সময়ে অতিশয় পবিত্র হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবন্দন বর্জ্জিত ও অশুচি, কোন কার্য্যে তাহার অধিকার নাই। তদ্বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যে দিনে তৎকর্ত্তৃক যে সকল সৎকার্য্য আচরিত হয় সে কখনই তাহার ফলভাগী হয় না ॥ ২৫ ॥

যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব পশ্চিমানুসারে সন্ধ্যার উপাসনা না করে সমস্ত দ্বিজকর্ম্ম হইতে তাহাকে একেবারে বহিষ্কৃত করা নিতান্তই কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

যাবজ্জীবন পর্য্যন্তং যস্ত্রিসন্ধ্যাং করোতি চ
সচ সূর্য্য সমো বিপ্র স্তেজসা তপসা সদা।। ২৭ ।।
তৎ পাদপদ্ম রজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতোহি যো দ্বিজঃ ।। ২৮ ।।
তীর্থাণি চ পবিত্রাণি তস্য স্পর্শন মাত্রতঃ।
ততঃ পাপানি যান্ত্যেব বৈনতেযাদিবোরগাঃ ।। ২৯ ।।
ন গৃহ্নন্তি সুরাঃ পূজাং পিতরঃ পিণ্ড তর্পণং।
স্বেচ্ছযাচ দ্বিজাতেশ্চ ত্রিসন্ধ্যা রহিত স্যচ ॥ ৩০ ॥
বিষ্ণু মন্ত্র বিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরোগঃ ॥ ৩১ ॥
নিত্যং নৈবেদ্যভোজীচ ধাবকো বৃষবাহকঃ।
শূদ্রান্ন ভোজী বিপ্রশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩২ ॥
শব দাহীচ শূদ্রাণাং যো বিপ্রো বৃষলী পতিঃ।
শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৩ ॥

যে ব্রাহ্মণ যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা করেন তিনি তেজে ও তপোবলে সূর্য্যের ন্যায় পরম তেজস্বী হইয়া কালযাপন করেন ॥ ২৭ ॥

সেই ব্রাহ্মণের পাদপদ্মের রজঃ স্পর্শমাত্রে বসুন্ধরা পবিত্রা হন এবং সেই সন্ধ্যাপূত মহাত্মা তেজস্বীও জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থান করেন ॥ ২৮ ॥

সেই সাধুজনের স্পর্শন মাত্রে তীর্থ সমুদায় পবিত্র হয় এবং গরুড় দর্শনে যেমন সর্পগণ ভয়ে বিত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে তদ্রূপ তাঁহার দেহ হইতে পাপ সকল ব্যস্ত হইয়া অপগত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ পীড়াদি কারণ ভিন্ন যদি স্বেচ্ছাক্রমে ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত হয়েন তাহা হইলে দেবগণ তাহার পূজা এবং তদীয় পিতৃগণ তাহার প্রদত্ত পিণ্ড তর্পণ গ্রহণ করেন না ।। ৩০ ।।

যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্ত্র বিহীন নিত্য নৈবেদ্যভোজী, দৌত্যকার্য্যকারী বৃষবাহক বা শূদ্রান্ন ভোজী হয়; যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের শবদাহকারী শূদ্রা-

শূদ্রাণাঞ্চ প্রতিগ্রাহী শূদ্রযাজীচ যো দ্বিজঃ।
অসিজীবী মসিজীবী বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৪ ॥
যো বিপ্রোঽবীরান্ন ভোজী ঋতুস্নাতান্ন ভোজকঃ।
ভগজীবী বার্দ্ধুষিকো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৫ ॥
যঃ কন্যা বিক্রয়ী বিপ্রো যো হরের্নাম বিক্রয়ী।
যো দুগ্ধ বিক্রয়ী ভূপ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৬ ॥
সূর্য্যোদয়েচ দ্বির্ভোজী মৎস্য ভোজীচ যো দ্বিজঃ।
শিলা পূজাদি রহিতো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৭ ॥
ইত্যুক্ত্বাচ মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং পূজা বিধিঃ ক্রমং।
তমুবাচ চ সাবিত্র্যা ধ্যানাদিক মভীপ্সিতং ॥ ৩৮ ॥
দত্ত্বা সর্ব্বং নৃপেন্দ্রায প্রযযৌ স্বালযং মুনিঃ।
রাজা সম্পূজ্য সাবিত্রীং দদর্শ বরমাপ সঃ ॥ ৩৯ ॥

পতি বা অবিবাহিতাবস্থায় রজস্বলা কন্যার পতি অথবা শূদ্রের সূপকার হয়; যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রতিগ্রহ স্বীকার বা শূদ্র যাজন করে; যে ব্রাহ্মণ অসিজীবী বা মসিজীবী হয়; যে ব্রাহ্মণ অবীরার অন্ন ভোজন বা ঋতুস্নাতার অন্ন ভোজন করে; যে ব্রাহ্মণ ভগজীবী বা অর্থের বৃদ্ধিজীবী হয়; যে ব্রাহ্মণ কন্যা বিক্রয় হরিনাম বিক্রয় বা দুগ্ধ বিক্রয় করে; যে ব্রাহ্মণ সূর্য্যোদয়ে দ্বিভোজন বা মৎস্য ভোজন করে এবং যে ব্রাহ্মণ শালগ্রামশিলাদির পূজায় পরাঙ্মুখ হয় সেই ব্রাহ্মণ বিষহীন সর্পের ন্যায় ব্রহ্মণ্য হইতে হীন হইয়া থাকে॥ ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭॥

হে নারদ! মহর্ষি পরাশর, মহারাজ অশ্বপতিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সাবিত্রীদেবীর ধ্যান ও পূজাবিধি কীর্ত্তন করিলেন। ৩৮।

পরাশর, নৃপেন্দ্রকে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়া স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন। রাজাও তদনুসারে সাবিত্রীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩৯॥

নারদ উবাচ।

কিম্বা ধ্যানঞ্চ সাবিত্র্যাঃ কিম্বা পূজা বিধানকং।
স্তোত্র মন্ত্রঞ্চ কিং দত্বা প্রযযৌ স পরাশরঃ॥ ৪০ ॥
নৃপঃ কেন বিধানেন সংপূজ্য শ্রুতিমাতরং।
বরঞ্চ কিম্বা সংপ্রাপ বদ সোঽশ্বপতির্নৃপঃ॥ ৪১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণ ত্রয়োদশ্যাং শুদ্ধে কালেচ সংযতঃ।
ব্রত মেব চতুর্দ্দশ্যাং ব্রতী ভক্ত্যা সমাচরেৎ॥ ৪২ ॥
ব্রতং চতুর্দ্দশাব্দঞ্চ দ্বিসপ্ত ফল সংযুতং।
দত্বা দ্বিসপ্ত নৈবেদ্যং পুষ্পধূপাদিকং তথা॥ ৪৩ ॥
বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ভোজ্যঞ্চ বিধি পূর্ব্বকং।
সংস্থাপ্য মঙ্গল ঘটং ফল শাখা সমন্বিতং॥ ৪৪ ॥
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
সংপূজ্য পূজযেদিষ্টং ঘটে আবাহিতে মুনে॥ ৪৫ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! মহর্ষি পরাশর মহারাজ অশ্বপতির নিকট সাবিত্রীদেবীর কিরূপ ধ্যান ও কি রূপ পূজা বিধান এবং কিরূপ স্তুতি মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই নরপতিই বা কি রূপ বিধানে বেদমাতা সাবিত্রীর আরাধনা করিয়া কি প্রকার বর লাভ করিলেন কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ৪০। ৪১॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! শুদ্ধকালে জৈষ্ঠমাসীয় কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে ব্রতী সংযত হইয়া থাকিবে। পরে চতুর্দ্দশীতে যথা বিধান অনুসারে সাবিত্রী ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে॥ ৪২॥

এই সাবিত্রীব্রত চতুর্দ্দশ বর্ষ নিষ্পাদ্য। এই ব্রতে চতুর্দ্দশটি ফল চতুর্দ্দশখানি নৈবেদ্য, তদ্রূপ পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও ভোজ্য

শৃণু ধ্যানঞ্চ সাবিত্র্যা শ্চোক্তং মধ্যন্দিনেচ যৎ।
স্তোত্রং পূজা বিধানঞ্চ মন্ত্রঞ্চ সর্ব্ব কামদং॥ ৪৬॥
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভাং জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসা।
গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সহস্র সম সন্নিভাং॥ ৪৭॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং রত্ন ভূষণ ভূষিতাং।
বহ্নি শুদ্ধাং শুকাধানাং ভক্তানুগ্রহ কাতরাং॥ ৪৮॥
সুখদাং মুক্তিদাং শান্তাং কান্তাঞ্চ জগতাং বিধিঃ।
সর্ব্ব সম্পৎ স্বরূপাঞ্চ প্রদাত্রীং সর্ব্ব সম্পদাং॥ ৪৯॥
বেদাধিষ্ঠাতৃ দেবীঞ্চ বেদ শাস্ত্র স্বরূপিণীং।
বেদ বীজ স্বরূপাঞ্চ ভজেত্তাং বেদমাতরং॥ ৫০॥

বিধিপূর্ব্বক প্রদান করিতে হয়। ব্রতী প্রথমে ফলশাখাসমন্বিত মঙ্গল ঘট স্থাপন করিয়া সেই ঘটে গণেশ সূর্য্য অগ্নি ও শিব দুর্গার পূজা করিয়া আবাহন পূর্ব্বক ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিবে॥ ৪৩। ৪৪। ৪৫॥

দেবর্ষে! মধ্যাহ্নকালে, সাবিত্রীর ধ্যান যেরূপ বর্ণিত আছে এবং তাঁহার সর্ব্বকামপ্রদ পূজাবিধান ও স্তুতি মন্ত্র যেরূপ পাঠ করিতে হয় তাহা তোমার নিকট বলিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ৪৬॥

ধ্যান যথা। হে দেবি! তুমি তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা ও ব্রহ্ম তেজে জ্যোতির্ম্ময়ী, গ্রীষ্মকালীন মাধ্যাহ্নিক সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তোমার দীপ্তি দীপ্যমান হইতেছে, তোমার মুখমণ্ডল প্রসন্ন, তাহাতে মৃদু মৃদু হাস্য বিকাশিত রহিয়াছে, তোমার অঙ্গে নানা রত্নভূষণ শোভমান, তুমি অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছ, ভক্তজনের প্রতি কৃপা বিতরণে তোমার কার্পণ্য আছে, তুমি শমগুণান্বিতা সুখদাত্রী, মুক্তিদায়িনী ও বিধাতার প্রিয়া। তোমাকে সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা অথচ সর্ব্বসম্পৎ প্রদায়িনী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি দেবাধিষ্ঠাত্রী বেদ শাস্ত্ররূপিণী বেদবীজ স্বরূপা ও বেদমাতা। অতএব আমি তোমাকে ঐরূপে ধ্যান করি॥ ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০॥

ধ্যাত্বা ধ্যানেন চানেন দত্বা পুষ্পং স্বমূর্দ্ধি চ।
পুন র্ধ্যাত্বা ঘটে ভক্ত্যা দেবী মাবহয়েদ্ ব্রতী ॥ ৫১ ॥
দত্বা ষোড়শোপচারং বেদোক্ত মন্ত্র পূর্ব্বকং।
সম্পূজ্য স্তুত্বা প্রণমেৎ এবং দেবীং বিধানতঃ ॥ ৫২ ॥
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ স্নানীয়ঞ্চানুলেপনং।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলং শীতলং জলং ॥ ৫৩ ॥
বসনং ভূষণং রম্যং গন্ধমাচমনীকং।
পুষ্পমালং সুতল্পঞ্চ দেযান্যেতানি ষোড়শঃ ॥ ৫৪ ॥
দারু সার বিকারঞ্চ হেমাদি নির্ম্মিতঞ্চ বা।
দেবাধারং পুণ্যদঞ্চ ময়া নিত্যং নিবেদিতং ॥ ৫৫ ॥
তীর্থোদকঞ্চ পাদ্যঞ্চ পুণ্যদং প্রীতিদং মহৎ।
পূজাঙ্গ ভূতং শুদ্ধঞ্চ ময়াভক্ত্যা নিবেদিতং ॥ ৫৬ ॥

ব্রতী এইরূপে সাবিত্রীদেবীর ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প স্থাপন করিবে। পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া ভক্তিযোগে ঘটে সাবিত্রীদেবীর আবাহন করিবে ॥ ৫১ ॥

তৎপরে ব্রতী যথাবিধানে বেদোক্ত মন্ত্রে ষোড়শোপচার প্রদান পূর্ব্বক পূজা ও স্তব করিয়া দেবীকে প্রণাম করিবে ॥ ৫২ ॥

ব্রতী যথাক্রমে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল, শীতল জল, বসন, ভূষণ, রম্য গন্ধ, আচমনীয়, মাল্য ও শয্যা এই ষোড়শ উপচারে সাবিত্রীদেবীর অর্চ্চনা করিবে ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

আসন মন্ত্র যথা। হে দেবি! তোমার উপবেশনার্থ এই বৃক্ষসারজাত বা সুবর্ণাদি নির্ম্মিত পুণ্যপ্রদ দেবাধার মৎকর্ত্তৃক নিবেদিত হইল ॥ ৫৫ ॥

দেবি! আমি তীর্থোদকস্বরূপ পুণ্য ও প্রীতিপ্রদ পূজাঙ্গভূত পরম পরিশুদ্ধ পাদ্য তোমাকে নিবেদন করিলাম ॥ ৫৬ ॥

পবিত্র রূপমর্ঘ্যঞ্চ দূর্ব্বাপুষ্পাক্ষতান্বিতং।
পুণ্যদং শঙ্খতোয়াক্তং ময়া তুভ্যং নিবেদিতং ॥ ৫৭ ॥
সুগন্ধি ধাত্রী তৈলঞ্চ দেহ সৌন্দর্য্য কারণং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্নানীয়ং প্রতি গৃহ্যতাং ॥ ৫৮ ॥
মলয়াচল সম্ভূতং দেহ শোভা বিবর্দ্ধনং।
সুগন্ধিযুক্তং সুখদং ময়াতুভ্যং নিবেদিতং ॥ ৫৯ ॥
গন্ধদ্রব্যোদ্ভবঃ পুণ্যঃ প্রীতিদো দিব্যগন্ধদঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতি গৃহ্যতাং ॥ ৬০ ॥
জগতাং দর্শনীয়ঞ্চ দর্শনং দীপ্তিকারণং।
অন্ধকার ধ্বংসবীজং ময়া তুভ্যং নিবেদিতং ॥ ৬১ ॥
তুষ্টিদং পুষ্টিদঞ্চৈব প্রীতিদং ক্ষুদ্বিনাশনং।
পুণ্যদং স্বাদুরূপঞ্চ নৈবেদ্যং প্রতি গৃহ্যতাং ॥ ৬২ ॥

এই দূর্ব্বা পুষ্পাক্ষত সম্বলিত শঙ্খ তোয়ান্বিত পবিত্ররূপ পুণ্যজনক অর্ঘ্য তোমার প্রীতির জন্য মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল॥ ৫৭॥

আমি দেহ সৌন্দর্য্যের কারণীভূত স্নানীয় সুগন্ধি ধাত্রীতৈল ভক্তি পূর্ব্বক নিবেদন করিলাম। হে দেবি! তুমি উহা গ্রহণ কর॥ ৫৮॥

মলয়াচল সম্ভূত দেহের শোভাবৃদ্ধিকর সুগন্ধিযুক্ত জগতের সুখজনক অনুলেপন আমি ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করিতেছি আপনি গ্রহণ করুন॥ ৫৯॥

দেবি! আমি ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে গন্ধদ্রব্যোদ্ভব দিব্যগন্ধপ্রদ প্রীতিজনক পবিত্র ধূপ তোমাতে অর্পণ করিলাম। তুমি ইহা পরিগ্রহ কর॥ ৬০॥

দর্শনীয় দীপ্তিকারণ ও অন্ধকার ধ্বংসের বীজস্বরূপ এই দীপ মৎকর্ত্তৃক তোমাতে সমর্পিত হইল। এবং ভক্তিপূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তিকর পুষ্টিজনক প্রীতিপ্রদ সুস্বাদু পবিত্র নৈবেদ্য আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। তুমি স্বীয় দয়া দাক্ষিণ্য গুণে কৃপা পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ কর॥ ৬১। ৬২॥

তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
তুষ্টিদং পুষ্টিদঞ্চৈব ময়াভক্ত্যা নিবেদিতং ॥ ৬৩ ॥
সুশীতলং বাসিতঞ্চ পিপাসা নাশকারণং।
জগতাং বীজরূপঞ্চ জীবনং প্রতি গৃহ্যতাং ॥ ৬৪ ॥
দেহ শোভা স্বরূপঞ্চ সভা শোভা বিবর্দ্ধনং।
কার্পাসজঞ্চ ক্রমিজং বসনং প্রতি গৃহ্যতাং ॥ ৬৫ ॥
কাঞ্চনাদি বিনির্ম্মাণং শ্রীযুক্তং শ্রীকরং সদা।
সুখদং পুণ্যদং চৈব ভূষণং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ৬৬ ॥
নানা পুষ্প বিনির্ম্মাণং পুষ্পচন্দন সংযুতং।
প্রীতিদং পুণ্যদঞ্চৈব মাল্যঞ্চ প্রতি গৃহ্যতাং ॥ ৬৭ ॥
সর্ব্বমঙ্গল রূপশ্চ সর্ব্বমঙ্গলদোবরঃ।
পুণ্যপ্রদশ্চ গন্ধাঢ্যো গন্ধশ্চ প্রতি গৃহ্যতাং ॥ ৬৮ ॥

হে দেবি! তোমার প্রীতির জন্য মৎকর্ত্তৃক এই কর্পূরাদিবাসিত ও পুষ্টি এবং তুষ্টিকর উৎকৃষ্ট তাম্বূল ভক্তিযোগে নিবেদিত হইল ॥ ৬৩ ॥

দেবি! মন্নিবেদিত পিপাসা শান্তির কারণ জগতের বীজরূপ এই সুবাসিত সুশীতল বারি আপনাকে প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ৬৪ ॥

দেবি! তুমি আমার প্রদত্ত এই দেহ শোভাসম্পাদক সভা শোভাকর-কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত ও কীটজসূত্রজাত দিব্য বসন পরিগ্রহ কর ॥ ৬৫ ॥

এই কাঞ্চনাদি বিনির্ম্মিত নিয়ত শোভাপ্রদ সুখদায়ক পবিত্র সুন্দর ভূষণ, ত্বদীয় তৃপ্তির জন্য অর্পিত হইল, তুমি ইহা গ্রহণ কর ॥ ৬৬ ॥

হে দেবি! আমার প্রদত্ত এই নানা পুষ্পবিনির্ম্মিত পুষ্পচন্দন যুক্ত পুণ্য ও প্রীতিজনক জগজ্জন মনোহর মালা তোমা কর্ত্তৃক গৃহীত হউক ॥ ৬৭ ॥

এই সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ ও সর্ব্বমঙ্গলজনক পুণ্যপ্রদ দিক্‌সকল আমোদকর সুগন্ধি গন্ধ মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল, তুমি ইহা গ্রহণ কর ॥ ৬৮ ॥

শুদ্ধং শুদ্ধি প্রদঞ্চৈব শুদ্ধানাং প্রীতিদং মহৎ।
রম্যঞ্চাচমনীয়ঞ্চ ময়াদত্তং প্রগৃহ্যতাং॥ ৬৯॥
রত্নসারাদি নির্ম্মাণং পুষ্প চন্দন সংযুতং।
সুখদং পুণ্যদঞ্চৈব সুতল্পং প্রতি গৃহ্যতাং॥ ৭০॥
নানা বৃক্ষ সমুদ্ভূতং নানারূপ সমন্বিতং।
ফলস্বরূপং ফলদং ফলঞ্চ প্রতি গৃহ্যতাং॥ ৭১॥
সিন্দূরঞ্চ বরং রম্যং ভাল শোভা বিবর্দ্ধনং।
পূরণং ভূষণানাঞ্চ সিন্দূরং প্রতি গৃহ্যতাং॥ ৭২॥
বিশুদ্ধি গ্রন্থি সংযুক্তং পুণ্য সূত্র বিনির্ম্মিতং।
পবিত্রং বেদ মন্ত্রেণ যজ্ঞসূত্রঞ্চ গৃহ্যতাং॥ ৭৩॥
দ্রব্যাণ্যেতানি মূলেন দত্বা স্তোত্রং পঠেৎ সুধীঃ।
ততঃ প্রণম্য বিপ্রায় ব্রতী দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং॥ ৭৪॥

দেবি! মৎপ্রদত্ত এই প্রীতিপ্রদ শুদ্ধিকর বিশুদ্ধ সুরম্য পবিত্রজলের আচমনীয় তুমি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ কর॥ ৬৯॥

আমার নিবেদিত এই রত্নসারাদিনির্ম্মিত পুষ্পচন্দনযুক্ত পরম সুখজনক পবিত্র কোমল শয্যা তোমা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হউক॥ ৭০॥

দেবি! তুমি এই আমার নিবেদিত নানা বৃক্ষ সমুৎপন্ন নানারূপযুক্ত ভোজন সুখপ্রদ ও যার পর নাই তৃপ্তিকর বিবিধ ফল গ্রহণ কর॥ ৭১॥

এই ভাল শোভাবিবর্দ্ধন ভূষণ সমুদায়ের পূরক নারীগণের নিতান্ত আদরণীয় সুরম্য সিন্দূর ভূষণ তোমাকর্ত্তৃক গৃহীত হউক॥ ৭২॥

দেবি! এই পবিত্র সূত্রে নির্ম্মিত বিশুদ্ধগ্রন্থি যুক্ত বেদমন্ত্রদ্বারা পরিশোধিত পবিত্র যজ্ঞসূত্র আমি প্রদান করিতেছি তুমি গ্রহণ কর॥৭৩॥

তদনন্তর সুবিজ্ঞ ব্রতী মূলমন্ত্রে এই সমস্ত দ্রব্য সাবিত্রী দেবীকে প্রদান করিয়া স্তব পাঠ ও প্রণাম পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিবে॥ ৭৪॥

সাবিত্রীতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিযায়ান্ত মেবচ।
লক্ষ্মীমায়া কামপূর্ব্বং মন্ত্রমষ্টাক্ষরং বিদুঃ ॥ ৭৫॥
মধ্যন্দিনোক্তং স্তোত্রঞ্চ সর্ব্ববাঞ্ছা ফলপ্রদং।
বিপ্রজীবন রূপঞ্চ নিবোধ কথযামি তে ॥ ৭৬ ॥
কৃষ্ণেন দত্তা সাবিত্রী গোলোকে ব্রহ্মণে পুরা।
ন যাতি সা তেন সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকঞ্চ নারদ ॥ ৭৭ ॥
ব্রহ্মা কৃষ্ণাজ্ঞযা ভক্ত্যা তুষ্টাব বেদমাতরং।
তদা সা পরিতুষ্টাচ ব্রহ্মাণঞ্চ ক্রমে সতী ॥ ৭৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নারাযণ স্বরূপেচ নারাযণি সনাতনি।
নারাযণাৎ সমুদ্ভূতে প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৭৯ ॥

সাবিত্রীদেবীর অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই মূলমন্ত্রের প্রথমে লক্ষ্মীবীজ মায়াবীজ ও কামবীজ বিন্যস্ত হইবে, পরে চতুর্থ্যন্ত সাবিত্রী শব্দ ও সর্ব্বশেষে বহ্নি জায়া স্বাহা শব্দ প্রযুক্ত হইবে। অতএব সেই মূলমন্ত্র এই যথা—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সাবিত্র্যৈ স্বাহা ॥ ৭৫ ॥

হে দেবর্ষে! অতঃপর সর্ব্ববাঞ্ছা ফলপ্রদ বিপ্রজীবন স্বরূপ মাধ্যাহ্নিক সাবিত্রীর স্তোত্র যেরূপ উক্ত আছে তাহা তোমার নিকট বিশেষ রূপে বর্ণন করিতেছি তুমি একান্তঃকরণে শ্রবণ কর ॥ ৭৬ ॥

হে নারদ! পূর্ব্বে গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যানন্দ গোলোকধামে ব্রহ্মাকে সাবিত্রী প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালে সাবিত্রীদেবী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন নাই ॥ ৭৭ ॥

তৎপরে ব্রহ্মা সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক বেদমাতা সাবিত্রী দেবীর স্তব করাতে তিনি পরিতুষ্টা হইয়া ব্রহ্মার অভিলাষ পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিলেন না ॥ ৭৮ ॥

সর্ব্বস্বরূপে বিপ্রাণাং মন্ত্রসারে পরাৎপরে।
সুখদে মোক্ষদে দেবী প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮০ ॥
বিপ্র পাপেন্ধ দাহায জ্বলদগ্নি শিখোপমে।
ব্রহ্মতেজঃ প্রদে দেবি প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮১ ॥
কাযেন মনসা বাচা যৎপাপং কুরুতে দ্বিজঃ।
তত্ত্বৎ স্মরণ মাত্রেণ ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি ॥ ৮২ ॥
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা তত্র তস্থৌ চ সংসদি।
সাবিত্রী ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকং জগাম সা ॥ ৮৩ ॥
অনেন স্তব রাজেন সংস্তূযাশ্বপতির্নৃপঃ।
দদর্শ তাঞ্চ সাবিত্রীং বরংপ্রাপ মনোগতং ॥ ৮৪ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন, সুন্দরি! তুমি সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন নারায়ণ হইতে সমুৎপন্না হইয়াছ, তুমি নারায়ণী নারায়ণ স্বরূপা ও নিত্যা। তোমাকে সর্ব্বস্বরূপা বলিতে পারাযায়, ব্রাহ্মণের মন্ত্রসারা তুমি ভিন্ন আর কেহই নয়, তুমি পরাৎপরা ও সুখ মোক্ষদায়িনী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৭৯। ৮০।

হে দেবি! তুমি বিপ্রগণের পাপরূপ ইন্ধন দগ্ধ করিবার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিশিখাস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ, তুমি ব্রহ্মতেজ প্রদায়িনী। অতএব আমার প্রতি তোমার প্রীতি সমুৎপন্ন হউক ॥ ৮১ ॥

দ্বিজগণ কায়মনোবাক্যে যদি পাপাচরণ করে তাহা হইতেও ভীত হয় না কারণ তোমার স্মরণমাত্রে তৎসমুদায় ভস্মীভূত হইবে ॥ ৮২ ॥

বিধাতা সাবিত্রীদেবীকে এইরূপ স্তব করিলেন পরে সেই শ্রীকৃষ্ণসভা হইতে সাবিত্রী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৮৩ ॥

মহারাজ অশ্বপতি এইমন্ত্রে সাবিত্রী দেবীর স্তব করিয়া তদীয় সাক্ষাৎকার লাভ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৮৪ ॥

স্তব রাজমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যাযাঞ্চ যঃ পঠেৎ।
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং যৎফলং তল্লভেৎ ধ্রুবং ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানে সাবিত্রী স্তোত্র
প্রকরণং নাম ত্রয়োবিংশতি
তমোঽধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যাকালে সাবিত্রীর এই পবিত্র স্তোত্র পাঠ করে তাহার বেদচতুষ্টয় পাঠের ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্রী উপাখ্যানে
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

স্তুত্বানেন সোঽশ্বপতিঃ সম্পূজ্য বিধিপূর্ব্বকং।
দদর্শ তত্র তাং দেবীং সহস্রার্ক সমপ্রভাং ॥ ১ ॥
উবাচ সা তং রাজানং প্রসন্না সস্মিতা সতী।
যথা মাতা স্বপুত্রঞ্চ দ্যোতয়ন্তী দিশ স্ত্বিষা ॥ ২ ॥

সাবিত্র্যুবাচ।

জানামি তে মহারাজ যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
বাঞ্ছিতং তব পত্ন্যাশ্চ সর্ব্বং দাস্যামি নিশ্চিতং ॥ ৩ ॥
সাধ্বী কন্যাভিলাষঞ্চ করোতি তব কামিনী।
ত্বং প্রার্থয়সি পুত্রঞ্চ ভবিষ্যতি ক্রমেণ তে ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ ! মহারাজ অশ্বপতি এইরূপে বিধিপূর্ব্বক সাবিত্রীদেবীর পূজা ও স্তব করিয়া সহস্রসূর্য্যসমপ্রভা সেই দেবীকে সম্পূর্ণ রূপে অনায়াসে দেখিতে পাইলেন ।। ১ ॥

তখন জননী যেমন স্বীয় পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শোভান্বিতা হন, তদ্রূপ সাবিত্রীদেবী নৃপসমীপে অধিষ্ঠিতা হইয়া স্বীয় অলৌকিক তেজে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিলেন ॥ ২ ॥

পরে তিনি প্রসন্না হইয়া প্রফুল্ল মুখে নরনাথ অশ্বপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি তোমার ও ত্বৎ পত্নীর অভীষ্ট পরিজ্ঞাত হইয়াছি। এইক্ষণে আমি নিশ্চয় তোমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিব সন্দেহ মাত্র নাই তাহাতে আর কোন চিন্তা করিও না ॥ ৩ ॥

তোমার সাধ্বী ভার্য্যা একটী কন্যা কামনা করিয়াছেন এবং তুমি একটী পুত্র বাঞ্ছা করিয়াছ, ক্রমে তোমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ হইবে ॥ ৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবী ব্রহ্মলোকং জগাম হ।
রাজা জগাম স্বগৃহং তৎ কন্যাদৌ বভূবহ ॥ ৫ ॥
আরাধনাচ্চ সাবিত্র্যা বভূব কমলা কলা।
সাবিত্রীতিচ তন্নাম চকারাশ্বপতির্নৃপঃ ॥ ৬ ॥
কালেন সা বর্দ্ধমানা বভূব চ দিনে দিনে।
রূপযৌবন সম্পন্না শুক্লে চন্দ্রকলা যথা ॥ ৭ ॥
সা বরং বরয়ামাস দ্যুমৎসেনাত্মজং তথা।
সত্যবন্তং সত্যবানং নানাগুণ সমন্বিতং ॥ ৮ ॥
রাজা তস্মৈ দদৌ তাঞ্চ রত্নভূষণ ভূষিতাং।
সচ তেন যৌতুকেন তাং গৃহীত্বা গৃহং যযৌ ॥ ৯ ॥
সচ সম্বৎসরেঽতীতে সত্যবান্ সত্যবিক্রমঃ।
জগাম ফলকাষ্ঠার্থং প্রহর্ষং পিতুরাজ্ঞয়া ॥ ১০ ॥

মহাদেবী সাবিত্রী রাজাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলে রাজা স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে সাবিত্রীর আরাধনায় তাঁহার কমলার অংশজাতা একটী কন্যা সমুৎপন্ন হইল। মহারাজ অশ্বপতি সেই কন্যার সাবিত্রী নাম রক্ষা করিলেন ॥ ৫। ৬ ॥

সেই রাজকন্যা সাবিত্রী দিনে দিনে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে রূপযৌবন সম্পন্না হইয়া উঠিলেন ॥ ৭ ॥

পরে সেই সাবিত্রী আপনার ইচ্ছানুসারে দ্যুমৎসেন পুত্র সর্ব্বগুণান্বিত সত্যপরায়ণ সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ৮ ॥

অতঃপর মহারাজ অশ্বপতি রত্নভূষণ ভূষিতা স্বীয় কন্যা সাবিত্রীকে সত্যবানে সম্প্রদান করিলে তিনি আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া যৌতুকের সহিত স্বীয় পত্নীকে লইয়া নিজালয়ে আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

তৎপরে সংবৎসর পূর্ণ হইলে সত্যবিক্রম সত্যবান্ পিতার আজ্ঞাক্রমে প্রীতমনে ফল ও কাষ্ঠ আহরণার্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১০ ॥

জগাম তত্র সাবিত্রী তৎ পশ্চাদ্দৈব যোগতঃ।
নিপত্য বৃক্ষাদ্দৈবেন প্রাণাং স্তত্যাজ সত্যবান্॥ ১১॥
যমস্তজ্জীব পুরুষং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সমং মুনে।
গৃহীত্বা গমনঞ্চক্রে তৎপশ্চাৎ প্রযযৌ সতী॥ ১২॥
পশ্চাত্তাং সুন্দরীং দৃষ্ট্বা যমঃ সং যমনীপতিঃ।
উবাচ মধুরং সাধ্বীং সাধূনাং প্রবরোমহান্॥ ১৩॥

যম উবাচ।

অহো ক্ক যাসি সাবিত্রি গৃহীত্বা মানুষীং তনুং।
যদি যাস্যসি কান্তেন সার্দ্ধং দেহং তদা ত্যজ॥ ১৪॥
গন্তুংমর্ত্ত্যো ন শক্নোতি গৃহীত্বা পাঞ্চ ভৌতিকং।
দেহঞ্চ যমলোকঞ্চ নশ্বরং নশ্বরঃ সদা॥ ১৫॥

দৈবযোগে সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাদ্গামিনী হইলেন। (নিয়তের প্রতিবন্ধক কেহই হইতে পারে না) ক্রমে সত্যবান্ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ সেই বৃক্ষ হইতে নিপতিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল॥ ১১॥

হে নারদ! সত্যবান্ হতজীবিত হইলে ধর্ম্মরাজ যম তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-সম জীবপুরুষকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন পতিপরায়ণা সাধ্বী সাবিত্রীও অকুতোভয়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন॥ ১২॥

অতঃপর সংযমনীপতি সাধুপ্রবর যম রাজ সেই পরম সুন্দরী সাধ্বী সাবিত্রীকে পশ্চাদ্গামিনী দেখিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন॥ ১৩॥

যম কহিলেন, সাবিত্রি! তুমি মানুষ দেহ ধারণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? যদি পতির সহিত গমনের বাসনা থাকে তবে এ দেহ পরিত্যাগ কর কারণ এ দেহ যমসদনের গম্য নহে॥ ১৪॥

বিবেচনা কর মরণ ধর্ম্মশীল মনুষ্য এই পাঞ্চ ভৌতিক নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া কখনই আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৫॥

ভর্ত্তুস্তে কাল পূর্ণঞ্চ বভূব ভারতে সতি।
সকর্ম্ম ফল ভোগার্থং সত্যবান যাতি মদ্গৃহং ॥ ১৬ ॥
কর্ম্মণাজায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মণৈব প্রপদ্যতে ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মণেন্দ্রো ভবেজ্জীবো ব্রহ্মপুত্রঃ স্বকর্ম্মণা।
স্বকর্ম্মণা হরের্দ্দাসো জন্মাদি রহিতো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
স্বকর্ম্মণা সর্ব্বসিদ্ধি মমরত্বং লভেৎধ্রুবং।
লভেৎ স্বকর্ম্মণা বিষ্ণোঃ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং॥ ১৯ ॥
কর্ম্মণা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ মুক্তিত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা।
সুরত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ রাজেন্দ্রত্বং লভেন্নরঃ ॥ ২০ ॥
কর্ম্মণা চ মুনীন্দ্রত্বং তপস্বিত্বঞ্চ কর্ম্মণা।
কর্ম্মণা ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ বৈশ্যত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ২১ ॥

পতিব্রতে! তোমার পতি সত্যবানের কাল পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতেই সে স্বীয়কর্ম্ম ভোগার্থ আমার লোকে গমন করিতেছে ॥ ১৬ ॥

সাধ্বি! জীব, কর্ম্ম দ্বারাই উৎপন্ন ও কর্ম্ম দ্বারাই লয় প্রাপ্ত হয়। সুখ দুঃখ ভয় শোক সমস্ত কর্ম্ম দ্বারাই সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

জীব, স্বীয় কর্ম্মবলে ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারে, কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মার পুত্র-রূপে উৎপন্ন হয়, আবার কর্ম্মযোগে দেবতার দুর্ল্লভ হরিদাস হয় এবং স্বীয় আশ্চর্য্য কর্ম্ম বলে জন্ম মরণাদি বিরহিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

কর্ম্ম দ্বারাই জীবের নিশ্চয় সর্ব্বসিদ্ধি ও অমরত্ব লাভ হয় এবং কর্ম্ম-ফলে জীব বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য ও সাযুজ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি অনায়াসে লাভ করিতে পারে ॥ ১৯ ॥

স্বীয় কর্ম্ম বলেই জীব ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন ও মুক্ত হয় এবং নিজ কর্ম্ম দ্বারাই দেব মনুষ্য বা রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

কর্ম্মণা চৈব শূদ্রত্ব মন্ত্যজত্বং সকর্ম্মণা ॥ ২২ ॥
স্বকর্ম্মণা চ ম্লেচ্ছত্বং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
স্বকর্ম্মণা জঙ্গমত্বং স্থাবরত্বং স্বকর্ম্মণা ॥ ২৩ ॥
স্বকর্ম্মণা চ শৈলত্বং বৃক্ষত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা।
স্বকর্ম্মণা পশুত্বঞ্চ পক্ষিত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥
স্বকর্ম্মণা ক্ষুদ্রজন্তুঃ ক্রমিত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা।
স্বকর্ম্মণা চ সর্পত্বং গন্ধর্ব্বত্বং স্বকর্ম্মণা ॥ ২৫ ॥
স্বকর্ম্মণা রাক্ষসত্বং কিন্নরত্বং স্বকর্ম্মণা।
স্বকর্ম্মণা চ যক্ষত্বং কুষ্মাণ্ডত্বং স্বকর্ম্মণা ॥ ২৬ ॥
স্বকর্ম্মণা চ প্রেতত্বং বৈতালত্বং স্বকর্ম্মণা।
ভূতত্বঞ্চ পিশাচত্বং ডাকিনীত্বং স্বকর্ম্মণা ॥ ২৭ ॥
দৈত্যত্বং দানবত্বঞ্চ অসুরত্বং স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা পুণ্যবান্ জীবো মহাপাপী স্বকর্ম্মণা ॥ ২৮ ॥

মনুষ্য স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা মুনীন্দ্রত্ব বা তপস্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বকর্ম্মদ্বারাই নর ক্ষত্রিয় কুলে জাত বা বৈশ্যকুলে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং কর্ম্ম দ্বারাই অন্ত্যজ কুলে বা শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ২১ ॥২২ ॥

স্বকর্ম্ম দোষেই জীবের ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তি হইয়া ঘৃণিত হয় এবং কেবল স্বকর্ম্ম জন্যই জীব জঙ্গমত্ব বা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

জন্মান্তরীণ কর্ম্ম জন্যই জীবের শৈলত্ব ও বৃক্ষত্ব প্রাপ্তির অসম্ভাবনা থাকেনা। এবং অনায়াসে পশুত্ব বা পক্ষিত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

স্বকর্ম্ম জন্যই জীব ক্ষুদ্র জন্তু হইয়া থাকে এবং সরীস্থপ অর্থাৎ ক্রমি বা সর্প হয় এবং কর্ম্ম দ্বারাই জীবের গন্ধর্ব্বত্ব লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

জীব স্বকর্ম্মানুসারে রাক্ষসত্ব, কিন্নরত্ব, যক্ষত্ব, কুষ্মাণ্ডত্ব, প্রেতত্ব, বৈতালত্ব, ভূতত্ব, পিশাচত্ব, ডাকিনীত্ব, দৈত্যত্ব, দানবত্ব, বা অসুরত্ব,

কর্ম্মণা সুন্দরো হ্যরোগী মহারোগী চ কর্ম্মণা।
কর্ম্মণা চান্ধ কাণশ্চ কুৎসিতশ্চ স্বকর্ম্মণা॥ ২৯॥
কর্ম্মণা নরকং যান্তি জীবাঃ স্বর্গং স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা শক্রলোকঞ্চ সূর্য্যলোকং স্বকর্ম্মণা॥ ৩০॥
কর্ম্মণা চন্দ্রলোকঞ্চ বহ্নিলোকং স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা বায়ুলোকঞ্চ কর্ম্মণা বরুণালয়ং॥ ৩১॥
ব্রহ্মন্ কুবের লোকঞ্চ নরোযাতি স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা ধ্রুবলোকঞ্চ শিবলোকং স্বকর্ম্মণা॥ ৩২॥
যাতি নক্ষত্র লোকঞ্চ সত্যলোকং স্বকর্ম্মণা।
জনলোকং তপোলোকং মহর্লোকং স্বকর্ম্মণা॥ ৩৩॥
স্বকর্ম্মণা চ পাতালং ব্রহ্মলোকং স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা ভারতং পুণ্যং সর্ব্বেপ্সিত বরং পরং॥ ৩৪॥

প্রাপ্ত হয়, অধিক কি বলিব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্বকর্ম্ম জন্য পুণ্যবান্ও মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ২৬। ২৭। ২৮॥

নিজ কর্ম্মানুসারেই জীব সুন্দর ও অরোগী হয়, আবার কর্ম্ম দ্বারাই জীবের মহারোগ জন্মে এবং নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মদোষেই জীব অন্ধ, কাণ অর্থাৎ এক চক্ষু এবং কুৎসিত রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ২৯॥

কর্ম্ম দ্বারাই জীবের নরক এবং কর্ম্ম দ্বারাই স্বর্গ লাভ হয়। কর্ম্ম যোগেই জীব ইন্দ্রলোকে বা সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকে॥ ৩০॥

কর্ম্মানুসারে জীবের চন্দ্রলোক গমনের অসুবিধা থাকে না, আবার কর্ম্মবলে জীব বহ্নিলোক বায়ুলোক বা বরুণলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৩১॥

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলেই জীব কুবেরলোক প্রাপ্ত হয় ও কার্য্য ফল প্রভাবে জীব ধ্রুবলোক বা শিবলোকে গমন করিয়া থাকে॥ ৩২॥

কেবল স্বকর্ম্মানুসারেই জীবের নক্ষত্রলোক সত্যলোক জনলোক তপোলোক এবং মহর্লোক পর্য্যন্ত গমনে ক্ষমতা হয়॥ ৩৩॥

কর্ম্মণা যাতি বৈকুণ্ঠং গোলোকঞ্চ নিরাময়ং।
কর্ম্মণা চিরজীবত্বং ক্ষণায়ুশ্চ স্বকর্ম্মণা॥ ৩৫॥
কর্ম্মণা কোটিকল্পায়ুঃ ক্ষীণায়ুশ্চ স্বকর্ম্মণা।
জীব সঞ্চার মাত্রায় গর্ভিঃ ক্ষীণঃ স্বকর্ম্মণা॥ ৩৬॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং মহা তত্ত্বঞ্চ সুন্দরি॥
কর্ম্মণা তে মৃতো ভর্ত্তা গচ্ছ বৎসে যথা সুখং॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে কর্ম্মবিপাকে কর্ম্ম সর্ব্ব হেতু প্রদর্শন
নাম চতুর্ব্বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ।

স্বীয় কর্ম্মদ্বারাই জীব পাতালে গমন করে স্বকর্ম্মদ্বারাই জীবের ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্তি হয় এবং স্বীয় কর্ম্মানুসারেই জীব সর্ব্বেপ্সিত পবিত্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া দেব দুর্লভ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকে॥ ৩৪॥

স্বকর্ম্ম বলেই জীব বৈকুণ্ঠধামে ও নিরাময় গোলোকধামে গমন করে, কর্ম্মদ্বারাই জীব চিরজীবী হয় এবং কর্ম্মদ্বারাই জীব ক্ষণায়ু হয়॥ ৩৫॥

নিজ কর্ম্মানুসারে জীব কোটিকল্প জীবিত থাকে, আবার কর্ম্মদ্বারাই অল্পায়ু হয়, কর্ম্মবলেই জীবসঞ্চার মাত্রে প্রাণত্যাগ করে এবং কর্ম্মজন্যই জীব গর্ব্ভাবস্থায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

বৎসে! এই আমি মহাতত্ত্ব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার ভর্ত্তা কেবল নিজ কর্ম্মানুসারেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আমি কি করিব। অতএব তুমি শোক সংবরণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্তা হও॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে নারায়ণ নারদ সংবাদে
চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

যমস্য বচনং শ্রুত্বা সাবিত্রী চ পতিব্রতা।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা তামুবাচ মনস্বিনী॥ ১॥

সাবিত্র্যুবাচ।

কিং কর্ম্ম বা শুভং ধর্ম্মরাজন্ কিংবা শুভং নৃণাং।
কর্ম্মনির্ম্মলয়ন্ত্যেবং কেন বা সাধবোজনাঃ॥ ২॥
কর্ম্মণাং বীজরূপঃ কঃ কোবা কর্ম্মফলপ্রদঃ।
কিংকর্ম্ম উদ্ভবেৎ কেন কোবা তদ্ধেতুরেবচ॥ ৩॥
কোবা কর্ম্মফলংভুঙ্‌ক্তে কোবা নির্লিপ্ত এবচ।
কোবা দেহী কশ্চ দেহঃ কোবাত্র কর্ম্মকারকঃ॥ ৪॥
কিং বিজ্ঞানং মনোবুদ্ধিঃ কেবা প্রাণাঃ শরীরিণাং।
কানীন্দ্রিয়াণি কিং তেষাং লক্ষণং দেবতাশ্চ কাঃ॥ ৫॥
ভোক্তা ভোজয়িতা কোবা কো ভোগঃ কাচ নিষ্কৃতিঃ।
কো জীবঃ পরমাত্মা কঃ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ৬॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! পতিব্রতা মনস্বিনী সাবিত্রী যমের এই বাক্য সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক পরম ভক্তিযোগে তাঁহাকে স্তব করিয়া কহিলেন হে ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যের শুভকর্ম্ম কিপ্রকার ও অশুভ কর্ম্মই বা কিরূপ? সাধুগণ কিরূপে কর্ম্ম নির্ম্মূল করেন? কর্ম্মের বীজ কি? ও কর্ম্মের ফলদাতাই বা কে? কর্ম্ম কিরূপেই বা উৎপন্ন হয় ও তাহার কারণই বা কি? কে কর্ম্মফল ভোগ করে ও কে বা কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকে? কাহাকে দেহী ও কাহাকে দেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ও কর্ম্মই বা কে করে? দেহিগণের বিজ্ঞান মন বুদ্ধি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল কিরূপ?

যম উবাচ।

বেদ প্রণিহিতং কর্ম্ম তন্মন্যে মঙ্গলং পরং।
অবৈদিকন্তু যৎ কর্ম্ম তদেবাশুভ মেবচ॥ ৭॥
অহৈতুকী বিষ্ণুসেবা সঙ্কল্প রহিতা সতাং।
কর্ম্মনির্ম্মূল রূপাচ সা এব হরিভক্তিদা॥ ৮॥
হরিভক্তো নরো যশ্চ সচ মুক্তঃ শ্রুতৌ শ্রুতং।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি শোক ভীতি বিবর্জ্জিতঃ॥ ৯॥
মুক্তিশ্চ দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা।
নির্ব্বাণ পদদাত্রীচ হরিভক্তি প্রদা নৃণাং॥ ১০॥
হরিভক্তি স্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্ব্বাণ রূপাঞ্চ মুক্তি মিচ্ছন্তি সাধবঃ॥ ১১॥

ঐ সমুদায়ের লক্ষণ কি ও কাহারাই বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? ভোক্তা কে ও ভোজয়িতাই বা কে? ভোগ ও নিষ্কৃতি কিরূপ এবং জীব কাহাকে বলে ও কাহাকেই বা পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি কৃপা করিয়া এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬॥

যম কহিলেন, সাবিত্রি! বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত আছে তাহাই শুভ কর্ম্ম ও বেদ বিরুদ্ধ কর্ম্মই অশুভ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য॥ ৭॥

সাধুগণের কামনা পূর্ণ অহৈতুকী বিষ্ণুসেবাই কর্ম্মচ্ছেদনের মূল। ঐরূপে পরাৎপর পরমাত্মা বিষ্ণুর সেবা করিলেই হরিভক্তি সমুৎপন্ন হইয়া জীব পুলকাঞ্চিত হয় এবং আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে॥ ৮॥

বেদে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি হরিভক্তিপরায়ণ হন তিনি জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি শোক ও ভয় শূন্য হইয়া অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন॥ ৯॥

বেদে সর্ব্বসম্মতা মুক্তি দ্বিবিধা রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। নির্ব্বাণ প্রদা এবং নিত্যানন্দময়ী হরিভক্তি প্রদায়িনী॥ ১০॥

কর্ম্মণোবীজ রূপশ্চ সন্ততং তৎ ফলপ্রদঃ।
কর্ম্মরূপশ্চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥ ১২॥
সোপি তদ্ধেতু রূপশ্চ কর্ম্ম তেন ভবেৎ সতি।
জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এবচ॥ ১৩॥
আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীব স এবচ।
পাঞ্চভৌতিক রূপশ্চ দেহো নশ্বর এবচ॥ ১৪॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশো জলং তেজ স্তথৈবচ।
এতানি সূত্র রূপাণি সৃষ্টিঃ সৃষ্টি বিধৌ হরেঃ॥ ১৫॥
কর্ত্তা ভোক্তাচ দেহীচ স্বাত্মা ভোজয়িতা সদা।
ভোগো বিভব ভেদশ্চ নিষ্কৃতির্মুক্তি রেবচ॥ ১৬॥
সদসদ্ভেদ বীজঞ্চ জ্ঞানং নানা বিধংভবেৎ।

হরিপরায়ণ বৈষ্ণব মহাত্মারা হরিভক্তিরূপা মুক্তিই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, আর অপর সাধুগণ নির্ব্বাণ মুক্তির কামনা করেন॥ ১১॥

প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বাত্মা সর্ব্বময় পরাৎপর পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্ম ও কর্ম্মের বীজ স্বরূপ অথচ আবার তিনিই নিরন্তর কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন॥ ১২॥

সেই সনাতন দয়াময়হরিই কর্ম্মের হেতু জানিও। জীব কর্ম্মফল ভোগ করে এবং আত্মাই সর্ব্বদা কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকেন॥ ১৩॥

আত্মার প্রতিবিম্বকেই দেহী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তিনিই জীবরূপে বিখ্যাত এবং সেই জীবের আধার এই নশ্বর অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক পদার্থই দেহরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ১৪॥

পৃথিবী বায়ু আকাশ জল তেজ ইহাই পঞ্চভূত, এই সমুদায় পরমেশ্বর হরির সৃষ্টিবিধান বিষয়ে সূত্ররূপ সৃষ্টি বলিয়া নিরূপিত আছে॥ ১৫॥

দেহী কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মফল ভোক্তা, আত্মাই সর্ব্বদা কর্ম্মফল ভোগ করাইতেছেন, ঐশ্বর্য্য ভেদের নাম ভোগ এবং মুক্তিই নিষ্কৃতি॥ ১৬॥

বিষয়ানাং বিভাগানাং ভেদ বীজঞ্চকীর্ত্তিদং ॥ ১৭ ॥
বুদ্ধির্ব্বিবেচনা রূপা সা জ্ঞানদীপনী শ্রুতৌ।
বায়ুভেদাশ্চ প্রাণাশ্চ বলরূপাশ্চ দেহিনাং ॥ ১৮ ॥
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রবরং ঈশ্বরাণাং সমূহকং।
প্রেরকং কর্ম্মণাঞ্চৈব দুর্নিবার্য্যঞ্চ দেহিনাং ॥ ১৯ ॥
অনিরূপ্য মদৃশ্যঞ্চ জ্ঞান ভেদং মনঃস্মৃতং ॥ ২০ ॥
লোচনং শ্রবণং ঘ্রাণং ত্বগ্‌জিহ্বাদিক মিন্দ্রিয়ং।
অঙ্গিনামঙ্গ রূপঞ্চ প্রেরকং সর্ব্ব কর্ম্মণাং ॥ ২১ ॥
রিপুরূপং মিত্ররূপং সুখদং দুঃখদং সদা।
সূর্য্যোবায়ুশ্চপৃথিবী বাণ্যাদ্যা দেবতা স্মৃতাঃ ॥ ২২ ॥
প্রাণ দেহাদিভৃৎ যোহি সজীবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পরমাত্মা পরংব্রহ্ম নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

জ্ঞান নানাবিধ। ভেদসম্ভেদের ও বিষয় বিভাগের বীজ স্বরূপ হইয়াছে এবং তাহাই কীর্ত্তিপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ১৭ ॥

বিবেচনাকেই বুদ্ধি কহে। শ্রুতিতে বুদ্ধিই জ্ঞানের দীপ্তিকারিণী বলিয়া উক্ত আছে। প্রাণ অপান সমান ব্যান উদান এই পঞ্চ বায়ুই দেহিগণের প্রাণ ও বলরূপে অভিহিত হয় ॥ ১৮ ॥

মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান, ইন্দ্রিয় সমুদায়ের নিয়ন্তা, কর্ম্মের প্রেরক, দুর্নিবার্য্য, অনিরূপ্য, অদৃশ্য ও জ্ঞানভেদক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।১৯।২০।

চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই ইন্দ্রিয় সমুদায় দেহিগণের অঙ্গস্বরূপ, ইহারা সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরক ॥ ২১ ॥

শত্রু ও মিত্র স্বরূপ এবং সুখ দুঃখ বলিয়া সর্ব্বদা কীর্ত্তিত এবং সূর্য্য বায়ু পৃথিবী ও বাণী প্রভৃতি দেবতা ঐ ইন্দ্রিয় সমুদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

কারণং কারণানাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান স্বয়ং।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ময়াপৃষ্টং যথাগমং ॥ ২৪ ॥
জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপঞ্চ গচ্ছ বৎসে যথা সুখং ॥ ২৫ ॥

সাবিত্র্যুবাচ।

ত্যক্ত্বা ক্ব যামি কান্তং বা ত্বাং বা জ্ঞানার্ণবং বুধং।
যদ্ যং করোমি প্রশ্নঞ্চ তদ্ভবান্ বক্তুমর্হসি ॥ ২৬ ॥
কাং কাং যোনিং যাতি জীবঃ কর্ম্মণা কেন বা যম।
কেন বা কর্ম্মণা স্বর্গং কেন বা নরকং পিতঃ ॥ ২৭ ॥
কেন বা কর্ম্মণা মুক্তিঃ কেন ভক্তির্ভবেদ্ধরেঃ।
কেন বা কর্ম্মণা রোগী চারোগী কেন কর্ম্মণা ॥ ২৮ ॥

যিনি প্রাণ ও দেহাদি ধারণ করেন তিনি জীব এবং যিনি প্রকৃতি হইতে অতীত নিগুর্ণ পরব্রহ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন তিনিই পরমাত্মা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

আর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র কারণের কারণ জানিও এই আমি তোমার প্রশ্ন সমুদায়ের যথাবিধি জ্ঞান মূলক উত্তর করিলাম। বৎসে! এখন তুমি এস্থান হইতে প্রতিগমন কর ॥ ২৪। ২৫ ॥

তখন সাবিত্রী কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আমি পতিকে এবং জ্ঞানার্ণব স্বরূপ আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিব, এক্ষণে যে যে বিষয়ের প্রশ্ন করিতেছি। আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন ॥ ২৬ ॥

হে ধর্ম্মরাজ! জীব কোন্ কোন্ যোনি প্রাপ্ত হয় এবং কি কি কার্য্য করে? কোন্ কর্ম্মে স্বর্গ ও কোন্ কর্ম্মেই বা জীবের নরক প্রাপ্তি হয়? কি কার্য্য করিলে জীব মুক্তি লাভ করে ও কোন্ কার্য্য দ্বারাই বা ভগবদ্ভক্তি

কেন বা দীর্ঘজীবী চ কেনাল্পায়ুশ্চ কর্ম্মণা।
কেন বা কর্ম্মণা দুঃখী কেন বা কর্ম্মণা সুখী ॥ ২৯ ॥
অঙ্গহীনশ্চ কাণশ্চ বধিরঃ কেন কর্ম্মণা।
অন্ধো বা কৃপণো বাপি প্রমত্তঃ কেন কর্ম্মণা ॥ ৩০ ॥
ক্ষিপ্তোতি লুব্ধকশ্চৈব কেন বা নর ঘাতকঃ।
কেন সিদ্ধি মবাপ্নোতি সালোক্যাদি চতুষ্টয় ॥ ৩১ ॥
কেন বা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ তপস্বিত্বঞ্চ কেন বা।
স্বর্গ ভোগাদিকং কেন বৈকুণ্ঠং কেন কর্ম্মণা ॥ ৩২ ॥
গোলোকং কেন বা ব্রহ্মন্ সর্ব্বোৎকৃষ্টং নিরাময়ং।
নরকং বা কতি বিধং কিং সংখ্যং নাম কিঞ্চ বা ॥ ৩৩ ॥
কো বা কং নরকং যাতি কিয়ন্তং তেষু তিষ্ঠতি।
পাপিনাং কর্ম্মণা কেন কো বা ব্যাধিঃ প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥

জন্মে? জীব কোন্ কর্ম্মে রোগী ও কোন্ কর্ম্মেই বা অরোগী হয়? কোন্ কর্ম্মে জীব দীর্ঘজীবী ও কোন্ কার্য্যে অল্পায়ু হইয়া থাকে? এই জগৎ সংসার মধ্যে কিরূপ কার্য্যে জীবের সুখ ও কিরূপ কার্য্যে দুঃখ উৎপন্ন হয় ॥ ২৭। ২৮। ২৯ ॥

হে ধর্ম্মরাজ! কি কি কর্ম্ম করিলে জীব অঙ্গহীন, কাণ, বধির, অন্ধ, কৃপণ বা প্রমত্ত হইয়া থাকে? কিরূপ কার্য্যে জীব ক্ষিপ্ত, লুব্ধক ও নরঘাতক হয়? কোন্ কার্য্যে সিদ্ধি ও কোন্ কোন্ কার্য্যেই বা জীবের সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় লাভ হইয়া থাকে? ॥ ৩০। ৩১ ॥

কি কার্য্যে ব্রাহ্মণত্ব ও কি কার্য্যেই বা তপস্বিত্ব উৎপন্ন হয়? কোন্ কার্য্যে জীব স্বর্গাদি ভোগ করে ও কোন্ কার্য্যেই বা বৈকুণ্ঠে গমন করে? কোন্ কর্ম্মে জীব সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিরাময় গোলোকধামে যাত্রা করিতে পারে?। নরক কতিবিধ কিয়ৎ সংখ্যক ও তৎসমুদায়ের নামই বা কি?

যদ্‌যদস্তি ময়াপৃষ্টং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানে যম সাবিত্রীসম্বাদে
কর্ম্মবিপাকে সাবিত্রী প্রশ্নো নাম
পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

আর কোন্ কোন্ ব্যক্তি নরকে গমন করে ও তাহারা কত দিন সেই নরক ভোগ করিয়া থাকে এবং কোন্ কোন্ কর্ম্মে পাপিগণের কি কি ব্যাধি জন্মে; এই সমস্ত বিষয় আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে নারায়ণ নারদ সংবাদে
পঞ্চবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

—০—

ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সাবিত্রী বচনং শ্রুত্বা জগাম বিস্ময়ং যমঃ।
প্রহস্য বক্তুমারেভে কর্ম্ম পাকঞ্চ জীবিনাং ॥ ১ ॥

যম উবাচ।

কন্যা দ্বাদশ বর্ষীযা বৎসে ত্বং বয়সাধুনা।
জ্ঞানন্তে পূর্ব্ব বিদুষাং যোগিনাং জ্ঞানিনাং পরং ॥ ২ ॥
সাবিত্রী বরদানেন ত্বং সাবিত্রীকলা সতী।
প্রাপ্তা পুরাভূভৃতাচ তপসা তৎ সমাশুভে ॥ ৩ ॥
যথা শ্রীঃ শ্রীপতেঃ ক্রোড়ে ভবানীচ ভবোরসি।
যথা রাধাচ শ্রীকৃষ্ণে সাবিত্রী ব্রহ্ম বক্ষসি ॥ ৪ ॥
ধর্ম্মোরসি যথা মূর্ত্তিঃ শতরূপা মনৌ যথা।
কর্দ্দমে দেবহূতীচ বশিষ্ঠেরুন্ধতী যথা ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! সাবিত্রীর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন সমুদায় শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যমের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি হাস্য করিয়া তাঁহার নিকট জীবের কর্ম্ম বিপাক বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥

প্রথমেই ধর্ম্মরাজ যম সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! এক্ষণে তুমি দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা। এই অত্যাল্প বয়সে প্রাচীন জ্ঞানিবর্গ ও যোগিগণের ন্যায় তোমার দিব্য জ্ঞান দেখিতেছি ॥ ২ ॥

সাবিত্রি! আমি বুঝিলাম তুমি সামান্যা কন্যা নও, তুমি সাবিত্রীর অংশজাতা। আমার নিতান্ত বোধগম্য হইতেছে যে নরনাথ অশ্বপতি তপোবলে সাবিত্রীদেবীর বরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩ ॥

বৎসে! যেমন শ্রীপতির ক্রোড়ে লক্ষ্মী, ভবের বক্ষঃস্থলে ভবানী,

অদিতীকশ্যপে চাপি যথাহল্যাচ গৌতমে।
যথা শচী মহেন্দ্রেচ যথা চন্দ্রেচ রোহিণী ॥ ৬ ॥
যথা রতিঃ কামদেবে যথা স্বাহা হুতাশনে।
যথা স্বধা চ পিতৃষু যথা সংজ্ঞা দিবাকরে ॥ ৭ ॥
বরুণানী চ বরুণে যজ্ঞেচ দক্ষিণা যথা।
যথা ধরা বরাহেচ দেবসেনাচ কার্ত্তিকে ॥ ৮ ॥
সৌভাগ্যা সুপ্রিযাত্বঞ্চ ভব সত্যবতি প্রিয়ে।
ইতি তুভ্যং বরং দত্তমপরঞ্চ যদীপ্সিতং ॥ ৯ ॥
শৃণু দেবি মহাভাগে সর্ব্বং দাস্যামি নিশ্চিতং।

সাবিত্র্যুবাচ।

সত্যবানৌরসেনৈব পুত্ত্রানাং সতকং মম।
ভবিষ্যতি মহাভাগ বর মেব মভীপ্সিতং ॥ ১০ ॥
মৎ পিতুঃ পুত্ত্র শতকং শ্বশুরস্যচ চক্ষুষী।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতী রাধা, ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলে সাবিত্রী, ধর্ম্মের বক্ষঃস্থলে মূর্ত্তি, মনুতে শতরূপা, কর্দ্দম প্রজাপতিতে দেবহূতি, বশিষ্ঠে অরুন্ধতী ॥ ৪। ৫ ॥

কশ্যপে অদিতি, গৌতমে অহল্যা, ইন্দ্রে শচী, চন্দ্রে রোহিণী, কামদেবে রতি, হুতাশনে স্বাহা, পিতৃগণে স্বধা, দিবাকরে সংজ্ঞা, বরুণে বরুণানী, যজ্ঞে দক্ষিণা, বরাহরূপী নারায়ণে ধরা ও কার্ত্তিকে দেবসেনা বিরাজিতা রহিয়াছেন, তদ্রূপ তুমি সত্যবানের প্রিয়া মহিষী ও সৌভাগ্যবতী হও। আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম। ইহা ভিন্ন তোমার আর যে যে বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় বল, আমি নিশ্চয় তৎসমুদায় তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৬। ৭। ৮। ৯ ॥

সাবিত্রী কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে শত পুত্ত্র উৎপন্ন হয় ॥ ১০ ॥

ভগবন! আমার অন্য প্রার্থনা এই যে, আমার পিতা অপুত্ত্রক,

রাজ্যলাভো ভবত্যেব বরমেবমদীপ্সিতং ॥ ১১ ॥
অন্তে সত্যবতা সার্দ্ধং যাস্যামি হরিমন্দিরং।
সমতীতে লক্ষবর্ষে দেহীনং মে জগৎপ্রভো ॥ ১২ ॥
জীব কর্ম্মবিপাকঞ্চ শ্রোতু, কৌতূহলঞ্চ মে।
বিশ্ব বিস্তার বীজঞ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হষি ॥ ১৩ ॥

যম উবাচ।

ভবিষ্যতি মহা সাধ্বি সর্ব্বং মানসিকং তব।
জীব কর্ম্মবিপাকঞ্চ কথয়ামি নিশাময ॥ ১৪ ॥
শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণা জন্ম ভারতে।
পুণ্যক্ষযে তু সর্ব্বত্র নান্যত্র ভুঞ্জতে জনাঃ ॥ ১৫ ॥
সুরা দৈত্যা দানবাশ্চ গন্ধর্ব্বা রাক্ষসাদযঃ।
নরশ্চ কর্ম্মজনকো ন সর্ব্বে জীবিনঃ সন্তি ॥ ১৬ ॥

তিনি যেন শত পুত্র লাভ করেন এবং আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যভ্রষ্ট, তাঁহার যেন দিব্য চক্ষু লাভ ও রাজ্য প্রাপ্তি হয় ॥ ১১ ॥

হে প্রভো! এই জগৎ সংসারে আমার লক্ষবর্ষ অতীত হইলে পরিণামে যেন আমি পতি সত্যবানের সহিত সেই নিত্যানন্দ হরিমন্দিরে গমন করিতে পারি। আপনি এই বর আমাকে প্রদান করুন ॥ ১২ ॥

দেব! এক্ষণে বিশ্ববিস্তারের বীজস্বরূপ জীবের কর্ম্ম বিপাক শ্রবণ করিতে আমার কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করিয়া শ্রবণ পিপাসা বিদূরিত করুন্ ॥ ১৩ ॥

যম কহিলেন পতিব্রতে! আমি বর প্রদান করিলাম। তোমার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে জীবের কর্ম্মবিপাক বিশেষরূপে বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ কর ॥ ১৪ ॥

বৎসে! জনগণ শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে এই ভারতে জন্মগ্রহণ করে এবং পুণ্যক্ষয়ে এই স্থানেই অশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশিষ্ট জীবিনঃ কর্ম্মভুঞ্জতে সর্ব্ব যোনিষু।
বিশেষতো মানবাশ্চ ভ্রমন্তি সর্ব্বযোনিষু ॥ ১৭ ॥
শুভাশুভং ভুঞ্জতে চ কর্ম্ম পূর্ব্বার্জ্জিতং পরং।
শুভেন কর্ম্মণা যান্তি তে স্বর্গাদিকমেবচ ॥ ১৮ ॥
কর্ম্মণা চাশুভেনৈব ভ্রমন্তি নরকেষু চ।
কর্ম্ম নির্ম্মূলনে মুক্তিঃ সাচোক্তা দ্বিবিধা মতা ॥ ১৯ ॥
নির্ব্বাণ রূপা সেবা চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রোগী অকর্ম্মণা জীবশ্চারোগী শুভকর্ম্মণা ॥ ২০ ॥
দীর্ঘজীবীচ ক্ষীণায়ুঃ স্বর্গীচাপি স্ব নিশ্চিতং।
অন্ধাদয়শ্চাঙ্গহীনাঃ কুৎসিতে নচ কর্ম্মণা ॥ ২১ ॥
সিদ্ধাদিক মবাপ্নোতি সর্ব্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা।
সামান্যং কথিতং সর্ব্বং বিশেষং শৃণু সুন্দরি ॥ ২২ ॥

হে সতি! দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব রাক্ষস মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সঞ্জাত হয় কিন্তু সকলে সমকাল জীবিত থাকেনা ॥১৬॥

বিশিষ্ট জীবিগণ সর্ব্ব যোনিতে উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে, বিশেষতঃ মানবগণ কর্ম্মানুসারে সর্ব্বযোনিতে ভ্রমণ করিয়া আপন আপন কার্য্যের ফল ভোগ করিতে ত্রুটি করে না ॥ ১৭ ॥

মানবগণ জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করে। এবং শুভ কার্য্যের ফলে তাহাদিগের যথোচিত স্বর্গাদি লাভ হয় ॥ ১৮ ॥

আর অশুভ কর্ম্মফলে মানবগণকে নানা নরকে ভ্রমণ করিতে হয় কিন্তু কর্ম্ম নির্ম্মূলনে মুক্তি লাভ হয় সেই মুক্তি দ্বিবিধা ॥ ১৯ ॥

প্রথমা মুক্তি নির্ব্বাণরূপা ও দ্বিতীয়া মুক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবা-স্বরূপা। জীব দুষ্কার্য্য ফলে রোগী ও শুভকার্য্যফলে অরোগী হয় ॥ ২০ ॥

জীব কার্য্যানিবন্ধন দীর্ঘজীবী ও স্বর্গগত ব্যক্তিও ক্ষীণায়ু হইয়া থাকে এবং দুষ্কৃতি জন্য মানবগণকে অন্ধ কাণ প্রভৃতি অঙ্গহীন হইতে হয় ॥ ২১ ॥

সুদুর্ল্লভং সুভোগ্যঞ্চ পুরাণেষু শ্রুতিষ্বপি।। ২৩ ।।
দুর্লভা মানবীজাতিঃ সর্ব্বজাতিষু ভারতে।
সর্ব্বাভ্যো ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।। ২৪ ।।
বিষ্ণুভক্তো দ্বিজশ্চৈব গরীয়ান ভারতে ততঃ।
নিষ্কামশ্চ সকামশ্চ বৈষ্ণবো দ্বিবিধঃ সতি।। ২৫ ।।
সকামশ্চ প্রধানশ্চ নিষ্কামো ভক্ত এবচ।
কর্ম্ম ভোগী সকামশ্চ নিষ্কামো নিরুপদ্রবঃ ।। ২৬ ।।
স যাতি দেহং ত্যক্ত্বাচ পদং বিষ্ণোর্নিরাময়ং।
পুনরাগমনং নাস্তি তেষাং নিষ্কামিনাং সতি ।। ২৭ ।।
যে সেবন্তেচ দ্বিভুজং কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরং।
গোলোকং যান্তি তে ভক্তা দিব্য রূপঞ্চ ধারিণঃ ।। ২৮ ।।

আর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্যকার্য্যদ্বারা মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে, হে সুন্দরি! তোমার নিকট সামান্যাকারে জীবের কর্ম্মবিপাক নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে বেদপুরাণে যাহা নিতান্ত সুদুর্ল্লভ ও সুভোগ্যরূপে নির্দ্দেশ আছে তাহা বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর।। ২২। ২৩।।

এই ভারতে যত জাতি আছে সর্ব্বজাতি মধ্যে মানবজন্ম দুর্ল্লভ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণজন্ম শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বকর্ম্মে প্রশস্ত বলিয়া উক্ত আছে ।। ২৪ ।।

তন্মধ্যেও বিশেষ এই যে ভারতে হরিভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ সর্ব্বতোভাবে গরীয়ান্। জগতে বিষ্ণুভক্ত দ্বিবিধ অর্থাৎ নিষ্কাম ও সকাম॥ ২৫॥

সকাম বৈষ্ণব প্রধান রূপে গণ্য, আর নিষ্কাম বৈষ্ণব প্রকৃত ভক্ত রূপে কথিত হন। সকামকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় কিন্তু নিষ্কাম বৈষ্ণব চিরদিন নিরুপদ্রবে নিত্যানন্দ সুখ ভোগ করিয়া থাকেন॥ ২৬॥

সেই নিষ্কাম মহাত্মারা দেহাবসানে সনাতন বিষ্ণুর নিরাময় পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন, ফলতঃ কামনাশূন্য বিষ্ণু ভক্ত সাধুগণকে আর সংসারে কখনই পুনরাগমন করিতে হয় না ।। ২৭।।

যেচ নারায়ণং ভক্তাঃ সেবন্তে চ চতুর্ভুজং।
বৈকুণ্ঠং যান্তি তে সর্ব্বে দিব্য রূপ বিধারিণঃ ॥ ২৯ ॥
সকামিনো বৈষ্ণবাশ্চ গত্বা বৈকুণ্ঠ মেবচ।
ভারতং পুনরাযান্তি তেষাং জন্ম দ্বিজাতিষু ॥ ৩০ ॥
কালেন তেচ নিষ্কামা ভবিষ্যন্তি ক্রমেণ চ।
ভক্তিঞ্চ নির্ম্মলাং বুদ্ধিং তেভ্যো দাস্যতি নিশ্চিতং ॥ ৩১ ॥
ব্রাহ্মণাদ্বৈষ্ণবাদন্যে সকামাঃ সর্ব্ব জন্মসু।
ন তেষাং নির্ম্মলা বুদ্ধি র্ব্বিষ্ণুভক্তি বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩২ ॥
তীর্থাশ্রিতা দ্বিজা যেচ তপস্যা নিরতাঃ সতি।
তে যান্তি ব্রহ্মলোকঞ্চ পুনরায়ান্তি ভারতং ॥ ৩৩ ॥

যাহারা দ্বিভুজ মুরলীধর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সেই ভক্তগণ দিব্যরূপ ধারণ করিয়া গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২৮।

যে ভক্তগণে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিরাজিত চতুর্ভুজ নারায়ণের সেবা করেন দেহান্তে তাঁহারা দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সক্ষম হন ॥ ২৯ ॥

সকাম বৈষ্ণবগণের দেহান্তে বৈকুণ্ঠ বাস হয় কিন্তু পুনর্ব্বার তাঁহারা ভারতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

সকাম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কালক্রমে নিষ্কাম হন এবং হরি তাঁহাদিগের ভক্তি ও নির্মলা বুদ্ধি প্রদান করেন ॥ ৩১ ॥

হরিপরায়ণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন কামনাবিশিষ্ট অন্য জাতি সর্ব্বজন্মেই হরিভক্তি বর্জ্জিত হয় এবং তাহাদিগের নির্মলা বুদ্ধি উপস্থিত হয় না ॥ ৩২॥

সতি! যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তীর্থাশ্রিত ও তপস্যায় অনুরক্ত থাকেন তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের তত্রস্থ ভোগ শেষ হইলে পর ভারতে তাহাদিগকে পুনরাগমন করিতে হয় ॥ ৩৩ ॥

স্বধর্ম্ম নিরতা বিপ্রাঃ সূর্য্যভক্তাশ্চ ভারতে।
ব্রজন্তি সূর্য্যলোকং তে পুনরায়ান্তি ভারতং ॥ ৩৪ ॥
স্বধর্ম্ম নিরতা বিপ্রাঃ শৈবাঃ শাক্তাশ্চ গাণপাঃ।
তে যান্তি শিব লোকঞ্চ পুনরাযান্তি ভারতং ॥ ৩৫ ॥
যে বিপ্রা অন্য দেবেষ্টাঃ স্বধর্ম্ম নিরতাঃ সন্তি।
তে গত্বা শক্র লোকঞ্চ পুনরাযান্তি ভারতং ॥ ৩৬ ॥
হরি ভক্তাশ্চ নিষ্কামাঃ স্বধর্ম্ম রহিতা দ্বিজাঃ।
তে পি যান্তি হরের্লোকং ক্রমাদ্ভক্তি বলাদহো ॥ ৩৭ ॥
স্বধর্ম্ম রহিতা বিপ্রা দেবান্য সেবিনঃ সদা।
ভ্রষ্টাশ্চারাশ্চ বালাশ্চ তে যান্তি নরকং ধ্রুবং ॥ ৩৮ ॥

ভারতে যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম নিরত হইয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন তাঁহারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু যথা সময়ে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

স্বধর্ম্ম পরায়ণ শৈব শাক্ত ও গাণপত্য ব্রাহ্মণগণের শিবলোক প্রাপ্তি হয় আবার তাঁহারা ভোগাবসানে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩৫ ॥

সাবিত্রি! যে সমস্ত স্বধর্ম্ম নিরত ব্রাহ্মণ এতদ্ভিন্ন অন্য দেবের উপাশক হন তাঁহারা দেহান্তে পুণ্যবলে ইন্দ্রলোকে গমন করেন। সে স্থানে সুকৃতির পরিমাণানুসারে স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে ভারতে আগমন করিতে হয় ॥ ৩৬ ॥

আর স্বধর্ম্ম রহিত ব্রাহ্মণ গণও যদি নিষ্কাম রূপে হরির আরাধনা করিয়া হরি ভক্তি পরায়ণ হন, তাহাহইলে সেই ভক্তি বলে ক্রমে তাঁহারা হরির পরম ধামে গমন করিতে সক্ষম হন ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা হরি ভিন্ন অন্য দেবের উপাসনা করিলে এবং ভ্রষ্টাচার ও বালকের ন্যায় চপল মতি হইলে নিশ্চই তাহারা নরকে গমন পূর্ব্বক সমূহ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

স্বধর্ম্ম নিরতা শ্চৈবং বর্ণাশ্চত্বার এবচ।
ভবন্ত্যেব শুভস্যেব কর্ম্মণঃ ফল ভাগিনঃ॥ ৩৯॥
স্বধর্ম্ম রহিতাস্তেচ নরকং যান্তিহি ধ্রুবং।
ভারতে চ ভবন্ত্যেব কর্ম্মণঃ ফল ভাগিনঃ॥ ৪০॥
স্বধর্ম্ম নিরতা বিপ্রাঃ স্বধর্ম্ম নিরতাযচ।
কন্যাং দদাতি বিপ্রায চন্দ্রলোকং ব্রজন্তিতে॥ ৪১॥
বসন্তি তত্রতে সাধ্বি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
সালঙ্কৃতাযা দানেচ দ্বিগুণং ফল মুচ্যতে॥ ৪২॥
সকামা যান্তি তল্লোকং ন নিষ্কামাশ্চ বৈষ্ণবাঃ।
তে প্রযান্তি বিষ্ণুলোকং ফল সন্ধান বর্জ্জিতাঃ॥ ৪৩॥
গব্যঞ্চ রজতং ভার্য্যাং বস্ত্রং শস্যং ফলং জলং।
যে দদত্যেব বিপ্রেভ্য স্তল্লোকংহি ব্রজন্তিচ॥ ৪৪॥

এইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণ যদ্যপি ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন তাহা হইলে নিশ্চয়ই শুভ কর্ম্মের ফলভাগি হইবেন॥ ৩৯॥

আর যাহারা নিঃসন্দেহ নিরয়ে গমন করে তাহারা নরক ভোগের পঃ ভারতে আবার জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বকর্ম্মের ফলভাগী হয়॥ ৪০॥

স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম নিরত বিপ্রকে কন্যাদন করিলে তদু পযুক্ত ফল পান অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন॥ ৪১॥

হে সাধ্বি! যে স্বধর্ম্মরত ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মক্রান্ত ব্রাহ্মণকে কন্যাদা করেন তাঁহারা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগ কাল পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করেন আর সালঙ্কৃতা কন্যাদানে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হয়॥ ৪২॥

এই যে নিয়ম উক্ত হইল তন্মধ্যে বিশেষ এই যে সকাম ব্রাহ্মণগণ কন্যাদানে চন্দ্রলোকে গমন করেন কিন্তু বিষ্ণুভক্ত নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রলোকে গমন করেন না তাঁহারা ফল সন্ধান বর্জ্জিত হইয়া সেই নিত্যানন্দ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন॥ ৪৩॥

বসন্তি তেচ তল্লোকং যাবন্মন্বন্তরং সতি।
সুচিরাং সুচিরং বাসং কুর্ব্বন্তি তত্র তে জনাঃ॥ ৪৫॥
যো দদাতি সুবর্ণঞ্চ গাঞ্চ তাম্রাদিকং সতি।
তে যান্তি সূর্য্যলোকঞ্চ শুচয়ে ব্রাহ্মণায়চ॥ ৪৬॥
বসন্তি তত্র তে লোকে বর্ষাণামযুতং সতি।
বিপুলে চ চিরং বাসং কুর্ব্বন্তি চ নিরাময়াঃ॥ ৪৭॥
দদাতি ভূমিং বিপ্রেভ্যো ধান্যানি বিপুলানিচ।
সযাতি বিষ্ণুলোকঞ্চ শ্বেতদ্বীপ মনোহরং॥ ৪৮॥
তত্রৈব নিবসত্যেব যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
বিপুলং বিপুলে বাসং করোতি পুণ্যবান্ সতি॥ ৪৯॥

যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে গব্য, রজত, বস্ত্র, শস্য, ফল, জল প্রদান এবং ব্রাহ্মণগণের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন তাঁহাদিগের পরিণামে অনায়াসে সেই বিষ্ণুলোক লাভ হয় সন্দেহ মাত্র নাই॥ ৪৪॥

সেই মহাত্মারা এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত সেই লোকে বাস করেন। তথায় তাঁহাদিগের আধি ব্যাধি কিছুমাত্র থাকে না। সেই বিষ্ণুলোকে তাঁহারা ঐ দীর্ঘকাল পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন॥ ৪৫॥

হে সতি! যে ব্যক্তি পবিত্র ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ, গো ও তাম্রাদি ধাতু প্রদান করেন দেহান্তে তিনি সূর্য্যলোকে গমন করেন॥ ৪৬॥

সাধ্বি! ঐরূপ দানশীল মহাত্মাদিগের অযুত বর্ষ সূর্য্যলোকে বাস হয়। তাঁহারা নিরাময় হইয়া ঐদীর্ঘকাল পরম সুখে তথায় থাকেন॥ ৪৭॥

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধান্য ও ভূমি দান করেন তিনি দেহাবসানে মনোহর বিষ্ণুলোকে শ্বেতদ্বীপে গমন করিতে সমর্থ হন॥ ৪৮॥

সেই মহাত্মা চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সেই বিষ্ণুলোকে বাস করেন তথায় তাঁহার ক্লেশমাত্র থাকে না। সেই পরম ধামে তিনি স্বীয় পুণ্য বলে ক্রমাগত পরমসুখ অনুভব করিয়া থাকেন॥ ৪৯॥

গৃহং দদাতি বিপ্রায় যে জনা ভক্তিপূর্ব্বকং।
তে যান্তি বসুলোকঞ্চ চিরং তত্র ভবন্তি তে ॥ ৫০ ॥
গৃহরেণু প্রমাণাব্দং দানং পুণ্যং দিনে দিনে।
বিপুলং বিপুলে বাসং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ সতি ॥ ৫১ ॥
যস্মৈ যস্মৈচ দেবায যোদদাতি গৃহং নরঃ।
সযাতি তস্য লোকঞ্চ রেণুমানাব্দ এবচ ॥ ৫২ ॥
সৌধে চতুর্গুণং পুণ্যং পূর্ত্তে শতগুণং ফলং।
প্রকৃষ্টেঽষ্টগুণং তস্মাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৫৩ ॥
যো দদাতি তড়াগঞ্চ সর্ব্বভূতায় ভারতে।
স যাতি জনলোকঞ্চ বর্ষাণামযুতংসতি ॥ ৫৪ ॥
বাপ্যাং ফলং শতগুণং প্রাপ্নোতি মানবঃ সদা।
সেতু শঙ্ক প্রদানেন তড়াগস্থ ফলং লভেৎ ॥ ৫৫ ॥

যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে গৃহ প্রদান করেন, দেহ ত্যাগের পর তাঁহাদিগের বসুলোক লাভ হয় অর্থাৎ তথায় গমন করেন ॥ ৫০ ॥

দিনে দিনে সেই গৃহের রেণুপরিমিত বর্ষ তাঁহাদিগের গৃহদান জন্য পুণ্যলাভ হয়, অধিক কি গৃহদাতা মহাত্মারা দীর্ঘকাল সেই বসুলোকে বাস করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

যে ব্যক্তি যে কোন দেবের উদ্দেশে গৃহদান করেন তিনি সেই গৃহের রেণু পরিমিত বর্ষ সেই দেবের লোকে গমন করেন ॥ ৫২ ॥

ভগবান্ কমল যোনি ব্রহ্মা কহিয়াছেন দেবোদ্দেশে সামান্য গৃহ দান অপেক্ষা সৌধ গৃহদানে চতুর্গুণ ফল লাভ হয়। পরোপকারার্থ পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া সাধারণকে দান করিলে তদপেক্ষা শতগুণ এবং প্রকৃষ্ট জলাশয় দানে তদপেক্ষা অষ্টগুণ ফল লাভ হয় ॥ ৫৩ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণির হিতার্থ তড়াগ প্রস্তুত করিয়া প্রদান করে সেই পুণ্যে অযুত বর্ষ তাহার জনলোকে বাস হয় ॥ ৫৪ ॥

অশ্বত্থ বৃক্ষমারোপ্য প্রতিষ্ঠাঞ্চ করোতি যঃ।
সযাতি তপলোকঞ্চ বর্ষাণাময়ুতং পরং॥ ৫৬॥
পুষ্পোদ্যানং যো দদাতি সাবিত্রি সর্ব্বভূতযে।
সবসেৎ ধ্রুবলোকে চ বর্ষাণাময়ুতং ধ্রুবং॥ ৫৭॥
যো দদাতি বিমানঞ্চ বিষ্ণবে ভারতে সতি।
বিষ্ণুলোকে বসেৎ সোপি যাবন্মন্বন্তরং পরং॥ ৫৮॥
চিত্রযুক্তেচ বিপুলে ফলং তস্য চতুর্গুণং।
রথার্দ্ধং শিবিকাদানে ফলমেব লভেৎ ধ্রুবং॥ ৫৯॥
যো দদাতি ভক্তিযুক্তো হরয়ে দোলমন্দিরং।
বিষ্ণুলোকে বসেৎ সোপি যাবন্মন্বন্তরং পরং॥ ৬০॥

যে মহাত্মা পরহিতার্থ বাপী খনন পূর্ব্বক সাধারণের ব্যবহারার্থ দান করেন তড়াগ দান অপেক্ষা তাঁহার শতগুণ ফল লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি সাধারণের উপকারার্থ সেতু ও শঙ্ক প্রস্তুত করিয়া দেন তিনি তড়াগ দানের ফল লাভ করেন॥ ৫৫॥

যে ব্যক্তি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিয়া সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করেন দেহান্তে তিনি অযুতবর্ষ তপোলোকে বাস করিয়া থাকেন॥ ৫৬॥

হে সাবিত্রি! যে ব্যক্তি পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বভূতের ব্যবহারার্থ প্রদান করেন তিনি যে অনায়াসে দেহাবসানে নিশ্চই অযুত বর্ষ ধ্রুবলোকে বাস করিতে সমর্থ হন তাহার সংশয় নাই॥ ৫৭॥

সতি! যেব্যক্তি বিষ্ণুর উদ্দেশে বিমান উৎসর্গ করিয়া দান করেন একমন্বন্তর কাল বিষ্ণুলোকে তাঁহার পরম সুখে বাস হয়॥ ৫৮॥

সাবিত্রি! বিষ্ণুর উদ্দেশে চিত্র সমন্বিত রথ দানে তদপেক্ষা চতুর্গুণ ফল লাভ হয়। এবং শিবিকাদানে রথদানের অর্দ্ধাংশ ফল হয়॥ ৫৯॥

যে ব্যক্তি ভক্তি পরায়ণ হইয়া হরিকে দোল মন্দির দান করেন পরে মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত বিষ্ণু লোকে তাঁহার বাস হয়॥ ৬০॥

রাজমার্গং সৌধযুক্তং যঃ করোতি পতিব্রতে।
বর্ষাণামযুতং সোপি শক্রলোকে মহীযতে॥ ৬১॥
ব্রাহ্মণেভ্যোপি দেবেভ্যো দানে সমফলং লভেৎ।
যচ্চ দত্তঞ্চ যস্তোক্তুং ন দত্তং নোপতিষ্ঠতি॥ ৬২॥
ভুঙ্‌ক্ত্বা স্বর্গাদিকং সৌখ্যং পুণ্যবান্ জন্ম ভারতে।
লভেদ্বিপ্রকুলেষ্বেব ক্রমেণৈবোত্তমাদিষু॥ ৬৩॥
ভারতে পুণ্যবান্ বিপ্রো ভুক্ত্বা স্বর্গাদিকং পরং।
পুনঃ সোপি ভবেদ্বিপ্রঃ ন পুনঃ ক্ষত্রিযাদয়ঃ॥ ৬৪॥
ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যোবা কল্পা কোটিশতে নচ।
তপসা ব্রহ্মণত্বঞ্চ ন প্রাপ্নোতি শ্রুতৌ শ্রুতং॥ ৬৫॥
স্বধর্ম্ম রহিতা বিপ্রা নানাযোনিং ব্রজন্তিচ।
ভুক্ত্বাচ কর্ম্মভোগঞ্চ বিপ্রযোনিং লভেৎ পুনঃ॥ ৬৬॥

পতিব্রতে! যে ব্যক্তি রাজমার্গ সৌধ বিমণ্ডিত করেন দেহ পতনের পর তিনি ইন্দ্রলোকে অযুতবর্ষ পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন॥ ৬১॥

ব্রাহ্মণকে দান ও দেবতার উদ্দেশে দান এ উভয়েই সম ফল লাভ হয়। যে বস্তু প্রদত্ত হয় লোকান্তরে তাহাই ভোগার্থ প্রস্তুত থাকে, আর যাহা প্রদত্ত না হয় পর লোকে তাহা কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না॥ ৬২॥

পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বীয় পুণ্যবলে স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিয়া ভারতে ক্রমে পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন॥ ৬৩॥

পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ স্বীয় পুণ্যবলে স্বর্গাদি সুখ ভোগের পর পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ রূপে সমুৎপন্ন হন, কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের তাহা কোন প্রকারেই সম্ভবেনা অর্থাৎ কখনই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না॥ ৬৪॥

বেদে কথিত আছে, ক্ষত্রিয়ই হউক বা বৈশ্যই হউক শত কোটি কল্প তপস্যা করিলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না॥ ৬৫॥

স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মদোষে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৬৭ ॥
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।
দেবতীর্থে সহায়েন কাযব্যূহেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৬৮ ॥
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমর্হসি ॥ ৬৯ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানে কর্ম্মবিপাকে
কর্ম্মানুষ্ঠানুগমনং নাম ষড়্বিংশতি
তমোঽধ্যায়ঃ।

কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভে সমর্থ হয় ॥ ৬৬ ॥

শত কোটি কল্পে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা অল্প সময়ে কখনই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। শত কোটি কল্প তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ॥ ৬৭ ॥

অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মফল কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। অবশ্যই তাহা ভোক্তব্য কিন্তু বহু জন্মে বিবিধ দেহ পরিগ্রহ করিয়া দেব তীর্থে পর্য্যটন করিলে মনুষ্য শুদ্ধি লাভ পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইতে পারে। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অন্য আর যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় আমার নিকট ব্যক্ত কর ॥ ৬৮। ৬৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে নারায়ণ নারদ সংবাদে
সাবিত্রী উপাখ্যানে ষড়্বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

—০—

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সাবিত্র্যুবাচ।

প্রযান্তি স্বর্গমন্যঞ্চ যেন যেনৈব কর্ম্মণা।
মানবাঃ পুণ্যবন্তশ্চ তন্মেব্যাখ্যাতু মর্হসি ॥ ১ ॥

যম উবাচ।

অন্নদানঞ্চ বিপ্রায় যঃ করোতি চ ভারতে।
অন্নপ্রমাণবর্ষঞ্চ শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ২ ॥
অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
নাত্র পাত্র পরিক্ষাস্থান্নকাল নিয়মঃ ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥
দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো বা দদাতি চাসনং যদি।
মহীয়তে বহ্নিলোকে বর্ষাণাম যুতং ধ্রুবং ॥ ৪ ॥
যো দদাতি চ বিপ্রায় দিব্যাং ধেনুং পয়স্বিনীং।
তল্লোমমানবর্ষঞ্চ বৈকুণ্ঠে চ মহীয়তে ॥ ৫ ॥

তখন পতিব্রতা সাবিত্রীদেবী যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পুণ্যবান্ মানবগণ যে যে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠাম করিলে স্বর্গ লাভ করেন তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

যম কহিলেন দেবি! যে ব্যক্তি ভারতে ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন তিনি অন্ন পরিমিত বর্ষ ইন্দ্রলোকে পরম সুখে বাস করিতে সমর্থ হন ॥২॥

সাবিত্রি! অন্নদানের পর উৎকৃষ্টদান সংসারে আর কিছুই নাই এবং ইহা হইতে উৎকৃষ্ট দান ছিল না এবং হইবেও না। অন্নদানের পাত্রাপাত্র পরীক্ষা নাই এবং কিছুমাত্র কাল নিয়মও নাই ॥ ৩ ॥

যদি কোন ব্যক্তি দেবোদ্দেশে বা ব্রাহ্মণকে আসন প্রদান করেন তিনি নিশ্চয়ই অযুত বর্ষ অগ্নিলোকে পরম সুখে বাস করিতে পারেন ॥৪॥

চতুর্গুণং পুণ্যদিনে তীর্থে শতগুণং ফলং।
দানং নারায়ণ ক্ষেত্রে ফলং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৬ ॥
গাং যো দদাতি বিপ্রায় ভারতে ভক্তিপূর্ব্বকং।
বর্ষাণামযুতঞ্চৈব চন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৭ ॥
যশ্চ পয়স্বিনী দানং করোতি ব্রাহ্মণায় চ।
তল্লোমমানবর্ষঞ্চ বৈকুণ্ঠে চ মহীয়তে ॥ ৮ ॥
যো দদাতি ব্রাহ্মণায় শালগ্রামং সবস্ত্রকং।
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৯ ॥
যো দদাতি ব্রাহ্মণায় সবৎসাঞ্চ মনোহরাং।
বর্ষাণামযুতং সোপি মোদতে বরুণালয়ে ॥ ১০ ॥
বিপ্রায় পাদুকাযুগ্মং যোদদাতি চ ভারতে।
মহীয়তে বায়ুলোকে বর্ষাণামযুতং সতি ॥ ১১ ॥

যিনি ব্রাহ্মণকে সুলক্ষণা পয়স্বিনী ধেনু দান করেন সেই ধেনুর লোমপরিমিত বর্ষ তিনি বৈকুণ্ঠ ধামে পরম সুখে বাস করেন ॥ ৫ ॥

পুণ্যদিনে ঐরূপ ধেনুদানে চতুর্গুণ ফল এবং তীর্থস্থলে ঐরূপ গোদানে তদপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। আর নারায়ণ ক্ষেত্রে ঐরূপ গোদান করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল লাভ হয় ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি ভারতে ভক্তিপূর্ব্বক বিপ্রকে ধেনু দান করেন, তিনি ইহলোক সংবরণের পর অযুত বর্ষ পরম সুখে চন্দ্রলোকে বাস করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে পয়স্বিনী ধেনু দান করেন সেই ধেনুর লোমপরিমিত বর্ষ তাঁহার বৈকুণ্ঠধামে বাস হয় ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বস্ত্রের সহিত শালগ্রামশিলা প্রদান করেন চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতে পারেন ॥ ৯ ॥

যেব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সুদৃশ্যা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন তিনি অনায়াসে বরুণালয়ে আনন্দপূর্ব্বক অযুত বর্ষ বাস করিতে সমর্থ হন ॥ ১০ ॥

যো দদাতি ব্রহ্মণায় শয্যাং দিব্যাং মনোহরাং।
মহীয়তে চন্দ্রলোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১২ ॥
যো দদাতি প্রদীপঞ্চ দেবায় ব্রাহ্মণায় চ।
যাবন্মন্বন্তরং সোপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৩ ॥
সম্প্রাপ্য মানবীং যোনিং চক্ষুষাংশ্চ ভবেৎ ধ্রুবং।
ন যাতি যমলোকঞ্চ তেন পুণ্যেন সুন্দরি ॥ ১৪ ॥
করোতি গজদানঞ্চ যোহি বিপ্রায় ভারতে।
যাবদিন্দ্রাদিদেবস্য লোকে চার্দ্ধাসনে বসেৎ ॥ ১৫ ॥
ভারতে যোঽশ্বদানঞ্চ করোতি ব্রাহ্মণায় চ।
মোদতে বারুণেলোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তি ভারতে বিপ্রকে পাদুকাযুগল দান করেন তিনি অযুত বর্ষ পরিমিত কাল বায়ুলোকে পরম সুখে বাস করিতে সমর্থ হন ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে মনোরম দিব্য শয্যা প্রদান করেন দেহান্তে তিনি চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে অবস্থান করেন ॥ ১২ ॥

যে ব্যক্তি দেবোদ্দেশে ও ব্রাহ্মণকে দীপদান করেন এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত তিনি পরম সুখে ব্রহ্মলোকে বাস করিতে পারেন ॥ ১৩ ॥

হে দেবি! পরে সেই দীপদাতা পুরুষ মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই চক্ষুষ্মান্ হইয়া অবস্থান করেন। বিশেষতঃ সেই পুণ্যবলে তাঁহাকে যমলোকে গমন করিতে হয় না ॥ ১৪ ॥

এই ভারতে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হস্তী দান করেন ইন্দ্রাদি দেবের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত দেবরাজের অর্দ্ধাসন অধিকার পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া পরম সুখানুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ১৫ ॥

ভারতে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অশ্ব দান করেন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগ কাল পর্য্যন্ত বরুণলোকে তিনি পরম সুখে বাস করিতে পারেন ॥ ১৬ ॥

প্রকৃষ্টাং শিবিকাং যোহি দদাতি ব্রাহ্মণায় চ।
মহীয়তে বিষ্ণুলোকে যাবন্মন্বন্তরং সতি ॥ ১৭ ॥
যো দদাতি চ বিপ্রায় ব্যজনং শ্বেতচামরং।
মহীয়তে বায়ুলোকে বর্ষাণামযুতং ধ্রুবং ॥ ১৮ ॥
ধান্যাচলং যো দদাতি ব্রাহ্মণায় চ ভারতে।
সচ ধান্যপ্রমাণাব্দং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৯ ॥
ততঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য চিরজীবী ভবেৎ সুখী।
দাতা গৃহীতা তৌ দ্বৌচ ধ্রুবং বৈকুণ্ঠগামিনৌ ॥ ২০ ॥
সততং শ্রীহরের্নাম ভারতে যো জপেন্নরঃ।
সএব চিরজীবী চ ততো মৃত্যুঃ পলায়তে ॥ ২১ ॥
যো নরো ভারতে বর্ষে দোলনং কারয়েদ্ধরেঃ।
পূর্ণিমারজনীশেষে জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২২ ॥

সতি! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শিবিকা দান করেন দেহান্তে তিনি এক মন্বন্তর কাল বিষ্ণুলোকে পরম সুখে বাস করিতে পারেন ॥ ১৭ ॥

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ব্যজন ও শ্বেত চামর প্রদান করেন মরণান্তে তিনি অযুত বর্ষ বায়ুলোকে পরম সুখে যাপন করেন ॥ ১৮ ॥

যে ব্যক্তি কর্ম্মক্ষেত্র ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে ধান্যাচল দান করেন দেহান্তে সেই ধান্য পরিমিত বর্ষ তিনি বিষ্ণুলোকে বাস করেন। তৎপরে তিনি স্বীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরে ধান্যাচলদাতা ও গৃহীতা উভয়েই দেহাবসানে বৈকুণ্ঠে গমন করেন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

যে মনুষ্য ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর হরিনাম জপ করেন তিনিই চিরজীবী। মৃত্যু তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে ॥ ২১ ॥

এই পবিত্র ভারতবর্ষে যে মানব পূর্ণিমা তিথির রজনীর শেষে হরির

ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে বিষ্ণুমন্দিরং।
নিশ্চিতং নিবসেত্তত্র শতমন্বন্তরাবধি ॥ ২৩ ॥
ফলমুত্তরফল্গুন্যাং ততোপি দ্বিগুণং ভবেৎ।
কল্পান্তজীবী স ভবেদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ২৪ ॥
তিলদানং ব্রাহ্মণায় যঃ করোতি চ ভারতে।
তিলপ্রমাণ বর্ষঞ্চ মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ২৫ ॥
ততঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য চিরজীবী ভবেৎ সুখী।
তাম্রপাত্রস্থ দানেন দ্বিগুণঞ্চ ফলং লভেৎ ॥ ২৬ ॥
সালঙ্কৃতাঞ্চ ভোগ্যাঞ্চ সবস্ত্রাং সুন্দরীং প্রিয়াং।
যো দদাতি ব্রাহ্মণায় ভারতে চ পতিব্রতাং ॥ ২৭ ॥
মহীয়তে চন্দ্রলোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
তত্র সর্ব্বৈশ্চয়্যাসার্দ্ধং মোদতে চ দিবানিশং ॥ ২৮ ॥

দোলন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তিনি জীবন্মুক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং সেই মহাত্মা ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুমন্দিরে গমন পূর্ব্বক শত মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই পরম সুখে বাস করিতে সমর্থ হন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বলোকপিতামহ কমলযোনি ব্রহ্মা কহিয়াছেন, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে হরির দোলন কার্য্য সম্পন্ন করিলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হয় এবং সেই ভক্ত ব্যক্তি কল্পান্ত জীবী হন ॥ ২৪ ॥

ভারতে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তিল দান করেন সেই তিল পরিমিত বর্ষ বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার বাস হয়। পরে তিনি স্বীয় যোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দীর্ঘজীবী হইয়া অতুল সুখসম্ভোগে কাল হরণ করেন। আর তাম্র পাত্রস্থ তিলদানে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হয় ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

ভারতে যে ব্যক্তি সালঙ্কৃতা সবস্ত্রা পরম সুন্দরী পতিব্রতা ভোগ্যা নারী ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন তিনি চতুর্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র-

তত্তো গন্ধর্ব্বলোকে চ বর্ষাণামযুতং সতি।
দিবানিশং কৌতুকেন চোর্ব্বশ্যা সহ মোদতে ॥ ২৯ ॥
ততোজন্ম সহস্রঞ্চ প্রাপ্নোতি সুন্দরীং প্রিয়াং।
সতীং সৌভাগ্যযুক্তাঞ্চ কোমলাং প্রিয়বাদিনীং ॥ ৩০ ॥
দদাতি সফলং বৃক্ষং ব্রাহ্মণায় চ যো নরঃ।
ফলপ্রমাণ বর্ষঞ্চ শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩১ ॥
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য লভতে সুতমুত্তমং।
সফলানাঞ্চ বৃক্ষাণাং সহস্রঞ্চ প্রশংসিতং ॥ ৩২ ॥
কেবলং ফলদানঞ্চ ব্রাহ্মণায় দদাতি যঃ।
সুচিরং স্বর্গবাসঞ্চ কৃত্বা যাতি চ ভারতং ॥ ৩৩ ॥
নানাদ্রব্যসমাযুক্তং নানাশস্য সমন্বিতং।
দদাতি যশ্চ বিপ্রায় ভারতে বিপুলং গৃহং ॥ ৩৪ ॥

লোকে পরম সুখে বাস করিতে সমর্থ হন। তথায় স্বর্গ বিদ্যাধরীগণ দিবারাত্রী তাঁহার ইচ্ছানুসারে সেবা করিতে ক্রটি করে না ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

হে সতি! তৎপরে তিনি গন্ধর্ব্বলোকে অযুত বর্ষ উর্ব্বশীর সহিত দিন যামিনী পরম কৌতুকে অবস্থান করিয়া থাকেন। অতঃপর সেই পুণ্যশীল ব্যক্তি সহস্রজন্ম সৌভাগ্যবতী কোমলাঙ্গী প্রিয়বাদিনী ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা পরমাসুন্দরী প্রাণপ্রিয়া নারী প্রাপ্ত হন ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

যে মনুষ্য ব্রাহ্মণকে ফলবান্ বৃক্ষ প্রদান করেন সেই বৃক্ষের ফল পরিমিত বর্ষ ইন্দ্রলোকে পরম সুখে তাঁহার বাস হয়, পরে তিনি স্বযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া উত্তম পুত্র লাভ করেন। এতদপেক্ষা সহস্র ফলবান্ বৃক্ষদানে বিশেষ প্রশংসিত ফল শ্রুতি আছে ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কেবল মাত্র ফল দান করেন তিনি দেহান্তে দীর্ঘকাল স্বর্গ সুখ ভোগানন্তর ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৩৩ ॥

যে মনুষ্য নানাদ্রব্য সংযুক্ত বিবিধ শস্য পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ গৃহ ব্রাহ্মণকে

কুবেরলোকে বসতে সচ মন্বন্তরাবধি।
ততঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য মহাংশ্চ ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥.
যো জনঃ শস্যসংযুক্তাং ভূমিঞ্চ রুচিরাং সতি।
দদাতি ভক্ত্যা বিপ্রায় পুণ্যক্ষেত্রেচ বা সতি ॥ ৩৬ ॥
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে মন্বন্তর শতং ধ্রুবং।
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য মহাংশ্চ ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥
তং ন ত্যজতি ভূমিশ্চ জন্মনাং শতকং পরং।
শ্রীমাংশ্চ ধনবাংশ্চৈব পুত্রবাংশ্চ প্রজেশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥
সপ্রজঞ্চ প্রকৃষ্টঞ্চ গ্রামং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
লক্ষমন্বন্তরং চৈব বৈকুণ্ঠে স মহীয়তে ॥ ৩৯ ॥
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য গ্রামলক্ষং ভবেৎ ধ্রুবং।
ন জহাতি চ তং পৃথ্বীং জন্মনাং লক্ষমেব চ ॥ ৪০ ॥

প্রদান করেন এক মন্বন্তর কাল কুবেরলোকে তাঁহার সুখে বাস হয় তৎ-. পরে তিনি স্বীয় যোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মহত্ত্বশালী ও বিপুল ধনসম্পন্ন হইয়া যার পর নাই সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

হে সাবিত্রি ! যে মানব এই পুণ্যক্ষেত্র ভারত ভুমিতে ভক্তি পূরিত চিত্তে শস্য সমন্বিতা মনোহরা ভুমি বিপ্রকে দান করেন শত মন্বন্তর কাল নিশ্চয়ই বিষ্ণুলোকে তাঁহার বাস হয় তৎপরে তিনি স্বযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মহৎ পুণ্যবান্ হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

পৃথিবী সেই ভূমিদাতা পুরুষকে তদীয় শত জন্মেও পরিত্যাগ করেন না। সেই ব্যক্তি ভারতে শ্রীমান্ ধনবান্ পুত্রবান্ ও প্রজানাথ হইয়া পরম সুখী হন সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ৩৮ ॥

যে মনুষ্য প্রজার সহিত উৎকৃষ্ট গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করেন লক্ষ মন্বন্তরকাল বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার বাস হয়। পরে তিনি ভারতে স্বযোনিতে

সপ্রজং সপ্রকৃষ্টঞ্চ পঞ্চশস্য সমন্বিতং।
নানা পুষ্করিণী বৃক্ষং ফলভোগসমন্বিতং॥ ৪১॥
নগরং যশ্চ বিপ্রায় দদাতি ভারতে ভুবি।
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে দশলক্ষেন্দ্র কাননং॥ ৪২॥
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ।
নগরাণাঞ্চ নিযুতং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৩॥
ধরা তং ন জহাত্যেব জন্মনাং নিযুতং ধ্রুবং।
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তো ভবেদেব মহীয়তে॥ ৪৪॥
নগরাণাঞ্চ শতকং দেশং যোহি দ্বিজাতয়ে।
স্বপ্রকৃষ্ট প্রজাযুক্তং দদাতি ভক্তি পূর্ব্বকং॥ ৪৫॥
বাপীতড়াগসংযুক্তং নানাবৃক্ষসমন্বিতং।
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে কোটিমন্বন্তরাবধি॥ ৪৬॥

জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিশ্চয় লক্ষ গ্রামের অধীশ্বর হন। অধিক কি পৃথিবী লক্ষ জন্ম তাঁহাকে কোনরূপেই পরিত্যাগ করেন না॥ ৩৯। ৪০॥

এই ভারত ভূমিতে যে ব্যক্তি পঞ্চ শস্য সমন্বিত বিবিধ পুষ্করিণী ও পাদপে পরিপূর্ণ ফলভোগ বিশিষ্ট প্রজাগণে পরিব্যাপ্ত উর্ব্বরাক্ষেত্র-যুক্ত নগর ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি দেহাবসানে নিরাময় বৈকুণ্ঠ ধামে গমন পূর্ব্বক দশলক্ষ ইন্দ্রকাননে পরম সুখে বিহার করিতে পারেন॥ ৪১। ৪২॥

তৎপরে সেই মহাত্মা ভারতে স্বযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নিঃসন্দেহ রাজ্যেশ্বর হন। নিযুত জন্ম পৃথিবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। মহীতলে সেই ব্যক্তি নিযুত জন্ম পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া পরমসুখে কাল হরণ করেন সন্দেহ নাই॥ ৪৩। ৪৪॥

যে মনুষ্য বাপী তড়াগ পরিশোভিত নানাবৃক্ষ সমাকীর্ণ প্রজাপুঞ্জে

পুনঃ স্বযোনীং সংপ্রাপ্য জম্বূদ্বীপপতির্ভবেৎ।
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তো যথাশক্রস্তথা ভুবি॥ ৪৭॥
মহী তং ন জহাত্যেব জন্মনাং কোটিমেব চ।
কল্পান্তজীবী স ভবেদ্রাজরাজেশ্বরো মহান্॥ ৪৮॥
স্বাধিকারং সমগ্রঞ্চ যো দদাতি দ্বিজাতয়ে।
চতুর্গুণংফলং চাতো ভবেত্তস্য নসংশয়ঃ॥ ৪৯॥
জম্বূদ্বীপং যো দদাতি ব্রাহ্মণায় পতিব্রতে।
ফলং শতগুণঞ্চাতো ভবেত্ত্যস্য নসংশয়ঃ॥ ৫০॥
সপ্তদ্বীপ মহীদাতুঃ সর্ব্বতীর্থানু সেবিনঃ।
সর্ব্বেষাং তপসাং কর্ত্তুঃ সর্ব্বোপবাস কারিণঃ॥ ৫১॥
সর্ব্ব দান প্রদাতুশ্চ সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরস্য চ।
অস্ত্যেব পুনরাবৃত্তি র্নভক্তস্য হরেরহো॥ ৫২॥

পরিব্যাপ্ত প্রকৃষ্টভূমিযুক্ত শত নগর ও দেশ দ্বিজাতিকে প্রদান করেন তিনি দেহাবসানে কোটি মন্বন্তর পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে পরম সুখে বাস করিতে পারেন॥ ৪৫। ৪৬॥

পরে সেই মহাত্মা ভারতে স্বযোনিতে জন্ম পরিগ্রহণ পূর্ব্বক জম্বূদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় পরমৈশ্বর্য্য ভোগে সমর্থ হন। ধরাদেবী কোটিজন্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি কল্পান্তজীবী মহান্ পুরুষ ও রাজরাজেশ্বর হন সন্দেহ নাই॥ ৪৭। ৪৮॥

যে ব্যক্তি সমগ্র স্বীয়াধিকার দ্বিজাতিকে প্রদান করেন তাঁহার দেশপ্রদাতা পুরুষ হইতে নিশ্চয় চতুর্গুণ ফল লাভ হয়॥ ৪৯॥

পতিব্রতে! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে জম্বূদ্বীপ প্রদান করেন, তাঁহার স্বীয়াধিকার দাতা পুরুষ হইতে শতগুণ ফল লাভ হয় সংশয় নাই॥ ৫০॥

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদান করেন যিনি সমস্ত তীর্থ-

অসংখ্য ব্রহ্মণাং পাতং পশ্যন্তি বৈষ্ণবাঃ সতি।
নিবসন্তি হি গোলোকে বৈকুণ্ঠে বা হরেঃ পদে ॥ ৫৩ ॥
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ বিহায় মানবীং তনুং।
বিভর্ত্তি দিব্যরূপঞ্চ জন্মমৃত্যুজরা পহং ॥ ৫৪ ॥
লব্ধাবিষ্ণোশ্চ সারূপ্যং বিষ্ণুসেবাং করোতিচ।
সচ পশ্যতি গোলোকে হ্যসংখ্যং প্রাকৃতং লয়ং ॥ ৫৫ ॥
পশ্যন্তি দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ বিশ্বানি নিখিলানিচ।
কৃষ্ণভক্তা নপশ্যন্তি জন্মমৃত্যুজরাপহাঃ ॥ ৫৬ ॥
কার্ত্তিকে তুলসী দানং করোতি হরয়ে চ যঃ।

সেবা করেন, যিনি সর্ব্বপ্রকার কঠোর তপস্যা করেন, যিনি সমস্ত পুণ্য-দিনে উপবাস করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন, যিনি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করেন এবং সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করেন তাঁহাদিগের সকলেরই সংসারে পুন-রাবৃত্তি আছে কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হরিভক্ত সাধুগণকে কখনই পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

হে সতি! পরমবৈষ্ণব মহাত্মারা অসংখ্য ব্রহ্মার পতন দর্শন করেন। কখনই তাঁহাদিগের পুনরাবৃত্তি নাই, ফলতঃ হরিপরায়ণ সাধুগণ নিত্যা-নন্দ গোলোকধামে বা হরির পদে নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসক ব্যক্তি মানবদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসে জন্ম জরা মৃত্যু বিবর্জ্জিত দিব্যরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৫৪ ॥

হরিপরায়ণ মহাত্মা পরাৎপর পরমাত্মা হরির সারূপ্য লাভ পূর্ব্বক নিরন্তর হরিচরণারবিন্দের সেবা করেন। কোনকালে তাঁহাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অধিক কি বলিব তিনি গোলোকধামে অসংখ্য প্রাকৃতিক প্রলয় দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

দেবতা ও সিদ্ধগণও কালে নিখিল বিশ্ব দর্শন করেন কিন্তু জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত কৃষ্ণভক্ত সাধুজনকে কখনই তাহা দর্শন করিতে হয় না ॥ ৫৬ ॥

যুগং পত্রপ্রমাণঞ্চ মোদতে হরিমন্দিরং ॥ ৫৭ ॥
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য হরিভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং।
সুখীচ চিরজীবীচ স ভবেদ্ভারতে ভুবি ॥ ৫৮ ॥
ঘৃতপ্রদীপং হরয়ে কার্ত্তিকে যো দদাতি চ।
পল প্রমাণ বর্ষঞ্চ মোদতে হরিমন্দিরে ॥ ৫৯ ॥
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য বিষ্ণুভক্তি লভেৎ ধ্রুবং।
মহা ধনাঢ্যঃ স ভবেচ্চক্ষুষাংশ্চৈব দীপ্তবান্ ॥ ৬০ ॥
মাঘং যঃ স্নাতি গঙ্গায়ামরুণোদয় কালতঃ।
যুগষষ্টিসহস্রাণি মোদতে হরিমন্দিরে ॥ ৬১ ॥
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য বিষ্ণুভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরঃ সভবেদ্ভারতে ভুবি ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে হরিকে তুলসী পত্র প্রদান করেন সেই তুলসী পত্র প্রমাণ যুগ তিনি হরিমন্দিরে বিহার করিতে পারেন ॥ ৫৭ ॥

পরে স্বীয় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার হরিভক্তি লাভ হয় এবং তিনি ভারতে দীর্ঘকাল পরমসুখে কালযাপন করেন ॥৫৮॥

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে হরিকে ঘৃতপ্রদীপ দান করেন সেই দীপ যত সময় প্রজ্বলিত থাকে সেই কালের পল পরিমিত বর্ষ তিনি হরিমন্দিরে বাস করিতে পারেন। পরে স্বীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার হরিভক্তি লাভ হয় এবং তিনি চক্ষুষ্মান্ ও মহা ধনাঢ্য হইয়া ইহলোকে অতুল সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

যে ব্যক্তি মাঘমাসে অরুণোদয় কালে গঙ্গাস্নান করেন তিনি ষষ্টি সহস্র যুগ হরিমন্দিরে বাস করেন। পরে তিনি স্বযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার বিষ্ণুভক্তি লাভ হয় এবং তিনি জিতেন্দ্রিয়গণের অগ্রগণ্য হইয়া সম্মানপুর্ব্বক ভারতে কালযাপন করেন ॥ ৬১ । ৬২ ॥

মাঘে যঃ স্নাতি গঙ্গায়াং প্রয়াগেচারুণোদয়ে।
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোপি লক্ষমন্বন্তরাবধি ॥ ৬৩ ॥
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য বিষ্ণুমন্ত্রং লভেৎ ধ্রুবং।
ত্যক্ত্বা চ মানুষিং দেহং পুনর্যাতি হরেঃপদং ॥ ৬৪ ॥
নাস্তি তৎ পুনরাবৃত্তি র্ব্বৈকুণ্ঠাচ্চ মহীতলং।
করোতি হরিদাস্যঞ্চ লব্ধা সারূপ্য মেবচ ॥ ৬৫ ॥
নিত্য স্নায়ীচ গঙ্গায়াং সপূতঃ সূর্য্যবদ্ভুবি।
পদে পদে হশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলং ॥ ৬৬ ॥
তস্যৈবপাদ রজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
মোদতে সচ বৈকুণ্ঠে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ ॥ ৬৭ ॥
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য তপস্বী প্রবরোভবেৎ।
স্বধর্ম্ম নিরতঃ শুদ্ধোবিদ্বাংশ্চ সু জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

যে ব্যক্তি মাঘমাসে অরুণোদয় কালে প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাস্নান করেন লক্ষ মন্বন্তর অবধি বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার বাস হয়। পরে তিনি স্বযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র লাভ পূর্ব্বক পরমানন্দে ভারতে কাল যাপন করেন। তৎপরে মানুষ দেহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার সেই হরির পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। বৈকুণ্ঠধাম হইতে আর তাঁহার পতন হয় না তিনি বৈকুণ্ঠধামে হরির সারূপ্য লাভ পূর্ব্বক নিরন্তর হরির দাসত্ব করিয়া থাকেন ॥ ৬৩। ৬৪। ৬৫ ॥

যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, ভুতলে তিনি সূর্য্যবৎ পরম তেজস্বী ও পবিত্র হন, পদে পদে নিশ্চয় তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তাঁহার চরণরজঃ স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃপূতা হন এবং তিনি চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন ॥৬৬॥৬৭॥

তৎপরে সেই মহাত্মা স্বযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক তপস্বি প্রবর,

মীন কর্কটয়োর্ম্মধ্যে গাঢ়ং তপতি ভাস্করেঃ।
ভারতে যো দদাত্যেবং জলমেবং সুবাসিতং ॥ ৬৯ ॥
মোদতে সচ বৈকুণ্ঠে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য সুখী নিষ্কপটো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
বৈশাখে হরয়ে ভক্ত্যা যো দদাতি চ চন্দনং।
যুগষষ্টিসহস্রাণি মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৭১ ॥
করোতি ভারতে যোহি কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতং।
শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭২ ॥
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য কৃষ্ণভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং ॥ ৭৩ ॥
ইহৈব ভারতে বর্ষে শিবরাত্রিং করোতি যঃ।

স্বধর্ম্মনিরত, বিশুদ্ধচিত্ত বিদ্যাবান্ ও অতি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যার পর নাই পরম সুখে এই জগৎ সংসারে কাল হরণ করেন ॥ ৬৮ ॥

মেষ বৃষ ও মিথুন রাশিস্থ সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণ জালে যখন জগৎ উত্তাপিত হয় তখন যে ব্যক্তি প্রাণিগণকে ভক্তিপূর্ণচিত্তে সুবাসিত শীতল জল দান করেন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিরাময় বৈকুণ্ঠ-ধামে বাস হয়। পুনর্ব্বার তিনি ভারতে স্বযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অকপটে পরম সুখে কালযাপন করেন ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

বৈশাখমাসে যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া সনাতন দয়াময় হরিকে চন্দন দান করেন ষষ্টিসহস্র যুগ পরিমিত কাল বিষ্ণুমন্দিরে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে তিনি পরম সুখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

ভারতে যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত করেন শতজন্মকৃত পাপ হইতে তাঁহার মুক্তিলাভ হয় সন্দেহ নাই। সেই মহাত্মা দেহান্তে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন, পরে স্বযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার হরিভক্তিলাভ হয় ॥৭২॥৭৩॥

মোদতে শিবলোকে চ সপ্তমন্বন্তরাবধি ॥ ৭৪ ॥
শিবায় শিবরাত্রৌ চ বিল্বপত্রং দদাতি যঃ।
পত্রপ্রমাণঞ্চ যুগং মোদতে শিবমন্দিরে ॥ ৭৫ ॥
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য শিবভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং।
বিদ্যাবানপুত্রবাংশ্চাপি প্রজাবান ভূমিমান্ ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥
চৈত্রমাসেঽথবা মাঘে শঙ্করং যোঽর্চ্চয়েৎ ব্রতী।
করোতি নর্ত্তনং ভক্ত্যা বেত্রপাণির্দ্দিবানিশং ॥ ৭৭ ॥
মাসংব্যাপ্যর্দ্ধমাসং বা দশ সপ্তদিনানি বা।
দিনমানং যুগং সোপি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭৮ ॥
শ্রীরামনবমীং যোহি করোতি ভারতে নরঃ।
সপ্তমন্বন্তরং যাবন্মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৭৯ ॥
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য রামভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরো মহাংশ্চ ধার্ম্মিকোভবেৎ ॥ ৮০ ॥

এই ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি শিবরাত্রিব্রত করেন, তিনি সপ্তমন্বন্তরাবধি শিবলোকে অনায়াসে পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥

শিবরাত্রিতে যে ব্যক্তি দেবাদিদেব মহাদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক বিল্বপত্র প্রদান করেন, সেই বিল্বপত্র পরিমিত যুগ তিনি শিবমন্দিরে নিত্য সুখ ভোগ করেন। পরে স্বীয় জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলে নিশ্চয় তাঁহার শিবভক্তি লাভ হয় এবং তিনি বিদ্যাবান্ পুত্রবান্ ভূস্বামী ও প্রজাসম্পন্ন হইয়া এই সংসারে পরম সুখে যাপন করিয়া থাকেন ॥ ৭৫। ৭৬ ॥

যে ব্রতী চৈত্র বা মাঘমাসে ভক্তিযোগে ভগবান্ শঙ্করের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া একমাস বা মাসার্দ্ধ দশদিন বা সপ্তদিন বেত্র হস্তে দিবারাত্র নৃত্য করেন সেই দিন পরিমিত যুগ তাঁহার শিবলোকে বাস হয়। ৭৭।৭৮।

যে ব্যক্তি ভারতে শ্রীরাম নবমী ব্রত করেন, তিনি সপ্ত মন্বন্তর

সারদীয়াং মহাপূজাং প্রকৃতের্যঃ করোতি চ।
নানা পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চ ভক্তি যুক্তাদিভির্নরৈঃ ॥ ৮১ ॥
নৈবেদ্যৈরুপহারৈশ্চধূপদীপাদিভির্যুতাং।
নৃত্যগীতাদিভির্ব্বাদ্যৈর্নানাকৌতুক মঙ্গলৈঃ ॥ ৮২ ॥
শিবলোকে বসেৎ সোপি সপ্তমন্বন্তরাবধি।
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য বুদ্ধিঞ্চ নির্ম্মলাং ভবেৎ ॥ ৮৩॥
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি পুত্রপৌত্রাদি বর্দ্ধিনীং।
মহাপ্রভাবযুক্তশ্চ গজবাজি সমন্বিতঃ ॥ ৮৪ ॥
রাজরাজেশ্বরঃ সোপি ভবেদেব নসংশয়ঃ।
ভাদ্রসুক্লাষ্টমীং প্রাপ্য মহালক্ষ্মীঞ্চযোর্চ্চয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

পর্য্যন্ত বিষ্ণুমন্দিরে বাস করিতে পারেন। পরে পুনর্ব্বার স্বীয় যোনিতে জন্ম গ্রহণের পর শ্রীরামের প্রতি নিশ্চয় তাঁহার ভক্তি সমুৎপন্ন হয় এবং তিনি ভারতে জিতেন্দ্রিয়প্রধান, মহাত্মা ও ধার্ম্মিক হয়েন ॥ ৭৯। ৮০ ॥

যে ব্যক্তি পরমা প্রকৃতি দুর্গাদেবীর শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান করিয়া বিবিধ পুষ্পচন্দন প্রদান ও ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নানা উপহারে দেবীর অর্চ্চনা করেন এবং তদুপলক্ষে নৃত্য গীত বাদ্য ও নানাবিধ কৌতুক মঙ্গলের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হন, জীবনান্তে তিনিও সপ্তমন্বন্তরাবধি শিবলোকে বাস করিতে পারেন। পুনর্ব্বার স্বীয় যোনিতে জন্মগ্রহণের পর তাঁহার নির্ম্মল বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। কমলা তাঁহার গৃহে অচলা হইয়া থাকেন এবং তিনি পুত্র পৌত্র সম্পন্ন, হস্তী অশ্বাদি সমন্বিত ও মহাপ্রভাবযুক্ত হইয়া অতুল সুখভোগে সমর্থ হন ফলতঃ এই সংসারে তাঁহার সুখের ইয়ত্তা থাকে না ॥৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪ ॥

যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসীয় শুক্ল অষ্টমীতে মহালক্ষ্মীর অর্চ্চনা করেন জন্মান্তরে তিনি রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৮৫ ॥

নিত্যং ভক্ত্যা পক্ষমেকং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
দত্বাতস্যৈ প্রকৃষ্টানি চোপহারাণি ষোড়শঃ ॥ ৮৬ ॥
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোপি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
পুনঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য রাজরাজেশ্বরো ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াঞ্চ কৃত্বাতু রাসমণ্ডলং।
গোপালং শতকং কৃত্বা গোপীনাং শতকং তথা ॥ ৮৮ ॥
শিলায়াং প্রতিমায়াং বা শ্রীকৃষ্ণং রাধযাসহ।
ভারতে পুজযেদ্দত্বা চোপহারাণি ষোড়শঃ ॥ ৮৯ ॥
গোলোকে চ বসেৎ সোপি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণোবয়ঃ।
ভারতং পুনরাগত্য হরিভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং ॥ ৯০ ॥
ক্রমেণ স্বদৃঢ়াং ভক্তিং লব্ধা মন্ত্রং হরেরপি।
দেহং ত্যক্ত্বা চ গোলোকং পুনরেব প্রযাতি সঃ ॥ ৯১ ॥

যে ব্যক্তি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে ভক্তিপরায়ণ হইয়া এক পক্ষ প্রকৃষ্ট ষোড়শোপচারে নিত্য মহালক্ষ্মীর অর্চ্চনা করেন তিনি চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন। পরে তাঁহার স্বীয় যোনিতে জন্ম গ্রহণের পর রাজরাজেশ্বর রূপে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাসমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে শত গোপাল শত গোপিকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক শিলাতে বা প্রতিমাতে রাধিকার সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করেন এই পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগের পর তিনি ব্রহ্মার বয়ঃক্রম পরিমিত কাল গোলোক ধামে বাস করিতে সমর্থ হন, তৎপরে ভারতে জন্ম গ্রহন করিলে নিশ্চয় হরির প্রতি তাঁহার দৃঢ়ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তি গুণে তিনি হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইযা পরম সুখ অনুভব করেন, তৎপরে দেহ ত্যাগের পর পুনর্ব্বার তাঁহার গোলোক প্রাপ্তি হয়, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের

তত্র কৃষ্ণস্য সারূপ্যং সংপ্রাপ্য পার্ষদোভবেৎ।
পুনস্তৎপতনং নাস্তি জরামৃত্যু হরোমহান্ ॥ ৯২।
শুক্লাংবাপ্যথবা কৃষ্ণাং করোত্যেকাদশীঞ্চ যঃ।
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোপি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণোবয়ঃ ॥ ৯৩ ॥
ভারতং পুনরাগত্য হরিভক্তি লভেৎ ধ্রুবং।
পুনর্যাতি চ বৈকুণ্ঠং ন তস্য পতনং ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥
ভাদ্রেশুক্লে চ দ্বাদশ্যাং যঃ শক্রং পূজয়েন্নরঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ৯৫ ॥
রবিবারার্ক সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাং শুক্লপক্ষতঃ।
সম্পূজ্যার্কং হবিষ্যান্নং যঃ করোতি চ ভারতে ॥ ৯৬ ॥
মহীয়তে সোর্কলোকে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
ভারতং পুনরাগত্য চারোগী শ্রীযুতোভবেৎ ॥ ৯৭ ॥

সারূপ্য লাভ পূর্ব্বক তদীয় পার্ষদরূপে অবস্থান করেন আর তাঁহাকে ভারতে আগমন করিতে হয় না। সেই নিত্য ধামে তিনি জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত হইয়া অক্ষয় সুখ লাভ করিতে থাকেন ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥ ৯১ ॥৯২॥

যে ব্যক্তি শুক্লাও কৃষ্ণা এই উভয় একাদশী ব্রত করিয়া ঐ হরিবাসরে ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করেন ব্রহ্মার বয়ক্রম পর্য্যন্ত তিনি পরমানন্দে বৈকুণ্ঠ ধামে বাস করেন, পুনর্ব্বার ভারতে জন্ম গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার হরিভক্তি লাভ হয়। পরে সে দেহপতনের পর পুনরায় বৈকুণ্ঠে গমন করেন আর তাঁহাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসীয় শুক্লা দ্বাদশীতে ইন্দ্রদেবের পূজা করেন দেহান্তে সহস্র বর্ষ তিনি পরম সুখে ইন্দ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হন ॥ ৯৫ ॥

রবিবাসরে রবিসংক্রমণদিনে ও শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে যে ব্যক্তি সূর্য্য-দেবের অর্চ্চনা করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করেন তিনি সূর্য্যলোকে চন্দ্র

জ্যৈষ্ঠশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রিং যোহি পূজয়েৎ।
মহীয়তে ব্রহ্মলোকে সপ্তমন্বন্তরাবধি ॥ ৯৮ ॥
পুনর্ম্মহীং সমাগত্য শ্রীমানতুলবিক্রমঃ।
চিরজীবী ভবেৎ সোপি জ্ঞানবান সম্পদাযুতঃ ॥ ৯৯ ।
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং পূজয়েদ্যঃ সরস্বতীং।
সংযতো ভক্তিদোদত্বা চোপহারাণি ষোড়শঃ ॥ ১০০ ॥
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে যাবদ্ব্রহ্ম দিবানিশং।
সংপ্রাপ্য চ পুনর্জ্জন্ম স ভবেৎ কবিপণ্ডিতঃ ॥ ১০১ ॥
গাং সুবর্ণাদিকং যোহি ব্রাহ্মণায় দদাতি চ।
নিত্যং জীবন পর্য্যন্তং ভক্তিযুক্তশ্চ ভারতে ॥ ১০২ ॥
গবাংলোমপ্রমাণাব্দং দ্বিগুণং বিষ্ণুমন্দিরে।
মোদতে হরিণাসার্দ্ধং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥ ১০৩ ॥

সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত পরম সুখভোগে সমর্থ হন। তৎপরে যখন আবার ভারতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ ও অরোগী হইয়া কালহরণ করিতে পারেন ॥ ৯৬ । ৯৭ ॥

যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে সাবিত্রীদেবীর পূজা করেন, সপ্তমন্বন্তরাবধি তাঁহার ব্রহ্মলোকে বাস হয়, পরে তিনি ভারতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অতুল পরাক্রমশালী, শ্রীমান্, দীর্ঘজীবী, জ্ঞানবান্ ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া কালযাপন করিতে সমর্থ হন ॥ ৯৮ । ৯৯ ॥

মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে যে ব্যক্তি সংযত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়-শোপচারে সরস্বতীদেবীর আরাধনা করেন তিনি ব্রহ্মার দিবারাত্র পরি-মিত কাল বৈকুণ্ঠধামে বাস করিয়া থাকেন। পরে পুনর্জ্জন্মে সুপণ্ডিত ও কবি হইয়া ভারতে সম্মান ভাজন হন ॥ ১০০ । ১০১ ॥

যে ব্যক্তি জীবিত কাল পর্য্যন্ত প্রতি দিন ভক্তিপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণকে ধেনু ও সুবর্ণাদি দান করেন, তিনি সেই ধেনুর লোম পরিমিত

ততঃ পুনরিহাগত্য বিষ্ণুভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং
যদি নারায়ণক্ষেত্রে ফলং কোটিগুণং লভেৎ ॥ ১০৪ ॥
নাম্নাংকোটিং হরের্যোহি ক্ষেত্রে নারায়ণে জপেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো জীবন্মুক্তো ভবেৎধ্রুবং ॥ ১০৫ ॥
লভতে তৎ পুনর্জ্জন্ম বৈকুণ্ঠে স মহীয়তে।
লভেদ্বিষ্ণোশ্চসারূপ্যং ন তস্য পতনং ভবেৎ ॥ ১০৬ ॥
যঃ শিবং পূজয়েন্নিত্যং কৃত্বালিঙ্গঞ্চ পার্থিবং।
যাবজ্জীবন পর্য্যন্তং স যাতি শিবমন্দিরং ॥ ১০৭ ॥
মৃদাংরেণুপ্রমাণাব্দং শিবলোকে মহীয়তে।
ততঃ পুনরিহাগত্য রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ ॥ ১০৮ ॥
শিলায়াং যোর্চ্চয়েন্নিত্যং শিলাতোয়ঞ্চ ভক্ষতি।

বর্ষের দ্বিগুণ কাল সর্ব্বাত্মা সর্ব্বময় সনাতন হরির সহিত হরিমন্দিরে মঙ্গলময় ক্রীড়াকৌতুক প্রসঙ্গে পরম সুখভোগে অধিকারী হন, পরে ভারতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার অতুল বিষ্ণু ভক্তি সমুৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ নারায়ণক্ষেত্রে ঐরূপ দান করিলে তদপেক্ষা তাঁহার কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥ ১০৪ ॥

যে ব্যক্তি নারায়ণক্ষেত্রে কোটি হরিনাম জপ করেন তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যায় এবং পরজন্মে তিনি নিশ্চয় জীবন্মুক্ত হন। এবং সেই দেহ পতনের পর তিনি বৈকুণ্ঠধামে গিয়া বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করেন আর তাঁহাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১০৫ ॥ ১০৬ ॥

যে মনুষ্য জীবন পর্য্যন্ত নিত্য পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করেন, দেহান্তে তিনি শিবমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। এবং যে মৃত্তিকায় শিবলিঙ্গ বিনির্ম্মিত হয় সেই মৃত্তিকার রেণুপরিমিত বর্ষ তিনি শিবলোকে বাস করেন, পরে এই ভরতবর্ষে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি রাজেশ্বর হন ॥ ১০৭ ॥ ১০৮ ॥

মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং ॥ ১০৯ ॥
ততোলব্ধাপুনর্জ্জন্ম হরিভক্তিং সুদুর্লভাং।
মহীয়তে বিষ্ণুলোকে ন তস্য পতনং ভবেৎ ॥ ১১০ ॥
তপাংসি চৈব সর্ব্বাণি ব্রতানি নিখিলানি চ।
কৃত্বা তিষ্ঠতি বৈকুণ্ঠে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১১১ ॥
ততোলব্ধা পুনর্জ্জন্ম রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ।
ততোমুক্তো ভবেৎপশ্চাৎ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১১২ ॥
যঃ স্নাতি সর্ব্বতীর্থেষু ভুবি কৃত্বা প্রদক্ষিণং।
সচ নির্ব্বাণতাং যাতি ন তজ্জন্ম ভবেদ্ভুবি ॥ ১১৩ ॥
পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে চ যোঽশ্বমেধ করোতি চ।
অশ্বলোমপ্রমাণাব্দং শক্রস্যার্দ্ধাসনে বসেৎ ॥ ১১৪ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিয়া তদীয় চরণামৃত পান করেন ব্রহ্মার শত বর্ষ পরিমাণে তাঁহার বৈকুণ্ঠধামে বাস হয়। পরে তিনি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া সুদুর্লভা হরিভক্তি প্রাপ্ত হন। সেই দেহ পতনের পর তাঁহার পুনশ্চ বিষ্ণুলোক লাভ হইয়া থাকে। আর তাঁহাকে ভারতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১০৯। ১১০ ॥

যে ব্যক্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যা ও সমস্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করেন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার বাস হয়। পরে পুনর্জ্জন্মে তিনি রাজেশ্বর হন। অতঃপরে তাঁহার মুক্তি হয় সুতরাং আর তাঁহাকে জন্ম মরণ যাতনা সহ্য করিতে হয় না ॥১১১॥১১২॥

যে ব্যক্তি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্ততীর্থে স্নান করেন, তাঁহার নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়। আর তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১১৩ ॥

যে ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তিনি ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক দেবরাজের অর্দ্ধাসন গ্রহণ করিয়া সেই অশ্বের লোম পরিমিত বর্ষ পরম সুখসম্ভোগে সমর্থ হন ॥ ১১৪ ॥

চতুর্গুণং রাজসূয়ে ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
নরমেধোঽশ্বমেধার্দ্ধং গোমেধ চ তদেব চ ॥ ১১৫ ॥
পূর্ত্তেষ্টৌ চ তদর্দ্ধঞ্চ সুপুত্রঞ্চ লভেৎ ধ্রুবং।
লভতে লাঙ্গলেষ্টৌ চ গোমেধ সদৃশং ফলং ॥ ১১৬ ॥
তৎ সমানঞ্চ বিপ্রেষ্টৌ বৃদ্ধিযাগে চ তৎ ফলং।
পদ্মযজ্ঞে তদর্দ্ধঞ্চ ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১১৭ ॥
বিশোকে চ বিশোকঞ্চ পদ্মার্দ্ধং স্বর্গমশ্নুতে।
ঋদ্ধিযাগে মহৈশ্বর্য্যং স্বর্গে পদ্মসমং ভবেৎ ॥ ১১৮ ॥
বিষ্ণুযজ্ঞ প্রধানঞ্চ সর্ব্বযজ্ঞেষু সুন্দরি।
ব্রহ্মণা চ কৃতংপূর্ব্বং মহাসম্ভার সম্ভৃতাং ॥ ১১৯ ॥

মনুষ্য রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অশ্বমেধের চতুর্গুণ ফল লাভ করিতে পারেন। নরমেধে অশ্বমেধের অর্দ্ধ ফল লাভ হয়, গোমেধ যজ্ঞেও ঐরূপ অর্দ্ধ ফল মাত্র লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

পূর্ত্ত যজ্ঞে গোমেধের অর্দ্ধফল লাভ হয় এবং ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই পুত্রলাভ হইয়া থাকে। আর লাঙ্গল যজ্ঞে গোমেধ সদৃশ ফলহয় ॥১১৬॥

বিপ্র যজ্ঞে মনুষ্য ঐ গোমেধ তুল্য ফল লাভ করিতে পারেন; বৃদ্ধি-যাগেও তত্তুল্য ফল লাভ হয় এবং পদ্মযজ্ঞে তদর্দ্ধ ফল লাভ হয় ॥ ১১৭ ॥

মনুষ্য বিশোক নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে শোক রহিত হন এবং পদ্মযজ্ঞে যতকাল স্বর্গভোগ হয় তাহার অর্দ্ধ সময় স্বর্গভোগ করেন। আর ঋদ্ধিযাগে মনুষ্যের অতুলৈশ্বর্য্য লাভ হয়। পদ্মযজ্ঞে যতকাল স্বর্গ ভোগের বিধি উক্ত হইয়াছে মানবগন ঋদ্ধিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তৎপরিমিত কাল স্বর্গভোগ করিতে পারেন ॥ ১১৮ ॥

হে সুন্দরি! বিষ্ণুযজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞের প্রধান। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সম্ভূতসম্ভারে বিষ্ণুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।॥১১৯॥

বভূব কলহো যত্র দক্ষ শঙ্করযোঃ সতি।
শেপুশ্চনন্দিনং বিপ্রাঃ নন্দীবিপ্রাংশ্চ কোপতঃ॥ ১২০॥
যতোহেতোর্দ্দক্ষযজ্ঞং বভঞ্জ চন্দ্রশেখরঃ।
চকার বিষ্ণু যজ্ঞঞ্চ পুবাদক্ষ প্রজাপতিঃ॥ ১২১॥
রাজসূয়সহস্রাণি সমৃদ্ধ্যা চ ক্রতুর্ভবেৎ।
ধর্ম্মশ্চ কশ্যপশ্চৈব শেষশ্চাপি চ কর্দ্দমঃ॥ ১২২॥
স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব তৎপুত্রশ্চ প্রিয়ব্রতঃ।
শিবঃ সনৎকুমারশ্চ কপিলশ্চ ধ্রুবস্তথা॥ ১২৩॥
রাজসূয় সহস্রাণাং ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতং।
বিষ্ণু যজ্ঞাৎ পরোযজ্ঞো নাস্তি বেদে ফলপ্রদঃ॥ ১২৪॥
বহুকল্পান্তজীবী চ জীবন্মুক্তো ভবেৎধ্রুবং।
জ্ঞানেন তপসাচৈব বিষ্ণুতুল্যোভবেদিহ॥ ১২৫॥

হে সতি! পূর্ব্বে যখন প্রজাপতি দক্ষের সহিত দেবাদিদেব মহাদে-বের কলহ উপস্থিত হয়। তৎকালে বিপ্রগণ নন্দীকে অভিশপ্ত করেন এবং নন্দীও ক্রোধে ব্রাহ্মণগণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ১২০॥

পরে দক্ষ প্রজাপতি নানাবিধ আয়োজনানন্তর বিষ্ণুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ শঙ্কর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করেন॥ ১২১॥

ধর্ম্ম, কশ্যপ, অনন্ত, কর্দ্দম, প্রজাপতি, স্বায়ম্ভুব মনু, তৎপুত্র প্রিয়ব্রত, শিব, সনৎকুমার, কপিলদেব ও ধ্রুব মহাশয় ইহাঁরা বিষ্ণুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; বিষ্ণুযজ্ঞ সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের তুল্য, সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়াছিল। বেদে বিষ্ণুযজ্ঞের ভূরি ভূরি মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অধিক কি বিষ্ণুযজ্ঞের তুল্য উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ যজ্ঞ আর ত্রিভুবন মধ্যে কিছুই নাই॥ ১২২॥ ১২৩॥ ১২৪॥

মনুষ্য বিষ্ণুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয় বহুকল্পান্তজীবী ও জীবন্মুক্ত হন এবং জ্ঞান ও তপোবল সম্পন্ন হইয়া বিষ্ণুতুল্য হয়েন॥ ১২৫॥

দেবানাঞ্চ যথাবিষ্ণু বৈষ্ণবাণাং যথা শিবঃ।
শাস্ত্রাণাঞ্চ যথা বেদা আশ্রমাণাঞ্চ ব্রাহ্মণাঃ॥ ১২৬॥
তীর্থানাঞ্চ যথা গঙ্গা পবিত্রাণাঞ্চ বৈষ্ণবাঃ।
একাদশীব্রতানাঞ্চ পুষ্পানাং তুলসী যথা॥ ১২৭॥
নক্ষত্রাণাং যথা চন্দ্রঃ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা।
যথা স্ত্রীণাঞ্চ প্রকৃতিঃ আধারাণাং বসুন্ধরা॥ ১২৮॥
শীঘ্রগানাঞ্চেন্দ্রিয়াণাং চঞ্চলানাং যথামনঃ।
প্রজাপতীনাং ব্রহ্মা চ প্রজেশানাং প্রজাপতিঃ॥ ১২৯॥
বৃন্দাবনং বনানাঞ্চ বর্ষাণাং ভারতং যথা।
শ্রীমতাঞ্চ যথা শ্রীশ্চ বিদুষাঞ্চ সরস্বতী॥ ১৩০॥
পতিব্রতানাং দুর্গাচ সৌভাগ্যানাঞ্চ রাধিকা।
বিষ্ণুযজ্ঞস্তথা বৎস যজ্ঞেষু চ মহানিতি॥ ১৩১॥
অশ্বমেধশতেনৈব শক্রত্বং লভতে ধ্রুবং।

যেমন দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, বৈষ্ণবগণের মধ্যে শিব, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, আশ্রম বাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, পবিত্রের মধ্যে বৈষ্ণব, ব্রতের মধ্যে একাদশীব্রত, পুষ্পের মধ্যে তুলসী, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, নারীগণের মধ্যে প্রকৃতি, আধার সমুদায়ের মধ্যে পৃথিবী, শীঘ্রগামী চঞ্চল ইন্দ্রিয় গণের মধ্যে মন, প্রজাপতির মধ্যে ব্রহ্মা, প্রজেশ্বরদিগের মধ্যে প্রজাপতি, বনের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন, বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ, শ্রীবিশিষ্টদিগের মধ্যে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, পণ্ডিতগণের মধ্যে বাগ্বাদিনী সরস্বতী, পতিব্রতার মধ্যে দুর্গা ও সৌভাগ্যবতীদিগের মধ্যে কৃষ্ণমনোমোহিনী শ্রীমতী রাধিকা, যেমন প্রধানরূপে পরিশোভিত হন; বিষ্ণুযজ্ঞও সেই রূপ সর্ব্বযজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়া থাকে॥ ১২৬॥ ১২৭। ১২৮॥ ১২৯॥ ১৩০। ১৩১॥

সহস্রেণ বিষ্ণুপদং সংপ্রাপ্য মৃত্যুমেব চ ॥ ১৩২ ॥
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষণং।
সর্ব্বেষাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ তপসাং ফলমেব চ ॥ ১৩৩ ॥
পাঠশ্চতুর্ণাং বেদানাং প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা।
ফলং বীজমিদং সর্ব্বং মুক্তিদং কৃষ্ণসেবনং ॥ ১৩৪ ॥
পুরাণেষু চ বেদেষু চেতিহাসেষু সর্ব্বতঃ।
নিরূপিতং সারভূতং কৃষ্ণপাদাম্বুজার্চ্চনং ॥ ১৩৫ ॥
তদ্বর্ণনঞ্চ তদ্ধ্যানং তন্নাম গুণকীর্ত্তনং।
তৎ স্তোত্রং স্মরণঞ্চৈব বন্দনং জপএব চ ॥ ১৩৬ ॥
তৎপাদোদকনৈবেদ্য ভক্ষণং নিত্যমেব চ।
সর্ব্বসম্মতমিত্যেবং সর্ব্বেপ্সিতমিদং সতি ॥ ১৩৭ ॥

যে মনুষ্য শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন তাঁহার অনায়াসে ইন্দ্রত্ব লাভ হয় এবং সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে দেহান্তে নিশ্চয়ই তিনি বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকেন সন্দেহমাত্র নাই ॥ ১৩২ ॥

সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা লাভ, সকল প্রকার ব্রত ও সমস্ত তপস্যার আচরণ, বেদ চতুষ্টয় পাঠ ও পৃথিবী প্রদক্ষিণ এই সমস্ত করিলে মনুষ্য যে ফল লাভ করিতে পারেন একমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ কৃষ্ণ সেবাই সমস্ত শুভফলের বীজ-স্বরূপ। অধিক কি কৃষ্ণসেবার গুণেই মুক্তি লাভ হয় ॥ ১৩৩ ॥ ১৩৪ ॥

বেদ চতুষ্টয়, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ পূজাকরাই সারভূত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১৩৫ ॥

সাবিত্রি! সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন হরির রূপ বর্ণন, সেই নবীননীরদ শ্যামরূপ চিন্তা, হরির নাম ও গুণ কীর্ত্তন, হরির স্তুতিপাঠ, হরিকে স্মরণ, হরির চরণ বন্দন, হরিনাম জপ, হরির চরণোদক পান, তন্নিবেদিত

ভজ কৃষ্ণপরংব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং।
গৃহাণ স্বামিনং বৎস সুখং গচ্ছ স্বমন্দিরং ॥ ১৩৮ ॥
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং বিপাকং কর্ম্মণা নৃণাং।
সর্ব্বেপ্সিতং সর্ব্বমতং পরং তত্ত্বপ্রদং নৃণাং ॥ ১৩৯ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্রী যমসম্বাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে
শুভকর্ম্মবিপাক প্রকথনং নাম সপ্তবিংশতি
তমোঽধ্যায়ঃ।

নৈবেদ্য ভোজন সাররূপে নির্দ্দেশ আছে। তাহাই সর্ব্বেপ্সিত ও স
সম্মত তাহার সন্দেহ মাত্র নাই॥ ১৩৬ ॥ ১৩৭ ॥

হে সতি! তুমি সেই প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে
ভজনা করিও। এক্ষণে তুমি তোমার পতি সত্যবান্‌কে লইয়া স্বীয় ধা
প্রতিগমন কর। এই আমি মানবগণের তত্ত্বপ্রদ সর্ব্বেপ্সিত সর্ব্বসম
সমস্ত কর্ম্মবিপাক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ১৩৮ । ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্রী উপাখ্যানে শুভকর্ম্মবিপাক
কথন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

—•—

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

হরেরুগুং কীর্ত্তনং শ্রুত্বা সাবিত্রী যমবক্ত্রতঃ।
সাশ্রুনেত্রা সপুলকা যমং পুনরুবাচ সা॥ ১॥

সাবিত্র্যুবাচ।

হরেরুগুংকীর্ত্তনং ধর্ম্মঃ সকুলোদ্ধারণং ধ্রুবং।
শ্রোতৃণাঞ্চৈব বক্তৄণাং জন্মমৃত্যুজরাহরং॥ ২॥
দানানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ সিদ্ধানাং তপসাং পরং।
যোগানাঞ্চৈব বেদানাং করোতি কীর্ত্তনং হরেঃ॥ ৩॥
মুক্তিত্বমমরত্বম্বা সর্ব্বসিদ্ধিত্বমেব বা।
শ্রীকৃষ্ণসেবনস্যৈব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ ৪॥
ভজামি কেনবিধিনা শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরং।
মূঢ়াং মামবলাং তাত বদ বেদবিদাম্বর॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! সাবিত্রীদেবী ধর্ম্মরাজ যমের মুখে এইরূপ হরিগুণ বর্ণন শ্রবণে পুলকাঞ্চিতদেহে সাশ্রুনয়নে কহিলেন॥১॥

সাবিত্রী কহিলেন ধর্ম্মরাজ! বুঝিলাম হরিগুণ কীর্ত্তনই সার ধর্ম্ম, হরিগুণকীর্ত্তনে জীব নিশ্চয়ই কুলকে উদ্ধার করিতে পারে। হরিমাহাত্ম্য কীর্ত্তনে শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই জন্ম মৃত্যু জরা অপনীত হয়॥ ২॥

দান, ব্রত, তপস্যা, যোগ ও বেদ পাঠ ইহা অপেক্ষাও হরিগুণ কীর্ত্তন প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। মুক্তিত্ব, অমরত্ব বা সর্ব্বসিদ্ধিত্ব, এই সমুদায় শ্রীকৃষ্ণ সেবার ষোড়শী কলার একাংশের যোগ্যও হইতে পারে না॥ ৩॥ ৪॥

হে বেদবিদগ্রগণ্য মহাত্মন্! আমি অবলাজাতি স্বভাবতই অজ্ঞানা, অতএব আমি কিরূপ বিধি অনুসারে সেই প্রকৃতি হইতে অতীত

শুভকর্ম্মবিপাকঞ্চ শ্রুতং নৃণাং মনোহরং।
কর্ম্মাশুভবিপাকঞ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা সতী ব্রহ্মন্ ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরা।
তুষ্টাব ধর্ম্মরাজঞ্চ বেদোক্তেন স্তবেন চ ॥ ৭ ॥

সাবিত্র্যুবাচ।

তপসা ধর্ম্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা।
ধর্ম্মাংশং যং সুতং প্রাপ ধর্ম্মরাজ নমাম্যহং ॥ ৮ ॥
সমতা সর্ব্বভূতেষু যস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ।
অতো যন্নাম শমনমিতি তং প্রণমাম্যহং ॥ ৯ ॥
যেনান্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্ব্বেষাং জীবিনাং পরং।
কর্ম্মানুরূপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহং ॥ ১০ ॥

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিব তাহা আমার শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে; আর আমি আপনার মুখে মানবগণের তৃপ্তিকর শুভ কর্ম্ম-বিপাক শ্রবণ করিলাম কিন্তু এক্ষণে অশুভ কর্ম্মবিপাক শ্রবণ করিতে সমুৎ-সুক হইয়াছি অতএব আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ।।৫।।৬।।

সাবিত্রীদেবী ভক্তিযোগে নতকন্ধরে এইরূপ কহিয়া বেদোক্তবিধানে বক্ষ্যমাণ বাক্যে ধর্ম্মরাজ যমের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

সাবিত্রী কহিতেছেন, পূর্ব্বে ভগবান্ ভাস্কর পুষ্করতীর্থে তপঃসাধন পূর্ব্বক ধর্ম্মের আরাধনা করিয়া ধর্ম্মের অংশজাত যে পুত্রকে লাভ করিয়া-ছিলেন আমি সেই ধর্ম্মরাজকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

যিনি সর্ব্বভুতের শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। সর্ব্বভূতে যাঁহার সমদৃষ্টি বিদ্যমান আছে এবং যিনি শমন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, আমি তাঁহার চরণে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে প্রণিপাত করি ॥ ৯ ॥

এই বিশ্বে যিনি সমস্ত প্রাণির কর্ম্মানুরূপ কালে অন্ত বিধান করেন সেই কৃতান্তের চরণে আমার ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার ॥ ১০ ॥

বিভর্ত্তিদণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বকর্ম্মণাং ॥ ১১ ॥
বিশ্বেচ কলযন্ত্যেব যঃ সর্ব্বায়ুশ্চাপি সন্ততং।
অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহং ॥ ১২ ॥
তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্ম্মী সংযমী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
জীবিনাং কর্ম্ম ফলদং তং যমং প্রণমাম্যহং ॥ ১৩ ॥
স্বাত্মারামশ্চ সর্ব্বজ্ঞো মিত্রঃ পুণ্যকৃতাং ভবেৎ।
পাপিনাং ক্লেশদো যশ্চ পুণ্যং মিত্রং নমাম্যহং ॥ ১৪ ॥
যজ্জন্ম ব্রহ্মণো বংশে জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
যোধ্যাযতি পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মবংশং নমাম্যহং ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা সাচ সাবিত্রী প্রণনাম যমং মুনে।
যমস্তাং বিষ্ণু ভজনং কর্ম্মাপাকমুবাচহ ॥ ১৬ ॥

যিনি পাপিগণের পাপ ধ্বংসের জন্য দণ্ডবিধান করেন, এবং যিনি সমস্ত কর্ম্মের শাসন কর্ত্তা, সেই দণ্ডধরকে আমি প্রণাম করি ॥ ১১ ॥

যিনি নিরন্তর এই বিশ্বস্থ প্রাণিগণের আয়ুক্ষয় করিতেছেন সেই অতীব দুর্নিবার ভয়ঙ্কর কালকে আমি নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

যিনি তপস্বী বিষ্ণুধর্ম্মপরায়ণ সংযমি ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন সেই সর্ব্ব জীবের কর্ম্মফলদাতা যমকে আমি নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

যে ধর্ম্মরাজস্বীয় আত্মাতে বিহার করেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, পুণ্যবান্‌দিগের মিত্র ও পাপিগণের ক্লেশদাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, সেই পবিত্র মিত্রস্বরূপ যমকে আমি ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করি ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বংশে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মতেজে যিনি পরিপূর্ণ এবং যিনি সর্ব্বদা পরব্রহ্মের ধ্যান করেন সেই যমকে আমি অশেষবিধ ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥ ১৫ ॥

ইদং যমাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
যমাত্তস্য ভয়ং নাস্তি সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥
মহাপাপী যদি পঠেৎ নিত্যং ভক্ত্যাচ নারদ।
যমঃ করোতি তং শুদ্ধং কায়ব্যূহেন নিশ্চিতং ॥ ১৮ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্রী কৃত যম স্তোত্রং নামা-
ষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হে মুনে! সাবিত্রীদেবী এইরূপ স্তব করিয়া ধর্ম্মরাজের চরণে প্রণাম করিলে তিনি বিষ্ণুভজন ও জীবের কর্ম্মবিপাক বর্ণন করিলেন ॥ ১৬ ॥

হে নারদ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই যমাষ্টক পাঠ করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং অধিক আর কি বলিব তাঁহার শমন ভয় নিবারণ হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥

যদি মহাপাপিও নিত্য ঐ যমাষ্টক পাঠ করে সেও যমের প্রসাদে বিবিধ দেহ ধারণের পর শুদ্ধিলাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্রীর উপাখ্যানে সাবিত্রী কৃত
যমের স্তোত্র নাম অষ্টাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

যমস্তস্যৈ বিষ্ণু মন্ত্রং দত্বাচ বিধি পূর্ব্বকং।
কর্ম্মা শুভ বিপাকঞ্চ তামুবাচ রবেঃ সুতঃ॥ ১ ॥

যম উবাচ।

শুভ কর্ম্ম বিপাকঞ্চ শ্রুতং নানাবিধং সতি।
কর্ম্মা শুভ বিপাকঞ্চ কথযামি নিশামষ॥ ২ ॥
নানা প্রকারং স্বর্গঞ্চ যাতি জীবঃ স্বকর্ম্মণা।
কুকর্ম্মণাচ নরকং যাতি নানাবিধং নরঃ॥ ৩ ॥
নরকানাঞ্চ কুণ্ডানি সন্তি নানাবিধানিচ।
নানা পুরাণ ভেদেন নাম ভেদানি তানি চ॥ ৪ ॥
বিস্তৃতানি গভীরাণি ক্লেশদানি চ জীবিনাং।
ভয়ঙ্করাণি ঘোরাণি হে বৎসে কুৎসিতানি চ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! সূর্য্যতনয় ধর্ম্মরাজ যম বিধি পূর্ব্বক সাবিত্রীকে বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিয়া জীবের অশুভ কর্ম্মবিপাক নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন সাবিত্রি! জীবগণের বিবিধ শুভকর্ম্মফল যাহা আমি বলিয়াছি তাহা তোমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, এক্ষণে অশুভ কর্ম্মফল তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥ ১॥ ২॥

যেমন শুভ কর্ম্ম বলে জীবের বিবিধ স্বর্গলাভ হয় সেইরূপ অশুভ কর্ম্মবলে জীবগণ নানাবিধ নরকে গমন করিয়া থাকে॥ ৩॥

হে সতি! নরককুণ্ড অসংখ্য। কেবল পুরাণ ভেদে তৎসমুদায়ের নাম ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৪॥

বৎসে! সংযমনীতে ষড়ধিক অশীতি নরক কুণ্ড বিদ্যমান আছে।

ষড়শীতিচ কুণ্ডানি সংযমান্যাঞ্চ সন্তি চ।
বিশেষ তেষাং নামানি প্রসিদ্ধানি শ্রুতৌ সতি ॥ ৬ ॥
বহ্নিকুণ্ডং তপ্তকুণ্ডং ক্ষারকুণ্ডং ভয়ানকং।
বিট্‌কুণ্ডং মূত্রকুণ্ডঞ্চ শ্লেষ্মকুণ্ডঞ্চ দুঃসহং ॥ ৭ ॥
গরকুণ্ডং দূষিকাকুণ্ডং বস্তিকুণ্ডং তথৈব চ।
শুক্রকুণ্ডমসৃককুণ্ডং শ্মশ্রুকুণ্ডঞ্চ কুৎসিতং ॥ ৮ ॥
কুণ্ডং গাত্রমলানাঞ্চ কর্ণবিট্‌ কুণ্ডমেব চ।
মজ্জাকুণ্ডং মাংসকুণ্ডং নখকুণ্ডঞ্চ দুস্তরং ॥ ৯ ॥
লোম্নাকুণ্ডং কেশকুণ্ডং অস্থিকুণ্ডঞ্চ দুঃখদং।
তাম্রকুণ্ডং লৌহকুণ্ডং প্রতপ্তং ক্লেশদং মহৎ ॥ ১০ ॥
তীক্ষ্ণকন্টককুণ্ডঞ্চ বিষকুণ্ডঞ্চ বিঘ্নদং।
ঘর্ম্মকুণ্ডং তপ্তসুরাকুণ্ডং চাপি প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১১ ॥
প্রতপ্ত তৈলকুণ্ডঞ্চ দন্তকুণ্ডঞ্চ দুর্ব্বহং।
ক্রমিকুণ্ডং পূযকুণ্ডং সর্পকুণ্ডং দুরন্তরং ॥ ১২ ॥
মশককুণ্ডং দংশকুণ্ডং ভীমং লবণ কুণ্ডকং।
কুণ্ডঞ্চ বজ্রদংষ্ট্রাণাং বৃশ্চিকানাঞ্চ সুব্রতে ॥ ১৩ ॥

তৎসমুদায় নরক কুণ্ড বিস্তৃত গভীর জীবগণের ক্লেশপ্রদ কুৎসিত দারুণ ও অতি ভয়ঙ্কর। বেদে ঐ সমস্ত নরক কুণ্ডের নাম প্রসিদ্ধ আছে। আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি তুমি শ্রবণ কর ॥ ৫ । ৬ ॥

বহ্নিকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, ভয়ঙ্কর ক্ষারকুণ্ড, দুঃসহ বিট্‌কুণ্ড, মূত্রকুণ্ড, শ্লেষ্মকুণ্ড, গরকুণ্ড দূষিকাকুণ্ড, বস্তিকুণ্ড, শুক্রকুণ্ড অসৃককুণ্ড, কুৎসিত শ্মশ্রুকুণ্ড, গাত্র-লোম কুণ্ড, কর্ণবিট্‌কুণ্ড, মজ্জাকুণ্ড, মাংসকুণ্ড, দুস্তর নখকুণ্ড, লোমকুণ্ড, কেশকুণ্ড, দুঃখদ অস্থিকুণ্ড, তাম্রকুণ্ড, অতি ক্লেশজনক প্রতপ্ত লৌহকুণ্ড, তীক্ষ্ণ কন্টককুণ্ড, বিঘ্নদায়ক বিষকুণ্ড, ঘর্ম্মকুণ্ড, তপ্ত সুরাকুণ্ড, প্রতপ্ত তৈল

শরকুণ্ডং শূলকুণ্ডং খড়্গাকুণ্ডঞ্চ ভীষণং।
গোলকুণ্ডং নক্রকুণ্ডং কাককুণ্ডং শুচাস্পদং॥ ১৪॥
সঞ্চালকুণ্ডং বাজকুণ্ডং বন্ধকুণ্ডং সুদুস্তরং।
তপ্ত পাষাণকুণ্ডঞ্চ তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ডকং॥ ১৫॥
লালাকুণ্ড মসিকুণ্ডং চূর্ণকুণ্ডং সুদারুণং।
চক্রকুণ্ডং বজ্রকুণ্ডং কূর্ম্মকুণ্ডং মহোল্বনং॥ ১৬॥
জ্বালাকুণ্ডং ভস্মকুণ্ডং পূতিকুণ্ডঞ্চ সুন্দরি।
তপ্তশক্ত্যপ্যসী পত্রং ক্ষুরধারং শুচীমুখং॥ ১৭॥
গোধামুখং নক্রমুখং গজদংশঞ্চ গোমুখং।
কুম্ভীপাকং কালসূত্রং অবটোদমরুন্তুদং॥ ১৮॥
পাংশুভোজং পাশবেষ্টং শূলপ্রোতং প্রকম্পনং।
উল্কামুখং অন্ধকূপং বেধনং দণ্ড তাড়নং॥ ১৯॥
জালবন্ধং দেহচূর্ণং দলনং শোষণং করং।
সর্প জ্বালামুখং জিহ্মং ধূমান্ধং নাগবেষ্টনং॥ ২০॥

কুণ্ড, দুর্ব্বহ দন্তকুণ্ড, কৃমিকুণ্ড, পূযকুণ্ড, সুদুস্তর সর্পকুণ্ড, মশককুণ্ড, দংশকুণ্ড, ভয়ঙ্কর লবণকুণ্ড, বজ্রদংষ্ট্রকুণ্ড, বৃশ্চিককুণ্ড, ॥ ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩॥

শরকুণ্ড, শূলকুণ্ড, ভীষণ খড়্গাকুণ্ড, গোলকুণ্ড, নক্রকুণ্ড, শোকাবহ কাককুণ্ড, সঞ্চাল কুণ্ড, বাজকুণ্ড, সুদুস্তর বন্ধকুণ্ড, তপ্ত পাষাণ কুণ্ড, তীক্ষ্ণ পাষাণকুণ্ড ॥ ১৪। ১৫॥

লালাকুণ্ড, অসিকুণ্ড, সুদারুণ চূর্ণকুণ্ড, চক্রকুণ্ড, বজ্রকুণ্ড, মহোল্বন কূর্ম্মকুণ্ড, জ্বালাকুণ্ড, ভস্মকুণ্ড, ও পূতিকুণ্ড, এবং তপ্তশক্তি অসীপত্র, ক্ষুরধার, শুচীমুখ, গোধামুখ, নক্রমুখ, গজদংশ, গোমুখ কুম্ভীপাক, কালসূত্র, মর্ম্মভেদ অবটোদ, পাংশুভোজ, পাশবেষ্ট, শূল প্রোত, প্রকম্পন, উল্কামুখ, অন্ধকূপ, বেধন, দণ্ডতাড়ন, জালবন্ধ, দেহচূর্ণ, দলন, শোষণকর, সর্পজ্বালামুখ, জিহ্ম, ধূমান্ধ ও নাগবেষ্টন ॥১৬।১৭।১৮।১৯॥২০॥

কুণ্ডান্যেতানি সাবিত্রি পাপিনাং ক্লেশ দানিচ।
নিযুক্তৈঃ কিংকরগণৈ রক্ষিতানি চ সন্ততং ॥ ২১ ॥
দণ্ডহস্তৈঃ শূলহস্তৈঃ পাশহস্তৈ র্ভয়ঙ্করৈঃ।
শক্তিহস্তৈর্গদাহস্তৈর্ম্মদমত্তৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ২২ ॥
তমোযুক্তৈ র্দয়াহীনৈর্দুর্নিবার্য্যৈশ্চ সর্ব্বতঃ।
তেজস্বিভিশ্চ নিঃশঙ্কৈস্তাম্রপিঙ্গল লোচনৈঃ ॥ ২৩ ॥
যোগযুক্তৈঃ সিদ্ধযোগৈর্নানা রূপ ধরৈর্ব্বরৈঃ।
আসন্নমৃত্যুভির্দৃষ্টৈঃ পাপিভিঃ সর্ব্বজীবিভিঃ ॥ ২৪ ॥
স্বকর্ম্মনিরতৈঃ শৈবৈঃ শাক্তৈঃ সৌরৈশ্চ গাণপৈঃ।
অদৃষ্টৈঃ পুণ্যকৃদ্ভিশ্চ সিদ্ধি যোগিভিরেবচ ॥ ২৫ ॥
স্বধর্ম্ম নিরতৈর্ব্বাপি বিরতৈর্ব্বা স্বতন্ত্রকৈঃ।
বলবদ্ভিশ্চ নিঃশঙ্কৈ স্বপ্নদৃষ্টৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ ॥ ২৬ ॥

এই সমস্ত নরককুণ্ডের নাম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম এই সমুদায় নরককুণ্ডই পাপিগণের ক্লেশদায়ক। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মদমত্ত সুদারুণ কিঙ্করগণ মৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া দণ্ড শূল পাশ শক্তি ও গদা হস্তে নিরন্তর ঐ নরককুণ্ড সমুদায় রক্ষা করিতেছে ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

সেই কিঙ্করগণ তমোগুণান্বিত, দয়াহীন, সর্ব্বতোভাবে দুর্নিবার, তেজস্বী, নিঃশঙ্কচিত্ত ও তাম্রের ন্যায় পিঙ্গল লোচন হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা তথায় অবস্থান করিতেছে ॥ ২৩ ॥

সেই পুরুষগণ যোগযুক্ত, সিদ্ধিসম্পন্ন ও নানারূপধারী। আসন্নমৃত্যু পাপাত্মা জীব সমুদায় ঐ সমস্ত ভয়ঙ্কর পুরুষ দর্শন করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

স্বকর্ম্মনিরত যোগবল সম্পন্ন পুণ্যবান্ শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য গণকে আসন্নকালে কখনই ঐ সমুদায় পুরুষকে দর্শন করিতে হয় না ॥ ২৫ ॥

বিশেষতঃ স্বধর্ম্মপরায়ণ যথেচ্ছাচারবিরত বলবান্ নিঃশঙ্ক হরিপরায়ণ বৈষ্ণবগণ স্বপ্নেও কখন ঐ ভয়ঙ্কর পুরুষগণকে দর্শন করেন না ॥ ২৬ ॥

এতত্তে কথিতং সাধ্বি কুণ্ড সংখ্যা নিরূপণং।
যেষাং নিবাসো যৎ কুণ্ডং নিবোধ কথযামিতে॥ ২৭॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানে যম সাবিত্রী সম্বাদে
নরককুণ্ড সংখ্যানং নামোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হে সাধ্বি! হে পতিব্রতে! এই আমি তোমার নিকটে নরককুণ্ডের সংখ্যা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে যে প্রকার পাপাচরণ করিলে জীবের যে নরককুণ্ডে বাস হয় তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ২৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্রীর উপাখ্যানে নরককুণ্ড
সংখ্যাকথন নাম ঊনত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যম উবাচ।

হরিসেবারতঃ শুদ্ধো যোগী সিদ্ধো ব্রতী সতি।
তপস্বী ব্রহ্মচারী চ ন যাতি নরকং যতী ॥ ১ ॥
কটুবাচা বান্ধবাংশ্চ খলত্বে নচ যো নরঃ।
দগ্ধং করোতি বলবান্ বহ্নি কুণ্ডং প্রযাতি সঃ ॥ ২ ॥
গাত্রলোমপ্রমাণাব্দং তত্র স্থিত্বা হুতাশনে।
পশুযোনিমবাপ্নোতি রৌদ্রে দগ্ধস্ত্রিজন্মনি ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মণং তৃষিতং ক্ষুব্ধং প্রতপ্তং গৃহমাগতং।
ন ভোজযতি যো মূঢ়স্তপ্তকুণ্ডং প্রযাতি সঃ ॥ ৪ ॥
তত্রলোম প্রমাণাব্দং স্থিত্বা তত্র চ দুঃখিতঃ।
তপ্তস্থলে বহ্নিকুণ্ডে পক্ষী চ সপ্তজন্মসু ॥ ৫ ॥
রবিবারার্ক সংক্রান্ত্যা মমাযাং শ্রাদ্ধবাসরে।

হে সাবিত্রি! হরিসেবানিরত বিশুদ্ধচিত্ত যোগশীল সিদ্ধ ব্রতপরায়ণ তপস্বী ব্রহ্মচারী ও যতিগণ কখনই নরকে গমন করেন না ॥ ১ ॥

যে মনুষ্য খলতা প্রকাশ পূর্ব্বক সদর্পে কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্বীয় বান্ধবগণের হৃদয় দগ্ধ করে সে বহ্নিকুণ্ড নামক নরকে গমন পূর্ব্বক স্বীয় গাত্রের লোম পরিমিত কাল সেই বহ্নিজ্বালা সহ্য করিয়া পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ও জন্মত্রয় প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইতে হয় ॥ ২। ৩ ॥

ব্রাহ্মণ তৃষিত ক্ষুব্ধ ও প্রতপ্ত হইয়া গৃহে উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি তাহাকে ভোজন না করায় সেই নরাধম তপ্তকুণ্ড নামক নরকে গমন করে এবং তথায় স্বীয় লোম পরিমিত বর্ষ কাল তপ্ত বহ্নিকুণ্ডে বাস করিয়া তাহাকে সপ্তজন্ম পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ৪। ৫ ॥

বস্ত্রাণাং ক্ষারসংযুক্তং করোতি যোহি মানবঃ ॥ ৬ ॥
স যাতি ক্ষারকুণ্ডঞ্চ সূত্রমানাব্দমেব চ।
স ব্রজেদ্রজকীং যোনিং সপ্তজন্মস্থু ভারতে ॥ ৭ ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত্তু যঃ।
ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি বিট্‌কুণ্ডঞ্চ প্রযাতি সঃ ॥ ৮ ॥
ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি বিড়্‌ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি বিট্‌ক্রমিশ্চ পুনর্ভুবি ॥ ৯ ॥
পরকীয় তড়াগে চ তড়াগং যঃ করোতি চ।
উৎসৃজেদ্দৈবদোষেণ মূত্রকুণ্ডং প্রযাতি সঃ ॥ ১০ ॥
তদ্রেণুমানবর্ষঞ্চ তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
ভারতে গোধিকাচৈব সভবেৎ সপ্তজন্মসু ॥ ১১ ॥
একাকী মিষ্টমশ্নাতি শ্লেষ্মকুণ্ডং প্রযাতি সঃ।

রবিবার রবিসংক্রমণ দিন অমাবস্যা ও শ্রাদ্ধবাসরে যে মনুষ্য বস্ত্র ক্ষারযুক্ত করে সেই বস্ত্রের সূত্র পরিমিত বর্ষ তাঁহাকে ক্ষারকুণ্ড নামক নরকে বাস করিতে হয়। পরে সেই ব্যক্তি ভারতে সপ্ত জন্ম রজকী যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৬। ৭ ॥

যে ব্যক্তি স্বদত্ত কিম্বা পরদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি হরণ করে. ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিট্‌কুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। তৎপরে সেই ব্যক্তি সেই নরকে ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিড়্‌ভোজন করিয়া পুনরায় ভূতলে বিট্‌ক্রমিরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া যার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি পরকীয় তড়াগ অধিকার পূর্ব্বক স্বয়ং তড়াগ প্রস্তুত করিয়া উৎসর্গ করে সে দৈব দোষে মূত্রকুণ্ড নামক নরকে গমন পূর্ব্বক সেই তড়াগের রেণুপরিমিত বর্ষ কাল তথায় মূত্র ভোজন করিয়া থাকে। পরে তাহাকে সপ্তজন্ম গোধিকারূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ১০। ১১ ॥

পূর্ণমব্দশতঞ্চৈব তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥
পূর্ণমব্দশতঞ্চৈব সঃ প্রেতো ভারতে ভবেৎ।
শ্লেষ্মমূত্র গরঞ্চৈব পূযং ভুঙ্‌ক্তে ততঃ শুচি ॥ ১৩ ॥
পিতরং মাতরঞ্চৈব গুরুভার্য্যাং সুতং সুতাং।
যো ন পুষ্ণাত্যনাথঞ্চ গরকুণ্ডং প্রযাতি সঃ ॥ ১৪ ॥
পূর্ণমব্দসহস্রঞ্চ তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
ততো ব্রজেদ্ভূতযোনিং শতবর্ষং ততঃ শুচিঃ ॥ ১৫ ॥
দৃষ্ট্বাতিথিং বক্রচক্ষুঃ করোতি যোহি মানবঃ।
পিতৃদেবাস্তস্যজলং ন গৃহ্নন্তি চ পাপিনঃ ॥ ১৬ ॥
যানিকানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
ইহৈব লভতে চান্তে দূষিকাকুণ্ডমাব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥
পূর্ণমব্দশতঞ্চৈব তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
ততো নরো ভবেদ্ভূমৌ দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৮ ॥

যেব্যক্তি একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করে তাহাকে শতবর্ষ শ্লেষ্মকুণ্ড নামক নরকে বাস করিয়া শ্লেষ্ম ভোজন করিতে হয়। পরে সে পূর্ণ শতবর্ষ ভারতে প্রেতরূপে উৎপন্ন হইয়া শ্লেষ্ম মূত্র গর ও পূয ভোজন করিয়া থাকে। তৎপরে তাহার শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ১২ । ১৩ ॥

যে ব্যক্তি পিতা মাতা গুরুপত্নী পুত্র কন্যা ও অনাথজনকে পোষণ না করে গরকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। এবং পূর্ণ সহস্র বর্ষ সেই ব্যক্তি সেই নরকে গর ভোজন করিয়া শতবর্ষ পরিমিত কাল ভূতযোনিতে অবস্থান করে তৎপরে তাহার শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ১৪ । ১৫ ॥

যে মানব গৃহাগত অতিথিকে দেখিয়া বক্রচক্ষে তাহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করে পিতৃলোক ও দেবগণ সেই পাপাত্মার প্রদত্ত জল গ্রহণ করেন না। ব্রহ্মহত্যাদি যত প্রকার পাপ আছে ইহলোকে সে ব্যক্তি সেই সমস্ত পাপে পরিলিপ্ত হয় এবং অন্তে দূষিকাকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া পূর্ণ

দত্ত্বা দ্রব্যঞ্চ বিপ্রায় চান্যস্মৈ দীয়তে যদি।
স তিষ্ঠতি বসাকুণ্ডে তদ্ভোজী শতবৎসরং॥ ১৯॥
ততোভবেৎ স চণ্ডালো স্ত্রিজন্মনি ততঃ শুচি।
কৃকলাসো ভবেৎ সোপি ভারতে সপ্তজন্মসু।
ততোভবেন্মানবশ্চ দরিদ্রাল্পায়ুরেব চ॥ ২০॥
পুমাংসং কামিনী বাপি কামিনীং বা পুমানথ।
যঃ শুক্রং পাতয়ত্যেব শুক্রকুণ্ডং প্রযাতি সঃ॥ ২১॥
পূর্ণমব্দ শতঞ্চৈব তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
যোনিকৃমিঃ শতাব্দঞ্চ ভবেদ্ভুবি ততঃ শুচিঃ॥ ২২॥
সন্তাড্য চ গুরুং বিপ্রং রক্তপাতঞ্চ কারয়েৎ।
সচ তিষ্ঠত্যসৃক্‌কুণ্ডং তদ্ভোজী শতবৎসরং॥ ২৩॥

শত বর্ষ সেই নরক ভোগ পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি কষ্ট সহ্য করে পরে তাহাকে সপ্তজন্ম দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়॥ ১৬। ১৭। ১৮॥

যদি কেহ ব্রাহ্মণকে কোন বস্তু প্রদান করিয়া তাহা আবার অন্যকে দান করে তাহাহইলে সেই ব্যক্তি বসাকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া শতবর্ষ সেই নরক ভোগ করে, পরে সেই পাপাত্মাকে ভারতে সপ্ত জন্ম কৃকলাস রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় তৎপরেও সেই পাপাত্মা ত্রিজন্ম চণ্ডালরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শুদ্ধি লাভ করে, কিন্তু সে ইহলোকে অল্পায়ু এবং অতিশয় দরিদ্র মানবরূপে অবস্থান করে॥ ১৯॥ ২০॥

যদি কোন কামিনী কোন পুরুষকে কিম্বা কোন পুরুষ কোন কামিনীকে প্রাপ্ত হইয়া শুক্রপাত করায় তবে শুক্রকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। এবং পূর্ণ শতবর্ষ সেই নরকভোগের পর সে শতবর্ষ কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান করে পরে তাহার শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে॥ ২১॥ ২২॥

যে ব্যক্তি গুরু ও ব্রাহ্মণকে তাড়না করিয়া তাঁহাদিগের শরীরে রক্ত-

ততোভবেদ্ব্যাধজন্ম সপ্তজন্মসু ভারতে।
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি মানবশ্চ ক্রমেণ চ ॥ ২৪ ॥
অশ্রুশ্রবন্তং গায়ন্তং ভক্তং দৃষ্ট্বা চ গদ্গদঃ।
শ্রীকৃষ্ণ গুণ সংগীতে হসত্যেব হি যো নরঃ ॥ ২৫ ॥
স বসেদশ্রুকুণ্ডে চ তদ্ভোজী শতবৎসরং।
ততো ভবেৎ স চণ্ডালো ত্রিজন্মনি ততঃ শুচিঃ ॥ ২৬ ॥
করোতি খলতাং শশ্বদশুদ্ধহৃদয়ো নরঃ।
কুণ্ডং গাত্রমলানাঞ্চ সচ যাতি দশাব্দকং ॥ ২৭ ॥
ততঃ স গর্দ্দভীং যোনিমবাপ্নোতি ত্রিজন্মনি।
ত্রিজন্মনি চ শার্গালীং ততঃ শুদ্ধো ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ২৮ ॥
বধিরং যো হসত্যেব নিন্দত্যেব হি মানবঃ।
স বসেৎ কর্ণবিট্‌কুণ্ডে তদ্ভোজী শতবৎসরং ॥ ২৯ ॥

পাত করে সে অস্থিকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া শতবর্ষ সেই নরক ভোগ করে, পরে সপ্তজন্ম তাহাকে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় অতঃপর সে ক্রমে শুদ্ধিলাভ করিয়া মানবদেহ ধারণ করে ॥ ২৩ । ২৪ ॥

কোন হরিপরায়ণ ভক্ত ব্যক্তি গদ্গদস্বরে হরিগুণ গান করিতেছেন এবং তাঁহার প্রেমাশ্রু পতিত হইতেছে এমন সময়ে যদি কেহ সেই কৃষ্ণসঙ্গীত শ্রবণে হাস্য করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অশ্রুকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া শতবৎসর সেই নরক ভোগ করে। পরে জন্মত্রয় চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণের পর তাহার শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ২৫ । ২৬ ॥

যে মানব অশুদ্ধহৃদয়ে সর্ব্বদা খলতা করে সে দশবর্ষ গাত্রলোমকুণ্ড নামক নরকে বাস করে। পরে তিনজন্ম গর্দ্দভযোনিতে ও জন্মত্রয় শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণের পর নিশ্চয় তাহার শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ২৭ । ২৮ ॥

যে ব্যক্তি বধিরকে দর্শন পূর্ব্বক হাস্য করিয়া তাহার নিন্দা করে

ততো ভবেৎ স বধিরো দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু।
সপ্তজন্মস্বঙ্গহীন স্ততঃ শুদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবং ॥ ৩০ ॥
লোভাৎ স্বপালনার্থায় জীবিনং হন্তি যো নরঃ।
মজ্জাকুণ্ডে বসেৎসোপি তদ্ভোজী লক্ষবর্ষকং ॥ ৩১ ॥
ততোভবেৎ স শশকো মীনশ্চ সপ্তজন্মসু।
এণাদযশ্চ কর্ম্মভ্যস্ততঃ শুদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবং ॥ ৩২ ॥
স্বকন্যা পালনং কৃত্বা বিক্রীণাতি হি যো নরঃ।
অর্থলোভান্মহামূঢ়ো মাংসকুণ্ডং প্রযাতি সঃ ॥ ৩৩ ॥
কন্যালোমপ্রমাণাব্দং তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
তঞ্চ দণ্ডপ্রহারঞ্চ করোতি যমকিঙ্করঃ ॥ ৩৪ ॥
মাংসভারং মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা রক্তধারাং লিহেৎ ক্ষুধা।
ততোহি ভারতে পাপী কন্যাবিট্‌সু কৃমির্ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

শতবর্ষ সে কর্ণবিট্‌কুণ্ড নামক নরকে বাস করিয়া সেই কর্ণমল ভোজন করে পরে সপ্তজন্ম দরিদ্র বধির হয় এবং সপ্তজন্ম অঙ্গহীন হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে, তৎপরে নিশ্চয় সে শুদ্ধিলাভ করে ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি লোভ প্রযুক্ত আত্মপোষণার্থ জীবহত্যা করে লক্ষবর্ষ মজ্জা-কুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয় তৎপরে তাহাকে সপ্তজন্ম শশক মীন ও মৃগাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পর নিশ্চয় স্বীয় দুষ্কৃতি হইতে সে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

যে মানব স্বীয় কন্যা পালন করিয়া অর্থলোভে বিক্রয় করে, সেই মহামূঢ় ব্যক্তি মাংসকুণ্ডনামক নরকে গমন করিয়া থাকে এবং কন্যার লোম পরিমিত বর্ষ সেই নরক ভোগ করে। সেই নরকে যমকিঙ্কর-গণের বিষম দণ্ডতাড়ন তাহাকে সহ্য করিতে হয় সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥৩৪॥

তথায় সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মস্তকে মাংসভার স্থাপন পূর্ব্বক তদ্গলিত রক্তধারা পান করে, পরে সেই পাপাত্মাকে ভারতে কন্যার বিষ্ঠার কৃমি

ষষ্ঠিং বর্ষসহস্রাণি ব্যাধশ্চ সপ্তজন্মসু।
ত্রিজন্মনি বরাহশ্চ কুক্কুরঃ সপ্তজন্মসু ॥ ৩৬ ॥
সপ্তজন্মসু মণ্ডূকো জলৌকা সপ্তজন্মসু।
সপ্তজন্মসু কাকশ্চ ততঃ শুদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবং ॥ ৩৭ ॥
ব্রতানামুপবাসানাং শ্রাদ্ধাদীনাঞ্চ সংযমে।
ন করোতি ক্ষৌরকর্ম্ম অশুচিঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৩৮ ॥
সচ তিষ্ঠতি কুণ্ডেসু নখাদীনাঞ্চ সুন্দরি।
তদেব দিনমানাব্দং তদ্ভোজী দণ্ডতাড়িতঃ ॥ ৩৯ ॥
সকেশং পার্থিবং লিঙ্গং যোবার্চ্চয়তি ভারতে।
স তিষ্ঠতি কেশকুণ্ডে রেণুপ্রমাণ বর্ষকং ॥ ৪০ ॥
তদন্তে যাবনীং যোনিং প্রযাতি হর কোপতঃ।
শতাব্দাৎ শুচিমাপ্নোতি স্বকুলং লভতে ধ্রুবং ॥ ৪১ ॥

হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পরিশেষে সপ্তজন্ম ব্যাধ, ত্রিজন্ম বরাহ, সপ্তজন্ম কুক্কুর, সপ্তজন্ম মণ্ডূক, অর্থাৎ ভেক সপ্তজন্ম, জলৌকা অর্থাৎ জোঁক ও সপ্তজন্ম কাকরূপে সে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে ষষ্টিসহস্র বর্ষ ঐ সমস্ত যোনি পরিভ্রমণের পর তাহার শুদ্ধিলাভ হয়। ৩৫। ৩৬। ৩৭॥

সুন্দরি! যে ব্যক্তি চান্দ্রায়ণাদি ব্রত ও শ্রাদ্ধাদির সংযম দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম না করে সেই ব্যক্তি সমস্ত কার্য্যে অশুচি হয় এবং সে নখাদি কুণ্ডে সেই দিন পরিমিত বর্ষ কাল বাস করিয়া যম কিঙ্করগণের দণ্ডতাড়ন সহ্য করিয়া থাকে ও যার পর নাই দুঃখে কাল যাপন করে॥ ৩৮। ৩৯॥

এই ভারতে যে ব্যক্তি কেশের সহিত পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে, সেই পার্থিব শিব লিঙ্গের রেণু পরিমিত বর্ষ কেশকুণ্ডনামক নরকে তাহার বাস হয়। তৎপরে সে হরকোপে যবন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তদনন্তর শত বর্ষের পর তাহার শুদ্ধি লাভ হইলে নিশ্চয় সেই ব্যক্তি পুনরায় স্বীয় কুল প্রাপ্ত হয়॥ ৪০॥ ৪১॥

পিতৃণাং যো বিষ্ণুপদে পিণ্ডং নৈব দদাতি চ।
সচ তিষ্ঠত্যসীপত্রে স্বলোমাব্দং মহোল্বনে ॥ ৪২ ॥
ততঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য খঞ্জঃ সপ্তসু জন্মসু।
ভবেন্মহা দরিদ্রশ্চ ততঃ শুদ্ধোহি দণ্ডতঃ ॥ ৪৩ ॥
যঃ সেবতে মহামূঢ়ো গুর্ব্বিণীঞ্চ স্বকামিনীং।
প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ডে চ শতবর্ষং স তিষ্ঠতি ॥ ৪৪ ॥
অবীরান্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে ঋতুস্নাতান্নমেব চ।
লৌহকুণ্ডে শতাব্দঞ্চ সচ তিষ্ঠতি তপ্তকে ॥ ৪৫ ॥
সব্রজেদ্রাজকীং যোনিং কার্ম্মারীং সপ্তজন্মসু।
মহাব্রণী দরিদ্রশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৬ ॥
যোহি ঘর্ম্মাক্ত হস্তেন দেবদ্রব্যমুপস্পৃশেৎ।
শতবর্ষ প্রমাণঞ্চ ঘর্ম্মকুণ্ডে স তিষ্ঠতি ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুপদে পিতৃগণের পিণ্ডদান না করে তবে ভয়ঙ্কর অসীপত্রনামক নরকে স্বীয় লোম পরিমিত বর্ষ তাহার বাস হয়। পরে সে স্বযোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্ত জন্ম খঞ্জ ও অতি দরিদ্র হয়। অতঃপর তাহার শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

যে মহামূঢ় ব্যক্তি সসত্বা স্বীয় পত্নীতে উপরত হয় জীবনান্তে সে প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

যে ব্যক্তি অবীরা ও ঋতুস্নাতা নারীর অন্ন ভোজন করে তাহার তপ্ত লৌহ কুণ্ড নামক নরকে শত বর্ষ বাস হয়। পরে সে সপ্ত জন্ম কার্ম্মার যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাব্রণী ও দরিদ্র হইয়া ভারতে অবস্থান করে। অতঃপর তাহার শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ৪৫ । ৪৬ ॥

যে ব্যক্তি ঘর্ম্মাক্ত হস্তে দেবদ্রব্য স্পর্শ করে, শতবর্ষ ঘর্ম্মকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয় এবং অসহ্য কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

যঃ শূদ্রেনাভ্যনুজ্ঞাতো ভুঙ্‌ক্তে শূদ্রান্নমেব চ।
সচ তপ্ত সুরাকুণ্ডে শতাব্দং তিষ্ঠতি দ্বিজঃ॥ ৪৮॥
ততো ভবেচ্ছূদ্রযাজী ব্রাহ্মণঃ সপ্তজন্মসু।
শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজী চ ততঃ শুদ্ধোভবেৎ ধ্রুবং॥ ৪৯॥
বাগ্‌রুষ্টা কটুবাচা যা তাড়য়েৎ স্বামিনং সদা।
তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ডে সা তল্লোজী তত্র তিষ্ঠতি॥ ৫০॥
তাড়িতা যমদূতেন দণ্ডেন চ চতুর্যুগং।
ততউচ্চৈঃশ্রবাঃ সপ্তজন্মস্বেব ততঃ শুচি॥ ৫১॥
বিষেণ জীবনং হন্তি নির্দ্দয়ো যোহি পামরঃ।
বিষকুণ্ডে চ তল্লোজী সহস্রাব্দঞ্চ তিষ্ঠতি॥ ৫২॥
ততো ভবেন্নৃঘাতী চ ব্রণী চ সপ্তজন্মসু।
সপ্তজন্মবিকুষ্ঠী চ ততঃ শুদ্ধো ভবেৎ ধ্রুবং॥ ৫৩॥

যে মানব শূদ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শূদ্রান্ন ভোজন করে শতবর্ষ তপ্ত সুরাকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। তৎপরে সে সপ্তজন্ম ভারতে শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে পরে নিরূপিত কালানন্তর নিশ্চয় তাহার পাপ খণ্ডন হয়॥ ৪৮। ৪৯॥

যে কটুভাষিণী নারী সর্ব্বদা কটুবাক্যে ভর্ত্তাকে তাড়ন করে তীক্ষ্ণ কন্টককুণ্ড নামক নরকে তাহার চারিযুগ বাস হয়। যমদূতগণ দণ্ডদ্বারা তাহাকে পীড়ন করে, তদনন্তর সপ্তজন্ম প্রায় বধিরা হইয়া কষ্টভোগ করিয়া থাকে তৎপরে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়॥ ৫০। ৫১॥

যে নির্দ্দয় পামর মনুষ্য বিষভোজন করাইয়া জীবহত্যা করে সহস্রবর্ষ বিষকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। তৎপরে সে সপ্তজন্ম নরঘাতী হয়, সপ্তজন্ম ব্রণী হয়, ও সপ্তজন্ম কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া অতি ঘৃণার্হরূপে যাপন করে। পরে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়॥ ৫২। ৫৩॥

দণ্ডেন তাড়য়েদ্যোহি বৃষঞ্চ বৃষবাহকঃ।
ভৃত্যদ্বারা স্বতন্ত্রোবা পুণ্যক্ষেত্রে চ যো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
প্রতপ্ত তৈলকুণ্ডে চ স তিষ্ঠতি চতুর্যুগং।
গবাংলোম প্রমাণাব্দং বৃষোভবতি তৎপরং ॥ ৫৫ ॥
দন্তেন হন্তিজীবং যো লৌহেন বড়িষেণ বা।
দন্তকুণ্ডে বসেৎসোপি বর্ষাণা ময়ুতং সতি ॥ ৫৬ ॥
ততঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য চোদর ব্যাধিসংযুতঃ।
জন্মনৈকেন ক্লেশেন ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৫৭ ॥
যো ভুঙ্‌ক্তে চ বৃথামাংসং মৎস্যভোজী চ ব্রাহ্মণঃ।
হরের্নৈবেদ্য ভোজী চ কৃমিকুণ্ডং প্রজাতি সঃ ॥ ৫৮ ॥
স্বলোমমাণবর্ষঞ্চ তদ্ভোজী তত্রতিষ্ঠতি।
ততোভবেৎ ম্লেচ্ছজাতি স্ত্রিজন্মনি ততো দ্বিজঃ ॥ ৫৯ ॥

যে বৃষবাহক দণ্ডদ্বারা বৃষকে তাড়ন করে এবং যে ব্যক্তি ভৃত্য দ্বারাই হউক বা স্বয়ংই হউক পুণ্যক্ষেত্রে বৃষকে তাড়ন করিয়া লইয়া যায় চতুর্যুগ প্রতপ্ত তৈলকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। পরে সে গোলোম পরিমিত বর্ষ ভারতে বৃষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৫৪। ৫৫ ॥

হে সতি! যে মানব দন্ত, লৌহ বা বড়িশদ্বারা জীবের প্রাণসংহার করে, অযুতবর্ষ দন্তকুণ্ডনামক নরকে তাহার বাস হয়। পরে সে স্বীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে পরে একজন্মের পর তাহার শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ৫৬ ।৫৭॥

যে ব্রাহ্মণ বৃথামাংসভুক্ ও মৎস্যভোজী হয়, এবং হরির অনিবেদিত বস্তু ভোজন করে সে কৃমিকুণ্ড নামক নরকে বাস করিয়া স্বীয় লোম পরিমিত বর্ষ সেই নরক ভোগ করিয়া থাকে। পরে জন্মত্রয় ম্লেচ্ছ জাতিতে জন্মগ্রহণের পর পুনর্ব্বার তাহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় ॥ ৫৮। ৫৯ ॥

ব্রাহ্মণঃ শূদ্রযাজী যঃ শূদ্রশ্রাদ্ধান্ন ভোজকঃ।
শূদ্রাণাং শবদাহী চ পূযকুণ্ডং ব্রজেৎ ধ্রুবং॥ ৬০॥
যাবল্লোম প্রমাণাব্দং যজমানাঞ্চ সুব্রতে।
তাড়িতো যমদূতেন তদ্ভোজী তত্রতিষ্ঠতি॥ ৬১॥
ততোভারতমাগত্য সশূদ্রঃ সপ্তজন্মসু।
মহাশূলী দরিদ্রশ্চ ততঃ শুদ্ধঃ পুনর্দ্বিজঃ॥ ৬২॥
বিধিং প্রদত্ত্বাজীবাংশ্চ ক্ষুদ্রজন্তূংশ্চ হন্তি যঃ।
সদংশমশয়োঃ কুণ্ডে জন্তুমানাব্দকং বসেৎ॥ ৬৩॥
দিবানিশং ভক্ষিতৈশ্চৈরনাহারশ্চ শব্দকৃৎ।
হস্তপাদাদি বদ্ধশ্চ যমদূতেন তাড়িতঃ॥ ৬৪॥
ততো ভবেৎ ক্ষুদ্রজন্তু জাতিশ্চ যাবতী স্মৃতাঃ।
ততোভবেন্মানবশ্চ সোঽঙ্গহীনস্ততঃ শুচিঃ॥ ৬৫॥

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজন, শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন ভোজন বা শূদ্রের শব দাহ করে, সেই ব্যক্তি সেই শূদ্র যজমানের লোমপরিমিত বর্ষ পূযকুণ্ডনামক নরক ভোগপূর্ব্বক যমদূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হয় এবং সেই পূয ভক্ষণ করে তৎপরে সপ্তজন্ম ভারতে শূদ্রজাতিতে উৎপন্ন হইয়া মহাশূলী ও দরিদ্র হয় পরে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে॥ ৬০। ৬১। ৬২॥

যে ব্যক্তি লোক সমুদায়কে ক্ষুদ্র জীব নাশের বিধি প্রদান করিয়া ক্ষুদ্র জন্তুগণকে বিনাশ করে সেই ক্ষুদ্র জীবপরিমিত বর্ষ দংশ মশককুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। তথায় সে দিবারাত্রি যাতনা সহ্য করিয়া অনাহারে চীৎকার করিতে থাকে। যমদূতগণ তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তাহাকে তাড়ন করে, তৎপরে সেই ক্ষুদ্রজীব সংখ্যা পরিমাণে তাহাকে ক্ষুদ্রজীবরূপে ভারতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পরে সে অঙ্গহীন মনুষ্য হইয়া পরিশেষে শুদ্ধিলাভ করে॥ ৬৩। ৬৪। ৬৫॥

যো মূঢ়ো মধুগৃহ্লাতি হত্বা চ মধুমক্ষিকাঃ।
সএব গরলে কুণ্ডে জীবিমানাব্দকং বসেৎ॥ ৬৬॥
ভক্ষিতো গরলৈর্দ্দগ্ধো যমদূতেন তাড়িতঃ।
ততোহি মক্ষিকাজাতি স্ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥ ৬৭॥
অর্থলোভেন যো ভূপঃ প্রজাদণ্ডং করোতি চ।
বৃশ্চিকানাঞ্চ কুণ্ডেষু তল্লোমাব্দং বসেৎ ধ্রুবং॥ ৬৮॥
ততো বৃশ্চিকজাতিশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে।
ততো নরশ্চাঙ্গহীনো ব্যাধিযুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ৬৯॥
ব্রাহ্মণঃ শস্ত্রধারী যো হ্যন্যেষাং ধাবকো ভবেৎ।
সন্ধ্যাহীনশ্চ মূঢ়শ্চ হরিভক্তিবিহীনকঃ॥ ৭০॥
স তিষ্ঠতি স্বলোমাব্দং কুণ্ডাদিষু শরাদিষু।
বিদ্ধঃ শরাদিভিঃ শশ্বৎ ততঃশুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥ ৭১॥

যে মূঢ় ব্যক্তি মধুমক্ষিকাগণকে বিনাশ করিয়া মধুগ্রহণ করে, সেই মধুমক্ষিকার সংখ্যা পরিমিত কাল গরলকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। সেই নরকে সে গরলভোজী হইয়া যমদূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত ও দগ্ধ হইয়া থাকে। পরে তাহাকে মক্ষিকারূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় সন্দেহ নাই. তৎপরে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়॥ ৬৬। ৬৭॥

যে ভূপতি অর্থলোভে প্রজার দণ্ড করে সেই প্রজার লোমপরিমিত বর্ষ নিশ্চয়ই তাহাকে বৃশ্চিককুণ্ড নামক নরকে বাস করিতে হয়। তৎপরে ভারতে সপ্তজন্ম বৃশ্চিকরূপে তাহার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবশেষে সে অঙ্গহীন ব্যাধিযুক্ত মনুষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করে॥ ৬৮। ৬৯॥

যে ব্রাহ্মণ শস্ত্রধারী, অন্যের ধাবক সন্ধ্যাবর্জ্জিত বা হরিভক্তি বিহীন হয়। স্বীয় লোমপরিমিত বর্ষ শরাদিকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হইয়া থাকে। পরে সে তথায় নিরন্তর শরবিদ্ধ হইয়া মানবরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ নিষ্পাপ হয়॥ ৭০॥ ৭১॥

কারাগারে সান্ধকারে নিবধ্নাতি প্রজাশ্চ যঃ।
প্রমত্তঃ স্বল্পদোষেণ গোলকুণ্ডং প্রযাতি সঃ॥ ৭২॥
তৎকুণ্ডং পঙ্কতোয়াক্তং সান্ধকারং ভয়ঙ্করং।
তীক্ষ্নদংষ্ট্রৈশ্চ কীটৈশ্চ সংযুক্তং গোলকুণ্ডকং॥ ৭৩॥
কীটৈর্ব্বিদ্ধো বসেত্তত্র প্রজালোমাব্দমেব চ।
ততো ভবেৎ প্রজাভৃত্যস্ততঃ শুদ্ধোনরো ভুবি॥ ৭৪॥
সরোবরাদুত্থিতাংশ্চ নক্রাদীন্ হন্তি যঃ সতি।
নক্রকণ্টকমানাব্দং নক্রকুণ্ডং প্রজাতি সঃ॥ ৭৫॥
ততো নক্রাদিজাতিশ্চ ভবেন্নদ্যাদিষু ধ্রুবং।
ততঃ সদ্যোপি শুদ্ধো হি দণ্ডেনৈব নরঃ পুনঃ॥ ৭৬॥
বক্ষঃশ্রোণীস্তনাস্যঞ্চ যঃ পশ্যতি পরস্ত্রিয়াঃ।
কামেন কামুকো যো হি পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে॥ ৭৭॥

যে ভূপতি প্রমত্ত হইয়া স্বল্পদোষে অন্ধকারময় কারাগারে প্রজাগণকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, গোলকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। সেই নরক উত্তপ্ত জলে পূর্ণ ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারময়। তথায় তীক্ষ্নদংষ্ট্র কীটগণ তাহাকে দংশন করে, সেই ব্যক্তি সেই ঘোর নরকে কীটবিদ্ধ হইয়া প্রজার লোমপরিমিত বর্ষ তথায় বাস করিয়া থাকে, পরে প্রজার ভৃত্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে তৎপরে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়॥ ৭২॥৭৩॥৭৪॥

পতিব্রতে! যে ব্যক্তি সরোবর হইতে উত্থিত নক্রাদি জলজন্তুগণকে বিনাশ করে সেই নক্রের কণ্টক পরিমিত বর্ষ নক্রকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। তৎপরে সে নদী প্রভৃতিতে নক্রাদিজাতি হইয়া নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করে। দণ্ডভোগের পর পাপমুক্ত হইয়া সে পুনর্ব্বার মানবরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৭৫। ৭৬॥

এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে যে কামুক ব্যক্তি কামভাবে পরনারীর বক্ষঃস্থল নিতম্ব, স্তন ও মুখমণ্ডল দর্শন করে স্বীয় লোমপরিমিত বর্ষ কাককুণ্ড নামক

স বসেৎ কাককুণ্ডে চ কাকৈশ্চঞ্চুন্নলোচনঃ।
ততঃ স্বলোমমানাব্দং ততশ্চান্ধ স্ত্রিজন্মনি ॥ ৭৮ ॥
সপ্তজন্ম দরিদ্রশ্চ মহাক্রূরশ্চ পাতকী।
ভারতে স্বর্ণকারশ্চ সচ স্বর্ণবনিক্ ততঃ ॥ ৭৯ ॥
যো ভারতে তাম্রচৌরো লৌহ চৌরশ্চ সুন্দরি।
সচ লোম প্রমাণাব্দং বাজকুণ্ডং প্রযাতি সঃ ॥ ৮০ ॥
তত্রৈব বাজবীড্ভোজী বাজৈশ্চ ক্ষুন্নলোচনঃ।
তাড়িতো যমদূতেন ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৮১ ॥
ভারতে দেবচৌরশ্চ দেব দ্রব্যাদি হারকঃ।
সুদুষ্করে বজ্রকুণ্ডে স্বলোমাব্দং বসেৎ ধ্রুবং ॥ ৮২ ॥
দেহ দগ্ধোহি তদ্বজ্রৈরনাহারশ্চ শব্দকৃৎ।
তাড়িতো যমদূতেন ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৮৩ ॥

নরকে তাহার বাস হয়। তথায় বায়সগণ চঞ্চুদ্বারা তাহার চক্ষুদ্বয়ে আঘাত করিতে থাকে। পরে সে ভারতে জন্মত্রয় অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া অপর্য্যাপ্ত কষ্টভোগানন্তর শুদ্ধিলাভ করে ॥ ৭৭। ৭৮ ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রূরতা প্রকাশ করে, সে সপ্তজন্ম দরিদ্র হয়, পরে স্বর্ণকাররূপে জন্মে পরিশেষে সুবর্ণবনিক্ হইয়া উৎপন্ন হয় ॥ ৭৯ ॥

এই ভারতে যে ব্যক্তি তাম্র ও লৌহ চৌর্য্য করে স্বীয় গাত্রের লোমপরিমিত বর্ষ বাজকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। সেই নরকে সে বাজগণের বিষ্ঠা ভোজন করে, বাজপক্ষিগণ চঞ্চুদ্বারা তাহার নেত্রদ্বয়ে আঘাত করিতে থাকে এবং তথায় সে যমদূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। এইরূপ নরক ভোগের পর সে শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৮০। ৮১ ॥

এই ভারতে যে ব্যক্তি দেব চৌর্য্য হইয়া দেব দ্রব্যাদি অপহরণ করে, আত্মদেহের লোমপরিমিত বর্ষ সুদুষ্কর বজ্রকুণ্ড নামক নরকে নিশ্চই তাহার বাস হয়। সেই নরকে সেই পাতকী বজ্রানলে দগ্ধদেহ হইয়া

রৌপ্য গব্যাং শুকানাঞ্চ যশ্চৌরঃ সুরবিপ্রয়োঃ।
তপ্ত পাষাণকুণ্ডে চ স্বলোমাব্দং বসেৎ ধ্রুবং ॥ ৮৪ ॥
ত্রিজন্মনি বকঃ সোপি শ্বেতহংসস্ত্রিজন্মনি।
জন্মৈকং শঙ্খচিহ্নশ্চ ততোন্যে শ্বেতপক্ষিণঃ ॥ ৮৫ ॥
ততোরক্ত বিকারী চ শূলী চ মানবো ভবেৎ।
সপ্তজন্মসুচাল্পায়ু স্ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৮৬ ॥
রেত্যকাংশ্যাদি পাত্রঞ্চ যো হরেৎ সুরবিপ্রয়োঃ।
তীক্ষ্ণপাষাণ কুণ্ডে চ স্বলোমাব্দং বসেৎ ধ্রুবং ॥ ৮৭ ॥
সম্ভবেদশ্বজাতি শ্চ ভারতে সপ্তজন্মসু।
ততোধিকাঙ্গজাতিশ্চ পাদরোগী ততঃ শুচিঃ ॥ ৮৮ ॥

অনাহারে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে এবং যমদূতগণ বিষম তাড়ন করে এইরূপ নরক ভোগের পর সে পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৮২ । ৮৩ ॥

যে ব্যক্তি দেব ব্রাহ্মণের রৌপ্য দধিদুগ্ধাদি গব্য ও বস্ত্র চৌর্য্য করে, স্বীয় দেহের লোমপরিমিত বর্ষ নিশ্চয়ই তাহাকে তপ্ত পাষাণকুণ্ড নামক নরকে গমন করিতে হয়। ঐ নরক ভোগের পর সেই পাতকী পর্য্যায়-ক্রমে জন্মত্রয় বক, জন্মত্রয় শ্বেতহংস ও একজন্ম শঙ্খচিল্ল হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পরে অন্যান্য শ্বেতপক্ষী হইয়া উৎপন্ন হয়। এই রূপে পক্ষিযোনি পরিভ্রমণের পর সে সপ্তজন্ম রক্তবিকারী শূলরোগগ্রস্ত ও অল্পায়ু মনুষ্য হইয়া ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় দুষ্কৃতির ফল ভোগ অর্থাৎ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে। পরিশেষে তাহার শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ৮৪ । ৮৫ । ৮৬ ॥

যে মানব দেব ব্রাহ্মণের পিত্তল ও কাংস্যাদি নির্ম্মিত পাত্র অপহরণ করে, সে স্বীয় লোমপরিমিত বর্ষ তীক্ষ্ণ পাষাণকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। পরে তাহাকে ভারতে সপ্তজন্ম অশ্বজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তৎপরে সে অধিকাঙ্গজাতি ও পাদরোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার পর নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮৭ । ৮৮ ॥

পুংশ্চল্যন্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে পুংশ্চলম্নপিজীবিনঃ।
স্বলোম মানবর্ষঞ্চ লালাকুণ্ডে বসেৎ ধ্রুবং ॥ ৮৯ ॥
তাড়িতো যমদূতেন তদ্ভোজী তত্রতিষ্ঠতি।
ততশ্চক্ষুঃশূলরোগী ততঃ শুদ্ধঃ ক্রমেণ চ ॥ ৯০ ॥
ম্লেচ্ছ সেবী ম্লেচ্ছ জীবী যো বিপ্রো ভারতে ভুবি।
স চ তপ্ত মসীকুণ্ডে স্বলোমাব্দং বসেৎ ধ্রুবং ॥ ৯১ ॥
তাড়িতো যমদূতেন তদ্ভোজী তত্রতিষ্ঠতি।
তত্র ত্রিজন্মনি ভবেৎ কৃষ্ণবর্ণ পশুঃ সতি ॥ ৯২ ॥
দ্বিজন্মনি ভবেচ্ছাগঃ কৃষ্ণসর্পাস্ত্রিজন্মনি।
ততশ্চ তাল বৃক্ষশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৯৩ ॥
ধান্যাদি শস্য তাম্বুলং যোহরেৎ স্থর বিপ্রয়োঃ।
আসনঞ্চ তথা তল্পং চূর্ণকুণ্ডং প্রযাতি সঃ ॥ ৯৪ ॥

যে ব্যক্তি পুংশ্চলীর অন্ন ভোজন বা পুংশ্চলীর অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, নিশ্চই স্ব লোমপরিমিত বর্ষ তাহাকে লালাকুণ্ড নামক নরকে বাস করিতে হয়। যমদূতগণ সেই বিষম নরকে তাহাকে তাড়ন করে। সে চক্ষুঃশূলরোগী মনুষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে শুদ্ধিলাভ করে॥ ৮৯।৯০ ॥

এই ভারতে যে ম্লেচ্ছসেবী ও ম্লেচ্ছজীবী হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তপ্ত মসীকুণ্ড নামক নরকে স্বীয় লোমপরিমিত বর্ষ নিশ্চয়ই বাস করিয়া থাকে। সেই ঘোর নরকে যমদূতগণ তাহাকে তাড়ন করে। পরে তাহাকে পর্য্যায়ক্রমে জন্মত্রয় কৃষ্ণবর্ণ পশু, দুইজন্ম ছাগ ও জন্মত্রয় কৃষ্ণসর্প হইয়া উৎপন্ন হইতে হয়। পরে তালবৃক্ষরূপে সঞ্জাত হইয়া শুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে॥ ৯১। ৯২। ৯৩ ॥

যে ব্যক্তি দেব ব্রাহ্মণের ধান্যাদি শস্য, তাম্বূল, আসন ও শয্যা হরণ করে, চূর্ণকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়। সেই পাতকী শতবর্ষ সেই

শতাব্দং তত্র নিবসেৎ যমদূতেন তাড়িতঃ।
ততো ভবেন্মেষ জাতি কুক্কুটশ্চ ত্রিজন্মনি ॥ ৯৫ ॥
ততো ভবেদ্বামনশ্চ কাশ ব্যাধিযুতো ভুবি।
বংশ হীনো দরিদ্রশ্চ চাল্পায়ুশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ৯৬ ॥
ভোগং করোতি বিপ্রাণাং হৃত্বা দ্রব্যঞ্চ যো নরঃ।
সবসেচ্চক্রকুণ্ডঞ্চ শতাব্দং দণ্ড তাড়িতঃ ॥ ৯৭ ॥
ততো ভবেন্মানবশ্চ তৈলকার স্ত্রিজন্মনি।
ব্যাধিযুক্তো ভবেদ্রোগী বংশ হীন স্ততঃ শুচিঃ ॥ ৯৮ ॥
বান্ধবেষুচ বিপ্রেষু করোতি বক্রতাং নরঃ।
প্রযাতি বক্রকুণ্ডঞ্চ বসেত্তত্র যুগং সতি ॥ ৯৯ ॥
ততো ভবেৎ সবক্রাঙ্গো হীনাঙ্গঃ সপ্তজন্মসু।
দরিদ্রো বংশহীনশ্চ ভার্য্যাহীন স্ততঃ শুচিঃ ॥ ১০০ ॥

নরকে যমদূতগণের তাড়ন সহ্য করিয়া থাকে। পরে সে জন্মত্রয় মেষ-রূপে ও জন্মত্রয় কুক্কুট রূপে উৎপন্ন হয়। তৎপরে সে খর্ব্বকায়, কাশ-ব্যাধি যুক্ত দরিদ্র, অল্পায়ু ও বংশহীন মনুষ্য হইয়া ভারতে জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপ ভোগাবসানের পর তাহার শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ৯৪। ৯৫। ৯৬॥

যে মানব ব্রাহ্মণ দ্রব্য হরণ করিয়া তাহা ভোগ করে, সে জীবনান্তে শতবর্ষ চক্রকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া যমকিঙ্করগণের দণ্ডতাড়ন সহ্য করিয়া থাকে। তৎপরে সে জন্মত্রয় তৈলকাররূপে উৎপন্ন হয় এবং পরিশেষে নানা রোগাক্রান্ত ও বংশহীন হইয়া ভারতে কাল হরণ করে। এই সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পরে তাহার পাপধ্বংস হয় ॥ ৯৭। ৯৮ ॥

হে সাবিত্রি! যেমনুষ্য ব্রাহ্মণ ও বান্ধবগণের প্রতি বক্রতা প্রকাশ করে, একযুগ তাহাকে বক্রকুণ্ড নামক নরকে বাস করিতে হয়। তৎপরে সে সপ্তজন্ম বক্রাঙ্গ, হীনাঙ্গ, দরিদ্র, বংশহীন ও ভার্য্যাহীন হইয়া ভারতে কালহরণ করে, পরিশেষে তাহার সেই দুষ্কৃতির খণ্ডন হয় ॥ ৯৯। ১০০ ॥

শয়নে কূর্ম্মমাংসঞ্চ ব্রাহ্মণো যোহি ভক্ষতি।
কূর্ম্মকুণ্ডে বসেৎ সোপি শতাব্দং কূর্ম্ম ভক্ষিতঃ॥ ১০১॥
ততো ভবেৎ কূর্ম্ম জন্ম ত্রিজন্মনিচ শূকরঃ।
ত্রিজন্মনি বিড়ালশ্চ ময়ূরশ্চ ত্রিজন্মনি॥ ১০২॥
ঘৃত তৈলাদিকঞ্চৈব যোহরেৎ সুর বিপ্রয়োঃ।
স যাতি জালকুণ্ডঞ্চ ভস্মকুণ্ডঞ্চ পাতকী॥ ১০৩॥
তত্র স্থিত্বা শতাব্দঞ্চ স ভবেত্তৈল পায়িকা।
সপ্ত জন্ম মৎস্য রঙ্গো মূষিকশ্চ ততঃ শুচিঃ॥ ১০৪॥
সুগন্ধ তৈল ধাত্রী চ গন্ধ দ্রব্যানি এব বা।
ভারতে পুণ্য বর্ষেচ যো হরেৎ সুর বিপ্রয়োঃ॥ ১০৫॥
বসেৎ দুর্গন্ধ কুণ্ডেচ ভবেদ্দান্ধো দিবানিশং।
স্বলোম মানবর্ষঞ্চ ততো দুর্গন্ধিকা ভবেৎ॥ ১০৬॥

হরির শয়নকালে যেব্যক্তি কূর্ম্ম মাংস ভোজন করে, জীবনান্তে শতবর্ষ তাহাকে কূর্ম্মকুণ্ড নামক নরকে বাস করিতে হয়। তথায় কূর্ম্মগণ তাহাকে দংশন করে। পরে কূর্ম্মযোনিতে পাতকির জন্ম হয়। তৎপরে সে জন্মত্রয় শূকর, জন্মত্রয় বিড়াল ও জন্মত্রয় ময়ূররূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥১০১।১০২॥

যে দেব ব্রাহ্মণের ঘৃত ও তৈলাদি হরণ করে, সে জালকুণ্ড ও ভস্মকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। শতবর্ষ সেই নরক ভোগের পর তাহাকে তৈলপায়িকা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তৎপরে সে সপ্তজন্ম মৎস্যরঙ্গ ও মূষিক রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভোগাবসানে তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধিলাভ হয় তাহার সন্দেহ নাই॥ ১০৩। ১০৪॥

যে ব্যক্তি পুণ্যবর্ষ ভারতে দেব ব্রাহ্মণের সুগন্ধিতৈল আমলকী বা অন্য গন্ধদ্রব্য হরণ করে সেব্যক্তি স্বলোম পরিমিত বর্ষ দুর্গন্ধকুণ্ড নামক নরকে বাস করিয়া দিবারাত্রি অতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে অর্থাৎ সেই

দুর্গন্ধিকা সপ্তজন্ম মৃগনাভি স্ত্রিজন্মনি।
সপ্ত জন্ম সুগন্ধিশ্চ ততোহি মানবো ভবেৎ॥ ১০৭ ॥
বলে নৈব খলত্বেন হিংসা রূপেণ বা সতি।
বলিশ্চাপি হরেদ্ভূমিং ভারতে পর পৈতৃকীং॥ ১০৮ ॥
স বসেত্তপ্ত শূর্ম্মাঞ্চ ভবেত্তপ্তো দিবানিশং।
তপ্ত তৈলে যথা জীবো দগ্ধো ভ্রমতি সন্ততং॥ ১০৯ ॥
ভস্মসান্ন ভবত্যেব ভোগ দেহো ন নশ্যতি।
সপ্ত মন্বন্তরং পাপী সন্তপ্ত স্তত্র তিষ্ঠতি॥ ১১০ ॥
শব্দং করোত্যনাহারো যমদূতেন তাড়িতঃ।
ষষ্টি বর্ষ সহস্রাণি বিট্ ক্রমি র্ভারতে ততঃ॥ ১১১ ॥
ততো ভবেদ্ভূমি হীনো দরিদ্রশ্চ ততঃ শুচিঃ।
ততঃ স্বযোনিং সংপ্রাপ্য শুভ কর্ম্মা ভবেৎ পুনঃ॥১১২ ॥

দুর্গন্ধ সহ্য করে। পরে তাহাকে সপ্তজন্ম দুর্গন্ধিকা ও জন্মত্রয় কস্তূরীমৃগ রূপে উৎপন্ন হইতে হয়। অতঃপর সে সপ্তজন্ম সুগন্ধি জীব হইয়া পরিশেষে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে॥ ১০৫। ১০৬। ১০৭॥

হে সতি! যে বলশালী পুরুষ বলে খলতা প্রকাশ বা হিংসা রূপে পরের পৈতৃক ভুমি হরণ করে তপ্ত শূর্ম্মি নামক নরকে বাস করিয়া তাহাকে দিবারাত্রি সন্তাপিত হইতে হয়। সেই জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে তপ্ত তৈলে দগ্ধ হইয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে॥ ১০৮। ১০৯॥

কখনই ভস্মীভুত হয় না কারণ ভোগ দেহের বিনাশ নাই। সেই পাপী সপ্তমন্বন্তর পর্য্যন্ত সেই নরককুণ্ডে সন্তপ্ত হইয়া যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অনাহারে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে। সে অতঃপর ষষ্টিসহস্র বর্ষ ভারতে বিষ্ঠার ক্রমি হইয়া যাতনা পায়। তৎপরে ভুমিহীন দরিদ্র মনুষ্য হইয়া নিষ্পাপ হয়, পাপধ্বংস হইলে সে পুনর্ব্বার স্বযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে॥ ১১০। ১১১। ১১২॥

ছিনত্তি জীবিনঃ খড়্গো র্দয়াহীনঃ সুদারুণঃ।
নর ঘাতীহন্তি নরমর্থ লোভেন ভারতে॥ ১১৩॥
অসি পত্রে সবসেচ্চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ।
তে যুচেদ্ব্রাহ্মণান্‌হন্তি শত মন্বন্তরং তদা॥ ১১৪॥
ছিন্নাঙ্গশ্চ ভবেৎ পাপী খড়্গা ধারেণ সন্ততং।
অনাহারঃ শব্দ কুর্চ্চ যমদুতেন তাড়িতঃ॥ ১১৫॥
সঞ্চালঃ শতজন্মানি ভারতে শূকরো ভবেৎ।
কুক্কুরঃ শত জন্মানি শৃগালঃ সপ্ত জন্মসু॥ ১১৬॥
ব্যাঘ্রশ্চ সপ্ত জন্মানি বৃকশ্চৈব ত্রিজন্মনি।
জন্ম সপ্ত গণ্ডকানি মহিষশ্চ ত্রিজন্মনি॥ ১১৭॥
গ্রামং বা নগরং বাপি দাহনং যঃ করোতিচ।
ক্ষুর ধারে বসেৎ সোপি ছিন্নাঙ্গ স্ত্রিযুগং সতি॥ ১১৮॥
ততঃ প্রেতো ভবেৎ সদ্যো বহ্নি বক্তো ভ্রমেন্মহীং।

• এই ভারতে যে নির্দ্দয় নিদারুণ ব্যক্তি খড়্গাদ্বারা জীবগণকে ছেদন করে এবং যে নরঘাতী অর্থলোভে নরহত্যা করে সেই পামরকে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত অসিপত্র নামক নরকে বাস করিতে হয়। তন্মধ্যে ব্রহ্মহত্যাকারি শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত ঘোর নরক ভোগ করে। তথায় সেই পাপাত্মা পামর নিরন্তর খড়্গাধারে ছিন্নাঙ্গ হয় এবং যমকিঙ্কর কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অনাহারে চীৎকার করে॥ ১১৩। ১১৪। ১১৫॥

পরে সেই পাতকী ভারতে সঞ্চালিত হইয়া শতজন্ম শূকর, শতজন্ম কুক্কুর, সপ্তজন্ম শৃগাল, ও সপ্তজন্ম ব্যাঘ্র, ত্রিজন্ম বৃক সপ্তজন্ম গণ্ডার ও ত্রিজন্ম মহিষ রূপে জন্মগ্রহণ করে॥ ১১৬। ১১৭॥

হে সতি! যে ব্যক্তি অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক গ্রাম বা নগর দগ্ধ করে, সে ক্ষুরধার নামক নরকে বাস করিয়া যুগত্রয় সেই ক্ষুরধারে ছিন্নাঙ্গ হয়।

সপ্ত জন্ম মেধ্য ভোজী খদ্যোতঃ সপ্ত জন্মসু ॥ ১১৯ ॥
ততো ভবেন্মহা শূলী মানবঃ সপ্ত জন্মসু।
সপ্ত জন্ম গলৎকুষ্ঠী ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ১২০ ॥
পর কর্ণে মুখং দত্ত্বা পরনিন্দাং করোতি যঃ।
পরদোষে মহা শ্লাঘী দেব ব্রাহ্মণ নিন্দকঃ ॥ ১২১ ॥
সূচী মুখে সচ বসেৎ সূচী বিদ্ধো যুগত্রয়ং।
ততো ভবেদ্বৃশ্চিকশ্চ সর্পশ্চ সপ্ত জন্মসু ॥ ১২২ ॥
বজ্রকীটঃ সপ্তজন্ম ভস্মকীট স্ততঃ পরং।
ততো ভবেন্মানবশ্চ মহাব্যাধি স্ততঃ শুচিঃ ॥ ১২৩ ॥
গৃহিণাঞ্চ গৃহং ভিত্ত্বা বস্তুস্তেয়ং করোতি যঃ।
গাশ্চ ছাগাংশ্চ মেষাংশ্চ যাতি গোধামুখঞ্চ সঃ ॥ ১২৪ ॥
ততো ভবেৎ সপ্ত জন্ম গোজাতি র্ব্যাধি সংযুতঃ।
ত্রিজন্ম মেষ জাতিশ্চ ছাগ জাতি স্ত্রিজন্মনি ॥ ১২৫ ॥

তৎপরক্ষণেই সে অগ্নিমুখ প্রেত হইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করে। পরে সপ্তজন্ম মলভোজী জীব ও সপ্তজন্ম খদ্যোতরূপে সমুৎপন্ন হয়। অতঃপরে সপ্তজন্ম মহা শূলগ্রস্ত ও সপ্তজন্ম গলৎকুষ্ঠী মনুষ্য হইয়া থাকে। এই সমস্ত যাতনা ভোগের পর তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধিলাভ হয় তাহার সন্দেহ নাই ॥ ১১৮। ১১৯। ১২০ ॥

যে ব্যক্তি পরকর্ণে মুখার্পণ পূর্ব্বক পরনিন্দা করে, এবং যে ব্যক্তি পরদোষে মহাশ্লাঘা প্রকাশ ও দেব ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, সে যুগত্রয় সূচীমুখ নামক নরকে বাস করিয়া সূচীদ্বারা বিদ্ধ হইয়া থাকে। পরে তাহাকে সপ্তজন্ম বৃশ্চিক, সপ্তজন্ম সর্প, সপ্তজন্ম বজ্রকীট ও সপ্তজন্ম ভস্মকীট রূপে উৎপন্ন হইতে হয়। অতঃপর সে মহা ব্যাধিযুক্ত মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে নিশ্চয়ই শুদ্ধিলাভ করে ॥ ১২১। ১২২। ১২৩ ॥

যে ব্যক্তি গৃহিগণের গৃহ ভেদ করিয়া কোন বস্তু হরণ এবং গো,

ততো ভবেন্মানবশ্চ নিত্য রোগী দরিদ্রকঃ।
ভার্য্যাহীনো বন্ধুহীনঃ সন্তাপিতস্ততঃ শুচিঃ॥ ১২৬॥
সামান্য দ্রব্য চৌরশ্চ যাতি নক্রমুখং যুগং।
ততো ভবেন্মানবশ্চ মহারোগী ততঃ শুচিঃ॥ ১২৭॥
হন্তিগাশ্চ গজাংশ্চৈব তুরগাংশ্চ নরাং স্তথা।
স যাতি গজদংশঞ্চ মহাপাপী যুগত্রয়ং॥ ১২৮॥
তাড়িতো যমদূতেন গজদন্তেন সন্ততং।
স ভবেদ্গাজজাতিশ্চ তুরগশ্চ ত্রিজন্মনি।
গোজাতি ম্লেচ্ছজাতিশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥ ১২৯॥
জলং পিবন্তীং তৃষিতাং গাং বারয়তি যো নরঃ।

ছাগ ও মেষ চৌর্য্য করে, তাহাকে গোধামুখ নামক নরকে গমন করিতে হয়। পরে সে সপ্তজন্ম ব্যাধিযুক্ত গোজাতি, ত্রিজন্ম মেষজাতি ও জন্মত্রয় ছাগজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে॥ ১২৪। ১২৫॥

অতঃপর সে মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নিত্য রোগী দরিদ্র ভার্য্যাহীন বন্ধুহীন ও সন্তাপিত হয়। এইরূপ ভোগাবসানের পর সে সমস্ত পাপ হইতেমুক্ত হইয়া শুদ্ধিলাভ করে॥ ১২৬॥

যে ব্যক্তি সামান্য দ্রব্য অপহরণ করে, একযুগ তাহাকে ঘোর নক্রমুখ নামক নরকে বাস করিতে হয়। তৎপরে সে মহারোগী হইয়া মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করে পরিশেষে পাপমুক্ত হইয়া থাকে॥ ১২৭॥

যে ব্যক্তি গো, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ; বিনাশ করে সেই মহাপাপী গজদংশ নামক নরকে গমন করিয়া যুগত্রয় সেই নরক ভোগ করিয়া থাকে। তথায় সে নিরন্তর যমদূত কর্ত্তৃক গজদন্ত দ্বারা তাড়িত হয়। তৎপরে সে জন্মত্রয় গজজাতি, জন্মত্রয় অশ্বজাতি, জন্মত্রয় গোজাতি ও জন্মত্রয় ম্লেচ্ছজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অতিশয় কষ্টভোগ করে পরিশেষে শুদ্ধি লাভ করে তাহার কোন সন্দেহ নাই॥ ১২৮॥ ১২৯॥

তৎশুশ্রূষা বিহীনশ্চ গোমুখং যাতি মানবঃ॥ ১৩০॥
নরকং গোমুখাকারং ক্রিমিতপ্তোদকান্বিতং।
তত্রতিষ্ঠতি সন্তপ্তো যাবন্মন্বন্তরাবধি॥ ১৩১॥
ততো নরোপি গোহীনো মহারোগী দরিদ্রকঃ।
সপ্তজন্মান্ত্যজাতিশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥ ১৩২॥
গোহত্যাং ব্রহ্মহত্যাঞ্চ যঃ করোত্যতিদেশিকাং।
যোহি গচ্ছেদগম্যাঞ্চ সন্ধ্যাহীনোপ্যদীক্ষিতঃ॥ ১৩৩॥
প্রতিগ্রহী যস্তীর্থেষু গ্রামযাজী চ দেবলঃ।
শূদ্রানাং শূপকারশ্চ প্রমত্তো বৃষলীপতিঃ॥ ১৩৪॥
গোহত্যাং ব্রহ্মহত্যাঞ্চ স্ত্রীহত্যাঞ্চ করোতি যঃ।
ভিক্ষুহত্যাং ভ্রূণহত্যাং মহাপাপী চ ভারতে॥ ১৩৫॥

পিপাসার্ত্তা ধেনু জলপানে প্রবৃত্তা হইলে যে মানব তাহাকে নিবারণ করে, এবং যে ব্যক্তি গোসেবায় বিমুখ হয় সে গোমুখ নামক নরকে গমন করিয়া থাকে, ঐ নরক গোমুখাকার এবং ক্রমি ও তপ্তোদকে পরিপূর্ণ। সেই পাতকী একমন্বন্তর পর্য্যন্ত সেই নরকে সন্তাপিত হইয়া বাস করে, তৎপরে তাহাকে সপ্তজন্ম গোহীন মহারোগী দরিদ্র অন্ত্যজ জাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় তৎপরে তাহার স্বীয় দুষ্কৃতির খণ্ডন হইয়া নিশ্চয়ই শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ১৩০। ১৩১। ১৩২॥

যে ব্যক্তি অতিদেশিক অর্থাৎ আরোপিত গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত, অগম্যাগামী, সন্ধ্যাবন্দন বর্জ্জিত ও অদীক্ষিত হয়, যে ব্রাহ্মণ তীর্থে প্রতিগ্রহ স্বীকার, গ্রাম যাজন ও দেবদ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের শূপকার, প্রমত্ত ও শূদ্রাপতি হয়॥ ১৩৩। ১৩৪॥

এবং যাহরা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা ভিক্ষুহত্যা ও ভ্রূণহত্যা করে, ভারতে তাহারা মহাপাপী বলিয়া কথিত আছে। ঐ সমস্ত মহাপাপি-

কুম্ভীপাকে স চ বসেৎ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ।
তাড়িতো যমদূতেন ঘূর্ণমানশ্চ সন্ততং ॥ ১৩৬ ॥
ক্ষণং পততি বহ্নৌ চ ক্ষণং পততি কণ্টকে।
ক্ষণঞ্চ তপ্তৈতলেষু তপ্ততোয়েষু চ ক্ষণং ॥ ১৩৭ ॥
ক্ষণঞ্চ তপ্তপাষাণে তপ্তলৌহে ক্ষণং ততঃ।
গৃধ্রকোটি সহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ ॥ ১৩৮ ॥
কাকশ্চ সপ্তজন্মানি সর্পশ্চ সপ্তজন্মসু।
ষষ্টিংবর্ষসহস্রাণি ততশ্চ বিট্‌ক্রিমির্ভবেৎ ॥ ১৩৯ ॥
ততো ভবেৎ স বৃষণো গলৎকুষ্ঠী দরিদ্রকঃ।
যক্ষ্মাগ্রস্তো বংশহীনো ভার্য্যাহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥ ১৪০ ॥

সাবিত্র্যুবাচ।

ব্রহ্মহত্যাঞ্চ গোহত্যাং কিংবিধা যাতি দেশিকীং।
কাবা নৃণামগম্যাবা কোবা সন্ধ্যাবিহীনকঃ ॥ ১৪১ ॥

দিগকে চতুর্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নামক ঘোর নরকে বাস করিতে হয়। তথায় সেই মহাপাতকীগণ যমদূত কর্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর ঘূর্ণমান হইতে থাকে। সেই ঘোর নরকে কখন তাহারা অগ্নিকুণ্ডে কখন কণ্টক মধ্যে কখন তপ্তৈতলে কখন উষ্ণজলে নিক্ষেপিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে ॥ ১৩৫। ১৩৬। ১৩৭ ॥

কখন তপ্তপাষাণে ও কখন বা তপ্তলৌহের উপরিভাগে নিক্ষিপ্ত হয়। তৎপরে সে সহস্র কোটি জন্ম গৃধ্র, শতজন্ম শূকর সপ্তজন্ম কাক সপ্তজন্ম সর্প ও ষষ্ঠী সহস্র জন্ম বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। পরে সেই নারকী বৃহৎ বৃষণযুক্ত অর্থাৎ প্রকাণ্ড অণ্ডকোষ বিশিষ্ট গলৎকুষ্ঠী ও দরিদ্র মনুষ্য হয়। তৎপরে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, বংশহীন ও ভার্য্যাহীন হইয়া পরিশেষে শুদ্ধিলাভ করে ॥ ১৩৮। ১৩৯। ১৪০ ॥

অদীক্ষিতঃ প্রমাণঃ কো কোবা তীর্থে প্রতিগ্রহী।
দ্বিজঃ কোবা গ্রামযাজী কোবা বিপ্রশ্চ দেবলঃ ॥ ১৪২ ॥
শূদ্রাণাং শূপকারশ্চ প্রমত্তো বৃষলীপতিঃ।
এতেষাং লক্ষণং সর্ব্বং বদ বেদবিদাম্বর ॥ ১৪৩ ॥

যম উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণেচ তদর্চ্চায়াং মৃন্ময্যাং প্রকৃতৌতথা।
শিবেচ শিবলিঙ্গে চ সূর্য্যে সূর্য্যমণৌ তথা ॥ ১৪৪ ॥
গণেশে বা তদর্চ্চায়ামেবং সর্ব্বত্র সুন্দরি।
যঃ করোতি ভেদবুদ্ধিং ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ ॥ ১৪৫ ॥
স্বগুরৌ স্বেষ্টদেবেষু জন্মদাতরি মাতরি।
করোতি ভেদবুদ্ধিং যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ ॥ ১৪৬ ॥

সাবিত্রী কহিলেন ধর্ম্মরাজ! কি কার্য্য করিলে মনুষ্যকে অতি দেশিক ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়, কোন্ নারী অগম্যা রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে? সন্ধ্যাবন্দন বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ কিরূপ? কাহাকে অদীক্ষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? তীর্থে প্রতিগ্রহকারী কে? কিরূপ ব্রাহ্মণ গ্রামযাজী ও কিরূপ ব্রাহ্মণই বা দেবল? কিরূপ ব্রাহ্মণকেই বা শূদ্রের শূপকার, প্রমত্ত ও বৃষলীপতি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়? এই সমুদায়ের লক্ষণ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য। অতএব আমার নিকট উহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১৪১। ১৪২। ১৪৩ ॥

ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন দেবি! পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীকৃষ্ণের পূজার্থ বিনির্ম্মিত মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে, শিবে ও শিবলিঙ্গে, ভগবান্ সূর্য্যে ও সূর্য্যমণিতে, গণেশে ও গণেশের অর্চ্চনার্থে নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিতে এবং অন্যান্য দেবগণ ও অন্যান্য দেবগণের আকারে যেব্যক্তি ভেদ জ্ঞান করে তাহাকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৪৪। ১৪৫ ॥

বৈষ্ণবেষ্বন্য ভক্তেষু ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ।
যো মূঢ়ো বিষ্ণুনৈবেদ্যে চান্য নৈবেদ্যকে তথা॥ ১৪৭॥
হরেঃ পাদোদকেষ্বন্যদেবপাদোদকে তথা।
করোতি সমতাং যোহি ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥ ১৪৮॥
পিতৃদেবার্চ্চনং পৌর্ব্বাপরবেদ বিনির্ম্মিতাং।
যঃ করোতি নিষেধঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥ ১৪৯॥
যো নিন্দতি হৃষীকেশং তন্মন্ত্রোপাসকন্তথা।
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে॥ ১৫০॥
যো নিন্দতি বিষ্ণুমায়াং বিষ্ণুভক্তিপ্রদাং সতি।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বমাতরং॥ ১৫১॥
সর্ব্বদেবী স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বাদ্যাং সর্ব্ববন্দিতাং।

সাবিত্রি! যে মানব স্বীয় গুরুতে ও স্বীয় ইষ্টদেবে এবং জন্মদাতা পিতা ও জননীতে ভেদজ্ঞান করে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে, কোনপ্রকারেই অন্যথা হইতে পারে না॥ ১৪৬॥

যে মূঢ় ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তে ও অন্য দেবভক্তে এবং বিষ্ণুনৈবেদ্যে ও অন্য দেবের নৈবেদ্যে সমজ্ঞান করে, তাহাকেও নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই॥ ১৪৭॥

সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ হরির চরণোদকে ও অন্যদেবের পাদোদকে যে সমজ্ঞান করে সেই ব্যক্তিও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হয়॥ ১৪৮॥

যে মানব পৌর্ব্বাপর বেদবিহিত পিতৃ কার্য্য ও দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিষেধ করে তাহারও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের সঞ্চার হয়॥ ১৪৯॥

যে ব্যক্তি ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা এবং সেই কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক পরম পবিত্র মহাত্মাদিগের নিন্দা করে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে আক্রান্ত হইয়া থাকে॥ ১৫০॥

হে সতি! যাহারা সর্ব্বাদ্যা সর্ব্ববন্দিতা সর্ব্বকারণরূপা সর্ব্বদেবীস্বরূ-

সর্ব্বকারণরূপাঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে ॥ ১৫২ ॥
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীং রামনবমীং পুণ্যদাং পরাং।
শিবরাত্রীং তথাচৈকাদশীং বারং রবেস্তথা ॥ ১৫৩ ॥
পঞ্চপর্ব্বাণি পুণ্যানি যে ন কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
লভন্তে ব্রহ্মহত্যাং তে চাণ্ডালাধিক পাপিনঃ ॥ ১৫৪ ॥
অম্বুবাচ্যা ভূখননং জলেশৌচাদিকঞ্চ যে।
কুর্ব্বন্তি ভারতে বৎসে ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে ॥ ১৫৫ ॥
গুরুঞ্চ মাতরং তাতং সাধ্বীং ভার্য্যাং সুতং সুতাং।
এতাংশ্চ যো ন পুষ্ণাতি ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ ॥ ১৫৬ ॥
গাঁমাহারঞ্চ কুর্ব্বন্তং পিবন্তং যো নিবারয়েৎ।
যাতি গো বিপ্রযোর্মধ্যে গোহত্যাঞ্চ লভেত্তু সঃ ॥ ১৫৭ ॥

পিণী সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সর্ব্বজননী বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী পরমাপ্রকৃতি বিষ্ণু-মায়ার নিন্দা করে তাহারা ব্রহ্মহত্যা পাপে সমাসক্ত হয় ॥ ১৫১। ১৫২ ॥

যে সকল মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী শ্রীরামনবমী শিবরাত্রি একাদশী ও রবিবাসরে এই পুণ্যজনক পঞ্চ পর্ব্বদিনের নিয়ম পালন না করে তাহারা চাণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক পাপী হয়। বিশেষতঃ ঐ সমস্ত নরাধম ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫৩। ১৫৪ ॥

হে বৎসে! যে সমস্ত ব্যক্তি এই ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অম্বুবাচী দিনে ভূমি খনন ও জলে শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাদিগের সেই সমস্ত কার্য্য নিবন্ধন ব্রহ্মহত্যা পাপের সঞ্চার হয় ॥ ১৫৫ ॥

যে মানব, পিতা মাতা গুরু সাধ্বী ভার্য্যা ও পুত্র কন্যার পোষণ না করে তাহাকে ব্রহ্মহত্যা পাপে আক্রান্ত হইতে হয় ॥ ১৫৬ ॥

গোজাতি শস্পাদি ভোজনে ও জল পানে প্রবৃত্ত হইলে যে ব্যক্তি তাহাকে নিবারণ করে এবং যে ব্যক্তি গোব্রাহ্মণের মধ্য ভাগ দিয়া গমন করে তাহাদিগকে গোহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয় ॥ ১৫৭ ॥

দণ্ডৈর্গাস্তাভয়েন্মূঢ়ো যো বিপ্রো বৃষ বাহকঃ।
দিনে দিনে গবাং হত্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৫৮॥
পাদং দদাতি বহ্নৌচ গাঞ্চপাদেন তাড়য়েৎ।
গৃহংবিশেদধৌতাঙ্ঘ্রিঃ স্নাত্বা গোবধমালভেৎ॥ ১৫৯॥
যো ভুঙ্ক্তে স্নিগ্ধপাদেন শেতে স্নিগ্ধাঙ্ঘ্রিরেব চ।
সূর্য্যোদয়েচ দ্বির্ভোজী স গোহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং॥১৬০॥
অবীরান্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে যোনিজীবি চ ব্রাহ্মণঃ।
যস্ত্রিসন্ধ্যা বিহীনশ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং॥ ১৬১॥
পিতৄংশ্চ পর্ব্বকালে চ তিথিকালে চ দেবতাং।
ন সেবতে তিথিংযোহি গোহত্যাং স লভেৎ ধ্রুবং॥১৬২॥
স্বভর্ত্তরিচ কৃষ্ণে চ ভেদবুদ্ধিং করোতি যা।
কটূক্ত্যা তাড়য়েৎ কান্তং সা গোহত্যাং লভেৎধ্রুবং॥১৬৩॥

যে মূঢ় ব্যক্তি দণ্ড দ্বারা গোজাতিকে অতিশয় তাড়ন করে এবং যে ব্রাহ্মণ বৃষবাহক হয় অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ বৃষোপরি আরোহণ করে সেই নরাধম দিনে দিনে গোহত্যা পাপে আক্রান্ত হয় সন্দেহ নাই॥ ১৫৮॥

যে ব্যক্তি অগ্নিতে পদক্ষেপ, পদদ্বারা গোতাড়ন বা স্নানান্তে অধৌত পাদে গৃহ প্রবেশ করে সেই ব্যক্তি গোবধ পাপে সমাক্রান্ত হয়॥ ১৫৯॥

যে ব্যক্তি জলসিক্ত পদে ভোজন জলসিক্ত পদে শয়ন বা সূর্য্যোদয়ে দ্বিভোজন করে নিশ্চয়ই তাহার গোহত্যা পাপের সঞ্চার হয়॥ ১৬০॥

যে ব্রাহ্মণ অবীরার অন্ন ভোজন করে যে ব্রাহ্মণ যোনিজীবী হয় এবং যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা না করে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা-পাপে পরিলিপ্ত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই॥ ১৬১॥

যে ব্যক্তি পর্ব্বকালে পৈত্রকার্য্য তিথিকালে দেবপূজা ও অতিথি সৎকার না করে সে নিশ্চয় গোহত্যাপাপে আক্রান্ত হইয়া থাকে॥ ১৬২॥

গোমার্গ খননং কৃত্বা দদাতি শস্যমেব চ।
তড়াগে বা তদর্দ্ধে বা স গোহত্যাং লভেৎধ্রুবং॥ ১৬৪ ॥
প্রায়শ্চিত্তং গোবধস্য যঃ করোতি ব্যতিক্রমং।
অর্থলোভাদথাজ্ঞানাৎ স গোহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং ॥১৬৫॥
রাজকে দৈবকে যত্নাদ্গোস্বামী গাং ন পালয়েৎ।
দুঃখং দদাতি যো মূঢ়ো গোহত্যাং স লভেৎ ধ্রুবং।১৬৬॥
প্রাণিনং লঙ্ঘয়েদ্যোহি দেবার্চ্চানঞ্চ সংজলং।
নৈবেদ্যং পুষ্পমন্নঞ্চ গোহত্যাং লভতে ধ্রুবং॥ ১৬৭ ॥
শশ্বন্নাস্তীতি বাদী যো মিথ্যাবাদী প্রতারকঃ।
দেবদ্বেষী গুরুদ্বেষী স গোহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং॥ ১৬৮ ॥

যে নারী পরমাত্মা কৃষ্ণে ও স্বীয় ভর্ত্তাতে ভেদ জ্ঞান করে এবং কটু বাক্যে কান্তকে তাড়ন করে সেই স্ত্রী গোহত্যা পাপে লিপ্ত হয়॥ ১৬৩॥

যে ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় গোগমন পথ খনন করিয়া তাহাতে শস্য বপন করে এবং যে ব্যক্তি তড়াগে বা তড়াগের অর্দ্ধাংশে শস্য রোপণ করে তাহারও নিশ্চয় গোহত্যার পাপ হইয়া থাকে॥ ১৬৪॥

যে মানব অর্থলোভে বা অজ্ঞানে গোবধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যতিক্রম করে, সে নিশ্চয়ই গোহত্যা পাপে আক্রান্ত হয়॥ ১৬৫॥

যে গোস্বামী রাজকীয় পীড়ন বা দৈব পীড়ন হইতে যত্নপূর্ব্বক গোরক্ষা না করে এবং যে মূঢ় মনুষ্য গোজাতিকে দুঃখ দেয় তাহাদিগেরও গো-হত্যার পাপ জন্মিয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ১৬৬॥

যে ব্যক্তি দেবার্চ্চনায় প্রবৃত্ত পুরুষকে লঙ্ঘন করে এবং দেবোদ্দেশে প্রদত্ত পুষ্প নৈবেদ্য অন্ন ও জল প্রভৃতি লঙ্ঘন করে তাহার নিশ্চয় গোহত্যাজনিত পাপের সঞ্চার হইয়া থাকে॥ ১৬৭॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নাস্তি এই বাক্য প্রয়োগ করে এবং যে মিথ্যাবাদী

দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা গুরুং বা ব্রাহ্মণং সতি।
সম্ভ্রমান্ন নমেদ্যোহি স গোহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং॥ ১৬৯॥
ন দদাত্যাশিষং কোপাৎ প্রণতায়চ যো দ্বিজঃ।
বিদ্যার্থিনে চ বিদ্যাঞ্চ স গোহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং॥ ১৭০।
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা চ কথিতা চাতি দেশিকী।
যথা শ্রুতং সূর্য্যবক্ত্রাৎ কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১৭১।

সাবিত্র্যুবাচ।

বাস্তবে চাতিদেশেচ সম্বন্ধে পাপপুণ্যযোঃ।
ন্যূনাধিক্যে চ কো ভেদ স্তন্মাং ব্যাখ্যা তু মর্হসি। ১৭২॥

যম উবাচ।

কুত্রাপি বাস্তব শ্রেষ্ঠো ন্যূনাতি দেশকঃ সতি।
কুত্রাপি দেশিকঃ শ্রেষ্ঠো বাস্তবোন্যূন এবচ॥ ১৭৩॥

প্রতারক দেব দ্বেষী ও গুরু দ্বেষী হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই সকল নরাধম পাপাত্মা ব্যক্তিদিগের গোহত্যার পাপ জন্মে॥ ১৬৮॥

সতি! যে মনুষ্য দেব প্রতিমা গুরু ও ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া সম্ভ্রম প্রযুক্ত প্রণাম না করে তাহাকে গোহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়॥১৬৯॥

যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ বশে প্রণত জনকে আশীর্ব্বাদ ও বিদ্যার্থিকে বিদ্যাদান না করে সেই ব্যক্তিও গোহত্যা পাপে লিপ্ত হয় সন্দেহ নাই॥ ১৭০॥

সাবিত্রি! আমি ভগবান্ সূর্য্য দেবের মুখে আতিদেশিকী গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার বিষয় যে রূপ শুনিয়া ছিলাম সমস্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর॥১৭১॥

সাবিত্রি যমের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন ধর্ম্ম রাজ! পাপ পুণ্য সম্বন্ধে বাস্তব ও অতি দেশে এবং ন্যূনাতিরেকে কি ভেদ আছে আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করিয়া শ্রবণপিপাসা নিবৃত্তি করুন॥১৭২॥

কুত্রবা সমতাং সাধ্বী তযো র্বেদপ্রমাণতঃ।
করোতি তত্র নাস্থাং যো গুরুহত্যাং লভেত্তু সঃ ॥ ১৭৪ ॥
পুরাপরিচয়ে বিপ্রে বিদ্যামন্ত্র প্রদাতরি।
গুরৌ পিতৃত্ব মারোপো বাস্তবা শ্রেষ্ঠউচ্যতে ॥ ১৭৫ ॥
পিতুঃ শতগুণে মাতা মাতুঃ শতগুণে তথা।
বিদ্যামন্ত্র প্রদাতা চ গুরুঃপূজ্য শ্রুতের্ম্মতঃ ॥ ১৭৬ ॥
গুরুতো গুরুপত্নী চ গৌরবে ন গরীযসী।
যথেষ্টং দেবপত্নী চ পূজ্যা চাভীষ্ট দেবতা ॥ ১৭৭ ॥
বিপ্রঃশিবসমোযশ্চ বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমঃ।
রাজাতি দেশিকা শ্রেষ্ঠো বাস্তবো গুণ লক্ষতঃ ॥ ১৭৮ ॥

যম কহিলেন সাবিত্রি! কোন স্থানে বাস্তব প্রধান অতি দেশক ন্যূন এবং কোন স্থানে বা আরোপ শ্রেষ্ঠ বাস্তব ন্যূন হইয়া থাকে ॥ ১৭৩ ॥

হেসাধ্বি! কোন স্থানে বা বেদ প্রমাণানুসারে বাস্তব ও আতিদেশিক এই উভয়ের সমতা আছে। যে ব্যক্তি এই বেদ প্রমাণে আস্থা না করে তাহাকে গুরু হত্যা পাপে পরিলিপ্ত হইতে হয় ॥ ১৭৪ ॥

পূর্ব্ব পরিচিত ব্রাহ্মণ বিদ্যামন্ত্র প্রদাতা গুরু হইলে তাঁহাতে পিতৃত্ব আরোপিত হয়; কিন্তু এস্থলে আরোপিত পিতৃভাব বাস্তব হইতে শ্রেষ্ঠ-রূপে গণ্য হইয়া থাকে ॥ ১৭৫ ॥

জননী পিতা অপেক্ষা শতগুণে গরীয়সী এবং বিদ্যামন্ত্র প্রদাতা যে গুরু তিনি মাতা অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য তাহার সন্দেহ নাই। বেদে এই নিয়ম বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১৭৬ ॥

হে সাবিত্রি! গুরু অপেক্ষা গুরুপত্নীও সমধিক গৌরবান্বিতা বলিয়া প্রসিদ্ধা এবং শাস্ত্রসম্মত জানিবে। কারণ ইষ্টদেবতা যেমন পূজনীয়া ইষ্ট দেব পত্নীও সেই রূপ পূজ্যা হইয়া থাকেন ॥ ১৭৭ ॥

শিব তুল্য ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণু তুল্য পরাক্রম শালী রাজা এই উভয়ের

সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং সর্ব্বেব্যাস সমাদ্বিজাঃ।
গ্রহণে সূর্য্যশশিনো শ্চাত্রৈব সমতাতয়োঃ॥ ১৭৯॥
আতিদেশিক হত্যাযা বাস্তবশ্চ চতুর্গুণঃ।
সম্মতঃ সর্ব্বদেবানা মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ১৮০॥
আতিদেশিকহত্যা যা ভেদশ্চ কথিতা সতি।
যাযাগম্যা নৃণামেব নিবোধ কথয়ামিতে॥ ১৮১॥
সুস্ত্রী গম্যাচ সর্ব্বেষাং ইতি বেদ নিরূপিতা।
অগম্যা চ তদন্যাযা ইতি বেদ বিদো বিদুঃ॥ ১৮২॥
সামান্যং কথিতং সর্ব্বং বিশেষং শৃণু সুন্দরি।
অত্যগম্যাশ্চ যাযাশ্চ নিবোধ কথযামিতে॥ ১৮৩॥

মধ্যে শিব সম ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। এস্থলে আরোপ অপেক্ষা বাস্তবের লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে॥ ১৭৮॥

সমস্ত জল গঙ্গা জল তুল্য ও সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্যাস তুল্য এবং চন্দ্র গ্রহণ সূর্য্য গ্রহণের তুল্য বলিয়া উক্ত আছে। এস্থলে আরোপ ও বাস্তব এই উভয়ের সমতা গণ্য হইয়া থাকে॥ ১৭৯॥

হে সাবিত্রি! এই যে আরোপ ও বাস্তব বিষয় উক্ত হইল। তন্মধ্যে ভগবান্ কমল যোনি ব্রহ্মা কহিয়াছেন আরোপ হত্যা পাপ অপেক্ষা বাস্তব হত্যায় চতুর্গুণ পাপ জন্মে। ইহাই সর্ব্বদেব সম্মত॥ ১৮০॥

হে সতি! এই আরোপ হত্যার ভেদ তোমার নিকট বিশেষরূপে কথিত হইল। এক্ষণে যে যে নারী মনুষ্যগণের অগম্যা; তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ১৮১॥

হে সাবিত্রি! এতদ্বিষয়ে অধিক কি বলিব, সুলক্ষণা নারী সর্ব্বজনের গম্যা, ইহা বেদে নিরূপিত আছে এবং বেদবিৎ পণ্ডিতগণ কুলক্ষণা নারী অগম্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ১৮২॥

হে সুন্দরি! সামান্যাকারে এই নিয়ম উক্ত হইল। ইহার মধ্যে বিশেষ

শূদ্রাণাং বিপ্রপত্নীচ বিপ্রাণাং শূদ্রকামিনী।
অত্যগম্যাচ নিন্দ্যাচ লোকে বেদে পতিব্রতে ॥ ১৮৪ ॥
শূদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীং গচ্ছন্ ব্রহ্মহত্যা শতং লভেৎ।
তৎ সমংব্রাহ্মণী চাপি কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ ধ্রুবং ॥ ১৮৫ ॥
যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো বৃষলীপতিরেব সঃ।
স ভ্রষ্টো বিপ্রজাতিশ্চ চণ্ডালাৎ সোঽধমঃ স্মৃতঃ ॥১৮৬॥
বিষ্ঠাসমশ্চ তৎ পিণ্ডো মূত্র তুল্যঞ্চ তর্পণং।
তৎ পিতৃণাং সুরাণাঞ্চ পূজনে তৎ সমং সতি ॥ ১৮৭ ॥
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং সন্ধ্যার্চ্চাতপসার্জ্জিতং।
দ্বিজস্য বৃষলী ভোগান্নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৮৮ ॥

নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব যে যে নারী মনুষ্যের অতি অগম্যা তাহা তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৮৩ ॥

হে পতিব্রতে! বিপ্রপত্নী শূদ্রগণের অতি অগম্যা, এবং শূদ্রপত্নী ব্রাহ্মণগণের অতি অগম্যা ইহাই বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১৮৪ ॥

শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে শত ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। এই রূপ শূদ্ররতা ব্রাহ্মণীও নিশ্চয় কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া অনন্ত কাল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৮৫ ॥

যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রনারীতে গমন করে তাহা হইলে সে বৃষলী পতি বলিয়া কথিত হয় এবং সেই পাপাত্মা ব্রাহ্মণ দ্বিজ জাতি হইতে ভ্রষ্ট ও চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম রূপে গণ্য হইয়া থাকে ॥ ১৮৬ ॥

হে সতি! সেই শূদ্রনারীতে উপগত ব্রাহ্মণ পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে সেই পিণ্ড বিষ্ঠার তুল্য ও তর্পণের জল মূত্র তুল্য হয়, আর অধিক কি বলিব সেই পাপাত্মা দেবোদ্দেশে যে ভোজ্য পানীয় প্রদান করে তাহাও বিষ্ঠা মূত্র তুল্য হইয়া থাকে ॥ ১৮৭ ॥

বিশেষতঃ শূদ্রা নারীর সম্ভোগে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনা ও তপস্যাদি

ব্রাহ্মণশ্চ সুরাপীতি বিড়্ভোজী বৃষলীপতিঃ।
হরিবাসর ভোজীচ কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ ধ্রুবং ॥ ১৮৯ ॥
গুরুপত্নীং রাজপত্নীং সপত্নী মাতরং প্রসূং।
সুতাং পুত্রবধুং শ্বশ্রূং সগর্ভাং ভগিনীং সতি ॥ ১৯০ ॥
সোদর ভ্রাতৃ জাযাঞ্চ মাতুলানী পিতৃ প্রসূং।
মাতুঃ প্রসূং তৎ স্বসারং ভগিনীং ভ্রাতৃকন্যকাং ॥ ১৯১॥
শিষ্যাঞ্চ শিষ্য পত্নীঞ্চ ভাগিনেযস্য কামিনীং।
ভ্রাতুঃ পুত্র প্রিযাঞ্চৈবাত্যগম্যাহাপিপদ্মজঃ ॥ ১৯২ ॥
এতাস্বেকামনেকাং বা যো ব্রজেন্মানবোঽধমঃ।
স মাতৃগামী বেদেষু ব্রহ্মহত্যা শতং লভেৎ ॥ ১৯৩ ॥
অকর্ম্মার্হোঽস্পৃশ্যেল্লোকে বেদেস্বাদতি নিন্দিতঃ।
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ মহাপাপী সুদুষ্করং ॥ ১৯৪ ॥

লব্ধ কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য ধ্বংস হইয়া যায় সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ১৮৮ ॥

যে ব্রাহ্মণ সুরাপান বৃষলী গমন ও হরিবাসরে ভোজন করে, সে বিষ্ঠা ভোজী হয় এবং নিশ্চই কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৮৯ ॥

হে সতি! সর্ব্ব লোক পিতামহ ব্রহ্মা কহিয়াছেন গুরুপত্নী রাজপত্নী বিমাতা জননী কন্যা পুত্র বধু শ্বশ্রূ সগর্ভা নারী, সহোদরা সহোদর পত্নী মাতুলানী, পিতামহী, মাতামহী, মাতৃভগিনী ভগিনীসম্বন্ধীয়া নারী, ভ্রাতৃ কন্যা; শিষ্যা, শিষ্যপত্নী, ভাগিনেয়পত্নী এবং ভ্রাতৃ পুত্রপত্নী এই সমস্ত নারী মানবগণের অতি অগম্যা। সুতরাং ঐ সমুদায় রমণীতে গমন করিলে মনুষ্য মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯০। ১৯১। ১৯২ ॥

যে নরাধম ঐ সমুদায় নারীর মধ্যে এক রমণীতে গমন করে, বেদে সেই ব্যক্তি স্বমাতৃ গামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এবং সে শত ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া বহুকাল কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯৩ ॥

করোত্যশুদ্ধাং সন্ধ্যাঞ্চ সন্ধ্যাং বা ন করোতি যঃ।
ত্রিসন্ধ্যাং বর্জ্জযেদ্যো বা সন্ধ্যাহীনশ্চ স দ্বিজঃ॥ ১৯৫॥
বৈষ্ণবঞ্চ তথা শৈবং শাক্তং সৌরঞ্চ গাণপং।
যোহঙ্কারান্ন গৃহ্ণাতি মন্ত্রং সোদীক্ষিতঃ স্মৃতঃ॥ ১৯৬॥
প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্ত চতুষ্টয়ং।
তত্র নারায়ণঃ স্বামী গঙ্গা গর্ভান্তরে বরে॥ ১৯৭॥
তত্র নারায়ণ ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে হরেঃ পদে।
বারাণস্যাং বদর্য্যাঞ্চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥ ১৯৮॥
পুষ্করে ভাস্কর ক্ষেত্রে প্রভাসে রাস মণ্ডলে।
হরিদ্বারে চ কেদারে সোমে বরদপাচনে॥ ১৯৯॥

সেই অগম্যাগামী মহাপাপী পুরুষ ইহলোকে সর্ব্ব কর্ম্মে অনধিকারী হয় বেদে তাহার ভূরি ভূরি নিন্দা আছে। সেই মহাপাতকী অন্তে অতি দুষ্কর কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে॥ ১৯৪॥

হে সতি! যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যামন্ত্র অশুদ্ধ করে বা সন্ধ্যা বন্দনা না করে কিম্বা ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত হয় এই জগৎসংসার মধ্যে সেই ব্যক্তিই সন্ধ্যাহীন অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়॥ ১৯৫॥

যেব্যক্তি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বৈষ্ণব শৈব শাক্ত সৌর বা গাণপত্য এই পঞ্চ বিধ মন্ত্রের মধ্যে কোন মন্ত্র গ্রহণ না করে সেই মনুষ্য অদীক্ষিত বলিয়া কথিত অর্থাৎ অতি অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে॥ ১৯৬॥

প্রবাহিণী গঙ্গা দেবীর প্রবাহ অবধি হস্ত চতুষ্টয় পর্য্যন্ত স্থানে সর্ব্বাত্মা সনাতন নারায়ণ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন সেই নারায়ণ স্বামিক পবিত্র গঙ্গাগর্ভান্তরে নারায়ণক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রে, ভগবান্ হরির অধিষ্ঠিত স্থানে, বারানসীতে বদরীকাশ্রমে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পুষ্করে ভাস্কর ক্ষেত্রে প্রভাসে রাসমণ্ডলে হরিদ্বারে কেদারে সোমতীর্থে বদরপাচনে সরস্বতী

সরস্বতী নদীতীরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
গোদাবর্য্যাঞ্চ কৌশিক্যাং ত্রিবেণ্যাঞ্চ হিমালয়ে ॥ ২০০॥
এতেম্বন্যেষু যো দানং প্রতিগৃহ্নাতি কামতঃ।
স চ তীর্থ প্রতিগ্রাহী কুম্ভীপাকং প্রযাতি চ ॥ ২০১ ॥
শূদ্রাতিরিক্তযাজী যো গ্রাম যাজীচ কীর্ত্তিতঃ।
দেবোপদ্রব্য জীবীচ দেবলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২০২ ॥
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ শূপকার ইতি স্মৃতঃ।
সন্ধ্যা পূজা বিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ ॥ ২০৩॥
উক্তং পূর্ব্ব প্রকরণে লক্ষণং বৃষলীপতেঃ।
এতে মহা পাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রযান্তি তে ॥ ২০৪ ॥

নদীতীরে পবিত্র বৃন্দাবনের প্রতি বনে গোদাবরী ও কৌশিকী তীরে এবং ত্রিবেণীতে ও হিমালয়ে যে ব্রাহ্মণ ইচ্ছানুসারে প্রতিগ্রহ করে সেই ব্রাহ্মণ তীর্থপ্রতিগ্রাহী বলিয়া কথিত আছে। উক্ত তীর্থ সমুদায়ে প্রতিগ্রহশীল ব্রাহ্মণ অতিশয় উৎকট পাপে পরিলিপ্ত হয় অর্থাৎ সেইব্যক্তি কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৯৭ । ১৯৮ । ১৯৯ । ২০০ । ২০১ ॥

হে দেবি! যে ব্রাহ্মণ শূদ্রাতিরিক্ত জাতির যাজন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে সে গ্রামযাজী বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং যে ব্রাহ্মণ দেব দ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে এই ভূমণ্ডলে দেবল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২০২ ॥

হে বৎসে! যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের পাক কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে শূপকার এবং যে বিপ্র সন্ধ্যোপাসনা ও দেব পূজা ত্যাগ করে সেই ব্রাহ্মণ প্রমত্ত এবং পতিত বলিয়া বিখ্যাত হয় ॥ ২০৩ ॥

হে সাবিত্রি! পূর্ব্ব প্রকরণে বৃষলীপতির লক্ষণ বর্ণন করা হইয়াছে সুতরাং তাহা তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে নিশ্চয় জানিবে যে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত ব্যক্তি মহাপাতকী, তাহারা নিশ্চয় কুম্ভীপাক নরকে গমন

কুণ্ডান্যন্যানি তে যান্তি নিবোধ কথযামিতে।। ২০৫ ।।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানে যম সাবিত্রী
সম্বাদে পাপী নরক নিরূপণং নাম
ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

করিয়া থাকে। যে সমস্ত পাপাত্মা অন্যান্য নরক কুণ্ডে গমন করে অধুনা তাহার বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥২০৪ । ২০৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্রীর উপাখ্যানে যম সাবিত্রী
সম্বাদে পাপীর নরক নিরূপণনাম
ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যম উবাচ।

হরিসেবাং বিনা সাধ্বি ন লভেৎ কর্ম্ম খণ্ডনং।
শুভ কর্ম্ম স্বর্গ বীজং নরকঞ্চ কুকর্ম্মণাং ॥ ১ ॥
পুংশ্চল্যন্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে বেশ্যান্নঞ্চ পতিব্রতে।
স ব্রজেত্তু দ্বিজো যো হি কালসূত্রং প্রযাতি সঃ ॥ ২ ॥
শতবর্ষং কালসূত্রে স্থিত্বা শূদ্রো ভবেৎ ধ্রুবং।
তত্র জন্মনি রোগীচ ততঃ শুদ্ধো ভবেৎ দ্বিজ ॥ ৩ ॥
পতিব্রতা চৈকপত্নী দ্বিতীয়ে কুলটা স্মৃতা।
তৃতীয়ে ধর্ষিণীজ্ঞেয়া চতুর্থে পুংশ্চলী স্মৃতা ॥ ৪ ॥
বেশ্যা চ পঞ্চমে ষষ্ঠে যুগ্মীচ সপ্তমেষ্টমে।

যম কহিলেন সাবিত্রি! হরি সেবা ভিন্ন দুষ্কৃতির খণ্ডন হয় না, শুভ কর্ম্ম স্বর্গের বীজ ও অশুভ কর্ম্ম নরকের বীজ স্বরূপ। সুতরাং জীব, সৎ কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ ভোগী ও অসৎ কর্ম্ম দ্বারা নরক ভোগী হয় ॥ ১ ॥

পতি ব্রতে! যে ব্রাহ্মণ পুংশ্চলীর অন্ন ও বেশ্যার অন্ন ভোজন করে তাহাকে কালসূত্র নামক নরকে গমন করিতে হয়। সে সেই কালসূত্র নামক নরকে শত বর্ষ বাস করিয়া নিশ্চয় শূদ্র যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। শূদ্র হইয়া যাবজ্জীবন সে রোগগ্রস্ত হয়। এবং যারপর নাই যন্ত্রণা ভোগ করে তৎপরে তাহার শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২। ৩ ॥

যে নারী একমাত্র পতি ভিন্ন পুরুষান্তর আশ্রয় না করে সেই রমণীই পতিব্রতা রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় আর যে নারী দ্বিতীয় পুরুষে সক্তা হয় সে কুলটা হয়, যে নারী তৃতীয় পুরুষকে আশ্রয় করে সে ধর্ষিণী, যে নারী চতুর্থ পুরুষে আসক্ত হয় সে পুংশ্চলী বলিয়া বিখ্যাত, যে নারী পঞ্চম

অত ঊর্দ্ধে মহাবেশ্যা সাস্পৃশ্যা সর্ব্ব জাতিষু ॥ ৫ ॥
যো দ্বিজঃ কুলটাং গচ্ছেদ্ধর্ষিণীং পুংশ্চলীমপি।
যুগ্মীং বেশ্যাং মহাবেশ্যামবটোদং প্রযাতি সঃ ॥ ৬ ॥
শতাব্দং কুলটা গামী ধৃষ্টা গামী চতুর্গুণং।
ষড়্গুণং পুংশ্চলী গামী বেশ্যা গামী গুণাষ্টকং ॥ ৭ ॥
যুগ্মী গামী দশগুণং বসেত্তত্র ন সংশয়ঃ।
মহাবেশ্যা গামুকশ্চ ততঃ শতগুণং বসেৎ ॥ ৮ ॥
তদেব সর্ব্বগামীচেত্যেবমাহ পিতামহঃ।
তত্রৈব যাতনাং ভুঙ্ক্তে যমদূতেন তাড়িতঃ ॥ ৯ ॥

ও ষষ্ঠ পুরুষে উপগতা হয় সে বেশ্যা এবং যে নারী সপ্তম ও অষ্টম পুরুষে অনুরক্তা হয় সে যুগ্মী বলিয়া কীর্ত্তিতা হয় আর যে নারী এতদতিরিক্ত পুরুষে সঙ্গতা হয় সে মহাবেশ্যা ব[illegible]িয়া গণ্য হইয়া থাকে। সেই মহাবেশ্যা সর্ব্বজাতির মধ্যে অস্পৃশ্যা সন্দেহ নাই ॥ ৪। ৫ ॥

যে দ্বিজ উল্লিখিত ধর্ষিণী, পুংশ্চলী, যুগ্মী, বেশ্যা ও মহাবেশ্যাতে গমন করে সে অবটোদ নামক নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, কুলটাতে গমন করিলে ব্রাহ্মণকে শতবর্ষ সেই অবটোদ নামক নরক ভোগ করিতে হয়। ধর্ষিণীগামী তদপেক্ষা চতুর্গুণ কাল সেই নরক ভোগ করে এবং পুংশ্চলীগামী তদপেক্ষা ষড়্গুণ ও বেশ্যাগামী তদপেক্ষা অষ্টগুণ কাল সেই নরক ভোগ করিয়া থাকে। আর যুগ্মী গমনে বেশ্যাগমন-অপেক্ষা দশগুণ ও মহাবেশ্যা গমনে যুগ্মী গমন অপেক্ষা শতগুণ কাল মানবের সেই নরক ভোগ হয় ॥ ৭। ৮ ॥

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা উল্লিখিত কুলটাদি গমনে ঐরূপ নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। কুলটাদিগামী পাপাত্মা সেই নরকে যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বিষম যাতনা ভোগ করে। ৯ ॥

তিত্তিরঃ কুলটা গামী ধৃষ্টাগামীচ বায়সঃ।
কোকিলঃ পুংশ্চলী গামী বেশ্যা গামী বৃকস্তথা ॥ ১০ ॥
যুগ্মী গামী শূকরশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে।
মহাবেশ্যা গামুকশ্চ শ্মশানে শাল্মলিস্তরুঃ ॥ ১১ ॥
যো ভুঙ্‌ক্তে জ্ঞানহীনশ্চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অরুন্তুদং স যাত্যেব চন্দ্রমানাব্দমেব চ ॥ ১২ ॥
ততো ভবেন্মানবশ্চ উদরি ব্যাধিসংযুতঃ।
গুল্মযুক্তশ্চ কাণশ্চ দন্তহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥ ১৩ ॥
বাকপ্রদত্তাঞ্চ কন্যাঞ্চ যশ্চান্যস্মৈ দদাতি চ।
সবসেৎ পাংশুভোজে চ তদ্ভোজী চ শতাব্দকং ॥ ১৪ ॥
দত্তাপহারী যঃ সাধ্বি পাশবেষ্টং শতাব্দকং।
নিবসেৎ শরশয্যায়াং যমদূতেন তাড়িতঃ ॥ ১৫ ॥

পরে কুলটাগামী পুরুষ ভারতে সপ্তজন্ম তিত্তির পক্ষিরূপে, ধর্ষিণী গামী পুরুষ সপ্তজন্ম কাকরূপে, পুংশ্চলীগামী পুরুষ সপ্তজন্ম কোকিল-রূপে, বেশ্যাগামী পুরুষ সপ্তজন্ম বৃকরূপে, যুগ্মীগামী পুরুষ সপ্তজন্ম শূকররূপে জন্মিয়া দুষ্কৃতির ফল ভোগ করে এবং মহাবেশ্যাগামী পুরুষ সপ্তজন্ম শ্মশানে শাল্মলিতরুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১০। ১১ ॥

যে জ্ঞানহীন ব্যক্তি চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ কালে ভোজন করে চন্দ্রের স্থিতিকাল পরিমিত বর্ষ অরুন্তুদ নামক নরকে তাহার বাস হয়। তৎপরে সেই পুরুষ উদরি ব্যাধিযুক্ত, গুল্মরোগগ্রস্ত কাণ ও দন্তহীন মনুষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এইরূপ কর্ম্মফল ভোগের পর তাহার শুদ্ধিলাভ হয়।১২।১৩।

যে ব্যক্তি বাক্‌দত্তা কন্যা অন্যবরে সম্প্রদান করে, সে পাংশুভোজ নামক নরকে গমন করে, শতবর্ষ সে সেই নরক ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সাধ্বি! যে মানব দত্ত বস্তু অপহরণ করে, তাহাকে পাশবেষ্ট নামক

ন পূজয়েদ্যোহি ভক্ত্যা শিবলিঙ্গঞ্চ পার্থিবং।
সযাতি শূলিনঃ কোপাৎ শূলপ্রোতং সুদারুণং ॥ ১৬ ॥
স্থিত্বা শতাব্দং তত্রৈব শ্বাপদঃ সপ্তজন্মসু।
ততোভবেৎ দেবলশ্চ সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ ॥ ১৭ ॥
করোতি দণ্ডং যো বিপ্রং যদ্ভয়াৎ কম্পতে দ্বিজঃ।
প্রকম্পনেবসেৎ সোপি বিপ্রলোমাব্দ মেব চ ॥ ১৮ ॥
প্রকোপ বদনা কোপাৎ স্বামিনং যাচ পশ্যতি।
কটূক্তিং তঞ্চ বদতি যাতি চোল্কামুখঞ্চ সা ॥ ১৯ ॥
উল্কাং দদাতি বক্ত্রে চ সন্ততং যমকিঙ্করঃ।
দণ্ডেন তাড়য়েন্মূর্দ্ধ্নি তল্লোমাব্দ প্রমাণকং ॥ ২০ ॥

নরকে বাস করিতে হয়। তৎপরে তথায় সে শতবর্ষ যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া শরশয্যার বাস করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিযোগে পার্থিব শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা না করে, ভুতভাবন ভগবান্ শূলপাণির ক্রোধে সুদারুণ শূলপ্রোত নামক নরকে তাহার গতি হয়। সেই ব্যক্তি শতবর্ষ সেই নরক ভোগ করিয়া সপ্তজন্ম হিংস্র জন্তুরূপে জন্ম গ্রহণ করে, পরে সপ্তজন্ম দেবল ব্রাহ্মণরূপে সমুৎপন্ন হইয়া তৎপরে সে শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

যে ব্যক্তি বিপ্রের দণ্ডবিধানকরে এবং যাহার ভয়ে বিপ্র কম্পিত হয় সেই ব্যক্তি বিপ্রের লোমপরিমিত বর্ষ প্রকম্পন নামক নরকে গমন করিয়া থাকে তৎপরে তাহার শুদ্ধিলাভ হয় সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

যে নারী কোপপূর্ণমুখী হইয়া সক্রোধে স্বামির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, এবং স্বামীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহার উল্কামুখ নামক নরকে গমন করিতে হয়, তথায় যমদূত সর্ব্বদা তাহার মুখে উল্কা প্রদান করে ও দণ্ডদ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া থাকে। এইরূপে সেই নারী পতির লোমপরিমিত বর্ষ ঐ নরক ভোগ করে। পরে সপ্তজন্ম মানবী হইয়া তাহা-

তেতোভবেন্মানবী চ বিধবা সপ্তজন্মসু।
ভুক্ত্বা দুঃখঞ্চ বৈধব্যং ব্যাধিযুক্তা ততঃ শুচিঃ ॥ ২১ ॥
যা ব্রাহ্মণী শূদ্রভোগ্যা সান্ধকূপং প্রযাতি চ।
তপ্তশৌচোদকে ধ্বান্তে তদাহারা দিবানিশং ॥ ২২ ॥
নিবসেদতি সন্তপ্তা যমদূতেন তাড়িতা।
শৌচোদকে নিমগ্নাচ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৩ ॥
কাকীজন্ম সহস্রাণি শতজন্মানি শূকরী।
কুক্কুরী শতজন্মানি শৃগালী সপ্তজন্মসু ॥ ২৪ ॥
পারাবতী সপ্তজন্ম বানরী সপ্তজন্মসু।
ততোভবেৎ সা চণ্ডালী সর্ব্বভোগ্যা চ ভারতে ॥ ২৫ ॥
ততোভবেচ্চ রজকী যক্ষ্মাগ্রস্তাচ পুংশ্চলী।
ততঃ কুষ্ঠযুতা তৈলকারী শুদ্ধা ভবেত্ততঃ ॥ ২৬ ॥

কে দুর্ব্বিষহ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এবং সে ব্যাধিযুক্তা হইয়া বিষম যাতনা সহ্য করিয়া থাকে। এইরূপ ভোগাবসানে নিশ্চয়ই তাহার স্বীয় দুষ্কৃতির খণ্ডন হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই ॥১৯॥২০॥ ২১ ॥

যে ব্রাহ্মণী শূদ্রভোগ্যা হয়, সে অন্ধকূপ নামক নরকে গমন করে, সেই অন্ধকারময় নরকে দিবারাত্রি সন্তপ্তশৌচোদক পান করিয়া তাহাকে অবস্থান করিতে হয়। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত সে সন্তপ্তা ও যম-দূত কর্তৃক তাড়িতা হইয়া সেই শৌচোদকে নিমগ্না হইয়া থাকে ॥২২॥২৩॥

পরে সে সহস্র জন্ম কাকী, শতজন্ম শূকরী, শতজন্ম কুক্কুরী, সপ্তজন্ম শৃগালী, সপ্তজন্ম পারাবতী ও সপ্তজন্ম বানরী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই সমস্ত যোনি ভ্রমণের পর তাহাকে ভারতে সর্ব্বভোগ্যা চণ্ডালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

তৎপরে সে পর্য্যায়ক্রমে এক এক জন্ম রজকী, যক্ষ্মারোগ গ্রস্তা,

বেশ্যা বসেদ্বেধনে চ যুগ্মী চ দণ্ডতাড়নে।
জালবন্ধে মহাবেশ্যা কুলটা দেহ চূর্ণকে ॥ ২৭ ॥
স্বৈরিণী দলনে চৈব ধৃষ্টাচ শোধনে তথা।
নিবসেদ্যাতনাযুক্তা যমদূতেন তাড়িতা ॥ ২৮ ॥
বিন্মূত্র ভক্ষণং তত্র যাবন্মন্বন্তরং সতি।
ততোভবেৎ বিট্‌ক্রিমিশ্চ বর্ষলক্ষং ততঃ শুচিঃ ॥ ২৯ ॥
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং গচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়ামপি ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যো বৈশ্যাঞ্চ শূদ্রাঞ্চ শূদ্রো বাপি ব্রজেদ্যদি ॥ ৩০ ॥
স্ববর্ণ পরদারী চ কষং যাতি তয়াসহ।
ভুক্ত্বা কষায় তপ্তোদং নিবসেৎ দ্বাদশাব্দকং ॥ ৩১ ॥

পুংশ্চলী, কুষ্ঠরোগান্বিতা ও তৈলকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে সে স্বীয় দুষ্কৃতির ভোগাবসানে তাহার স্বীয় পাপ সমস্ত খণ্ডন হয় এবং বহু কষ্টের পর শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বেশ্যা বেধন নামক নরকে, যুগ্মীদণ্ডতাড়ন নামক নরকে, মহাবেশ্যা জালবন্ধ নামক নরকে, কুলটা দেহচূর্ণক নামক নরকে, স্বৈরিণী দলন নামক নরকে ও ধৃষ্টা শোধন নামক নরকে গমন করে। ঐ সমস্ত নরকে তাহারা যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করে। এক মন্বন্তর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সেই নরকে বিষ্ঠা মূত্র ভোজন করিতে হয়। পরে লক্ষবর্ষ বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া থাকে। এই রূপ ভোগাবসানে তাহাদিগের নিশ্চয়ই শুদ্ধিলাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৭। ২৮। ২৯ ॥

যদি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য বৈশ্যাতে ও শূদ্র শূদ্রা নারীতে গমন করে তাহা হইলে সেই স্ববর্ণ পরদার গমনের জন্য তাহাদিগকে দেহান্তে সেই নারীর সহিত কষনামক নরকে গমন করিতে হয়। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কহিয়াছেন দ্বাদশবর্ষ তাহারা সেই তপ্ত কষায়

অতো বিপ্রো ভবেচ্ছুদ্ধশ্চৈবঞ্চ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
যোষিতশ্চাপি শুদ্ধ্যন্তীত্যেবমাহ পিতামহঃ॥ ৩২॥
ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণীং গচ্ছেৎ বৈশ্যোবাপি পতিব্রতে।
মাতৃগামী ভবেৎ সোপি শূলঞ্চ নরকং ব্রজেৎ॥ ৩৩॥
শূর্পাকারৈশ্চ ক্রিমিভির্ব্রাহ্মণ্যা সহ ভক্ষিতঃ।
প্রতপ্ত মূত্রভোজী চ যমদূতেন তাড়িতঃ॥ ৩৪॥
তত্রৈব যাতনাং ভুংক্তে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
জন্মসপ্ত বরাহঞ্চ ছাগলশ্চ ততঃ শুচিঃ॥ ৩৫॥
করে ধৃত্বা চ তুলসীং প্রতিজ্ঞাং যো ন পালয়েৎ।
মিথ্যা বা শপথং কুর্য্যাৎ স চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ॥ ৩৬॥
গঙ্গাংতোয়ং করেধৃত্বা প্রতিজ্ঞাং যো ন পালয়েৎ।
শিলাং বা দেবপ্রতিমাং স চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ॥ ৩৭॥

জলপূর্ণ নরকে বাস করিয়া শুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় বর্ণে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কুলে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কুলে, বৈশ্য বৈশ্যকুলে, শূদ্র শূদ্রকুলে সমুৎপন্ন হয় এবং নারীগণও ঐ রূপ ভোগাবসানে শুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক স্ব স্ব বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে॥ ৩০॥ ৩১॥ ৩২॥

পতিব্রতে! যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণীতে গমন করে তাহা হইলে সে মাতৃগামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই নরাধম দেহান্তে শূলনামক নরকে গমন করে তথায় তাহাকে সেই ব্রাহ্মণীর সহিত শূর্পাকার ক্রিমিসমূহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে হয়। সে সেই ঘোর নরকে যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত ও প্রতপ্ত মূত্রভোজী হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত বিষম যাতনা ভোগ করে, তৎপরে সপ্তজন্ম বরাহ ও সপ্তজন্ম ছাগ রূপে সমুৎপন্ন হয় পরে বহুতর কষ্ট ভোগ করিয়া শুদ্ধিলাভ করে॥ ৩৩॥ ৩৪॥ ৩৫॥

যে ব্যক্তি স্বীয় করে তুলসীপত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করে, অথবা মিথ্যা শপথ করে, যে ব্যক্তি স্বহস্তে

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যোহি বিশ্বাসঘাতকঃ।
মিথ্যা সাক্ষীপ্রদশ্চৈব স চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥
এতে তত্র বসন্ত্যেব যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
যথাঙ্গার প্রদগ্ধাশ্চ যমদূতৈশ্চ তাড়িতঃ ॥ ৩৯ ॥
চণ্ডাল স্তুলসী স্পর্শী সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ।
ম্লেচ্ছো গঙ্গাজলস্পর্শী পঞ্চজন্ম ততঃ শুচিঃ ॥ ৪০ ॥
শিলাস্পর্শী বিট্‌কৃমিশ্চ সপ্তজন্ম চ সুন্দরি।
অর্চ্চাস্পর্শী ব্রণকৃমির্জ্জন্মসপ্ত ততঃ শুচিঃ ॥ ৪১ ॥
দক্ষহস্ত প্রদাতা চ সর্পশ্চ সপ্তজন্মসু।
ততো ভবেদ্ধস্তহীনো মানবশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ৪২ ॥

গঙ্গাজল, শিলা বা দেবপ্রতিমা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে এবং যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদ হয়। তাহারা অঙ্গারে দগ্ধ হইবামাত্র জ্বালামুখ নামক নরকে গমন করিয়া সেই নরকে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত যমদূত গণ কর্ত্তৃক দণ্ডতাড়ন সহ্য করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

দেবি! মনুষ্য তুলসীপত্র স্পর্শ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে সপ্তজন্ম চণ্ডালরূপে, গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে পঞ্চজন্ম ম্লেচ্ছরূপে, শিলা স্পর্শ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে সপ্তজন্ম বিষ্ঠার কৃমিরূপে, ও দেবপ্রতিমা স্পর্শ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে সপ্তজন্ম ব্রণকৃমিরূপে উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত দুষ্কৃতির ভোগাবসানের পর সে শুদ্ধিলাভ করে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

যে ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তদ্বারা কোন ব্যক্তিকে প্রহার করে সে সপ্তজন্ম সর্পরূপে উৎপন্ন হয়। তৎপরে সে হস্তহীন মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পরিশেষে নিশ্চয়ই তাহার শুদ্ধিলাভ হয় কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥

মিথ্যাবাদং দেবগৃহে দেবলঃ সপ্তজন্মসু।
বিপ্রাদি স্পর্শকারী চ সোগ্রদানী ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৪৩ ॥
ততো ভবন্তি মূকাস্তে বধিরাশ্চ ত্রিজন্মনি।
ভার্য্যাহীনা বংশহীনা বুদ্ধিহীনাস্ততঃ শুচিঃ ॥ ৪৪ ॥
মিত্রদ্রোহী চ নকুলঃ কৃতঘ্নশ্চাপি গণ্ডকঃ।
বিশ্বাসঘাতী ব্যাঘ্রশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে ॥ ৪৫ ॥
মিথ্যাসাক্ষী প্রদশ্চৈব ভল্লূকঃ সপ্তজন্মসু।
পূর্ব্বান্‌সপ্ত পরান্‌সপ্ত পুরুষান্ হন্তি চাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥
নিত্য ক্রিয়াবিহীনশ্চ জড়ত্বেন যুতোদ্বিজঃ।
যস্যানাস্থা বেদবাক্যে মন্দংহসতি সন্ততং ॥ ৪৭ ॥
ব্রতোপবাসহীনশ্চ সদ্বাক্য পরনিন্দকঃ।
জিহ্মোজিহ্মো বসেৎসোপি শতাব্দঞ্চ হিমোদকে ॥ ৪৮ ॥

যাহারা দেবগৃহে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে তাহাদিগকে সপ্তজন্ম দেবল ব্রাহ্মণরূপে উৎপন্ন হইতে হয় আর বিপ্রাদি স্পর্শ করিয়া শপথ করিলে সপ্তজন্ম নিশ্চয়ই অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে তৎ-পরে তাহারা জন্মত্রয় মূক ও বধির হয় এবং ভার্য্যাহীন বংশহীন ও বুদ্ধি-হীন হয়। এইরূপে পাপের খণ্ডন হয় ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি সপ্তজন্ম নকুল, কৃতঘ্ন ব্যক্তি সপ্তজন্ম গণ্ডক, ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি সপ্তজন্ম ব্যাঘ্র রূপে ভারতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।৪৫।

যে ব্যক্তি মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সপ্তজন্ম ভল্লূক রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং সে ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে নরকে নিশ্চয়ই পাতিত করিয়া থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪৬ ॥

যে ব্যক্তি বেদবাক্যে অনাস্থা করে এবং বেদবিহিত কার্য্য দর্শনে মন্দ-হাস্য করে সে নিত্য ক্রিয়াহীন জড়ত্বসম্পন্ন দ্বিজরূপে উৎপন্ন হয় ॥ ৪৭ ॥

জলজন্তুর্ভবেৎ সোপি শতজন্ম ক্রমেণ চ।
ততো নানাপ্রকারশ্চ মৎস্যজাতি স্ততঃ শুচিঃ ॥ ৪৯ ॥
যঃকরোত্যপহারঞ্চ দেবব্রাহ্মণযোর্ধনং।
পাতযেৎ স স্বপুরুষান দশপূর্ব্বান দশাপরান ॥ ৫০ ॥
স্বয়ংযাতি চ ধূমান্ধং ধূমধ্বান্ত সমন্বিতং।
ধূমক্লিষ্টো ধূমভোজী বসেত্তত্র চতুর্যুগং ॥ ৫১ ॥
ততো মূষিকজাতিশ্চ শতজন্মানি ভারতে।
ততো নানাবিধাঃ পক্ষিজাতযঃ কৃমিজাতযঃ ॥ ৫২ ॥
ততো নানাবিধো বৃক্ষজাতযশ্চ ততো নরঃ।
ভার্য্যাহীনো বংশহীনো শবরো ব্যাধিসংযুতঃ ॥ ৫৩ ॥
ততো ভবেৎ স্বর্ণকারঃ স সুবর্ণবনিক স্মৃতঃ।
ততো যবন সেবী চ ব্রাহ্মণো গণক স্ততঃ ॥ ৫৪ ॥

যে ব্যক্তি ব্রত ও উপবাস ত্যাগ এবং সদ্বাক্য প্রয়োগ স্থলে পরনিন্দা করে সেই খল ব্যক্তি জিহ্ম নামক নরকে গমন করিয়া শতবর্ষ তথায় হিমোদকে অবস্থান পূর্ব্বক অশেষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। পরে সে যথাক্রমে শতজন্ম জলজন্তুরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং বহুজন্ম নানাপ্রকার মৎস্যরূপে সমুৎপন্ন হয়। তৎপরে তাহার শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

যে ব্যক্তি দেব ব্রাহ্মণের ধন হরণ করে সে স্বীয় ঊর্দ্ধতন দশমপুরুষ ও অধস্তন দশমপুরুষকে নরকে পতিত করে। এবং স্বয়ং ধূমান্ধকার যুক্ত ধূমান্ধ নামক নরকে গমন পূর্ব্বক তথায় চতুর্যুগ ধূমক্লিষ্ট ও ধূমপায়ী হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

পরে তাহাকে শতজন্ম ভারতে মুষিকজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতঃপর সে যথাক্রমে নানাবিধ পক্ষি জাতি, কৃমি জাতি ও নানাপ্রকার বৃক্ষজাতি হইয়া উৎপন্ন হয়। এইরূপে নানাযোনি পরিভ্রমণের পর সে ভার্য্যাহীন বংশহীন ব্যাধিযুক্ত ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ

বিপ্রো দৈবজ্ঞোপজীবী বৈদ্যজীবি চিকিৎসকঃ।
লাক্ষা লৌহাদি ব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ ॥ ৫৫ ॥
স যাতি নাগবেষ্টঞ্চ নাগৈর্ব্বেষ্টিত এবচ।
বসেৎ স্বলোম মানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ ॥ ৫৬ ॥
ততো ভবেৎ স গণকো বৈদ্যশ্চ সপ্তজন্মসু।
গোপশ্চ কর্ম্মকারশ্চ শঙ্খকার স্ততঃ শুচিঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রসিদ্ধানি চ কুণ্ডানি কথিতানি পতিব্রতে।
অন্যানি চ প্রসিদ্ধানি ক্ষুদ্রাণি তত্র সন্তি বৈ ॥ ৫৮ ॥
সন্তি পাতকিন স্তেষু স্বকর্ম্ম ফলভোগিনঃ।
ভ্রমন্তি তাবৎ সংসারে নচ তে স্বর্গভাগিনঃ ॥ ৫৯ ॥

করে। ব্যাধ জন্মের পর স্বর্ণকার ও স্বর্ণকার জন্মের পর তাহাকে সুবর্ণ-বণিক্ রূপে উৎপন্ন হইতে হয়। তৎপরে সে পর্য্যায়ক্রমে যবনসেবী ব্রাহ্মণ ও গণকরূপে উৎপন্ন হয় ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

যে বিপ্র দৈবজ্ঞের বৃত্তি ও বৈদ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করে এবং লাক্ষারস ও লৌহাদি বিক্রয় করে, সেই ব্যক্তি দেহান্তে নাগবেষ্ট নামক নরকে গমন করে। তথায় তাহাকে স্বীয় লোমপরিমিত বর্ষ নাগবেষ্টিত ও নাগদংশিত হইয়া বাস করিতে হয়। তৎপরে সে সপ্তজন্ম গণক, সপ্তজন্ম বৈদ্য, সপ্তজন্ম গোপ, সপ্তজন্ম কর্ম্মকার ও সপ্তজন্ম শঙ্খকার রূপে সমুৎপন্ন হয়। এইরূপে ভোগাবসানে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়। ৫৫।৫৬।৫৭।

পতিব্রতে! এই আমি প্রসিদ্ধ নরককুণ্ডের বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষুদ্র নরককুণ্ডও বিদ্যমান আছে। পাপাত্মারা সেই সমস্ত নরকে গমন পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া থাকে পরে এই সংসারে বারংবার পরিভ্রমণ করে কখনই তাহারা স্বর্গ ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। এই আমি ক্ষুদ্র নরককুণ্ডের কথা বলিলাম ॥৫৮।৫৯॥

যান্ত্যযান্তি চ স্বর্গঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চ নহি নির্ব্বৃতাঃ।
নির্ব্বৃতিং নহি লিপ্স্যন্তি কৃষ্ণ সেবাং বিনা নরাঃ॥ ৬০॥
স্বধর্ম্ম নিরতাশ্চাপি স্বধর্ম্মবিরতা স্তথা।
গচ্ছন্তো মর্ত্ত্যলোকঞ্চ দুর্দ্ধর্ষা যমকিঙ্করাঃ।
ভীতাঃ কৃষ্ণোপাশকাচ্চ বৈনতেযা দিবোরগাঃ॥ ৬১॥
স্বদূতং পাশহস্তঞ্চ গচ্ছন্তং তং বদাম্যহং।
যাস্যসীতি চ সর্ব্বত্র হরিভক্তাশ্রমং বিনা॥ ৬২॥
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং নামানি চ নিকৃন্তনং।
করোতি নখরাঞ্জল্যা চিত্রগুপ্তশ্চ ভীতবৎ॥ ৬৩॥
মধুপর্কাদিকং ব্রহ্মা তেষাঞ্চ কুরুতে পুনঃ॥ ৬৪॥

সাবিত্রি! মানবগণ শুভাশুভ কর্ম্মফলে বারংবার স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে গমনাগমন করিয়া থাকে। শুভাশুভ কর্ম্মফলভোগী মানবগণের কখনই মুক্তি লাভ হয় না। কেবল একমাত্র সর্ব্বময় শ্রীহরির চরণ সেবাই মুক্তির কারণ সুতরাং হরিচরণ সেবা ভিন্ন মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই॥ ৬০॥

মানবগণ স্বধর্ম্মনিরত হউক বা স্বধর্ম্মবিরত হউক তাহাদিগের দেহাবসানে দুর্দ্ধর্ষ যমকিঙ্করগণ মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হয় যথার্থ বটে, কিন্তু সর্প সকল যেমন ভয়ে গরুড়ের নিকটস্থ হইতে পারে না তদ্রূপ তাহারা হরিপরায়ণ মহাত্মাদিগের নিকটে কোনপ্রকারেই আগমন করিতে সমর্থ হয় না॥ ৬১॥

দেবি! আমি স্বীয় পাশহস্ত দূতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিয়া থাকি যে হে দূত! তুমি আর সর্ব্বত্র গমন কর তাহাতে আমি নিবারণ করি না, কিন্তু হরিভক্ত সাধুর আশ্রমে কখনই গমন করিও না॥ ৬২॥

চিত্রগুপ্ত শঙ্কিতচিত্ত হইয়া নখরাঙ্কিত অঞ্জকদ্বারা কৃষ্ণমন্ত্রে উপাসক সাধুগণের নাম কর্ত্তন করিয়া থাকেন। এমনকি সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মাও মধুপর্কদ্বারা হরিপরায়ণ মহাত্মাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥ ৬৩।৬৪॥

বিলঙ্ঘ্য ব্রহ্মলোকঞ্চ গোলোকং গচ্ছতাং সতাং।
দুরিতানি চ নশ্যন্তি তেষাং সংস্পর্শ মাত্রতঃ ॥ ৬৫ ॥
তথা সুপ্রজ্বলদ্বহ্নৌ শুষ্কানি চ তৃণানি চ।
প্রাপ্নোতি মোহঃ সংমোহঃ তাংশ্চ দৃষ্ট্বা চ ভীতবৎ ॥ ৬৬ ॥
কামাশ্চ কামিকাং যাতি লোভ ক্রোধৌ ততঃ সতি।
মৃত্যুঃ পলায়তে রোগো জরা শোকো ভয়ন্তথা ॥ ৬৭ ॥
কালঃ শুভাশুভং কর্ম্ম হর্ষশোকভয়ন্তথা।
কালঃ শুভাশুভং কর্ম্ম হর্ষশোকন্তথৈ বচ ॥ ৬৮ ॥
যে যে ন যান্তি যামীং তাং কথিতাস্তে ময়া সতি।
শৃণু দেহ বিবরণং কথয়ামি যথাগমং ॥ ৬৯ ॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশং তেজস্তোয়মিতি স্ফুটং।
দেহিনাং দেহবীজঞ্চ স্রষ্টুঃ সৃষ্টি বিধৌপরং ॥ ৭০ ॥

হরিপরায়ণ সাধুগণ ব্রহ্মলোক অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া গোলোকধামে গমন করেন, সেই হরিভক্তগণের সংস্পর্শ মাত্রেই যে জীবের সমস্ত দুষ্কৃতির খণ্ডন হইয়া যায় তাহার সংশয়মাত্র নাই। ৬৫ ॥

যেমন প্রজ্বলিত অনল সংযোগে তৃণ সমুদায় শুষ্ক হইয়া যায় তদ্রূপ হরিভক্তগণের দর্শনমাত্র মোহ ভীত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৬।

যে ব্যক্তির হরিপরায়ণ সাধুগণের সাক্ষাৎকার লাভ ও সংসর্গ হয়, কাম তাহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া কামিনীকে আশ্রয় করে এবং তদীয় ক্রোধ লোভ রোগ শোক জরা মৃত্যু কাল শুভাশুভ কর্ম্ম এবং হর্ষ ক্লেশ সমস্তই তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥

সতি! যে কার্য্য করিলে জীবগণের যমপুরীতে গমন করিতে হয় না, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে দেহবিবরণ যেরূপ আমার বিদিত আছে, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৬৯ ॥

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতৈর্যো দেহোনির্ম্মিতো ভবেৎ।
সকৃত্রিমং নশ্বরশ্চ ভস্মসাচ্চ ভবেদিহ॥ ৭১ ॥
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণঞ্চ যো জীবঃ পুরুষাকৃতিঃ।
বিভর্ত্তি দেহং জীবন্তং তদ্রূপং ভোগহেতবে॥ ৭২ ॥
সদেহো ন ভবেত্তস্ম জ্বলদগ্নৌ মমালয়ে।
জলেন নষ্টোদেহী বা প্রহারে সুচিরে কৃতে॥ ৭৩ ॥
ন শস্ত্রে চ ন চাস্ত্রে চ সুতীক্ষ্ণে কণ্টকে তথা।
তপ্তদ্রবে তপ্তলৌহে তপ্তপাষাণ এব চ॥ ৭৪ ॥
প্রতপ্ত প্রতিমাশ্লেষেপ্যত্যূর্দ্ধ পতনেপি চ।
কথিতং দেবিবৃত্তান্তং কারণঞ্চ যথা গমং॥ ৭৫ ॥

সাবিত্রি! পৃথিবী বায়ু আকাশ তেজ ও সলিল এই পঞ্চভূত, ইহা দেহিগণের দেহের বীজস্বরূপ হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিবিধিতে কেবল-উহাই পরম উপকরণ রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৭০॥

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত দ্বারা যে দেহ নির্ম্মিত হয় সেই দেহ কৃত্রিম ও নশ্বর। জীবনান্তে জীবের সেই দেহ ভস্মীভূত হইয়া থাকে কিন্তু দেহ মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষাকৃতি যাঁহার অধিষ্ঠান আছে তিনিই জীব। জীবিত কালে শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের জন্য তিনিই দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকেন॥ ৭১। ৭২॥

হে সাবিত্রি! সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেহ প্রজ্জ্বলিত অনলে ভস্মীভূত ও আমার আলয়ে বিনষ্ট হয় না আর দীর্ঘকাল দারুণ প্রহারে জলমজ্জনে শস্ত্রাঘাতে সুতীক্ষ্ণকণ্টকের উপরিভাগে পতনে তপ্তদ্রব্য তপ্তলৌহ তপ্তপাষাণসংযোগে প্রতপ্তপ্রতিমারআশ্লেষে এবং উচ্চস্থান হইতে নিপতনে সেই ক্ষুদ্র দেহাধিষ্ঠাতা জীবের কোনরূপে ধ্বংস হয় না। এই আমি দেহতত্ত্ব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম॥ ৭৩॥ ৭৪॥ ৭৫॥

কুণ্ডানাং লক্ষণং সর্ব্বং নিবোধ কথয়ামিতে।
অধুনা দেবি কল্যাণি কিংভূয় শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৭৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানে পাপীকুণ্ড নির্ণয়োনাম একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

হে দেবি! হে কল্যাণি! এক্ষণে নরককুণ্ড সমুদায়ের লক্ষণ তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর এবং অন্য আর যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর॥ ৭৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে পাপীকুণ্ড নির্ণয় নাম
একত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সাবিত্র্যুবাচ।

ধর্ম্মরাজ মহাভাগ বেদবেদাঙ্গ পারগ।
ননাপুরাণেতিহাস পঞ্চরাত্র প্রদর্শক ॥ ১ ॥
সর্ব্বেষু সারভূতং যৎ সর্ব্বেষ্টং সর্ব্বসম্মতং।
কর্ম্মচ্ছেদ বীজরূপং প্রশংসং সুখদং নৃণাং ॥ ২ ॥
যশঃপ্রদং ধর্ম্মদঞ্চ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলং।
যেনযামীং ন তে যান্তি যাতনাং ভবদুঃখদাং ॥ ৩ ॥
কুণ্ডানি চ ন পশ্যন্তি তত্র নৈব পতন্তি চ।
নভবেদ্যেন জন্মাদি তৎকর্ম্ম বদ সুব্রত ॥ ৪ ॥
কিমাকারাণি কুণ্ডানি কতি তেষাং মিতানি চ।
কেনরূপেন তত্রৈব তিষ্ঠন্তি পাপিনঃ সদা ॥ ৫ ॥

সাবিত্রী কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আপনি বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী এবং নানাপুরাণ ইতিহাস ও পঞ্চ রাত্র গ্রন্থের প্রদর্শক। অতএব আপনার নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ইহলোকে সকলের সার ভুত সর্ব্বসম্মত সর্ব্বেপ্সিত মানবমণ্ডলীর সুখ প্রদ কর্ম্মচ্ছেদের বীজ স্বরূপ যশ ধর্ম্ম ও সর্ব্ব-মঙ্গল দায়ক প্রশংসনীয় পদার্থ কি আছে যে তদ্দ্বারা যম পুরীতে গমন করিতে হয় না, কোন্ কার্য্য করিলে দুঃসহ ভবযাতনা হইতে জীবের মুক্তি লাভ হয় ॥ ১। ২। ৩ ॥

কিরূপ কার্য্য দ্বারা জীব নরক দর্শন ও নরকে গমন না করে এবং কোন্ কার্য্য দ্বারা জীব জন্ম মরণাদি যাতনা হইতে বিমুক্ত হয়? নরক কুণ্ডের আকার কিরূপ এবং তৎসমুদায়ের পরিমাণ কত, পাপিগণ কিরূপেই বা সর্ব্বদা সেই সমস্ত নরকে অবস্থান করে? স্বদেহ ভস্মীভূত

স্বদেহে ভস্মসাদ্ভূতে যান্তিলোকান্তরং নরাঃ।
কেন দেহেন বা ভোগং ভুঞ্জতে বা শুভাশুভং ॥ ৬ ॥
শুচিরং ক্লেশ ভোগেন দেহোকথং ন নশ্যতি।
দেহো বা কিংবিধোব্রহ্মং স্তন্মেব্যাখ্যা তু মর্হসি ॥ ৭ ॥
সাবিত্রী বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মরাজোহরিং স্মরন্।
কথাং কথিতুমারেভে গুরুং নত্বাচ নারদ ॥ ৮ ॥

যম উবাচ।

বৎসে চতুর্ষু বেদেষু ধর্ম্মেষু সংহিতাসু চ।
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু পঞ্চরাত্রাদিকেষু চ ॥ ৯ ॥
অন্যেষু সর্ব্বশাস্ত্রেষু বেদাঙ্গেষু চ সুব্রতে।
সর্ব্বেষ্ট সারভূতঞ্চ মঙ্গলং কৃষ্ণসেবনং ॥ ১০ ॥
জন্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক সন্তাপ তারণং।
সর্ব্বমঙ্গল রূপঞ্চ পরমানন্দ কারণং ॥ ১১ ॥

হইলে মানবগণ লোকান্তর যাত্রা করিয়া কোন্ দেহেই বা শুভা শুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করে? আর অতি দীর্ঘকাল ক্লেশ ভোগে সে দেহ কেন বিনষ্ট হয় না? এবং সেই দেহই বা কিরূপ? তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার মন নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে। অতএব আপনি সেই সমস্ত বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৪। ৫। ৬। ৭ ॥

হে নারদ! ধর্ম্মরাজ যম, সাবিত্রীর এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণে মনে মনে হরিকে স্মরণ ও গুরুকে প্রণাম করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥

যম কহিলেন, হে বৎসে! সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব এই চারি বেদ ধর্ম্মসংহিতা পুরাণ ইতিহাস পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থ এবং অন্যান্য শাস্ত্র ও বেদাঙ্গ সমুদায়ে পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবাই সারভূত, সর্ব্বেপ্সিত ও মঙ্গল জনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৯। ১০ ॥

কারণং সর্ব্বসিদ্ধীনাং নরকার্ণবতারণং।
ভক্তিবৃক্ষাঙ্কুর করং কর্ম্মবৃক্ষ নিকৃন্তনং ॥ ১২ ॥
গোলোকমার্গ সোপান মবিনাশি পদপ্রদং।
সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যাদি প্রদং শুভে ॥ ১৩ ॥
কুণ্ডানি যমদূতঞ্চ যমঞ্চ যমকিঙ্করান্।
নহিপশ্যন্তি স্বপ্নেন শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্করাঃ সতি ॥ ১৪ ॥
হরিব্রতং যে কুর্ব্বন্তি গৃহিনঃ কর্ম্মভোগিনঃ।
যে স্নান্তি হরিতীর্থে চ নাশ্নন্তি হরিবাসরে ॥ ১৫ ॥
প্রণমন্তি হরিংনিত্যং হর্য্যর্চ্চা পূজয়ন্তি চ।
ন যান্তি তেচ ঘোরাঞ্চ যম সংযমনীং পুরীং ॥ ১৬ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবনে জীবের জন্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক ও সন্তাপ দূরীভুত হয়। একমাত্র হরিসেবাই ত্রিভুবন মধ্যে সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপ ও পরমানন্দের কারণ বলিয়া কথিত আছে ॥ ১১ ॥

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেবা সর্ব্বসিদ্ধির হেতু ও নরকার্ণব হইতে নিস্তারের কারণ। সাবিত্রি! অধিক কি বলিব হরিসেবনে ভক্তিরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন ও কর্ম্মবৃক্ষ ছিন্ন হইয়া যায় ॥ ১২ ॥

হরিসেবা গোলোকমার্গ গমনের সোপান স্বরূপ নিত্যপদপ্রদ এবং সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য ও সামীপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিদানের যে একমাত্র কারণ হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

হে সতি! যে মহাত্মারা একান্তঃকরণে দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পন করিয়া তাঁহার দাস হইতে সমর্থ হয়েন তাঁহাদিগকে স্বপ্নেও নরককুণ্ড, যমদূত, যম ও যমকিঙ্করগণকে দর্শন করিতে হয় না ॥ ১৪ ॥

সাবিত্রি! যে সমস্ত কর্ম্মফলভোগী গৃহিগণ হরিব্রত অবলম্বন করেন, যাঁহারা হরিতীর্থে স্নান করেন, যাঁহারা হরিবাসরে ভোজন না করেন, যাঁহারা নিত্য হরিচরণে প্রণাম ও হরির আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে

স্বধর্ম্ম নিরতাঃ শান্তা ন যান্তি যমমন্দিরং ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে যম সাবিত্রী সংবাদে
দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

কথনই ভয়ঙ্কর সংযমনী পুরীতে অর্থাৎ যমালয়ে গমন করিতে হয় না। আর স্বধর্ম্মনিরত শান্তপ্রকৃতি মানবগণও শমনভবনে গমন না করিয়া পরম গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৫ । ১৬ । ১৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে যমসাবিত্রী সংবাদে
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যম উবাচ।

পূর্ণেন্দু মণ্ডলাকারং সর্ব্বকুণ্ডঞ্চ বর্ত্তুলং।
অতীব নিম্নং পাষাণ ভেদৈশ্চ খচিতং সতি ॥ ১ ॥
ন নশ্বরঞ্চাপ্রলয়ং নির্ম্মিতঞ্চেশ্বরেচ্ছয়া।
ক্লেশদং পাতকীনাঞ্চ নানারূপ তদালয়ং ॥ ২ ॥
জ্বলদঙ্গার রূপঞ্চ শতহস্ত শিখান্বিতং।
পরিতং ক্রোশমানঞ্চ বহ্নিকুণ্ডং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৩ ॥
মহচ্ছব্দংপ্রকুর্ব্বদ্ভিঃ পাপিভিঃ পরিপূরিতং।
রক্ষিতং মমদূতৈশ্চ তাড়িতৈশ্চাপি সন্ততং ॥ ৪ ॥
প্রতপ্তোদকপূর্ণঞ্চ হিংস্রজন্তু সমন্বিতং।
মহাঘোরান্ধকারংশ্চ পাপীসংঘেন সংকুলং ॥ ৫ ॥

হে সাবিত্রি! সমস্ত নরককুণ্ড পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলাকার বর্ত্তুল ও অতীব নিম্ন। পাষাণ বিশেষে তৎসমুদায় রচিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

সেই নরককুণ্ড সকল অবিনশ্বর, কখনই লয়প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বরেচ্ছায় তৎসমুদায় বিনির্ম্মিত হইয়াছে, সেই সমস্ত নরককুণ্ড নানারূপ আলয়ে পরিপূর্ণ ও পাপিগণের ক্লেশপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ২ ॥

বহ্নিকুণ্ডনামক নরক প্রজ্বলিত অঙ্গারবৎ অতিশয় ভয়ঙ্কর। একক্রোশ পরিমাণে ঐ নরকের পরিধি এবং উহার ঊর্দ্ধভাগের পরিমাণ শতহস্ত ও তাহা বিলক্ষণ রূপে দৃশ্যমান হইতেছে ॥ ৩ ॥

সেই বহ্নিকুণ্ডনামক নরক পাপিগণে পরিপূর্ণ। পাপাত্মারা তথায় যাতনায় ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ করিয়া থাকে এবং আমার দূতগণ তাহাদিগের প্রতি নিরন্তর দণ্ডাঘাত করে এবং আমার সেই দূতগণ কর্ত্তৃক সেই নরককুণ্ড সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

প্রকুর্ব্বতাং কাকুশব্দং প্রহারৈ র্ঘূর্ণিতে নচ।
ক্রোশার্দ্ধমানং মদ্দূতৈস্তাড়িতেনচ রক্ষিতং॥ ৬॥
তপ্তক্ষারোদকৈঃ পূর্ণং নক্রৈশ্চ পরিবেষ্টিতং।
সঙ্কুলং পাপিভিশ্চৈব ক্রোশমানং ভয়ানকং॥ ৭॥
ত্রাহী তিশব্দং কুর্ব্বদ্ভির্যমদূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ।
প্রচলদ্ভিরনাহারৈঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ তালুকৈঃ॥ ৮॥
বিড়্দ্রবৈরেব পূর্ণঞ্চ ক্রোশমানঞ্চ কুৎসিতং।
অতি দুর্গন্ধি সংযুক্তং ব্যাপ্তং পাপীভিরেব চ॥ ৯॥
তাড়িতৈর্যমদূতৈশ্চ অনাহারৈরুপদ্রবৈঃ।
রক্ষেতিশব্দং কুর্ব্বদ্ভি স্তং-কীটৈরেব ভক্ষিতং॥ ১০॥

তপ্তোদক নামক নরককুণ্ড, প্রতপ্ত জলে পরিপূর্ণ। নিয়ত হিংস্র-জন্তুগণ তথায় বিচরণ করিতেছে। সেই নরক অতি ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পাপিগণ তথায় আমার ভৃত্যগণের নিদারুণ প্রহারে ঘূর্ণিত হইয়া নিরন্তর কাতর শব্দে চীৎকার করে, আমার ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক ঐ নরক-কুণ্ড রক্ষিত। উহার পরিমাণ অর্দ্ধক্রোশ নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৫। ৬॥

হে সতি! ক্ষারকুণ্ড নামে যে নরককুণ্ড আছে, তাহা সন্তপ্ত ক্ষারোদকে পরিপূর্ণ। কুম্ভীরগণে সেই নরক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। পাপিগণ সেই ভয়ানক নরকে অবস্থান পূর্ব্বক আমার দূতগণের দণ্ডতাড়ন নিবন্ধন অনাহারে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয় এবং ভয়ে তাহাদিগের কণ্ঠতালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হওয়াতে তাহারা ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া চীৎকার করে, সেই নরককুণ্ডের পরিমাণ একক্রোশ। উহাও আমার দূতগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়॥ ৭। ৮॥

বিড়্ভক্ষ নামক নরককুণ্ড দ্রবীভূত বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। উহার পরিমাণ একক্রোশ। ঐ নরক অতি দুর্গন্ধময় ও কুৎসিত। সেই ঘোর নরকও পাপিগণে পরিব্যাপ্ত আছে। তথায় তাহারা আমার দূতগণ কর্ত্তৃক

তপ্তমূত্রদ্রবৈঃ পূর্ণমূত্রকীটৈশ্চ সংকুলং।
যুক্তং মহাপাপিভিশ্চ তৎকীটৈর্দংশিতং সদা॥ ১১॥
গব্যূতিমানং ধ্বান্তাক্তং শব্দকৃদ্ভিশ্চ সন্ততং।
মদ্দূতৈস্তাড়িতৈর্ঘোরৈঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকৈঃ॥ ১২॥
শ্লেষ্মাপূর্ণং ক্রোশমিতং তৎকীটৈর্ভক্ষিতং মুদা।
তদ্ভোজিভিঃ পাপিভিশ্চ তৎকীটৈর্ভক্ষিতৈঃ সদাঃ॥ ১৩॥
ক্রোশার্দ্ধং গরপূর্ণঞ্চ গরভোজিভিরন্বিতং।
গরকীটৈর্ভক্ষিতৈশ্চ পাপিভিঃ পূর্ণমেব চ॥ ১৪॥
তাড়িতৈ র্মম দূতৈশ্চ শব্দকৃদ্ভিশ্চ কম্পিতৈঃ।
সর্পাকৃতৈর্ব্বজ্রদংষ্ট্রৈঃ শুষ্ককণ্ঠৈঃ সুদারুণৈঃ॥ ১৫॥
নেত্রযোর্ম্মল পূর্ণঞ্চ ক্রোশার্দ্ধং কীটসংযুতং।

তাড়িত হইয়া অনাহারে রক্ষ রক্ষ বলিয়া চীৎকার করে এবং বিষ্ঠার কৃমি সমুদায় তাহাদিগের অঙ্গে দংশন করিয়া থাকে॥ ৯। ১০॥

সতি! মূত্রকুণ্ড নামক নরক সন্তপ্ত মূত্রদ্রবে ও মূত্রকীটে পরিপূর্ণ এবং অন্ধকারময়। মহাপাপিগণ সেই নরকে আমার দূতগণ কর্তৃক তাড়িত ও সেই মূত্রকীট কর্তৃক দংশিত হইয়া নিরন্তর যাতনায় চীৎকার করে এবং পিপাসায় তাহাদিগের কণ্ঠতালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়। সেই ঘোর নরকও দুইক্রোশ পরিমিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ১১॥ ১২॥

শ্লেষ্মাকুণ্ড নামক নরকের পরিমাণ একক্রোশ। তথায় শ্লেষ্মাকীটসকল পরমানন্দে শ্লেষ্মাভোজন করিয়া সেই নরকবাসী পাপিগণকে নিরন্তর দংশন পূর্ব্বক অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে॥ ১৩॥

গরকুণ্ড নামক নরকের পরিমাণ অর্দ্ধক্রোশ। সেই নরক বিষম গর-কীটে সমাকীর্ণ। পাপিগণ তথায় সেই গরকীট কর্তৃক দংশিত এবং বজ্র-দংষ্ট্র সর্পাকার সুদারুণ মদীয় দূতগণের তাড়নে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া কম্পিত কলেবরে ভয়ঙ্কর চীৎকার পূর্ব্বক যাতনা সহ্য করে॥ ১৪॥ ১৫॥

পাপিভিঃ শঙ্কুলং শশ্বৎ কুর্ব্বদ্ভিঃ কীট ভক্ষিতৈঃ॥ ১৬।
বসারসেন পূর্ণঞ্চ ক্রোশতূর্য্যং সুদুঃসহং।
তদ্ভোজিভিঃ পাতকিভির্ব্যাপ্তং দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ॥ ১৭॥
শুক্রপূর্ণঃ ক্রোশতূর্য্যং শুক্রকীটৈশ্চ ভক্ষিতৈঃ।
ক্রন্দদ্ভিঃ পাপিভিঃ শশ্বৎসংকুলং ব্যাকুলং ভিয়া॥ ১৮॥
দুর্গন্ধি রক্তপূর্ণঞ্চ বাপীমানং গভীরকং।
তদ্ভোজিভিঃ পাপিভিশ্চ সংকুলং কীটভক্ষিতৈঃ॥ ১৯॥
পূর্ণনেত্রাশ্রুভির্নৃণাং বাপ্যর্দ্ধং পাপিভির্যুতং।
তাড়িতৈর্মদ্দূতেন তদ্ভক্ষ্যৈঃ কীটভক্ষিতৈ॥ ২০॥
নৃণাং গাত্রমলৈঃ পূর্ণং তদ্ভক্ষৈঃ পাপিভির্যুতং।

নেত্রমলকুণ্ড নরকের পরিমাণ অর্দ্ধক্রোশ। ঐ নরক নেত্রমলে ও তৎকীটে পরিপূর্ণ। পাপিগণ নিরন্তর তথায় সেই কীট কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে॥ ১৬॥

বসাকুণ্ড নামক নরক শরীরান্তর্গত বসারসে পরিব্যাপ্ত। ঐ নরকের পরিমাণ চারিক্রোশ। পাতকিগণ সেই সুদুঃসহ নরক ভোগ করতঃ মদীয় দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বিষম যাতনা প্রাপ্ত হয়॥ ১৭॥

শুক্রকুণ্ড নামক নরক শুক্রে ও শুক্রকীটে পরিপূর্ণ। উহার পরিমাণ চারিক্রোশ। পাপিগণ তথায় শুক্রকীট দংশনে পীড়িত হইয়া ভয়ে ব্যাকুলান্তঃকরণে সর্ব্বদা ক্রন্দন করে॥ ১৮॥

দুর্গন্ধি রক্তপূর্ণ নরককুণ্ডের পরিমাণ বাপীনামক জলাশয়ের তুল্য। ঐ নরক অতিশয় গভীর। পাপিগণ তত্রত্য কীটসমুদায় কর্ত্তৃক তাড়িত এবং দংশিত হইয়া স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে॥ ১৯॥

অশ্রুকুণ্ড নরক মনুষ্যের নেত্রজলে পরিপূর্ণ। উহার পরিমাণ বাপীর অর্দ্ধাংশ মাত্র। পাপাত্মারা সেই নরকে মদীয় দূতকর্ত্তৃক তাড়িত ও কীট দংশনে প্রপীড়িত হইয়া অশেষ যন্ত্রণায় অবস্থিতি করে॥ ২০॥

তাড়িতৈর্ম্ম দূতৈশ্চ ব্যগ্রৈশ্চ কীটভক্ষিতৈঃ ॥ ২১॥
কর্ণবিট্ পরিপূর্ণঞ্চ তন্তুক্ষৈঃ পাপিভির্যুতং।
বাপীতূর্য্য প্রমাণঞ্চ রুদদ্ভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ ॥ ২২ ॥
ত্রাহীতি শব্দং কুর্ব্বদ্ভি স্ত্রাসিতৈশ্চ ভয়ানকৈঃ।
বাপীতূর্য্য প্রমাণঞ্চ নখাদিক চতুষ্টয়ং।
পাপিভিঃ সংকুলং শশ্বন্মমদূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ২৩ ॥
প্রতপ্ততাম্রকুণ্ডঞ্চ তাম্রপর্য্যুন্মুখান্বিতং।
তাম্রাণাং প্রতিমালক্ষৈঃ প্রতপ্তৈরাবৃতং সদা ॥ ২৪ ॥
প্রত্যেকং প্রতিমাশ্লিষ্টৈ রুরুদ্ভিঃ পাপিভির্যুতং।
গব্যূতিমানং বিস্তীর্ণং মমদূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ২৫ ॥
প্রতপ্ত লৌহধারঞ্চ জ্বলদঙ্গার সংযুতং।
লোহানাং প্রতিমালক্ষৈঃ প্রতপ্তৈরাবৃতং সদা ॥ ২৬ ॥

গাত্রমলকুণ্ড নামক নরক মনুষ্যগণের গাত্রমলে পরিব্যাপ্ত, উহার পরিমাণও বাপীর অর্দ্ধাংশমাত্র, পাপপরায়ণ পুরুষগণ মদীয় দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত ও কীট দংশিত হইয়া তথায় অস্থির ভাবে অবস্থান করে। ২১।

কর্ণবিটকুণ্ড নামক নরক কর্ণমলে সমাকীর্ণ। ঐ নরকের পরিমাণ বাপীর চারিগুণ। পাপিগণ কীটদংষ্ট্র হইয়া তথায় রোদন করে। ২২॥

নখ অস্থি কেশ লোম পরিপূর্ণ নরককুণ্ডের পরিমাণ বাপীর চারিগুণ। মদীয় ভয়ঙ্কর দূতগণ কর্ত্তৃক ত্রাসিত হইয়া পাপিগণ নিরন্তর সেই নরকে কেবল ত্রাহি ত্রাহি শব্দে চিৎকার করিয়া থাকে॥ ২৩॥

প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ড নামক নরক উন্মুখ প্রতপ্ত তাম্রখণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছে এবং তন্মধ্যে প্রতপ্ত লক্ষতাম্রপ্রতিমা নিবেশিত রহিয়াছে। ঐ নরককুণ্ড দুইক্রোশ বিস্তীর্ণ। পাপিগণ তথায় আমার দূতগণের তাড়নে প্রত্যেকে সেই প্রতপ্ত তাম্রপ্রতিমা আলিঙ্গন করিয়া রোদন করে॥ ২৪। ২৫॥

প্রত্যেকং সর্ব্বাশ্লিষ্টৈশ্চ শশ্বৎ বিচলিতৈর্ভিয়া
রক্ষরক্ষেতিশব্দঞ্চ কুর্ব্বদ্ভিদূর্ত তাড়িতৈঃ ॥ ২৭ ॥
মহাপাতকিভির্যুক্তং দ্বিগব্যূতি প্রমাণকং।
ভয়ানকং ধ্বান্ত যুক্তং লৌহকুণ্ডং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ২৮ ॥
ঘর্ম্মকুণ্ডং তপ্ত সুরাকুণ্ডং বাপ্যর্দ্ধমেব চ।
তপ্তোজিভিঃ পাপিভিশ্চ ব্যাপ্তং মদ্দূততাড়িতৈঃ ॥ ২৯ ॥
অধঃ শাল্মলিবৃক্ষস্য তীক্ষ্ণকণ্টক কুণ্ডকং।
লক্ষপৌরুষমানঞ্চ ক্রোশমানঞ্চ দুঃখদং ॥ ৩০ ॥
ধনুর্মানৈঃকণ্টকৈশ্চসুতীক্ষ্ণৈঃ পরিবেষ্টিতং ॥ ৩১ ॥
প্রত্যেক কণ্টকৈর্ব্বিদ্ধং মহাপাতকিভির্যুতং।
বৃক্ষাগ্রান্নিপতদ্ভিশ্চ মমদূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৩২ ॥

লৌহকুণ্ড নামক নরক প্রতপ্ত শাণিত লৌহে ব্যাপ্ত এবং প্রজ্বলিত অঙ্গারে সমাকীর্ণ। প্রতপ্ত লৌহময় প্রতিমাতে ঐ নরক আবৃত রহিয়াছে। উহার পরিমাণ দুইক্রোশ। ঐ নরক ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন আছে, মহাপাতকিগণ আমার দূতগণের তাড়নে প্রত্যেকে সভয়ে বিচলিত ভাবে সেই সন্তপ্ত লৌহ প্রতিমূর্ত্তি আলিঙ্গন পূর্ব্বক রক্ষ রক্ষ বলিয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার পূর্ব্বক কালযাপন করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

ঘর্ম্মকুণ্ড ও তপ্ত সুরাকুণ্ড নামক নরকের পরিমাণ বাপীর অর্দ্ধাংশ। আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত পাপিগণে ঐ নরক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥২৯॥

তীক্ষ্ণ কণ্টককুণ্ড নামক নরক শাল্মলীবৃক্ষের অধোভাগে স্থাপিত। উহার পরিমাণ একক্রোশ। ঐ নরক অতিশয় দুঃখদায়ক বলিয়া নিরূপিত এবং ঐ নরকে লক্ষ পাপাত্মার অধিষ্ঠান আছে॥ ৩০ ॥

বিশেষতঃ হস্তচতুষ্টয় পরিমিত সুতীক্ষ্ণ কণ্টকজালে ঐ নরক সমাকীর্ণ। মহাপাতকীগণ তথায় প্রত্যেকে সেই কণ্টকজালে বিদ্ধ হয়। তাহারা

মহাভযার্ত্তিব্যগ্রৈশ্চ দণ্ডেন ভগ্নমস্তকৈঃ।
প্রচলদ্ভির্যথা তপ্ততৈলে জীবিভিরেব চ ॥ ৩৩ ॥
বিষোঘৈস্তক্ষকাদীনাং পূর্ণঞ্চ ক্রোশমানকং।
তপ্তৈক্ষৈঃ পাপিভির্যুক্তং যমদূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৩৪ ॥
প্রতপ্ততৈল পূর্ণঞ্চ কীটাদি পরিবর্জ্জিতং।
তপ্তৈক্ষৈঃ পাপিভির্যুক্তং স্নিগ্ধগাত্রৈশ্চ বেষ্টিতৈঃ ॥ ৩৫ ॥
কাকুশব্দং প্রকুর্ব্বদ্ভিশ্চলদ্ভির্দূত তাড়িতৈঃ।
মহাপাতকিভির্যুক্তং দ্বিগব্যূতি প্রমাণকং ॥ ৩৬ ॥
শস্ত্রকুণ্ডং ধ্বান্তযুক্তং ক্রোশমাণং ভয়ানকং।
শূলাকারৈঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈ লৌহশস্ত্রৈশ্চ বেষ্টিতং ॥ ৩৭ ॥

যেমন সেই শাল্মলীবৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে অধঃপতিত হয় অমনি আমার দূতগণ তাহাদিগের মস্তকে আঘাত করে, তখন তপ্ততৈলে পতিত জীবগণ যেমন বিচলিত হয় তদ্রূপ তাহারা আমার দূতগণের দণ্ডাঘাতে ভগ্নমস্তক হইয়া ভয়ে অস্থির হয় ॥ ৩১। ৩২। ৩৩ ॥

বিষকুণ্ড নামক নরক তক্ষকাদি বিষধরগণের তীব্রবিষে পরিপূর্ণ। উহার পরিমাণ একক্রোশ। পাপিগণ সেই নরকে মদীয় দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বিষম যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

প্রতপ্ত তৈলে পরিপূর্ণ নরককুণ্ড কীটাদি বর্জ্জিত। স্নিগ্ধগাত্র মহাপাতকীগণ ঐ নরকে পতিত হইবামাত্র দগ্ধাঙ্গ হইয়া আমার দূতগণের তাড়নে অসহ্য যাতনায় বিচলিত হইয়া সকাতরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করে। ঐ নরকের পরিমাণ চারিক্রোশ নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৩৫। ৩৬ ॥

শস্ত্রকুণ্ড নামক নরক অন্ধকারময় অতি ক্লেশ দায়ক ও ভয়ঙ্কর। উহার পরিমাণ একক্রোশ। শূলাকার সুতীক্ষ্ণাগ্র লৌহশস্ত্রে ঐ নরক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। পাপিগণ তথায় অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শস্ত্রতল্পস্বরূপঞ্চ ক্রোশতূর্য্য প্রমাণকং।
পাতকিভির্ব্বেষ্টিতঞ্চ কুন্তবিদ্ধৈশ্চ বেষ্টিতং ॥ ৩৮ ॥
তাড়িতৈর্ম্মমদূতৈশ্চ শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকৈঃ।
কীটৈঃ সকুলমানৈশ্চ সর্পযানৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ৩৯ ॥
তীক্ষ্ণদন্তৈশ্চ বিকৃতৈর্ব্ব্যাপ্তং ধ্বান্তযুগং সতি।
মহাপাতকিভির্যুক্তং ভীতৈশ্চ কীটভক্ষিতৈঃ।
রুদদ্ভিঃ ক্রোশমানঞ্চ মমদুতেন তাড়িতৈঃ ॥ ৪০ ॥
অতিদুর্গন্ধি সংযুক্তং ক্রোশার্দ্ধং পূয সংযুতং।
তদ্ভক্ষৈঃ পাপিভির্যুক্তং মমদুতেন তাড়িতৈঃ ॥ ৪১ ॥
দ্বিগব্যূতি প্রমাণঞ্চ হিমতোয প্রপূরিতং।
তালবৃক্ষ প্রমাণৈশ্চ সর্পকোটিভিরাবৃতং ॥ ৪২ ॥

কুন্তকুণ্ড নামক নরকও শস্ত্রশয্যাময় অতি ভয়ঙ্কর। উহার পরিমাণ চারিক্রোশ। পাতকিগণ কুন্তাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া তথায় অবস্থিত থাকে। আমার দূতগণের তাড়নে তাহাদিগের কণ্ঠতালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায় এবং সর্প ও শকুল মৎস্যবৎ গতিসম্পন্ন কীট সকল সর্ব্বদা তাহাদিগকে দংশন করিয়া যৎপরোনাস্তি যাতনা দেয় ॥ ৩৮। ৩৯ ॥

সতি! দন্তকুণ্ড নামক নরক অন্ধকার ময় এবং বিকৃত তীক্ষ্ণদন্তে পরিব্যাপ্ত। উহার পরিমাণ একক্রোশ। মহাপাতকিগণ সেই নরকে আমার দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত ও কীটদষ্ট হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে রোদন করে ॥৪০॥

পূযকুণ্ড নামক নরক অতি দুর্গন্ধময়। উহার পরিমাণ অর্দ্ধক্রোশ। পাপিগণ সেই পূয় ভক্ষণ পূর্ব্বক আমার দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সেই নরকে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

হিমকুণ্ড নামক নরক হিমতোয়ে পরিপূর্ণ। চারিক্রোশ উহার পরিমাণ। তালবৃক্ষ প্রমাণ কোটি সর্পে ঐ নরক সমাকীর্ণ রহিয়াছে। পাপি

সর্পবেষ্টিত গাত্রৈশ্চ পাপিভিঃ সর্পভক্ষিতৈঃ।
শঙ্কুলং শব্দকৃদ্‌ভিশ্চ মমদূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৪৩ ॥
কুণ্ডত্রয়ং মশাদীনাং পূর্ণঞ্চ মশকাদিভিঃ।
সর্ব্বং ক্রোশার্দ্ধ মানঞ্চ মহাপাতকিভির্যুতং ॥ ৪৪ ॥
হস্তপাদাদিভির্ব্বদ্ধৈঃ ক্ষতৈঃ ক্ষতজলোহিতৈঃ।
হাতেতি শব্দং কুর্ব্বদ্‌ভিঃ প্রচলদ্‌ভিশ্চ সন্ততং ॥ ৪৫ ॥
বজ্রবৃশ্চিকযোঃ কুণ্ডং তাভ্যাঞ্চ পরিপূরিতং।
বাপ্যর্দ্ধং পাপিভির্যুক্তং বজ্রবৃশ্চিকদংশিতৈঃ ॥ ৪৬ ॥
কুণ্ডত্রয়ং শরাদীনাং তৈরেব পরিপূরিতং।
তৈর্ব্বিদ্ধৈঃ পাপিভির্যুক্তং বাপ্যর্দ্ধং রক্তলোহিতৈঃ ॥ ৪৭ ॥
তপ্তপঙ্কোদকৈঃ পূর্ণং সধ্বান্তং গোলকুণ্ডকং।

গণ সেই সর্পগণে বেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের দংশনে ব্যাকুল হয় এবং আমার দূতের তাড়নে সমবেত উচ্চৈঃস্বরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করে।৪২।৪৩॥

দংশমশকাদি নরককুণ্ডত্রয় মশকাদিতে পরিপূর্ণ। ঐ কুণ্ডত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেকের পরিমাণ অর্দ্ধক্রোশ মাত্র। আমার দূতগণ মহাপাতকিদিগের হস্তপদ বন্ধন করিয়া সেই নরকে নিক্ষেপ করিলে তাহারা দংশমশকাদির দংশনে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়া অসহ্য যাতনায় হাহাকার শব্দে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে থাকে ॥ ৪৪। ৪৫ ॥

বজ্রবৃশ্চিক কুণ্ড নামক নরকও বজ্রকীট ও বৃশ্চিকে পরিপূরিত। উহার পরিমাণ বাপীর অর্দ্ধাংশ মাত্র। পাপিগণ সেই নরকে পতিত হইয়া বজ্রকীট ও বৃশ্চিকগণের দংশনে বিষম যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।। ৪৬।।

শরাদি নরককুণ্ডত্রয় শরাদিদ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ কুণ্ডত্রয়ের পরিমাণও বাপীর অর্দ্ধাংশ। পাপিগণ সেই শরজালে বিদ্ধ হইয়া শোণিতাক্তদেহে সেই নরকে অবস্থান পূর্ব্বক অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে ॥ ৪৭ ॥

বিষ্ঠা মূত্রশ্লেষ্ম ভক্ষ্যৈশ্চ সংযুক্তং শতকোটিভিঃ ॥ ৪৮ ॥
কাকৈশ্চ বিকৃতাকারৈর্ধর্মুল্লক্ষঞ্চ পাপিভিঃ ॥৪৯॥
সঞ্চানবাজযোঃ কুণ্ডং তাভ্যাঞ্চ পরিপূরিতং।
ভক্ষিতৈঃ পাপিভির্যুক্তং শব্দকৃদ্ভিশ্চ সন্ততং ॥ ৫০॥
ধনুঃশতং বজ্রযুক্তং পাপিভিঃ শঙ্কুলং সদা।
শব্দকৃদ্ভির্ব্বজ্রদংষ্ট্রৈরন্তর্ধ্বান্তময়ং সদা ॥ ৫১ ॥
বাপীদ্বিগুণ মানঞ্চ তপ্তপ্রস্তর নির্ম্মিতং।
জ্বলদঙ্গার সদৃশংচলদ্ভিঃ পাপিভির্যুতং ॥ ৫২ ॥
ক্ষুরধারোপলৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাষাণৈর্নির্ম্মিতং পরং।
মহাপাতকিভির্যুক্তং ক্ষতং ক্ষতজলোহিতৈঃ ॥ ৫৩ ॥
দুর্গন্ধি লালপূর্ণঞ্চ তন্তুক্ষৈঃ পাপিভির্যুতং।

গোলকুণ্ড নামক নরক তপ্ত পঙ্কোদকে পরিপূর্ণ ও অন্ধকার ময়। ঐ নরকের পরিমাণ চারিলক্ষ হস্ত। বিষ্ঠামূত্র ও শ্লেষ্মাভোজী বিকৃতাকার শতকোটি কাকে উহা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। পাপিগণ তথায় সেই কাকগণের দংশনে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ।

সঞ্চান বাজকুণ্ড নামক নরক সঞ্চান ও বাজপক্ষি দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং বজ্রযুক্ত ঐ নরকের পরিমাণ চারিশত হস্ত। পাপিগণ সেই সঞ্চান অর্থাৎ শ্যেন পক্ষি ও বাজপক্ষির বজ্রতুল্য দংশনে অন্ধকারময় দর্শন করে ও পীড়িত হইয়া যাতনায় ভয়ঙ্কর চীৎকার করে ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

প্রস্তরকুণ্ড নামক নরক তপ্ত প্রস্তর নির্ম্মিত ও প্রজ্বলিত অঙ্গার তুল্য। উহার পরিমাণ বাপীর দ্বিগুণ। পাপিগণ সেই নরকে পতিত হইয়া বিচরণ করে। এবং তপ্ত পাষাণকুণ্ড নরকের পরিমাণ ও ঐ রূপ। উহা ক্ষুরধারোপম তীক্ষ্ণ পাষাণে নির্ম্মিত হইয়াছে। মহাপাতকিগণ সেই নরক পতন নিবন্ধন ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্তদেহে অবস্থান করে ।৫২.৫৩।

ক্রোশমানং গভীরঞ্চ মমদূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৫৪ ॥
তপ্ততোয়াঞ্জনাকারঃ পরিপূর্ণং ধনুঃশতং।
চলদ্ভিঃ পাপিভির্যুক্তং মমদূতেন তাড়িতৈঃ ॥৫৫॥
কুণ্ডং কুলাল চক্রাভং ঘূর্ণ্যমাণঞ্চ সন্ততং ॥ ৫৬ ॥
সুতীক্ষ্ণঃ ষোড়শারঞ্চ ঘূর্ণিতৈঃ পাপিভির্যুতং।
অতীব বক্রনিম্নঞ্চ দ্বিগব্যূতি প্রমাণকং ॥ ৫৭ ॥
কন্দরাকারনির্ম্মাণং তপ্তোদক সমন্বিতং।
শশ্বচ্চলদ্ভিঃ সংযুক্তং পাপিভির্ভস্মভক্ষিতং ॥ ৫৮ ॥
তপ্তপাষাণলোষ্ট্রানাং সমূহৈঃ পরিপূরিতং।
পাপিভির্দ্দগ্ধগাত্রৈশ্চ যুক্তঞ্চ শুষ্ক তালুকৈঃ ॥ ৫৯ ॥
ক্রোশমানং ধ্বান্তময়ং গভীরমতি দারুণৈঃ।
তাড়িতৈর্ম্মমদূতৈশ্চ দগ্ধকুণ্ডং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৬০ ॥

লালাকুণ্ড নামক নরক দুর্গন্ধি লালে পরিপূর্ণ। উহার পরিমাণ এক ক্রোশ. ঐ নরক অতি গভীর। পাতকিগণ আমার দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া উক্ত ভয়ানক নরকে অবস্থান করে ॥ ৫৪ ॥

তোয়কুণ্ড নামক নরক কজ্জলাকার তপ্ত তোয়ে পরিপূর্ণ। ঐ নরকের পরিমাণ চারিশত হস্ত। পাপিগণ আমার দূতগণের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

চক্রকুণ্ড নামক নরক কুলালচক্রের ন্যায় সর্ব্বদা ঘূর্ণ্যমান হইতেছে, উহার পরিমাণ চারিক্রোশ। চক্রকুণ্ড সুতীক্ষ্ণ ষোড়শ অরদণ্ডে সংবদ্ধ, এবং অতি বক্র ও নিম্ন। উহা কন্দরাকারে নির্ম্মিত এবং তপ্ত জল ও ভস্মে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। পাপিগণ সেই নরকেপতিত হইয়া পাংশু-ভোজন পূর্ব্বক নিরন্তর ব্যাকুলভাবে অবস্থান করে ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

দগ্ধকুণ্ড নামক নরক সন্তপ্ত পাষাণ লোষ্ট্রে পরিপূরিত। উহা অন্ধ-

অতীবোর্ম্মির্যুক্তভোয়ং প্রতপ্ত ক্ষারসংযুতং।
নানাপ্রকার বিকৃতং জলজন্তু সমন্বিতং।। ৬১ ।।
দ্বিগব্যূতি প্রমাণঞ্চ গভীরং ধ্বান্তসংযুতং।
তদ্ভক্ষৈঃ পাপিভির্যুক্তং দংশিতৈর্জ্জলজন্তুভিঃ।। ৬২ ॥
চলদ্ভিঃ ক্রন্দমানৈশ্চ ন পশ্যদ্ভিঃ পরস্পরং।
উত্তপ্তাত্যূর্ম্মিকুণ্ডঞ্চ কীর্ত্তিতঞ্চ ভয়ানকং ॥ ৬৩ ॥
অসীবধারপত্রস্যাপ্যুচ্চৈস্তালতরোরধঃ।
ক্রোশার্দ্ধমান কুণ্ডঞ্চ পতৎ পত্রসমন্বিতং।। ৬৪ ।।
পাপিনাং রক্তপূর্ণঞ্চ বৃক্ষাগ্রাৎ পততাং পরং।
পরিত্রাহীতি শব্দঞ্চ কুর্ব্বতামসতামপি ।। ৬৫ ।।
গভীরং ধ্বান্তসংযুক্তং রক্তকীটসমন্বিতং।
তদসীপত্রকুণ্ডঞ্চ কীর্ত্তিতঞ্চ ভয়ানকং।। ৬৬ ।।

ক্ষারময় ও অতিশয় গভীর। ঐ নরকের পরিমাণ একক্রোশ। পাপিগণ সেই নরক পতনে দগ্ধগাত্র ও শুষ্কতালু হইয়া মদীয় ভয়ঙ্কর দূতগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর নিতান্ত নিপীড়িত হয়।। ৫৯ ।। ৬০ ।।

ঊর্ম্মিকুণ্ড নামক নরক উত্তালতরঙ্গময় ক্ষারসংযুক্ত অন্ধকারপূর্ণ অতি গভীর ও ভয়ঙ্কর। নানাপ্রকার বিকৃত জলজন্তু তথায় বিচরণ করিতেছে সেই নরকের পরিমাণ চারিক্রোশ। পাপিগণ সেই নরকে জলজন্তুগণ কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। তথায় কেহ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না ।। ৬১ ।। ৬২ ।। ৬৩ ।।

অসিপত্রকুণ্ড নামক নরক গভীর রক্তকীটযুক্ত অন্ধকারময় ও অতি ভয়ঙ্কর। অসির ন্যায় তীক্ষ্ণধার পত্রবিশিষ্ট তালতরুর অধোভাগে ঐ নরক সংস্থাপিত আছে। উহার পরিমাণ অর্দ্ধক্রোশ। সেই তাল বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে পতিত পাপিগণের শোণিতে উহা পরিব্যাপ্ত

ধনুঃ শত প্রমাণঞ্চ ক্ষুরাকারাস্ত্রসঙ্কুলং।
পাপিনাং রক্তপূর্ণঞ্চ ক্ষুরধারং ভয়ানকং ॥ ৬৭ ॥
শুচীবাস্যাস্ত্রসংযুক্তং পাপিরক্তৌঘপূরিতং।
পঞ্চাশদ্ধনুরায়াসং ক্লেশদঞ্চ শুচীমুখং ॥ ৬৮ ॥
কস্যচিজ্জন্তুভেদস্য গোধেত্যস্য মুখাকৃতং।
কূপরূপ গভীরঞ্চ ধনুর্ব্বিংশৎ প্রমাণকং ॥ ৬৯ ॥
মহাপাতকিনাঞ্চৈব মহাক্লেশকরং পরং।
গভীরং কূপরূপঞ্চ পাপিনাং সংকুলং সদা ॥ ৭০ ॥
গজেন্দ্রাণাং সমূহেন ব্যাপ্তং কুণ্ডাকৃতং স্থলং।
গজদন্তহতানাঞ্চ পাপিনাং রক্তপূরিতং ॥ ৭১ ॥
তংকীটভক্ষিতানাঞ্চ কাকুশব্দকৃতাং সদা।
ধনুঃ শতপ্রমাণঞ্চ কীর্ত্তিতং গজদংশনং ॥ ৭২ ॥

হয় এবং সেই পাপাত্মারা তথায় যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া নিরন্তর পরিত্রাহি শব্দে চীৎকার করিতে থাকে ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

ক্ষুরাস্ত্রকুণ্ড নামক নরক ক্ষুরাকার অস্ত্র সমূহে পরিব্যাপ্ত ক্ষুরধারযুক্ত ও অতি ভয়ঙ্কর। পাপিগণের রক্তে এ নরক পরিপূর্ণ রহিয়াছে। উহার পরিমাণ চারিশত হস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৬৭ ॥

সূচীকুণ্ড নামক নরক সূচীর ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রযুক্ত ও অতি ক্লেশ-দায়ক। উহার পরিমাণ দুইশত হস্ত। পাপিগণের শোণিতে ঐ নরকও পরিপূর্ণ রহিয়াছে ॥ ৬৮ ॥

গোধামুখ নামক নরককুণ্ড গোধানামক জন্তুবিশেষের মুখাকার ও কূপ-বৎ গভীর। অশীতি হস্ত উহার পরিমাণ। মহাপাতকিগণ সেই কূপবৎ গভীর নরকে সর্ব্বদা অশেষ যাতনা ভোগ করে ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

গজদংশন নামক নরককুণ্ডের পরিমাণ চারিশত হস্ত। ঐ নরক গজেন্দ্র

ধনুস্ত্রিংশৎপ্রমাণঞ্চ কুণ্ডঞ্চ গোমুখাকৃতি।
পাপিনাং দুঃখদঞ্চৈব গোমুখং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৭৩ ॥
ভ্রমিতং কালচক্রেণ সন্ততঞ্চ ভয়ানকং।
কুম্ভাকারং ধ্বান্তযুক্তং দ্বিগব্যূতি প্রমাণকং ॥ ৭৪ ॥
লক্ষপৌরুষ মানঞ্চ গভীর মতিবিস্তৃতং।
কুত্রচিত্তপ্তৈলঞ্চ কুণ্ডাভ্যন্তর মান্তিকে ॥ ৭৫ ॥
কুত্রচিত্তপ্তলৌহাদি তাম্রাদি কুণ্ডমেব চ।
পাপিনাঞ্চ প্রধানৈশ্চ মহাপাতকিভির্যুতং ॥ ৭৬ ॥
পরস্পরং স পশ্যদ্ভিঃ শব্দকৃদ্ভিশ্চ সন্ততং।
তাড়িতৈর্যমদূতৈশ্চ দণ্ডৈশ্চ মুষলৈ স্তথা ॥ ৭৭ ॥
ঘূর্ণ্যমানং পতদ্ভিশ্চ মূর্চ্ছিতৈশ্চমুহুর্ম্মুহুঃ।

সমূহে সমাকীর্ণ। পাপিগণ তথায় গজদন্তদ্বারা সমাহত হওয়াতে তাহাদিগের অঙ্গ হইতে রুধিরধারা বর্ষণ হয় এবং তত্রত্য কীটসমূহের দংশনে তাহারা যাতনায় কাতরস্বরে চীৎকার করে ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥

গোমুখ নামক নরককুণ্ডের পরিমাণ একশত বিংশ হস্ত। উহার আকার গোমুখের ন্যায়। পাপিগণ সেই নরকে বিষম দুঃখ ভোগ করে ॥৭৩॥

সাবিত্রি! কুম্ভীপাক নামক নরকের পরিমাণ চারিক্রোশ। উহার আকার কুম্ভের ন্যায় ঐ ভয়ানক নরক সর্ব্বদা কালচক্রে ভ্রমিত হইতেছে। উক্ত নরক অন্ধকারময় গভীর ও অতি বিস্তৃত। লক্ষ পাপাত্মা সেই নরকে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে। সম্মুখভাগে ঐ নরকের মধ্যভাগ। উহার কোন স্থানে তপ্ত তৈলকুণ্ড কোন স্থানে তপ্ত লৌহকুণ্ড ও কোন স্থানে তপ্ত তাম্রকুণ্ড সজ্জিত আছে। পাপিপ্রধান মহাপাতকিগণ তন্মধ্যে অতিশয় অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়া অবস্থান করে ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

তথায় পরস্পর কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না। সর্ব্বদা সেই

পাতিতৈর্যমদূতৈশ্চ চাতূর্দ্ধাৎ পতিতঃক্ষণং ॥ ৭৮ ॥
যাবন্তঃ পাপিনঃসন্তি সর্ব্বকুণ্ডেষু সুন্দরি।
তত্র চতুর্গুণাঃ সন্তি কুম্ভীপাকে চ দুষ্করে ॥ ৭৯ ॥
সুচিরং পতিতাশ্চৈব ভোগদেহা বিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বকুণ্ড প্রধানঞ্চ কুম্ভীপাকং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৮০ ॥
কালনির্ম্মিত সূত্রেণ নিবদ্ধা যত্র পাপিনঃ।
উত্থাপিতাশ্চ মদ্দূতৈঃ ক্ষণমেব নিমজ্জিতা ॥ ৮১ ॥
নিশ্বাস বদ্ধা সুচিরং কুণ্ডাদভ্যন্তরে তদা।
অতীব ক্লেশযুক্তাশ্চ ভোগদেহান নশ্বরাঃ ॥ ৮২ ॥
দণ্ডেন মুষলেনৈব যমদূতৈশ্চ তাড়িতাঃ।
প্রতপ্ত তোয়যুক্তঞ্চ কালসূত্রং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৮৩ ॥

মহাপাপিগণ আমার দূতগণের দণ্ড ও মূষলাঘাতে তাড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করে এবং বারংবার ঘূর্ণমান, পতিত ও মূর্চ্ছিত হয়, ক্ষণে ক্ষণে আমার দূতগণ তাহাদিগকে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে পাতিত করে ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

হে সুন্দরি! সমস্ত নরককুণ্ডে যতসংখ্যক পাপাত্মা আছে, দুস্তর কুম্ভী-পাক নরকে তদপেক্ষা চতুর্গুণ পাতকীদিগকে ভোগদেহ বিবর্জ্জিত হইয়া দীর্ঘকাল সেই নরকে বাস করিতে হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিমধ্যে যত নরক আছে এই কুম্ভীপাক নরক সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥৭৯॥৮০॥

কালসূত্র নামক নরক প্রতপ্ত জলে পরিপূর্ণ। উহার পরিমাণও কুম্ভীপাক সদৃশ। পাপিগণ সেই নরকে কালনির্ম্মিত সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া আমার দূতগণ কর্ত্তৃক ক্ষণে ক্ষণে উত্থাপিত ও ক্ষণে ক্ষণে নিমজ্জিত হয়। সেই পাতকিগণ মধ্যে মধ্যে ঐ নরককুণ্ডের অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া অতীব দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করে তথাপি নাশপ্রাপ্ত হয় না, কারণ ভোগ দেহের বিনাশ নাই। এইরূপ যাতনা যুক্ত হইয়াও সেই পাপি-গণ আবার আমার দূতগণের দণ্ড ও মুষলাঘাতে তাড়িত হয় ॥৮১॥৮২॥৮৩॥

অবটঃ কূপভেদশ্চ যত্রোদঞ্চ তদাকৃতিঃ।
প্রতপ্ত তোয়পূর্ণঞ্চ ধনুর্ব্বিংশৎ প্রমাণকং ॥ ৮৪ ॥
ব্যাপ্তং মহাপাপিভিশ্চ দগ্ধগাত্রৈশ্চ সন্ততং।
মদ্দূতৈস্তাড়িতৈঃ শশ্বদবটোদং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৮৫ ॥
যত্তোয় স্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বব্যাধিশ্চ পাপিনাং।
ভবেদকস্মাৎ পততাং যত্রকুণ্ডে ধনুঃশতে ॥ ৮৬ ॥
সর্ব্বৈরুষঃ পাপিনাঞ্চ তুদন্তি যত্র সন্ততং।
হাহেতি শব্দং কুর্ব্বদ্ভিস্তদেবারুন্তুদং বিদুঃ ॥ ৮৭ ॥
তপ্ত পাংশুভিরাকীর্ণং জ্বলদ্ভিস্ত্ত সদগ্ধকৈঃ।
তদ্ভক্ষ্যঃ পাপিভির্ভুক্তং পাংশুভোজং প্রকীর্ত্তিতং ॥৮৮॥

অবটোদ নামক নরককুণ্ড অবট নামক কূপবিশেষের আকার সম্পন্ন ও প্রতপ্ত জলে পরিপূর্ণ। উহার পরিমাণ অশীতি হস্ত। নারকিগণে ঐ নরক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। মহাপাতকিগণ তথায় নিরন্তর দগ্ধগাত্র এবং আমার দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ পূর্ব্বক দিনযামিনী অতিবাহিত করিয়া থাকে ॥ ৮৪। ৮৫ ॥

অরুন্তুদ নামক নরককুণ্ডের পরিমাণ চারিশত হস্ত। ঐ নরক সলিল-রাশিতে পরিপূর্ণ। পাপিগণ অকস্মাৎ সেই নরকে পতিত হইয়া সেই জল স্পর্শ মাত্রে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিযুক্ত হয়, সুতরাং সেই সমস্ত রোগের দারুণ যন্ত্রণায় সর্ব্বদা তাহাদিগের মর্ম্মভেদ হইতে থাকে। এই জন্য ঐ নরকের নাম অরুন্তুদ হইয়াছে। পাতকিগণ সেই বিষম নরকে পতিত হইয়া নিরন্তর হাহাকার রবে চীৎকার করে॥ ৮৬। ৮৭ ॥

পাংশুভোজ নামক নরককুণ্ড দগ্ধদ্রব্যযুক্ত প্রজ্বলিত পাংশুজালে সমাকীর্ণ। উহার পরিমাণও চারিশতহস্ত। পাপিগণ সেই নরকে পতিত হইয়া সর্ব্বদা বিষম ক্লেশে কালহরণ করিয়া থাকে।। ৮৮ ।।

পতত্তাং পাপিনাং যত্র ভবেদেব প্রকম্পনং।
পতন্মাত্রে চ পাপী চ পাশেন বেষ্টিতো ভবেৎ।
ক্রোশমানে চ কুণ্ডে চ তৎপাশ বেষ্টনং বিদুঃ॥ ৮৯॥
ধনুর্ব্বিংশৎ প্রমাণঞ্চ শূলপ্রোতং প্রকীর্ত্তিতং।
পতন্মাত্রেণ পাপী চ শূলেন গ্রথিতো ভবেৎ॥ ৯০॥
পতত্তাং পাপিনাং যত্র ভবেদেব প্রকম্পনং॥ ৯১॥
অতীব হিমতোয়ে চ ক্রোশার্দ্ধঞ্চ প্রকম্পনং।
দদত্যেবহিমদ্দূতা যত্রোক্তাঃ পাপিনাং মুখে॥ ৯২॥
ধনুর্ব্বিংশৎ প্রমাণঞ্চ তদুল্কাভিশ্চ সঙ্কুলং।
লক্ষপৌরুষ মানঞ্চ গভীরঞ্চ ধনুঃশতং॥ ৯৩॥
নানাপ্রকার কৃমিভিঃ সংযুক্তঞ্চ ভয়ানকৈঃ।
অত্যন্ধকার ব্যাপ্তং যৎ কূপাকারঞ্চ বর্ত্তুলং॥ ৯৪॥

পাশবেষ্টন নামক নরককুণ্ডের পরিমাণ একক্রোশ। পাপিগণ সেই নরকে পতিত হইবামাত্র প্রকম্পিত ও পাশবেষ্টিত হইয়া থাকে॥ ৮৯॥

শূলপ্রোত নামক নরকের পরিমাণ অশীতি হস্ত। ঐ নরকে পতিত হইবামাত্র পাপী শূলদ্বারা গ্রথিত হয়॥ ৯০॥

প্রকম্পন নামক নরক কুণ্ডের পরিমাণ অর্দ্ধক্রোশ। ঐ নরক অত্যন্ত হিমতোয়ে পরিপূর্ণ, পাপিগণ সেই নরক পতনে অতিশয় কম্পিত হয় এবং আমার দূতগণ তাহাদিগের মুখে হিম দান করিয়া থাকে॥৯১॥৯২॥

অন্ধকূপ নামক নরককুণ্ড অশীতিহস্ত পরিমিত ও চারিশতহস্ত গভীর। ঐ অন্ধকূপ নামক নরক মধ্যে উল্কাসমূহ প্রজ্বলিত হইতেছে। লক্ষ পাতকী ঐ নরকে অধিষ্ঠিত থাকে। ঐ নরক অতি অন্ধকারময় কূপাকার ও বর্ত্তুল। পাপিগণ সেই কূপস্থ তপ্তজলে দগ্ধদেহ এবং তত্রত্য কীটসমূহে দংশিত হইয়া বিচরণ করে ও নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর কৃমি তাহাদিগকে দংশন

তদুক্ষৈঃ পাপিভির্যুক্তং ন পশ্যদ্ভিঃ পরস্পরং।
তপ্ততোয়প্রদগ্ধৈশ্চ চলদ্ভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ।
ধ্বান্তেন চক্ষুষাচান্ধৈরন্ধকূপং প্রকীর্ত্তিতং॥ ৯৫॥
নানাপ্রকার শস্ত্রৌঘৈর্যত্র বিদ্ধাশ্চ পাপিনঃ।
ধনুর্ব্বিংশৎ প্রমাণঞ্চ বেধনং তৎপ্রকীর্ত্তিতং॥ ৯৬॥
দণ্ডেন তাড়িতা যত্র যমদূতৈশ্চ পাপিনঃ।
ধনুঃ ষোড়শমানঞ্চ তৎকুণ্ডং দণ্ডতাড়নং॥ ৯৭॥
নিরুদ্ধাশ্চ মহাজালৈর্যথা মীনাশ্চ পাপিনঃ।
ধনুস্ত্রিংশৎ প্রমাণঞ্চ জালবদ্ধং প্রকীর্ত্তিতং॥ ৯৮॥
পততাং পাপিনাংকুণ্ডে দেহাশ্চূর্ণা ভবন্তি হ।
লৌহবেদীং নিবদ্ধাস্তঃ কোটিপৌরুষ মানকং॥ ৯৯॥
গভীরং ধ্বান্তযুক্তঞ্চ ধনুর্ব্বিংশৎ প্রমাণকং।

করিযা থাকে। তথায় কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না, ঘোরান্ধকারে তথায় সকলেই অন্ধ হইয়া যায় সুতরাং তাহাদের দুঃখের ইয়ত্তা থাকে না এই জন্য সেই নরক অন্ধকূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে॥ ৯৩। ৯৪॥ ৯৫॥

বেধন নামক নরককুণ্ডের পরিমাণ অশীতি হস্ত। পাপিগণ সর্ব্বদা সেই নরকে শস্ত্রসমূহে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় যাতনা ভোগ করে॥ ৯৬॥

দণ্ডতাড়ন নামক নরককুণ্ডের পরিমাণ চতুঃষষ্টিহস্ত। পাপিগণ আমার দূতগণ কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি দণ্ডতাড়িত হইয়া অবস্থান করে এই জন্য ঐ নরক দণ্ডতাড়ন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে॥ ৯৭॥

জালবদ্ধনামক নরককুণ্ডের পরিমাণ একশত বিংশতিহস্ত। মৎস্য সমুদায় যেমন জালবদ্ধ হয় তদ্রূপ পাপিগণ তথায় মহাজালে নিবদ্ধ হয়॥ ৯৮॥

দেহচূর্ণনামক নরককুণ্ডের পরিমাণ অশীতি হস্ত। সেই নরক পতনে লৌহবেদি মধ্যে নিবদ্ধ হওয়াতে পাপাত্মাদিগের দেহ চূর্ণ হইয়া যায়।

মূর্চ্ছিতানাং জড়ানাঞ্চ দেহচূর্ণং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১০০ ॥
দলিতাঃ পাপিনোযত্র মদ্দূতৈর্ম্মুষলৈঃ সদা।
ধনুঃ ষোড়শমানঞ্চ তৎকুণ্ডং দলনং স্মৃতং ॥ ১০১ ॥
পতম্মাত্রে যত্র পাপী শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ।
বালুকাস্থ চ তপ্তাস্থ ধনুস্ত্রিংশং প্রমাণকং ॥ ১০২ ॥
শতপৌরুষমানঞ্চ গভীরং ধ্বান্তসংযুতং।
জলাহার বিরহিতং শোষণং তৎপ্রকীর্ত্তিতং ॥ ১০৩ ॥
নানাচর্ম্ম কষায়োদং বিন্মূত্রৈঃ পরিপূরিতং।
দুর্গন্ধিযুক্তং তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভিঃ সঙ্কুলং করং ॥ ১০৪ ॥
সর্পাকারমুখং কুণ্ডং ধনুর্দ্দাদশমানকং।
তপ্তলৌহ বালুকাভিঃ পূর্ণং পাতকিভির্যুতং ॥ ১০৫ ॥

সেই নরকে এককোটি পাতকী অধিষ্ঠিত থাকে। ঐ নরক অতি গভীর ও অন্ধকারময়। পাপিগণ সেই নরকে জড় ও মূর্চ্ছিত হইয়া অতিশয় কষ্টে অবস্থান করে॥ ৯৯। ১০০॥

দলন নামক নরককুণ্ডের পরিমাণ চতুঃষষ্টিহস্ত। পাপিগণ তথায় আমার দূতগণের মুষলাঘাতে সর্ব্বদা দলিত হইয়া অতিশয় দুঃখ ভোগকরে এইজন্য সেই নরক দলন নামে বিখ্যাত হইয়াছে॥ ১০১॥

শোষণ নামক নরককুণ্ড অন্ধকারপূর্ণ, গভীর ও জলপূর্ণ ও তপ্ত বালুকা-ময়। তাহার পরিমাণ একশত বিংশহস্ত। সেই নরকে শত পাতকি বাস করে। পাপিগণ সেই নরকে তপ্ত বালুকার উপরিভাগে পতিত হইলে পিপাসায় তাহাদিগের কণ্ঠতালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়॥১০২।১০৩।

সর্পমুখ নরককুণ্ডের পরিমাণ অষ্টচত্বারিংশৎ হস্ত। সেই নরক নানা চর্ম্ম ও কষায় জলে এবং তপ্তলৌহ ও তপ্ত রেণুতে পরিপূর্ণ, বিষ্ঠামূত্র পূরিত ও দুর্গন্ধিযুক্ত। পাপিগণে সেই নরক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে॥ ১০৪॥ ১০৫॥

অন্তরাগ্নি শিখানাঞ্চ জ্বালাব্যাপ্ত মুখং সদা।
ধনুর্বিংশং প্রমাণঞ্চ যস্য কুণ্ডস্য সুন্দরি॥ ১০৬॥
জ্বালাভির্দ্দগ্ধগাত্রৈশ্চ পাপিভির্ব্ব্যাপ্তমেব যৎ।
তন্মহৎ ক্লেশদং শশ্বৎ কুণ্ডং জ্বালামুখং স্মৃতং॥ ১০৭॥
পতন্মাত্রাদ্যত্রপাপী মূর্চ্ছিতো জিম্ভিতো ভবেৎ।
তপ্তেষ্টকাভ্যন্তরিতং বাপ্যর্দ্ধং জিম্ভকুণ্ডকং॥ ১০৮॥
ধূমান্ধকারযুক্তঞ্চ ধূমাক্তৈঃ পাপিভির্যুতং।
ধনুঃশতং শ্বাসবদ্ধে ধূমান্ধং পরিকীর্ত্তিতং॥ ১০৯॥
পতন্মাত্রাদ্যত্রপাপী নাগৈশ্চ বেষ্টিতো ভবেৎ।
ধনুঃশতং নাগপূর্ণং তন্নাগবেষ্টকুণ্ডকং॥ ১১০॥

জ্বালামুখ কুণ্ড নামক নরককুণ্ডের মধ্যভাগে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত থাকাতে তাহা জ্বালামুখ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই নরককুণ্ডের পরিমাণ অশীতি হস্ত। পাপিগণ সেই জ্বালামুখ নরককুণ্ডে দগ্ধগাত্র হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। উক্ত নরক অতিশয় ক্লেশ-দায়ক বলিয়া বিখ্যাত॥ ১০৬॥ ১০৭॥

জিম্ভকুণ্ড নামক নরকের পরিমাণ বাপীর অর্দ্ধাংশ। সেই নরকের মধ্যভাগে তপ্ত ইষ্টক সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। পাপিগণ সেই নরকে পতন মাত্রে মূর্চ্ছিত ও জিম্ভিত হইয়া থাকে॥ ১০৮॥

ধূমান্ধনামক নরককুণ্ডের পরিমাণ চারিশত হস্ত। সেই নরক ধূমান্ধকারে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। পাপিগণ সেই নরক পতনে শ্বাসবদ্ধ ও ধূমান্ধ হইয়া বিষম ক্লেশভোগ করিয়া থাকে॥ ১০৯॥

নাগবেষ্ট নামক নরককুণ্ডের পরিমাণ চারিশত হস্ত। নাগগণে সেই নরক পরিপূর্ণ রহিয়াছে। পাপিগণ সেই নরকে পতন মাত্রে নাগগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হয় সুতরাং ক্লেশের অবধি থাকেনা॥ ১১০॥

ষড়শীতি চ কুণ্ডানি মযোক্তানি নিশাময়।
লক্ষণঞ্চাপি তেষাঞ্চ কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১১১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে যমসাবিত্রী সম্বাদে কুণ্ডলক্ষণ
প্রকথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সাবিত্রি! এই আমি ষড়শীতি নরকের বিবরণ ও লক্ষণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় আমার নিকট ব্যক্ত কর আমি তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিব॥ ১১১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে যমসাবিত্রী সংবাদে কুণ্ডলক্ষণ নাম
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সাবিত্র্যুবাচ।

হরিভক্তিং দেহি মহ্যং সারভূতাং সুদুর্লভাং।
ত্বত্তঃ সর্ব্বং শ্রুতং দেব নাবশিষ্টোঽধুনা মম॥ ১॥
কিঞ্চিৎ কথয় মে ধর্ম্মং শ্রীকৃষ্ণগুণ কীর্ত্তনং।
পুংসালক্ষোদ্ধারবীজং নরকার্ণব তারণং॥ ২॥
কারণং মুক্তিসারাণাং সর্ব্বাশুভনিবারণং।
পাবনং কর্ম্ম বৃক্ষাণাং কৃতপাপৌঘ হারণং॥ ৩॥
মুক্তয়ঃ কতিধা সন্তি কিম্বা তাসাঞ্চ লক্ষণং।
হরিভক্তের্মূর্ত্তিভেদং নিষেকস্যাপি লক্ষণং॥ ৪॥
তত্ত্বজ্ঞানবিহীনা চ স্ত্রীজাতির্ব্বিধি নির্ম্মিতা।
কিং তজ্‌জ্ঞানং সারভূতং বদ বেদবিদাম্বরঃ॥ ৫॥

সাবিত্রী কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আপনার মুখে আমি সমস্ত শ্রবণ করিলাম। আর আমার শ্রোতব্য বিষয়ে কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে অতি দুর্লভা সারভূতা হরিভক্তি প্রদান করুন॥ ১॥

হে ধর্ম্মরাজ! যেভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন লক্ষপুরুষের উদ্ধারের বীজস্বরূপ, যদ্দ্বারা নরকার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যাহা মুক্তিসারের কারণ, সর্ব্বানিষ্ট বিনাশন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং যে হরিগুণ কীর্ত্তনে কর্ম্মবৃক্ষের ফলভোগ করিতে হয় না, এবং যাহা সাধন করিলে নিখিল পাপের খণ্ডন হয় সেই হরিসাধন রূপ ধর্ম্মের কিয়দংশ আমার নিকট বর্ণন করুন। আর মুক্তি কতপ্রকার ও তৎসমুদায়ের লক্ষণ কি এবং হরিভক্তির লক্ষণ কি? ও নিষেক লক্ষণ কিরূপ অর্থাৎ কিরূপে কৃতকর্ম্মের খণ্ডন হয়। বিধি স্ত্রীজাতিকে তত্ত্বজ্ঞান বিহীনা রূপে সৃষ্টি করাতে আমি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞা রহিয়াছি সুতরাং সেই সারভূত তত্ত্বজ্ঞান কিরূপ?

সর্ব্বঞ্চানশনং তীর্থস্নানং চৈব ব্রতং তপঃ।
অজ্ঞান জ্ঞানদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ৬ ॥
পিতুঃ শতগুণৈর্ম্মাতা গৌরবেনাতি নিশ্চিতং।
মাতুঃ শতগুণৈঃ পূজ্যো জ্ঞানদাতা গুরুঃ প্রভো ॥ ৭ ॥

যম উবাচ।

পূর্ব্বং সর্ব্ববরো দত্তো যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং।
অধুনা হরিভক্তিস্তে বৎসে ভবতু মদ্বরাৎ ॥ ৮ ॥
শ্রোতুমিচ্ছসি কল্যাণি শ্রীকৃষ্ণগুণ কীর্ত্তনং।
বক্তৃনাং প্রশ্নকর্ত্তৃণাং শ্রোতৃণাং কুলতারণং ॥ ৯ ॥
শেষো বক্তু সহস্রেণ নহি যদ্বক্তুমীশ্বরঃ।

এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনি বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য অতএব তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমার শ্রবণপিপাসা বিদূরিত করুন ॥ ২। ৩। ৪। ৫।

প্রভো! অজ্ঞানে হউক বা জ্ঞানতই হউক দানে যেরূপ ফলজন্মে অনশন, তীর্থস্নান, ব্রতাচরণ ও তপস্যাতে তাহার ষোড়শাংশের একাংশ লব্ধ হয় না। শুনিয়াছি, মাতা পিতা অপেক্ষা শতগুণে গৌরবান্বিতা এবং জ্ঞানদাতা গুরু পিতা অপেক্ষা শতগুণে পূজ্য। আপনি আমার জ্ঞানদাতা গুরু, অতএব কৃপা করিয়া আমার নিকট উল্লিখিত বিষয় বর্ণন করুন কারণ গুরু ভিন্ন সদ্গতিলাভের উপায়ান্তর আর নাই॥ ৬। ৭॥

যম কহিলেন বৎসে! তুমি যে যে বিষয় বাঞ্ছা করিয়াছিলে পূর্ব্বে আমি সেই সমস্তবিষয়ে বর প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি আমার বরে তোমার হরিভক্তি লাভ হউক ॥ ৮ ॥

হেকল্যাণি! এক্ষণে তুমি যে শ্রীকৃষ্ণ গুণকীর্ত্তন শ্রবণে বাসনা করিতেছ তাহা সামান্য নহে। উহা বক্তা, শ্রোতা, প্রশ্নকর্ত্তা এই ত্রিবিধ লোকের কুল নিস্তারের একমাত্র কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৯ ॥

মৃত্যুঞ্জয়ো ন ক্ষমশ্চ বক্তুং পঞ্চমুখেন চ ॥ ১০ ॥
ধাতা চতুর্ণাং বেদানাং বিধাতা জগতামপি।
ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখেনৈব নালং বিষ্ণুশ্চ সর্ব্ববিৎ ॥ ১১ ॥
কার্ত্তিকেয়ঃ ষণ্মুখেন নাপিবক্তুমলং ধ্রুবং।
ন গণেশঃ সমর্থশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোগুরুঃ ॥ ১২ ॥
সারভূতাশ্চ শাস্ত্রাণাং বেদাশ্চত্বার এব চ।
কলামাত্রং যদ্গুণানাং ন বিদন্তি বুধাশ্চ যে ॥ ১৩ ॥
সরস্বতী চ যত্নেন নালং যদ্গুণ বর্ণনে।
সনৎকুমারো ধর্ম্মশ্চ সনকশ্চ সনাতনঃ ॥ ১৪ ॥
সনন্দঃ সনকঃ সূর্য্যো যেহন্যে চ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
বিচক্ষণা ন যদ্বক্তুং কেবান্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥ ১৫ ॥

হে সাবিত্রি! আর অধিক কি বলিব, ভগবান্ অনন্তদেব সহস্রবদনে ও মৃত্যুঞ্জয়পঞ্চমুখেও হরিগুণ কীর্ত্তনের মহিমা বর্ণনে সমর্থ হন না ॥ ১০ ॥

সাম, ঋক্, যজু ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়ের প্রণেতা ও জগদ্বিধাতা সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে ও সেই হরিগুণ মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে পারেন না এবং সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুও তদ্বর্ণনে সক্ষম নহেন ॥ ১১ ॥

কার্ত্তিকেয় ছয়মুখে সেই হরিগুণ মহিমা বর্ণন করিতে সক্ষম হন না এবং যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু গণপতিও তাহাতে সক্ষম হন না ॥ ১২ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রের সারভুত বেদচতুষ্টয়ও সেই ভগবদ্গুণ বর্ণনে সমর্থ নহেন, সুতরাং পণ্ডিতগণ তাহার কলা মাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না ॥ ১৩ ॥

সরস্বতীদেবী সর্ব্ব প্রযত্নেও সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনে সমর্থ হইতে পারেন নাই। জড়বুদ্ধি অন্যজনের কথা দুরেথাকুক সনৎকুমার সনক সনন্দ সনাতন ধর্ম্ম সূর্য্য এবং ব্রহ্মার অন্য পুত্রগণ প্রভৃতি সকলেই সেই হরিগুণ বর্ণনে অক্ষম রহিয়াছেন ॥ ১৪। ১৫ ॥

ন যদ্বক্তুং ক্ষমাঃ সিদ্ধা মুনীন্দ্রা যোগিনস্তথা।
কেবান্যে চ বয়ং কেবা ভগবদ্গুণ বর্ণনে ॥ ১৬ ॥
ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
অতি সাধ্যং স্বভক্তানাং তদন্যেষাং সুদুর্লভং ॥ ১৭ ॥
কশ্চিৎ কিঞ্চিদ্বিজানাতি তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং মহৎ।
অতিরিক্তং বিজানাতি ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাম্বর ॥ ১৮ ॥
ততোঽতিরিক্তং জানাতি গণেশোজ্ঞানিনাং গুরুঃ।
সর্ব্বাতিরিক্তং জানাতি সর্ব্বজ্ঞঃ শম্ভুরেব চ ॥ ১৯ ॥
তস্মৈদত্তং পুরাজ্ঞানং কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
অতীবনির্জ্জনে রম্যে গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥ ২০ ॥
তত্রৈব কথিতং কিঞ্চিৎ যদ্গুণোৎকীর্ত্তনং পুনঃ।
ধর্ম্মায় কথয়ামাস শিবলোকে শিবস্বয়ং ॥ ২১ ॥

হে দেবি! অন্যজনের ও মাদৃশ ব্যক্তির কথা আর কি বলিব সিদ্ধ-যোগী ও মুনীন্দ্রগণও সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বময় পরমপুরুষ হরির যে কত মহিমা তাহা কোন প্রকারেই বর্ণন করিতে পারেন না ॥ ১৬ ॥

হে দেবি! ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ যে হরির চরণপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করিতেছেন, তদীয় ভক্তগণ অনায়াসে সেই চরণকমল লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা ভক্তিহীন তাহাদের পক্ষে অতিশয় সুদুর্ল্লভ অর্থাৎ তাহারা কখনই তাহা লাভ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

হরিগুণ কীর্ত্তনের মহিমা অন্যজনের যেরূপ কিঞ্চিন্মাত্র বিদিত আছে। বেদবিদগ্রগণ্য ব্রহ্মা তদপেক্ষা অতিরিক্ত জ্ঞাত আছেন তদতি-রিক্ত জ্ঞানিগণের গুরু গণেশের বিদিত আছে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভূতভাবন শূলপাণির তদ্বিষয়ে সর্ব্বাতিরিক্ত জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৮। ১৯ ॥

পূর্ব্বে পরমাত্মা পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ অতি নির্জন রমণীয় নিত্যানন্দ গোলোক-ধামে রাসমণ্ডলে দেবাদিদেব মহাদেবকে জ্ঞান প্রদান করিয়া সেইস্থানে

ধর্ম্মস্তং কথযামাস পুষ্করে ভাস্করায চ।
যমারাধ্য মমপিতা মাং প্রাপ তপসা সতি ॥ ২২ ॥
পূর্ব্বং স্ববিষযঞ্চাহং ন গৃহ্ণামি প্রযত্নতঃ।
বৈরাগ্যযুক্তস্তপসে গন্তুমিচ্ছামি সুব্রতে ॥ ২৩॥
তদা মাং কথয়ামাস পিতা তদ্গুণ কীর্ত্তনং।
যথাগমং তদ্বদামি নিবোধাতীব দুর্গমং ॥ ২৪ ॥
তদ্গুণং স নজানাতি তদন্যস্য চ কাকথা।
যথা কাশোনজানাতি স্বান্তমেব বরাননে ॥ ২৫ ॥

তাঁহার নিকট বারংবার নিজগুণমাহাত্ম্য বর্ণন করেন। তৎপরে শূলপাণি মহাদেব শিবলোকে আগমন করিয়া স্বয়ং ধর্ম্মের নিকট সেই দেবদুর্ল্লভ মধুর হরিগুণ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ২০। ২১ ॥

হে সতি! তৎপরে ধর্ম্ম পুষ্কর তীর্থে আমার পিতা ভগবান্ ভাস্করের নিকট সেই হরিগুণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পরে আমার পিতা সেই পুষ্করতীর্থে তপস্যাদ্বারা ভক্তবৎসল সনাতন হরির আরাধনা করিয়া মনোরথ পূর্ণ করেন অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২২ ॥

হে সুব্রতে! তোমাকে অধিক আর কি বলিব পূর্ব্বে আমি এই স্বীয়াধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা করি নাই। বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতে আমি সর্ব্বপ্রযত্নে তপস্যার্থ গমন করিতেউদ্যত হইয়াছিলাম ॥ ২৩॥

তখন আমার পিতা ভগবান্ ভাস্কর আমাকে উপদেশ প্রদানার্থ আমার নিকট সেই ভগবান্ হরির গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি পিতার নিকট সেই অতি দুর্লভ হরি গুণ মহিমা যেরূপ শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৪ ॥

হে বরাননে! যেমন অপ্রমেয় আকাশ স্বীয় সীমা জ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ অপ্রমেয় হরি স্বয়ংই নিজগুণ অবধারণ করিতে সমর্থ নহেন। অন্যজনে কিরূপে তাঁহার গুণমহিমা পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান সর্ব্বকারণ কারণং।
সর্ব্বেশ্বরশ্চ সর্ব্বাদ্যঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বরূপধৃক ॥ ২৬ ॥
নিত্যরূপী নিত্যদেহী নিত্যানন্দো নিরাকৃতিঃ।
নিরঙ্কুশশ্চ নিঃশঙ্কো নির্গুণশ্চ নিরাশ্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥
নির্লিপ্তঃ সর্ব্বসাক্ষী চ সর্ব্বাধারঃ পরাৎপরঃ।
তদ্বিকারা চ প্রকৃতিস্তদ্বিকারাশ্চ প্রাকৃতাঃ ॥ ২৮ ॥
স্বয়ং পুমাংশ্চ প্রকৃতিঃ স্বযঞ্চ প্রকৃতেঃপরঃ।
রূপং বিধত্তে রূপশ্চ ভক্তানুগ্রহ হেতবে ॥ ২৯ ॥
অতীব কমনীয়ঞ্চ সুন্দরং সুমনোহরং।
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং গোপবেশকং ॥ ৩০ ॥
কন্দর্পকোটি লাবণ্য লীলাধাম মনোহরং।
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনং ॥ ৩১ ॥

সেই হরি সর্ব্বান্তরাত্মা অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য সম্পন্ন সর্ব্বকারণের কারণ, সর্ব্বেশ্বর সকলের আদি, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বরূপধারী, নিত্যরূপী, নিত্যদেহযুক্ত নিত্যানন্দময়, নিরাকার, নিরঙ্কুশ, নিঃশঙ্ক, নির্গুণ, নিরাশ্রয়, নির্লিপ্ত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাধার ও পরাৎপর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। আর ইহাও অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় যে তদ্বিকারে প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকৃতিতেই প্রাকৃত বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

সেই সর্ব্বভূতাত্মা হরি স্বয়ং পুরুষ ও প্রকৃতি স্বরূপ কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রকৃতি হইতে অতীত। তিনি নিরাকার কিন্তু কেবল ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্থ তিনি রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

তদীয় ভক্তগণ ভক্তিপূরিত চিত্তে তাঁহার যেরূপে ধ্যান করেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। তিনি অতীব কমণীয়, পরম সুন্দর কিশোর বয়স্ক ও গোপবেশধারী। তাঁহার রূপ নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ ॥ ৩০ ॥

তিনি কোটিকন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধারস্বরূপ হওয়াতে অতি রম-

শরৎপার্ব্বণকোটীন্দু শোভা প্রচ্ছাদনাননং।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ রত্নাভরণভূষিতং ॥ ৩২ ॥
সস্মিতং শোভিতং শশ্বদমূল্য পীতবাসসা।
পরং ব্রহ্মস্বরূপঞ্চ জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৩ ॥
সুখদৃশ্যঞ্চ শান্তঞ্চ রাধাকান্তমনন্তকং।
গোপীভির্ব্বীক্ষ্যমানঞ্চ সস্মিতাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৪ ॥
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রত্নসিংহাসনস্থিতং।
বংশীং ক্বণন্তং দ্বিভুজং বনমালাবিভূষিতং ॥ ৩৫ ॥
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ শশ্বদ্বক্ষস্থলোজ্জ্বলং।
কুঙ্কুমাবীরকস্তূরী চন্দনার্চ্চিতবিগ্রহং ॥ ৩৬ ॥

ণীয়তা ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার লোচন যুগল শরৎকালীন মাধ্যাহ্নিক পদ্মের শোভা অতিক্রম করিয়াছে ॥ ৩১ ॥

তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় পর্ব্বকালীন কোটিচন্দ্রের শোভাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত বিবিধ রত্নাভরণে তাঁহার অঙ্গ সমুদায় সুশোভিত হওয়ায় আশ্চর্য্য রূপ প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥

তাঁহার মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য বিকাশিত রহিয়াছে এবং অমূল্য পীতবস্ত্রে তাঁহার অঙ্গ সমুদায় নিরন্তর শোভা পাইতেছে। সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ হরি ব্রহ্মতেজে সর্ব্বদা আজ্বল্যমান রহিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

গোপীকা গণ সেই শান্তমূর্ত্তি কমণীয়কান্তি অনন্তরূপী রাধাকান্ত কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে সহাস্য বদনে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

সেই দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলমধ্যস্থ রত্নসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বনমালা বিভূষিত হইয়া বংশীধ্বনি করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

তদীয় বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ মণিসারে সর্ব্বদা সমুজ্জ্বল রহিয়াছে এবং তিনি কুঙ্কুম আবীর কস্তুরী ও চন্দন চর্চ্চিত হইয়া যারপর নাই পরম আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

চারুচম্পকমালাঢ্যং মালতীমাল্য মণ্ডিতং।
চারুচম্পকশোভাঢ্যং চূড়া বঙ্কিমরাজিতং॥ ৩৭॥
এবম্ভূতঞ্চ ধ্যায়ন্তে ভক্তা ভক্তিপরিপ্লুতাঃ।
যদ্ভয়াজ্জগতাং ধাতা বিধত্তে সৃষ্টিমেব চ॥ ৩৮॥
কর্ম্মানুরূপ লিখনং করোতি সর্ব্বকর্ম্মণাং।
তপসাং ফলদাতা চ কর্ম্মণাঞ্চ যদাজ্ঞয়া॥ ৩৯॥
বিষ্ণুঃ পাতা চ সর্ব্বেষাং যদ্ভয়াৎ পাতি সন্ততং।
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা সর্ব্ববিশ্বেষু যদ্ভয়াৎ॥ ৪০॥
শিবো মৃত্যুঞ্জয়শ্চৈব জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
যদ্‌জ্ঞানদানাৎ সিদ্ধেশো যোগীশঃ সর্ব্ববিৎ স্বয়ং॥ ৪১॥
পরমানন্দমুক্তশ্চ ভক্তিবৈরাগ্যসংযুতঃ।
যৎপ্রসাদাদ্বাতিবাতঃ প্রবরঃ শীঘ্রগামিনাং॥ ৪২॥

তিনি সুচারু চম্পক, পদ্ম ও মালতী মালায় বিমণ্ডিত হইয়া অতিশয় রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার মস্তকে বঙ্কিম মোহন চূড়া বামে হেলিয়া বিরাজিত রহিয়াছে॥ ৩৭॥

হরিপরায়ণ সাধুগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া থাকেন। সেই সনাতন কৃষ্ণের আজ্ঞায় জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা ভীতান্তঃকরণে জগতের সৃষ্টিবিধান পূর্ব্বক জীবের সমস্ত কর্ম্মানুরূপ ফল লিখিয়া তপস্যার ও কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৩৮। ৩৯॥

তাঁহার ভয়ে বিষ্ণু যথা নিয়মে নিরন্তর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পালন এবং কালাগ্নিস্বরূপ রুদ্র সমস্ত বিশ্বের সংহার করিতেছেন॥ ৪০।

স্বয়ং দেবদেব মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার নিকট জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু সর্ব্ববিদ সিদ্ধ ও যোগিগণের প্রভু পরমানন্দময় এবং ভক্তি ও বৈরাগ্য যুক্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে শীঘ্রগামীগণের

তপনশ্চ প্রতপতি যদ্ভয়াৎ সন্ততং সতি।
যদাজ্ঞয়া বর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু ॥ ৪৩ ॥
যদাজ্ঞয়া দহেদ্বহ্নির্জ্জলমেব সুশীতলং।
দিশো রক্ষন্তি দিক্‌পালা মহাভীতা যদাজ্ঞয়া ॥ ৪৪ ॥
ভ্রমন্তি রাশিচক্রঞ্চ গ্রহাশ্চ যদ্ভয়েন চ।
ভয়াৎ ফলন্তি বৃক্ষাশ্চ পুষ্পান্যপি চ যদ্ভয়াৎ ॥ ৪৫ ॥
ভয়াৎ ফলানি পক্কানি নিষ্ফলাস্তরবো ভয়াৎ।
যদাজ্ঞয়া স্থলস্থাশ্চ ন জীবন্তি জলেষু চ ॥ ৪৬ ॥
তথা স্থলে জলস্থাশ্চ ন জীবন্তি যদাজ্ঞয়া।
অহং নিয়মকর্ত্তা চ ধর্ম্মাধর্ম্মস্য যদ্ভয়াৎ ॥ ৪৭ ॥
কালশ্চ কলয়েৎ সর্ব্বং ভ্রমত্যেব যদাজ্ঞয়া।
অকালে নাহরেৎ কালো মৃত্যুশ্চ যদ্ভয়েন চ ॥ ৪৮ ॥

অগ্রগণ্য পবনদেব প্রবাহিত হন তাঁহার ভয়ে সূর্য্যদেব সতত তাপ প্রদান ও দেবরাজ তাঁহার আজ্ঞায় বারি বর্ষণ করেন এবং তদীয় আজ্ঞাতেই মৃত্যু সর্ব্বভূতে সঞ্চরণ করে ॥ ৪১ । ৪২ । ৪৩ ॥

তাঁহার আজ্ঞায় বহ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শীতলতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার আজ্ঞাতেই দিক্‌পালগণ মহা ভীত হইয়া তাঁহার নিয়মের বশীভূত হইয়া দিক্ সমুদায় রক্ষা করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥

তাঁহার ভয়ে গ্রহগণ রাশিচক্রে ভ্রমণ করিতেছে এবং তরুগণ যথাসময়ে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া জীবের উপকার করিতেছে ॥ ৪৫ ॥

তাঁহার ভয়ে ফলের পক্কতা উৎপন্ন ও কোন কোন বৃক্ষ ফলশূন্য হইতেছে। তাঁহার আজ্ঞায় স্থলস্থ জীবগণ জলে ও জলস্থ জীবগণ স্থলে অবস্থান করিতে পারে না আর অধিক কি বলিব কেবল তাঁহার ভয়েই আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ম কর্ত্তা হইয়াছি ॥ ৪৬ । ৪৭ ॥

জ্বলদগ্নৌ পতন্তঞ্চ গভীরে চ জলার্ণবে।
বৃক্ষাগ্রাৎ তীক্ষ্ণখড়্গো চ সর্পাদীনাং মুখেষু চ ॥ ৪৯ ॥
নানাশস্ত্রাস্ত্রবিদ্ধঞ্চ রণেষু বিষমেষু চ।
পুষ্পচন্দনতল্পে চ বন্ধুবর্গৈশ্চ রক্ষিতং।
শয়ানং তন্ত্রমন্ত্রৈশ্চ কালে কালো হরেদ্ভয়াৎ ॥ ৫০ ॥
ধত্তে বায়ুস্তোয়রাশিং তোয়ং কূর্ম্মং যদাজ্ঞয়া ॥ ৫১ ॥
কূর্ম্মোনন্তং সচ ক্ষৌণীং সমুদ্রান্ সপ্তপর্ব্বতান্।
সর্ব্বাংশ্চৈব ক্ষমারূপা নানারূপং বিভর্ত্তি স ॥ ৫২ ॥
যতশ্চ সর্ব্বাণি ভূতানি লীয়ন্তেঽন্তে চ তত্র চ।
ইন্দ্রায়ুশ্চৈব দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ ॥ ৫৩ ॥

তাঁহার আজ্ঞায় কাল সর্ব্বদা সঞ্চরণ পূর্ব্বক সমস্ত সংহার করিয়া থাকে কিন্তু তাঁহার ভয়ে সেই কাল ও মৃত্যু অকালে কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ৪৮ ॥

দেহিগণ প্রজ্বলিত অনলে পতিত, গভীর জলে নিমগ্ন, বৃক্ষাগ্র হইতে নিপতিত, খড়্গাহত, সর্পাদির মুখে উপনীত, নানা শস্ত্রাস্ত্র বিদ্ধ ও বিষম রণশঙ্কটে পতিত হউক কাল তাঁহার আজ্ঞায় অকালে কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না, আবার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত ও পুষ্পচন্দনযুক্ত অপূর্ব্ব শয্যায় তন্ত্র মন্ত্রানুসারে শয়ান হইলেও কাল তাঁহার ভয়ে কালপ্রাপ্ত দেহিগণকে হরণ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ । ৫০ ॥

তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু জলরাশিকে, জলরাশি কূর্ম্মকে, কূর্ম্ম অনন্তদেবকে, অনন্তদেব পৃথিবীকে ও ক্ষমারূপা পৃথিবী সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত কুলাচলকে ধারণ করিতেছে। ঐ সমস্তই সেই সর্ব্বাত্মা হরির রূপ ভেদ মাত্র। এই রূপে তিনি নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

পরিণামে সমস্ত প্রাণিই তাঁহাতে বিলীন হয়। দেবমানের একসপ্ততি যুগ ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল নিরূপিত আছে। সংখ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ মনুষ্য-

অষ্টাবিংশচ্ছক্রপাতে ব্রহ্মণশ্চৈত্যহর্নিশং।
অষ্টাধিকে পঞ্চশতে সহস্রে পঞ্চবিংশতৌ॥ ৫৪॥
যুগে নরাণাং শক্রায়ুরেবং সংখ্যা বিদো বিদুঃ।
এবং ত্রিংশদ্দিনৈর্মাসো দ্বাভ্যান্তাভ্যামৃতুঃ স্মৃতঃ॥৫৫॥
ঋতুভিঃ ষড়্‌ভিরেবাব্দং শতাব্দং ব্রহ্মণো বয়ঃ।
ব্রহ্মণশ্চ নিপাতে চ চক্ষুরুন্মীলনং হরেঃ॥ ৫৬॥
চক্ষুর্নিমীলনে তস্য লয়ং প্রাকৃতিকং বিদুঃ।
প্রলয়ে প্রাকৃতাঃ সর্ব্বে দেবাদ্যাশ্চ চরাচরাঃ॥ ৫৭॥
লীনা ধাতরি ধাতা চ শ্রীকৃষ্ণনাভিপঙ্কজে।
বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়ী চ বৈকুণ্ঠে যশ্চতুর্ভুজঃ॥ ৫৮॥
বিলীনা বামপার্শ্বে চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রুদ্রাদ্যা ভৈরবাদ্যাশ্চ যাবন্তশ্চ শিবানুগাঃ॥ ৫৯॥
শিবাধারে শিবে লীনাজ্ঞানানন্দে সনাতনে।

গণের পঞ্চবিংশতি সহস্র অষ্টাধিক পঞ্চশত যুগ ইন্দ্রের আয়ু নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ অষ্টাবিংশ ইন্দ্রপাতে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়। ঐরূপ ত্রিংশদ্দিনে ব্রহ্মার একমাস, সেইরূপ দুই দুই মাসে এক একঋতু, এবং সেই প্রকার ছয় ঋতুতে একবর্ষ হয়। এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার আয়ু নির্ধারিত আছে। ঐব্রহ্মার পতনে অর্থাৎ আয়ুঃশেষ হইলে সর্ব্বভুতাত্মা হরির একবার চক্ষুর উন্মীলন হইয়া থাকে॥ ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬॥

সেই সর্ব্বময় হরির নেত্রনিমীলনে প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন দেবাদি স্থাবর জঙ্গম সমস্তই বিধাতাতে বিলীন হয় এবং বিধাতাও শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্মে লীন হইয়া থাকেন। তৎকালে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও বৈকুণ্ঠবাসী চতুর্ভুজ নারায়ণ পরমাত্মা কৃষ্ণের বামপার্শে বিলীন হন। রুদ্র ভৈরবাদি শিবানুচরগণ

জ্ঞানাধিদেবঃ কৃষ্ণস্য মহাদেবস্য চাত্মনঃ ॥ ৬০ ॥
তস্য জ্ঞানবিলীনশ্চ বভূব চ ক্ষণং হরেঃ।
দুর্গায়াং বিষ্ণুমায়ায়াং বিলীনাঃ সর্ব্বশক্তয়ঃ ॥ ৬১ ॥
সা চ কৃষ্ণস্য বুদ্ধৌ চ বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবতা।
নারায়ণাংশঃ স্কন্দশ্চ লীনো বক্ষসি তস্য চ ॥ ৬২ ॥
শ্রীকৃষ্ণাংশশ্চ তদ্বাহৌ দেবাধীশো গণেশ্বরঃ।
পদ্মাংসাশ্চাপি পদ্মায়াং সা রাধায়াঞ্চ সুব্রতে ॥ ৬৩ ॥
গোপ্যশ্চাপি চ তস্যাং চ সর্ব্বাশ্চ দেবযোষিতঃ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী সা তস্য প্রাণেষু সা স্থিতা ॥ ৬৪ ॥
সাবিত্রী চ সরস্বত্যাং বেদশাস্ত্রাণি যানি চ।
স্থিতা বাণী চ জিহ্বায়াং তস্যৈব পরমাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥

জ্ঞানানন্দময় মঙ্গলাধার সনাতন শিবে লীন হয় এবং সেই দেবাদিদেবের স্বীয় জ্ঞানাধিষ্ঠাতা দেব, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে মিলিত হইয়া যায়। পরব্রহ্ম হরির একক্ষণ মাত্রে এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং তৎকালে বিষ্ণুমায়া ভগবতী দুর্গা দেবীতে সমস্ত শক্তির লয় হইয়া থাকে ॥৫৭।৫৮।৫৯।৬০।৬১॥

সুব্রতে! তখন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিতে, নারায়ণের অংশজাত কার্ত্তিকেয় তাঁহার বক্ষঃস্থলে, দেবগণের অধীশ্বর গণেশ তাঁহার বাহুতে লয় প্রাপ্ত হন এবং লক্ষ্মীদেবীর অংশজাতা নারীগণ কমলাতে ও লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণপ্রণাধিকা গোলোকেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাতে লীন হইয়া থাকেন ॥ ৬২। ৬৩ ॥

আর শ্রীমতী রাধিকা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধীষ্ঠাত্রী দেবতা, তৎকালে সমস্ত গোপী ও দেবপত্নীগণের তাঁহাতে লয় হয় এবং সেই কৃষ্ণবিলাসিনী রাধাও পরমাত্মা কৃষ্ণপ্রাণে সঙ্গতা হইয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

তৎকালে সাবিত্রীদেবী ও বেদশাস্ত্র সমুদায় সরস্বতীদেবীতে এবং সরস্বতীদেবী সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের জিহ্বাতে অবস্থিতি করেন ॥ ৬৫ ॥

গোলোকস্য চ গোপাশ্চ বিলীনাস্তস্য লোমসু।
তৎপ্রাণেষু চ সর্ব্বেষাং প্রাণাবতো হুতাশনঃ ॥ ৬৬ ॥
জঠরাগ্নৌ বিলীনশ্চ জলং তদ্রসনাগ্রতঃ।
বৈষ্ণবাশ্চরণাম্ভোজ পরমানন্দসংযুতাঃ ॥ ৬৭ ॥
সারাৎসারতরা ভক্তিরসপীযূষপায়িনঃ।
বিরাট্ ক্ষুদ্রশ্চ মহতি লীনঃ কৃষ্ণে মহান্ বিরাট ॥ ৬৮ ॥
যস্যৈব লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ।
যস্য চক্ষুর্নিমেষেণ মহাংশ্চ প্রলয়ো ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥
চক্ষুরুন্মীলনে সৃষ্টির্যস্যৈব পুনরেব চ।
যাবৎ কালো নিমেষেণ তাবদুন্মীলনেব্যয়ঃ ॥ ৭০ ॥
ব্রহ্মণশ্চ শতাব্দেন সৃষ্টিস্তত্র লয়ঃ পুমান্।
ব্রহ্মসৃষ্টিলয়ানাঞ্চ সংখ্যানাস্ত্যেব সুব্রতে।
যথা ভূরজসাঞ্চৈব সংখ্যানঞ্চ নিশাময় ॥ ৭১ ॥

সেইকালে গোলোকধামের গোপগণ তাঁহার লোমকূপে, সর্ব্বপ্রাণির প্রাণবায়ু তাঁহার প্রাণে ও জঠরানল তদীয় জঠরাগ্নিতে এবং জল তাঁহার রসনাগ্রে মিলিত হয়। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত সাধুগণ সেই পরমাত্মার চরণপদ্মে মিলিত হইয়া পরমানন্দে পরম ভক্তিরস রূপ পীযূষ পান করেন। তখন সেই মহাবিরাটরূপী শ্রীকৃষ্ণে ক্ষুদ্রবিরাটমূর্ত্তির লয় প্রাপ্তি হয়।৬৬।৬৭।৬৮।

সাবিত্রি! যে পরমাত্মা কৃষ্ণের লোমকূপে নিখিল বিশ্ব অবস্থিত রহিয়াছে, তাঁহার নেত্রের নিমেষে মহাপ্রলয় হয় এবং তাঁহার চক্ষুর উন্মীলনে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তদীয় নেত্রনিমেষে যৎপরিমিত কাল গত হয় তাঁহার চক্ষুর উন্মীলনেও তৎপরিমিত কালের ক্ষয় হয় ॥ ৬৯।৭০ ॥

ব্রহ্মার শতবর্ষ সৃষ্টি থাকে, তৎপরে ব্রহ্মা সেই পরমাত্মাতে লীন হইলে সৃষ্টির লোপ হয়। এইরূপে বারংবার জগতের সৃষ্টি ও লয় হয়।

চক্ষুর্নিমেষে প্রলয়ো যস্য সর্ব্বান্তরাত্মনঃ।
উন্মীলনে পুনঃ সৃষ্টির্ভবেদেবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৭২॥
তদ্‌গুণোৎকীর্ত্তনং বক্তুং ব্রহ্মাণ্ডেষু চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ৭৩॥
যথা শ্রুতং তাতবক্ত্রাৎ তথোক্তঞ্চ যথাগমং।
মুক্তয়শ্চ চতুর্ব্বেদৈর্নিরুক্তাশ্চ চতুর্ব্বিধা ॥ ৭৪ ॥
তৎপ্রধানা হরের্ভক্তির্মুক্তেরপি গরীয়সী।
সালোক্যদা হরেরেকা চান্যা সারূপ্যদা পরা ॥ ৭৫ ॥
সামীপ্যদা চ নির্ব্বাণদাত্রী চৈবমিতি স্মৃতিঃ।
ভক্তাস্তানহি বাঞ্ছন্তি বিনা তৎসেবনাদিকং ॥ ৭৬ ॥
সিদ্ধিত্বমমরত্বঞ্চ ব্রহ্মত্বঞ্চাবহেলয়া।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি ভয়শোকাদি খণ্ডনং ॥ ৭৭ ॥

হে সুব্রতে! যেমন ধূলিরাশির সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না তদ্রূপ সেই ব্রহ্মার সৃষ্টি ও লয়ের ইয়ত্তা করিতে কেহই সক্ষম হয় না ॥ ৭১ ॥

যে সর্ব্বান্তরাত্মা পরমপুরুষের চক্ষুর্নিমেষে প্রলয় হয় তাঁহারই নেত্রের উন্মীলনে তদীয় ইচ্ছায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার গুণ কীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥

সাবিত্রি! আমি পিতার মুখে ভগবন্মাহাত্ম্য যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। বেদ চতুষ্টয়ে যে সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য ও নির্ব্বাণ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, একমাত্র হরিভক্তি সেই চতুর্ব্বিধ মুক্তি অপেক্ষা প্রধানা ও গুরুতরা। দেখ সালোক্য মুক্তি হইতে সারূপ্য মুক্তি, সারূপ্যমুক্তি হইতে সামীপ্যমুক্তি ও সামীপ্য মুক্তি হইতে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু হরিপরায়ণ মহাত্মারা কোন প্রকারেই সে সমস্ত মুক্তিলাভের বাঞ্ছা করেন না কেবল শ্রীহরির চরণ সেবাদিই তাঁহারা কামনা করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

সাবিত্রি! আর তোমাকে অধিক কি বলিব হরিভক্তিপরায়ণ সাধু-

দিব্যরূপধারণঞ্চ নির্ব্বাণং মোক্ষদং বিদুঃ।
মুক্তিশ্চ সেবারহিতা ভক্তিঃ সেবা বিবর্দ্ধিনী ॥ ৭৮॥
ভক্তিমুক্ত্যোরয়ং ভেদো নিষেক লক্ষণং শৃণু।
বিদুর্ব্বুধা নিষেকঞ্চ ভোগঞ্চ কৃতকর্ম্মণাং ॥ ৭৯ ॥
তৎ খণ্ডনঞ্চ শুভদং শ্রীকৃষ্ণসেবনং পরং।
তত্ত্বজ্ঞানমিদং সাধ্বি সারঞ্চ লোকবেদয়োঃ॥ ৮০ ॥
বিঘ্নঘ্নং শুভদং চোক্তং গচ্ছ বৎসে যথাসুখং।
ইত্যুক্ত্বা সূর্য্যপুত্রশ্চ জীবয়িত্বা চ তৎপতিং ॥ ৮১ ॥
তস্যৈ শুভাশিষং দত্ত্বা গমনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ।
দৃষ্ট্বা যমঞ্চ গচ্ছন্তং সাবিত্রী তং প্রণম্য চ ॥ ৮২ ॥
রুরোদ চরণে ধৃত্বা তদ্বিচ্ছেদোঽতি দুঃখদঃ।

গণের অবহেলে সিদ্ধিত্ব অমরত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ হয় এবং তাঁহাদিগের জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয় ও শোকাদির খণ্ডন হইয়া যায় ॥ ৭৭ ॥

দেবি! জীব নির্ব্বাণ মুক্তিতে ব্রহ্মের স্বরূপতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু সেই মুক্তি সেবা রহিতা, আর ভক্তি সেবাবর্দ্ধিনী হয়। ভক্তি ও মুক্তির এই ভেদ দর্শিত হইল। এক্ষণে নিষেক লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। কৃতকর্ম্মের ভোগই নিষেক শব্দে নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৭৮। ৭৯॥

সাধ্বি! সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের চরণ সেবাতেই আচরিত কর্ম্মের খণ্ডন হয়। হরিসেবার তুল্য শুভদ পরমপদার্থ আর কিছুই নাই। বৎসে! হরিসেবাকে পরম পদার্থ জ্ঞান করাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহাই লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যের মধ্যে সার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৮০ ॥

এই আমি তোমার নিকট বিঘ্ননাশক হরিগুণ মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তুমি সুখে প্রতিগমন কর। এইবলিয়া সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজ যম সত্যবানের জীবন দান ও সাবিত্রীকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে সাবিত্রী প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া তদীয় বিচ্ছেদ দুর্ব্বিসহ

সাবিত্রী রোদনং দৃষ্ট্বা যমএব কৃপানিধিঃ ॥ ৮৩ ॥
তামিত্যুবাচ সন্তুষ্টো রুরোদ চাপি নারদ ॥ ৮৪ ॥

যম উবাচ।

লক্ষবর্ষং সুখং ভুক্ত্বা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
অন্তে যাস্যসি গোলোকে শ্রীকৃষ্ণভবনং শুভে ॥ ৮৫ ॥
গত্বা চ স্বগৃহং ভদ্রে সাবিত্র্যাশ্চ ব্রতং কুরুঃ।
দ্বিসপ্তবর্ষপর্য্যন্তং নারীণাং মোক্ষকারণং ॥ ৮৬ ॥
জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্র্যাশ্চ ব্রতং শুভং।
শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে মহালক্ষ্ম্যা ব্রতং শুভং ॥ ৮৭ ॥
দ্ব্যষ্টবর্ষব্রতং চেদং প্রত্যব্দপক্ষমেব চ।
করোতি পরয়াভক্ত্যা সা যাতি চ হরেঃ পদং ॥ ৮৮ ॥

জ্ঞানে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ধর্ম্মরাজের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। তখন তিনি প্রীত হইয়া করুণার্দ্রচিত্তে সাবিত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥

যম কহিলেন কল্যাণি! তুমি পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে লক্ষবর্ষ সুখসম্ভোগে যাপন করিয়া অন্তে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে গমন করিবে ॥ ৮৫ ॥

ভদ্রে! তুমি স্বীয় গৃহে গমন করিয়া সাবিত্রী ব্রত সাধন কর। চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত ঐ ব্রত সাধন করিতে হয়। নারীগণ ঐ ব্রতানুষ্ঠান করিলে অনায়াসে মোক্ষ লাভ করিতে পারে ॥ ৮৬ ॥

জৈষ্ঠমাসীয় কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে শুভ সাবিত্রীব্রত এবং ভাদ্রমাসীয় শুক্ল অষ্টমীতে শুভদায়ক মহালক্ষ্মী ব্রতের দিন অবধারিত আছে ॥ ৮৭ ॥

ঐ মহালক্ষ্মীব্রত ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত সাধন করিতে হয়। যে নারী ভক্তিপরায়ণা হইয়া প্রতি বর্ষীয় ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমী হইতে পক্ষ পর্য্যন্ত ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করেন তিনি বৈকুণ্ঠ লাভ করেন ॥ ৮৮ ॥

প্রতিমঙ্গলবারে চ দেবী মঙ্গলচণ্ডিকাং।
প্রতিমাসং শুক্লষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠীং মঙ্গলদায়িকাং ॥ ৮৯ ॥
তথা চাষাঢ়সংক্রান্ত্যাং মনসাং সর্ব্বসিদ্ধিদাং।
রাধাং রাসে চ কার্ত্তিক্যাং কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং প্রিয়াং ॥৯০॥
উপোষ্য শুক্লাষ্টম্যাঞ্চ প্রতিমাসে বরপ্রদাং।
বিষ্ণুমায়াং ভগবতীং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীং ॥ ৯১ ॥
প্রকৃতিং জগদম্বা চ পতিপুত্রবতীষু চ।
পতিব্রতাসু শুদ্ধাসু যন্ত্রেষু প্রতিমাসু চ ॥ ৯২ ॥
যা নারী পূজয়েদ্ভক্ত্যা ধনসন্তানহেতবে।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা ধনসন্তানহেতবে ॥ ৯৩ ॥
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদং।
ইত্যুক্ত্বা তাং ধর্ম্মরাজ জগাম নিজমন্দিরং ॥ ৯৪ ॥
গৃহীত্বা স্বামিনং সা চ সাবিত্রী চ নিজালয়ং।
সাবিত্রী সত্যবন্তশ্চ বৃত্তান্তশ্চ যথাক্রমং ॥ ৯৫ ॥

যে নারী ধন পুত্র ও সুখলাভের কামনায় ভক্তিযোগে প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীর, প্রতি মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে মঙ্গলদায়িকা ষষ্ঠী দেবীর, আষাঢ় সংক্রান্তিতে সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী মনসাদেবীর, কার্ত্তিকমাসীয় রাসদিনে কৃষ্ণপ্রাণাধিকা শ্রীমতী রাধিকার, প্রতিমাসে শুক্লা অষ্টমীতে উপবাস করিয়া দুর্গতি নাশিনী বিষ্ণুমায়া বরপ্রদা ভগবতী দুর্গাদেবীর এবং পতি পুত্রবতী পতিব্রতা নারীতে শুদ্ধযন্ত্রে ও প্রতিমাতে জগজ্জননী পরমা প্রকৃতির পূজা করেন তিনি ইহলোকে অতুল সুখসম্ভোগে কালহরণ করিয়া অন্তে হরির পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। সাবিত্রীকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মরাজ যম স্বীয় ভবনে গমন করিলেন ॥ ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

সাবিত্রীও পতি সত্যবানকে লইয়া নিজালয়ে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার

অন্যাংশ্চ কথয়ামাস বান্ধবাংশ্চৈব নারদ।
সাবিত্রীজনকঃ পুত্রান্ সম্প্রাপ চ ক্রমেণ চ॥ ৯৬॥
শ্বশুরশ্চক্ষুষী রাজ্যং সা চ পুত্রান্ বরেণ চ।
লক্ষবর্ষং সুখং ভুক্ত্বা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
জগাম স্বামিনা সার্দ্ধং গোলোকং সা পতিব্রতা॥ ৯৭॥
সবিতুশ্চাধিদেবী সা মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
সাবিত্রী চাপি বেদানাং সাবিত্রী তেন কীর্ত্তিতা॥ ৯৮॥
ইত্যেবং কথিতং বৎস সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমং।
জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৯৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ-
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানং
নাম চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নিকট ও অন্যান্য বান্ধবগণের নিকট উক্ত ঘটনার বিষয় যথাক্রমে বর্ণন করিলেন। পরে যমের বরে কালক্রমে সাবিত্রীর পিতার পুত্রলাভ হইল, শ্বশুর চক্ষুষ্মান ও রাজ্যেশ্বর হইলেন এবং তাঁহার গর্ব্বেও যমের বরানুরূপ পুত্রোৎপত্তি হইল। এইরূপে সেই পতিব্রতা সাবিত্রী পুণ্যক্ষেত্র ভারতে লক্ষবর্ষ সুখভোগ করিয়া পতির সহিত অনায়াসে সেই নিত্যানন্দ গোলোকধামে গমন করিলেন॥ ৯৫। ৯৬॥ ৯৭॥

বৎস! সেই সাবিত্রীদেবী সামান্যা নহেন। তিনি সূর্য্যদেবের মন্ত্র সমুদায়ের ও বেদচতুষ্টয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া কথিতা আছেন। এই আমি সাবিত্রীদেবীর উপাখ্যান ও জীবগণের কর্ম্মবিপাক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্যযাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর আমি বিশেষ রূপে তাহা বর্ণন করিব॥ ৯৮। ৯৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্রী উপাখ্যান নাম
চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্যাত্মনশ্চৈব নির্গুণস্য নিরাকৃতেঃ।
সাবিত্রী যমসম্বাদে শ্রুতং স নির্ম্মলং যশঃ ॥ ১ ॥
তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং সত্যং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি লক্ষ্ম্যুপাখ্যানমীশ্বর ॥ ২ ॥
কেনাদৌ পূজিতা সাপি কিম্ভূতা কেন বা পুরা।
তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং সত্যং বদ বেদবিদাম্বর ॥ ৩ ॥

নারায়ণ উবাচ।

সৃষ্টেরাদৌ পুরা ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
দেবী বামাংশ সংভূতা বভূব রাসমণ্ডলে ॥ ৪ ॥
অতীব সুন্দরী শ্যামা ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়া শশ্বৎস্থ স্থিরযৌবনা ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্ ! আমি আপনার মুখে সাবিত্রী যমসম্বাদ প্রসঙ্গে সেই নিরাকার নির্গুণ পরমাত্মার নির্ম্মল যশ এবং তদীয় অতি মঙ্গলজনক সত্যস্বরূপ গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম এক্ষণে লক্ষ্মীদেবীর উপাখ্যান শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য, অতএব সেই লক্ষ্মীদেবীকিরূপ ? কোন্ ব্যক্তি প্রথমে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১। ২। ৩॥

নারায়ণ কহিলেন হে নারদ ! পূর্ব্বে সৃষ্টির আদিতে রাসমণ্ডলে পরমাত্মা কৃষ্ণের বামাংশ হইতে লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ৪॥

আবির্ভাব মাত্রেই সেই লক্ষ্মীদেবী পরমাসুন্দরী শ্যামবর্ণা ও দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার ন্যায় স্থির যৌবনা হইয়া মণ্ডলাকার ন্যগ্রোধপাদপ সমুদায়ের মধ্যভাগে সোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

শ্বেতচম্পক বর্ণাভা সুখদৃশ্যা মনোহরা।
শরৎপার্ব্বণ কোটীন্দু প্রভা প্রচ্ছাদনাননা ॥ ৬ ॥
শরম্মধ্যাহ্ন পদ্মানাং শোভা মোচন লোচনা।
সাচ দেবী দ্বিধাভূতা সহসৈবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৭ ॥
সমারূপেণ বর্ণেন তেজসা বয়সা ত্বিষা।
যশসা বাসসা মূর্ত্যা ভূষণেন গুণেন চ ॥ ৮ ॥
স্মিতেন বীক্ষণেনৈব বচসা গমনেন চ।
মধুরেণ স্বরেণৈব নযেনানুনযেন চ ॥ ৯ ॥
তদ্বামাংশামহালক্ষ্মীর্দ্দক্ষিণাংশা চ রাধিকা।
রাধাদৌবরযামাস দ্বিভুজঞ্চ পরাৎপরং ॥ ১০ ॥
মহালক্ষ্মীশ্চ তৎপশ্চাৎ চকাম কমনীয়কং।
কৃষ্ণস্তদ্গৌরবেনৈব দ্বিধারূপো বভূবহ ॥ ১১ ॥

শ্বেতচম্পকের প্রভা ধারণ করাতে তিনি সুখদৃশ্যা ও মনোহারিণী হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় পর্ব্বকালীন কোটিচন্দ্রের প্রভা সমাচ্ছাদিত করিল এবং তাঁহার নয়নযুগলের শোভায় শারদীয় মাধ্যাহ্নিক কমলদলের শোভা খর্ব্ব হইয়া গেল। তখন সেই অলৌকিক রূপসম্পন্না দেবী ঈশ্বরেচ্ছায় দ্বিধাভূতা হইলেন ॥ ৬। ৭ ॥

তখন সেই উভয় মূর্ত্তিরই রূপ, বর্ণ, তেজ, বয়ঃক্রম, কান্তি, যশ, সুচিক্কণ বস্ত্র, ভূষণ, গুণ, হাস্য, দৃষ্টি, বাক্য, গতি, মধুরস্বর, নীতি ও অনুনয় তুল্যরূপে প্রকাশমান হইল ॥ ৮। ৯ ॥

তৎকালে যিনি তাঁহার বামাংশজাতা হইলেন তিনি মহালক্ষ্মী নামে প্রসিদ্ধা এবং যিনি দক্ষিণাংশজাতা হইলেন তিনি রাধিকা নামে খ্যাতিলাভ করিলেন। তম্মধ্যে প্রথমে কৃষ্ণমনোমহিনী শ্রীমতী রাধিকা পরাৎপর পরমেশ্বর দ্বিভুজ হরিকে বরণ করিলেন ॥ ১০ ॥

দক্ষিণাংশশ্চ দ্বিভুজো বামাংশশ্চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজায় দ্বিভুজো মহালক্ষ্মীর্দদৌপুরা ॥ ১২ ॥
লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধ দৃষ্ট্যাযযানিশং।
দেবীচযাচ মহতী মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা ॥ ১৩ ॥
দ্বিভুজো রাধিকা কান্তো লক্ষ্ম্যাঃ কান্তশ্চতুর্ভুজঃ।
শুদ্ধসত্বস্বরূপৈশ্চ গোপৈর্গোপীভিরাবৃতঃ ॥ ১৪ ॥
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ পদ্মযাসহ।
সর্ব্বাংশেন সমৌতৌদ্বৌ কৃষ্ণ নারায়ণৌ পরৌ ॥ ১৫ ॥
মহালক্ষ্মীশ্চ যোগেন নানারূপা বভূব সা।
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ পরিপূর্ণতমা পরা ॥ ১৬ ॥
শুদ্ধসত্বস্বরূপাচ সর্ব্বসৌভাগ্য সংযুতা।

তৎপশ্চাৎ মহালক্ষ্মী অন্য কমনীয় রূপের কামনা করাতে ভগবান্ কৃষ্ণ তদ্গৌরবে তৎক্ষণাৎ দ্বিধাভুত হইলেন ॥ ১১ ॥

যিনি সেই পরাৎপর কৃষ্ণের দক্ষিণাংশজাত তিনি দ্বিভুজ ও যিনি তাঁহার বামাংশজাত, তিনি চতুর্ভুজরূপী হইলেন। তৎকালে দ্বিভুজ হরি চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই দেবীর স্নিগ্ধদৃষ্টিতে নিরন্তর বিশ্ব লক্ষিত হওয়াতে তিনি মূল দেবীর ইচ্ছানুসারে মহালক্ষ্মীনামে প্রসিদ্ধা হইলেন ॥ ১৩ ॥

এইরূপে দ্বিভুজ কৃষ্ণ রাধিকাকান্ত ও চতুর্ভুজ বিষ্ণু লক্ষ্মীকান্ত হইলেন পরে দ্বিভুজ কৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ গোপগোপীগণে বেষ্টিত হইয়া গোলোক-ধামে অবস্থিত রহিলেন আর চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। সেই পরাৎপর দয়াময় কৃষ্ণ ও নারায়ণ উভয়েই সর্ব্বাংশে তুল্য পরমপুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১৪। ১৫ ॥

তৎপরে সেই মহালক্ষ্মী যোগবলে নানারূপিণী হইলেন। বৈকুণ্ঠধামে পরিপূর্ণতমা মহালক্ষ্মীর অধিষ্ঠান রহিল। তিনি তথায় শুদ্ধস্বরূপা সর্ব্ব-

প্রেম্না সাচ প্রধানাচ সর্ব্বাসু রমণীষু চ ॥ ১৭ ॥
স্বর্গেচ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ সক্রসম্পৎ স্বরূপিণী।
পাতালেষু চ মর্ত্ত্যেষু রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু ॥ ১৮ ॥
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষ্বেব গৃহিণী চ কলাংশয়া।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলা ॥ ১৯ ॥
গবাংপ্রসুঃ সা সুরভী দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী।
ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু চ ॥ ২০ ॥
শোভারূপাচ চন্দ্রেচ সূর্য্যমণ্ডল মণ্ডিতা।
বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ ॥ ২১ ॥
নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষুচ।
সর্ব্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষুচ ॥ ২২ ॥
প্রতিমাসুচ দেবানাং মঙ্গলেষু ঘটেষুচ।
মাণিক্যেষুচ মুক্তাসু মাল্যেষুচ মনোহরা ॥ ২৩ ॥
মণীন্দ্রেষুচ হীরেষু ক্ষীরেষু চন্দনেষু চ।
বৃক্ষশাখাসু রম্যাসু নবমেঘেষু বস্তুষু ॥ ২৪ ॥

সৌভাগ্যশালিনী ও রমণীগণপ্রধানা হইয়া প্রেমে নারায়ণের মনোহরণ পূর্ব্বক পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ । ১৭ ॥

সেই সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী দেবী স্বর্গে ইন্দ্রের সম্পৎস্বরূপিণী স্বর্গলক্ষ্মীরূপে, পাতালে ও পৃথিবীতলে রাজমণ্ডলমধ্যে রাজলক্ষ্মীরূপে, গৃহিগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে, অংশক্রমে গৃহিনী ও সম্পত্তিরূপে, গোসমুদায়ের প্রসবিত্রী সুরভীরূপে, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণারূপে, ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা লক্ষ্মীরূপে, পদ্মিনীতে শ্রীরূপে, চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলে প্রভারূপে, এবং ভূষণ, রত্ন, ফল, জল, নৃপতি, রাজপত্নী, দিব্যস্ত্রী, গৃহ, সর্ব্বশস্য, বস্ত্র, সংস্কৃতস্থান, অর্থাৎ পরিস্কৃত স্থান, দেবপ্রতিমা, মঙ্গল ঘট, মাণিক্য, মুক্তা, মাল্য, মণিশ্রেষ্ঠহীরক,

বৈকুণ্ঠে পূজিতা সাদৌ দেবী নারায়ণেন চ।
দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণাভক্ত্যা তৃতীয়ে শঙ্করেণ চ॥ ২৫॥
বিষ্ণুনা পূজিতা সাচ ক্ষীরোদে ভারতে মুনে।
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা মানবেন্দ্রৈশ্চ সর্ব্বতঃ॥ ২৬॥
ঋষীন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ সদ্ভিশ্চ গৃহিভির্ভবেৎ।
গন্ধর্ব্বাদ্যৈশ্চ নাগাদ্যৈঃ পাতালেষু চ পূজিতা॥ ২৭॥
শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কৃতা পূজাচ ব্রহ্মণা।
ভক্ত্যাচ পক্ষপর্য্যন্তং ত্রিষু লোকেষু নারদ॥ ২৮॥
চৈত্রে পৌষেচ ভাদ্রেচ পুণ্যে মঙ্গল বাসরে।
বিষ্ণুনা নির্ম্মিতা পূজা ত্রিষু লোকেষু ভক্তিতঃ॥ ২৯॥

ক্ষীর, চন্দন, সুরম্য বৃক্ষশাখা ও নবীন মেঘ প্রভৃতি বস্তু সমুদায়ে শোভা-রূপে প্রকাশমানা হইলেন॥ ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪॥

প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে সেই দেবী নারায়ণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা তাঁহাকে পূজা করেন এবং তৎপশ্চাৎ দেবাদিদেব মহাদেব ভক্তিযোগে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন॥ ২৫॥

অতঃপর ক্ষীরোদে বিষ্ণু কর্ত্তৃক তিনি পূজিতা হন এবং স্বায়ম্ভুব মনু ভারতে তাঁহার অর্চ্চনাকরেন। পরে মানবেন্দ্র যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ সাধুগৃহস্থগণ ও গন্ধর্ব্বাদি সকলেই যথাক্রমে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং পাতালে নাগগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন॥ ২৬॥ ২৭॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা ভাদ্রমাসীয় শুক্লা অষ্টমীতে আরম্ভ করিয়া পক্ষ পর্য্যন্ত সেই লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়াছিলেন তদবধি ত্রিলোকমধ্যে সেই ভাদ্র-মাসীয় শুক্লাষ্টমী হইতে পক্ষপর্য্যন্ত তাঁহার আরাধনা হয়॥ ২৮॥

ভগবান্ বিষ্ণু চৈত্র পৌষ ও ভাদ্রমাসে পবিত্র মঙ্গল বাসরে তাঁহার অর্চ্চনা করেন তদবধি ত্রিলোকবাসি সাধুগণ ভক্তিপূর্ব্বক সেই দিনে পরমানন্দে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥ ২৯॥

বর্ষান্তে পৌষসংক্রান্ত্যাং মেধ্যামারোপ্য প্রাঙ্গনে।
মনুস্তাং পূজয়ামাস সাভূতা ভুবনত্রয়ে॥ ৩০॥
রাজেন্দ্রেণ পূজিতা সা মঙ্গলেনৈবমঙ্গলা।
কেদারেনৈব বীরেণ বলেন সুবলেনচ॥ ৩১॥
ধ্রুবেনৌত্তানপাদেন শক্রেণ বলিনা তথা।
কশ্যপেন চ দক্ষেণ মনুনাচ বিবস্বতা॥ ৩২॥
প্রিয়ব্রতেন চন্দ্রেন কুবেরেনৈব বায়ুনা।
যমেন বহ্নিনাচৈব বরুণে নৈব পূজিতা॥ ৩৩॥
এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বৈশ্চ বন্দিতা পূজিতা সদা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বে মনু বর্ষান্তে পৌষমাসের সংক্রান্তিতে স্বীয় প্রাঙ্গনে সেই পরম-লক্ষ্মীদেবীকে আরোপিতা করিয়া তাঁহার আরাধনা করেন তদবধি ভুবনত্রয়ে ঐ দিনে তিনি বিশেষরূপে আরাধিতা হইয়া থাকেন॥ ৩০॥

সেই সর্ব্বমঙ্গলা লক্ষ্মী বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যে রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক এবং কেদার, মহাবীর, বলদেব, সুবল, ধ্রুব, উত্তানপাদ, ইন্দ্র, বলি, কশ্যপ, দক্ষ, বৈবস্বতমনু, প্রিয়ব্রত রাজা, চন্দ্র, কুবের, বায়ু, যম, অগ্নি ও বরুণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছেন। এইরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বজনে তাঁহার পূজা ও বন্দনা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বলিয়া কথিতা হইয়া থাকেন॥ ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪॥

ইতি শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতি-খণ্ডে লক্ষ্মীউপাখ্যান নাম পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণ প্রিয়াসাচ রাধা বৈকুণ্ঠবাসিনী।
বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মীঃ সনাতনী ॥ ১ ॥
কথং বভূব সা দেবী পৃথিব্যাং সিন্ধুকন্যকা।
কিং তদ্ধ্যানং চ কবচং সর্ব্বং পূজা বিধিক্রমং ॥ ২ ॥
পুরাকেন স্তুতাদৌসা তন্মে ব্যাখ্যা তু মর্হসি ॥ ৩ ॥

নারায়ণ উবাচ।

পুরা দুর্ব্বাসসঃ পাপাৎ ভ্রষ্টশ্রীশ্চ পুরন্দরঃ।
বভূব দেবসংঘাশ্চ মর্ত্ত্যলোকশ্চ নারদ ॥ ৪ ॥
লক্ষ্মীঃ স্বর্গাদিকং ত্যক্ত্বা রুষ্টা পরম দুঃখিতা।
গত্বা লীলা চ বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্ম্যাঞ্চ নারদ ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকা ও বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী সনাতনী মহালক্ষ্মী যেরূপে সমুদ্ভূতা হইয়া জগৎপূজ্যা হইয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু সেই লক্ষ্মীদেবী কিরূপে সিন্ধুকন্যা হইলেন। তাঁহার ধ্যান কবচ ও পূজাবিধির ক্রম কিরূপ? প্রথমে কোন্ব্যক্তি তাঁহার স্তব করিয়া ছিলেন এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১। ২। ৩।

ইহা শুনিয়া নারায়ণ কহিলেন হে দেবর্ষে! পূর্ব্বে তপোধন দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র সম্যক প্রকারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং দেবলোক ও মর্ত্ত্যলোকও একেবারে হতশ্রীক হইয়াছিল। ৪ ॥

তৎকালে লক্ষ্মীদেবী রুষ্টা হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বর্গাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবাসিনী মহালক্ষ্মীতে লীন হইয়াছিলেন। ৫ ॥

তদা শোকাদ্যযুর্দ্দেবা দুঃখিতা ব্রহ্মণঃ সভাং।
ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য যযুর্বৈকুণ্ঠমেব চ ॥ ৬ ॥
বৈকুণ্ঠে শরণাপন্না দেবানারায়ণে পরে।
অতীব দৈন্যযুক্তাশ্চ শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকাঃ ॥ ৭ ॥
তদা লক্ষ্মীশ্চ কলযা পুরা নারাযণাজ্ঞযা।
বভূব সিন্ধু কন্যা সা শক্রসম্পৎস্বরূপিণী ॥ ৮ ॥
তথা সা গত্বা ক্ষীরোদং দেবা দৈত্যগণৈঃ সহ।
সংপ্রাপ্য চ বরং লক্ষ্ম্যাস্তাঞ্চ তত্র দদর্শ চ ॥ ৯ ॥
সুরাদিভ্যো বরং দত্বা বরমন্যঞ্চ বিষ্ণবে।
দদৌ প্রসন্নবদনা তুষ্টা ক্ষীরোদশাযিনে ॥ ১০ ॥
দেবাশ্চাপ্য সুরগ্রস্তং রাজ্যংপ্রাপুশ্চ তদ্বরাৎ।
তাংসংপূজ্য সম্ভূযা সর্ব্বত্র চ দিবৌকসঃ ॥ ১১ ॥

তখন দেবগণ শ্রীহীনতা নিবন্ধন দুঃখিত ও শোকসন্তপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-লোকে গমন করিলেন। ঐ সময়ে অতি দৈন্যভাবে তাঁহাদিগের কণ্ঠতালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়াগেল পরে তাঁহারা সেই ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া বৈকুণ্ঠ-ধামে আগমন পূর্ব্বক পরাৎপর নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। ৬। ৭ ॥

তৎকালে দেবরাজের সম্পৎস্বরূপিণী লক্ষ্মী সর্ব্বনিয়ন্তা সনাতন নারায়ণের অনুজ্ঞাক্রমে সমুদ্রের কন্যারূপে সমুৎপন্না হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

এদিকে শ্রীভ্রষ্ট দেবগণ দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরোদকূলে উপনীত হইয়া কমলার স্তব করিলে লক্ষ্মীদেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আবির্ভূতা হইলেন এবং সেই দেবগণকে সৌভাগ্যসূচক বর প্রদান করিয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে অন্য বর প্রদান করিলেন ॥ ৯। ১০ ॥

তখন দেবগণ মিলিত হইয়া সেই কমলার অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার বরে অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১১ ॥

নারদ উবাচ।

কথং শশাপ দুর্ব্বাসা মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুরন্দরং।
কেন দোষেন বা ব্রহ্মন্ ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রহ্মবিৎপুরা॥ ১২॥
মমন্থে কেনরূপেণ জলধিস্তৈঃ সুরাদিভিঃ।
কেন স্তোত্রেন সা দেবী শক্রসাক্ষাদ্বভূবহ॥ ১৩॥
কোবা তযোশ্চ সম্বাদো বভূব তদ্বদ প্রভো॥ ১৪॥

নারায়ণ উবাচ।

মধুপান প্রমত্তশ্চ ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুরা।
ক্রীড়াং চকার রহসি রম্ভযাসহ কামুকঃ॥ ১৫॥
কৃত্বা ক্রীড়া তযা সার্দ্ধং কামুক্যাহৃত চেতনঃ।
তস্থৌতত্র মহারণ্যে কামোন্মথিত চেতনঃ॥ ১৬॥
কৈলাস শিখরং যান্তং বৈকুণ্ঠাদৃষিপুঙ্গবং।
দুর্ব্বাসসং দদর্শেন্দ্রো জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা॥ ১৭॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! পূর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্ মুনিবর দুর্ব্বাসা কি অপরাধে সেই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন পুরন্দরকে শাপ প্রদান করিলেন। আর দেবাদি কর্ত্তৃক কিরূপে সমুদ্র মন্থন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইল? কিরূপ স্তবে দেবরাজ লক্ষ্মীদেবীর সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইলেন? এবং তাঁহাদিগের কিরূপ কথোপকথন হইল? এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব আপনি তাঁহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১২। ১৩॥ ১৪॥

হরিপরায়ণ নারদের কথা শুনিয়া নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্র কামার্ত্ত ও মধুপানে প্রমত্ত হইয়া বিজন প্রদেশে রম্ভানামক অপসরার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন॥ ১৫॥

দেবরাজ সেই কামুকী রম্ভার সহিত ক্রীড়ায় প্রমত্ত হওয়াতে তাঁহার কিছুমাত্র চৈতন্য ছিলনা, সুতরাং তৎকালে তিনি নির্জ্জন মহারণ্যে তাহার সহিত কামমোহিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

গ্রীষ্মমধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সহস্র প্রভমীশ্বরং।
প্রতপ্ত কাঞ্চনাকার জটাভার মহোজ্জ্বলং ॥ ১৮ ॥
শুক্ল যজ্ঞোপবীতঞ্চ চীরং দণ্ডং কমণ্ডলুং।
মহোজ্জ্বলঞ্চ তিলকং বিভ্রন্তং চন্দ্রসন্নিভং ॥ ১৯ ॥
সমন্বিতং শিষ্যলক্ষৈর্ব্বেদবেদাঙ্গ পারগৈঃ।
দৃষ্ট্বা ননাম শিরসা সম্ভ্রমাত্তং পুরন্দরঃ ॥ ২০ ॥
শিষ্যবর্গঞ্চ ভক্ত্যাচ তুষ্টাব চ মুদান্বিতঃ।
মুনিনাচ স শিষ্যেন তস্মৈ দত্তং শুভাশিষং ॥ ২১ ॥
বিষ্ণুদত্তং পারিজাতপুষ্পঞ্চ সুমনোহরং।
জরা মৃত্যু রোগ শোক হরং মোক্ষকরংপরং ॥ ২২ ॥
শক্রঃপুষ্পং গৃহীত্বাচ প্রমত্তো রাজসম্পদা।
ভ্রমেণ স্থাপযামাস তদেব হস্তিমস্তকে ॥ ২৩ ॥

ঐ সময়ে ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান ঋষিবর দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠহইতে দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শনার্থ কৈলাসধামের অভিমুখে গমন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে দেবরাজ তাঁহাকে সহসা দর্শন করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই মুনিবর দুর্ব্বাসা গ্রীষ্মকালীন মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন ও ঐশ্বরিক গুণবিশিষ্ট। তাঁহার মস্তকে কাঞ্চনাকার সমুজ্জ্বল জটাভার থাকাতে যারপর নাই অপূর্ব্ব শোভাপাইতেছে ॥ ১৮ ॥

তাঁহার গলদেশে শুক্ল যজ্ঞোপবীত, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু ও ললাটে চন্দ্র-সন্নিভ মহোজ্জ্বল তিলক শোভিত রহিয়াছে। এবং সেই তপোধনের সমভিব্যাহারে বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী লক্ষ শিষ্য গমন করিতেছেন। দেবরাজ এইরূপ দর্শনে প্রীত হইয়া ভক্তিযোগে সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিলে সশিষ্য তপোধন দুর্ব্বাসা ইন্দ্রকে আশির্ব্বাদ করিয়া প্রসাদ চিহ্নস্বরূপ বিষ্ণুর প্রদত্ত জরা মৃত্যু রোগ শোক নাশক মোক্ষপ্রদ পারিজাত কুসুম তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥১৯।২০।২১।২২॥

হস্তী তৎস্পর্শমাত্রেণ রূপেণ চ গুণেন চ।
তেজসা বয়সা কান্ত্যা বিষ্ণুতুল্যো বভূব সঃ॥ ২৪ ॥
ত্যক্ত্ব শক্রো গজেন্দ্রশ্চ জগাম ঘোরকাননং।
ন শশাক মহেন্দ্র স্তং রক্ষিতং তেজসা মুনে॥ ২৫ ॥
তৎপুষ্পং ত্যক্তবন্তঞ্চ দৃষ্ট্বা শক্রং মুনীশ্বরঃ।
তমুবাচ মহারুষ্টঃ শশাপ স রুষান্বিতঃ॥ ২৬ ॥
অরে শ্রিয়া প্রমত্তস্ত্বং কথং মামবমন্যসে।
মদ্দত্ত পুষ্পং দত্তঞ্চ গর্ব্বেণ হস্তিমস্তকে॥ ২৭ ॥
বিষ্ণোর্নিবেদিতং পুষ্পং নৈবেদ্যং বা ফলং জলং।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং ত্যাগেন ব্রহ্মহা জনঃ॥ ২৮॥
ভ্রষ্টশ্রীর্ভ্রষ্ট বুদ্ধিশ্চ ভ্রষ্টজ্ঞানো ভবেন্নরঃ।
যস্ত্যজেদ্বিষ্ণু নৈবেদ্যং ভাগ্যেনোপস্থিতং শুভং॥ ২৯ ॥

তখন রাজসম্পদে প্রমত্ত দেবরাজ সেই ঋষিদত্ত পারিজাত কুসুম গ্রহণ করিয়া ভ্রমক্রমে স্বীয় ঐরাবত মস্তকে স্থাপন করিলেন॥ ২৩॥

করিবর সেই কুসুমস্পর্শে তৎক্ষণাৎ রূপ গুণ তেজ বয়ঃক্রম ও কান্তিতে বিষ্ণু তুল্য হইয়া শক্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোরকাননে গমন করিল। দেবেন্দ্র স্ব তেজে কোন রূপে রক্ষা করিতে পারিলেন না॥ ২৪। ২৫॥

তখন মুনিবর দুর্ব্বাসা দেবরাজকে সেই পারিজাতকুসুম পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া মহাক্রোধে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন, দুরাত্মন্! তুই ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া অহঙ্কারে আমার প্রদত্ত পারিজাত কুসুম হস্তি-মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক আমাকে অবজ্ঞা করিলি! ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে অন্ধ হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর কুসুম ত্যাগকরা কি তোর কর্ত্তব্য হইয়াছে?॥ ২৬। ২৭॥

বিষ্ণুর নিবেদিত পুষ্প প্রাপ্তিমাত্রেই গ্রহণ করা উচিত এবং নিবেদিত নৈবেদ্য ও ফল জল প্রাপ্তি মাত্র ভোজন করা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করে সে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়॥ ২৮॥

প্রাপ্তিমাত্রেণ যো ভুঙ্‌ক্তে ভক্ত্যা বিষ্ণুনিবেদিতং।
পুংসাংশতং সমুদ্ধৃত্য জীবন্মুক্তঃ স্বয়ং ভবেৎ॥ ৩০॥
বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজী যো নিত্যন্তু প্রণমেদ্ধরিং।
পুজয়েৎ স্তৌতি বা ভক্ত্যা স বিষ্ণুসদৃশো ভবেৎ॥ ৩১॥
তৎস্পর্শ বায়ুনা সদ্যঃ তীর্থৌঘশ্চ বিশুদ্ধ্যতি।
তৎপাদ রজ সা মূঢ় সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা॥ ৩২॥
পুংশ্চল্যন্নমবীরান্নং শূদ্রশ্রাদ্ধান্ন মেব চ।
যদ্ধরেরনিবেদ্যঞ্চ বৃথামাংস মভক্ষকং॥ ৩৩॥
শিবলিঙ্গ প্রদত্তান্নং যদন্নং শূদ্রযাজিনাং।
চিকিৎসকদ্বিজানাঞ্চ দেবলান্নং তথৈবচ॥ ৩৪॥
কন্যাবিক্রয়িণামন্নং যদন্নং যোনিজীবিনাং।

যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবশে প্রাপ্ত শুভদায়ক বিষ্ণুনৈবেদ্য পরিত্যাগ করে সে যে ভ্রষ্টশ্রী,ভ্রষ্টবুদ্ধি ও ভ্রষ্টজ্ঞান হয় তাহার সন্দেহ নাই॥ ২৯॥

যে পুরুষ বিষ্ণুনিবেদিত বস্তু প্রাপ্তিমাত্র ভক্তিযোগে ভোজন করে, তাহার শত পিতৃপুরুষের উদ্ধার হয় এবং সে স্বয়ং জীবন্মুক্ত হয়॥ ৩০॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপুরিতচিত্তে নিত্য বিষ্ণুর নিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন করে, নিত্য ভগবান্ হরিকে প্রণাম করে এবং নিত্য ভক্তিযোগে একান্তঃকরণে তাঁহার পুজা ও স্তব করে সেই ব্যক্তি বিষ্ণুতুল্য হয়॥ ৩১॥

রে মূঢ়! সেই বিষ্ণুভক্ত পুরুষের স্পর্শবায়ুতে তীর্থ সমুদায় পবিত্র হয় এবং তাঁহার চরণরজঃ স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্য পবিত্রা হইয়া থাকে॥ ৩২॥

পামর! বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন মাহাত্ম্যের বিষয় অধিক কি বলিব পুংশ্চলীর অন্ন, অবীরার অন্ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন, হরির অনিবেদিত অন্ন, অভক্ষ্য বৃথামাংস, শিবলিঙ্গের উদ্দেশে প্রদত্তঅন্ন, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের অন্ন, চিকিৎসক ব্রাহ্মণের অন্ন, দেবলের অন্ন, কন্যাবিক্রেতার

অনুষ্ণান্নং পর্য্যুষিতং সর্ব্বভক্ষ্যাবশেষকং ॥ ৩৫ ॥
শূদ্রাপতি দ্বিজানাঞ্চ বৃষবাহদ্বিজান্নকং।
অদীক্ষিতদ্বিজানাঞ্চ যদন্নং শবদাহিনাং ॥ ৩৬ ॥
অগম্যা গামিনাঞ্চৈব দ্বিজানামন্নমেব চ।
মিত্রদ্রুহাং কৃতঘ্নানাং অন্নং বিশ্বাস ঘাতিনাং ॥ ৩৭ ॥
মিথ্যাসাক্ষি প্রদান্নঞ্চ ব্রাহ্মণানাং তথৈবচ।
এতৎসর্ব্বং বিশুদ্ধেত বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণাৎ ॥ ৩৮ ॥
বিষ্ণুসেবী স্বকীয়ানাং বংশানাং কোটিমুদ্ধরেৎ।
হরেরভক্তো বিপ্রশ্চ স্বঞ্চরক্ষিতুমক্ষমঃ ॥ ৩৯ ॥
অজ্ঞানাদ্যদিগৃহ্লাতি বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যমেব চ।
সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥
জ্ঞাত্বা ভক্ত্যাচ গৃহ্লাতি বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমেব চ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অন্ন, যোনিজীবিগণের অন্ন, সকলের ভোজনাবশিষ্ট অনুষ্ণ ও পর্য্যুষিত অন্ন, শূদ্রাপতি বৃষবাহক ও অদীক্ষিত ব্রাহ্মণের অন্ন, শবদাহীদিগের অন্ন, অগম্যাগামী ব্রাহ্মণের অন্ন, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতকগণের অন্ন এবং মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদ ব্রাহ্মণগণের অন্ন ভোজনে যে সমস্ত পাপ জন্মে বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজনে তৎসমুদায় পাপের খণ্ডন হইয়া থাকে ॥ ৩৩। ৩৪। ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর সেবা করেন তিনি স্বীয় বংশের কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, কিন্তু যে মূঢ় ব্যক্তি হরিভক্তি বিমুখ হয় সে আপনাকেও রক্ষা করিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

অধিক কি বলিব যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানেও বিষ্ণুনির্ম্মাল্য গ্রহণ করে সে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

যস্মাৎ সংস্থাপিতং পুষ্পং গর্ব্বেণ হস্তিমস্তকে।
তস্মাদ্যস্মান পরিত্যজ্য যাতু লক্ষ্মীর্হরেঃ পদং ॥ ৪২ ॥
নারায়ণস্য ভক্তোহহং ন বিভেমীশ্বরং বিধিং।
কালং মৃত্যুং জরাঞ্চৈব কামন্যান্ গণযামি চ ॥ ৪৩ ॥
কিংকরিষ্যতি তে তাতঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
বৃহস্পতি গুরুশ্চৈব নিঃ শঙ্কস্যচ মে হরেঃ ॥ ৪৪ ॥
ইদং পুষ্পং যস্যমূর্দ্ধ্নি তস্যৈব পূজনং পুরঃ।
মূর্দ্ধ্নিচ্ছেদে শিরশিশো শ্চেত্বেদং যোজযিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥
ইতিশ্রুত্বা মহেন্দ্রশ্চ ধৃত্বা তচ্চরণদ্বযং।
উচ্চৈরুরোদ শোকার্ত্তঃ তমুবাচ ভয়াকুলঃ ॥ ৪৬ ॥

আর যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে ॥ ৪১ ॥

রে মূঢ়! তুই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সেই বিষ্ণুর প্রদত্ত কুসুম ঐরাবত মস্তকে স্থাপন করিলি, অতএব আমি এই শাপ প্রদান করিতেছি লক্ষ্মী দেবী তোর স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া হরিচরণে মিলিতা হউন ॥ ৪২ ॥

আমি নারায়ণভক্ত, সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা হইতে আমার ভয় নাই, অন্যের কথা দূরে থাকুক, কাল, মৃত্যু ও জরাকেও আমি ভয় করি না তোমার পিতা প্রজাপতি কশ্যপ কি করিবেন? আমি হরির কৃপায় শঙ্কাবিহীন, অধিক কি গুরু বৃহস্পতিকেও আমি ভয় করি না ॥ ৪৩ ॥ ॥ ৪৪ ॥

ঐ বিষ্ণু দত্ত কুসুম যাহার মস্তকে থাকিবে সর্ব্ব দেবের অগ্রে তাহার পূজা হইবে। আমার এই বরে পার্ব্বতীর শিশু সন্তান গণেশের মস্তক ছিন্ন হইলে তোর ঐ ঐরাবতের মস্তক তাহার স্কন্ধে যোজিত হইবে ॥ ৪৫ ॥

দেবরাজ, ক্রোধাবিষ্ট দুর্ব্বাসার এই অভিশাপ শ্রবণে শোকার্ত্ত ও ভয়াকুল হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া রোদন পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৪৬ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

দত্তঃ সমুচিতঃ শাপো মহ্যং মত্তায়তে প্রভো।
হৃতাত্বযাচেৎ সম্পত্তিঃ কিয়ৎ জ্ঞানঞ্চ দেহি মে॥ ৪৭॥
ঐশ্বর্য্যং বিপদাং বীজং জ্ঞানপ্রচ্ছন্ন কারণং।
মুক্তিমার্গার্গলং দার্ঢ্যং হরি ভক্তি ব্যবাযকং॥ ৪৮॥
জন্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক ভীতাঙ্কুরং পরং।
সম্পত্তি তিমিরান্ধশ্চ মুক্তিমার্গং ন পশ্যতি॥ ৪৯॥
সম্পন্মত্তঃ সুমূঢ়শ্চ সুরামত্তঃ সচেতনঃ।
বান্ধবৈর্ব্বেষ্টিতঃ সোপি বন্ধুদ্বেষ করো মুনে॥ ৫০॥
সম্পন্মদে প্রমত্তশ্চ বিষয়ান্ধশ্চ বিহ্বলঃ।
মহাকামী রাজসিকঃ সত্ত্বমার্গং ন পশ্যতি॥ ৫১॥
দ্বিবিধো বিষয়ান্ধশ্চ রাজসস্তামসঃ স্মৃতঃ।

ইন্দ্র কহিলেন ভগবন্! আপনি আমার মত্ততা দোষের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিলেন। যখন আপনা কর্তৃক আমার সম্পত্তি হৃত হইল তখন আপনি কৃপা করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রদান করুন॥ ৪৭॥

হে ভগবন্! ঐশ্বর্য্য বিপজ্জালের বীজ, জ্ঞান প্রচ্ছাদনের কারণ, মুক্তিমার্গের দৃঢ়তর অর্গল, হরিভক্তিবিলোপের হেতু এবং জন্ম মৃত্যু জরা ও রোগ শোক ভয়ের বিষম অঙ্কুর স্বরূপ। অধিক কি ঐশ্বর্য্য তিমিরে অন্ধ ব্যক্তি কখনই মুক্তিমার্গ দর্শনে সক্ষম হয় না॥ ৪৮॥ ৪৯॥

মুনিবর! যদি সচেতন পুরুষ সম্পত্তি মদে প্রমত্ত হয় অথবা সুরামত্ত হয়, তাহাহইলে সেই মূঢ়ব্যক্তিবান্ধবগণের সহিত একত্র বাস করিয়াও অশঙ্কুচিত চিত্তে অনায়াসে বন্ধুবর্গের দ্বেষ্টা হইয়া থাকে॥ ৫০॥

ঐশ্বর্য্য মদমত্ত বিষয়ান্ধ মহাকামী অজ্ঞান পুরুষ রাজসিক নামে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ব্যক্তি কখন মুক্তিমার্গ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না॥ ৫১॥

অশাস্ত্রজ্ঞস্তামসশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো রাজসঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥
শাস্ত্রে চ দ্বিবিধং মার্গং দর্শযেন্মুনিপুঙ্গব।
প্রবৃত্তি বীজমেকঞ্চ নিবৃত্তেঃ কারণং পরং ॥ ৫৩ ॥
চরন্তি জীবিনশ্চাদৌ প্রবৃত্তৌ দুঃখবর্ত্তনি।
স্বচ্ছন্দে চ প্রসন্নে চ নির্ব্বোধে চৈবসন্ততং ॥ ৫৪ ॥
আপাত মধুনোলোভাৎ ক্লেশে চ সুখমানিনঃ।
পরিণামনাশ বীজে জন্ম মৃত্যু জরাকরে ॥ ৫৫ ॥
অনেক জন্ম পর্য্যন্তং কৃত্বা চ ভ্রমণং মুদা।
স্বকর্ম্ম বিহিতায়াঞ্চ নানাযোন্যাং ক্রমেণ চ ॥ ৫৬ ॥
ততঃ কৃষ্ণানুগ্রহাচ্চ সৎসঙ্গ লভতেজনঃ।
সহস্রেষু শতম্বেকোভবাব্ধি পারকারণং ॥ ৫৭ ॥

বিষয়ান্ধ পুরুষ রাজস ও তামস এই দ্বিবিধরূপে কথিত আছে। তন্মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ রাজস ও অশাস্ত্রজ্ঞ তামস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৫২।

প্রভো! শাস্ত্রে দ্বিবিধ পথ প্রদর্শিত আছে। প্রথম পথ প্রবৃত্তির বীজ এবং দ্বিতীয় পথ নিবৃত্তির কারণ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৫৩ ॥

প্রথমতঃ জীবগণের প্রবৃত্তিমার্গে রতি হয়। প্রবৃত্তি নিরুদ্বিগ্ন প্রসন্ন চিত্ত ও নির্ব্বোধ পুরুষকে আপনার আয়ত্ত করে, পরে তাহাকে একেবারে বিষম দুঃখে পতিত করিয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

জীব সমুদায় আপাততঃ মধুলোভে প্রবৃত্তিমার্গে গমন করিয়া অশেষ ক্লেশকেও পরম সুখ জ্ঞান করে কিন্তু পরিণামে যে তাহাতে জন্ম মৃত্যু জরা নিবন্ধন অবিচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করিতে হয় তৎকালে অর্থাৎ প্রথমে তাহা একবারও স্মরণপথে উদিত হয় না ॥ ৫৫ ॥

এইরূপে জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুজন্ম পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি মার্গে অনবরত ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

সাধুসত্ত্ব প্রদীপেন মুক্তিমার্গং প্রদর্শয়েৎ।
তদা করোতি যত্নঞ্চ জীবী বন্ধন খণ্ডনে ॥ ৫৮ ॥
অনেক জন্ম যোগেন তপসানশনেন চ।
তদা লভেন্মুক্তিমার্গং নির্ব্বিঘ্নং সুখদংপরং ॥ ৫৯ ॥
ইদং শ্রুতং গুরোর্ব্বক্ত্রাৎ প্রসঙ্গাবসরেন চ।
নহিপৃষ্ট মতোন্যঞ্চ জঞ্জাল জালবেষ্টিতঃ ॥ ৬০ ॥
অধুনা বিধিনাদত্তো বিপত্তৌ জ্ঞানসাগরঃ।
সম্পাদ্রূপাবিপদিযং মম নিস্তার কারিণী ॥ ৬১ ॥
জ্ঞানসিন্ধো দীনবন্ধো মহ্যং দীনায় সাংপ্রতং।
দেহীকিঞ্চিৎ জ্ঞান সারং ভবপারং দয়ানিধে ॥ ৬২ ॥

ঐ প্রবৃত্তিমার্গচারী সহস্র ব্যক্তির মধ্যে এক জনের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে ভবসাগর পারের কারণ স্বরূপ সাধুসঙ্গ লাভ হয় ॥ ৫৭ ॥

তৎকালে সাধুব্যক্তি সেই পুরুষকে সত্বগুণ রূপ প্রদীপ দ্বারা মুক্তি-মার্গ দেখাইয়া দেন। তখন সেই পুরুষ সাধুসঙ্গ গুণে মুক্তিমার্গের সারবত্তা পরিজ্ঞাত হইয়া স্বীয় বন্ধন খণ্ডনে যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

জীব বহুজন্ম যোগ তপস্যা ও অনশন ব্রতদ্বারা সেই বিঘ্ননাশন পরম সুখপ্রদ যে মুক্তিমার্গ তাহা অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৫৯ ॥

আমি প্রসঙ্গাবসারে গুরুমুখে এই তত্ত্ববিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎপরে আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ নানাপ্রকার জঞ্জাল জালে বেষ্টিত হইয়া অন্য কাহাকেও উহা জিজ্ঞাসা করিনাই ॥ ৬০ ॥

প্রভো! অধুনা এই বিপত্তিকালে বিধি আমাকে জ্ঞানসাগর প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে বিলক্ষণ বোধগম্য হইতেছে যে সম্পত্তিরূপা বিপদ্ আমার নিস্তারের একমাত্র কারণ হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

হে দয়ানিধে! আপনি জ্ঞানের সমুদ্র স্বরূপ এবং দীন জনের পরম

ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য জ্ঞানিনাং গুরুঃ।
জ্ঞানং কথিতু মারেভে হ্যতি তুষ্টঃ সনাতনঃ ।। ৬৩ ।।

মুনিরুবাচ।

অহো মহেন্দ্র মাঙ্গল্যং মার্গেষ্টং দ্রষ্টু মিচ্ছসি।
আপাত দুঃখবীজঞ্চ পরিনাম সুখাবহং ।। ৬৪ ।।
স্বগর্ভ যাতনানাশপীড়া খণ্ডন কারণং।
দুষ্পারাসারদুর্ব্বার সংসারার্ণব তারণং ॥ ৬৫ ॥
কর্ম্মবৃক্ষাঙ্কুর চ্ছেদ কারণং সর্ব্বতারণং।
সন্তোষ সন্ততিকরং প্রবরং সর্ব্ববর্ত্মনাং ॥ ৬৬ ॥
দানেন তপসা বাপি ব্রতেনানশনাদিনা।
কর্ম্মণা স্বর্গভোগাদি সুখংভবতি জীবিনাং। ৬৭।

বন্ধু, এক্ষণে কৃপাকরিয়া আপনি এই দীনজনকে ভবপারের উপায় স্বরূপ কিঞ্চিৎ জ্ঞানসার প্রদান করুন তাহা হইলেই কৃতার্থ হই ।। ৬২ ॥

জ্ঞানিগণের গুরু ব্রহ্মবিদ্ দুর্ব্বাসা দেবরাজের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদানারম্ভ করিলেন ॥ ৬৩॥

দুর্ব্বাসামুনি কহিলেন হে দেবেন্দ্র! তুমি যে মঙ্গলজনক ইষ্টমার্গ দর্শনের ইচ্ছা করিতেছ,তাহা আপাততঃ দুঃখের বীজস্বরূপ বটে কিন্তু পরিণামে যে তাহাতে কত অক্ষয় সুখ বিদ্যমান আছে তাহা বলিতে পারিনা ॥ ৬৪।

সেই তত্ত্ব পথ আশ্রয় করিলে জীবের গর্ভযাতনা, পীড়া ও মৃত্যুর খণ্ডন হয় এবং ভবরোগ হইতে মুক্তিলাভ হয় অর্থাৎ জীব দুর্নিবার দুষ্পার অসার সংসার সাগর পার হইতে পারে ॥ ৬৫ ।।

সেই তত্ত্বপথ, কর্ম্মরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর চ্ছেদনের কারণ, সর্ব্বনিস্তার হেতু সন্তোষ সন্ততি দায়ক এবং সমস্ত পথের প্রধান রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৬৬।

দান তপস্যা ও অনশন ব্রত প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা দেহিগণের স্বর্গভো-

পূর্ব্বকাম্য কর্ম্মণাঞ্চ মূলং সংছিদ্য যত্নতঃ।
অধুনেদং মোক্ষবীজং সংকল্পা ভাবএব চ ॥ ৬৮ ॥
যৎকর্ম্ম সাত্ত্বিকং কুর্য্যাদসংকল্পিত মেব চ।
সর্ব্বং কৃষ্ণার্পণং কৃত্বা পরে ব্রহ্মণিলীয়তে॥ ৬৯ ॥
সংসারিকানামেতত্তু নির্ব্বাণ মোক্ষণং বিদুঃ।
নেচ্ছন্তি বৈষ্ণবাস্তত্তু সেবা বিরহ কাতরাঃ॥ ৭০ ॥
সেবাং কুর্ব্বন্তি তে নিত্যং বিধায় দেহমুত্তমং।
গোলোকে বাপি বৈকুণ্ঠে তস্মৈব পরমাত্মনঃ॥ ৭১ ॥
হরিসেবাদি রূপাঞ্চ মুক্তি মিচ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
জীবন্মুক্তাশ্চ তে শক্র সকুলোদ্ধার কারিণঃ ॥ ৭২ ॥

গাদি সুখলাভ হয় কিন্তু সে সুখ অনিত্য, জীব যত্ন পূর্ব্বক পূর্ব্বকর্ম্মের মূলচ্ছেদন করিয়া তত্ত্বমার্গ আশ্রয় পূর্ব্বক যে সুখ লাভ করে তাহাই প্রকৃত সুখ, আমি তোমার নিকট যে মোক্ষ বীজস্বরূপ তত্ত্বমার্গের কথা বলিতেছি তাহাতে সঙ্কল্পমাত্রের অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ৬৭॥ ৬৮॥

জীব ফলকামনা বর্জ্জিত হইয়া সাত্ত্বিক কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলে অনায়াসে পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে॥ ৬৯॥

সংসারীদিগের উহাই নির্ব্বাণ মোক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। বিষ্ণুভক্ত মহাত্মারা কোন প্রকারেই ঐনির্ব্বাণ মোক্ষ লাভের ইচ্ছা করেন না, শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবাই তাঁহাদিগের পরম সাধন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা বিরহে তাঁহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই॥ ৭০॥

বিষ্ণুভক্ত সাধুগণ দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ গোলোকে বা বৈকুণ্ঠধামে গমন পূর্ব্বক নিত্য সেই পরমাত্মা হরির সেবা করেন॥ ৬১॥

তাঁহারা হরিসেবা রূপ মুক্তিলাভের কামনা করেন, তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। হে দেবরাজ! অধিক কি বলিব, হরিসেবার গুণে তাঁহারা স্বীয় কুলের উদ্ধারে সমর্থ হন॥ ৭২॥

স্মরণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোরর্চ্চনং পাদসেবনং।
বন্দনং স্তবনং নিত্যং ভক্ত্যা নৈবেদ্যভক্ষণং॥ ৭৩॥
চরণোদক পানঞ্চ তম্মন্ত্র জপনং পরং।
ইদং নিস্তার বীজঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতং ভবেৎ॥ ৭৪॥
ইদং মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং দত্তং মৃত্যুঞ্জয়েন মে।
তচ্ছিষ্যোহহঞ্চ নিঃশঙ্কঃ তৎপ্রসাদাশ্চ সর্ব্বতঃ॥ ৭৫॥
সজন্মদাতা সগুরুঃ সচ বন্ধুঃ সতাংপরং।
যো দদাতি হরের্ভক্তিং ত্রৈলোক্যে চ সুদুর্লভাং॥ ৭৬॥
দর্শয়েদন্যমার্গঞ্চ শ্রীকৃষ্ণ সেবনং বিনা।
সচ তং নাশযত্যেবং ধ্রুবং তদ্বধ ভাগ্‌ভবেৎ॥ ৭৭॥

ভক্তিযোগে নিত্য হরিকে স্মরণ, হরিনাম কীর্ত্তন, হরির অর্চ্চনা, হরির পাদসেবা, হরির বন্দনা, হরির স্তবপাঠ, হরির নৈবেদ্য ভোজন, হরির চরণোদক পান ও তম্মন্ত্র জপ করিলে জীব অনায়াসে নিস্তার প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ নিরবচ্ছিন্ন ঐসমুদায়ই নিস্তারের বীজস্বরূপ হইয়াছে। ফলতঃ হরিপরায়ণ সাধুগণের উহাই একমাত্র বাঞ্ছনীয়॥ ৭৩। ৭৪॥

ভগবান্ কৈলাসনাথ মৃত্যুঞ্জয় আমাকে কৃপা পূর্ব্বক এই মৃত্যুনাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। আমি তাঁহার শিষ্য। তৎপ্রসাদে নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতেছি আমি ত্রিভুবনে কাহাকেও ভয় করি না॥ ৭৫॥

যিনি ত্রৈলোক্যে সুদুর্ল্লভা হরিভক্তি প্রদান করেন, তাঁহার তুল্য বন্ধু আর কেহই নাই, তিনি যে জন্মদাতা, গুরু ও সাধুগণের অগ্রগণ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই॥ ৭৬॥

আর যে ব্যক্তি জীবকে শ্রীকৃষ্ণ সেবা ভিন্ন অন্যপথ দেখাইয়া উপদেশ দেয় সেই ব্যক্তি জীবের বিনাশের কারণ হয় এবং সে নিশ্চয়ই তদ্বধজন্য পাপভাগী হইয়া থাকে॥ ৭৭॥

সন্ততং জগতাং কৃষ্ণনাম মঙ্গল কারণং।
মঙ্গলং বর্দ্ধতে নিত্যং ন ভবেদায়ুষোব্যয়ঃ ॥ ৭৮ ॥
তেভ্যোভ্যুপৈতি কালশ্চ মৃত্যুশ্চ রোগএব চ।
সন্তাপশ্চৈব শোকশ্চ বৈনতেযাদিবো রোগাঃ ॥ ৭৯ ॥
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকশ্চ ব্রাহ্মণ স্বপচোপিবা।
ব্রহ্মলোকং সমুল্লঙ্ঘ্য যাতি গোলোকমুত্তমং ॥ ৮০ ॥
ব্রহ্মণা পূজিতঃ সোপি মধুপর্কাদিনা চ বৈ।
স্তুতঃ সুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ পরমানন্দ ভাবনঃ ॥ ৮১ ॥
জ্ঞানসারং তপঃসারং ব্রহ্মসারং পরং শিবং।
শিবেনোক্তং যোগসারং শ্রীকৃষ্ণ পাদসেবনং ॥ ৮২ ॥
ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব স্বপ্নবৎ।
ভজসত্যপরং ব্রহ্মরাধেশং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৮৩ ॥

অশেষ মঙ্গল কারণ কৃষ্ণনাম, জগতের সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল বর্দ্ধন করেন। এবং কৃষ্ণ নাম করিলে জীবের আয়ুর বৃথা ব্যয় হয় না। ॥ ৭৮ ॥

যেমন সর্পগণ গরুড় হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করে তদ্রূপ কাল মৃত্যু, রোগ, সন্তাপ এবং শোক সেই হরিপরায়ণ সাধুর নিকট হইতে পলায়ন করিয়া থাকে সুতরাং হরিসাধকের কোন বিঘ্নই নাই ॥ ৭৯ ॥

ব্রাহ্মণ হউক বা চণ্ডালই হউক কৃষ্ণমন্ত্রে উপাসক হইলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দ গোলোকে গমন করিতে সমর্থ হন ॥৮০॥

তথায় সেই ব্যক্তি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মধুপর্কাদি দ্বারা পূজিত হন এবং দেব ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

দেবাদিদেব মহাদেব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবাকেই জ্ঞানের সার তপস্যার সার ব্রহ্মজ্ঞানের সার এবং পরম মঙ্গলজনক নিত্য সুখপ্রদ ভক্তি ও মুক্তিদায়ক যোগসার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৮২ ॥

অতীব সুখদং সারং ভক্তিদং মুক্তিদং পরং।
সিদ্ধিযোগ প্রদঞ্চৈব দাতারং সর্ব্বসম্পদাং ॥ ৮৪ ॥
যোগিনামপি সিদ্ধানাং যতীনাঞ্চ তপস্বিনাং।
সর্ব্বেষাং কর্ম্মভোগোঽস্তি ন নারায়ণ সেবিনাং ॥ ৮৫ ॥
ভস্মসাচ্চ ভবেৎ পাপং যদুপস্পর্শমাত্রতঃ।
জ্বলদগ্নৌ পাতিতেন যথা শুষ্কেন্ধনং তথা ॥ ৮৬ ॥
ততোরোগাবিবেপন্তে পাপানি চ ভয়ানি চ।
দুরতশ্চ পলায়ন্তে যমদূতা যথা ভয়াৎ ॥ ৮৭ ॥
তাবন্নিবদ্ধঃ সংসারে কারাগারে বিধের্জনঃ।
ন যাবৎ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ প্রাপ্নোতি গুরুবক্ত্রতঃ ॥ ৮৮ ॥
কৃতকর্ম্ম ভোগরূপ নিগড়চ্ছেদকারণং।
মায়াজালোচ্ছেদ করং মায়াপাশ নিকৃন্তনং ॥ ৮৯ ॥

দেবরাজ! ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তই স্বপ্নবৎ মিথ্যা জানিবে। অতএব তুমি সেই প্রকৃতি হইতে অতীত রাধাকান্ত পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে ভজনা কর ॥ ৮৩ ॥

সেই পরমাত্মা কৃষ্ণ, নিত্য সুখদাতা সার বস্তু ভক্তিমুক্তিদায়ক যোগসিদ্ধি প্রদ ও সর্ব্ব সম্পদের প্রদাতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

যোগী সিদ্ধ যতি ও তপস্বী এই সকলেরই কর্ম্মফলের ভোগ আছে কিন্তু নারায়ণপরায়ণ সাধুব্যক্তিকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না ॥ ৮৫ ॥

যেমন প্রজ্বলিত অনলে শুষ্ককাষ্ঠ পতিত হইয়া ভস্মীভূত হয় তদ্রূপ হরিপরায়ণ সাধুব্যক্তির সংস্পর্শ মাত্রেই পাপ ভস্মসাৎ হয় ॥ ৮৬ ॥

যমদূতগণ যেমন হরিভক্ত সাধুজনের ভয়ে দূরে পলায়ন করে তদ্রূপ রোগ পাপ ও ভয় সমুদায় তাঁহার ভয়ে কম্পিত হইয়া দূরবর্ত্তী হয়। ৮৭।

জীব যাবৎ গুরুমুখ হইতে কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত না হয় তাবৎ বিধাতার সংসার রূপ কারাগারে নিবদ্ধ হইয়া ঘোরতর কষ্ট ভোগ করিতে থাকে ॥ ৮৮ ॥

গোলোকমার্গ শোপানং নিস্তার বীজকারণং।
ভক্ত্যং গুরু স্বরূপঞ্চ নিত্যং বৃদ্ধি মনশ্বরং॥ ৯০॥
সারঞ্চ সর্ব্বতপসাং যোগানাঞ্চ তথৈবচ।
সিদ্ধীনাং বেদপাঠানাং ব্রতাদীনাঞ্চ নিশ্চিতং॥ ৯১॥
দানানাং তীর্থস্নানানাং যজ্ঞাদীনাং পুরন্দর।
পূজানামুপবাসানা মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ৯২॥
পুংসাং লক্ষপিতৃণাঞ্চ শতং মাতামহস্য চ।
পূর্ব্বং পরঞ্চ তৎসংখ্যং পিতরং মাতরং গুরুং॥ ৯৩॥
সহোদরং কলত্রঞ্চ বন্ধুং শিষ্যঞ্চ কিঙ্করং।
সমুদ্ধরেচ্চ শ্বশুরং শ্বশ্রূংকন্যাঞ্চ তৎসুতং॥ ৯৪॥
স্বাত্মানঞ্চ সতীর্থঞ্চ গুরুপত্নীং গুরোঃসুতং।
উদ্ধরেদ্বলবান্ভক্তো মন্ত্র গ্রহণমাত্রতঃ॥ ৯৫॥

— ...হে পুরন্দর! ভগবান্ কমলযোনি কৃষ্ণমন্ত্রকে কর্ম্মফলভোগ রূপ নিগড়ের উচ্ছেদের কারণ, মায়াজালের উচ্ছেদক, মায়াপাশনাশক, গোলোকমার্গের সোপান, নিস্তার বীজ কারণ, ভক্তিদায়ক, গুরুস্বরূপ, নিত্য, উন্নতিশীল, অবিনশ্বর এবং তপস্যা, যোগসিদ্ধি, বেদপাঠ, ব্রত, দান, তীর্থস্নান, পূজা, উপবাস ও যজ্ঞাদি সমুদায়ের সার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ॥ ৮৯। ৯০ ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥

হরিভক্তিপরায়ণ সাধু ব্যক্তি কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র পিতৃপক্ষীয় ঊর্দ্ধতন লক্ষপুরুষ ও অধঃস্তন লক্ষপুরুষকে এবং মাতামহ পক্ষীয় ঊর্দ্ধতন শতপুরুষ ও অধঃস্তন শতপুরুষকে উদ্ধার করেন, তাঁহার সহোদর, পত্নী, বন্ধু, শিষ্য, কিঙ্কর, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, কন্যা ও দৌহিত্র, ইহারা নিস্তার প্রাপ্ত হয় আর তিনি সেই কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ মাত্র গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রকে এবং স্বীয় সহচর ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৯৩। ৯৪। ৯৫ ॥

মন্ত্রগ্রহণ মাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
তৎস্পর্শ সর্ব্বতীর্থৌঘঃ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা॥ ৯৬॥
অনেক জন্ম পর্য্যন্তং দীক্ষাহীনো ভবেন্নরঃ।
তদন্য দেবমন্ত্রঞ্চ লভতে পুণ্যশেষতঃ॥ ৯৭॥
সপ্তজন্মোপদেবানাং কৃত্বা সেবাং স্বকর্ম্মতঃ।
লভতে চ রবের্ম্মন্ত্রং সাক্ষিণঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং॥ ৯৮॥
জন্মত্রয়ং ভাস্করঞ্চ নিসেব্য মানবঃ শুচিঃ।
লভেদ্গণেশ মন্ত্রশ্চ সর্ব্ববিঘ্ন হরং পরং॥ ৯৯॥
জন্মত্রয়ং তং নিসেব্য নির্ব্বিঘ্নশ্চ ভবেন্নরঃ।
বিঘ্নেশস্য প্রসাদেন দিব্যজ্ঞানং লভেন্নরঃ॥ ১০০
তদা জ্ঞান প্রদীপেন সমালোচ্য মহামতিঃ।
অজ্ঞানান্ধ তমংহিত্বা মহামায়াং ভজেন্নরঃ॥ ১০১॥

অধিক কি মনুষ্য কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ মাত্র জীবন্মুক্ত হয় এবং তাঁহার সংস্পর্শে তীর্থ সমুদায় পবিত্র ও বসুন্ধরা সদ্যঃপূতা হইয়া থাকেন॥ ৯৬॥

পুণ্যক্ষয় হইলে মনুষ্য কৃষ্ণমন্ত্র ভিন্ন অন্যদেবের মন্ত্র লাভ করে, সেই ব্যক্তিকে অনেক জন্ম দীক্ষাহীন হইয়া অবস্থান করিতে হয়॥ ৯৭॥

তৎপরে সেই ব্যক্তি সপ্তজন্ম স্বকর্ম্ম বশে উপদেবগণের সেবা করিয়া, সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ ভাস্করের মন্ত্র লাভ করিয়া থাকে॥ ৯৮॥

তদনন্তর জন্মত্রয় সেই মানব পবিত্রভাবে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া পরে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন পবিত্র গণেশ মন্ত্র প্রাপ্ত হয়॥ ৯৯॥

পরে সেই মনুষ্য জন্মত্রয় নির্ব্বিঘ্নে অতিশয় ভক্তিসহকারে বিঘ্ননাশন গণেশের সেবা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দিব্যজ্ঞান লাভকরে॥ ১০০॥

তখন সেই মহামতি অজ্ঞানান্ধকার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান প্রদীপের আলোকে স্বীয় উন্নতি দর্শন পূর্ব্বক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একান্তঃকরণে সেই মহামায়াস্বরূপিণী শক্তির উপাশনায় প্রবৃত্ত হয়॥ ১০১॥

বিষ্ণুমায়াঞ্চপ্রকৃতিং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীং।
সিদ্ধিদাং সিদ্ধিরূপাঞ্চ পরমাং সিদ্ধিযোগিনীং ॥ ১০২ ॥
বাণীরূপাঞ্চ পদ্মাঞ্চ ভদ্রাং কৃষ্ণপ্রিয়াত্মিকাং।
নানারূপাং তাং নিসেব্য জন্মনাং শতকং নরঃ ॥ ১০৩ ॥
তৎপ্রসাদাদ্ভবেৎ জ্ঞানী জ্ঞানানন্দং তদা ভজেৎ।
কৃষ্ণজ্ঞানাধিদেবঞ্চ মহাজ্ঞানং সনাতনং ॥ ১০৪ ॥
শিবং শিবস্বরূপঞ্চ শিবদং শিবকারণং।
পরমানন্দরূপঞ্চ পরমানন্দরূপিণং ॥ ১০৫ ॥
সুখদং মোক্ষদং চৈব দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
অমরত্ব প্রদঞ্চৈব দীর্ঘমায়ুষ্টদং পরং ॥ ১০৬ ॥
ইন্দ্রত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ দাতুং সক্তঞ্চ লীলযা।
রাজেন্দ্রত্ব প্রদঞ্চৈব জ্ঞানদং হরিভক্তিদং ॥ ১০৭ ॥

সেই দেবী বিষ্ণুমায়া, পরমা প্রকৃতি, দুর্গতি নাশিনী দুর্গা, সিদ্ধিদায়িনী, সিদ্ধিরূপা, পরম তত্ত্বরূপিণী, সিদ্ধিযোগিনী, বাণীরূপা, পদ্মা, ভদ্রা ও কৃষ্ণপ্রিয়াত্মিকা বলিয়া কথিতা হন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি শতজন্ম সেই নানারূপিণী শক্তির সেবা করিয়া তৎপ্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানানন্দময় কৃষ্ণজ্ঞানাধিদেব মহাজ্ঞানী সনাতন শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১০২। ১০৩। ১০৪ ॥

সেই দেবাদিদেব মঙ্গলস্বরূপ মঙ্গলদাতা, মঙ্গলকারণ, পরমানন্দরূপী, পরমানন্দময়, সমস্ত সম্পত্তি ও সুখমোক্ষদাতা, এবং অমরত্ব প্রদানে ক্ষমবান্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। তাঁহার প্রসাদে মনুষ্য দীর্ঘায়ু হইয়া অনায়াসে পরম সুখলাভ করিতে পারে ॥ ১০৫। ১০৬ ॥

সেই শূলপাণি ভগবান্ শঙ্কর অবলীলাক্রমে ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব ও রাজেন্দ্রত্ব প্রদান করিতে সমর্থ হন। অধিক কি সেই ভবানীপতি আশুতোষের প্রসাদে মনুষ্য জ্ঞান ও হরিভক্তি লাভে সক্ষম হয় ॥ ১০৭ ॥

জন্মত্রয়ং সমারাধ্য শুচিতোষ প্রসাদতঃ।
সর্ব্বদস্য প্রসাদেন শঙ্করস্য মহাত্মনঃ ॥ ১০৮ ॥
বরদস্য বরেনৈব হরিভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং।
তদা তদ্ভক্ত সংসর্গাৎ কৃষ্ণমন্ত্রং লভেৎ ধ্রুবং ॥ ১০৯ ॥
নির্ম্মল জ্ঞানদীপেন সুপ্রদীপেন তত্ত্ববিৎ।
ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব পশ্যতি ॥ ১১০ ॥
দয়ানিধেঃ প্রসাদেন নির্ম্মল জ্ঞানমালভেৎ।
বরদস্য বরেনৈব হরিভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং ॥ ১১১ ॥
তদা নিবৃত্তি মাপ্নোতি সারাৎসারাৎ পরাৎপরাৎ।
যত্র দেহে লভেন্মন্ত্রং তদ্দেহাবধি ভারতে ॥ ১১২ ॥
তৎপাঞ্চভৌতিকং ত্যক্ত্বা বিভর্ত্তি দিব্যরূপকং।
করোতি দাস্যং গোলোকে বৈকুণ্ঠে বা হরেঃপদং ॥ ১১৩॥

সেই শিবোপাশক ব্যক্তি জন্মত্রয় পবিত্রভাবে ভক্তিপূর্ব্বক দেবাদিদেবের উপাসনা করিয়া সেই সর্ব্বসম্পৎ প্রদাতা ভগবান্ শঙ্করের প্রসন্নতা লাভ করেন। পরে তাঁহার বরে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির হরিভক্তি লাভ হয়। তখন সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ ভক্তসংসর্গে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥

তখন সেই তত্ত্বজ্ঞান পুরুষ সুপ্রদীপ স্বরূপ নির্ম্মল জ্ঞানদীপের আলোকে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত মিথ্যাময় দর্শন করেন। দয়ানিধি শিবের প্রসাদে ঐ নির্ম্মল জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয়ই সেই শিববরে তাঁহার হৃদয়ে পরম দেবদুর্ল্লভ হরিভক্তি সঞ্চারিত হয় ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥

তখন সেই ব্যক্তি যেদেহে কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হন তদ্দেহাবধি সেই সারাৎসার পরাৎপর কৃষ্ণের প্রসাদে নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে ॥ ১১২ ॥

তৎপরে সেই মহাত্মা পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপে গোলোকে বা বৈকুণ্ঠধামে গমন পূর্ব্বক হরির দাসত্ব করেন ॥ ১১৩ ॥

পরমানন্দ সংযুক্তো মোহাদিষু বিবর্জ্জিতঃ।
ন বিদ্যতে পুনর্জ্জন্ম পুনরাগমনং সুর ॥ ১১৪ ॥
পুনশ্চ ন পিবেৎ ক্ষীরং ধৃত্বা মাতৃস্তনং পরং।
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকানাং গঙ্গাদি তীর্থ সেবিনাং ॥ ১১৫ ॥
স্বধর্ম্মিণাঞ্চ ভিক্ষুণাং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।
তীর্থে পরিত্যজেৎ পাপং নিত্যংকৃত্বা হরিংভজেৎ ॥ ১১৬ ॥
অযং নিরূপিতো ধাত্রা স্বধর্ম্ম তীর্থ সেবিনাং।
তন্নাম মন্ত্রং প্রজপেৎ তৎসেবাদিসু তৎপরঃ ॥ ১১৭ ॥
তৎব্রতোপবাস রত ইত্যেবং বিষ্ণুসেবিনাং।
সদন্নে বা কদন্নে বা লোষ্টে বা কাঞ্চনে তথা ॥ ১১৮ ॥
সম বুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ।
দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্ত বস্ত্র মাত্রঞ্চ ধারয়েৎ ॥ ১১৯ ॥

সেই হরিপরায়ণ ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম নাই, আর তাঁহাকে ভারতে আগমন করিয়া মাতৃস্তন ধারণ পূর্ব্বক ক্ষীর পান করিতে হয় না, তিনি সেই পরমধামে পরমানন্দযুক্ত ও মোহবিবর্জ্জিত হইয়া নিত্যসুখের অধিকারী হন। এইরূপ কৃষ্ণমন্ত্রে উপাসক, গঙ্গাতীর্থ সেবী, স্বধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ ও সন্ন্যাসিগণের পুনর্জ্জন্ম নাই, কারণ তাঁহারা তীর্থে পাপমোচন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া নিত্য পরমাত্মা হরির উপাসনায় সমর্থ হইয়া নিরন্তর হরিনামামৃত পান করিয়া থাকেন ॥ ১১৪। ১১৫। ১১৬ ॥

বিধাতা স্বধর্ম্মাক্রান্ত ও তীর্থসেবী মানবগণের পক্ষে এই নিয়ম নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাদি তৎপর এবং তদব্রত ও উপবাসাদি কার্য্যেতে অনুরক্ত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন ও তন্মন্ত্র জপ করিবে। হরিপরায়ণ সাধুব্যক্তিদিগেরও উক্ত নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে। যাঁহার উৎকৃষ্ট অন্নে বা কদন্নে এবং লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে সমজ্ঞান আছে তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত হন। সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ দিগের

নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ।
শুদ্ধাচার দ্বিজান্নঞ্চ ভুঙ্ক্তে লোভাদি বর্জ্জিতঃ ॥ ১২০ ॥
কিন্তু কিঞ্চিন্ন যাচেত স সন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ।
ন নগরী নাশ্রমী চ সর্ব্বকর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ॥ ১২১॥
ধ্যায়েন্নারায়ণং শশ্বৎ স সন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ।
অযাচিতোপস্থিতঞ্চ মিষ্টামিষ্টঞ্চ ভুক্তবান্॥ ১২২ ॥
ন যাচতে ভক্ষনার্থী স সন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ।
নচ পশ্যেন্মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেত্তৎসমীপতঃ॥ ১২৩॥
দারবীমপিযোষাঞ্চ ন স্পৃশেৎযঃ স ভিক্ষুকঃ।
অযং সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্ম ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ১২৪॥
বিপর্য্যযে বিনাশশ্চ জন্ম যাম্যং ভযং ভবেৎ।
জন্মদুঃখং যাম্য দুঃখং জীবিনামতি দারুণং॥ ১২৫॥

দণ্ড কমণ্ডলু ও রক্তবস্ত্র মাত্র ধারণ করিতে হইবে॥ ১১৭॥ ১১৮॥ ১১৯॥

যে ব্যক্তি একস্থানে বাস না করিয়া নিত্য প্রবাসী হয় এবং লোভাদি-বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করে কিন্তু কিছু প্রার্থনা করেনা, সেই পুরুষকেই সন্ন্যাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সন্ন্যাসী, আশ্রমী ও নগরবাসী হইবে না, সর্ব্বকর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইবে॥ ১২০। ১২১॥

সন্ন্যাসীগণ নিরবচ্ছিন্ন সনাতন নারায়ণের ধ্যান করিবে এবং অযাচিত রূপে উপস্থিত মিষ্ট বা অমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে, কিন্তু ভক্ষণার্থী হইয়া কিছু প্রার্থনা করিবে না। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির মুখাবলোকন বা স্ত্রীজাতির নিকটে অবস্থিতি করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে এমন কি সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি স্ত্রীজাতির দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তিও স্পর্শ করিবে না। ভগবান্ ব্রহ্মা সন্ন্যাসীগণের এইরূপ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১২২। ১২৩॥ ১২৪।

সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ঐ ধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিলে জন্ম মৃত্যু জন্য ক্লেশ ও যমযন্ত্রণা ভোগ করে, স্বধর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই জন্ম-

সুর শূকরযোনৌবা গর্ভে দুঃখং সমং স্মৃর।
যো নৌবা ক্ষুদ্রজন্তুনাংপশ্বাদীনাং তথৈবচ ॥ ১২৬ ॥
গর্ভে স্মরন্তি সর্ব্বে তে জীবিনো বিষ্ণুমায়যা।
স্বদেহং পাতি যত্নেন সুরো বা কীট এব বা ॥ ১২৭ ॥
যোনেরভ্যন্তরে শুক্র পতিতে পুরুষস্য চ।
শুক্র শোনিত যুক্তঞ্চ সহসা তৎক্ষণং ভবেৎ ॥ ১২৮ ॥
রক্তাধিকে মাতৃসম শ্চেতরে পিতুরাকৃতিঃ।
যুগ্মাহে চ ভবেৎ পুত্রঃ কন্যকা তদ্বিপর্য্যযে ॥ ১২৯ ॥
রবি ভৌম গুরূণাঞ্চ বারে চেত্তদ্ভবেৎ সুতঃ।
অযুগ্মাহে তদিতরে বারেচ কন্যকা ভবেৎ ॥ ১৩০ ॥

দুঃখ ও দেহান্তে অসহ্য দারুণ যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ॥ ১২৫ ॥

জীব সমুদায় দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করুক বা শূকর যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করুক, গর্ভবাসে বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া সমান দুঃখ ভোগ করে। ক্ষুদ্রজন্তুর যোনিতে জন্মগ্রহণে জীবের যেরূপ কষ্ট পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণেও জীবের সেইরূপ কষ্ট ভোগ হয়। আর দেবতাই হউক বা কীটই হউক সকলেই যত্নসহকারে স্বদেহ রক্ষা করিয়া থাকে ॥১২৬।১২৭ ॥

যোনির অভ্যন্তরে পুরুষের শুক্র পতিত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ শুক্র শোণিতের সহিত একত্রীভূত হইয়া যায় ॥ ১২৮ ॥

শুক্রশোণিত সংযোগ কালে শোণিতের আধিক্য থাকিলে জীব মাতৃতুল্য ও শুক্রের আধিক্য থাকিলে পিতৃতুল্য আকার ধারণ করে। ঋতুকালীন যুগ্মদিনে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ হইলে পুত্রোৎপত্তি হয় এবং অযুগ্মদিনে সংযোগ হইলে কন্যার উদ্ভব হইয়া থাকে ॥ ১২৯ ॥

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে ঋতুকালীন যুগ্মদিনে রবি, মঙ্গল, ও গুরুবাসরে স্ত্রীপুরুষের সংযোগে পুত্র উৎপন্ন হয় আর অযুগ্মদিনে তদ্ভিন্ন বারে স্ত্রীপুরুষের সংযোগ হইলে নিশ্চয়ই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে ॥ ১৩০ ॥

প্রথম প্রহরে জন্ম যস্য সোঽল্পায়ুরেবচ।
দ্বিতীয়ে মধ্যমশ্চৈব তৃতীয়ে তৎপরো ভবেৎ ॥ ১৩১ ॥
চতুর্থে চিরজীবী চ ক্ষণানুরূপকো ভবেৎ।
দুঃখী বাথ সুখী বাপি পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপতঃ ॥ ১৩২ ॥
যাদৃশে চ ক্ষণে জন্ম প্রসবস্তাদৃশে ভবেৎ।
প্রসূতি ক্ষণচর্চ্চাঞ্চ কুর্ব্বন্ত্যেব বিচক্ষণাঃ ॥ ১৩৩ ॥
কলনন্ত্বেক রাত্রেণ বর্দ্ধয়েচ্চ দিনে দিনে।
সপ্তমে বদরাকারো মাসে গণ্ডসমোভবেৎ ॥ ১৩৪ ॥
মাসত্রয়ে মাংসপিণ্ডো হস্তপাদাদি বর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বাবয়ব সম্পন্নো দেহী মাসে চ পঞ্চমে ॥ ১৩৫ ॥
ভবেত্তু জীবসঞ্চারঃ ষণ্মাসে সর্ব্বতত্ত্ববিৎ।
দুঃখী স্বল্পাস্থল স্থায়ী শকুন্তইব পিঞ্জরে ॥ ১৩৬ ॥

প্রথম প্রহরে যে জীবের জন্ম হয় সে অল্পায়ু, দ্বিতীয় প্রহরে যাহার জন্ম হয় সে মধ্যমায়ু, তৃতীয় প্রহরে যাহার জন্ম হয় সে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু আর চতুর্থ প্রহরে যাহার জন্ম হয় সে সম্পূর্ণ দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। ক্ষণানুসারে জীবের এই প্রকার আয়ুর নিয়ম নিরূপিত আছে। কিন্তু জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে জীব সুখ ও দুঃখ ভোগ করে ॥ ১৩১। ১৩২ ॥

যেরূপ ক্ষণে জীবের জন্ম হয় সেইরূপ ক্ষণে জীব গর্ত্ত হইতে বিনির্গত হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রসবক্ষণ এইরূপ নিরূপিত ॥ ১৩৩ ॥

গর্ব্ভে একরাত্রিতে শুক্রশোণিতের সঙ্কলন হয়। পরে দিনে দিনে তাহার বৃদ্ধি হইতে থাকে, সপ্তম দিনে উহা বদরাকার ধারণ করে এক মাসে গণ্ডতুল্য হয়। মাসত্রয়ে হস্তপদাদি বর্জ্জিত মাংসপিণ্ডবৎ অবস্থান করে, তৎপরে পঞ্চম মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সমস্ত অবয়ব বিশিষ্ট হইয়া গর্ভকোষে স্থিতিকরে ॥ ১৩৪। ১৩৫ ॥

অতঃপর ষণ্মাসে তাহাতে জীবসঞ্চার হয়। জীব সেই দেহাবলম্বনে

মাতৃজগ্ধান্ন পানঞ্চ ভুঙ্ক্তে মেহধ্যস্থলে স্থিতঃ।
হাহেতি শব্দং কৃত্বা চ চিন্তয়েদীশ্বরং পরং ॥ ১৩৭ ॥
এবঞ্চ চতুরোমাসান্ ভুক্ত্বা পরম যাতনাং।
প্রেরিতো বায়ুনাকালে গর্ভাচ্চ নির্গতো ভবেৎ ॥ ১৩৮ ॥
দিগ্দেশ কালাবুত্‌্যৎপন্নো বিস্মৃতো বিষ্ণুমায়য়া।
শশ্বদ্বিন্মূত্র সংযুক্তঃ শিশুশ্চ শৈশবাবধি ॥ ১৩৯ ॥
পরাযত্তোপ্যক্ষমশ্চ মশকাদি নিবারণে।
কীটাদি ভুক্তো দুঃখী চ রৌতি তত্র পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪০ ॥
স্তনাশ্চোপ্যসমর্থশ্চ যাচ্ঞাং কর্ত্তুমভীপ্সিতং।
ন বাণী নিঃ সরেত্তস্য পৌগণ্ডাবধি পাবতঃ ॥ ১৪১ ॥

সমস্ত তত্ত্বদর্শী হইয়া স্বীয় জন্মান্তরীণ কার্য্য সকল স্মরণ করিতে থাকে। গর্ভবাসে জীবের ক্লেশের ইয়ত্তা নাই। পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় জীবকে সেই অত্যল্পমাত্র স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয় ॥ ১৩৬ ॥

জীব জননী জঠরে অতি অপবিত্র স্থলে স্থিতিকরিয়া মাতৃভুক্ত অন্নাদির রস পান পূর্ব্বক হাহাকার রবে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই পরাৎপর পরমেশ্বর হরিকে স্মরণ করে ॥ ১৩৭ ॥

অনন্তর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জীব মাতৃ গর্ভে চারিমাস এইরূপ বিষম যাতনা ভোগ করিবার পর দশমমাসে নিয়মিত ক্ষণে প্রসূতি বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্ভ হইতে বিনির্গত হয় ॥ ১৩৮ ॥

এইরূপে ভুমিষ্ঠ হইয়া জীব বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন হওয়াতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সমুদায় বিস্মৃত হয়। তখন দিক্, দেশ, কাল, জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, সর্ব্বদা বিষ্ঠামূত্র জড়িত হইয়া সেই শৈশব কাল যাপন করে ॥ ১৩৯ ॥

অতি শৈশবকালে জীব পরায়ত্ত থাকে, মশকাদি নিবারণেও সমর্থ হয় না, সুতরাং তৎকালে নানাবিধ কীটাদির দংশনে কাতর হইয়া অতি ক্লেশে উচ্চৈঃস্বরে বারংবার রোদন করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৪০ ॥

পৌগণ্ডে যাতনাং ভুক্ত্বা প্রাপ্নোতি যাতনাং পুনঃ।
নস্মরেন্মায়য়া দেহী গর্ভাদি যাতনাং পুনঃ ॥ ১৪২ ॥
আহার মৈথুনার্ত্তশ্চ নানা মোহাদি বেষ্টিতঃ।
পুত্রং কলত্র মনুগং যত্নেন পরিপালয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥
এবং যাবৎ সমর্থশ্চ তাবদেব হি পূজিতঃ।
অসমর্থঞ্চ মন্যন্তে বান্ধবা গোজরং যথা ॥ ১৪৪ ॥
যদাতীব জরাযুক্তো জড়োঽতি বধিরো ভবেৎ।
কাশশ্বাসাদি যুক্তশ্চ পরাবত্তোঽতি মূঢ়বৎ ॥ ১৪৫ ॥
তদন্তরেঽনুতাপঞ্চ করোতি সন্ততং পুনঃ।
ন সেবিতো হরেস্তীর্থং সৎসঙ্গশ্চাপি তাপতঃ ॥ ১৪৬ ॥

তৎকালে জীব মাতৃস্তন দেখিতে পায় না এবং তাহার স্বীয় অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা করিবারও ক্ষমতা থাকে না। শৈশবে এইরূপ যাতনা ভোগের পর জীবের পৌগণ্ড কাল উপস্থিত হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত জীব সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে ॥ ১৪১ ॥

পৌগণ্ডে যাতনা ভোগ করিয়া যে জীবের ক্লেশের অবশান হয় তাহা নহে, তৎপরেও পুনঃ পুনঃ জীবকে অশেষ যাতনা সহ্য করিতে হয় কিন্তু বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আর সে গর্ভ যন্ত্রণা স্মরণ করে না। ১৪২।

তৎপরে দেহী মোহাদি বেষ্টিত ও আহার মৈথুনে সমাসক্ত হইয়া যত্নসহকারে অনুগত পুত্র কলত্র পালন করিয়া থাকে ॥ ১৪৩ ॥

মনুষ্য যে কাল পর্য্যন্ত পরিজনাদি বন্ধুবর্গের পোষণে সমর্থ থাকে তাবৎ তাহাদিগের নিকট সমাদৃত হয় কিন্তু তাহাদিগের পোষণে অক্ষম হইলে সেই বান্ধবগণ জরাক্রান্ত বৃষের ন্যায় অবজ্ঞা করে ॥ ১৪৪ ॥

তৎপরে মানব অতীব জরাগ্রস্ত বধির জড় ও শ্বাস কাশাদিযুক্ত হইলে তাহাকে মূঢ়ের ন্যায় পরাধীন হইয়া কাল হরণ করিতে হয় ॥ ১৪৫ ॥

তখন সেই মানব নিরন্তর পুনঃপুনঃ এইরূপ অনুতাপ করে, হায়!

পুনশ্চ মানবীং যোনিং লভামি ভারতে যদি।
তদা তীর্থং গমিষ্যামি ভজামি কৃষ্ণমিত্যহো॥ ১৪৭ ॥
ইত্যেবমাদি মনসি কুর্ব্বন্তং তং জড়ংস্মুর।
গৃহ্নাতি যমদূতশ্চ কালে প্রাপ্তেতি দারুণঃ॥ ১৪৮ ॥
সপশ্যেদ্যমদূতঞ্চ পাশহস্তঞ্চ দণ্ডিনং।
অতীব কোপরক্তাক্ষং বিকৃতাকারমুল্বনং॥ ১৪৯ ॥
দুর্নিবার্য্যমুপায়ৈশ্চ বলিষ্ঠঞ্চ ভয়ঙ্করং।
যদ্দৃষ্টং সর্ব্বসিদ্ধিজ্ঞং সর্ব্বাদৃষ্টং পুরস্থিতং॥ ১৫০ ॥
দৃষ্টিমাত্রান্মহা ভীতো বিন্মূত্রঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।
তদা প্রাণাংস্ত্যজেৎ সদ্যোদেহঞ্চ পাঞ্চভৌতিকং।১৫১ ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং গৃহীত্বা যমকিঙ্করঃ।
বিন্যস্য ভোগদেহে চ স্বস্থানং স্থাপয়েৎদ্রুতং॥ ১৫২ ॥

আমি তীর্থ সেবা ও সাধুসঙ্গ করি নাই, আমার গতি কি হইবে! যদি পুনর্ব্বার আমার মানব যোনিতে জন্ম হয় তাহাহইলে নিশ্চয় তীর্থপর্য্যটন করিব ও নিরন্তর হরি ভজন করিতে ক্রটি করিব না॥ ১৪৬। ১৪৭ ॥

এইরূপ মনে মনে অনুতাপ করিতে করিতে সেই জড় স্বরূপ মানবের কাল প্রাপ্তি হইলে সুদারুণ যমদূত তাহাকে গ্রহণ করে॥ ১৪৮ ॥

তখন পাশ ও দণ্ড হস্ত অতিক্রোধে রক্তবর্ণ নেত্র বিকৃতাকার দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর যমদূত তাহার দৃষ্টিগোচর হয়॥ ১৪৯ ॥

সেই যমকিঙ্কর সমস্ত উপায়ে অনিবার্য্য বলিষ্ঠ ও ভয়ঙ্কর। সর্ব্বসিদ্ধি তাহার বিদিত আছে। সেই যমদূতকে অন্য সকলে দেখিতে পায়না, কেবল সেই চরমাবস্থ ব্যক্তিই সম্মুখে দর্শন করিয়া থাকে॥ ১৫০ ॥

সেই মুমুর্ষু মানব তদ্রূপ যমদূত দর্শন মাত্র মহা ভীত হইয়া বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রাণ ও পাঞ্চভৌতিক কলেবর ত্যাগ করে।১৫১।

জীবী গত্বা যমং পশ্যেৎ সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞমেব চ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ সস্মিতং সুস্থিরং পরং ॥ ১৫৩॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারজ্ঞং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বতোমুখং।
বিশ্বেষেকাধিকারঞ্চ বিধাত্রা বর্দ্ধিতং পুরা॥ ১৫৪॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং রত্নভূষণ ভূষিতং।
বেষ্টিতং পার্শ্বদগণৈর্দূতৈশ্চাপি ত্রিকোটিভিঃ॥ ১৫৫॥
জপন্তং শ্রীকৃষ্ণনাম শুদ্ধস্ফাটিক মালযা।
ধ্যাযমানং তৎপদাব্জং পুলকাঙ্কিত বিগ্রহং॥ ১৫৬॥
সগদ্গদং সাশ্রুনেত্রং সর্ব্বত্র সম দর্শিনং।
অতীব কমনীযঞ্চ শশ্বৎ সুস্থির যৌবনং॥ ১৫৭॥

তখন যমকিঙ্কর অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভোগদেহে যোজিত করিয়া সত্বর তাহাকে যমালয়ের যথাস্থানে স্থাপন করে॥ ১৫২॥

এইরূপে জীব যমলোক প্রাপ্ত হইয়া রত্নসিংহাসনস্থ সুস্থির সহাস্য বদন সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ প্রাধান্যযুক্ত ধর্ম্মরাজ যমকে দর্শন করিয়া থাকে॥১৫৩॥

সেই যমরাজ সর্ব্বজ্ঞ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে সুনিপুণ। জীব সকল দিক্ হইতেই তাঁহার মুখ দর্শন করিতে পারে। পূর্ব্বে বিধাতা কর্ত্তৃক সমুদায় বিশ্বে সেই যমের অধিকার বর্দ্ধিত হইয়াছে॥ ১৫৪॥

যম অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গে রত্নভূষণ সমুদায় শোভা পাইতেছে এবং তিনি পার্ষদগণে ও ত্রিকোটি দূতে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন॥ ১৫৫॥

সেই যমরাজ অতি কমনীয় স্থির যৌবনসম্পন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী। তিনি নিরন্তর শুদ্ধ স্ফটিক মালা দ্বারা সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন এবং ভক্তি গদ্গদ চিত্তে ও পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া দেবদুর্ল্লভ তাঁহার চরণপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করাতে তদীয় নয়নযুগল হইতে অনবরত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে॥ ১৫৬। ১৫৭॥

স্বতেজসা প্রজ্বলন্তং সুখদৃশ্যং বিচক্ষণং।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভং চিত্রগুপ্ত পুর স্থিতং ॥ ১৫৮ ॥
পুণ্যাত্মনাং শান্তরূপং পাপিনাঞ্চ ভয়ঙ্করং।
তদ্দৃষ্ট্বা প্রণমেদ্দেহী মহাভীতশ্চ তিষ্ঠতি ॥ ১৫৯ ॥
চিত্রগুপ্ত বিচারেণ যেষাং যদুচিতং ফলং।
শুভাশুভঞ্চ কুরুতে তদেব রবিনন্দনঃ ॥ ১৬০ ॥
এবং তেষাং গতাযাতে নিবৃত্তির্নাস্তি জীবিনাং।
নিবৃত্তি হেতুরূপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণপাদ সেবনং ॥ ১৬১ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং বরং প্রার্থয বাঞ্ছিতং।
সর্ব্বং দাস্যামি তে বৎস ন মে সাধ্যঞ্চ কিঞ্চন ॥ ১৬২ ॥

সেই ধর্ম্মরাজ সুন্দর সুবিচক্ষণ ও স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান। শারদীয় পর্ব্ব কালীন চন্দ্রের ন্যায় তাহার কমনীয় কান্তি প্রকাশমান হইতেছে এবং চিত্রগুপ্ত তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতেছে ॥ ১৫৮ ॥

তিনি পুণ্যবান্‌দিগের দৃষ্টিতে শান্ত গুণসম্পন্ন ও পাপিগণের দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর। দেহী ঐ রূপ যম দর্শনে মহাভীত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে ॥ ১৫৯ ॥

চিত্রগুপ্তের বিচারে যে জীবের যেরূপ উচিত ফল দৃষ্ট হয় সূর্য্যতনয় যম তদনুসারে তাহাদিগের শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬০ ॥

এইরূপ জীবগণ বারংবার সংসারে ও নরকে গমনাগমন করে, তাহাদিগের গতায়াতের নিবৃত্তি নাই। কেবল একমাত্র দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবাই নিবৃত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ১৬১ ॥

হে দেবরাজ! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত জ্ঞানোপদেশ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। বৎস! ইহলোকে আমার অসাধ্য কিছুই নাই, আমি সমস্তই প্রদান করিতে পারি ॥ ১৬২ ॥

মহেন্দ্র উবাচ।

ইন্দ্রত্বঞ্চ গতং ভদ্রং কিমৈশ্বর্য্যে প্রযোজনং।
কল্পবৃক্ষ মুনিশ্রেষ্ঠ দেহি মে পরমং পদং ॥ ১৬৩ ॥
মহেন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
তমুবাচ বচঃ সত্যং বেদোক্তং সারমেব চ ॥ ১৬৪ ॥

মুনিরুবাচ।

পরংপদং বিষযিনাং মহেন্দ্রাদি সুদুর্লভং।
মুক্তির্ষু্যাদ্বিধানঞ্চ ন লযে প্রাকৃতেপিচ ॥ ১৬৫ ॥
আবির্ভাব সৃষ্টিবিধৌ তিরোভাবো লযেপি চ।
যথা জাগরণং সুপ্তির্ভবত্যেব ক্রমেণ চ ॥ ১৬৬ ॥
যথা ভ্রমতি কালশ্চতথা বিষযিনো ধ্রুবং।
চক্রনেমিক্রমেণৈব নিত্যমেবেশ্বরেচ্ছযা ॥ ১৬৭ ॥

মুনিবর দুর্বাসার এইরূপ প্রীতি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ কহিলেন, ভগবন্! আমার ইন্দ্রত্ব বিগত হইয়াছে, আর ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আপনি কল্পবৃক্ষ স্বরূপ, অতএব কৃপা করিয়া আমার মনোরথ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করুন অর্থাৎ আমাকে পরম পদ প্রদান করুন ॥ ১৬৩ ॥

মুনিবর দুর্ব্বাসা দেবরাজের এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া বেদোক্ত সার বাক্যে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৬৪ ॥

দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! বিষয়িগণ পরমপদ লাভ করিতে পারে না, উহা মহেন্দ্রাদির সুদুর্লভ। প্রাকৃতিক লয়েও যুষ্মদ্বিধ ভোগবান্ পুরুষের মুক্তিলাভ হয় না ॥ ১৬৫॥

যেমন যথাক্রমে একবার জাগরণ ও একবার সুষুপ্তি হয় তদ্রূপ সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃষ্টিকালে সমস্ত জীবের আবির্ভাব ও লয়ে তিরোভাব হয় ॥ ১৬৬ ॥

ঈশ্বরেচ্ছায় কাল যেমন চক্রনেমিক্রমে নিরত ভ্রমণ করে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণও তদ্রূপ অবিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মাণ্ডে নিশ্চয় ভ্রমণ করে ॥ ১৬৭ ॥

পলমেকং ভবেদেব যথা বিপল ষষ্টিভিঃ।
ষষ্টিভিশ্চ পলৈর্দ্দণ্ডো মুহূর্ত্তং দ্বিগুণাত্ততঃ॥ ১৬৮ ॥
ত্রিংশদেব মুহূর্ত্তশ্চ ভবেদেব দিবানিশং।
দশপঞ্চ দিবারাত্রিঃ পক্ষমেকং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ১৬৯ ॥
পক্ষাভ্যাং শুক্লকৃষ্ণাভ্যাং মাসএব বিধীয়তে।
ঋতুর্দ্বাভ্যাঞ্চ মাসাভ্যাং সংখ্যাবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং।১৭০।
ঋতুত্রযেনাযনঞ্চ তাভ্যাং দ্বাভ্যাঞ্চ বৎসরঃ।
বিংশৎসহস্রাধিকৈব ত্রিচত্বারিংশ লক্ষকৈঃ॥ ১৭১ ॥
বৎসরৈর্নরমানৈশ্চ যুগাশ্চত্বারএব চ।
ষষ্ট্যধিকে পঞ্চশতে সহস্রে পঞ্চবিংশতৌ॥ ১৭২ ॥
যুগে নরাণাং শক্রায়ুর্ম্মনোরায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতং।
দিগ্গক্ষেন্দ্র নিপাতেঽষ্ট সহস্রাধিক এব চ॥ ১৭৩ ॥
নিপাতো ব্রহ্মণস্তত্র ভবেৎ প্রাকৃতিকো লয়ঃ।
লয়ে প্রাকৃতিকে বৎস কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ১৭৪ ॥

হে দেবেন্দ্র! সংখ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ কাল নিয়ম এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন, ষষ্টি বিপলে এক পল, ষষ্টি পলে এক দণ্ড, দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্রি হয়, পঞ্চদশ দিবারাত্রিতে এক পক্ষ, শুক্ল ও কৃষ্ণ, দুই পক্ষে একমাস, দুইমাসে একঋতু হয়॥ ১৬৮।১৬৯।১৭০।

এবং তিন ঋতুতে এক অয়ন ও দুই অয়নে একবৎসর হয়। এই রূপ মনুষ্যমানের বিংশসহস্রাধিক ত্রিচত্বারিংশ লক্ষবর্ষ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ নির্দ্দিস্টআছে।মনুষ্যমানের ঐ পঞ্চবিংশ সহস্র পঞ্চশত ষষ্টি যুগ ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল। ঐ লক্ষ ইন্দ্র পাতে এক মন্বন্তর এবং ঐ অষ্ট সহস্রাধিক লক্ষ মন্বন্তরে ব্রহ্মার লয় হয়। এই লয়ই প্রাকৃতিক লয় বলিয়া নিরূপিত। এই প্রাকৃতিক লয়ে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের

চক্ষুর্নিমেষঃ সৃষ্টিশ্চ পুনরুন্মীলনে তথা।
ব্রহ্মসৃষ্টি লয়ানাঞ্চ সংখ্যানাস্তি শ্রুতৌ শ্রুতং ॥ ১৭৫ ॥
যথা পৃথিব্যা রেণূনা মিত্যাহ চন্দ্রশেখরঃ।
এতেষাং মোক্ষণং নাস্তি কথিতানিচ যানিচ ॥ ১৭৬ ॥
সৃষ্টিসূত্র স্বরূপঞ্চ চান্যৎ শৃণু বরংসুর।
মুনীন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবেন্দ্রো বিস্মিতোমুনে ॥ ১৭৭ ॥
আত্মনঃ পূর্ব্বমৈশ্বর্য্যং বরয়ামাস তত্র বৈ।
তৎপ্রাপ্স্যসি চিরেণৈবেত্যুক্ত্বাশ্চ প্রযযৌগৃহং ॥ ১৭৮।
ইন্দ্রো ন লাভ জ্ঞানঞ্চ ন সম্পদ্বিপদং বিনা ॥ ১৭৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মেত্রের নিমেষ হয়, আবার তাঁহার চক্ষুরুন্মীলনে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইয়া থাকে। বেদ প্রমাণে শুনিয়াছি, ব্রহ্মার এইরূপ সৃষ্টি লয়ের সংখ্যার কিছুমাত্র সীমা নাই ॥ ১৭১। ১৭২। ১৭৩। ॥ ১৭৪ ॥ ১৭৫ ॥

ভগবান্ শূলপাণি কহিয়াছেন যেমন পৃথিবীর রেণু সমুদায়ের ধ্বংস হয় না তদ্রূপ উক্ত জীব সমুদায় কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারেনা। ১৭৬।

হে দেবরাজ! এক্ষণে তুমি সৃষ্টি সূত্র স্বরূপ অন্য বর প্রার্থনা কর। মুনিবর দুর্ব্বাসার এই বাক্য শ্রবণে দেবরাজ বিস্মিত হইয়া স্বীয় পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিলেন। মুনিবর দুর্ব্বাসাও কহিলেন দেবেন্দ্র! অচিরেই তুমি স্বীয়াধিকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ বর প্রদান করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। হে নারদ! সম্পত্তি জন্য বিপদ্ উপস্থিত না হইলে দেবরাজ ইন্দ্র কখনই এরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন না ॥ ১৭৭।১৭৮।১৭৯।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র সংবাদে প্রকৃতি-খণ্ডে লক্ষ্মীর উপাখ্যান নাম ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নারদ উবাচ।

হরের্গুণং সমাকর্ণ্য জ্ঞানং প্রাপ্য পুরন্দরঃ।
কিঞ্চকার গৃহং গত্বা তন্মেব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্য গুণং শ্রুত্বা বীতরাগো বভূব সঃ।
বৈরাগ্যং বর্দ্ধয়ামাস তস্য ব্রহ্মন্ দিনে দিনে ॥ ২ ॥
মুনিস্থানাদ্‌গৃহং গত্বা স দদর্শামরাবতীং।
দৈত্যৈরসুর সংঘৈশ্চ সমাকীর্ণাং ভযাকুলাং ॥ ৩ ॥
বিষযো লব্ধবান কুত্র বন্ধুহীনাঞ্চ কুত্রচিৎ।
পিতৃমাতৃ কলত্রাদি বিহীনামতি চঞ্চলাং ॥ ৪ ॥
শক্রুগ্রস্তাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা জগাম বাক্‌পতিং প্রতি।
শক্রোমন্দাকিনী তীরে দদর্শ গুরুমীশ্বরং ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! দেবরাজ, মুনিবর দুর্ব্বাসার মুখে এইরূপ হরিগুণ শ্রবণে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক কি কার্য্য করিলেন তাহা শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে অতএব আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! শ্রীকৃষ্ণের গুণ শ্রবণে ইন্দ্রের বিষয়ানুরাগ বিগত হইল এবং দিন দিন তাঁহার বৈরাগ্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ২।

অতঃপর দেবরাজ মুনিবর দুর্ব্বাসার নিকট হইতে গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন স্বীয় অমরাবতীতে পিতা, মাতা, স্ত্রী ও বন্ধুবর্গ নাই। সেই পুরী দৈত্য ও অসুরগণে সমাকীর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে। এবং সেই দৈত্যাদি কর্ত্তৃক তাঁহার ধন রত্নাদি অধিকৃত হইয়াছে। ৩। ।৪।

দেবরাজ স্বীয় অমরাবতী এইরূপ শত্রুগ্রস্ত দেখিয়া গুরু বৃহস্পতির অন্বেষণে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দাকিনীতীরে গমন করিয়া

ধ্যায়মানং পরংব্রহ্ম গঙ্গাতোয় স্থিতং পরং।
সূর্য্যাভি সংমুখং পূর্ব্বমুখঞ্চ বিশ্বতোমুখং॥ ৬॥
সাশ্রুনেত্রং পুলকিতং পরমানন্দ সংযুতং।
বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠমিষ্টসেবিনাং॥ ৭॥
শ্রেষ্ঠঞ্চ বন্ধুবর্গাণামতিশ্রেষ্ঠঞ্চ জ্ঞানিনাং।
জ্যেষ্ঠঞ্চ বন্ধুবর্গানাং নেষ্টঞ্চ সুরবৈরিণাং॥ ৮॥
দৃষ্ট্বা গুরুং জগন্তঞ্চ তত্র তস্থৌ সুরেশ্বরঃ।
প্রহরান্তে গুরুং দৃষ্ট্বা চোত্থিতং প্রণনাম সঃ॥ ৯॥
প্রণম্য চরণাম্ভোজে রুরোদোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস ব্রহ্মশাপাদিকং তথা॥ ১০॥
পুনর্ব্বরো ময়া লব্ধো জ্ঞানপ্রাপ্তিং সুদুর্লভাং।
বৈরগ্রস্তাঞ্চ স্বপুরীং ক্রমেণৈব সুরেশ্বরঃ॥ ১১॥

দেখিলেন গুরুদেব গঙ্গাজলে পূর্ব্বাস্য অবস্থিত হইয়া সূর্য্যাভিমুখে সর্ব্বব্যাপি সনাতন পরব্রহ্ম হরির ধ্যান করিতেছেন॥ ৫। ৬।

তথায় সেই বরিষ্ঠ গৌরবান্বিত ইষ্টপরতন্ত্র ধার্ম্মিক গুরুদেবের ভগবৎ-প্রেমে তদীয় নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু পতিত হইতেছে এবং তিনি ব্রহ্মচিন্তনে পুলকিত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন॥ ৭॥

তিনি বন্ধুবর্গের জ্যেষ্ঠ বান্ধব, প্রধান ও জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, সুরবৈরিগণ তাঁহার ভয়ে নিরন্তর অতিশয় ভীত হইয়া থাকে। ৮॥

সুরেশ্বর, গুরুদেব বৃহস্পতিকে সেই মন্দাকিনীতীরে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে দেখিয়া তথায় অবস্থিত রহিলেন, পরে জপ সমাপন হইলে প্রহরান্তে গুরু গাত্রোত্থান করিলে দেবরাজ তাঁহার চরণপদ্মে প্রণত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার রোদন করিতে করিতে দুর্ব্বাসার শাপাদি সমস্ত বিবরণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন গুরো! আমি মুনিবর দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে আমি দুঃখিত নহি কারণ তিনি দয়া

শিষ্যস্য বচনং শ্রুত্বা সতাং বুদ্ধিমতাং বরং।
বৃহস্পতিরুবাচেদং কোপরক্তাক্ত লোচনঃ ॥ ১২ ॥

গুরুরুবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং সুরশ্রেষ্ঠ মারোদীর্ব্বচনং শৃণু।
ন কাতরো হি নীতিজ্ঞো বিপত্তৌ চ কদাচ ন ॥ ১৩ ॥
সম্পত্তির্ব্বা বিপত্তির্ব্বা নশ্বরা স্বপ্নরূপিণী।
পূর্ব্ব স্বকর্ম্মায়ত্তা চ স্বয়ং কর্ত্তা তয়োরপি ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বেষাঞ্চ ভ্রমত্যেব শশ্বজ্জন্মনি জন্মনি।
চক্রনেমি ক্রমেণৈব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৫ ॥

করিয়া আমাকে বর প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার প্রসাদে আমার সুদুর্লভ জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে। এক্ষণে আমি অধিকারচ্যুত হইয়াছি, শত্রুগণ ক্রমে আমার অমরাবতী পুরী আক্রমণ করিয়াছে ॥ ৯। ১০। ১১ ॥

বুদ্ধিমান্ সাধুগণের অগ্রগণ্য সুর গুরু বৃহস্পতি শিষ্য দেবেন্দ্রের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া তাঁহাকে হিতবাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন দেবরাজ! সমস্ত শুনিলাম, আর রোদন করিও না, আমার বাক্য শ্রবণ কর, নীতিজ্ঞ ব্যক্তি বিপত্তিকালে কখনই কাতর হয় না কারণ কাতর হইলে কোন ফল দর্শে না ॥ ১৩ ॥

দেবরাজ! সম্পত্তি ও বিপত্তি উভয়ই স্বপ্নবৎ নশ্বর। কেবল জন্মান্তরীণ কর্ম্ম দ্বারাই ঐ সম্পদ্ বিপদের সংঘটন হইয়া থাকে অতএব স্বয়ং জীবই সম্পত্তি ও বিপত্তির কর্ত্তা হইয়া সুখ দুঃখ জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সমস্ত জীবের সম্পদ্ বিপদ্ চক্রনেমির ন্যায় নিরন্তর জন্মে জন্মে সমস্ত জীবে ভ্রমণ করিতেছে। অতএব তুমি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ বিপত্তিতে জীবের পরিদেবনা কি আছে? ॥ ১৫ ॥

ভুঙ্‌ক্তে হি স্বকৃতং কর্ম্ম সর্ব্বত্র চাপি ভারতে।
শুভাশুভঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ স্বকর্ম্মফলভুক্‌পুমান্ ॥ ১৬ ॥
মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্মশুভাশুভং ॥ ১৭ ॥
ইত্যেবমুক্তং বেদেচ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
সাম্নিকৌথুমশাখায়াং সংবোধ্য কমলোদ্ভবঃ ॥ ১৮ ॥
জন্মভোগাবশেষে চ সর্ব্বেষাং কৃতকর্ম্মণাং।
অনুরূপঞ্চ তেষাঞ্চ ভারতে নাত্র চৈব হি ॥ ১৯ ॥
কর্ম্মণা ব্রহ্মশাপশ্চ কর্ম্মণা চ শুভাশিষং।
কর্ম্মণা চ মহালক্ষ্মীর্ল ভেন্মাঙ্গল্য কর্ম্মণাং ॥ ২০ ॥
কোটিজন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম জীবিনামনুগচ্ছতে।
নহি ত্যজেদ্বিনা ভোগাত্তুচ্ছায়েব পুরন্দর ॥ ২১ ॥

জীব কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতে সর্ব্বস্থানে স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে, ইহলোকে যে কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম আচরিত হয় জন্মান্তরে জীব তদনুসারে সেই সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

দেবরাজ! শতকোটিকল্পেও জীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ইহলোকে জীব শুভাশুভ যে কর্ম্ম করুক, অবশ্যই যে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

পরমাত্মা কৃষ্ণ সামবেদের কৌথুম শাখায় কমলযোনি ব্রহ্মাকে জীবের কর্ম্মতত্ত্ব এইরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভোগের পর জীবগণের ভারতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমুদায়ের অনুরূপ ফল ভোগ হয় কখনই অন্যথা হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মদ্বারা জীব ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়, কর্ম্মদ্বারা মঙ্গলজনক আশীর্ব্বাদ লাভকরে, এবং মাঙ্গল্য কর্ম্ম দ্বারা মহালক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

কালভেদে দেশভেদে পাত্রভেদে চ কর্ম্মণাং।
ন্যূনতাধিকতা বাপি তাবদেব হি কর্ম্মণাং॥ ২২॥
বস্তুদানে চ বস্তুনাং সমং পুণ্যং সমে দিনে।
দিনভেদে কোটিগুণমসংখ্যং বাধিকং ততঃ॥ ২৩॥
সমেদেশে চ বস্তুনাং দানে পুণ্যং সুরেশ্বর।
দশভেদে কোটিগুণমসংখ্যং বাধিকং তথা॥ ২৪॥
সমেপাত্রে সমং পুণ্যং বস্তুনাং কর্ত্তুরেব চ।
পাত্রভেদে শতগুণমসংখ্যং বা ততোধিকং॥ ২৫॥
যথা ফলন্তি শস্যানি ন্যূনানি বাধিকানি চ।
কৃষকাণাং ক্ষেত্রভেদে পাত্রভেদে ফলং তথা॥ ২৬॥

দেবরাজ! কোটিজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম জীবগণের ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে, ভোগ ব্যতীত তাহাদিগকে কখন পরিত্যাগ করে না॥ ২১॥

কালভেদে দেশভেদে ও পাত্রভেদে কর্ম্ম সমুদায়ের ন্যূনাতিরিক্ত ফল সঞ্জাত হয়। কালভেদের নিয়ম এই যে সমানদিনে যে যে দেশীয় ব্যক্তি যে যে বস্তু দান করে সেই সেই ব্যক্তি তত্তৎ পদার্থদানের সমান ফল প্রাপ্ত হয় কিন্তু দিনভেদে তদপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় দাতা কোটিগুণ বা অসংখ্য অথবা ততোধিক ফল লাভ করিয়া থাকে। ২২।২৩।

দেবরাজ! দেশভেদের নিয়ম এই যে, সমান দেশে যে যে ব্যক্তি যে যে বস্তু দান করে সেই সেই ব্যক্তি তত্তৎ দেশীয় বিধি অনুসারে সমান ফল প্রাপ্ত হয় কিন্তু দেশভেদে দাতা তদপেক্ষা কোটিগুণ বা অসংখ্য অথবা ততোধিক পুণ্য লাভ করিয়া থাকে॥ ২৪॥

পাত্রভেদের নিয়ম এই যে সমান পাত্রে বস্তু দান করিলে দাতার সমান পুণ্য লাভ হয়, কিন্তু পাত্র বিশেষে দান করিলে দাতার তদপেক্ষা শত গুণ বা অসংখ্য অথবা ততোধিক ফলপ্রাপ্তি হয়॥ ২৫॥

যেমন কৃষকদিগের ক্ষেত্র সমুদায়ে সমান বীজ বপন করিলে ক্ষেত্র

সামান্য দিবসে বিপ্রে দানং সমফলং ভবেৎ।
অমায়াং রবিসংক্রান্ত্যাং ফলং শতগুণং ভবেৎ।
চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যাং অনন্ত ফলমেব চ ॥ ২৭ ॥
গ্রহণে শশিনঃ কোটিগুণঞ্চ ফলমেব চ।
সূর্য্যস্য গ্রহণে চাপি ততোদশ গুণং ফলং ॥ ২৮ ॥
অক্ষযাযামক্ষযঞ্চ বাসংখ্যং ফলমুচ্যতে।
এবমন্যত্র পুণ্যাহে ফলাধিক্যং ভবেদিহ ॥ ২৯ ॥
যথাদানে তথাস্নানে জপে সৎ পুণ্যকর্ম্মসু।
এবং সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং নরাণাং কর্ম্মণাং ফলং ॥ ৩০ ॥
সামান্য দেশে দানঞ্চ বিপ্রে সমফলং ভবেৎ।
তীর্থে দেবগৃহে চৈব ফলংশতগুণং স্মৃতং ॥ ৩১ ॥

বিশেষে ফলের ন্যূনতা বা আধিক্য হয়, তদ্রূপ পাত্র ভেদে দানে ন্যূনাতিরিক্ত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা বিলক্ষণ যুক্তিসিদ্ধ ॥ ২৬ ॥

সামান্য দিনে ব্রাহ্মণকে কোন বস্তু দান করিলে দাতা সামান্য ফল লাভ করে অমাবস্যা বা রবিসংক্রান্তিতে দান করিলে দাতার তদপেক্ষা শত গুণ ফল লাভ হয় এবং চাতুর্ম্মাস্যে বা পৌর্ণমাসীতে দান করিলে দাতা অনন্ত গুণ ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রগ্রহণ কালে ব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতা কোটিগুণ ফল লাভ করে আর সূর্য্য গ্রহণ কালে দান করিলে দাতার তদপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল লাভ হয় ॥ ২৮ ॥

অক্ষয়া তিথিতে ব্রাহ্মণকে দান করিলে অক্ষয় বা অসংখ্য ফল প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অন্যান্য পুণ্যদিনে ফলাধিক্যের বিধি নিরূপিত আছে।২৯।

দানে যেমন ফল লাভ হয়, তদ্রূপ তীর্থে স্নান, ইষ্টমন্ত্র জপ ও অন্যান্য পুণ্য কার্য্য সমুদায়েও দেহীগণের পুণ্য সঞ্জাত হইয়া থাকে।৩০॥

সামান্য দেশে ব্রাহ্মণকে দান করিলে তজ্জন্য সামান্য ফল লাভ হয়

গঙ্গায়াঞ্চ কোটিগুণং ক্ষেত্রে নারায়ণেঽব্যয়ং।
কুরুক্ষেত্রে বদর্য্যাঞ্চ কাশ্যাং কোটিগুণং তথা ॥ ৩২ ॥
যথাচৈব কোটিগুণং তথা চ বিষ্ণুমন্দিরে।
কেদারে চ লক্ষগুণং হরিদ্বারে তথা ফলং ॥ ৩৩ ॥
পুষ্করে ভাস্করক্ষেত্রে দশলক্ষ গুণং ফলং।
সর্ব্বত্র এবং বোদ্ধব্যং ফলাধিক্যং ক্রমেণ চ ॥ ৩৪ ॥
সামাণ্য ব্রাহ্মণে দানং সমং এব ফলং লভেৎ।
লক্ষং ত্রিসন্ধ্যপুতে চ পণ্ডিতে চ জিতেন্দ্রিয়ে ॥ ৩৫ ॥
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকে চ বুধে কোটিগুণং ফলং।
এবং সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং ফলাধিক্যং ভবেত্ততঃ ॥ ৩৬ ॥
এবং দণ্ডেন সূত্রেণ শরাবেণ জলেন চ।
কুম্ভং নির্ম্মাতি চক্রেণ কুম্ভকারো মৃদাভুবি ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু তীর্থে ও দেবগৃহে ব্রাহ্মণকে দান করিলে দেহিগণের তদপেক্ষা শতগুণের অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দান করিলে জীব কোটিগুণ ফল, নারায়ণ ক্ষেত্রে দান করিলে অক্ষয় ফল, কুরুক্ষেত্রে বদরিকাশ্রমে, কাশীধামে, ও বিষ্ণুমন্দিরে দান করিলে কোটিগুণ ফল, কেদারে ও হরিদ্বারে দান করিলে লক্ষগুণ ফল লাভ করে। এবং পুষ্করতীর্থে ও ভাস্কর ক্ষেত্রে দান করিলে দশলক্ষ গুণ ফল লাভ করে এই রূপে তীর্থভেদে দানে ফলাধিক্য সঞ্জাত হয় ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

হে দেবেন্দ্র! সামান্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে সামান্য ফল লাভ হয়, কিন্তু ত্রিসন্ধ্যাপূত জিতেন্দ্রিয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে দান করিলে দেহী তদপেক্ষা লক্ষগুণ ফল লাভ করে, আর বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে দান করিলে কোটিগুণ ফল লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বত্র পাত্র বিশেষে দানে ফলাধিক্যের বিধিউক্ত হইয়াছে ॥ ৩৫ । ৩৬ ॥

তথৈব কর্ম্মসূত্রেণ ফলং ধাতা দদাতি চ।
যস্যাজ্ঞয়া সৃষ্টিবিধৌ তঞ্চ নারায়ণং ভজ॥ ৩৮॥
সবিধাতা বিধাতুশ্চ পাতুঃ পাতা জগত্রয়ে।
স্রষ্টুঃ স্রষ্টা চ সংহর্ত্তুঃ সংহর্ত্তা কালকালকঃ॥ ৩৯॥
মহাবিপত্তৌ সংসারে যঃ স্মরেন্মধুসূদনং।
বিপত্তৌ তস্য সম্পত্তির্ভবেদিত্যাহ শঙ্করঃ॥ ৪০॥
ইত্যেব মুক্ত্বা জীবশ্চ সমালিঙ্গ্য সুরেশ্বরং।
দত্ত্বা শুভাশিষং চেষ্টং বোধযামাস নারদ॥ ৪১।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
মহেন্দ্র সংবাদে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানে
সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পৃথিবী তলে কুম্ভকার যেমন দণ্ড সূত্র শরাব জল ও মৃত্তিকা এই সমুদায় উপকরণ সংযোগে চক্রদ্বারা কুম্ভ নির্ম্মাণ করে তদ্রূপ বিধাতা পরাৎপর পরমেশ্বর হরির আজ্ঞানুসারে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মসূত্রদ্বারা জীব সমুদায়ের শুভাশুভ কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণকে সর্ব্বতোভাবে ভজনা কর॥ ৩৭। ৩৮॥

সেই সনাতন নারায়ণ ত্রিজগতে বিধাতার বিধাতা, পালন কর্ত্তার পালক, সৃষ্টিকর্ত্তার স্রষ্টা, সংহর্ত্তার সংহর্ত্তা এবং কালের কাল অর্থাৎ কালসংহারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন॥ ৩৯॥

ভগবান্ শঙ্কর কহিয়াছেন সংসারে মহা বিপত্তিকালে যে ব্যক্তি সেই মধুসূদনকে স্মরণ করে, তাহার বিপত্তিতে সম্পদের সংযোগ হয়॥ ৪০॥

হে নারদ! বৃহস্পতি এই বলিয়া দেবরাজকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ইষ্ট উপদেশ দানে তাঁহাকে প্রবোধিত করিলেন॥ ৪১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে মহেন্দ্র সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
লক্ষ্মীর উপাখ্যান নাম সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরিংধ্যাত্বা হরির্ব্রহ্মন্ জগাম ব্রহ্মণঃ সভাং।
বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ॥ ১॥
শীঘ্রং গত্বা ব্রহ্মলোকং দৃষ্ট্বা চ কমলোদ্ভবং।
প্রণেমুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ গুরুণা সহ নারদ॥ ২॥
বৃত্তান্তং কথয়ামাস সুরাচার্য্যো বিধিং বিভুং।
প্রহস্যোবাচ তৎশ্রুত্বা মহেন্দ্রং কমলোদ্ভবঃ॥ ৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

বৎস মদ্বংশজাতোসি প্রপৌত্রো মে বিচক্ষণঃ।
বৃহস্পতেশ্চ শিষ্যস্ত্বং সুরাণামধিপঃ স্বযং॥ ৪॥
মাতামহশ্চ দক্ষশ্চ বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্।
কুলত্রয়ং যচ্ছুদ্ধঞ্চ কথং সোহং কৃতোভবেৎ॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন। অতঃপর দেবরাজ সেই পরব্রহ্ম সনাতন হরিকে ভক্তি সহকারে স্মরণ পূর্ব্বক গুরুদেব বৃহস্পতিকে অগ্রসর করিয়া দেবগণের সহিত হর্ষান্তঃকরণে সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন।১।

হে নারদ! অনন্তর, দেবেন্দ্র সত্বর হইয়া গুরু বৃহস্পতি সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া ভগবান্ কমল যোনিকে দর্শন পূর্ব্বক দেবগণের সহিত একান্ত ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তাহার চরণে প্রণাম করিলেন॥ ২॥

তৎপরে সুরাচার্য্য বৃহস্পতি, ব্রহ্মার নিকট দেবরাজের সমস্ত ঘটনার বিষয় বর্ণন করিলে কমলযোনি হাস্য করিয়া দেবেন্দ্রকে কহিলেন॥ ৩॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! আমার বংশে তোমার জন্ম হইয়াছে, তুমি আমার প্রপৌত্র, তোমার বিচক্ষণতা আছে, বিশেষতঃ তুমি বৃহস্পতির শিষ্য। স্বয়ং তুমি স্বর্গরাজ্যে দেবগণকে পালন করিতেছ, প্রজাপতি দক্ষ

মাতা পতিব্রতা যস্য পিতা শুদ্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ কথং সোঽহং কৃতোভবেৎ ॥ ৬ ॥
জনঃ পৈতৃক দোষেণ দোষান্মাতামহস্য চ।
গুরোর্দ্দোষান্নীতি দোষৈর্হরিদ্বেষী ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৭ ॥
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান সর্ব্বদেহেষ্ববস্থিতঃ।
যস্যদেহাৎ সপ্রযাতি সশবস্তৎক্ষণং ভবেৎ ॥ ৮ ॥
মনোঽহমিন্দ্রিয়ে সোঽপি জ্ঞানরূপোহি শঙ্করঃ।
বিষ্ণুঃপ্রাণা চ প্রকৃতির্বুদ্ধির্ভগবতী সতী ॥ ৯ ॥
নিদ্রাদয়ঃ শক্তয়শ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেঃ কলা।
আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ জীবে ভোগী শরীরভৃৎ ॥ ১০ ॥

তোমার মাতামহ, তুমি প্রতাপান্বিত ও বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া কথিত হও। তোমার অহঙ্কার জন্মিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। বিবেচনা করিয়া দেখ, কুলত্রয় যাহার পবিত্র সে কিজন্য অহঙ্কৃত হইবে? ॥ ৪। ৫ ॥

বৎস! যাঁহার জননী পতিব্রতা, পিতা বিশুদ্ধচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং মাতামহ ও মাতুল পবিত্র তাহার অহঙ্কার জননের সম্ভাবনা নাই ॥ ৬ ॥

পৈতৃক দোষে, মাতামহ দোষে, এবং গুরুর দোষে ও নীতিজ্ঞানের দোষেই দেহী নিশ্চয়ই পরাৎপর পরব্রহ্ম হরিদ্বেষী হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ হরি সর্ব্বদা সর্ব্বদেহে বিরাজমান রহিয়াছেন। যাহার দেহ হইতে সেই পরমাত্মা দয়াময় হরি বিনির্গত হন সেই ব্যক্তি যে তৎক্ষণাৎ শবরূপী হয় তাহার সন্দেহমাত্র নাই॥ ৮ ॥

আমি জীবদেহে ইন্দ্রিয় মধ্যে মনরূপে অধিষ্ঠান করি এবং ভগবান্ শঙ্কর জ্ঞানরূপে, সনাতন বিষ্ণু প্রাণরূপে, ভগবতী প্রকৃতিদেবী বুদ্ধিরূপে ও শক্তি সমুদায় নিদ্রারূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। সেই শক্তি সমুদায় প্রকৃতির অংশ। জীব আত্মার প্রতিবিম্ব, ঐ জীব ভোগদেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করে ॥ ৯। ১০ ॥

আত্মনীশে গতে দেহাৎ সর্ব্বে যান্তি সসংভ্রমাৎ।
যথা যাদ্ধনি গচ্ছন্তং নরদেবমিবানুগাঃ॥ ১১॥
অহং শিবশ্চ শেষশ্চ বিষ্ণুর্ধর্ম্মো মহান্ বিরাট।
বযং যদংশাভক্তাশ্চ তৎপুষ্পং ন্যক্কৃতং ত্বযা॥ ১২॥
শিবেন পূজিতং পাদপদ্মং পুষ্পেন যেন চ।
তচ্চ দুর্ব্বাসসা দত্তং দৈবেন ন্যক্কৃতং সুর॥ ১৩॥
তৎপুষ্পং মস্তকে যস্য কৃষ্ণপাদাজ্জ প্রচ্যুতং।
সর্ব্বেষাঞ্চ সুরাণাঞ্চ তৎপূজা পুরতো ভবেৎ॥ ১৪॥
দৈবেন বঞ্চিতস্ত্বঞ্চ দৈবঞ্চ বলবত্তরং।
ভাগ্যহীন জনং মূঢ়ং কোবা রক্ষিতুমীশ্বরঃ॥ ১৫॥

যেমন রাজপথি মধ্যে গমন করিলে তদীয় অনুচরগণ তাহার অনুগামী হয় তদ্রূপ পরাৎপর বিষ্ণু জীবদেহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমরা সকলে সসম্ভ্রমে জীবদেহ হইতে বিনির্গত হইয়া থাকি॥ ১১॥

আমি, ভুতভাবন ভগবান্ শঙ্কর, অনন্তদেব বিষ্ণু, ধর্ম্ম ও মহাবিরাট আমরা সকলেই সেই পরমাত্মা হরির অংশজাত এবং তাঁহার ভক্ত। তুমি সেই সনাতন হরির কুসুমকে অবজ্ঞা করিয়াছ॥ ১২॥

দেবাদিদেব মহাদেব শূলপাণি যে পুষ্পদ্বারা দয়াময় হরির পাদপদ্ম পূজা করেন, দুর্ব্বাসা সন্তোষ পূর্ব্বক তোমাকে সেই পুষ্প প্রদান করিলেও দৈব দুর্ব্বিপাকে তুমি তাহা অনাদর করিয়াছ॥ ১৩॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম হইতে চ্যুত সেই পারিজাত কুসুম যাঁহার মস্তকে বিদ্যমান থাকে দেবাসুরগণের পূজার অগ্রে তাঁহার পূজা হয়॥ ১৪॥

হে দেবেন্দ্র! দৈব কর্ত্তৃক তুমি বঞ্চিত হইয়াছ, দৈবই বলবান্, অতএব কোন্ ব্যক্তির এমন ক্ষমতা ও সাহস আছে যে তোমার ন্যায় ভাগ্যহীন মূঢ় ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতে পারে॥ ১৫॥

কৃষ্ণং ন মন্যতে যোহি শ্রীনাথং সর্ব্ববন্দিতং।
প্রযাতি রুষ্টা তদ্দাসী মহালক্ষ্মীর্ব্বিহায় তাং॥ ১৬॥
শতযজ্ঞেন যা লব্ধা দীক্ষিতেন ত্বয়া পুরা।
সা শ্রীর্গতাধুনা কোপাৎ কৃষ্ণনির্ম্মাল্যবর্জ্জনাৎ॥ ১৭॥
অধুনা গচ্ছ বৈকুণ্ঠং ময়া চ গুরুণা সহ।
নিষেব্য তত্র শ্রীনাথং শ্রিয়ং প্রাপ্স্যসি তদ্বরাৎ॥ ১৮॥
ইত্যেবমুক্ত্বা স ব্রহ্মা সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ।
শীঘ্রং জগাম বৈকুণ্ঠং যত্র শ্রীশস্তয়া সহ॥ ১৯॥
তত্র গত্বা পরং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনং।
দৃষ্ট্বা তেজস্বরূপঞ্চ প্রজ্বলন্তং স্বতেজসা॥ ২০॥
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড শতকোটিসমপ্রভং।
শান্তঞ্চানাদিমধ্যান্তং লক্ষ্মীকান্তমনন্তকং॥ ২১॥

যে ব্যক্তি সর্ব্ববন্দিত শ্রীনাথ কৃষ্ণের আরাধনা না করে, সেই কৃষ্ণের সেবাকারিণী মহালক্ষ্মী রুষ্টা হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন সুতরাং তাহার দুর্দ্দশার অবধি থাকে না॥ ১৬॥

পূর্ব্বে তুমি দীক্ষিত হইয়া শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যাহাকে লাভ করিয়াছিলে অধুনা তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্মাল্য পরিত্যাগে কোপাবিষ্ট হইয়া তোমাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন॥ ১৭॥

হে দেবরাজ! এক্ষণে তুমি গুরু সমভিব্যাহারে আমার সহিত বৈকুণ্ঠে আগমন কর। তথায় সেই শ্রীনাথ দয়াময় কৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহার বরে পুনর্ব্বার স্বর্গলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলেও হইতে পারিবে॥ ১৮॥

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, যেস্থানে ভগবান্ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বিরাজমান রহিয়াছেন সত্বর সেই নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠধামে সকলেই গমন করিলেন॥ ১৯॥

ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন সেই প্রশান্তমূর্ত্তী অনন্তরূপী

চতুর্ভুজৈঃ পার্ষদৈশ্চ সরস্বত্যান্বিতং শুভং।
ভক্ত্যা চতুর্ভির্ব্বেদৈশ্চ গঙ্গয়া পরিসেবিতং॥ ২২ ॥
তং প্রণেমুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মূর্দ্ধ্না ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
ভক্তিনম্রা সাশ্রুনেত্রাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমং॥ ২৩ ॥
বৃত্তান্তং কথয়ামাস স্বয়ং ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিঃ।
রুরুদুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্বাধিকারচ্যুতাশ্চ তাঃ॥ ২৪ ॥
স দদর্শ সুরগণং বিপদ্গ্রস্তং ভয়াকুলং।
বস্ত্রভূষণ শূন্যঞ্চ বাহনাদি বিবর্জ্জিতং॥ ২৫ ॥
শোভাশূন্যং হতশ্রীকমতিনিষ্প্রভিভং পরং।
উবাচ কাতরং দৃষ্ট্বা প্রসন্ন ভয়ভঞ্জনঃ॥ ২৬ ॥

লক্ষ্মীকান্ত হরি স্বীয় তেজে আজ্বল্যমান হইয়া গ্রীষ্মকালীন মাধ্যাহ্নিক শত কোটী সূর্য্যের ন্যায় প্রভা ধারণ করিয়াছেন, চতুর্ভুজ পার্ষদগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এবং সরস্বতী দেবী তাঁহার পূজা ও গঙ্গা দেবী ভক্তিযোগে বেদচতুষ্টয়ে তাঁহার স্তব করিতেছেন॥ ২০। ২১। ২২॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ হরিকে দর্শন পূর্ব্বক ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিবিধ প্রকারে সেই পুরুষোত্তম পর-ব্রহ্ম দয়াময় হরির স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৩॥

তখন ব্রহ্মা স্বয়ং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং দেবগণও অধিকারচ্যুত হওয়াতে সেই বৈকুণ্ঠনাথ হরির নিকট রোদন করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥

দেবগণ এইরূপ কাতরতা প্রদর্শন করিলে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ হরি সেই বিপদ্‌গ্রস্ত ভয়াকুল দেবগণের প্রতি নয়নার্পণ করিয়া দেখিলেন তাঁহাদিগের বস্ত্র ভূষণ ও বাহনাদি কিছুই নাই সকলেই শোভাশূন্য হত-শ্রীক এবং প্রভাবিহীন হইয়া সমাগত হইয়াছে। বিপন্নগণের ভয়ভঞ্জন-

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

মাভৈর্ব্রহ্মন্ হে সুরাশ্চ ভয়ং কিং বো ময়ি স্থিতে।
দাস্যামি লক্ষ্মীমচলাং পরমৈশ্বর্য্যবর্দ্ধিনীং॥ ২৭॥
কিঞ্চ মদ্বচনং কিঞ্চিৎ শ্রূয়তাং সময়োচিতং।
হিতং সত্যং সারভূতং পরিণাম সুখাবহং॥ ২৮॥
জানাশ্চাসংখ্য বিশ্বস্থামদধীনাশ্চ সন্ততং।
যথা তথাহং মদ্ভক্তৈঃ পরাধীনঃ স্বতন্ত্রকঃ॥ ২৯॥
যং যং রুষ্টো হি মদ্ভক্তো মৎপরো হি নিরঙ্কুশঃ।
তদ্গৃহেঽহং ন তিষ্ঠামি পদ্মযাসহ নিশ্চিতং॥ ৩০॥
দুর্ব্বাসা শঙ্করাংশশ্চ বৈষ্ণবো মৎপরায়ণঃ।
তৎশাপাদাগতোহঞ্চ সশ্রীকো বো গৃহাদপি॥ ৩১॥

কারী হরি দেবগণকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক নানাবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন॥ ২৫॥ ২৬॥

নারায়ণ কহিলেন হে ব্রহ্মন্! হে দেবগণ! তোমাদিগের ভয় নাই। আমি বিদ্যমানে তোমাদিগের ভয়ের বিষয় কি আছে? আমি তোমাদিগকে পরমৈশ্বর্য্যবর্দ্ধিনী অচলা লক্ষ্মী প্রদান করিব॥ ২৭॥

দেবগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট পরিণাম সুখাবহ সারভুত হিতজনক সত্যস্বরূপ সময়োচিত কতিপয় বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি তোমরা সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ কর॥ ২৮॥

এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে লোক সমুদায় যেমন নিরন্তর আমার অধীন হইয়া অবস্থান করিতেছে তদ্রূপ আমি সমস্ত জীবহইতে পৃথক্‌ভুত হইয়াও আমার ভক্তগণের অধীন হইয়া রহিয়াছি॥ ২৯॥

আমার ভক্ত মৎপরায়ণ পুরুষ যে যে ব্যক্তির প্রতি কোপাবিষ্ট হয়, সেই সেই ব্যক্তির গৃহে আমার অধিষ্ঠান থাকে না, আমি লক্ষ্মীর সহিত নিশ্চয় তাহাদিগের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকি॥ ৩০॥

যত্র শঙ্খধ্বনির্নাস্তি তুলসী চ শিলার্চ্চনং।
ন ভোজনঞ্চ বিপ্রাণাং ন পদ্মা তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৩২ ॥
মদ্ভক্তানাঞ্চ মন্নিন্দা যত্র যত্র ভবেৎ সুরাঃ।
মহারুষ্টা মহালক্ষ্মীস্ততো যাতি পরাভবাৎ ॥ ৩৩ ॥
মদ্ভক্তিহীনো যো মূঢ়ো যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে।
মম জন্মদিনে চাপি যাতি শ্রীঃ তদ্গৃহাদপি ॥ ৩৪ ॥
মন্নামবিক্রয়ী যশ্চ বিক্রীণাতি স্বকন্যকাং।
যত্রাতিথির্ন ভুঙ্‌ক্তে চ মৎপ্রিয়া যাতি তদ্গৃহাৎ ॥ ৩৫ ॥
পাপিনাং যো গৃহং যাতি শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজকঃ।
মহারুষ্টা ততো যাতি মন্দিরাৎ কমলালয়া ॥ ৩৬ ॥

মুনিবর দুর্ব্বাসা দেবাদিদেব মহাদেবের অংশজাত, পরম বৈষ্ণব ও মৎপরায়ণ, তৎকর্তৃক তুমি অভিশপ্ত হওয়াতে আমি কমলার সহিত তোমার গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছি ॥ ৩১ ॥

যাহার গৃহে শঙ্খধ্বনি, তুলসী ও শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা নাই এবং ব্রাহ্মণ ভোজন না হয় লক্ষ্মী তাহার গৃহে কখনই অবস্থিতি করেন না ॥৩১॥

যে গৃহে আমার ও আমার ভক্তগণের নিন্দা হয় মহালক্ষ্মী মহা কষ্ট হইয়া পরাভব জন্য সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিহীন হইয়া হরিবাসরে ও আমার জন্মদিনে ভোজন করে লক্ষ্মী তাহার গৃহ হইতে প্রস্থান করেন ॥ ৩৪ ॥

যে ব্যক্তি আমার নাম বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি স্বীয় কন্যা বিক্রয় করে এবং যাহার গৃহে অতিথি সেবা না হয়, মৎপ্রিয়া জগৎরক্ষাকারিণী লক্ষ্মী তাহাদিগের গৃহে কোন প্রকারেই বাস করেন না ॥ ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি পাপিগণের গৃহে গমন করে এবং যে ব্যক্তি শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে, মৎপ্রিয়া কমলালয়া লক্ষ্মী তথায় অসন্তুষ্ট হয়েন অর্থাৎ তাহাদিগের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

শূদ্রাণাং শবদাহী চ ভাগ্যহীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ।
যাতি রুষ্টা তদ্গৃহাচ্চ দেবী কমলবাসিনী॥ ৩৭॥
শূদ্রাণাং সূপকারো যো ব্রাহ্মণো বৃষবাহকঃ।
তত্তোয়পানভীতা চ কমলা যাতি তদ্গৃহাৎ॥ ৩৮॥
বিপ্রো যবনসেবী চ দেবলঃ শূদ্রযাজকঃ।
তত্তোয়পানভীতা চ বৈষ্ণবী যাতি তদ্গৃহাৎ॥ ৩৯॥
বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো নরঘাতী কৃতঘ্নকঃ।
যোগম্যাগামুকো বিপ্রো মন্ত্রার্য্যা যাতি তদ্গৃহাৎ। ৪০।
অশুদ্ধহৃদয়ঃ ক্রূরো হিংসকো নিন্দকো দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজাতশ্চ যাতি দেবী চ তদ্গৃহাৎ॥ ৪১॥
যো বিপ্রঃ পুংশ্চলীপুত্রো মহাপাপী চ তৎপতিঃ।
অবীরান্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে তস্মাদ্যাতি জগৎপ্রসূঃ॥ ৪২॥

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের শবদাহকারী ও ভাগ্যহীন হয়, কমলবাসিনী লক্ষ্মী দেবী রুষ্টা হইয়া তাহার গৃহ হইতে গমন করিয়া থাকেন॥ ৩৭॥

যে ব্যক্তি শূদ্রের শূপকার বা বৃষবাহক হয় কমলা তাহার জলপানে ভীতা হইয়া তদীয় গৃহ হইতে পলায়ন করেন॥ ৩৮॥

যে ব্রাহ্মণ যবনসেবী, দেবল বা শূদ্রযাজক হয় বৈষ্ণবী লক্ষ্মী তাহার জল পান ভয়ে তদীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন॥ ৩৯॥

মৎপ্রিয়া লক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতক, মিত্রঘ্ন, নরঘাতী, কৃতঘ্ন ও অগম্যাগামী ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করেন না, তথা হইতে প্রস্থান করেন॥ ৪০॥

অশুদ্ধহৃদয়, ক্রূর, হিংস্র ও পরনিন্দক বিপ্র এবং শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণী গর্ব্ভ জাত পুরুষ এই সমুদায় নরাধমগণের গৃহে কমলার কখনই অধিষ্ঠান থাকে না। ফলতঃ ইহাদিগের কখনই কমলার কৃপা হয় না॥ ৪১॥

পুংশ্চলীর পুত্র ও পুংশ্চলীর পতি ব্রাহ্মণ মহাপাপি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কমলা তাহাদিগের গৃহে বাস করেন না, এবং যে ব্রাহ্মণ

তৃণং ছিনত্তি নখরৈস্তৈর্ব্বা যো হি লিখেন্মহীং।
রুক্ষো মলিনবাসশ্চ সা প্রযাতি চ তদ্গৃহাৎ॥ ৪৩॥
সূর্য্যোদয়ে চ দ্বির্ভোজী দিবাশায়ী চ ব্রাহ্মণঃ।
দিবা মৈথুনকারী চ তস্মাদ্‌যাতি হরিপ্রিয়া॥ ৪৪॥
আচারহীনো যো বিপ্রঃ যশ্চ শূদ্র প্রতিগ্রহী।
অদীক্ষিতো হি যো মূঢ়স্তস্মাৎ লোলা প্রযাতি চ॥ ৪৫॥
স্নিগ্ধপাদশ্চ নগ্নো বা যঃ শেতে জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
শশ্বদ্ধর্ম্মাতিবাচালো যাত্যেব তদ্গৃহাৎ সতী॥ ৪৬॥
শিরঃ স্নাতশ্চ তৈলেন যোঽন্যদঙ্গমুপস্পৃশেৎ।
স্বাঙ্গে চ বাদয়েদ্বাদ্যং রমা যাতি চ তদ্গৃহাৎ॥ ৪৭॥

অবীরান্ন ভোজন করে জগৎপ্রভু কমলবাসিনী নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী তাহার গৃহ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন॥ ৪২॥

যে ব্যক্তি নখর দ্বারা তৃণচ্ছেদ বা ভূমিখনন করে এবং যে ব্যক্তি রুক্ষবেশ বা মলীন বস্ত্রধারী হয় লক্ষ্মী তদ্গৃহে অবস্থিতি করেননা॥ ৪৩॥

যে ব্রাহ্মণ সূর্য্যোদয়ে দ্বির্ভোজন, দিবাভাগে শয়ন বা দিবাভাগে মৈথুন করে মৎপ্রিয়া লক্ষ্মী তাহার গৃহ হইতে গমন করিয়া থাকেন॥ ৪৪॥

যে ব্রাহ্মণ আচারহীন, শূদ্রপ্রতিগ্রাহী বা মূঢ়তা বশতঃ দীক্ষাহীন হইয়া কালযাপন করে কমলা তথায় কখন অবস্থান করেন না, প্রত্যুত চঞ্চলা হইয়া তাহার গৃহ হইতে গমন করিয়া থাকেন॥ ৪৫॥

যে জ্ঞানদুর্ব্বল ব্যক্তি আর্দ্রপাদ বা নগ্ন হইয়া শয়ন করে, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরন্তর অতি বাচালতা প্রকাশ করে কমলবাসিনী সাধ্বী লক্ষ্মী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন॥ ৪৬॥

যে ব্যক্তি মস্তকে তৈল ম্রক্ষণ করিয়া অন্য অঙ্গ স্পর্শ করে বা যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গে বাদ্য বাদন করে কমলালয়া রমাদেবী সেই অপরাধে তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন॥ ৪৭॥

ব্রতোপবাসহীনো যঃ সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্দ্বিজঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যস্তস্মাদযাতি হরিপ্রিয়া॥ ৪৮॥
ব্রাহ্মণং নিন্দয়েদ্ যোহি তাংশ্চ দ্বেষ্টি চ সন্ততং।
জীবহিংসা দয়াহীনো যাতি সর্ব্বপ্রসূস্ততঃ॥ ৪৯॥
যত্র তত্র হরেরর্চ্চা হরেরুৎকীর্ত্তনং শুভং।
তত্র তিষ্ঠতি সা দেবী কমলা সর্ব্বমঙ্গলা॥ ৫০॥
যত্র প্রশংসা কৃষ্ণস্য তদ্ভক্তস্য পিতামহ।
সা চ কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী তত্র তিষ্ঠতি সন্ততং॥ ৫১॥
যত্র শঙ্খধ্বনিঃ শঙ্খঃ শিলা চ তুলসীদলং।
তৎসেবা বন্দনং ধ্যানং তত্র সা পরিতিষ্ঠতি॥ ৫২॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রতোপবাস পরাঙ্মুখ, সন্ধ্যাবন্দনাদি বর্জ্জিত, অশুচি বা হরিভক্তি বিহীন হয় লক্ষ্মী তাহার গৃহ হইতে প্রস্থান করেন। ৪৮।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা ও ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ করে আর যে ব্যক্তি জীবহিংসাপরতন্ত্র বা দয়াহীন হয় সর্ব্বপ্রসূ লক্ষ্মী তাহাদিগের গৃহে অবস্থান করেন না তাহাদিগকে ঘৃণা পূর্ব্বক প্রস্থান করেন॥ ৪৯॥

যে যে স্থানে পরাৎপর পরব্রহ্ম দয়াময় হরির আরাধনা ও যে স্থানে মঙ্গলজনক মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন হয় সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী কমলাদেবী সেই সেই স্থানেই নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকেন॥ ৫০॥

হে পিতামহ ব্রহ্মন্! যে স্থানে হরিভক্ত সাধুজনের প্রশংসা হয় হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী সর্ব্বদা সদানন্দে সেই স্থানেই অবস্থিতি করেন॥ ৫১॥

যেস্থানে শঙ্খধ্বনি হয়, যেস্থানে শঙ্খ, শালগ্রামশিলা ও তুলসীদল বিদ্যমান থাকে, সেইস্থানেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান, আর যেস্থানে মনুষ্য ধ্যানযোগে সেই শিলারূপী ভগবান্ ও তুলসীর অর্চ্চনা ও বন্দনা করে, সেই স্থানেই হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী অবস্থান করিয়া থাকেন॥ ৫২॥

শিবলিঙ্গার্চ্চনং যত্র তস্য চোৎকীর্ত্তনং শুভং।
দুর্গার্চ্চনং তদ্গুণাশ্চ তত্র পদ্মনিবাসিনী ॥ ৫৩ ॥
বিপ্রাণাং সেবনং যত্র তেষাঞ্চ ভোজনং শুভং।
অর্চ্চনং সর্ব্বদেবানাং তত্র পদ্মমুখী সতী ॥ ৫৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ সুরান্ সর্ব্বান্ রমামাহ রমাপতিঃ।
ক্ষীরোদসাগরে জন্ম কলয়া চ লভেতি চ ॥ ৫৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা তান্ জগন্নাথো ব্রহ্মাণং পুনরাচহ।
মথিত্বা সাগরং লক্ষ্মীং দেবেভ্যো দেহি পদ্মজ ॥ ৫৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা কমলাকান্তো জগামাভ্যন্তরং মুনে।
দেবাশ্চিরেণ কালেন যযুঃ ক্ষীরোদসাগরং ॥ ৫৭ ॥

যেস্থানে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা হয় ও মঙ্গলময় শিবনাম কীর্ত্তন হয় এবং ভগবতী দুর্গাদেবীর আরাধনা ও তাঁহার গুণবর্ণন হয় কমলদলবাসিনী লক্ষ্মী অতি সানন্দ চিত্তে সেই স্থানেই অধিষ্ঠান করেন ॥ ৫৩ ॥

যে যে স্থানে বিপ্রগণের সেবা ও তাঁহাদিগের ভোজনক্রিয়া সমাহিত হয় এবং যে স্থানে সর্ব্বদেব পূজিত হন সেই সেই স্থানেই পদ্মমুখি সতী পদ্মাদেবী স্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

রমাপতি দেবগণকে এইরূপ কহিয়া প্রিয়া লক্ষ্মীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন কমলে! তুমি অংশে ক্ষীরোদ সাগরে জন্মগ্রহণ কর ॥ ৫৫ ॥

জগৎপতি ভগবান্ হরি, লক্ষ্মীদেবীকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে লোক পিতামহ! তুমি সাগর মন্থন করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে উদ্ধার করত তাঁহাকে দেবগণের নিকটে অর্পণ করিও তাহাতে দেবগণের মনোরথ পূর্ণ হইবে ॥ ৫৬ ॥

এই বলিয়া লক্ষ্মীকান্ত হরি পুরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎপরে বহুদিন অতীত হইলে দেবগণ সমবেত হইয়া সেই ক্ষীরোদ সাগর কূলে উপনীত হইয়া সাগর মন্থনের পরামর্শ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

মন্থানং মন্দরং কৃত্বা কূর্ম্মং কৃত্বা চ ভাজনং।
কৃত্বা শেষং মন্থপাশং সুরাশ্চক্রুশ্চ ঘর্ষণং ॥ ৫৮ ॥
ধন্বন্তরীঞ্চ পীযূষমুচ্চৈশ্রব সমীপ্সিতং।
নানারত্নং হস্তিরত্নং প্রাপুর্লক্ষ্মীং সুদর্শনং ॥ ৫৯ ॥
বনমালাং দদৌ সা চ ক্ষীরোদশায়িনে মুনে।
সর্ব্বেশ্বরায় রম্যায় বিষ্ণবে বৈষ্ণবী সতী ॥ ৬০ ॥
দেবৈস্তুতা পূজিতা চ ব্রহ্মণা শঙ্করেণ চ।
দদৌ দৃষ্টিং সুরগৃহে ব্রহ্মশাপ বিমোচনে ॥ ৬১ ॥
প্রাপুর্দ্দেবাঃ স্ববিষয়ং দৈত্যৈগ্রস্তং ভয়ঙ্করৈঃ।
মহালক্ষ্মীপ্রসাদেন বরদানেন নারদ ॥ ৬২ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং লক্ষ্ম্যুপাখ্যানমুত্তমং।

দেবগণ ক্ষীরোদকূলে গমন পূর্ব্বক মন্দর গিরিকে মন্থনদণ্ড, কূর্ম্মকে পাত্র ও অনন্তকে মন্থনপাশ করিয়া ঘর্ষণ করিয়া ছিলেন ॥ ৫৮ ॥

এইরূপে ক্ষীরোদমন্থনে ধন্বন্তরী পীযূষ উচ্চৈশ্রবা অশ্ব ঐরাবত নামক হস্তি, বিবিধরত্ন, লক্ষ্মীদেবী ও সুদর্শনচক্র সমুত্থিত হইল, দেবগণ তাহা দেখিয়া তৎসমুদায় একেবারে অধিকার করিলেন ॥ ৫৯ ॥

তখন সেই ক্ষীরোদসমুৎপন্না বৈষ্ণবী সতী লক্ষ্মী ক্ষীরোদশায়ী সর্ব্বনিয়ন্তা মনোহর মূর্ত্তি বিষ্ণুর গলদেশে বনমালা প্রদান করিলেন ॥ ৬০ ॥

অতঃপর সেই লক্ষ্মীদেবী ব্রহ্মা, শঙ্কর ও অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা ও স্তুতা হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন অর্থাৎ ব্রহ্মশাপ বিমোচনার্থে দেবগণ গৃহে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৬১ ॥

হে নারদ! কমলার দৃষ্টিপাতমাত্র দেবগণ ভয়ঙ্কর দৈত্যগ্রস্ত স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে মহালক্ষ্মী প্রসাদে ও তাঁহার বরদানে দেবগণের সম্যক প্রকারে স্বীয় স্বীয় অধিকার লাভ হইল ॥ ৬২ ॥

সুখদং সারভূতঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৩ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
লক্ষ্ম্যুপাখ্যানেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

এই আমি পরম সুখপ্রদ সারভূত লক্ষ্মীর উপাখ্যান সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর, আমি তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিব ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে লক্ষ্মীর
উপাখ্যান নাম অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

হরেরুৎকীর্ত্তনং ভদ্রং শ্রুতং তজ্জ্ঞানমুত্তমং।
ঈপ্সিতং লক্ষ্ম্যুপাখ্যানং ধ্যানং স্তোত্রাদিকং বদ॥ ১॥
হরিণা পূজিতা পূর্ব্বং ততো ব্রহ্মাদিভিস্তথা।
শক্রেণ ভ্রষ্টরাজ্যেন সার্দ্ধং সুরগণেন চ॥ ২॥
পূজিতা কেন ধ্যানেন বিধিনা কেন বা পুরা।
স্তুতা বা কেন স্তোত্রেণ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ৩॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

স্নাত্বা তীর্থে পুরা শক্রো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
ঘটং সংস্থাপ্য ক্ষীরোদে দেবষট্কঞ্চ পূজয়েৎ॥ ৪॥

দেবর্ষি নারদ লক্ষ্মীর উপাখ্যান কথা শ্রবণ করিয়া নারায়ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! হরিনাম সংকীর্ত্তন ও হরিতত্ত্ব জ্ঞান অতি সুখপ্রদ। আমি তত্তৎ বৃত্তান্তমূলক লক্ষ্মীর উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, প্রথমতঃ শ্রীহরি, তৎপরে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তৎপরে দেবেন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সমস্ত দেবগণের সহিত কোন্ ধ্যান দ্বারা লক্ষ্মীকে পূজা করিয়া ছিলেন? সে পূজার বিধি কি প্রকার? এবং পূজা সমাপন করিয়া কোন্ স্তব দ্বারা মহালক্ষ্মীর স্তুতিপাঠ করেন? এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করুন॥ ১।২।৩॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! অতি পূর্ব্ব কালে একদা দেবেন্দ্র ক্ষীরোদ তীর্থে অবগাহন করিয়া ধৌত বস্ত্র এবং ধৌত উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক সেই ক্ষীরোদসমুদ্রের উপকূলে ঘটস্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে গন্ধপুষ্পাদি

গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
এতান্ ভক্ত্যা সমভ্যর্চ্চ্য পুষ্পগন্ধাদিভিস্তথা ॥ ৫ ॥
তত্রাবাহ্য মহালক্ষ্মীং পরমৈশ্বর্য্যরূপিণীং।
পূজাঞ্চকার দেবেশো ব্রহ্মণা চ পুরোধসা ॥ ৬ ॥
পুরস্থিতেষু মুনিষু ব্রাহ্মণেষু গুরৌ তথা।
দেবাদিষু চ দেবেশে জ্ঞানানন্দে শিবে মুনে ॥ ৭ ॥
পারিজাতস্য পুষ্পঞ্চ গৃহীত্বা চন্দনোক্ষিতং।
ধ্যাত্বা দেবীং মহালক্ষ্মীং পূজয়ামাস নারদ ॥ ৮ ॥
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং যদুক্তং ব্রহ্মণে পুরা।
হরিণা তেন ধ্যানেন তন্নিবোধ বদামি তে ॥ ৯ ॥
সহস্রদলপদ্মস্য কর্ণিকাবাসিনীং পরাং।
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুপ্রভা যুষ্টকরাং বরাং ॥ ১০ ॥

বিবিধ উপহারে গণেশ, দিনেশ, অগ্নি বিষ্ণু শিব শিবাদি এই ছয় দেবতাকে বিশেষ রূপে পূজা করিলেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

তাহার পর সেই স্থাপিত ঘটে ঐশ্বর্য্যরূপিণী মহালক্ষ্মীকে আবাহন করিয়া তদ্গতচিত্তে পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন ব্রহ্মা পৌরোহিত্য কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ, সুর গুরু বৃহস্পতি, অন্যান্য দেবগণ, এবং জ্ঞানময় আনন্দময় দেবাদিদেব আশুতোষ মহাদেব সেই পূজাস্থানের পুরোভাগে সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক সমাসীন রহিলেন ॥ ৭ ॥

ত্রিদশপতি প্রথমতঃ চন্দনসিক্ত অতি মনোহর পারিজাত পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক দেবী মহালক্ষ্মীকে ধ্যান করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীহরি ব্রহ্মাকে যে সামবেদোক্ত ধ্যানের উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই ধ্যানই দেবেন্দ্রের প্রধান অবলম্বন অর্থাৎ তদ্দ্বারা পূজা করিলেন। সেই ধ্যানও আদ্যোপান্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

স্বতেজসা প্রজ্বলন্তীং সুখদৃশ্যাং মনোহরাং।
প্রতপ্তকাঞ্চননিভাং শোভা মূর্ত্তিমতীং সতীং ॥ ১১ ॥
রত্নভূষণভূষাঢ্যাং শোভিতাং পীতবাসসা।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাং ॥ ১২ ॥
সর্ব্বসম্পৎ প্রদাত্রীঞ্চ মহালক্ষ্মীং ভজে শুভাং।
ধ্যানেনানেন তাং ধ্যাত্বা নোপহার সুসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥
সম্পূজ্য ব্রহ্মবাক্যেন চোপহারাণি ষোড়শঃ।
দদৌ ভক্ত্যা বিধানেন প্রত্যেকং মন্ত্রপূর্ব্বকং ॥ ১৪ ॥
প্রশংস্যানি প্রহৃষ্টানি দুর্লভানি বরানি চ।
অমুল্যরত্নসারঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১৫ ॥

হে শুভে মহালক্ষ্মী! তুমি সহস্রদলপদ্মের বীজকোষ মধ্যে অবস্থান করিতেছ, তুমি পরাৎপরা, কোটি শারদীয় পূর্ণশশধরের প্রভা তোমার কোমল করে প্রকাশমান হইতেছে, তুমি সর্ব্বপ্রধানা, তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইতেছ, কিন্তু কাহারও নেত্রের উপরোধ হয় না, বরং তোমাকে দর্শন করিলে দর্শনেন্দ্রিয় সুশীতল হয়, তুমি অতি মনোহরা তোমার শরীর কান্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল. তুমি লাবণ্যের আধার, তোমার মূর্ত্তি অতি সুঠাম, তুমি সাধ্বী, তোমার সর্ব্বাঙ্গ রত্নভুষণে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার পীতবস্ত্র পরিধান করায় শোভার ইয়ত্তা নাই, তোমার মুখকান্তি অতি প্রসন্ন, ঈষৎ হাস্য অধরপল্লবে সততই বিরাজমান রহিয়াছে তুমি অনন্তকাল স্থিরযৌবনা, হে সর্ব্ব সম্পদদাত্রি মহালক্ষ্মী! আমি তোমাকে ভজনা করিতেছি। হে নারদ! দেবরাজ ইন্দ্র, পুরোহিত ব্রহ্মার আদেশানুসারে এই ধ্যান পাঠের পর ষোড়শোপচারে মহালক্ষ্মীকে পূজা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক উপচার দ্রব্য যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে প্রদত্ত হইতে লাগিল ॥১০।১১।১২।১৩।১৪ ॥

যে সমস্ত দ্রব্যাদিতে পূজা হইল সে সকল উপহারদ্রব্য. অত্যুৎকৃষ্ট

আসনঞ্চ প্রসন্নঞ্চ মহালক্ষ্মী প্রগৃহ্যতাং।
শুদ্ধংগঙ্গোদকমিদং সর্ব্ববন্দিত মীপ্সিতং ॥ ১৬ ॥
পাপেন্ধ বহ্নিরূপঞ্চ গৃহ্যতাং কমলালয়ে।
পুষ্প চন্দন দূর্ব্বাদি সংযুক্তং জাহ্নবীজলং ॥ ১৭ ॥
শঙ্খগর্ভস্থিতং শুদ্ধং গৃহ্যতাং পদ্মবাসিনী।
সুগন্ধি বিষ্ণুতৈলঞ্চ সুগন্ধামলকীজলং ॥ ১৮ ॥
দেহ সৌন্দর্য্য বীজঞ্চ গৃহ্যতাং শ্রীহরি প্রিয়ে।
বৃক্ষ নির্যাস রূপঞ্চ গন্ধদ্রব্যাদি সংযুতং ॥ ১৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণকান্তে ধূপঞ্চ পবিত্রঞ্চ প্রগৃহ্যতাং।
মলয়াচলসংভূতং বৃক্ষসারং মনোহরং ॥ ২০ ॥
সুগন্ধিযুক্তং সুখদং চন্দনং দেবি গৃহ্যতাং।
জগচ্চক্ষুঃ স্বরূপঞ্চ প্রাণরক্ষণকারণং।

অতি চমৎকার, অতি দুর্লভ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দেবরাজ প্রথমতঃ আসন গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবি! মহালক্ষ্মি! অমূল্যরত্নখচিত, বিশ্বকর্ম্ম বিনির্ম্মিত এই সুখজনক আসন পরিগ্রহ কর। এবং সর্ব্বলোক প্রার্থিত এই বিশুদ্ধ গঙ্গোদক প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ১৫। ১৬ ॥

হে দেবি! কমলালয়ে! পুষ্প, চন্দন ও দুর্ব্বাদি মিশ্রিত এই জাহ্নবীজল, যে জল জীবগণের পাপরূপ কাষ্ঠদহনে হুতাশন স্বরূপ, সেই জল আমি একান্ত ভক্তিসহকারে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। ১৭ ॥

হে পদ্মনিবাসিনি! এই শঙ্খগর্ভস্থিত অতি পবিত্র সুগন্ধি বিষ্ণু তৈল এবং সুবাসিত আমলকী জল প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ১৮ ॥

হে হরিপ্রিয়ে! হে শ্রীকৃষ্ণকান্তে! হে পরমেশ্বরি! দেহের সৌন্দর্য্য-বিধানের বীজ স্বরূপ বৃক্ষের নির্যাসময় বিবিধ গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত এই পবিত্র ধূপ, মলয় পর্ব্বত সম্ভূত বৃক্ষের সারাংশ অতি সুগন্ধি ও যার

প্রদীপঞ্চ স্বরূপঞ্চ গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি ॥ ২১ ॥
নানোপহার রূপঞ্চ নানারস সমন্বিতং।
নানাস্বাদুকরঞ্চৈব নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং। ২২ ॥
অন্নব্রহ্ম স্বরূপঞ্চ প্রাণরক্ষণ কারণং।
তুষ্টিদং পুষ্টিদঞ্চৈব মন্নঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ২৩ ॥
শাল্যক্ষত সুপক্কঞ্চ শর্করা গব্য সংযুতং।
সুস্বাদুযুক্তং পদ্মেচ পরমান্নং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ২৪ ॥
শর্করা গব্যপক্কঞ্চ সুস্বাদু সুমনোহরং।
ময়ানিবেদিতং লক্ষ্মি স্বস্তিকং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ২৫ ॥
নানাবিধানি রম্যাণি পক্কানি চ ফলানি চ।
স্বাদু যুক্তানি কমলে গৃহ্যতাং ফলদানিচ ॥ ২৬ ॥

পর নাই সুখজনক এই মনোহর চন্দন, এবং জগতের লোচন স্বরূপ, তোমার শরীর প্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল ধ্বান্ত বারণ এই প্রদীপ প্রদান করিতেছি তুমি কৃপা করিয়া গ্রহণ কর ॥ ১৯। ২০। ২১ ॥

হে দেবি! নানাবিধ সুস্বাদু উপকরণ পরিপূর্ণ বিবিধরস সমাযুক্ত অতি উপাদেয় এই নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ২২ ॥

হে দেবি! অন্ন ব্রহ্মস্বরূপ, এবং অন্নই মানবগণের জীবন রক্ষার প্রধান কারণ। অন্ন হইতে মনের সন্তোষ ও শরীরের পুষ্টি লাভ হয়, অতএব তোমাকে উৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ২৩ ॥

হে পদ্মে! শর্করা ও দুগ্ধাদি গব্যসংযোগে সুপরিপক্ক অতি সুস্বাদু পরমান্ন ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করিতেছি কৃপা করিয়া গ্রহণ কর ॥ ২৪ ॥

হে লক্ষ্মি! শর্করা ও গব্যদ্বারা পরিপক্ক অতি সুস্বাদু, অতি উপাদেয় এই স্বস্তিক নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ২৫ ॥

হে কমলে! নানাবিধ সুপক্ক সুস্বাদু সুরম্য ফলপ্রদ এই অত্যন্ত উপাদেয় ফল সকল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর ॥ ২৬ ॥

সুরভী স্তন্যসংযুক্তং সুস্বাদুসুমনোহরং।
মর্ত্ত্যামৃতঞ্চ গব্যঞ্চ গৃহ্যতা মচ্যুত প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥
সুস্বাদু রসসংযুক্তমিক্ষু বৃক্ষ রসোদ্ভবং।
অগ্নিপক্কমপক্কম্বা গুড়ঞ্চ দেবিগৃহ্যতাং ॥ ২৮ ॥
যব গোধূম শস্যানি চূর্ণ রেণু সমুদ্ভবং।
সুপক্ক গুড়গব্যক্তং মিষ্টান্নং দেবীগৃহ্যতাং ॥ ২৯ ॥
শস্যচূর্ণোদ্ভবং পক্কং স্বস্তিকাদি সমন্বিতং।
ময়া নিবেদিতং দেবি পিষ্টকং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ৩০ ॥
পার্থিবং বৃক্ষভেদঞ্চ বিবিধং দিব্য কারণং।
সুস্বাদু রসযুক্তঞ্চ মিক্ষুঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ৩১ ॥
শীত বায়ু প্রদঞ্চৈব দাহেচ সুখদং পরং।
কমলে গৃহ্যতাঞ্চেদং ব্যজনং শ্বেতচামরং ॥ ৩২ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণকান্তে! যে দুগ্ধ সুরভীর স্তন হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, যে দুগ্ধ মানবগণের অমৃত স্বরূপ, আমি সেই সুস্বাদু অতি রমণীয় উপাদেয় দুগ্ধ আপনাকে প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ২৭ ॥

হে দেবি! অতি সুস্বাদু এই ইক্ষুরস এবং অগ্নি পরিপক্ক অতি উপাদেয় সুখাদ্য গুড় প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ২৮ ॥

হে দেবি! যে মিষ্টান্ন যব ও গোধূম চূর্ণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে যাহাতে সুপক্ক গুড় ও গব্য মিশ্রিত রহিয়াছে, আমি ভক্তিসহকারে আপনাকে সেই মিষ্টান্ন প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ২৯ ॥

হে দেবি! শস্য চূর্ণ হইতে সমুৎপন্ন, স্বস্তিকাদি দ্রব্য সংযুক্ত সুপরিপক্ক এই পরমোৎকৃষ্ট পিষ্টক নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ৩০ ॥

হে কমলবাসিনি! যে ইক্ষু পৃথিবীস্থ বৃক্ষবিশেষ, যাহা হইতে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, এবং যাহাতে অতীব সুখকর সুস্বাদুরস পরিপূর্ণ রহিয়াছে আমি সেই ইক্ষু প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ৩১ ॥

তাম্বূলঞ্চ বরংরম্যং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
জিহ্বাজাড্যচ্ছেদকরং তাম্বূলং দেবিগৃহ্যতাং॥ ৩৩॥
সুবাসিতং শীতলঞ্চ পিপাসা নাশকারণং।
জাবজ্জীবন রূপঞ্চ জীবনং দেবিগৃহ্যতাং॥ ৩৪॥
দেহসৌন্দর্য্য বীজঞ্চ সদা শোভা বিবর্দ্ধনং।
কার্পাসজঞ্চ ক্রমিজং বসনং দেবিগৃহ্যতাং॥ ৩৫॥
রত্ন স্বর্ণ বিকারঞ্চ দেহভূষা বিবর্দ্ধনং।
শোভাধানং শ্রীকরঞ্চ ভূষণং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ৩৬॥
নানাকুসুম নির্ম্মাণং বহুশোভা প্রদং পরং।
সুরভূপ প্রিযংশুদ্ধং মাল্যং দেবি প্রগৃহ্যতাং॥ ৩৭॥

হে কমলে! যাহা হইতে সুশীতল বায়ু সঞ্চারিত হয়, শরীরে দাহ উপস্থিত হইলে যাহাতে শান্তি প্রদান করে, এই আমি সেই সুখদ ব্যজন ও শ্বেতচামর প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর॥ ৩২॥

হে দেবি! কর্পূরাদি সুবাসিত, জিহ্বার জড়তানাশক অতি রমণীয় এই উৎকৃষ্ট তাম্বূল প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর॥ ৩৩॥

হে দেবি! যে জল জগতের জীবন স্বরূপ, যাহাতে পিপাসার শান্তি হয় এই সেই সুবাসিত সুশীতল জল প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর॥ ৩৪॥

হে দেবি! যে বসনে দেহের সৌন্দর্য্য সাধন করে, যদ্দ্বারা শরীর সতত শোভমান হয়, এই সেই কার্পাস ও কৃমিকোষ নির্ম্মিত বসন প্রদান করিতেছি আপনি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহণ কর॥ ৩৫॥

হে কমলে! যে রত্ন ও স্বর্ণদ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ভূষণ প্রস্তুত হয়, এবং যে ভূষণে শরীরের সৌন্দর্য্যের পরিসীমা থাকে না, এই সেই শোভাধার সুশোভন অলঙ্কার অর্পণ করিতেছি গ্রহণ কর॥ ৩৬॥

হে দেবি! নানাবিধ রমণীয় পুষ্প দ্বারা যে মালা বিনির্ম্মিত হইয়াছে,

পুণ্যতীর্থোদকঞ্চৈব বিশুদ্ধং শুদ্ধিদং সদা।
গৃহ্যতাং কৃষ্ণকান্তে চ রম্যমাচমনীয়কং॥ ৩৮॥
রত্নসারাদি নির্ম্মাণং পুষ্প চন্দন সংযুতং।
রত্নভূষণ ভূষাঢ্যং সুতল্পং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ৩৯॥
যদযদ্দ্রব্যমপূর্ব্বঞ্চ পৃথিব্যামতি দুর্ল্লভং।
দেবভূপার্হ ভোগ্যঞ্চ তদ্দ্রব্যং দেবিগৃহ্যতাং॥ ৪০॥
দ্রব্যাণ্যেতানি দত্বা চ মূলেন দেব পুঙ্গব।
মূলং জজাপ ভক্ত্যাচ দশলক্ষং বিধানতঃ॥ ৪১॥
জপেন দশলক্ষেন মন্ত্রসিদ্ধির্ব্বভূবহ।
মন্ত্রশ্চ ব্রহ্মণাদত্তঃ কল্পবৃক্ষশ্চ সর্ব্বদঃ॥ ৪২॥

দেবগণ ও নরপতিগণ যদ্দ্বারা অতীব প্রীত হন, এই সেই সুশোভন উৎকৃষ্ট মাল্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর॥ ৩৭॥

হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! তোমার আচমনের নিমিত্ত এই শুদ্ধিদায়ক বিশুদ্ধ রমণীয় পবিত্র তীর্থোদক প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর॥ ৩৮॥

হে দেবি! অত্যুৎকৃষ্ট হীরকাদি মণি নির্ম্মিত, পুষ্প ও চন্দন সমাযুক্ত রত্নময় ভূষণে বিভূষিত এই শয্যা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর॥ ৩৯॥

হে দেবি! হে কমলালয়ে! এতদ্ভিন্ন পৃথিবীতে যে যে অপূর্ব্ব অতি দুর্ল্লভ পদার্থ বিদ্যমান আছে এবং দেবগণ ও ভূপালগণ যে সমস্ত দ্রব্যের উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই সমুদায় উৎকৃষ্ট বস্তু আমি ভক্তিসহকারে অর্পণ করিতেছি আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ কর॥ ৪০॥

হে নারদ! দেবরাজ ইন্দ্র মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব কথিত দ্রব্য সকল কমলাকে অর্পণ করিয়া একান্ত তদ্গত চিত্তে যথাবিধি দশ লক্ষ মূল মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন॥ ৪১॥

দশ লক্ষ জপেই তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইল। যে মন্ত্রবলে দেবরাজ সিদ্ধ

লক্ষ্মীর্মায়া কামবাণী ততঃ কমল বাসিনী।
স্বাহান্তো বৈদিকোমন্ত্র রাজোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ॥ ৪৩॥
কুবেরোঽনেন মন্ত্রেন সর্ব্বৈশ্বর্য্য মবাপ্তবান্।
রাজরাজেশ্বরো দক্ষঃ সাবর্ণির্ম্মনুরেব সঃ॥ ৪৪॥
মঙ্গলোঽনেন মন্ত্রেণ সপ্তদ্বীপবতী পতিঃ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ কেদারো নৃপএব চ॥ ৪৫॥
এতেচ সিদ্ধা রাজেন্দ্রা মন্ত্রেণানেন নারদ।
সিদ্ধমন্ত্রে মহালক্ষ্মীঃ শক্রায দর্শনং দদৌ॥ ৪৬॥
রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণ বিমান স্থাবর প্রদা।
সপ্তদ্বীপবতীং পৃথ্বীং ছাদয়ন্তি ত্বিষাচ সা॥ ৪৭॥

হইলেন, কমলযোনি ব্রহ্মা তাঁহাকে ঐ মন্ত্র এবং বাঞ্ছিত ফলপ্রদ কল্প-বৃক্ষও প্রদান করিয়াছিলেন॥ ৪২॥

দেবী লক্ষ্মী মায়া স্বরূপিণী এবং কামবাণী স্বরূপিণী। "ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কমল বাসিনৈ স্বাহা" এই দ্বাদশাক্ষরযুক্ত বৈদিক মন্ত্রই হরিপ্রিয়া মহালক্ষ্মীর প্রধান মন্ত্র॥ ৪৩॥

কুবের ঐ মন্ত্র জপ করিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বলিয়া বিখ্যাত হয়েন, এবং দক্ষ ও সাবর্ণি মনু রাজরাজেশ্বর হইয়াছেন॥ ৪৪॥

হে নারদ! কি মঙ্গল, কি প্রিয়ব্রত, কি উত্তানপাদ, কি কেদার, কি নৃপ ইঁহারা ঐ মন্ত্রবলে সপ্তদ্বীপা পৃথ্বীশ্বর হইয়াছেন॥ ৪৫॥

হে নারদ! ঐ সকল রাজেন্দ্রগণ এই মন্ত্র বলেই সিদ্ধি লাভ করেন। সুতরাং দেবেন্দ্রের মন্ত্র সিদ্ধি হইলে মহালক্ষ্মী তাঁহাকেও কৃপা করিলেন, অর্থাৎ মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন॥ ৪৬॥

বরদা লক্ষ্মী, অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন ময় বিমানে আসীন। তাঁহার রূপ-ছটায় সপ্তদ্বীপা পৃথিবী একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল॥ ৪৭॥

শ্বেতচম্পক বর্ণাভা রত্নভূষণ ভূষিতা।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যা ভক্তানুগ্রহ কাতরা॥ ৪৮॥
বিভ্রতী রত্নমালাঞ্চ কোটিচন্দ্র সমপ্রভা।
দৃষ্ট্বা জগৎপ্রসূং শান্তাং তুষ্টাব তাং পুরন্দরঃ॥ ৪৯॥
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গঃ শাশ্রুনেত্রঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
ব্রহ্মণা চ প্রদত্তেন স্তোত্র রাজেন সংযতঃ।
সর্ব্বাভীষ্ট প্রদেনৈব বৈদিকে নৈবতত্র চ॥ ৫০॥

ইন্দ্র উবাচ।

ওঁ নমো মহালক্ষ্মৈ।

নমঃ কমলবাসিন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমোনমঃ।
কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ সারায়ৈ পদ্মায়ৈ চ নমোনমঃ॥ ৫১॥
পদ্মপত্রেক্ষণায়ৈ চ পদ্মাস্যায়ৈ নমোনমঃ।
পদ্মাসনায়ৈ পদ্মিন্যৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমোনমঃ॥ ৫২॥

তাঁহার বর্ণ শ্বেত চম্পকের ন্যায় গৌর, অঙ্গে বিবিধ রত্নময় বিভূষণ, মুখ অতি সুপ্রসন্ন এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত, এবং ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে কিছুমাত্র কাতর নহেন; বরং বিশেষ ব্যগ্র॥ ৪৮॥

তাঁহার গলদেশে রত্নমালা বিরাজমান। দেখিলে বোধ হয় যেন যুগপদ্ কোটি শশধর সমুদিত হইয়াছে। হে নারদ! সেই শান্তমূর্ত্তি জগন্মাতা মহালক্ষ্মীকে দেখিবামাত্র পুরন্দরের সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। প্রেমাশ্রুতে নয়ন আকুলিত করিল। তখন তিনি ভক্তিভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে কমলযোনি ব্রহ্মার উপদিষ্ট সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টদায়ক বৈদিক মন্ত্রে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৪৯। ৫০॥

দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন হে মহালক্ষ্মি! তোমাকে নমস্কার। হে কমলবাসিনি হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! হে পরাৎপরে! হে পদ্মে! আমি তোমাকে যথাসাধ্য ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নমস্কার করি॥ ৫১॥

সর্ব্বসম্পৎ স্বরূপায়ৈ সর্ব্বদাত্র্যৈ নমোনমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ সিদ্ধিদায়ৈ নমোনমঃ॥ ৫৩ ॥
হরিভক্তি প্রদাত্র্যৈ চ হর্ষদায়ৈ নমোনমঃ।
কৃষ্ণবক্ষস্থিতায়ৈচ কৃষ্ণেশায়ৈ নমোনমঃ॥ ৫৪ ॥
কৃষ্ণশোভা স্বরূপায়ৈ রত্নপদ্মে চ শোভনে।
সম্পত্ত্যধিষ্ঠাতৃ দেব্যৈ মহাদেব্যৈ নমোনমঃ॥ ৫৫ ॥
শস্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ শস্যায়ৈ চ নমোনমঃ।
নমো বুদ্ধি স্বরূপায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ নমোনমঃ॥ ৫৬ ॥
বৈকুণ্ঠে যা মহালক্ষ্মীঃ লক্ষ্মীঃ ক্ষীরোদ সাগরে।
স্বর্গলক্ষ্মী রিন্দ্রগেহে রাজলক্ষ্মী নৃপালয়ে॥ ৫৭ ॥
গৃহলক্ষ্মীশ্চ গৃহিনাং গেহেচ গৃহদেবতা।
সুরভী সাগরাৎ মাতা দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী॥ ৫৮ ॥

হে পদ্মপত্রেক্ষণে! হে পদ্মবদনে! তোমাকে নমস্কার করি। হে পদ্মাসনে হে পদ্মিনি! হে বৈষ্ণবি! আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ৫২ ॥

হে জগতের সম্পত্তিরূপিণি! হে সর্ব্বদাত্রি! তোমাকে নমস্কার। হে সুখদে! হে মোক্ষদে! হে সিদ্ধিদে! তোমাকে নমস্কার করি॥ ৫৩ ॥

হে হরি ভক্তি প্রদায়িনি! হে হর্ষদাত্রি! তোমাকে নমস্কার। হে শ্রীকৃষ্ণ বক্ষ বিহারিণি! হে কৃষ্ণেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার করি॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শোভাস্বরূপিণি! হে রত্নপদ্মাসনে! হে শোভনে! হে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবি! হে মহাদেবি! তোমাকে নমস্কার॥ ৫৫ ॥

হে শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবি! হে শস্য স্বরূপিণি! তোমাকে নমস্কার। তুমি বুদ্ধি, তুমি বুদ্ধিদাত্রী, তোমাকে বার বার নমস্কার করি॥ ৫৬ ॥

তুমি বৈকুণ্ঠের মহালক্ষ্মী, তুমি ক্ষীরোদ সমুদ্রের লক্ষ্মী, তুমি স্বর্গের ইন্দ্র লক্ষ্মী এবং তুমি এই জগতের নরপতিভবনের রাজলক্ষ্মী॥ ৫৭ ॥

অদিতির্দ্দেবমাতা ত্বং কমলা কমলালয়ে।
স্বাহা ত্বঞ্চ হবির্দ্দানে কব্যদানে স্বধা স্মৃতা॥ ৫৯॥
ত্বংহি বিষ্ণুস্বরূপাচ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ত্বং নারায়ণপরায়ণা॥ ৬০॥
ক্রোধহিংসাবর্জ্জিতা চ বরদাচ শুভাননা।
পরমার্থপ্রদা ত্বঞ্চ হরিদাস্যপ্রদা পরা॥ ৬১॥
যথা বিনা জগৎসর্ব্বং ভস্মীভূত মসারকং।
জীবন্মৃতঞ্চ বিশ্বঞ্চ শবতুল্যং যযা বিনা॥ ৬২॥
সর্ব্বেষাঞ্চ পরা মাতা সর্ব্ববান্ধবরূপিণী।
যযা বিনা ন সংভাষ্যো বান্ধবৈর্ব্বান্ধবঃ সদা॥ ৬৩॥

তুমি গৃহস্থদিগের গৃহলক্ষ্মী, তুমি প্রত্যেক গৃহের গৃহদেবতা, তুমি গোগণের মধ্যে মাতা সুরভী এবং যজ্ঞকারীদিগের দক্ষিণা॥ ৫৮॥

তুমি দেবমাতা অদিতি, তুমি কমলালয়ের কমলা, তুমি হবিদানের স্বাহা এবং কব্যদানের স্বধা মন্ত্র স্বরূপ॥ ৫৯॥

তুমি সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু স্বরূপ, তুমি সকলের আধারভূত বসুন্ধরা, তুমি কেবল সত্বস্বরূপিণী এবং নারায়ণই তোমার একমাত্র অবলম্বন॥ ৬০॥

তোমাতে ক্রোধের সম্পর্ক নাই, হিংসারও লেশ নাই। তুমি বরদাত্রী, তুমি শুভাননা, তুমি সকলকে পরমার্থ প্রদান কর এবং তোমাহইতেই লোকে হরিদাস্য লাভ করিয়া থাকে॥ ৬১॥

তোমা ভিন্ন সমুদায় জগৎ ভস্ম স্বরূপ, সমস্তই অসার, এমন কি তোমা ব্যতীত বিশ্বসংসার যে জীবন্মৃত হইয়া শবতুল্য নিষ্পন্দ নিপতিত থাকে তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৬২॥

তুমি সকলের সর্ব্ব প্রধানা মাতা, তুমি সকলের বন্ধু স্বরূপিণী। এমন কি তোমা ভিন্ন বান্ধবে বান্ধবে বাক্যালাপও থাকে না॥ ৬৩॥

ত্বয়া হীনো বন্ধুহীনঃ ত্বয়াযুক্তঃ সবান্ধবঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ত্বঞ্চকারণরূপিণী ॥ ৬৪ ॥
যথা মাতা স্তনন্ধানাং শিশূনাং শৈশবে যথা।
তথাত্বং সর্ব্বদা মাতা সর্ব্বেষাং সর্ব্ববিশ্বতঃ ॥ ৬৫ ॥
মাতৃহীনস্তনত্যক্তঃ স চেজ্জীবতি দৈবতঃ।
ত্বয়াহীনোজনঃ কোপি ন জীবত্যেব নিশ্চিতং ॥ ৬৬ ॥
সুপ্রসন্নস্বরূপাত্বং মাং প্রসন্নাভবাম্বিকে।
বৈরিগ্রস্তঞ্চ বিষয়ং দেহিমহ্যং সনাতনি ॥ ৬৭ ॥
বয়ং যাবৎ ত্বয়াহীনা বন্ধুহীনাশ্চভিক্ষুকাঃ।
সর্ব্বসম্পদ্বিহীনাশ্চ তাবদেব হরিপ্রিয়ে। ৬৮।

তুমি যাহার প্রতি বিরূপ, জগতে তাহার আর কেহই বন্ধু নাই এবং তুমি যাহার প্রতি প্রসন্ন, সমস্ত জগতই তাহার বন্ধু। কি ধর্ম্ম, কি অর্থ কি কাম, কি মোক্ষ, তুমিই এই চতুর্বর্গ ফল লাভের কারণ ॥ ৬৪ ॥

যেমন মাতা শৈশবে স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে স্তন দান করিয়া লালন পালন করেন, তুমি সেইরূপ মাতৃরূপে সর্ব্বদা সমস্ত জগৎ সম্বন্ধীয় জীব সমুদায়কে প্রতিপালন করিতেছ ॥ ৬৫ ॥

স্তন্যপায়ী শিশু মাতৃহীন হইয়াও কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু জগতের কোন ব্যক্তিই তোমা ব্যতীত এক ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না ॥ ৬৬ ॥

হে প্রসন্নময়ি! হে অম্বিকে! হে সনাতনি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দয়া করিয়া শত্রুগ্রস্ত বিষয় আমাকে পুনঃ প্রদান কর ॥ ৬৭ ॥

হে হরিপ্রিয়ে! যে কাল পর্য্যন্ত তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাক, সে কালপর্য্যন্ত আমরা সম্পদবিহীন, বন্ধুবিহীন হই। এমন কি আমাদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় সন্দেহ নাই॥ ৬৮ ॥

রাজ্যংদেহি শ্রিয়ংদেহি বলংদেহি সুরেশ্বরি।
কীর্ত্তিংদেহি ধনংদেহি যশোমহ্যং চ দেহি মে। ৬৯।
কামংদেহি মতিংদেহি ভোগান্দেহি হরিপ্রিয়ে।
জ্ঞানংদেহি চ ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বসৌভাগ্যমীপ্সিতং। ৭০।
প্রভাবঞ্চ প্রতাপঞ্চ সর্ব্বাধিকারমেব চ।
জয়ং পরাক্রমং যুদ্ধে পরমৈশ্বর্য্যমেব চ। ৭১।
ইত্যুক্ত্বা চ মহেন্দ্রশ্চ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ।
প্রণনাম সাশ্রুনেত্রো মূর্দ্ধ্না চৈব পুনঃ পুনঃ। ৭২।
ব্রহ্মাচ শঙ্করশ্চৈব শেষোধর্ম্মশ্চ কেশবঃ।
যযুর্দ্দেবাশ্চ সন্তুষ্টা স্বং স্বং স্থানঞ্চ নারদ। ৭৩।
দেবী যযৌ হরেঃক্রোড়ং হৃষ্টা ক্ষীরোদশায়িনঃ।
যযতুশ্চৈব স্বগৃহং ব্রহ্মেশানৌ চ নারদ।

অতএব হে কমলবাসিনি সুরেশ্বরি! তুমি সুপ্রসন্ন হইয়া আমাকে রাজ্য, সম্পদ্, বল, ধন, মান ও কীর্ত্তি প্রদান কর ॥ ৬৯ ॥

হে হরিপ্রিয়ে! তুমি আমাকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান কর, তুমি আমাকে সুমতি প্রদান কর, তুমি আমাকে ভোগদান কর, তুমি আমাকে দিব্য জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সৌভাগ্য, প্রদান করিয়া পূর্ণ মনোরথ কর ॥ ৭০ ॥

তুমি আমাকে পূর্ব্ববৎ প্রভাব, প্রতাপ, সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার, যুদ্ধে জয় ও পরাক্রম এবং পরমৈশ্বর্য্য প্রদান কর ॥ ৭১ ॥

হে নারদ! সুরপতি মহেন্দ্র এইরূপে মহালক্ষ্মীর স্তব করিয়া বাষ্পাকুলনয়নে,অবনত মস্তকে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন,এবং সমাগত সুরগণও ভক্তি পূর্ব্বক নতমস্তক হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৭২ ॥

হে নারদ! অনন্তর পদ্মযোনি ব্রহ্মা, শঙ্কর, অনন্তদেব, ধর্ম্ম ও কেশব প্রভৃতি দেবগণ পরমাহ্লাদে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥ ৭৩ ॥

দত্ত্বা শুভাশিষং তৌচ দেবেভ্যঃ প্রীতিপূর্ব্বকং। ৭৪।
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
কুবেরতুল্যঃ স ভবেৎ রাজরাজেশ্বরো মহান্। ৭৫।
সিদ্ধ স্তোত্রং যদিপঠেৎ সোপি কল্পতরুর্নরঃ।
পঞ্চলক্ষ জপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং। ৭৬।
সিদ্ধিস্তোত্রং যদি পঠেৎ মাসমেকঞ্চ সংযতঃ।
মহা সুখী চ রাজেন্দ্রো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৭৭।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে মহালক্ষ্মী
স্তোত্রং সমাপ্তং।

এদিকে দেবী মহালক্ষ্মীও হৃষ্টচিত্তে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান শ্রীহরির ক্রোড়ে গমন করিলেন। ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর পরমানন্দে দেবতাদিগকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥৭৪॥

হে নারদ! যিনি ত্রিকালীন এই অতীব পুণ্যজনক স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি কুবেরের ন্যায় রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥

যিনি এই সিদ্ধ স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি অনায়াসে কল্পতরু তুল্য সৌভাগ্যশালী হন। ফলতঃ পঞ্চলক্ষবার এই স্তোত্র পাঠ করিলেই মানবগণের স্তোত্র সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৭৬ ॥

বিশেষতঃ একমাস কাল সংযত ভাবে এই সিদ্ধ স্তোত্র পাঠ করিলে অতিশয় সৌভাগ্যশীল হইয়া যে, রাজেন্দ্র পদবী লাভ করিতে পারে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে মহালক্ষ্মী স্তোত্র সম্পূর্ণ।

নারদ উবাচ।

পুষ্পং দুর্ব্বাসসা দত্ত মস্ত্যেব যস্য মস্তকে।
তস্য সর্ব্বপুরঃ পূজেত্যুক্তং সর্ব্বং ত্বয়া প্রভো। ৭৮।
তদেবস্থাপিতং পুষ্পং গজেন্দ্রস্যৈব মস্তকে।
কুতোজন্ম গণেশস্য সচমত্তোবনঙ্গতঃ। ৭৯।
মূর্দ্ধাচ্ছেদ গণপতেঃশনের্দৃষ্ট্যা পুরা মুনে।
তৎস্কন্ধে যোজয়ামাস হস্তিমস্তং হরিঃ স্বয়ং। ৮০।
অধুনৈব দেবষট্কং সংপূজ্য চ পুরন্দরঃ।
পূজয়ামাস লক্ষ্মীঞ্চ ক্ষীরোদেচ সুরৈঃ সহ। ৮১।
অহো পুরাণবক্তৃণাং দুর্ব্বোধং বচনং নৃণাং।
সুব্যক্ত মস্য সিদ্ধান্তং বদ বেদবিদাম্বর। ৮২।

নারদ কহিলেন, হে প্রভো নারায়ণ! আপনি বলিলেন যে, যাঁহার মস্তকে মুনিবর দুর্ব্বাসা প্রদত্ত পুষ্প বিদ্যমান আছে, জগৎসংসার মধ্যে ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে, তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। ৭৮।

কিন্তু দুর্ব্বাসা প্রদত্ত যে পুষ্প ঐরাবতের মস্তকে অর্পিত হয়। সেই গজেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ পুষ্পগন্ধে মত্ত হইয়া বন প্রস্থান করে। তাহাতে কিরূপে গণেশের উৎপত্তি হইল তাহা বর্ণন করুন। ৭৯।

শুনিয়াছি, পূর্ব্বে শনির দৃষ্টিবশতঃ গণপতির মস্তকচ্ছেদ হয়। আবার শ্রীহরি স্বয়ং সেই গণপতির মস্তকে হস্তির মস্তক সংযোজিত করেন। ৮০।

আবার এখন শুনিলাম পুরন্দর সুরগণের সহিত ক্ষীরোদ সমুদ্রের উপকূলে গমন পূর্ব্বক যথাবিধি অনুসারে গণেশাদি ছয় দেবতাকে পূজা করিয়া তৎপরে মহালক্ষ্মীকে পূজা করিলেন।। ৮১।।

অতএব পুরাণ বক্তাদিগের বাক্য নিতান্ত দুর্ব্বোধ। হে বেদবিদগ্র-গণ্য নারায়ণ! এক্ষণে আমার প্রার্থনা, যে আপনি এই দুর্ব্বোধ পুরাণ বচনের সুব্যক্ত স্থির সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ৮২।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

যদা শশাপ শক্রঞ্চ দুর্ব্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ।
তদা নাস্ত্যেব তজ্জন্ম পূজাকালে বভূব সঃ। ৮৩।
সুচিরং দুঃখিতা দেবা বভ্রমুর্ব্রহ্মশাপতঃ।
পশ্চাৎ সংপ্রাপ তাং লক্ষ্মীং বরেণ চ হরের্মুনে। ৮৪।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানং নাম
উনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! মুনিবর দুর্ব্বাসা যখন ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করিলেন, তখন গণেশের জন্মই হয় নাই। কিন্তু দেবেন্দ্র যখন, পূজায় প্রবৃত্ত হন, তৎকালে গণপতির উৎপত্তি হইল ॥ ৮৩॥

দেবগণ ব্রহ্ম শাপে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বহুকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন। পরিশেষে শ্রীহরির প্রসাদে পুনরায় রাজ্য লক্ষ্মী প্রাপ্ত হন। ৮৪।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
লক্ষ্ম্যুপাখ্যানে উনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। নারায়ণ মহাভাগ নারায়ণ সমঃ প্রভো।
রূপেণ চ গুণেনৈব যশসা তেজসাত্বিষা। ১।
ত্বমেব জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠঃ সিদ্ধানাং যোগিনাং তথা।
মহালক্ষ্ম্যা উপাখ্যানং বিজ্ঞাতং মহদদ্ভুতং। ২।
অন্যৎ কিঞ্চিদুপাখ্যানং নিগূঢ়ং বদসাংপ্রতং।
অতীব গোপনীয়ঞ্চ যদুক্তং সর্ব্বতঃ স্মৃতঃ।
অপ্রকাশ্যং পুরাণেষু বেদোক্তধর্ম্মসংযুতং। ৩।
শ্রীনারায়ণ উবাচ।
নানাপ্রকার মাখ্যান মপ্রকাশ্যং পুরাণতঃ।
শ্রুতৌকতিবিধং গূঢ়মাস্তে ব্রহ্মন্ সুদুর্লভং। ৪।
তেষুযৎ সারভূতঞ্চ শ্রোতুং কিম্বা ত্বমিচ্ছসি।
তন্মে ব্রূহি মহাভাগ পশ্চাদ্বক্ষ্যামি তৎপুনঃ। ৫।

দেবর্ষি নারদ, নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে প্রভো মহাভাগ নারায়ণ! আপনি কি রূপ, কি গুণ, কি যশ, কি তেজ, কি কান্তি সর্ব্বাংশেই নারায়ণের তুল্য॥ ১॥

অধিক আর কি বলিব আপনি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, সিদ্ধগণের অগ্রগণ্য এবং যোগিগণের অগ্রগণ্য হইয়াছেন। আপনা হইতেই আমি অতি আশ্চর্য্য মহালক্ষ্মীর উপাখ্যান বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইলাম॥ ২॥

সংপ্রতি এমন কোন উপাখ্যান কীর্ত্তন করুন, যাহা নিগূঢ় ও অতি গোপনীয় এবং বেদে কথিত হইয়াছে, কিন্তু পুরাণে অপ্রকাশিত আছে এতদ্রূপ উপাখ্যান আমি শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ৩॥

নারায়ণ কহিলেন, হে বিপ্রবর নারদ! বেদে এমন অনেক গূঢ়তর, অতি উপাদেয় উপাখ্যান সকল বর্ণিত আছে, যাহা পুরাণে কিছুমাত্র প্রকাশিত হয় নাই তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি॥ ৪॥

নারদ উবাচ।

স্বাহা দেব হবির্দ্দানে প্রশস্তা সর্ব্বকর্ম্মসু।
পিতৃদানে স্বধা শস্তা দক্ষিণা সর্ব্বতোবরা। ৬।
এতাসাং চরিতং জন্ম ফলং প্রাধান্য মেব চ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বদ্বক্ত্রাৎ বদ বেদবিদাম্বর। ৭।

সৌতিরুবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
কথাং কথিতুমারেভে পুরাণোক্তাং পুরাতনীং। ৮।

নারায়ণ উবাচ।

সৃষ্টেঃ প্রথমতো দেবাশ্চাহারার্থং যযুঃ পুরা।
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসভাং সগম্যাং সুমনোহরাং। ৯।

কিন্তু, তন্মধ্যে কোন্ প্রধান বিষয় তোমার জানিবার ইচ্ছা হয়, অগ্রে প্রকাশ কর, পশ্চাৎ আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন, হে বেদবিদগ্রগণ্য নারায়ণ! যে কোন কর্ম্ম উপলক্ষে হউক, দেবগণকে হবি দান করিতে হইলে স্বাহা মন্ত্রই প্রশস্ত এবং পিতৃগণকে কোন দ্রব্য প্রদান করিতে হইলে স্বধা মন্ত্রই প্রশস্ত। এবং সকল কার্য্যেই দক্ষিণা সর্ব্ব প্রধান ॥ ৬ ॥

এক্ষণে, ইহাঁরা কি সূত্রে জন্মপরিগ্রহ করিলেন? ইহাঁদিগের চরিত; ইহাঁদিগের স্ব স্ব প্রাধান্য এবং ইহাঁদিগের ফল কি প্রকার, তাহা আপনার বদন-বিবর হইতে বিনির্গত হয়, ইহাই বাসনা করি ॥ ৭ ॥

সৌতি কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ নারদের বচন শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া পুরাতন পৌরাণিক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! সৃষ্টির প্রারম্ভে একদা দেবগণ সমবেত হইয়া আপনাদিগের আহার নিরূপণের নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক অতি মনোরম ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৯ ॥

গত্বা নিবেদনঞ্চক্রুরাহারা হেতুকং মুনে।
ব্রহ্মা শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞায় সিষেবে শ্রীহরেঃ পদং। ১০।
যজ্ঞরূপোহি ভগবান্ কলয়া চ বভুব সঃ।
যজ্ঞোযদম্বদ্ধবির্দ্দানং দত্তং তেভ্যশ্চ ব্রহ্মণা। ১১।
হবির্দ্দদাতি বিপ্রশ্চ ভক্ত্যা চ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পুরানৈব প্রাপ্নুবন্তি তদ্দানং মুনিপুঙ্গব। ১২।
দেবাঃবিষন্নাস্তে সর্ব্বে তৎসভাঞ্চ পুনর্যযুঃ।
গত্বা নিবেদনঞ্চক্রুরাহারাভাব হেতুকং। ১৩।
ব্রহ্মা শ্রুত্বা তু ধ্যানেন শ্রীকৃষ্ণং শরণং যযৌ।
পূজাং চকার প্রকৃতিং ধ্যানেনৈব তদাজ্ঞযা। ১৪।
প্রকৃতিঃ কলয়াচৈব সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী।
বভুব দাহিকা শক্তিরগ্নেঃ স্বাহা স্বকামিনী। ১৫।

গিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের আহারের উপায় কি? তখন ব্রহ্মা দেবগণের বচন শ্রবণে, তোমরা অপেক্ষা কর ব্যবস্থা করিতেছি, বলিয়া শ্রীহরির সদনে গমন করিলেন। ১০।

ভগবান্ হরি তখন স্বয়ং স্বীয় অংশে যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ভক্তি পূর্ব্বক হবি দান করিতে ত্রুটি করেন না; কিন্তু দেবগণ কিছুতেই তাহা লাভ করিতে পারিলেন না। ১১। ১২।

তখন দেবগণ দুঃখিত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। এবং আহার অপ্রাপ্তির কারণ পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন করিলেন। ১৩।

কমলযোনি ব্রহ্মা দেবগণের প্রমুখাৎ ঐ কথা শ্রবণ করিবামাত্র ধ্যানস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে সেই অবস্থায় প্রকৃতি দেবীকে পূজা করিতে লাগিলেন। ১৪।

তখন সকলের শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিদেবী স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া অগ্নির দাহিকাশক্তি ও অগ্নির পত্নী স্বাহারূপে পরিণত হইলেন। ১৫।

গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রভাছাদন কারিণী।
অতীব সুন্দরী রামা রমণী যা মনোহরা। ১৬।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যা ভক্তানুগ্রহ কাতরা।
উবাচেতি বিধেরগ্রে পদ্মযোনে বরং বৃণু। ১৭।
বিধিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্ভ্রমাৎ সমুবাচ তাং। ১৮।

ব্রহ্মোবাচ।

ত্বমগ্নের্দ্দাহিকা শক্তির্ভবপত্নী চ সুন্দরী।
দগ্ধুং ন শক্তস্ত্বদিতি হুতাশশ্চ ত্বয়া বিনা। ১৯।
ত্বন্নামোচ্চার্য্য মন্ত্রান্তে যো দাস্যতি হবির্নরঃ।
সুরেভ্যস্তৎ প্রাপ্নুবন্তি সুরাঃ সানন্দ পূর্ব্বকং। ২০।

তাঁহার রূপের আভা এমনি উজ্জ্বল যে, গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন দিবাকরের প্রভাও লজ্জিত হয়। ফলতঃ স্বাহা যারপর নাই পরমা সুন্দরী, দেখিতে অতি মনোহর ও পরম রমণীয়॥ ১৬॥

তাঁহার বদন অতি প্রসন্ন এবং অধরপল্লবে ঈষৎ হাস্য সততই বিরাজমান। দেখিলে বোধহয় যেন ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিবার জন্য সদা বিব্রত রহিয়াছেন। যাহাহউক স্বাহাদেবী ব্রহ্মার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিলেন, পদ্মযোনে! বর প্রার্থনা কর॥ ১৭॥

তখন কমলযোনি ভগবান ব্রহ্মা সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী স্বাহাদেবীর বচন শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে তাঁহাকে কহিলেন॥ ১৮॥

ব্রহ্মা কহিলেন স্বাহে! তুমি অগ্নির দাহিকা শক্তি ও পত্নীরূপে পরিণত হও। হুতাশণ তোমা ভিন্ন কোন বস্তু দগ্ধ করিতে পারিবেন না। ১৯।

যে ব্যক্তি মন্ত্রান্তে তোমার নামোচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ "স্বাহা" এই নামোচ্চারণ পূর্ব্বক হবিঃ প্রদান করিবে, দেবতারা তৎক্ষণাৎ পরমাহ্লাদে সেই হবি অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন তাহার আর সন্দেহমাত্র নাই॥ ২০॥

অগ্নেঃ সম্পৎস্বরূপাচ শ্রীরূপাচ গৃহেশ্বরী।
দেবানাং পূজিতা শশ্বন্নরাদীনাং ভবাম্বিকে ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা সা বিষণ্না বভূবহ।
তমুবাচ স্বয়ং দেবী স্বাভিপ্রায়ং স্বয়ংভুবং ॥ ২২ ॥

স্বাহোবাচ।

অহং কৃষ্ণং ভজিষ্যামি তপসা সুচিরেণ চ।
ব্রহ্মং স্তদন্যৎ যৎকিঞ্চিৎ স্বপ্নবৎ ভ্রমমেব চ ॥ ২৩ ॥
বিধাতা জগতাং ত্বঞ্চ শম্ভুর্মৃত্যুঞ্জয়ঃ প্রভুঃ।
বিভর্ত্তি শেষো বিশ্বঞ্চ ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ দেহিনাং ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বাদ্য পূজ্যো দেবানাং গণেষু চ গণেশ্বরঃ।
প্রকৃতিঃ সর্ব্বসুঃ সর্ব্ব পুজিতা তৎপ্রসাদতঃ ॥ ২৫ ॥
ঋষয়োমুনয়শ্চৈব পুজিতা যং নিষেব্য চ।

হে অম্বিকে! তুমি হুতাশনের সম্পত্তিস্বরূপা ও গৃহেশ্বরী হও, দেবগণের নিকট এবং মানবগণের নিকট সতত পূজিতা হও ॥ ২১ ॥

তখন দেবী স্বাহা সয়ম্ভু ব্রহ্মার বচন শ্রবণে বিষণ্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমাকে দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে হয়, তাহাও করিব; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা হইব, এই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য যে কোন সংযোগ, তাহা আমার পক্ষে স্বপ্নের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

কারণ, তুমি যে, জগতের সৃষ্টি করিতেছ, প্রভু শম্ভু যে, মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন, অনন্তদেব যে, বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন, ধর্ম্ম যে, মানবগণের কর্ম্মসাক্ষিত্বে অবস্থান করিতেছেন, গণপতি যে সমস্ত দেবগণের অগ্রে পূজাভাগ গ্রহণ করিতেছেন, এবং দেবী প্রকৃতি যে সকলের পূজনীয়া হইতেছেন, এসমস্তই কেবল সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ॥২৪॥২৫॥

যৎ পাদপদ্ম পদ্মৈকভাবেন চিন্তয়াম্যহং ॥ ২৬ ॥
পদ্মাস্যা পাদ্মবিত্যুক্ত্বা পদ্মনাভানুসারতঃ।
জগাম তপসা পাদ্মে পাদ্মাদীশস্য পাদ্মজা ॥ ২৭ ॥
তপস্তেপে লক্ষবর্ষমেকপাদেন পাদ্মজা।
তদা দদর্শ শ্রীকৃষ্ণং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ২৮ ॥
অতীব কমনীয়ঞ্চ রূপং দৃষ্ট্বা চ সুন্দরী।
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ কামেন কামেশস্য চ কামুকী ॥ ২৯ ॥
বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়ং সর্ব্বজ্ঞস্তামুবাচ সঃ।
সমুত্থাপ্য চ সংক্রোড়ে ক্ষীণাঙ্গীং তপসা চিরং ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

বরাহে চ ত্বমংশেন মমপত্নী ভবিষ্যতি।
নাম্না নগ্নজীতী কন্যা কান্তে নগ্নজিতস্য চ ॥ ৩১ ॥

অতএব ঋষিগণ, মুনিগণ যে পাদপদ্ম ভাবনা করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছেন, আমিও তদ্গতচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক সেই অদ্বিতীয় পুরুষ পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিব ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ নারায়ণের পাদপদ্ম সম্ভূতা পদ্মবদনা স্বাহা পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পদ্মনাভ নারায়ণের উদ্দেশে তপশ্চরণার্থ গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

দেবী স্বাহা তথায় একলক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত একপাদে তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রকৃতি অপেক্ষা প্রধান ত্রিগুণাতীত সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলেন। সুন্দরী স্বাহা শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোহর রূপ দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্তা হইয়া কামবশে একেবারে মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন সর্ব্বান্তর্যামী গোলোকপতি দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ সেই স্বাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তপঃকৃশা স্বাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বিবিধরূপে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮। ২৯। ৩০ ॥

অধুনাগ্নের্দ্দাহিকা ত্বং ভবপত্নী চ ভাবিনি।
মন্ত্রাঙ্গরূপা পূতা চ মৎপ্রসাদ ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
বহ্নিস্তাং ভক্তিভাবেন সংপূজ্য চ গৃহেশ্বরীং।
রমিষ্যতে ত্বয়াসার্দ্ধং রামযা রমণী যথা ॥ ৩৩ ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবো দেবীমাশ্বাস্য নারদ।
তত্রাজগাম মন্ত্রস্তো বহ্নিব্রহ্মাণি দেশতঃ ॥ ৩৪ ॥
সামবেদোক্ত ধ্যানেন ধ্যাত্বা তাং জগদম্বিকাং।
সংপূজ্য পরিতুষ্টাব পাণিং জগ্রাহ মন্ত্রতঃ ॥ ৩৫ ॥
তদা দিব্য বর্ষশতং সরেমে রময়াসহ।
অতীব নির্জ্জনে রম্যে সম্ভোগ সুখদে সদা ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে বরাহে! অর্থাৎ হে শ্রেষ্ঠে! তুমি স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া আমার পত্নী হইবে। কান্তে! তুমি নগ্নজিতের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নাগ্নজিতী নামে বিখ্যাত হইবে॥ ৩১ ॥

অতএব হে ভাবিনি! সংপ্রতি তুমি অগ্নির পত্নী হও। আমি বলিতেছি, তুমি অতি পবিত্রা ও মন্ত্রের অঙ্গরূপা হইবে ॥ ৩২ ॥

তুমি যেরূপ রমণীয়া ও যেরূপ মনোহারিণী; তাহাতে তুমি গৃহেশ্বরী হইলে, অগ্নি তোমাকে পরম সমাদরে পরিগ্রহ করিবেন এবং অতি সুখে যে কালযাপন করিবে তাহাতে সন্দেহ করিও না ॥ ৩৩ ॥

হে নারদ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে দেবী স্বাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে হুতাশনও ব্রহ্মার আদেশানুসারে সভয়ে তথায় অর্থাৎ স্বাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর অগ্নি সামবেদোক্ত ধ্যানে সেই জগদম্বিকা স্বাহাকে পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর বহ্নি, সম্ভোগসুখকর অতি রমণীয় এক নির্জ্জন প্রদেশে গমন

বভূব গর্ভং তস্যাশ্চ হুতাশস্য চ তেজসা।
তদ্দধার চ সা দেবী দিব্যং দ্বাদশ বৎসরং ॥ ৩৭ ॥
ততঃ সুসাবপুত্ত্রাংশ্চ রমণীয়ান্মনোহরান্।
দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্য হবনীযান্ ক্রমেণ চ ॥ ৩৮ ॥
ঋষযোমুনযশ্চৈব ব্রহ্মণাঃ ক্ষত্রিযাদযঃ।
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য হবির্দ্দদতি নিত্যশঃ ॥ ৩৯ ॥
স্বাহাযুক্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ যো গৃহ্নাতি প্রশস্তকং।
সর্ব্বেসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ব্রহ্মন্ গ্রহণ মাত্রতঃ ॥ ৪০ ॥
বিষহীনো যথা সর্পো বেদহীনো যথা দ্বিজঃ।
পতিসেবা বিহীন স্ত্রী বিদ্যাহীনো যথা নরঃ ॥ ৪১ ॥

করিয়া সেই মনোহারিণী রামা স্বাহার সহিত দিব্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসে আসক্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

তৎপরে হুতাশনের বীর্য্যনিষেকে স্বাহার গর্ব্তসঞ্চার হইল। তখন তিনি দিব্য দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই গর্ভ ধারণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তৎপরে স্বাহার গর্ভ হইতে অতি রমণীয় অতীব মনোহর তিন পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। একের নাম দক্ষিণাগ্নি অপরের নাম গার্হপত্যাগ্নি ও অন্যতমের নাম আহবনীয় ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে কি ঋষিগণ, কি মুনিগণ, কি ব্রাহ্মণগণ, কি ক্ষত্রিয়াদি, সকলেই যে সময়ে যে সকল কার্য্য করেন মন্ত্রের শেষে স্বাহা নাম উচ্চারণ করিয়া নিত্য আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

হে বিপ্রবর নারদ! যিনি স্বাহাযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্য করেন তাঁহারই সকল কার্য্য প্রশস্ত হয়, এবং তিনি মন্ত্রগ্রহণ মাত্রেই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন ॥ ৪০ ॥

যেমন বিষ বিহীন সর্প বেদ বিহীন ব্রাহ্মণ স্বামিসেবা বিহীন স্ত্রী

ফলশাখা বিহীনশ্চ যথা বৃক্ষোহি নিন্দিতঃ।
স্বাহাহীনো স্তথা মন্ত্রো ন কুতঃ ফলদায়কঃ॥ ৪২॥
পরিতুষ্টা দ্বিজাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সংপ্রাপুরাহুতিং।
স্বাহান্তে নৈব মন্ত্রেণ সফলং সর্ব্বকর্ম্ম চ॥ ৪৩॥
ইত্যেবং বর্ণিতং সর্ব্বং স্বাহোপাখ্যানমুত্তমং।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৪৪॥

নারদ উবাচ।

স্বাহা পূজা বিধানঞ্চ ধ্যানং স্তোত্রং মুনীশ্বর।
সংপূজ্য বহ্নিস্তুষ্টাব কথিতং বদ মে প্রভো॥ ৪৫॥

নারায়ণ উবাচ।

ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং স্তোত্রং পূজাবিধানকং।
বদামি শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ সাবধানং নিশাময়॥ ৪৬॥

বিদ্যাবিহীন মনুষ্য এবং ফল ও শাখা বিহীন বৃক্ষ হইলে নিন্দিত ও ঘৃণিত হয় তদ্রূপ স্বাহা বিহীন মন্ত্র হইলে কখনই ফলদায়ক হয় না। ৪১। ৪২।

অধিক আর কি বলিব মন্ত্রের শেষে "স্বাহা" এই পদ উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণগণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হন। দেবগণ পরমানন্দে আহুতি গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্ম সফল হয় সন্দেহ নাই।। ৪৩।।

হে নারদ! এই আমি অতি সুখজনক মোক্ষদায়ক স্বাহাবিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয় ব্যক্ত কর॥ ৪৪॥

নারদ কহিলেন, হে মুনিবর নারায়ণ! ইতিপূর্ব্বেই আপনি কহিলেন যে, হুতাশন যথাবিধি ধ্যানদ্বারা স্বাহাকে পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন; এক্ষণে সেই পূজাবিধি, ধ্যান ও স্বাহার স্তোত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ৪৫।

সর্ব্বযজ্ঞারম্ভকালে শালগ্রামে ঘটেঽথবা।
স্বাহাং সংপূজ্য যত্নেন যজ্ঞংকুর্য্যাৎ ফলাপ্তয়ে॥ ৪৭॥
স্বাহাং মন্ত্রাঙ্গ যুতাঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধি স্বরূপিণীং।
সিদ্ধাঞ্চ সিদ্ধিদাং নৃণাং কর্ম্মণাং ফলদাং ভজে॥ ৪৮॥
ইতিধ্যাত্বা চ মূলেন দত্বা পাদ্যাদিকং নরঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিং লভেৎ স্তুত্বা মূলং স্তোত্রং মুনে শৃণু॥ ৪৯॥
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বহ্নিজায়ায়ৈ দেব্যৈ স্বাহেত্যনেন চ।
যঃ পূজয়েচ্চ তাং দেবীং সর্ব্বেষ্টিং লভতে ধ্রুবং॥ ৫০॥

বহ্নিরুবাচ।

স্বাহাদ্যা প্রকৃতেরংশা মন্ত্র তন্ত্রাঙ্গ রূপিণী।
মন্ত্রাণাং ফলদাত্রীচ ধাত্রীচ জগতাং সতী॥ ৫১॥

নারায়ণ কহিলেন, হে দেবর্ষে বিপ্রবর নারদ! এক্ষণে সামবেদবিহিত স্বাহার ধ্যান, স্বাহার পূজা প্রকরণ ও স্বাহার স্তোত্র এই সমস্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর॥ ৪৬॥

ফলকামী হইয়া যে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমত শালগ্রামে অথবা ঘটে স্বাহাকে পূজা করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হয়॥৪৭॥

মন্ত্রের অঙ্গস্বরূপা, মন্ত্রের সিদ্ধিস্বরূপা, স্বয়ং সিদ্ধা, সিদ্ধিদাত্রী মানবগণের কর্ম্মফলপ্রদা স্বাহাকে ভজনা করি এইধ্যান করত মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাদ্যাদি প্রদান করিয়া স্তবপাঠ করিলে সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়। এক্ষণে সেই মূল ও স্তোত্র কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥৪৮।৪৯।

হে নারদ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে ব্যক্তি ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বহ্নিজায়ায়ৈ দেব্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবী স্বাহাকে পূজা করেন, তাঁহার সর্ব্বকামনাই পরিপূর্ণ হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই॥ ৫০॥

বহ্নি কহিলেন, স্বাহা প্রকৃতির প্রধান অংশ স্বরূপা, মন্ত্র ও তন্ত্রের

সিদ্ধিস্বরূপা সিদ্ধাচ সিদ্ধিদাসর্ব্বদা নৃণাং।
হুতাশ দাহিকাশক্তি স্তৎপ্রাণাধিক রূপিণী ॥ ৫২ ॥
সংসার সাররূপাচ ঘোর সংসার তারিণী।
দেব জীবন রূপাচ দেবপোষণ কারিণী ॥ ৫৩ ॥
ষোড়শৈস্তানি নামানি যঃ পঠেৎ ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বসিদ্ধি ভবেত্তস্য সর্ব্বকর্ম্ম সুশোভনং ॥ ৫৪ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্র ম ভার্য্যো লভতে প্রিয়াং ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে স্বাহোপাখ্যানং নাম
চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্নরূপিণী, মন্ত্রের ফলদাত্রী, জগতের ধাত্রী, সতী, স্বয়ং সিদ্ধিরূপা, সিদ্ধা, সর্ব্বদা মানবগণের সিদ্ধিদায়িনী, হুতাশনের দাহিকা শক্তি, তাঁহার প্রাণস্বরূপা তাঁহাহইতেও অধিক রূপবতী, সংসারের সারাংশ স্বরূপিণী, অধিক কি এই ভয়ঙ্কর ভবসাগর পারের কর্ত্রী, দেবগণের জীবন-রূপা এবং দেবগণের পুষ্টিদাত্রী ॥ ৫১ । ৫২ । ৫৩ ॥

যিনি একান্তচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক স্বাহার এই পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ নাম পাঠ করেন, তাঁহার সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, এবং তিনি যেকোন কর্ম্ম করুন্ সকল কর্ম্মই সুমঙ্গল হয়, এবং পুত্র না থাকিলে পুত্র, ও ভার্য্যা না থাকিলে প্রিয়তমা ভার্য্যা লাভ হয় ॥ ৫৪ । ৫৫ ॥

ইতিশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহা পুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতি
খণ্ডেস্বাহোপাখ্যান নামক চত্বারিংশত্তম অধ্যায়
সম্পূর্ণ।

একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি স্বধোপাখ্যানমুত্তমং।
পিতৃণাঞ্চ তৃপ্তিকরং শ্রাদ্ধানাং ফলবর্দ্ধনং ॥ ১ ॥
সৃষ্টেরাদৌ পিতৃগণান্ সসর্জ্জ জগতাং বিধিঃ।
চতুরশ্চ মূর্ত্তিমত স্ত্রীংশ্চ তেজস্বরূপিণঃ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা সপ্তপিতৃগণান্ সিদ্ধিরূপান্মনোহরান্।
আহারং সসৃজে তেষাং শ্রাদ্ধ তর্পণ পূর্ব্বকং ॥ ৩ ॥
স্নানং তর্পণ পর্য্যন্তং শ্রাদ্ধান্তং দেবপূজনং।
আহ্নিকঞ্চ ত্রিসন্ধ্যান্তং বিপ্রাণাঞ্চ শ্রুতৌশ্রুতং ॥ ৪ ॥
নিত্যং ন কুর্য্যাদ্যোবিপ্র স্ত্রিসন্ধ্যাং শ্রাদ্ধতর্পণং।
বলিং বেদধ্বনিং সোপি বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! যাহাতে পিতৃগণের বিশেষ তৃপ্তি জন্মে এবং শ্রাদ্ধের ফল পরিবর্দ্ধিত হয়, এক্ষণে সেই স্বধার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

জগৎকর্ত্তা বিধাতা সৃষ্টি করিবার সময় সর্ব্ব প্রথমে চারিজন শরীরধারী এবং তিন জন অশরীরী অর্থাৎ তাঁহাদিগের দেহ নাই কেবল তেজোময়, এই সাত পিতৃগণের সৃষ্টি করিলেন। ২ ॥

জীব সৃষ্টি করিলেই আহার আবশ্যক; সুতরাং বিধাতা অতি মনোহর মূর্ত্তি, সিদ্ধি স্বরূপ সপ্ত পিতৃগণ সৃষ্ট হইল দেখিয়া তাঁহাদিগের আহারের নিমিত্ত শ্রাদ্ধ ও তর্পণের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥

বেদে এইরূপ কথিত আছে, যে ব্রাহ্মণগণের পক্ষে, তর্পণ না করিলে স্নান সিদ্ধ নহে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দান না করিলে দেবার্চ্চন সিদ্ধ নহে এবং ত্রিকালীন সন্ধ্যা না করিলে আহ্নিক ক্রিয়া সিদ্ধ নহে ॥ ৪ ॥

হরিসেবা বিহীনশ্চ শ্রীহরেরনিবেদ্যভুক্।
তস্মাত্তং সূতকং তস্য ন কর্ম্মার্হঃ স নারদ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মাশ্রাদ্ধাদিকং সৃষ্ট্বা জগাম পিতৃহেতবে।
ন প্রাপ্নুবন্তি পিতরো দদাতি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বে প্রজগ্মুঃ ক্ষুধিতা বিষণ্ণা ব্রহ্মনঃ সভাং।
সর্ব্বং নিবেদনঞ্চক্রুস্তস্যৈব জগতাং বিধিং ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মাচ মানসীং কন্যাং সসৃজেচ্চ মনোহরাং।
রূপ যৌবন সম্পন্নাং শতচন্দ্র সমপ্রভাং ॥ ৯ ॥
বিদ্যাবতীং গুণবতী মতিরূপবতীং সতীং।
শ্বেতচম্পক বর্ণাভাং রত্নভূষণ ভূষিতাং ॥ ১০ ॥

যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ত্রিকালীন সন্ধোপাসনা, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ, দেবোদ্দেশে বলিপ্রদান এবং বেদ পাঠ না করে সে বিষবিহীন সর্পের ন্যায় হীনবীর্য্য হয়, ফলতঃ তাহাদ্বারা কোন কার্য্য সফল হয় না ॥ ৫ ॥

নারদ! যে ব্যক্তি হরিসেবা বিহীন হয় বা শ্রীহরির অনিবেদিত বস্তু ভোজন করে তাহাকে সূতকাশৌচে লিপ্ত থাকিতে হয় এবং সে কোন কর্ম্মে অধিকারী হয় না, ফলতঃ তাহার মানবজন্মই বৃথা যায় ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদির বিধান পূর্ব্বক সস্থানে গমন করেন, তদনুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় পিতৃগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহাদিগের পিতৃগণ তাহা প্রাপ্ত হইলেন না। ৭।

অতঃপর সেই পিতৃগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে সেই জগদ্বিধাতা ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। ৮।

ব্রহ্মা পিতৃলোকের প্রমুখাৎ সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের দুঃখ বিনাশ জন্য রূপযৌবনসম্পন্না শতচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী পরম রূপবতী এক মনোহারিণী কন্যার সৃষ্টি করিলেন। ৯।

বিশুদ্ধাং প্রকৃতেরংশাং সস্মিতাং বরদাং শুভাং।
স্বধাভিধানাং সুদতীং লক্ষ্মী লক্ষণ সংযুতাং ॥ ১১ ॥
শতপদ্ম পদান্যস্ত পাদপদ্মঞ্চ বিভ্রতীং।
পত্নীং পিতৄণাং পদ্মাস্যাং পদ্মজাং পদ্মলোচনাং ॥ ১২ ॥
পিতৃভ্যস্তাং দদৌ কন্যাং তুষ্টেভ্য স্তুষ্টিরূপিণীং।
ব্রাহ্মণাং শ্চোপদেশঞ্চ চকার গোপনীয়কং ॥ ১৩ ॥
স্বধান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য পিতৃভ্যো দেহিচেতিচ।
ক্রমেণ তেন বিপ্রাশ্চ পিত্রে দানং দদুঃপুরা ॥ ১৪ ॥

সেই কন্যার বর্ণ শ্বেত চম্পকের ন্যায় শোভমান ও তদীয় অঙ্গ সমুদায় রত্নভূষণে বিভূষিত হওয়াতে তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তিনি বিদ্যাবতী, গুণবতী ও সাধুশীলা হইলেন। ১০।

প্রকৃতির অংশে সেই কন্যার জন্ম হইল। তিনি স্বধা নামে বিখ্যাত হইলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য ও সুন্দর দশন জ্যোতিঃ প্রকাশমান হইল এবং তিনি লক্ষ্মী লক্ষণ সম্পন্না বিশুদ্ধা মঙ্গল দায়িনী ও বরপ্রদা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১।

তাঁহার মুখমণ্ডল কমলের ন্যায় ও নয়নযুগল কমলদলের ন্যায় শোভাসম্পন্ন হইল আর তদীয় চরণ কমল শতপদ্মের শোভা ধারণ করিল। সেই স্বধা পিতৃগণের পত্নী হইলেন। ১২।

ব্রহ্মা পিতৃগণকে সেই তুষ্টিরূপিণী মানসী কন্যা স্বধা সংপ্রদান করিলে তাঁহারা পরিতুষ্ট হইলেন। তৎপরে ভগবান্ কমলযোনি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এইরূপ গোপনীয় উপদেশ প্রদান করিলেন যে হে বিপ্রগণ! তোমরা স্বধান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিবে। ব্রহ্মার এইরূপ উপদেশে তদবধি বিপ্রগণ উক্ত বিধানানুসারে পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি সমাধান করিতে লাগিলেন। ১৩। ১৪।

স্বাহা শস্তাদেব দানে পিতৃদানে স্বধা বরা।
সর্ব্বত্র দক্ষিণাশস্তা হত যজ্ঞম দক্ষিণং ॥ ১৫ ॥
পিতরো দেবতা বিপ্রা মুনযো মানবা স্তথা।
পূজাঞ্চক্রুঃ স্বধাং শান্তাং তুষ্টাব পরমাদরং ॥ ১৬ ॥
দেবাদযশ্চ সন্তুষ্টা পরিপূর্ণ মনোরথা।
বিপ্রাদযশ্চ পিতরঃ স্বধাদেবী বরেণ চ ॥ ১৭ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং স্বধোপাখ্যানমুত্তমং।
সর্ব্বেষাঞ্চ তুষ্টিকরং কিংভূযঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৮ ॥

নারদ উবাচ।

স্বধাপূজা বিধানঞ্চ ধ্যানং স্তোত্রং মহামুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি যত্নেন বদবেদ বিদাম্বর ॥ ১৯ ॥

দেবোদ্দেশে দানে স্বাহা ও পিতৃলোকের উদ্দেশে স্বধা প্রশস্তা বলিয়া উক্ত আছে আর সমস্ত যজ্ঞে দক্ষিণা প্রধানারূপে কথিতা হয় দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞ বিফল রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

দেব ব্রাহ্মণ পিতৃলোক মুনি ও মানবগণ সকলেই পরম সমাদরে সেই শান্তরূপিণী স্বধার পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

এইরূপে দেবগণ ব্রহ্মণাদি ও পিতৃগণ পূর্ণ মনোরথ হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং স্বধা দেবীও পিতৃগণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

নারদ! এই আমি সকলের সন্তোষ জনক স্বধার উপাখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর আমি বিশেষ রূপে তাহা কীর্ত্তন করিব ॥ ১৮ ॥

নারদ কহিলেন ভগবান্! আমি স্বধার পূজা বিধান, ধ্যান ও স্তোত্র শ্রবণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি, আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য, অতএব সেই বিষয় আমার নিকট বর্ণন করিয়া কৃতার্থ করুন ॥ ১৯ ॥

নারায়ণ উবাচ।

তদ্ধ্যানং স্তবনং ব্রহ্মন্ বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতং।
সর্ব্বং জানাসি চ কথং জ্ঞাতুমিচ্ছতু বৃদ্ধয়ে॥ ২০॥
শরৎকৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং মঘায়াং শ্রাদ্ধবাসরে।
স্বধাং সংপূজ্য যত্নেন ততঃ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ॥ ২১॥
স্বধাং নাভ্যর্চ্চ্য যো বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদহং মতিঃ।
ন ভবেৎ ফলভাক্সত্যং শ্রাদ্ধস্য তর্পণস্য চ॥ ২২॥
ব্রহ্মণোমানসীংকন্যাং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাং।
পূজ্যাং পিতৃণাং দেবানাং শ্রাদ্ধানাং ফলদাং ভজে। ২৩।
ইতি ধ্যাত্বা শালগ্রামেপ্যথবা শোভনে ঘটে।
দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং তস্যৈ মূলেনেতি শ্রুতৌশ্রুতং। ২৪।
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ স্বধাদেব্যৈ স্বাহেতি চ মহামনুং।

নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! বেদোক্ত সর্ব্বসম্মত স্বধার ধ্যান ও স্তব সমস্তই তোমার বিদিত আছে তথাপি যখন বিশেষ জ্ঞানার্থ সেই সমস্ত পুনরায় পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা করিতেছ তখন তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ২০॥

শরৎকালীন কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মঘানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ বাসরে মানব প্রযত্ন সহকারে স্বধার পূজা করিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে॥ ২১॥

যে বিপ্র অজ্ঞানতা প্রযুক্ত স্বধার অর্চ্চনা না করিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ করে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি শ্রাদ্ধ তর্পণের ফলভাগী হয় না॥ ২২॥

নারদ! বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রথমে ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলায় বা শোভন ঘটে স্বধা দেবীর আবাহন করিয়া এইরূপ ধ্যান করিবে দেবি! তুমি পিতৃগণ ও দেবগণের পূজনীয়া সতত সুস্থির যৌবনা সিদ্ধি প্রদা ব্রহ্মার মানসী কন্যারূপে কথিতা হইয়া থাক, আমি তোমাকে ধ্যান করি।

সমুচ্চার্য্য চ সংপূজ্য স্তুত্বা তাং প্রণমেৎ দ্বিজঃ ॥ ২৫ ॥
স্তোত্রংশৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বিশারদ।
সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদং নৃণাং ব্রহ্মণা যৎকৃতংপুরা ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

স্বধোচ্চারণ মাত্রেণ তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বাজপেয় ফলংলভেৎ ॥ ২৭ ॥
স্বধা স্বধা স্বধেত্যেবং যদি বারত্রয়ং স্মরেৎ।
শ্রাদ্ধস্য ফলমাপ্নোতি কালস্য তর্পণস্য চ ॥ ২৮ ॥
শ্রাদ্ধকালে স্বধা স্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
লভেৎশ্রাদ্ধ শতানাঞ্চ পুণ্যমেব নসংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥
স্বধা স্বধা স্বধেত্যেবং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।

এইরূপ ধ্যান করিয়া ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ স্বধা দেব্যৈ স্বাহা এই মহামন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অতিশয় ভক্তিসহকারে সেই দেবীর পূজা ও স্তব করিয়া তাঁহাকে বিধিমত প্রণাম করিবে ॥ ২৩ । ২৪ । ২৫ ।

দেবর্ষে! পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্ব বাঞ্ছাপ্রদ স্বধার স্তোত্র যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তোমার শ্রবণ পিপাসা বিদূরিত করিতেছি। ২৬ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, স্বধাদেবীর বিষয় আর অধিক কি বলিব মানব স্বধা-নাম উচ্চারণ মাত্র সমস্ত তীর্থ স্নানের ফলপ্রাপ্ত হয়, সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত ও বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হয় ॥ ২৭ ॥

যদি কোন ব্যক্তি স্বধানাম বারত্রয় স্মরণ করে সেই ব্যক্তি পিতৃগণের শ্রাদ্ধের ও তাহাদিগের যথাকালীন তর্পণের ফল লাভ করে ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে সমাহিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্বধাস্তোত্র শ্রবণ করে তাহার শত শ্রাদ্ধের পুণ্য লাভ হয় সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

প্রিয়াং বিনীতাং স লভেৎসাধ্বীং পুত্রং গুণান্বিতং।৩০।
পিতৃণাং প্রাণতুল্যাত্বং দ্বিজজীবনরূপিণী।
শ্রাদ্ধাধিষ্ঠাত্রীদেবী চ শ্রাদ্ধাদীনাং ফলপ্রদা॥ ৩১॥
বহির্গচ্ছ মন্মনসঃ পিতৃণাং তুষ্টিহেতবে।
সংপ্রীতয়ে দ্বিজাতীনাং গৃহিণাং বৃদ্ধিহেতবে॥ ৩২॥
নিত্যা ত্বং নিত্যরূপাসি গুণরূপাসি সুব্রতে।
আবির্ভাব স্তিরোভাব সৃষ্টৌচ প্রলয়ে তব॥ ৩৩॥
ওঁ স্বস্তিচ নমঃ স্বাহা স্বধাত্বং দক্ষিণা যথা।
নিরূপিতাশ্চতুর্ব্বেদে ষট্প্রশস্তাশ্চ কর্ম্মিণাং॥ ৩৪॥
পুরাসীৎত্বং স্বধা গোপী গোলোকে রাধিকাসখী।
ধৃতোরসি স্বমাত্মানং কৃষ্ণং তেন স্বধাস্মৃতা॥ ৩৫॥

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যাকালে স্বধানাম তিনবার পাঠ করে সেই ব্যক্তি বিনীতা সাধ্বী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়া গুণবান্ পুত্র লাভ করে॥ ৩০॥

ব্রহ্মা স্বধা দেবীর এইরূপ স্তুতিবাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন দেবি! তুমি পিতৃগণের প্রাণ তুল্যা দ্বিজগণের জীবন-রূপিণী, শ্রাদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও শ্রাদ্ধাদির ফলপ্রদা বলিয়া কথিতা হইবে। এক্ষণে তুমি পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য দ্বিজাতিগণের প্রীত্যর্থ ও গৃহীগণের জ্ঞান প্রদানের জন্য আমার মন হইতে বিনির্গতা হও॥ ৩১।৩২॥

সুব্রতে! তুমি নিত্যা নিত্যরূপা ও গুণরূপিণী। সৃষ্টিকালে তোমার আবির্ভাব ও প্রলয়ে তোমার তিরোভাব হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

বেদচতুষ্টয়ে কর্ম্মিগণের কর্ম্ম সাধনার্থ ওঁ স্বস্তি নমঃ স্বাহা স্বধা ও দক্ষিণা এই ছয়টি প্রশস্ত বলিয়া নিরূপিত আছে। ঐ নিয়মানুসারে মানবগণ যাগ যজ্ঞাদি সমস্ত কার্য্য সাধন করে॥ ৩৪॥

দেবি! পূর্ব্বে তুমি গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা দেবী রাধিকার

ধ্বস্তাত্বং রাধিকাশাপাৎ গোলোকাদ্বিশ্বমাগতা।
কৃষ্ণাশ্লিষ্টা তয়াদৃষ্ট্বা পুরা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৩৬ ॥
কৃষ্ণালিঙ্গন পুণ্যেন ভূতা মে মানসীসুতা।
অতৃপ্তা সুরতৌ তেন চতুর্ণাং স্বামিনাং প্রিয়া ॥ ৩৭ ॥
স্বাহা সা সুন্দরী গোপী পুরাসিদ্রাধিকা সখী।
স্বয়ং কৃষ্ণমাহরণং তেন স্বাহা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৮ ॥
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং সুচিরং বসন্তে রাসমণ্ডলে।
প্রমত্তা সুরতৌ শ্লিষ্টা দৃষ্টা সা রাধয়া পুরা ॥ ৩৯ ॥
তস্যাঃ শাপেন প্রধ্বস্তা গোলোকাদ্বিশ্বমাগতা।
কৃষ্ণালিঙ্গন পুণ্যেন বভূব বহ্নিকামিনী ॥ ৪০ ॥

সখীরূপে অবস্থান করিয়া ছিলে, স্বীয় আত্মস্বরূপ হৃদয়বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করাতে তুমি স্বধানামে অভিহিতা হইয়াছ ॥ ৩৫ ॥

দেবি! পূর্ব্বে বৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তোমাকে আলিঙ্গিতা দেখিয়া ছিলেন, সেই অপরাধে শ্রীমতী তোমাকে শাপ প্রদান করেন, সেই অভিশাপে তুমি সেই নিত্যানন্দ গোলোক ধাম হইতে বিশ্বে সমাগতা হইয়াছ ॥ ৩৬ ॥

পরমাত্মা কৃষ্ণের আলিঙ্গন পুণ্যে তুমি আমার মানসী কন্যারূপে উৎপন্না হইয়াছ, পূর্ব্বে বিহারে তোমার তৃপ্তি লাভ হয় নাই এইজন্য তোমাকে বর্ণচতুষ্টয়ের পিতৃগণের প্রিয়া হইতে হইল ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বে শ্রীমতী রাধিকার অপরা সুন্দরী সখী স্বয়ং কৃষ্ণকে আহরণ করিয়াছিল এইজন্য সে স্বাহানামে কীর্ত্তিতা হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

সেই স্বাহা বসন্তসময়ে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুরতক্রীড়ায় প্রমত্তা হইয়া মনোরথ পূর্ণ করেন। তৎকালে শ্রীমতী রাধিকা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

পরে শ্রীমতী রাধিকা তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন সেই অভিশাপে

পবিত্ররূপা পরমা দেবানাং বন্দিতা নৃণাং।
যন্নামোচ্চারণেনৈব নরোমুচ্যেত পাতকাৎ॥ ৪১ ॥
যা সুশীলাভিধাগোপী পুরাসীৎ রাধিকাসখী।
উবাস দক্ষিণে ক্রোড়ে কৃষ্ণস্য রাধিকাগ্রতঃ॥ ৪২ ॥
প্রধ্বস্তা সাচ তৎশাপাৎ গোলোকাদ্বিশ্বমাগতা।
কৃষ্ণালিঙ্গন পুণ্যেন সা বভূব চ দক্ষিণা॥ ৪৩ ॥
সুপ্রেয়সী রতৌ দক্ষা প্রশস্তা সর্ব্বকর্ম্মসু।
উবাস দক্ষিণে ভর্ত্তুর্দ্দক্ষিণা তেন কীর্ত্তিতা॥ ৪৪ ॥
বভূবুস্তিস্রো গোপ্যশ্চ স্বধা স্বাহাচ দক্ষিণা।
কর্ম্মিণাং কর্ম্মপূর্ণার্থং পুরাচৈবেশ্বরেচ্ছয়া॥ ৪৫ ॥

স্বাহাকে গোলোক ধাম হইতে বিশ্বে আগমন করিতে হয়। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন পুণ্যে অগ্নিদেবের কামিনী হইয়াছেন॥ ৪০ ॥

সেই স্বাহা দেবী পবিত্ররূপা পরমা এবং দেব ও মনুষ্যগণের পূজ্যা মনুষ্য তাঁহার নামোচ্চারণমাত্রে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বে গোলোক ধামে সুশীলা নাম্নী গোপিকা রাধিকার সখী ছিলেন তিনি রাধিকার সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন তদ্দর্শনে শ্রীমতী রাধিকা তাঁহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শাপপ্রভাবে সুশীলা গোপিকাকে গোলোক ধাম হইতে বিশ্বে অবতীর্ণ হইতে হয়। সেই সুশীলা নাম্নী গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন পুণ্যে যজ্ঞ দক্ষিণা হইয়াছেন॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

সেই সুশীলা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রেয়সী ও রতি বিষয়ে দক্ষা ছিলেন এবং ভর্ত্তাশ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণভাগে অবস্থান করিতেন এইজন্য তিনি দক্ষিণা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ঐ দক্ষিণা সর্ব্ব কার্য্যে প্রশস্তা বলিয়াবিখ্যাতা হইয়াছেন, তিনি ব্যতিরেকে সকল কর্ম্ম নিষ্ফল॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বে স্বধা স্বাহা ও দক্ষিণা এই তিন নারী গোপিকা ছিলেন

ইত্যেবমুক্ত্বা স ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকেষু সংসদি।
তস্থৌ চ সহসা সদ্যঃ স্বধা সাবির্ব্বভূব হ॥ ৪৬॥
তদা পিতৃভ্যঃ প্রদদৌ তামেব কমলাননাং।
তাং সংপ্রাপ্য যযুস্তেচ পিতরশ্চ প্রহর্ষিতাঃ। ৪৭॥
স্বধাস্তোত্রমিদং পুণ্যং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
সস্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বেদপাঠ ফলং লভেৎ॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে স্বধোপাখ্যানং নাম
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বরেচ্ছায় কর্ম্মিগণের কর্ম্ম পূরণার্থ বিশ্বে তাঁহাদিগের আবির্ভাব হইয়া কর্ম্মিদিগের কর্ম্ম সকল হইয়াছে॥ ৪৫॥

ভগবান্ কমল যোনি ব্রহ্মলোকে সভামধ্যে এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিয়া অবস্থিত রহিলেন। তদনন্তর সহসা তাঁহার মানস হইতে স্বধানামে এক মনোহরা পরমাসুন্দরী কন্যা আবির্ভূতা হইলেন॥ ৪৬॥

স্বধা আবির্ভূতা হইলে ব্রহ্মা সেই কমলাননা স্বধাকে পিতৃগণকে সংপ্রদান করিলেন। পিতৃগণও সেই পরমাসুন্দরী রমণীকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেই প্রীতমনে স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন॥ ৪৭॥

যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই পবিত্র স্বধাদেবীর স্তোত্র শ্রবণ করেন তাঁহার সমস্ত তীর্থ স্নানের ফল ও বেদ পাঠের ফল লাভ হয়॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতি খণ্ডে স্বধার উপাখ্যান নাম একচত্বারিংশঅধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

উক্তং স্বাহা স্বধাখ্যানং সাবধানং নিশাময়।
গোপী সুশীলা গোলোকে পুরাসীৎপ্রেয়সী হরেঃ॥ ১॥
রাধা প্রধানা সধ্রীচী ধন্যামান্যা মনোহরা।
অতীব সুন্দরী রামা সুভগা সুদতী সতী॥ ২॥
বিদ্যাবতী গুণবতী সতী রূপবতী রতিঃ।
কলাবতী কোমলাঙ্গী কান্তা কমললোচনা॥ ৩॥
সুশ্রোণী সুস্তনী শ্যামা ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যা রত্নালঙ্কার ভূষিতা॥ ৪॥

হে নারদ! স্বাহা ও স্বধার উপাখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু পূর্ব্বে গোলোক ধামে সুশীলা নামে যে গোপিকা ছিলেন তাঁহার বিষয় বলিতেছি, তুমি সাবধানে শ্রবণ কর॥ ১॥

গোলোক ধামে কৃষ্ণ প্রেমময়া গোপিকাগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা প্রধানা বলিয়া কথিতা আছেন। সুশীলা সেই রাধিকার সখী ও কৃষ্ণের প্রেয়সী। তিনি ধন্যা মান্যা মনোহারিণী অতি সুন্দরী রমণ কুশলা সৌভাগ্যবতী সুদশনা ও সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাতা ছিলেন॥ ২॥

সেই সুশীলা বিদ্যাবতী গুণবতী রতির ন্যায় রূপবতী কলাবতী কোমলাঙ্গী কমনীয় কান্তি ও কমল লোচনা বলিয়া প্রসিদ্ধা আছেন॥ ৩॥

তিনি শ্যামান্যগ্রোধবৎ পরিমণ্ডিতা বলিয়া কথিতা হইয়া থাকেন। তাঁহার নিতম্ব স্থূল ও সুগঠিত এবং স্তনযুগল সমুন্নত ও সুন্দর, তাঁহার মুখমণ্ডলে ঈষৎ মধুর হাস্য প্রকাশিত ও অঙ্গ সমুদায়ে নানা রত্ন ভূষণে ভূষিতা হওয়ায় মনোহর শোভায় একশেষ হইয়াছে॥ ৪॥

শ্বেতচম্পকবর্ণাভা বিম্বোষ্ঠী মৃগলোচনা।
কামশাস্ত্রস্থনীষ্ণাতা কামিনী হংসগামিনী ॥ ৫ ॥
ভাবানুরক্তা ভাবজ্ঞা কৃষ্ণস্য প্রিয়ভাবিনী।
রসজ্ঞা রসিকারাসে রাসেশস্য রসোৎসুকা ॥ ৬ ॥
উবাস দক্ষিণেক্রোড়ে রাধায়াঃ পুরতঃ পুরা।
সংবভূব নম্রমুখো ভয়েন মধুসূদনঃ ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা রাধাঞ্চ পুরতো গোপীনাং প্রবরাং বরাং।
মানিনীং রক্তবদনাং রক্তপঙ্কজলোচনাং ॥ ৮ ॥
কোপেন কম্পিতাঙ্গীঞ্চ কোপনাং কোপদর্শনাং।
কোপেন নিষ্ঠুরং বক্তুমুদ্যতাং স্ফুরিতাধরাং ॥ ৯ ॥
বেগেন তামাগচ্ছন্তীং বিজ্ঞায় চ তদন্তরং।
বিরোধ ভীতো ভগবানন্তর্দ্ধানং চকারসঃ ॥ ১০ ॥

তাঁহার বর্ণ শ্বেত চম্পকের ন্যায়, ওষ্ঠ বিম্ব ফলের ন্যায় শোভা পাই- তেছে ও নয়নযুগল মৃগনেত্রেরন্যায় শোভমান। তিনি কামশাস্ত্রে নিপুণা কামুকী ও হংস গামিনী বলিয়া কথিতা হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাবানুরক্তা ভাবজ্ঞা প্রিয় ভাবিনী রসজ্ঞা রসিকা ও রাসমণ্ডলে রাসেশ্বর কৃষ্ণের রসোৎসুকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বে সেই পরম রূপবতী গোপিকা শ্রীমতী রাধিকার সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবেশন করেন তাহাতে প্রাণাধিকা রাধিকা কষ্ট হইবেন আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়া অধোবদন হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীমতী রাধিকা, সুশীলা গোপিকাকে প্রাণাধিক কৃষ্ণের দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবিষ্টা দেখিয়া অভিমানে পরিপূর্ণা হইলেন ক্রোধে তাঁহার মুখ- মণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, নয়নযুগল রক্ত পদ্মের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল তৎকালে তিনি ক্রোধে প্রস্ফুরিতা ধর হইয়া বেগে আগমন পূর্ব্বক সক্রোধ দৃষ্টিপাত করত

পলায়ন্তঞ্চ তং শান্তং সত্ত্বাধারং সুবিগ্রহং।
বিলোক্য কম্পিতা গোপী সুশীলান্তর্দধৌভিয়া ॥ ১১ ॥
বিলোক্য সঙ্কটং তত্র গোপীনাং লক্ষকোটিয়ঃ।
পুটাঞ্জলিযুতা ভীতা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ১২ ॥
রক্ষ রক্ষেত্যুক্তবত্যো হে দেবীতি পুনঃ পুনঃ।
যযুর্ভয়েন শরণং তস্যাশ্চরণপঙ্কজে ॥ ১৩ ॥
ত্রিলক্ষকোটয়ো গোপাঃ সুদামাদয় এব চ।
যযুর্ভয়েন শরণং তৎপদাব্জে চ নারদ ॥ ১৪ ॥
পলায়ন্তঞ্চ কান্তঞ্চ বিজ্ঞায় পরমেশ্বরী।
পলায়ন্তীং সহচরীং সুশীলাঞ্চ শশাপ সা ॥ ১৫ ॥
অদ্যপ্রভৃতি গোলোকং সা চেদায়াতি গোপিকা।

নিষ্ঠুর বাক্য প্রযোগে সমুদ্যতা হইলেন। তখন গোপীনাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর ভাবান্তর দর্শনে তাঁহার সহিত বিরোধভয়ে তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৮। ৯। ১০ ॥

তখন সুশীলা গোপী সেই কমনীয় কান্তি সত্বগুণের আধার প্রশান্তমূর্ত্তি গোলোকপতি ভগবান্ কৃষ্ণকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত কলেবরে তিনিও স্বয়ং অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ১১ ॥

তৎকালে তত্রত্য লক্ষ কোটি গোপিকা এই সঙ্কট দর্শনে ভীতা ও ভক্তিযোগে নত কন্ধরা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবি রক্ষা করুন রক্ষা করুন, এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে করিতে সেই শ্রীমতী রাধিকার চরণ পঙ্কজে ভক্তিপূর্ব্বক সকলেই শরণাপন্না হইলেন ॥ ১২। ১৩ ॥

হে নারদ! ঐ সময়ে সুদামাদি ত্রিলক্ষ কোটি গোপও ভয়ে সেই রাধিকার চরণ পদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

তখন পরমেশ্বরী, রাধিকাকান্ত কৃষ্ণকে পলায়মান পরিজ্ঞাত হইয়া পলায়মানা সহচরী সুশীলাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যদি আজি

সদ্যোগমন মাত্রেণ ভস্মসাচ্চ ভবিষ্যতি।। ১৬ ।।
ইত্যেবমুক্ত্বা তত্রৈব দেবদেবীশ্বরী রুষা।
রাসেশ্বরী রাসমধ্যে রাসেশমাজুহাবহ।। ১৭ ।।
নালোক্য পুরতঃ কৃষ্ণং রাধা বিরহ কাতরা।
যুগকোটি সমং মেনে ক্ষণভেদেন সুব্রতা।। ১৮ ।।
হেকৃষ্ণ হে প্রাণনাথাগচ্ছ প্রাণাধিকপ্রিয়।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবেহ প্রাণাযান্তি ত্বয়া বিনা ॥ ১৯ ॥
স্ত্রীগর্ব্বঃপতি সৌভাগ্যাদ্বর্দ্ধতে চ দিনে দিনে।
সুস্ত্রীচেদ্বিভবো যস্মাৎ তংভজেদ্ধর্ম্মতঃ সদা ॥ ২০ ॥
পতির্বন্ধুঃ কুলস্ত্রীণামধিদেবঃ সদাগতিঃ।
পরং সম্পৎ স্বরূপঞ্চ স গতির্দ্দেবমূর্ত্তিমান ॥ ২১ ॥

হইতে কোন সময়ে সুশীলা গোপিকা এই গোলোক ধামে আগমন করে তাহা হইলে আগমন মাত্র তৎক্ষণাৎ সে ভস্মীভুতা হইবে ।। ১৫ ।। ১৬ ॥

এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া সেই দেবদেবীশ্বরী রাসেশ্বরী রাধিকা রাসমণ্ডলে অবস্থিতা হইয়া রাসেশ্বর কৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৭ ॥

পরে সুব্রতা রাধিকা সম্মুখে প্রাণকান্ত কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার দুঃসহ্য বিরহে এরূপ কাতরা হইলেন যে ক্ষণকালেও তাঁহার কোটিযুগ জ্ঞান হইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

তখন তিনি, হে কৃষ্ণ হে প্রাণাধিকপ্রিয় প্রাণাধিষ্ঠাতা দেব! শীঘ্র আমার নিকটে আগমন কর। তোমার অদর্শনে প্রাণবিয়োগ হয় ॥ ১৯ ॥

পতিসৌভাগ্য বশেই নারীজাতির গর্ব্ব দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পতি হইতেই নারীর সৌভাগ্য লাভ হয়। এইজন্য সাধুশীলা রমণীগণ ধর্ম্মানুসারে সর্ব্বদা পতিসেবা করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

হে নারদ! এতদ্বিষয়ে তোমাকে আর কি বলিব, পতি কুলনারীগণের বন্ধু ও অধিদেব। পতিই নারীর পরমগতি, পতিভিন্ন নারীর গত্যন্তর

ধর্ম্মদঃ সুখদঃ শশ্বৎ প্রীতিদঃ শান্তিদঃ সদা।
সম্মানদোমানদশ্চ মান্যশ্চ মানখণ্ডনঃ॥ ২২॥
সারাৎসারতমঃ স্বামী বন্ধূনাং বন্ধুবর্দ্ধনং।
নচ ভর্ত্তুঃ সমোবন্ধুর্ব্বন্ধোর্ব্বন্ধুষু দৃশ্যতে॥ ২৩॥
ভরণাদেব ভর্ত্তারং পালনাৎ পতিরুচ্যতে।
শরীরেশাচ্চ সঃ স্বামী কামদাং কান্ত এব চ॥ ২৪॥
বন্ধুশ্চ সুখবর্দ্ধাচ্চ প্রীতিদানাৎ প্রিয়ঃপরঃ।
ঐশ্বর্য্য দানদীশশ্চ প্রাণেশাৎ প্রাণনাথকঃ॥ ২৫॥
রতিদানাচ্চ রমণঃ প্রিয়োনাস্তি প্রিয়াৎপরঃ।
পুত্রস্তু স্বামিনঃ শুক্রাজ্জায়তে তেন সপ্রিয়ঃ। ২৬॥
শতপুত্রাৎ পরঃস্বামী কুলজানাং প্রিয়ঃ সদা।
অসৎকুলপ্রসূতা যা কান্তং বিজ্ঞাতু মক্ষমা। ২৭।

নাই, পতি স্ত্রীজাতির পরম সম্পৎ ও মূর্ত্তিমান্ দেবস্বরূপ॥ ২১॥

পতি কুলকামিনীর ধর্ম্মদাতা, সুখদাতা নিরন্তর প্রীতি ও শান্তিদাতা এবং সম্মান ও মান দাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, পতিই নারীর মান খণ্ডন করেন অতএব পতি রমণীর সর্ব্বতোভাবে মান্য॥ ২২॥

স্বামী সারাৎসারতম পরম বন্ধু ও বন্ধুবর্দ্ধন বলিয়া কথিত হন। ভর্ত্তার তুল্য নারীর বন্ধু আর দ্বিতীয় নাই, অধিক কি বন্ধুমণ্ডল মধ্যে ভর্ত্তাই নারীর একমাত্র বন্ধু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন॥ ২৩।

পতি ভরণকর্ত্তা বলিয়া ভর্ত্তা, পালন কর্ত্তা বলিয়া পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, কামদাতা বলিয়া কান্ত, সুখবর্দ্ধন বলিয়া বন্ধু, প্রীতিদাতা বলিয়া প্রিয়, ঐশ্বর্য্যদাতা বলিয়া ঈশ, প্রাণের ঈশ্বর বলিয়া প্রাণনাথ, রতিদাতা বলিয়া রমণ নামে কীর্ত্তিত হয়। পতি ভিন্ন নারীর প্রিয়তম আর কেহই নাই, পুত্র পতির শুক্র হইতে উৎপন্ন হয় এই জন্য পুত্রই প্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৪। ২৫। ২৬॥

স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
প্রাদক্ষিণ্যং পৃথিব্যাশ্চ সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ। ২৮।
সর্ব্বাণ্যেব ব্রতানীতি মহাদানানি যানি চ।
উপোষণানি পুণ্যানি যান্যন্যানি চ বিশ্বতঃ। ২৯।
গুরুসেবা বিপ্রসেবা দেবসেবাদিকঞ্চ যৎ।
স্বামিনঃ পদসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ৩০।
গুরুবিপ্রেষ্টদেবেষু সর্ব্বেভ্যশ্চ পতিগুরুঃ।
বিদ্যাদাতা যথা পুংসাং কুলজানাং তথাপ্রিয়ঃ। ৩১।
গোপী ত্রিলক্ষ কোটীনাং গোপানাঞ্চ তথৈবচ।
ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যানাং তত্রস্থানাং তথৈবচ। ৩২।
রমাদি গোলকান্তানামীশ্বরী যৎ প্রসাদতঃ।
অহং নজানে তং কান্তং স্ত্রীস্বভাবো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

কুলস্ত্রীগণের পতি শতপুত্র অপেক্ষা সতত পরম প্রিয় বলিয়া উক্ত আছেন, যে নারী অসৎকুল প্রসূতা, সে পতি যে অমূল্য রত্ন তাহা কোনরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না ॥ ২৭ ॥

নারী পতির চরণসেবায় যে ফললাভ করে, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সর্ব্বতপস্যা, সমস্তব্রত, মহাদানাদি, পবিত্রদিনে উপবাস এবং গুরুসেবা, বিপ্রসেবা ও দেবাদিসেবায় তাহার ষোড়শাংশের একাংশ ফলও লাভ করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

নারীর গুরুজন, বিপ্র ও ইষ্টদেব অপেক্ষাও পতি গুরু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, পুরুষগণের যেমন বিদ্যাদাতা প্রিয়, কুলস্ত্রীগণের ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পতিসেবা করাই তদ্রূপ প্রিয় সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

নাথ! আমি তোমার প্রসাদে ত্রিলক্ষকোটি গোপের পালন কর্ত্রী ও রমাদি গোলোক পর্য্যন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী হইয়াছি, কিন্তু দুরতিক্রম্য স্ত্রীস্বভাব প্রযুক্ত তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিনাই ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যুক্ত্বা রাধিকা কৃষ্ণং তত্র দধ্যৌ সুভক্তিতঃ।
আরাৎ সংপ্রাপ তেনৈব বৈরাগ্যং বিজহার চ॥ ৩৪॥
অথসা দক্ষিণাদেবী ধ্বস্তা গোলোকতোমুনে।
সুচিরঞ্চ তপস্তপ্ত্বা বিবেশ কমলাতনৌ॥ ৩৫॥
অথ দেবাদয়ঃ সর্ব্বে যজ্ঞংকৃত্বা সুদুষ্করং।
ন লভন্তে ফলং তেষাং বিষণ্ণাঃ প্রযযুর্ব্বিধিং॥ ৩৬॥
বিধের্নিবেদনং শ্রুত্বা দেবাদীনাং জগৎপতিঃ।
দধ্যৌসুচিন্তিতো ভক্ত্যা তৎপ্রত্যাদেশমাপ সঃ॥ ৩৭॥
নারায়ণশ্চ ভগবান্ মহালক্ষ্ম্যাশ্চ দেহতঃ।
বিনিষ্ক্রম্য মর্ত্ত্যলক্ষ্মীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাংদদৌ॥ ৩৮॥

শ্রীমতী রাধিকা প্রাণকান্ত কৃষ্ণের উদ্দেশে এইরূপ কহিয়া অতি ভক্তি-যোগে তাঁহার ধ্যান করিলে সর্ব্বান্তরাত্মা হরি তথায় আবির্ভূত হইলেন তখন শ্রীমতী যাহা হইতে বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল সেই কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ৩৪॥

এদিকে দক্ষিণাদেবী রাধিকার অভিশাপে গোলোকচ্যুতা হইয়া বহুদিন তপস্যা পূর্ব্বক কমলাদেহে প্রবিষ্টা হইলেন॥ ৩৫॥

অতঃপর দেবাদি সকলে সুদুষ্কর যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহার ফললাভ না করাতে বিষণ্ণচিত্তে ব্রহ্মসদনে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট আপনাদিগের দুঃখের বিষয় সমস্ত নিবেদন করিলেন॥ ৩৬॥

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা দেবগণের মুখে ঐ বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক অতি চিন্তিত হইয়া ভক্তি যোগে একান্তচিত্তে ভগবান্ নারায়ণকে ধ্যান করাতে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল॥ ৩৭॥

অতঃপর ভগবান্ নারায়ণ মহালক্ষ্মীর দেহ হইতে মহালক্ষ্মীস্বরূপা দক্ষিণাকে বিনিষ্ক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে কমলযোনি ব্রহ্মার মনোরথ পরিপূর্ণ করণার্থ অর্পণ করিলেন॥ ৩৮॥

ব্রহ্মা দদৌ তাং যজ্ঞায় পূর্ণার্থং কর্ম্মণাং সতাং।
যজ্ঞঃ সংপূজ্য বিধিবত্তাং তুষ্টাব রমাংমুদা॥ ৩৯॥
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভাং চন্দ্রকোটি সমপ্রভাং।
অতীব কমনীয়ঞ্চ সুন্দরীং সুমনোহরাং॥ ৪০॥
কমলাস্যাং কোমলাঙ্গীং কমলায়তলোচনাং।
কমলাসন পূজ্যাঞ্চ কমলাঙ্গ সমুদ্ভবাং॥ ৪১॥
বহ্নিশুদ্ধাং সুকাধানাং বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং সতীং।
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতী মাল্যভূষিতাং॥ ৪২॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণ ভূষিতাং।
সুবেশাঢ্যাঞ্চ সুস্নাতাং মুনিমানসমোহিনীং॥ ৪৩॥
কস্তুরী বিন্দুভিঃ সার্দ্ধং সুগন্ধি চন্দনান্বিতাং।

তখন ব্রহ্মা সমস্ত সৎকর্ম্মের পূরণার্থ সেই দক্ষিণা যজ্ঞাধিষ্ঠাত্‌, দেবকে সংপ্রদান করিলেন। যজ্ঞদেব বিধিপূর্ব্বক সেই লক্ষ্মীরূপা দক্ষি-ণার পূজা করিয়া পরমানন্দে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৩৯॥

সেই দক্ষিণার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় ও প্রভা কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান হইল এবং তিনি অতি কমনীয়া সৌন্দর্য্যশীলা ও মনোহারিণী রূপে লক্ষিতা হইতে লাগিলেন॥ ৪০॥

তাঁহার রূপের বিষয় অধিক কি বর্ণন করিব মুখ মণ্ডল কমল তুল্য ও নয়নযুগল কমল দলের ন্যায় বিস্তীর্ণ তিনি কমলের অঙ্গজাত ও কমলাসন ব্রহ্মার পূজনীয়া বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন॥ ৪১॥

সেই সাধ্বী অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার ওষ্ঠ বিম্ব ফলের ন্যায় লোহিত বর্ণ ও দশন জ্যোতি অতি সুন্দর এবং তাঁহার মস্তকে কবরী সংবদ্ধ ও তাহাতে মালতীমালা বেষ্টিত রহিয়াছে॥ ৪২॥

তাঁহার বদন অতিশয় প্রসন্ন, তাহাতে ঈষৎ মধুর হাস্য প্রকাশ পাই

সিন্দূরবিন্দুনাত্যন্তমলকাধঃ স্থলোজ্জলাং ॥ ৪৪ ॥
সুপ্রশস্ত নিতম্বাঢ্যাং বৃহচ্ছ্রোণি পয়োধরাং।
কামদেবাধাররূপাং কামবাণ প্রপীড়িতাং ॥ ৪৫ ॥
তাং দৃষ্ট্বা রমণীয়াঞ্চ যজ্ঞোমূর্চ্ছামবাপহ।
পত্নীং তামেব জগ্রাহ বিধিবোধিত পূর্ব্বকং ॥ ৪৬ ॥
দিব্যং বর্ষ শতঞ্চৈব তাং গৃহীত্বা সুনির্জ্জনে।
যজ্ঞো রেমে মুদাযুক্তো রাময়া রময়াসহ ॥ ৪৭ ॥
গর্ভং দধার সা দেবী দিব্যং দ্বাদশবৎসরং।
ততঃ সুসাব পুত্রঞ্চ ফলঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মণাং ॥ ৪৮ ॥
কর্ম্মণাং ফলদাতাচ দক্ষিণা কর্ম্মণাং সতাং।
পরিপূর্ণেকর্ম্মণি চ তৎপুত্রঃ ফলদায়কঃ ॥ ৪৯ ॥

তেছে, সুতরাং শোভার সীমা নাই। তিনি সুস্নাতা সুবেশধারিণী ও নানা রত্নভুষণে বিভুষিতা হওয়াতে মুনিজনেরও মনোহারিণী হইয়াছেন। ৪৩ ॥

তাঁহার ললাটে কস্তূরী বিন্দুর সহিত সুগন্ধি চন্দন বিন্দু ও অলকের নিম্নে সিন্দূর বিন্দু অতি সমুজ্জ্বল রূপে শোভা পাইতেছে ॥ ৪৪ ॥

তাঁহার নিতম্ব দেশ সুপ্রশস্ত শ্রোণিসমুন্নত ও স্তন যুগল উন্নত। সেই নারী কামবাণের আধার রূপা ও কামবাণে প্রপীড়িতা হইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

যজ্ঞদেব ঐরূপ রমণীয়া রমণীকে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি বিধিবিধানক্রমে তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

এইরূপে যজ্ঞদেব দক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিয়া দেবমানে শত বর্ষ অতি নির্জ্জনে পরম কৌতুকে তাঁহার সহিত বিহার করিলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর ঐ যজ্ঞদেবের সহযোগে দক্ষিণা দেবীর গর্ভ সঞ্চার হইল। তিনি দেবমানের দ্বাদশ বর্ষ গর্ভ ধারণ করিয়া সর্ব্ব কর্ম্মের ফলস্বরূপ অতিশয় উৎকৃষ্ট এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৪৮ ॥

দক্ষিণা সমস্ত সৎকর্ম্মের ফলদায়িনী ও তৎপুত্রও কর্ম্ম ফলদাতা

যজ্ঞোঽপি দক্ষিণা সার্দ্ধং পুত্রেণ চ ফলেন চ।
কর্ম্মিণাং ফলদাতা চেত্যেবং বেদবিদোবিদুঃ ॥ ৫০ ॥
যজ্ঞশ্চ দক্ষিণাং প্রাপ্য পুত্রঞ্চ ফলদায়কং।
ফলং দদৌচ সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মিভ্য ইতি নারদ ॥ ৫১ ॥
তদা দেবাদয়স্তুষ্টাঃ পরিপূর্ণমনোরথাঃ।
স্বস্থানং প্রযযুঃ সর্ব্বে ধর্ম্মবক্ত্রাদিদং শ্রুতং ॥ ৫২ ॥
কৃত্বা কর্ম্মচ কর্ত্তাচ তূর্ণং দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং।
তৎক্ষণং ফলমাপ্নোতি বেদৈরুক্তমিদংমুনে ॥ ৫৩ ॥
কর্ম্মী কর্ম্মণি পূর্ণে চ তৎক্ষণাৎ যদি দক্ষিণাং।
তৎক্ষণং ফলমাপ্নোতি বেদৈরুক্ত মিদংমুনে ॥ ৫৪ ॥
ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দৈবেনাজ্ঞানতোঽথবা।
মুহূর্ত্তে সমতীতেচ দ্বিগুণা সা ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৫৫ ॥

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। অতএব জীবের কর্ম্ম পরিপূর্ণ হইলে দক্ষিণা পুত্র যে ফলপ্রদ হইয়া থাকেন তাহার আর সন্দেহমাত্র নাই ॥ ৪৯ ॥

বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন যজ্ঞ ও দক্ষিণা উভয়ে ঐ ফলস্বরূপ পুত্রের সহিত ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিদিগের ফল প্রদান করেন ॥ ৫০ ॥

হে নারদ! যজ্ঞ এইরূপে দক্ষিণা ও ফলদায়ক পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মের ফল দাতা বলিয়া বিশ্বসংসারে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ৫১ ॥

হে দেবর্ষে! আমি ধর্ম্মের নিকট বিশেষরূপে শুনিয়াছি যে এইরূপে যজ্ঞ ফল উৎপন্ন হইলে দেবতাগণ প্রভৃতি সকলেই পূর্ণমনোরথ হইয়া অতিশয় আহ্লাদিতান্তঃকরণে সকলে স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৫২ ।

বেদে কথিত আছে কর্ম্ম পরিপূর্ণ হইবামাত্র কর্ম্মী যদি ব্রতী ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ফল প্রাপ্ত হন আর যদি দৈবক্রমে বা অজ্ঞানত মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয়, তাহা হইলে কর্ম্মী ব্যক্তিকে নিয়মিত দক্ষিণার দ্বিগুণ প্রদান করিতে হয় ॥ ৫৩। ৫৪ ॥ ৫৫ ॥

একরাত্র ব্যতীতেতু ভবেৎ শতগুণাচ সা।
ত্রিরাত্রেচ দশগুণং সপ্তাহে দ্বিগুণাততঃ ॥ ৫৬ ॥
মাসে লক্ষগুণা প্রোক্তা ব্রাহ্মণানাঞ্চ বর্দ্ধতে।
সম্বৎসরব্যতীতেতু সা ত্রিকোটিগুণা ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
কর্ম্ম তদ্যজমানানাং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলং ভবেৎ।
সচ ব্রহ্মস্বাপহারী ন কর্ম্মার্হোঽশুচির্নরঃ ॥ ৫৮ ॥
দারিদ্রো ব্যাধিযুক্তশ্চ তেন পাপেন পাতকী।
তদ্গৃহাদ্যাতি লক্ষ্মীশ্চ শাপং দত্ত্বা সুদারুণং। ৫৯ ॥
পিতরো নৈবগৃহ্নন্তি তদ্দত্তং শ্রাদ্ধতর্পণং।
এবং সুরাশ্চ তৎপূজাং তদ্দত্তামগ্নিরাহুতিং ॥ ৬০ ॥
দাতা নদীযতে দানং গৃহীতা তম্ন যাচতে।
উভৌতৌ নরকং যাতশ্ছিন্নরজ্জুর্যথা ঘটঃ ॥ ৬১ ॥

দক্ষিণাদানে একরাত্রি বিলম্ব হইলে তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। ত্রিরাত্র বিলম্ব হইলে তদপেক্ষা সেই দক্ষিণার দশগুণ, সপ্তাহ বিলম্ব হইলে বিংশগুণ, একমাস বিলম্ব হইলে লক্ষগুণ ও সংবৎসর অতীত হইলে ত্রিকোটিগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫৬। ৫৭ ॥

কর্ম্মী ঐ নিয়ম নুসারে দক্ষিণাদান না করিলে তাহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং তাহার দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না। অধিক কি সে ব্রহ্মস্বাপহারী অশুচি ও কর্ম্মে অনধিকারী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

দক্ষিণা দান না করিলে কর্ম্মী তৎপরে কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাধিযুক্ত ও দরিদ্রদশা প্রাপ্ত হয় এবং লক্ষ্মী দেবী তাহাকে সুদারুণ শাপ প্রদান করিয়া তাহার গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

তদীয় পিতৃগণ তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ তর্পণ, দেবগণ তৎকৃত পূজা ও অগ্নিদেব তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না। দাতা তাহাকে দান ও গৃহীতা

নার্পয়েদ্যজমানশ্চে দ্যাচিতারঞ্চ দক্ষিণাং।
ভবেদ্ব্রহ্মস্বাপহারী কুম্ভীপাকং ব্রজেৎধ্রুবং ॥ ৬২ ॥
বর্ষলক্ষং বসেত্তত্র যমদূতেন তাড়িতঃ।
ততোভবেৎ স চণ্ডালো ব্যাধিযুক্তো দরিদ্রকঃ ॥ ৬৩ ॥
পাতয়েৎ পুরুষান্‌সপ্ত পূর্ব্বাংশ্চ সপ্তজন্মনাং।
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ৬৪।

নারদ উবাচ।

যৎকর্ম্ম দক্ষিণাহীনং কো ভুঙ্‌ক্তে তৎফলংমুনে।
পূজাবিধিং দক্ষিণায়াঃ পুরাযজ্ঞ কৃতং বদ। ৬৫।

তাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। কারণ এরূপ দাতা ও গৃহীতা উভয়েই ছিন্নরজ্জু ঘটের ন্যায় অধোগামী হইয়া থাকে ॥ ৬০। ৬১ ॥

যাজক ব্রাহ্মণ দক্ষিণা প্রার্থনা করিলে যদি যজমান তাহা প্রদান না করে তাহাহইলে সে ব্রহ্মস্বাপহারী হয় এবং দেহান্তে নিশ্চয়ই সে কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। সেই ঘোর নরকে তাহাকে লক্ষবর্ষ বাস করিয়া যমদূতগণের দণ্ডতাড়ন সহ্য করিতে হয়। পরে সে ব্যাধিযুক্ত দরিদ্র চণ্ডাল রূপে জন্মগ্রহণ করে। আর সেই পাতকী সপ্ত জন্ম সপ্ত পূর্ব্ব পুরুষকে নরকে পাতিত করিয়া থাকে। নারদ ! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্তকর, আমি বিশেষরূপে বর্ণন করিব ॥ ৬২। ৬৩। ৬৪ ॥

নারায়ণের মুখে এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ কহিলেন প্রভো ! যে কর্ম্ম দক্ষিণাহীন, কে তাহার ফল ভোগ করে ? আর যজ্ঞদেবকৃত দক্ষিণার পূজাবিধি কিরূপ ? তাহা শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুণ ॥ ৬৫ ॥

নারায়ণ উবাচ।

কর্ম্মণোদক্ষিণস্যৈব কুতএব ফলংমুনে।
সদক্ষিণে কর্ম্মণি চ ফলমেব প্রবর্ত্ততে॥ ৬৬॥
যা যা কর্ম্মণি সামগ্রী বলির্ভুঙ্‌ক্তে চ তাংমুনে।
বলযেতৎ প্রদত্তঞ্চ বামনেন পুরামুনে॥ ৬৭॥
অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধদ্রব্যমশ্রাদ্ধং দানমেব চ।
বৃষলীপতি বিপ্রাণাং পূজাদ্রব্যাদিকঞ্চ যৎ॥ ৬৮॥
গুরোরভক্তস্য কর্ম্ম বলির্ভুঙ্‌ক্তে ন সংশয়ঃ॥ ৬৯॥
দক্ষিণাযাশ্চ যদ্ধ্যানং স্তোত্রং পূজাবিধিক্রমং।
তৎসর্ব্বং কাণ্বশাখোক্তং প্রবক্ষ্যামি নিশাময॥ ৭০॥
পুরা সংপ্রাপ্যতাং যজ্ঞঃ কর্ম্মদাক্ষ্যাঞ্চ দক্ষিণাং।
মুমোহ তস্যারূপেণ তুষ্টাব কামকাতরঃ॥ ৭১॥

নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! দক্ষিণাশূন্য কর্ম্মের ফল কিছুই নাই, কেবল সদক্ষিণ কার্য্যের ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৬৬॥

পূর্ব্বে বামন দেব দানবরাজ বলির ভোগার্থ এইরূপ নিয়ম নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন যে দক্ষিণাশূন্য কর্ম্মে যে যে সামগ্রী আহৃত হয় তাহা বলি ভোগ করিবে আর অশ্রোত্রিয়ের শ্রাদ্ধদ্রব্য, অশ্রদ্ধা সহকারে দত্ত বস্তু, শূদ্রাপতি বিপ্রগণের পূজাদ্রব্যাদি এবং গুরুর অভক্ত পুরুষের কর্ম্মফল এই সমস্ত যে বলি প্রাপ্ত হইবে তাহার সংশয় নাই। ৬৭। ৬৮। ৬৯

হে নারদ! দক্ষিণা দেবীর ধ্যান স্তোত্র ও পূজাবিধিক্রম সমুদায় বেদের কাণ্বশাখায় নির্দ্দিষ্ট আছে, এক্ষণে তাহা তোমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ৭০॥

পূর্ব্বে যজ্ঞ দেব কর্ম্ম ফল দায়িনী দক্ষিণাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার রূপ দর্শনে মোহিত হইলেন। পরে তিনি কামপীড়িত হইয়া এইরূপ ভক্তি-সহকারে তাঁহার বিবিধ রূপে স্তব করিতে লাগিলেন। ৭১॥

যজ্ঞ উবাচ।

পুরা গোলোক গোপীযং গোপীনাং প্রবরাপরা।
রাধাসমাতৎসখীচ শ্রীকৃষ্ণপ্রেযসী প্রিযে॥ ৭২॥
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়ান্তু রাসে রাধামহোৎসবে।
আবির্ভূতা দক্ষিণাংশাৎ কৃষ্ণস্য তেন দক্ষিণা॥ ৭৩॥
পুরাত্বঞ্চ সুশীলাখ্যা শীলেন শোভনেন চ।
কৃষ্ণদক্ষাংশ বাসাচ্চ রাধাশাপাচ্চ দক্ষিণা॥ ৭৪॥
গোলোকাৎত্বং পরিধ্বস্তা মমভাগ্যাদুপস্থিতা।
কৃপাং কুরুত্ব মেবাদ্য স্বামিনং কুরু মাং প্রিয়ে॥ ৭৫॥
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাংদেবী ত্বমেব ফলদা সদা।
ত্বয়াবিনা চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বংকর্ম্ম চ নিষ্ফলং॥ ৭৬॥

যজ্ঞ কহিলেন, দেবি! শ্রীমতী রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী তদ্রূপ তুমিও গোলোক ধামে সেই রাধিকার তুল্য প্রধানা গোপিকারূপে কৃষ্ণপ্রিয়া হইয়া অবস্থান করিয়াছিলে॥ ৭২।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাস মণ্ডলে যে কৃষ্ণপ্রাণা শ্রীমতী রাধার মহোৎসব হইয়াছিল সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশ হইতে সহসা তুমি আবির্ভূতা হওয়াতে দক্ষিণা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছ। ৭৩॥

প্রিয়ে দক্ষিণে! পূর্ব্বে সচ্চরিত্রতানিবন্ধন তুমি সুশীলা নামে বিখ্যাত ছিলে, পরে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণভাগে অবস্থিতি প্রযুক্ত দক্ষিণানামে খ্যাতি লাভকরণ অনন্তর কৃষ্ণমনোমোহিনী রাধিকার অভিশাপে গোলোকচ্যুতা হইয়া মৎসৌভাগ্যে আমার নিকট আগমন করিয়াছ। অতএব আজি আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে পতিত্বে বরণ কর॥ ৭৪॥ ৭৫।

তুমি ক্রিয়াবান্ জনগণের সমস্ত কর্ম্মের সর্ব্বদা ফল প্রদান করিয়া থাক, তোমা ভিন্ন সকলের সমস্ত কর্ম্ম বিফল হইয়া থাকে॥ ৭৬॥

ফলশাখাবিহীনশ্চ যথা বৃক্ষো মহীতলে।
ত্বয়া বিনা তথাকর্ম্ম কর্ম্মিণাঞ্চ ন শোভতে ॥ ৭৭ ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাশ্চ দিকপালাদয় এব চ।
কর্ম্মিণশ্চ ফলং দাতুং ন শক্তাশ্চ ত্বয়াবিনা ॥ ৭৮ ॥
কর্ম্মরূপী স্বয়ং ব্রহ্মা ফলরূপী মহেশ্বরঃ।
যজ্ঞরূপী বিষ্ণুরহং ত্বমেষাং সাররূপিণী ॥ ৭৯ ॥
ফলদাতা পরংব্রহ্ম নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্বয়ংকৃষ্ণশ্চ ভগবান্ নচ শক্তস্ত্বযা বিনা ॥ ৮০ ॥
ত্বমেবশক্তিঃ কান্তে মে শশ্বজ্জন্মনিজন্মনি।
সর্ব্বকর্ম্মণি শক্ত্যাহং ত্বয়াসহ বরাননে ॥ ৮১ ॥
ইত্যুক্ত্বা তৎপুরস্তস্থৌ যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃ দেবকঃ।
তুষ্টা বভূব সা দেবী ভেজেচ কমলাকলাং ॥ ৮২ ॥

যেমন এই মহীমণ্ডলে ফলশাখাবিহীন বৃক্ষের কিছুমাত্র শোভা থাকেনা তদ্রূপ তুমি ভিন্ন কর্ম্মিগণের কর্ম্ম কোনরূপে শোভিত হয়না ॥ ৭৭ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কিম্বা দিক্‌পালগণ কস্মিন্ যুগে কেহই তোমাভিন্ন কোন কর্ম্মের ফল প্রদান করিতে সমর্থ নহেন ॥ ৭৮ ॥

ব্রহ্মা স্বয়ং কর্ম্মরূপী, মহেশ্বর ফলরূপী ও আমি স্বয়ং বিষ্ণু যজ্ঞরূপী হইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশমান রহিয়াছি কিন্তু তুমি এই সমুদায়ের সাররূপিণী, ফলতঃ তোমাভিন্ন কিছুই সুসিদ্ধ নহে ॥ ৭৯ ॥

প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ পর ব্রহ্ম কর্ম্ম ফল দাতা বলিয়া কথিত আছেন। কিন্তু অধিক আর কি বলিব তোমা ভিন্ন সেই পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং কর্ম্মফল প্রদান করিতে সমর্থ হইতে পারেন না ॥ ৮০ ॥

হে কান্তে! তুমি প্রতিজন্মে সতত শক্তিরূপে প্রকাশমানা হও। বরাননে! যথার্থ রূপে ব্যক্ত করিতেছি যে আমি তোমার সহিত সমবেত হইয়াই সর্ব্বকর্ম্মে সংযুক্ত হইয়া থাকি ॥ ৮১ ॥

ইদঞ্চ দক্ষিণা স্তোত্রং যজ্ঞকালেচ যঃ পঠেৎ।
ফলঞ্চ সর্ব্বযজ্ঞানাং লভতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৮৩ ॥
রাজসূয়ে বাজপেয়ে গোমেধে নরমেধকে।
অশ্বমেধে লাঙ্গলেচ বিষ্ণুযজ্ঞে যশস্করে ॥ ৮৪ ॥
ধনদে ভূমিদে ফল্‌গৌ পুত্রিষ্টৌ গজমেধকে।
লৌহযজ্ঞে স্বর্ণযজ্ঞে পাটলিব্যাধি খণ্ডনে ॥ ৮৫ ॥
শিবযজ্ঞে রুদ্রযজ্ঞে শক্রযজ্ঞেচ বন্ধুকে।
ইষ্টৌ বরুণ যাগে চ কন্দুকে বৈরিমর্দ্দনে ॥ ৮৬ ॥
শুচিযাগে ধর্ম্মযাগে রেচনে পাপমোচনে।
বন্ধনে কর্ম্মযাগেচ মণিযাগে স্বভদ্রকে ॥ ৮৭ ॥
এতেষাঞ্চ সমারম্ভে ইদং স্তোত্রঞ্চ যঃ পঠেৎ।
নির্ব্বিঘ্নেন চ তৎকর্ম্ম সাঙ্গং ভবতি নিশ্চিতং ॥ ৮৮ ॥

যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেব, দক্ষিণা দেবীর এই রূপ স্তব করিয়া তাঁহার পুরোভাগে দণ্ডায়মান থাকেন তাহাতে ও দক্ষিণার প্রীতি লাভ হয়। পরে তিনি কমলাংশ জাতা দক্ষিণাকে ভজনা করেন ॥ ৮২ ॥

যে ব্যক্তি যজ্ঞকালে একান্তচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক এই দক্ষিণা স্তোত্র পাঠ করেন তাঁহার সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই ॥ ৮৩ ॥

হে নারদ! রাজসূয় যজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, নরমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, লাঙ্গল যজ্ঞ, যশস্কর বিষ্ণু যজ্ঞ, ধনদ যজ্ঞ, ভূমিদ যজ্ঞ, ফল্গু-যজ্ঞ, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, গজমেধ যজ্ঞ, লৌহ যজ্ঞ, স্বর্ণ যজ্ঞ, পাটলি ব্যাধি-খণ্ডন যজ্ঞ, শিব যজ্ঞ, রুদ্র যজ্ঞ, ইন্দ্র যজ্ঞ, বন্ধুক যজ্ঞ, ইষ্টিযাগ, বরুণ যাগ, কন্দুক যাগ, বৈরি মর্দ্দন যাগ, শুচি যাগ, ধর্ম্ম যাগ, রেচন যাগ, পাপমোচন যাগ, বন্ধন যাগ, কর্ম্ম যাগ, মণি যাগ ও স্বভদ্রক যাগ এই সমুদায় ক্রিয়া-কালে যে ব্যক্তি ঐ যজ্ঞ দেবকৃত দক্ষিণার স্তোত্র পাঠ করেন তাঁহার আরব্ধ কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সন্দেহ নাই ॥ ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দক্ষিণাস্তোত্রং সমাপ্তং ॥

ইদং স্তোত্রঞ্চ কথিতং ধ্যানং পূজাবিধানকং।
শালগ্রামে ঘটেবাপি দক্ষিণাং পূজয়েৎসুধীঃ ॥ ৮৯ ॥
লক্ষ্মীদক্ষাংশ সম্ভূতাং দক্ষিণাং কমলাং কলাং।
সর্ব্বকর্ম্মসু দক্ষাঞ্চ ফলদাং সর্ব্বকর্ম্মণাং ॥ ৯০ ॥
বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপাঞ্চ সুশীলাং শুভদাংভজে।
ধ্যাত্বাতেনৈব বরদাং মূলেন পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৯১ ॥
দত্ত্বা পাদ্যাদিকং দেব্যৈ বেদোক্তে নচ নারদ।
ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ দক্ষিণায়ৈস্বাহেতিচ বিচক্ষণঃ ॥ ৯২ ॥
পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা দক্ষিণাং সর্ব্বপূজিতাং।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং দক্ষিণাধ্যানমুত্তমং ॥ ৯৩ ॥

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট দক্ষিণা দেবীর স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে তাঁহার ধ্যান ও পূজাবিধি কহিতেছি শ্রবণ কর। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শালগ্রামে বা ঘটে সেই দক্ষিণা দেবীর পূজা করিবেক ॥ ৮৯ ॥

প্রথমতঃ জ্ঞানী ব্যক্তি দক্ষিণা দেবীর এইরূপ ধ্যান করিবেন, দেবি! তুমি লক্ষ্মীর দক্ষিণাংশজাতা কমলাত্মিকা, সর্ব্ব কর্ম্মে দক্ষা, সর্ব্বকর্ম্মের ফল-দায়িনী, বিষ্ণু শক্তি স্বরূপা, শুভদায়িনী ও সুশীলা নামে বিখ্যাত আছ, আমি এবম্ভূতা তোমাকে ধ্যান করি। সাধুব্যক্তি এইরূপে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে সেই বরদায়িনী দক্ষিণা দেবীর পূজা করিবেন ॥ ৯০। ৯১ ॥

দেবর্ষে! বিচক্ষণ ব্যক্তি ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ দক্ষিণায়ৈ স্বাহা, এই বেদোক্ত মন্ত্রে পাদ্যাদি ক্রমে ভক্তিসহকারে যথাবিধি সেই সর্ব্ববন্দিতা দক্ষিণা দেবীর পূজা করিবেন। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বকর্ম্মের [illegible] প্রীতি ও সুখ জনক অত্যুত্তম দক্ষিণার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক

সুখদং প্রীতিদং চৈব ফলদং সর্ব্বকর্ম্মণাং।
ইদঞ্চ দক্ষিণাখ্যানং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ॥ ৯৪ ॥
অঙ্গহীনঞ্চ তৎকর্ম্ম ন ভবেদ্ভারতে ভুবি।
অপুত্রো লভতে পুত্রং নিশ্চিতঞ্চ গুণান্বিতং ॥ ৯৫ ॥
ভার্য্যাহীনো লভেদ্ভার্য্যাং সুশীলাং সুন্দরীংপরাং।
বরারোহাং পুত্রবতীং বিনীতাং প্রিয়বাদিনীং ॥ ৯৬ ॥
পতিব্রতাং সুব্রতাঞ্চ শুদ্ধাঞ্চ কুলজাং বরাং।
বিদ্যাহীনো লভেদ্বিদ্যাং ধনহীনোধনং লভেৎ ॥ ৯৭ ॥
ভূমিহীনো লভেদ্ভূমিং প্রজাহীনো লভেৎ প্রজাং।
শঙ্কটে বন্ধুবিচ্ছেদে বিপত্তৌ বন্ধনে তথা ॥ ৯৮ ॥
মাসমেক মিদংশ্রুত্বা মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দক্ষিণোপাখ্যানং
নাম দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

বর্ণন করিলাম। কর্ম্মক্ষেত্র ভারতে যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে এই দক্ষিণার উপাখ্যান শ্রবণ করে তাহার কর্ম্ম কখনই অঙ্গহীন হয় না। এই দক্ষিণা স্তোত্র শ্রবণ করিলে পুত্রহীনব্যক্তি গুণবান্ পুত্র লাভকরেন, ভার্য্যাহীন ব্যক্তি সংকুলসম্ভূতা পরিশুদ্ধা প্রিয়বাদিনী পতিপ্রাণা পরম সুন্দরী পুত্রপ্রসবিনী ভার্য্যা প্রাপ্ত হন, বিদ্যাহীন ব্যক্তি বিদ্যা, ধনহীন ব্যক্তি ধন, ভূমিহীন ব্যক্তি ভূমি ও প্রজাহীন ব্যক্তি প্রজা লাভ করেন এবং শঙ্কট, বন্ধুবিচ্ছেদ, বিপত্তি ও বন্ধন কালে মানবগণ একমাস ঐ দক্ষিণা স্তোত্র শ্রবণ করিলে তৎসমুদায় হইতে বিমুক্ত হয়েন সন্দেহ নাই। ৯২। ৯৩। । ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতি খণ্ডে দক্ষিণার উপাখ্যান নাম দ্বিচত্বারিংশঅধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অনেকাসাঞ্চ দেবীনাং শ্রুতমাখ্যানমুত্তমং।
অন্যাসাং চরিতং ব্রহ্মন্ বদ বেদবিদাম্বর॥ ১॥

নারায়ণ উবাচ।

সর্ব্বাসাং চরিতং বিপ্র বেদেষস্তি পৃথক্ পৃথক্।
পূর্ব্বোক্তানাঞ্চ দেবীনাং ত্বং কাসাং শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ২॥

নারদ উবাচ।

ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডীচ মনসা প্রকৃতেঃ কলা।
ব্যুৎপত্তি মাসাং চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামিতত্ত্বতঃ॥ ৩॥

নারায়ণ উবাচ।

ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যাচ সাচ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।
বালকাধিষ্ঠাতৃ দেবী বিষ্ণুমায়াচ বালদা॥ ৪॥

নারদ কহিলেন প্রভো! অনেক দেবীর উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। আপনি বেদজ্ঞগণের প্রধান। এক্ষণে আপনার মুখে অন্যান্য দেবীগণের চরিত শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১॥

নারায়ণ কহিলেন নারদ! বেদে সমস্ত দেবীর চরিত ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত আছে। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যে সমস্ত দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছি তন্মধ্যে তুমি কোন্ কোন্ দেবীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে ব্যক্ত কর॥ ২॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা ও মনসাদেবী প্রকৃতির অংশজাতা, অতএব সেই সমস্ত দেবীর নামের ব্যুৎপত্তি ও তাঁহাদিগের চরিত বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ৩॥

মাতৃকাসুচ বিখ্যাতা দেবসেনাভিধাচ সা।
প্রাণাধিক প্রিয়া সাধ্বী স্কন্দভার্য্যাচ সুব্রতা ॥ ৫ ॥
আয়ুঃ প্রদাচ বালানাং ধাত্রীরক্ষণকারিণী।
সন্ততং শিশুপার্শ্বস্থা যোগেন সিদ্ধযোগিনী ॥ ৬ ॥
তস্যাঃ পুজাবিধৌ ব্রহ্মন্নিতিহাস বিধিং শৃণু।
যৎ শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রেন সুখদং পুত্রদং পরং ॥ ৭ ॥
রাজা প্রিয়ব্রতশ্চাসীৎ স্বায়ম্ভুব মনোঃ সুতঃ।
যোগীন্দ্রোনোদ্বহেদ্ভার্য্যাং তপস্যা সুরতঃ সদা ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মাজ্ঞয়াচ যত্নেন কৃতদারো বভূবহ।
সুচিরং কৃতদারশ্চ ন লভেত্তনয়ং মুনে ॥ ৯ ॥

নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! ষষ্ঠীদেবী প্রকৃতির ষষ্ঠাংশজাতা, এইজন্য তিনি ষষ্ঠীনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি বালকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিষ্ণুমায়া ও বালকদায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

সেই ষষ্ঠীদেবী কার্ত্তিকেয়ের প্রাণাধিকপ্রিয়া ভার্য্যা। সেই সুব্রতা-সাধ্বী নারী মাতৃকাগণের মধ্যে দেবসেনা নামে বিখ্যাত আছেন ॥ ৫ ॥

তিনি শিশুসন্তানগণের আয়ুপ্রদায়িনী ধাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী। শিশুগণ সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করে। তিনি যোগাবলম্বন করাতে এই জগতের সর্ব্বস্থানেই সিদ্ধ যোগিনী বলিয়া প্রসিদ্ধা আছেন ॥ ৬ ॥

নারদ! আমি ধর্ম্মমুখে সেই দেবীর পূজাবিধিপ্রসঙ্গে যে একটি পুত্র-প্রদ সুখজনক উৎকৃষ্ট ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই প্রিয়ব্রত রাজার বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতে দার পরিগ্রহ না করিয়া যোগীন্দ্র হইয়া সর্ব্বদা তপস্যার মনোনিবেশ করেন ॥ ৮ ॥

তৎপরে ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে সেই নরপতি প্রিয়ব্রত দারপরিগ্রহ করি

পুত্রেষ্টিং যজ্ঞং তত্রাপি কারয়ামাস কশ্যপঃ।
মালিন্যৈ তস্য কান্তায়ৈ মুনির্যজ্ঞচরুং দদৌ ॥ ১০ ॥
ভুক্ত্বা চরুঞ্চ তস্যাশ্চ সদ্যোগর্ভো বভূব হ।
দধার তঞ্চ সা দেবী দৈবং দ্বাদশবৎসরং ॥ ১১ ॥
ততঃ সুষাব সা ব্রহ্মন্ কুমারং কনকপ্রভং।
সর্ব্বাবয়বসম্পন্নং মৃতমুত্তার লোচনং ॥ ১২ ॥
তং দৃষ্টা রুরুদুঃ সর্ব্বা নার্য্যশ্চ বান্ধবস্ত্রিয়ঃ।
মূর্চ্ছামবাপ তন্মাতা পুত্রশোকেন সুব্রতা ॥ ১৩ ॥
শ্মশানঞ্চ যযৌ রাজা গৃহীত্বা বালকং মুনে।
রুরোদ তত্র কান্তারে পুত্রং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ১৪ ॥
নোৎসৃজেৎ বালকং রাজা প্রাণাং স্ত্যক্তুং সমুদ্যতঃ।
জ্ঞানযোগং বিসস্মার পুত্রশোকাৎ সুদারুণাৎ ॥ ১৫ ॥

লেন। কৃতদার হইয়া অনেক দিনযাপন করিলেন কিন্তু পুত্র হইলনা।৯।

তখন মহাত্মা কশ্যপ তাঁহাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইয়া সেই যজ্ঞের চরু তদীয় মালিনী নামক পত্নীকে প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন ॥ ১০ ॥

সেই চরু ভোজনের পর প্রিয়ব্রত পত্নীর গর্ভসঞ্চার হইল। তিনি দেবমানে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া ছিলেন ॥ ১১ ॥

অতঃপর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই রাজমহিষী মালিনী এক সর্ব্বা-বয়বসম্পন্ন কনকপ্রভ উত্তারনয়ন মৃত সন্তান প্রসব করিলেন ॥ ১২ ॥

ঐ মৃতসন্তান দর্শনে অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ ও বন্ধুবর্গের নারীগণ রোদন করিতে লাগিলেন; রাজ্ঞীও পুত্রশোকেমূর্চ্ছাপন্না হইলেন ॥ ১৩ ॥

তখন মহারাজ প্রিয়ব্রত সেই মৃতসন্তান লইয়া শ্মশানে গমন করিলেন এবং বিজনে সেই পুত্র বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া রোদন করেন ॥ ১৪ ॥

তৎকালে সুদারুণ পুত্রশোকে তাঁহার জ্ঞানযোগ স্মৃতিপথ অতিক্রম

এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিমানঞ্চ দদর্শহ।
শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশং মণিরাজ বিরাজিতং ॥ ১৬ ॥
তেজসা জ্বলিতং শশ্বৎ শোভিতং ক্ষৌমবাসসা।
নানাচিত্র বিচিত্রাঢ্যং পুষ্পমালা বিরাজিতং ॥ ১৭ ॥
দদর্শ তত্রদেবীঞ্চ কমনীয়াং মনোহরাং।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং শশ্বৎ সুস্থির যৌবনাং ॥ ১৮ ॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণ ভূষিতাং।
কৃপাময়ীং যোগসিদ্ধাং ভক্তানুগ্রহ কাতরাং ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা তাং পুরতোরাজা তুষ্টাব পরমাদরং।
চকার পূজনং তস্যা বিহায় বালকং ভুবি ॥ ২০ ॥

করিয়াছিল, সুতরাং তিনি সেই মৃত বালককে পরিত্যাগ না করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥ ১৫ ॥

কি আশ্চর্য্য! ঐসময়ে তথায় শুদ্ধস্ফটিকতুল্য মণিরাজ বিভূষিত একখানি অপূর্ব্ব বিমান সেই নরপতির নয়নগোচর হইল ॥ ১৬ ॥

দেখিলেন ঐ রথ তেজে যেন প্রজ্বলিত ক্ষৌমবসনে বিমণ্ডিত নানা চিত্র বিচিত্রে সজ্জিত ও বিবিধ কুসুমমালায় সমাকীর্ণ থাকাতে যারপর নাই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ১৭ ॥

রাজা প্রিয়ব্রত সেই রথের দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র দেখিতে পাইলেন, এক শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুস্থির যৌবনা কমনীয় কান্তি মনোহারিণী পরমাসুন্দরী দেবী তাহাতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

সেই দেবী, কৃপাময়ী যোগসিদ্ধা ও ভক্তানুগ্রহকারিণী তাঁহার মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন এবং তাহাতে ঈষৎ হাস্য বিকাশিত হইতেছে আর তাঁহার অঙ্গসমুদায়ে মনোহর নানা রত্নভূষণ শোভা পাইতেছে ॥ ১৯ ॥

নরনাথ প্রিয়ব্রত সেই দেবীকে পুরোভাগে দর্শন মাত্র মৃতসন্তান ভূতলে নিঃক্ষেপ করিয়া পরম সমাদরে তাঁহার পূজা ও স্তব করিলেন। ২০।

পপ্রচ্ছ রাজা তাং দৃষ্ট্বা গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভাং।
তেজসাজ্জ্বলিতাং শান্তাং কান্তাং স্কন্দস্য নারদ॥ ২১॥

প্রিয়ব্রত উবাচ।

কথং সুশোভনে কান্তে কস্য কান্তাসি সুব্রতে।
কস্য কন্যা বরারোহে ধন্যা মান্যাচ যোষিতাং॥ ২২॥
নৃপেন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা জগন্মঙ্গলদায়িনী।
উবাচ দেবসেনা সা দেবরক্ষণকারিণী॥ ২৩॥
দেবানাং দৈত্যগ্রস্তানাং পুরা সেনা বভূব সা।
জয়ং দদৌচ তেভ্যশ্চ দেবসেনা চ তেন সা॥ ২৪॥

দেবসেনোবাচ।

ব্রহ্মণোমানসীকন্যা দেবসেনাহমীশ্বরী।
সৃষ্ট্বা মাং মনসোধাতা দদৌস্কন্দায ভূমীপ॥ ২৫॥
মাতৃকাসুচ বিখ্যাতা স্কন্দসেনা চ সুব্রতা।

তৎপরে তিনি সেই গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রভাশালিনী তেজঃপুঞ্জ কলেবরা শমগুণান্বিতা কার্ত্তিকেয় পত্নীকে কহিলেন॥ ২১॥

প্রিয়ব্রত কহিলেন, হে শোভনে! নারীগণের মধ্যে তোমাকে ধন্যা ও মান্যা দেখিতেছি। অতএব তুমি কাহার পত্নী ও কাহার কন্যা, আমার নিকট তাহা পরিচয় প্রদান কর॥ ২২॥

জগন্মঙ্গলকারিণী দেবরক্ষণী সেই দেবী পূর্ব্বে দৈত্যগ্রস্ত দেবগণের সেনারূপিণী হইয়া দেবগণকে জয় প্রদান করাতে তিনি দেবসেনা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই দেবী রাজেন্দ্র প্রিয়ব্রতের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! আমি ব্রহ্মার মানসী কন্যা আমার নাম দেবসেনা। ব্রহ্মা মানসে আমাকে সৃষ্টি করিয়া কার্ত্তিকেয়কে আমায় সম্প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে আমি মাতৃকামধ্যে স্কন্দপত্নী

বিশ্বে ষষ্ঠীতি বিখ্যাতা ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যতঃ ॥ ২৬ ॥
অপুত্রায় পুত্রদাহং প্রিয়দাতা প্রিয়ায় চ।
ধনদাচ দরিদ্রেভ্যো কর্ম্মিণে শুভকর্ম্মদা ॥ ২৭ ॥
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং হর্ষং মঙ্গলমেবচ।
সম্পত্তিশ্চ বিপত্তিশ্চ সর্ব্বং ভবতি কর্ম্মণা ॥ ২৮ ॥
কর্ম্মণা বহুপুত্রী চ বংশহীনশ্চ কর্ম্মণা।
কর্ম্মণা রূপবাংশ্চৈব রোগী শশ্বৎ সুকর্ম্মণা ॥ ২৯ ॥
কর্ম্মণা মৃতপুত্রশ্চ কর্ম্মণা চিরজীবিনঃ।
কর্ম্মণা গুণবন্তশ্চ কর্ম্মণা চাঙ্গহীনকঃ ॥ ৩০ ॥
তস্মাৎ কর্ম্মপরং রাজন্ সর্ব্বেভ্যশ্চ শ্রুতৌ শ্রুতং।
কর্ম্মরূপী চ ভগবান্ তদ্বারাৎ ফলদোহরিঃ ॥ ৩১ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী গৃহীত্বা বালকং মুনে।
মহাজ্ঞানেন সহসা জীবযামাস লীলয়া ॥ ৩২ ॥

রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকি, আর আমি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশজাতা বলিয়া বিশ্বমণ্ডলে মানবগণ আমাকে ষষ্ঠীনামে কীর্ত্তন করেন। ২৩। ২৪ ।২৫।২৬।

এই জগতে আমি পুত্রহীনকে পুত্র প্রদান, প্রিয়হীনকে প্রিয়বস্তু প্রদান, দরিদ্রকে ধনদান ও ক্রীয়াহীনকে শুভকর্ম্ম প্রদান করি ॥ ২৭ ॥

সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক হর্ষ, মঙ্গল, সম্পত্তি ও বিপত্তি এই সমস্তই একমাত্র কর্ম্মদ্বারা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

মনুষ্য কর্ম্মদ্বারাই বহু পুত্রবান্ হয়, কর্ম্মদ্বারা বংশহীন হয়, কর্ম্মদ্বারা রূপবান্ হয়, এবং মানবগণ কর্ম্মদ্বারাই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

মানব কর্ম্মদ্বারা মৃতপুত্র, কর্ম্মদ্বারা চিরজীবী, কর্ম্মদ্বারা অঙ্গহীন হয়, এইজন্য বেদে কর্ম্ম সকলের শ্রেষ্ঠরূপে নিরূপিত আছে। ভগবান্ স্বয়ং কর্ম্মস্বরূপ। তাঁহার বরেই নারায়ণ ফলদাতা হইয়াছেন। ৩০ ॥ ৩১ ॥

রাজা দদর্শ তং বালং সস্মিতং কনকপ্রভং।
দেবসেনা চ পশ্যন্তং নৃপমম্বরমেব চ ॥ ৩৩ ॥
গৃহীত্বা বালকং দেবী গগনং গন্তুমুদ্যতা।
পুনস্তুষ্টাব তাং রাজা শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকাঃ। ৩৪।
নৃপস্তোত্রেণ সা দেবী পরিতুষ্টা বভূবহ।
উবাচ তং নৃপং ব্রহ্মন্ বেদোক্তং কর্ম্মনির্ম্মিতং। ৩৫।

দেবসেনোবাচ।

ত্রিষু লোকেষু রাজা ত্বং স্বায়ম্ভুব মনোঃ সুতঃ।
মমপূজাঞ্চ সর্ব্বত্র কারয়িত্বা স্বয়ংকুরু। ৩৬।
তদা দাস্যামি পুত্রন্তে কুলপদ্মং মনোহরং।
সুব্রতং নামবিখ্যাতং গুণবন্তং সুপণ্ডিতং। ৩৭।

ষষ্ঠীদেবী নরপতি প্রিয়ব্রতকে এইরূপ কহিয়া তদীয় মৃতসন্তান গ্রহণ পূর্ব্বক মহাজ্ঞানে অবলীলাক্রমে তাহাকে জীবিত করিলেন ॥ ৩২ ॥

তখন সেই কনকবর্ণাভ শিশুসন্তানের সহাস্য বদন রাজার নয়নগোচর হইল। তিনি গগনমার্গে দৃষ্টিপাত করিলেন, ইত্যবসরে দেবী সেই সন্তান গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশপথে গমন করিতে উদ্যতা হইলেন। তদ্দর্শনে রাজার কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তৎকালে অতি কাতর হইয়া সেই ষষ্ঠীদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

নরপতি বহুস্তব করিলে সেই দেবী পরিতুষ্টা হইয়া কর্ম্মকাণ্ড বেদভাগোক্ত বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন রাজন্! তুমি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ত্রিলোকে তোমার আধিপত্য বিস্তারিত রহিয়াছে। অতএব তুমি আমার পূজাবিধি প্রকাশ করাইয়া স্বয়ং ভক্তি পূর্ব্বক আমার আরাধনা কর। আমি তোমাকে এই মনোহর কুলপদ্মস্বরূপ পুত্র প্রদান করিব এই সন্তানের কথা অধিক কি বলিব, তোমার এই পুত্র গুণবান্ সুপণ্ডিত ও সুব্রত নামে জগতে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৫। ৩৬। ৩৭ ॥

জাতিস্মরঞ্চ যোগীন্দ্রং নারায়ণ পরায়ণং।
শতক্রতু কর্ত্তারং শ্রেষ্ঠং ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ বন্দিতং। ৩৮।
মত্তমাতঙ্গ লক্ষাণাং ধৃতবন্তং বলং শুভং।
ধন্বিনং গুণিনং শুদ্ধং বিদুষাং প্রিয়মেব চ। ৩৯।
যোগিনং জ্ঞানিনঞ্চৈব সিদ্ধরূপং তপস্বিনং।
যশস্বিনঞ্চ লোকেষু দাতারং সর্ব্বসম্পদাং। ৪০।
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তস্মৈ তদ্বালকং দদৌ।
রাজা চকার স্বীকারং তৎপূজার্থঞ্চ সুব্রতঃ। ৪১।
জগাম দেবী স্বর্গঞ্চ দদৌ তস্মৈ শুভং বরং।
আজগাম মহারাজা স্বগৃহং হৃষ্টমানসঃ। ৪২।
আগত্য কথয়ামাস বৃত্তান্তং পুত্রহেতুকং।
দেবীঞ্চ পূজয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ। ৪৩।

হে রাজন্ তোমার এই পুত্র জাতিস্মর যোগীন্দ্র নারায়ণপরায়ণ, শত যজ্ঞ কর্ত্তা, সর্ব্বপ্রধান, ক্ষত্রিয় গণের পূজনীয়, লক্ষ মত্ত মাতঙ্গের ধারণে সক্ষম, প্রবল প্রতাপশালী, ধনুর্দ্ধর, গুণবান্, বিশুদ্ধচেতা, পণ্ডিতগণের প্রিয়, যোগশীল জ্ঞানী, তপোনিষ্ঠ, সিদ্ধ যশস্বী ও লোকসমুদায়ে সর্ব্ব সম্পত্তির প্রদাতা বলিয়া বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৮। ৩৯। ৪০ ॥

ষষ্ঠীদেবী এইরূপ কহিয়া রাজাকে সেই পুত্র প্রদান করিলেন। সুব্রতপরায়ণ রাজা প্রিয়ব্রতও ত্রিলোকে তাঁহার যথার্থবিধানে পূজা বিস্তার করিতে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন ॥ ৪১ ॥

পরে ষষ্ঠীদেবী ভূপতি প্রিয়ব্রতকে শুভ বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলে মহারাজ প্রিয়ব্রত প্রীতমনে স্বধামে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

নরপতি স্বীয় গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সাধারণ সমীপে স্বীয় পুত্রের জীবনলাভবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং দেববিধানানুসারে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট ধন দান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

রাজা চ প্রতি মাসেষু শুক্লষষ্ঠ্যাং মহোৎসবং।
ষষ্ঠ্যাদেব্যাশ্চ যত্নেন কারয়ামাস সর্ব্বতঃ। ৪৪।
বালানাং সূতিকাগারে ষষ্ঠাহে যত্নপূর্ব্বকং।
তৎপূজাং কারয়ামাস চৈকবিংশতিবাসরে। ৪৫।
বালানাং শুভকার্য্যে চ শুভান্নপ্রাশনে তথা।
সর্ব্বত্র বর্দ্ধয়ামাস স্বয়মেব চকারহ। ৪৬।
ধ্যানং পূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রং মত্তোনিশাময়।
যৎশ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রেণ কৌথুমোক্তঞ্চ সুব্রতঃ। ৪৭॥
শালগ্রামে ঘটেবাথ বটমূলেথবা মুনে।
ভিত্ত্যাং পুত্তলিকাং কৃত্বা পূজয়িত্বা বিচক্ষণঃ। ৪৮।
ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাং চ সুব্রতাং।

অতঃপর রাজা প্রতিমাসীয় শুক্লা ষষ্ঠীতে প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বতোভাবে মহা সমারোহে ষষ্ঠীদেবীর মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সাধারণকেও তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ প্রবর্ত্তিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥

বালকগণের সুতিকাগারে ষষ্ঠাহে ও একবিংশ দিবসে তিনি স্বয়ং এবং যত্নপূর্ব্বক সকলকে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করাইতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

বালকগণের শুভান্নপ্রাশন ও অন্যান্য শুভ সংস্কারকার্য্যে তিনি স্বয়ং ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং সাধারণকেও সেই নিয়মে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত করাইতে ত্রুটি করিলেন না ॥ ৪৬ ॥

হেনারদ! আমি ধর্ম্মমুখে বেদের কৌথুমশাখায় উক্ত ষষ্ঠীদেবীর ধ্যান পূজাবিধি ও স্তোত্র যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা সমস্ত আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি শালগ্রামে, ঘটে, বটমূলে, বা ভিত্তিতে ষষ্ঠীদেবীর পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া আবাহন পূর্ব্বক এইরূপ ধ্যান করিবেন দেবি!

সুপুত্রদাঞ্চ সুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূং। ৪৯।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাং।
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনাং পরাংভজে। ৫০।
ইতি ধ্যাত্বা স্বশরসিপুষ্পং দত্বা বিচক্ষণঃ।
পুনর্ধ্যাত্বা চ মূলেন পূজয়েৎ শুব্রতাং সতীং। ৫১।
পাদ্যার্ঘ্যাচ মনীযৈশ্চ গন্ধ পুষ্প প্রদীপকৈঃ।
নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈশ্চাপি ফলেন শোভনেন চ। ৫২।
মূলং ওঁ হ্রীঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহেতি বিধিপূর্ব্বকং।
অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্র যথাশক্তিং জপেন্নরঃ। ৫৩।
তত্র স্তুত্বা চ প্রণমেৎ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ।
স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং ধন পুত্র ফলপ্রদং। ৫৪।

তুমি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশজাতা, শুদ্ধা, সুপ্রতিষ্ঠা, সুব্রতা, সৎপুত্রপ্রদায়িনী মঙ্গলদাত্রী, দয়ারূপা, জগৎপ্রসবিনী, শ্বেতচম্পকবর্ণাভা, রত্নভূষণ ভূষিতা, পবিত্রারূপা, পরমাপ্রকৃতি ও দেবসেনা নামে বিখ্যাত আছ। অতএব আমি তোমাকে ধ্যান করি॥ ৪৮। ৪৯। ৫০ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি এইরূপে ষষ্ঠীদেবীর ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করিবেন। পরে পুনর্ব্বার ঐরূপে তাঁহার ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ,পুষ্প, ধূপ, দীপ,বিবিধ নৈবেদ্য ও শোভন ফলদ্বারা সেই সুব্রতা সাধ্বী ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিবেন ॥ ৫১। ৫২ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, ওঁ হ্রীঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহা, এই মূলমন্ত্রে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া যথাশক্তি ঐ অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র জপ করিবেন॥ ৫৩ ॥

ভক্তিপরায়ণ হইয়া সমাহিত চিত্তে সেই ষষ্ঠীদেবীর সামবেদোক্ত ধনপুত্র ফলপ্রদ স্তোত্রপাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা জ্ঞানিগণের যে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই॥ ৫৪ ॥

অষ্টাক্ষর মহামন্ত্রং লক্ষধা যো জপেন্মুনে।
সপুত্রং লভতে নূন মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ৫৫।
স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেষাঞ্চ শুভাবহং।
বাঞ্ছাপ্রদঞ্চ সর্ব্বেষাং গূঢ়ং বেদে চ নারদ। ৫৬।

প্রিয়ব্রত উবাচ।

নমোদেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈশান্ত্যৈ নমোনমঃ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ। ৫৭।
বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমোনমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ। ৫৮।
শক্তিঃ ষষ্ঠাংশরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমোনমঃ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ। ৫৯।
সারায়ৈ সারদায়ৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ।

ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে ব্যক্তি ষষ্ঠীদেবীর ঐ অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র একলক্ষ জপ করেন তাঁহার নিশ্চয় পুত্রলাভ হয়॥ ৫৫॥

মুনিবর! বেদে সকলের বাঞ্ছাপূরক যে শুভজনক গূঢ় স্তোত্র বর্ণিত আছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৫৬॥

পূর্ব্বে মহারাজ প্রিয়ব্রত ষষ্ঠীদেবীর এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন। দেবি! তুমি মহাদেবী সিদ্ধিদায়িনী, শান্তিরূপা, শুভপ্রদা ও দেবসেনা নামে অভিহিত হইয়াথাক। হে ষষ্ঠীদেবি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। ৫৭।

তুমি বরপ্রদা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছ, তোমার কৃপায় মনুষ্য ধন পুত্র সুখ মোক্ষ সমস্তই লাভ করিতে পারে। অতএব তোমার চরণে আমার একান্ত ভক্তিসহকারে নমস্কার॥ ৫৮॥

তুমি শক্তির ষষ্ঠাংশরূপা, শিদ্ধা, মায়া ও সিদ্ধযোগিনী বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাক। অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি॥ ৫৯॥

সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্ব্বকর্ম্মণাং। ৬০।
বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ।
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাং। ৬১।
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ।
পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু। ৬২।
দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈনৃণাং সদা। ৬৩।
হিংসা ক্রোধ বর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ।
ধনংদেহি প্রিয়াংদেহি পুত্রংদেহি সুরেশ্বরি। ৬৪।
ধর্ম্মংদেহি যশোদেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ।
ভূমিংদেহি প্রজাংদেহি দেহিবিদ্যাং সুপূজিতে ॥ ৬৫ ॥

তুমি সারস্বরূপা সারদায়িনী ও সমস্ত কর্ম্মের সার ফলপ্রদায়িনী ও ছেদনকর্ত্রী তোমার চরণে আমি প্রণত হইলাম ॥ ৬০ ॥

হে ষষ্ঠীদেবি! তুমি বালকদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, কল্যাণরূপা, কল্যাণদায়িনী ও সমস্ত কর্ম্মের ফলদায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক, অতএব ভক্তিপূর্ব্বক তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৬১ ॥

তুমি ভক্তজনের প্রত্যক্ষীভূতা সর্ব্বজনের সমস্ত কার্য্যে পূজ্যা ও কার্ত্তিকেয় পত্নী বলিয়া কথিতা হও, তোমার চরণে আমার নমস্কার ॥ ৬২ ॥

তুমি দেবরক্ষণকারিণী, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, সর্ব্বদা মানবগণের পূজ্যা বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাক, তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬৩ ॥

হে দেবি! তুমি হিংসা ক্রোধ পরিশূন্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছ, আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে সুরেশ্বরি! তুমি আমাকে ধন প্রদান কর, প্রিয়াভার্য্যা প্রদান কর, এবং পুত্র প্রদান কর ॥ ৬৪ ॥

হে সুপূজিতে! আমি তোমার চরণে প্রণত হইলাম, তুমি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে ধর্ম্ম, যশ, ভূমি, প্রজা ও বিদ্যা প্রদান কর। ৬৫।

কল্যাণঞ্চ জয়ংদেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ।
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তুয়লেভেপুত্রং প্রিয়োব্রতঃ॥ ৬৬॥
যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ।
ষষ্ঠীস্তোত্র মিদং ব্রহ্মন্ যঃশৃণোতি চ বৎসরং॥ ৬৭॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনং।
বর্ষমেকঞ্চ যো ভোক্ত্যা সংস্তুত্যেদং শৃণোতি চ॥ ৬৮॥
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্মুক্তো মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে।
বীরপুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনং॥ ৬৯॥
সুচিরায়ুষ্মন্তমেব ষষ্ঠীমাতৃ প্রসাদতঃ।
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ॥ ৭০॥
বর্ষং শ্রুত্বা লভেৎ পুত্রং ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ।
রোগযুক্তে চ বালেচ পিতা মাতা শৃণোতি চ॥ ৭১॥

হে ষষ্ঠীদেবি! আমি তোমার চরণে বারংবার নমস্কার করি, তুমি আমাকে কল্যাণ ও জয় প্রদান কর। এই রূপে ষষ্ঠী দেবীর স্তব করিয়া মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁহার প্রসাদে যশস্বী রাজেন্দ্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। যে পুত্রহীন ব্যক্তি সংবৎসর ষষ্ঠী দেবীর এই স্তোত্র পাঠ করেন তিনি দীর্ঘজীবী সুসন্তান লাভ করিতে সমর্থহন। আর যে ব্যক্তি ভক্তি যোগে সংবৎসর ষষ্ঠী দেবীর স্তব করিয়া তাঁহার এই স্তোত্র শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। এবং ষষ্ঠী মাতার প্রসাদে মহাবন্ধ্যা হইলেও বিদ্যাবান্ গুণবান্ যশস্বী দীর্ঘায়ু বীরপুত্র প্রসব করেন। কাকবন্ধ্যা ও মৃতাপত্যানারী একবর্ষ ষষ্ঠীদেবীর এই স্তোত্র শ্রবণকরিলে তাঁহার প্রসাদে পুত্র লাভ করিতে সমর্থা হন আর বালক রোগগ্রস্ত হইলে তাহার পিতামাতা যদি এক মাস ষষ্ঠীদেবীর এই স্তোত্র শ্রবণ করেন তাহা

মাসুঞ্চ মুচ্যতেবালঃ ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠ্যুপাখ্যানে
ষষ্ঠীস্তোত্রং ত্রিচত্বারিংশত্তমোধ্যায়ঃ।

হইলে তাঁহার প্রসাদে সেই বালক রোগ হইতে বিমুক্ত হয় সন্দেহ নাই। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে
ষষ্ঠীর উপাখ্যান ও স্তব ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

কথিতং ষষ্ঠ্যুপাখ্যানং ব্রহ্মপুত্র যথাগমং।
দেবীমঙ্গলচণ্ডীচ তদাখ্যানং নিশাময় ॥ ১ ॥
তস্যাঃ পূজাদিকং সর্ব্বং ধর্ম্মবক্ত্রাচ্চ যৎশ্রুতং।
শ্রুতিসম্মত মেবেষ্টং সর্ব্বেষাং বিদুষামপি ॥ ২ ॥
দক্ষায়াং বর্ত্ততে চণ্ডী কল্যাণেষু চ মঙ্গলং।
মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সাচ মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৩ ॥
পূজায়াং বিদ্যতে চণ্ডী মঙ্গলোপি মহীসুতঃ।
মঙ্গলাভীষ্ট দেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৪ ॥
মঙ্গলো মনুবংশশ্চ সপ্তদ্বীপাবনী পতিঃ।
তস্য পূজ্যাভীষ্ট দেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৫ ॥

নরায়ণ কহিলেন হে নারদ ! বেদে ষষ্ঠীদেবীর উপাখ্যান যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর ধর্ম্মমুখে জ্ঞানিগণের ইষ্ট শ্রুতি-সম্মত মঙ্গলচণ্ডিকাদেবীর পূজাদির বিষয় যে রূপ শুনিয়াছিলাম তাহা বিশেষরূপে তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণকর। ১। ২।

যে চণ্ডী কল্যাণ বিধান কারণ এবং সমস্ত মঙ্গল দানে যিনি দক্ষা তিনিই মঙ্গল চণ্ডিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ৩।

অথবা যাঁহার পূজাকালে চণ্ডিকা দেবী ও পৃথ্বীপুত্র মঙ্গলের আবির্ভাব হয় এবং যিনি মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া ত্রিজগৎসংসারে কথিত আছেন তিনি মঙ্গল চণ্ডিকানামে উক্তহন। ৪।

কিম্বা যে দেবী সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর মনুবংশীয় মঙ্গলের অভীষ্ট দেবতা এবং তাঁহার পূজ্যা বলিয়া বিখ্যাতা হয়েন তিনি মঙ্গল চণ্ডিকা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ৫।

মূর্ত্তিভেদেন সা দুর্গা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
রূপারূপাতি প্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্ট দেবতা ॥ ৬ ॥
প্রথমে পূজিতা সাচ শঙ্করেণ পুরাপরা।
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে বিষ্ণুনা প্রেরিতে নচ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মোপদেশে চ দুর্গপ্রস্থেচ শঙ্কটে।
আকাশাৎ পতিতে যানে দৈত্যেন পাতিতেরুষা ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুপদিষ্টঞ্চ দুর্গাং তুষ্টাব শঙ্করঃ।
সাচ মঙ্গলচণ্ডীচ বভূব রূপভেদতঃ ॥ ৯ ॥
উবাচ পুরতঃ সম্ভোর্ভয়ং নাস্তীতি তে প্রভো।
ভগবান্ বৃষরূপশ্চ সর্ব্বেশশ্চ বভূবহ ॥ ১০ ॥

প্রত্যুত মঙ্গল চণ্ডিকা মূলপ্রকৃতি পরমেশ্বরী দুর্গার মূর্ত্তিভেদ মাত্র বলিলে কোনরূপে অত্যুক্তি হয় না তিনি নারীগণের ইষ্ট দেবতা রূপা-রূপা ও অতি প্রত্যক্ষা বলিয়া নিরূপিত আছেন। ৬।

পূর্ব্বে ভয়ঙ্কর ত্রিপুরবধকালে ভগবান শঙ্কর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিধানানুসারে সেই মঙ্গল চণ্ডিকার পূজাকরিয়া ছিলেন। ৭।

সংগ্রাম কালে দেবাদি দেবের যান আকাশ হইতে দুর্গমধ্যে পতিত হইলে সেই প্রচণ্ডদৈত্য তাঁহাকে নিম্নে পাতিত করিল ঐ শঙ্কট সময়ে কৈলাসনাথ দেব দেব ব্রহ্মার উপদেশে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক উপদিষ্টা সেই শঙ্কট নাশিনী দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন সেই বিপদনাশিনী দুর্গা-দেবীই মঙ্গল চণ্ডিকা নামে বিখ্যাত আছেন। ৮। ৯।

ভগবান্ শূলপাণি দুর্গতি নাশিনী দুর্গার স্তব করিলে তিনি তাঁহার পুরোভাগে আবির্ভূতা হইয়া অভয় বাক্যে কহিলেন প্রভো! তোমার ভয়নাই ইহা বলিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। ঐসময়ে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ আশুতোষ শঙ্কর বৃষ রূপী হইয়াছিলেন। ১০।

যুদ্ধশক্তিস্বরূপাহং ভবিষ্যামি তদাজ্ঞয়া।
ময়াত্মনাচ হরিণা সহায়েন বৃষধ্বজঃ ॥ ১১ ॥
জহি দৈত্যঞ্চ শত্রুঞ্চ সুরাণাং পদঘাতকং।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা দেবী শম্ভোঃ শক্তির্ব্বভূব সা ॥ ১২ ॥
বিষ্ণুদত্তেন শস্ত্রেণ জঘান তমুমাপতিঃ।
মুনীন্দ্রপতিতে দৈত্যে সর্ব্বে দেবা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩ ॥
তুষ্টুবুঃ শঙ্করংদেবা ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরাঃ।
সদ্যঃ শিরসি শম্ভোশ্চ পুষ্পবৃষ্টি র্ব্বভূবহ ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ সংতুষ্টৌ দদৌ তস্মৈ শুভাশিষং।
ব্রহ্মাবিষ্ণুপদেষ্টশ্চ সুস্নাতঃ শঙ্করঃ শুচিঃ ॥ ১৫ ॥
পুজয়ামাস তাং শক্তিং দেবীং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ বলিভির্ব্বিবিধৈরপি ॥ ১৬ ॥

তখন সেইচণ্ডিকাদেবী দেবাদিদেব মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন! আমি তদীয় আজ্ঞাক্রমে যুদ্ধশক্তি স্বরূপা হইয়া তোমাতে অধিষ্ঠিতা থাকিব তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ পরাৎপর পরব্রহ্ম দয়াময় হরিকে ও আমকে এবং স্বীয় তেজকে সহায় করিয়া দেবগণের পদঘাতক দৈত্যকে অনায়াসে জয় কর। এই বলিয়া সেইদেবী শম্ভুর শক্তিরূপা হইয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। ১১। ১২।

অতঃ পর উমাপতি সেই শক্তিমান্ হইয়া বিষ্ণুদত্ত অস্ত্র দ্বারা সেই ত্রিপুরাসুরকে নিপাতিত করিলেন। ত্রিপুর নিধনে দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলে পরমানন্দিত হইয়া ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে নতকন্ধরে সেই ত্রিপুরহন্তা দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলে নএবং তৎক্ষণাৎ শিবমস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। ১৩॥ ১৪।

তৎপরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শুভজনক আশীর্ব্বাদ প্রযোগ করিলে ভগবান শঙ্কর পবিত্র ও সুস্নাত হইয়া তাঁহাদিগের

পুষ্প চন্দন নৈবেদৈদ্যর্ভক্ত্যা নানাবিধৈর্মুনেঃ।
ছাগৈর্মেষৈশ্চ মহিষৈর্গণ্ডৈর্যাতিভিস্তথা॥ ১৭ ॥
বস্ত্রালঙ্কার মাল্যৈশ্চ পায়সৈঃ পিষ্টকৈরপি।
মধুভিশ্চ সুধাভিশ্চ পক্কৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ॥ ১৮ ॥
সংগীতৈর্নর্ত্তনৈর্বাদ্যৈ রুৎসবৈঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনৈঃ।
ধ্যাত্বা মধ্যন্দিনোক্তেন ধ্যানেন ভক্তিপূর্ব্বকং॥ ১৯ ॥
দদৌ দ্রব্যাণি মুলেন মন্ত্রেণৈবচ নারদ।
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বপূজ্যে দেবী মঙ্গলচণ্ডিকে
ঐঁ ক্রূঁ ফট্ স্বাহেত্যেবং চাপ্যেকবিংশাক্ষরো মনুঃ॥ ২০॥
পূজ্যঃ কল্পতরুশ্চৈব ভক্তানাং সর্ব্বকামদঃ।
দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং॥ ২১ ॥
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্যস্য সবিষ্ণুঃ সর্ব্বকামদঃ।
ধ্যানঞ্চ শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ দেবোক্তং সর্ব্বসম্মতং॥ ২২ ॥

উপদেশে ভক্তিযোগে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়, নানা উপহার পুষ্প চন্দন বিবিধ নৈবেদ্য ছাগ মেষ মহিষ ও গণ্ডাদি বলিদান বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য পায়স পিষ্টক মধু সুধা ও নানা সুপক্ক ফল দ্বারা মহাসমারোহে সেই মঙ্গল চণ্ডিকাদেবীর পূজা করেন। সেই পূজোৎসব প্রসঙ্গে সঙ্গীত নৃত্য ও হরিগুণ গান হইয়াছিল। দেবাদিদেব ভক্তি যোগে মধ্যন্দিনোক্ত ধ্যানে সেই দেবীর ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে তাঁহাকে সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বপূজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে ঐঁ ক্রূঁ ফট স্বাহা। সেই দেবী মঙ্গল চণ্ডিকার এই একবিংশাক্ষর মূলমন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

ঐ মহামন্ত্র পূজ্য কল্প তরুস্বরূপ ও ভক্তজনের সর্ব্বকাম প্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। বিশেষতঃ ভক্তিসহকারে ঐ মন্ত্র দশলক্ষ জপকরিলে মানবগণের অনায়াসে মনোভীষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়। ২১।

দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাং।
সর্ব্বরূপগুণাঢ্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাং॥ ২৩॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটি সমপ্রভাং।
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং রত্নভূষণ ভূষিতাং॥ ২৪॥
বিভ্রতীং কবরী ভারং মল্লিকামাল্য ভূষিতং।
বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুদ্ধাং শরৎপদ্মনিভাননাং॥ ২৫॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং সুনীলোৎপল লোচনাং।
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসম্পদাং॥ ২৬॥
সংসারসাগরেঘোরে পোতরূপাং বরাং ভজে॥ ২৭॥
- দেব্যাশ্চ ধ্যানমিত্যেবং স্তবনং শ্রূয়তাং মুনে।

যে ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন তিনি সর্ব্বকামপ্রদ বিষ্ণুতুল্যহন। দেবর্ষে! এই মঙ্গল চণ্ডিকার মূল মন্ত্র তোমার নিকট ব্যক্ত হইল এক্ষণে তাঁহার সর্ব্ব সম্মত বেদোক্ত ধ্যান কহিতেছি শ্রবণ কর। ২২।

হে দেবি! তুমি ষোড়শবর্ষীয়া সতত স্থিরযৌবনা অলৌকিক রূপ গুণ সম্পন্না কোমলাঙ্গী মনোহারিণী শ্বেতচম্পক বর্ণাভা ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্না হইয়া অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নানা রত্নভূষণে বিভূষিতা রহিয়াছ। তোমার মস্তকে কবরী ভার ও তাহাতে মল্লিকামালা সুশোভিত হইতেছে, তোমার ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় লোহিত বর্ণ ও দন্তপংক্তি সুন্দর। দেবি! তুমি পরিশুদ্ধা তোমার মুখমণ্ডল শারদীয় পদ্মের ন্যায় বিকসিত, তোমার সুপ্রসন্ন বদনে ঈষৎহাস্য প্রকাশ পাইতেছে, তোমার নয়ন যুগল সুন্দর নীলোৎপল দলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে এবং তুমি জগদ্ধাত্রী সর্ব্ব সম্পত্তি দায়িনী ঘোর সংসার সাগরের পোত স্বরূপা পরমা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাক, আমি এবম্ভূতা তোমাকে ধ্যান করি। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

প্রযতং শঙ্কটগ্রস্তো যেন তুষ্টাব শঙ্করঃ ॥ ২৮ ॥

শঙ্কর উবাচ।

রক্ষ রক্ষ জগন্মাত র্দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে।
হারিকে বিপদাং রাশিং হর্ষমঙ্গলকারিকে ॥ ২৯ ॥
হর্ষমঙ্গল দক্ষেচ হর্ষমঙ্গলচণ্ডিকে।
শুভে মঙ্গল দাক্ষেচ শুভমঙ্গল চণ্ডিকে ॥ ৩০ ॥
মঙ্গলে মঙ্গলাহের্চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে।
সতাং মঙ্গলদে দেবি সর্ব্বেষাং মঙ্গলালয়ে ॥ ৩১ ॥
পূজ্যা মঙ্গলবারেচ মঙ্গলাভীষ্ট দৈবতে।
পূজ্যামঙ্গলভূপস্য মনুবংশস্য সন্ততং ॥ ৩২ ॥
মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবী মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে।
সংসার মঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনী ॥ ৩৩ ॥

হে নারদ! এই মঙ্গল চণ্ডিকার ধ্যান কথিত হইল। পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণি শঙ্কটে পতিত হইয়া সংযত ভাবে সেই দেবীর যেরূপ স্তব করিয়াছিলেন তাহা কহিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ২৮ ॥

পূর্ব্বে দেবাদিদেব সেই দেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন হে জগজ্জননি মঙ্গল চণ্ডিকে দেবি! তুমি বিপদরাশির নাশকর্ত্রী ও হর্ষমঙ্গল দায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক অতএব আমাকে রক্ষা কর। ২৯।

হে দেবি! তুমি হর্ষমঙ্গলদক্ষা হর্ষমঙ্গল চণ্ডিকা শুভদায়িনী মঙ্গলদক্ষা ও শুভ মঙ্গল চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা রহিয়াছ। ৩০।

হে মঙ্গলে! জ্ঞানিগণ তোমাকে মঙ্গলার্হা সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা সাধুদিগের মঙ্গল দায়িনী ও সকলের মঙ্গলালয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৩১।

তুমি নিরন্তর মনুবংশীয় মঙ্গল ভূপতির অভীষ্ট দেবতা ও তাঁহার আরাধনীয়া এবং প্রতিমঙ্গলবারে পূজ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাক। ৩২।

সারেচ মঙ্গলাধারে পারেচ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
প্রতি মঙ্গলবারেচ পূজ্যেচ মঙ্গলপ্রদে॥ ৩৪ ॥
স্তোত্রেণানেন শম্ভুশ্চ স্তুত্বা মঙ্গলচণ্ডিকাং।
প্রতি মঙ্গলবারেচ পূজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ॥ ৩৫ ॥
দেব্যাশ্চ মঙ্গলস্তোত্রং যঃ শৃনোতি সমাহিতঃ।
তন্মঙ্গলং ভবেচ্ছশ্বন্নভবেত্তদমঙ্গলং॥ ৩৬ ॥
প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্ব্বমঙ্গলা।
দ্বিতীয়ে পূজিতাদেবী মঙ্গলেন গৃহেনচ॥ ৩৭ ॥
চতুর্থে মঙ্গলবারে চ সুন্দরী ভিশ্চপূজিতা।
মঙ্গলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষৈ র্নরৈর্ম্মঙ্গল চণ্ডিকা॥ ৩৮ ॥
পূজিতা প্রতিবিশ্বেষু বিশ্বেশ পূজিতা সদা।
ততঃ সর্ব্বত্র সংপূজ্যা সা বভূব সুরেশ্বরী॥৩৯ ॥

তুমি মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মঙ্গল সমুদায়ের মঙ্গল দায়িনী, সংসার মঙ্গলেরআধার রূপা ও মোক্ষমঙ্গল প্রদা বলিয়া বিখ্যাত।৩৩।

তোমাকে সাররূপা মঙ্গলাধারা সমস্ত কর্ম্মবন্ধনের ছেদন কর্ত্রী মঙ্গল প্রদা ও প্রতি মঙ্গল বারে পূজ্যা বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ৩৪।

ভগবান শঙ্কর এই স্তোত্র দ্বারা সেই মঙ্গল চণ্ডিকার প্রতি মঙ্গল বারে অতিশয় ভক্তিসহকারে পূজা করিয়াছিলেন। ৩৫।

যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া সেই মঙ্গল চণ্ডিকা দেবীর স্তোত্র শ্রবণ করে তাহার মঙ্গল লাভ হয়, কখন তাহার অমঙ্গল উৎপন্ন হয়না। ৩৬।

প্রথমে দেবাদিদেব সেই সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন পরে মঙ্গল ভূপতি কর্ত্তৃক তিনি পূজিতা হন তৎপরে কার্ত্তিকেয় অতিশয় ভক্তি-পূর্ব্বক বেদবিধানানুসারে তাঁহার পূজা করেন। ৩৭।

অতঃপর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানবগণ কর্ত্তৃক ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী নারীগণ কর্ত্তৃক সেই মঙ্গলচণ্ডিকা পূজিতা হইলেন। ক্রমে সমস্ত বিশ্বমণ্ডলে সেই

দেবাদিভিশ্চ মুনিভি র্মনুভি র্মানবৈর্মুনে।
দেব্যাশ্চ মঙ্গলস্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ॥ ৪০ ॥
তন্মঙ্গলং ভবেচ্ছশ্ব ন্নভবেত্তদমঙ্গলং।
বর্দ্ধতেতৎপুত্র পৌত্র মঙ্গলেষ্ট দিনে দিনে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে মঙ্গলোপাখ্যানং তৎস্তোত্র কথনং নাম চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বেশ্বর পূজিতা দেবীর সর্ব্বদা অর্চ্চনা হইতে লাগিল। এইরূপে সেই সুরেশ্বরী সর্ব্বত্র পূজ্যা হইলেন। দেবাদি মুনি মনু ও মানবগণ সকলেই তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে সেই দেবীর মঙ্গলময় স্তোত্র শ্রবণ করে তাহার অমঙ্গল দূরীভূত হয়, সে সর্ব্বদা মঙ্গল লাভ করে এবং তাহার দিনে দিনে পুত্র পৌত্রাদি জনন রূপ অভীষ্ট মঙ্গল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে মঙ্গলোপাখ্যান ও স্তব চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

উক্তং দ্বয়োরুপাখ্যানং ব্রহ্মপুত্র যথাগম।
শ্রূয়তাং মনসাখ্যানং যৎশ্রুতং ধর্ম্মবক্তৃতঃ॥ ১॥
কন্যাসাচ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনেয়ং মনসাদেবী মনসা যাচ দীব্যতি॥ ২॥
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরং।
তেন সা মনসাদেবী যোগেন তেন দীব্যতি॥ ৩॥
আত্মারামাচ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধ যোগিনী।
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৪॥
জরৎকারু শরীরঞ্চ দৃষ্ট্বা যাং ক্ষীণ মীশ্বরঃ।
গোপীপতির্ণামচক্রে জরৎকারু ইতিপ্রভুঃ॥ ৫॥

হে নারদ! ষষ্ঠী ও মঙ্গলচণ্ডিকার উপাখ্যান তোমার নিকট বর্ণিত হইল এক্ষণে আমি ধর্ম্মমুখে মনসাদেবীর উপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ১॥

সেই ভগবতী মনসাদেবী মহাত্মা কশ্যপের মানসী কন্যা। কশ্যপের মন হইতে তিনি উৎপন্না হওয়াতে মনসা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন॥ ২॥

অথবা যে দেবী মানসে পরাৎপর পরমাত্মা ঈশ্বরের ধ্যান করেন তিনি সেই মানসিক যোগনিবন্ধন মনসা নামে প্রকাশমানা হইয়াছেন॥ ৩॥

সেই দেবী আত্মারামা ও বৈষ্ণবীনামে বিখ্যাত আছেন। তিনি যুগত্রয় পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রীতিকামনায় তপস্যা করিয়া সিদ্ধযোগিনী হন। ৪।

ঐ সময়ে জরৎকারু মনসাদেবীকে দর্শন করিয়া ক্ষীণদেহ হওয়াতে কৃপাময় গোপীনাথ ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া জরৎ-

বাঞ্ছিতঞ্চ দদৌ তস্যৈ কৃপয়াচ কৃপানিধিঃ।
পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ পুনঃ স্বয়ং ॥ ৬ ॥
স্বর্গেচ নাগলোকেচ পৃথিব্যাংব্রহ্ম লোকতঃ।
ভৃশং জগৎ সু গৌরী সা সুন্দরীচ মনোহরা ॥ ৭ ॥
জগদ্গৌরীতিবিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।
শিবশিষ্যাচ সা দেবী তেন শৈবীতিকীর্ত্তিতা ॥ ৮ ॥
বিষ্ণুভক্তাতীব শশ্বদ্বৈষ্ণবী তেন নারদ।
নাগানাং প্রাণ রক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেঞ্জয় স্যচ ॥ ৯ ॥
নাগেশ্বরীতিবিখ্যাতা সা নাগভগিনী তথা।
বিষং সংহর্ত্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি সা ॥ ১০ ॥
সিদ্ধিং যোগং হরাৎ প্রাপ তেনাতি সিদ্ধযোগিনী।
মহাজ্ঞানঞ্চ গোপ্যঞ্চ মৃতসংজীবিনীং পরাং ॥ ১১ ॥

কারু নাম প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে মনসাদেবীর আরাধনায় প্রবর্ত্তিত করিয়া আপনি অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধিকানাথ সেই মনসাদেবীর পূজা করিলেন ॥ ৫ । ৬ ॥

ক্রমে সেই দেবী স্বর্গে, নাগলোকে, পৃথিবীতে ও ব্রহ্মলোকে পূজিতা হইলেন। তিনি জগৎমধ্যে অতিশয় গৌরবর্ণা সুন্দরী ও মনোহারিণী বলিয়া জগদ্গৌরীনামে ও শিবশিষ্যা বলিয়া শৈবীনামে বিখ্যাত ছিলেন। ৭। ৮।

সেই মনসাদেবী অতিশয় বিষ্ণুভক্তা বলিয়া বৈষ্ণবী, জন্মেঞ্জয় যজ্ঞে নাগগণের প্রাণরক্ষণী বলিয়া নাগেশ্বরী, নাগভগিনী ও বিষ হরণে সমর্থা বলিয়া বিষহরী নামে বিখ্যাতাপন্ন হইয়াছেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

সেই দেবী দেবাদিদেব মহাদেব হইতে যোগ, গোপনীয় মহাজ্ঞান ও মৃত সঞ্জীবনী পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই জন্য সেই মনসা দেবী ত্রিজগৎসংসার মধ্যে সিদ্ধযোগিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। ১১।

মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
আস্তীকস্য মুনীন্দ্রস্য মাতা সাচ তপস্বিনঃ॥ ১২॥
অস্তীক মাতা বিখ্যাতা জগৎসু সুপ্রতিষ্ঠিতা।
প্রিয়ামুনির্জ্জরৎ কারোর্মুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥ ১৩॥
যোগিনো বিশ্বপূজ্যস্য জরৎকারোঃ প্রিয়াস্ততঃ। ১৪।

ওঁ নমো মনসায়ৈ।

জরৎকারুর্জ্জগদ্গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরীতথা। ১৫।
জরৎকারু প্রিয়াস্তীক মাতা বিষহরীতিচ।
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা। ১৬।
দ্বাদশৈ তানি নামানি পূজাকালেচ যঃ পঠেৎ।
তস্য নাগ ভয়ংনাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্যচ। ১৭।
নাগভীতেচ শয়নে নাগ গ্রস্তেচ মন্দিরে।
নাগক্ষতে মহাদুর্গে নাগ বেষ্টিত বিগ্রহে। ১৮।

মনীষিগণ তাঁহাকে মহা জ্ঞানবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি পরম তাপস মুনীন্দ্র আস্তিকের জননী এই জন্য আস্তিকমাতা ও মহর্ষি জরৎকারুর ভার্য্যা জন্য সেই বিশ্বপূজ্য মহাত্মা জরৎকারুর প্রিয়া বলিয়া এই জগৎসংসারে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। ১২। ১৩।

যে ব্যক্তি পূজাকালে সেই বিশ্বপূজিতা দেবীর জরৎকারু, জগদ্গৌরী, মনসা, সিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারু-প্রিয়া, আস্তীকমাতা, বিষহরী, মহা জ্ঞানযুতা এই দ্বাদশ নাম পাঠ করেন, তাঁহার ও তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তির নাগভয় থাকে না। ১৪। ১৫। ১৬।

সর্পভীত, সসর্পগৃহে অবস্থিত, মহাদুর্গে সর্পক্ষত ও সর্পবেষ্টিত হইয়া যে ব্যক্তি, মনসাদেবীর স্তোত্র পাঠ করে সে নিঃসন্দেহ সেই সঙ্কট হইতে

ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ।
নিত্যং পঠেৎ যস্তং দৃষ্ট্বা নাগবর্গঃ পলায়তে। ১৯।
দশলক্ষ জপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং।
স্তোত্রসিদ্ধো ভবেদ্যস্য স বিষং ভোক্তুমিশ্বরঃ। ২০।
নাগৌঘ ভূষণং কৃত্বা স ভবেন্নাগবাহনঃ।
নাগাসনো নাগ তল্পো মহাসিদ্ধো ভবেন্নরঃ। ২১।

ইতিশ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে মনসোপাখ্যানং
মনসাস্তোত্রংনাম পঞ্চচত্বারিংশ-
ত্তমোঽধ্যায়ঃ।

মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি নিত্য মনসাস্তোত্র পাঠ করে নাগগণ তাহাকে দর্শন করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ১৭ । ১৮ ॥ ১৯।

মনসাস্তোত্র দশলক্ষ জপ করিলে মানবগণের স্তোত্র সিদ্ধিলাভ হয়। স্তোত্র সিদ্ধ হইলে মানবগণ বিষ ভোজনেও সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

স্তোত্র সিদ্ধ ব্যক্তি নাগসমুদায়কে ভূষণ করিয়া নাগবাহন ও নাগাসনে উপবিষ্ট, নাগশয্যায় শয়ান হইতে পারে এবং সে মহা সিদ্ধ হয় ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতি-
খণ্ডে মনসার উপাখ্যান ও মনসাস্তোত্র পঞ্চচত্বারিংশ
অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

পূজাবিধানং স্তোত্রঞ্চ শ্রূয়তাং মুনিপুঙ্গবঃ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং দেবীপূজা বিধানকং। ১।
শ্বেতচম্পাকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাং।
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। ২।
মহাজ্ঞান যুতাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতীং।
সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধপ্রদাংভজে। ৩।
ইতি ধ্যাত্বাচ তাং দেবীং মূলেনৈব প্রপূজয়েৎ।
নৈবেদ্যৈ র্বিবিধৈর্দীপৈঃ পুষ্পৈর্ধূপানুলেপনৈঃ। ৪।
মূলমন্ত্রশ্চ বেদোক্তো ভক্তানাং বাঞ্ছিত প্রদঃ।
মূলকল্পতরুর্নাম সুসিদ্ধোদ্বাদশাক্ষরঃ। ৫।

হে নারদ! মনসাদেবীর স্তোত্র কথিত হইল। এক্ষণে তাঁহার সামবেদোক্ত ধ্যান ও পূজাবিধান তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥

সাধক পূজাকালে মনসার এইরূপ ধ্যান করিবেন, দেবি! শ্বেতচম্পাকের ন্যায় তোমার বর্ণ। তুমি নানা রত্নভূষণে বিভূষিতা রহিয়াছ। অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র তোমার পরিধেয়। নাগগণ উপবীতরূপে তোমার শোভাসম্পাদন করিতেছে, তুমি মহা জ্ঞানযুতা, পরম জ্ঞানবতী, সাধ্বী, সিদ্ধগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সিদ্ধা ও সিদ্ধিপ্রদা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক, আমি এবম্ভূতা তোমাকে ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া সাধক মূলমন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে॥ ২। ৩। ৪॥

সেই দেবীর বেদোক্ত মূলমন্ত্র ভক্তগণের বাঞ্ছা পূরক। তাহা দ্বাদশাক্ষর সুসিদ্ধ কল্পতরুর স্বরূপ বলিয়া এই জগতে নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৫॥

ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ ঐঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ।
পঞ্চলক্ষ জপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং। ৬।
মন্ত্রসিদ্ধের্ভবেদ্যস্য সসিদ্ধো জগতীতলে।
সুধাসমং বিষংতস্য ধন্বন্তরি সমোভবেৎ। ৭।
ব্রহ্মন্নাষাঢ় সংক্রান্ত্যাং গুড়াশাখা সুযত্নতঃ।
আবাহ্য দেবীমীশানাং পূজয়েদ্যোহি ভক্তিতঃ। ৮।
পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং দেব্যৈ দদ্যাচ্চ যো বলিং।
ধনবান্ পুত্ত্রবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমান্ স ভবেৎ ধ্রুবং। ৯।
পূজাবিধানং কথিতং তদাখ্যানং নিশাময়।
কথযামি মহাভাগ যৎ শ্রুতং ধর্ম্মবক্তৃতঃ। ১০।
পুরা নাগভয়াক্রান্তা বভূবুর্ম্মানবা ভুবি।
যান্ যান্ খাদন্তি নাগাশ্চ ন তে জীবন্তি নারদ। ১১।

মনসাদেবীর মূলমন্ত্র—যথা ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ ঐঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা। এই মূল মন্ত্রপঞ্চ লক্ষবার জপ করিলে মানবগণের মন্ত্র সিদ্ধি হয়॥ ৬॥

যে ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে পৃথিবীতে সে সিদ্ধ বলিয়া কথিত, বিষ তাহার সুধা তুল্য হয় এবং সে ধন্বন্তরির সমান হইয়া থাকে॥ ৭॥

হে নারদ! আষাঢ়ী সংক্রান্তিতে যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া যত্ন-সহকারে গুড়াশাখাতে পরমেশ্বরী মনসাদেবীর আবাহন করিয়া তাঁহার পূজা করে ও যে ব্যক্তি মনসাখ্যা পঞ্চমীতে সেই দেবীর উদ্দেশে বলি প্রদান করে সেই সেই ব্যক্তি ধনবান্, পুত্ত্রবান্ ও কীর্ত্তিমান্ হয়। ৮। ৯।

দেবর্ষে! মনসাদেবীর পূজাবিধান কথিত হইল। আমি ধর্ম্মমুখে তাঁহার উপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১০।

পূর্ব্বে ভূমণ্ডলে মানবগণ সর্পভয়ে আক্রান্ত হইয়াছিল। সর্পগণ যেসকল ব্যক্তিকে দংশন করিত তাহারমধ্যে কেহই রক্ষা হইত না। ১১।

মন্ত্রাংশ্চ সসৃজেং ভীতঃ কশ্যপো ব্রহ্মণাযত ঃ।
বেদবীজানুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ। ১২।
মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীং তাং মনসাং সসৃজেত্ততং।
তপসা মনসাতেন বভূব মনসাচ সা। ১৩।
কুমারী সাচ সংভূয জগাম শঙ্করালয়ং।
ভক্ত্যাসংপূজ্য কৈলাসে তুষ্টাব চন্দ্রশেখরং। ১৪।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ তং নিষেব্য মুনেঃসুতা।
আশুতোষো মহেশশ্চ তাঞ্চ তুষ্টা বভূবহ। ১৫।
মহাজ্ঞানং দদৌ তস্যৈ পাঠযামাস সামচ।
কৃষ্ণমন্ত্রং কল্পতরুং দদাবষ্টাক্ষরং মুনে। ১৬।
লক্ষ্মীর্মায়াকামবীজডিতং কৃষ্ণপদংতথা।
ত্রৈলোক্য মঙ্গলংনাম কবচং পূজনক্রমং। ১৭।

পরে মহাত্মা কশ্যপ ভীত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশে বেদবীজানুসারে মন্ত্র সমুদায়ের সৃষ্টিপূর্ব্বক তপোবলে সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর সৃষ্টি করিলেন। তখন ঐ দেবী মহর্ষি কশ্যপের মন হইতে উৎপন্ন হওয়াতে এই ত্রিজগৎমণ্ডলে মনসা নামে বিখ্যাত হইলেন॥ ১২॥ ১৩॥

এইরূপে কশ্যপকুমারী মনসা সমুৎপন্না হইয়া কৈলাসনাথ ভগবান্ শঙ্করের আলয়ে গমন পূর্ব্বক ভক্তিযোগে পূজা ও স্তব করিলেন। ১৪॥

মুনিকন্যা মনসা দেবমানে সহস্রবর্ষ সেই পরমেশ আশুতোষের সেবা করিলে তিনি পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাকে মহাজ্ঞান দান করিলেন এবং সামবেদ অধ্যয়ন করাইয়া তাঁহাকে কল্পতরুর স্বরূপ অষ্টাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিলেন। ১৫। ১৬।

দেবাদিদেবের প্রসাদে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা এই অষ্টাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণের পূজনক্রম ও ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামক কবচ মনসাদেবী পরি-

সর্ব্বপূজ্যঞ্চ স্তবনং ধ্যানং ভুবনপাবনং।
পুরশ্চর্য্যা ক্রমঞ্চাপি বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতং। ১৮।
প্রাপ্তা মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং পরং মৃত্যুঞ্জয়ং সতী।
জগাম তপসা সাধ্বী পুষ্করং শঙ্করাজ্ঞয়া। ১৯।
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদর্শ পুরতঃ প্রভুং। ২০।
দৃষ্ট্বা কৃষাঙ্গীং বালাঞ্চ কৃপয়াচ কৃপানিধিঃ।
পূজাঞ্চকারয়ামাস চকারচ হরিঃ স্বয়ং। ২১।
বরঞ্চ প্রদদৌ তস্যৈ পূজিতাত্বং ভবে ভব।
বরং দত্বাচ কল্যাণ্যৈ সদ্যশ্চান্তর্দ্দধে বিভুঃ। ২২।
প্রথমে পূজিতা সাচ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
দ্বিতীয়ে শঙ্করেণৈব কশ্যপেন সুরেণচ। ২৩।

জ্ঞাত হইলেন এবং তৎপ্রসাদে সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বসম্মত বেদোক্ত ভুবনপাবন কৃষ্ণের ধ্যান, স্তবন ও পুরশ্চর্য্যাক্রম তাঁহার বিদিত হইল। ১৭। ১৮।

এইরূপে সেই সাধ্বী মনসাদেবী মৃত্যুঞ্জয় হইতে মৃত্যুঞ্জয় নামক পরম জ্ঞান লাভ করিয়া শঙ্করাজ্ঞায় তপস্যার্থ পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন। ১৯।

মনসা সেই পুষ্করতীর্থে যুগত্রয়ে পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রীতিকামনায় তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক সম্মুখে কৃষ্ণকে আবির্ভূত দর্শন করিলেন। ২০।

মনসা তপঃসিদ্ধা হইলে ভগবান্ হরি তাঁহাকে কৃশাঙ্গী দর্শনে কৃপা করিয়া সকলকে সেই মনসার অর্চ্চনায় প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার পূজা করিয়া এইরূপ বর প্রদান করিলেন দেবি! তুমি সংসারে পূজিতা হও। কল্যাণী মনসাকে এই প্রকার বর প্রদান করিয়া হরি তৎক্ষণেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন॥ ২১॥ ২২॥

প্রথমে মনসা দেবী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন। পরে দেবদেব মহাদেব, তৎপরে মহর্ষি কশ্যপ ও তদনন্তর দেবগণ তাঁহার

মনুনামুনিনাচৈব নাগেন মানবাদিনা।
বভূব পূজিতা সাচ ত্রিষু লোকেষু সুব্রতা।২৪।
জরৎকারু মুনীন্দ্রায় কশ্যপ স্তাং দদৌপুরা।
অযাচিতো মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রহ্মণাজ্ঞয়া। ২৫।
কৃত্বোদ্বাহং মহাযোগী বিশ্রান্ত স্তপসাচিরং।
সুষ্বাপ দেব্যা জঘনে বটমূলেচ পুষ্করে। ২৬।
নিদ্রাং জগাম সমুনিঃ স্মৃত্বা নিদ্রেশমীশ্বরং।
জগামাস্তং দিনকরঃ সায়ংকাল উপস্থিতঃ। ২৭।
সংচিন্ত্য মনসা তত্র মনসা সংপ্রতিষ্ঠিতা।
ধর্ম্মলোপ ভয়েনৈব চকারালোকনং সতী॥ ২৮॥
অকৃত্বা পশ্চিমাং সন্ধ্যাং নিত্যাঞ্চৈব দ্বিজন্মনাং।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং লভিষ্যতি পতির্ম্মম ॥ ২৯ ॥

আরাধনা করেন। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে মনু, মুনি, নাগ ও মানবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া তিনি ত্রিলোক পূজ্যা হইয়াছেন। ২৩। ২৪।

পূর্ব্বে কশ্যপ মুনীন্দ্র জরৎকারুকে সেই মনসা সংপ্রদান করিলেন। তৎকালে মুনিবর জরৎকারু প্রার্থিত না হইয়াও সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা ব্রহ্মার আজ্ঞায় তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।। ২৫ ।।

সেই মহাযোগী জরৎকারু মনসাদেবীর পাণিগ্রহণের পর পুষ্করতীর্থে দীর্ঘকাল অতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া বিশ্রামার্থ তত্রত্য বটমূলে উপবিষ্টা মনসার জঘনদেশে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

এইরূপে মুনিবর শয়ান হইয়া নিদ্রাধিপতি ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক নিদ্রাগত হইলেন। তদনন্তর ক্রমে দিনমণি অস্তগিরি আরোহণ করিলে সায়ংকাল উপস্থিত হইল ॥ ২৭ ॥

তখন সুপ্রতিষ্ঠিতা সাধ্বী মনসা পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া ধর্ম্মলোপ ভয়ে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন দ্বিজাতিগণ সায়ংসন্ধ্যা না করিলে

নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাং।
সচ এবাশুচির্নিত্যং ব্রহ্মহত্যাদিকং লভেৎ ॥ ৩০ ॥
বেদোক্তমপি সংচিন্ত্য বোধয়ামাস তং মুনিং।
সচ বুদ্ধ্যা মুনিশ্রেষ্ঠশ্চুকোপ তাং ভৃশং মুনিঃ ॥ ৩১ ॥

জরৎকারুরুবাচ।

কথং মে সুব্রতে সাধ্বি নিদ্রাভঙ্গঃ কৃতস্ত্বয়া।
ব্যর্থং ব্রতাদিকং তস্যা যা ভর্ত্তুশ্চাপকারিণী ॥ ৩২ ॥
তপশ্চানশনঞ্চৈব ব্রতং দানাদিকঞ্চ যৎ।
ভর্ত্তুরপ্রিয়কারিণ্যাঃ সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলং ॥ ৩৩ ॥
যযাপতিঃ পূজিতশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পূজিতস্তয়া।
পতিব্রতা ব্রতার্থঞ্চ পতিরূপী হরিঃ স্বয়ং ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মহত্যাদি পাপে লিপ্ত হয়। আমার পতি সায়ংসন্ধ্যা বর্জ্জিত হইলে সেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপে লিপ্ত হইবেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করে সে নিত্য অশুচি ও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। মনসাদেবী এই বেদোক্ত নিয়ম চিন্তা করিয়া স্বীয় পতি জরৎকারুর নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। বিনিদ্র হইলে মনসার প্রতি সেই মুনিবরের ক্রোধ উপস্থিত হইল ॥ ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

তৎকালে মুনিবর জরৎকারু ক্রোধাবিষ্টচিত্তে মনসাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সুব্রতে! তুমি আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে কেন? তুমি জান, যে নারী ভর্ত্তার অপকারিণী তাহার ব্রতাদি সমস্ত ব্যর্থ হয় ॥ ৩২ ॥

যে নারী ভর্ত্তার অপ্রিয়কারিণী হয় তাহার তপস্যা, অনশনব্রত দানাদি যাবদীয় পুণ্য কার্য্য তৎসমস্তই বিফল হইয়া যায় ॥ ৩৩ ॥

যে নারী পতির পূজা করেন শ্রীকৃষ্ণ তৎকর্ত্তৃক পূজিত হন। সনাতন হরি পতিব্রতার ব্রতার্থ স্বয়ং পতিরূপে প্রকাশমান হইয়া থাকেন।৩৪।

সর্ব্বদানং সর্ব্বযজ্ঞঃ সর্ব্বতীর্থ নিষেবনং।
সর্ব্বং তপো ব্রতং সর্ব্বমুপবাসাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ সর্ব্বদেব প্রপূজনং।
তৎসর্ব্বং স্বামিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ৩৬ ॥
সুপুণ্যে ভারতেবর্ষে পতিসেবাং করোতি যা।
বৈকুণ্ঠং স্বামিনা সার্দ্ধং সা যাতি ব্রহ্মণ স্তুতং ॥ ৩৭ ॥
বিপ্রিয়ং কুরুতে ভর্ত্তু র্ব্বিপ্রিয়ং বদতি প্রিয়ং।
অসৎকুল প্রজাতা যা তৎফলং শ্রূয়তাং সতি ॥ ৩৮ ॥
কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ সাচ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
ততো ভবতি চাণ্ডালী পতিপুত্র বিবর্জ্জিতা ॥ ৩৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠো বভূব স্ফুরিতাধরঃ।
চকম্পে মনসা সাধ্বী ভয়েনোবাচ তং পতিং ॥ ৪০ ॥

পতিসেবায় নারীর যেরূপ ফল জন্মে সমস্ত বস্তু দান, সর্ব্ব যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সমস্ত তীর্থ সেবা, সর্ব্ব প্রকার তপস্যা, উপবাসাদি সমস্ত ব্রত, সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান, সত্যাবলম্বন ও সর্ব্বদেবের আরাধনায় তাহার ষোড়শাংশের একাংশ ফলও লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৫। ৩৬ ॥

এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে যে নারী পতিসেবা করে সেই নারী স্বামির সহিত ব্রহ্মার আরাধ্য বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৭ ॥

সতি! যে নারী ভর্ত্তার অপ্রিয়াচরণে প্রবৃত্তা হয় এবং ভর্ত্তার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে সে অসৎকুল-প্রসূতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। আমি তোমার নিকট তাহার ফল কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৮ ॥

বিশেষতঃ সেই পতির অপ্রিয়কারিণী নারী চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভী পাক নরকে বাস করে, পরে সে পতিপুত্র বিহীনা চণ্ডালী হইয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে সুতরাং তাহার জন্মই বিফল ॥ ৩৯ ॥

মনসোবাচ।

সন্ধ্যালোপ ভয়েনৈব নিদ্রাভঙ্গকৃত স্তব।
কুরু শান্তিং মহাভাগ দুষ্টায়া মম সুব্রতঃ ॥ ৪১ ॥
শৃঙ্গারাহার নিদ্রাণাং যশ্চ ভঙ্গং করোতিচ।
স ব্রজেৎ কালসূত্রঞ্চ স্বামিনশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪২ ॥
ইত্যুক্ত্বা মনসাদেবী স্বামিনশ্চরণাম্বুজে।
পপাত ভক্ত্যা ভীতাচ রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥
কুপিতঞ্চ মুনিং দৃষ্ট্বা শ্রীসূর্য্যং শপ্তমুদ্যতঃ।
তত্রাজগাম ভগবান্ সন্ধ্যযা সহ নারদ ॥ ৪৪ ॥
তত্রাগত্য মুনিশ্রেষ্ঠ মুবাচ ভাস্করঃ স্বয়ং।
বিনয়েনচ ভীতশ্চ তয়াসহ যথোচিতং ॥ ৪৫ ॥

মনসাকে এইরূপ কহিয়া মুনিবর জরৎকারুর অধর ক্রোধে প্রস্ফুরিত হইল। তদ্দর্শনে মনসাদেবী ভয়ে কম্পিতা হইয়া পতিকে কহিলেন। ৪০।

মনসা কহিলেন, নাথ! সন্ধ্যালোপ ভয়ে আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি। এইজন্য আমার যে অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করুন। যে ব্যক্তি কোনজনের শৃঙ্গার, আহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত করে কালসূত্র নামক নরকে তাহার বাস হয়। বিশেষতঃ নারীজাতি স্বামির ঐ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই ঐ নরক ভোগ করিয়া থাকে॥ ৪১। ৪২॥

মনসাদেবী এই বলিয়া ভক্তিযোগে পতির চরণপদ্মে পতিতা হইলেন এবং বারংবার সকাতরে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৪৩॥

তখন মুনিবর জরৎকারু কোপাবিষ্ট হইয়া সূর্য্যদেবকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ ভাস্কর ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সন্ধ্যাদেবীর সহিত তাঁহার নিকট সমাগত হইলেন॥ ৪৪॥

সূর্য্যদেব সন্ধ্যার সহিত তথায় উপনীত হইয়া ভীতমনে বিনীতভাবে মহর্ষি জরৎকারুকে কৃতাঞ্জলী হইয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। ৪৫।

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

সূর্য্যাস্ত সময়ং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মলোপভয়েন চ।
বোধয়ামাসত্বাং বিপ্র নাহমস্তং গতস্তদা ॥ ৪৬ ॥
ক্ষমস্ব ভগবান্ ব্রহ্মন্ মাং শপ্তুং নোচিতং মুনে।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ হৃদয়ং নবনীতসমং তথা। ৪৭।
তেষাং ক্ষণার্দ্ধং ক্রোধশ্চ ততো ভস্ম ভবেজ্জগৎ।
পুনঃ স্রষ্টুং দ্বিজঃ শক্তো ন তেজস্বী দ্বিজাৎপরঃ। ৪৮।
ব্রহ্মণোবংশসম্ভূতঃ প্রজ্জ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
শ্রীকৃষ্ণং ভাবয়েন্নিত্যং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং। ৪৯।
সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা দ্বিজস্তুষ্টো বভূবহ।
সূর্য্যো জগাম স্বস্থানং গৃহীত্বা ব্রাহ্মণাশিষং। ৫০।
তত্যাজ মনসাং বিপ্র প্রতিজ্ঞা পালনায় চ।

সূর্য্য কহিলেন ভগবন্! আপনার পত্নী মনসা দেবী অস্তসময় দর্শনে ধর্ম্মলোপভয়ে আপনাকে জাগরিত করিয়াছেন যথার্থ বটে কিন্তু তৎকালে আমি অস্তগত হইনাই ॥ ৪৬ ॥

প্রভো! আমার প্রতি শাপ প্রদান করিবেন না, ক্ষমা করুন। ব্রাহ্মণগণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৪৭।

হে মুনিবর! অধিক কি বলিব ব্রাহ্মণের ক্ষণার্দ্ধ ক্রোধ থাকিলে জগৎ ভস্মীভূত হয় এবং ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার জগতের সৃষ্টি করিতেও সক্ষম হন। অতএব ব্রাহ্মণের তুল্য তেজস্বী ত্রিজগৎসংসারে কেহ নাই ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মবংশজাত ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান মহাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপ সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য ভাবনা করিয়া থাকেন। ৪৯ ॥

সূর্য্যদেব মুনিবর জরৎকারুকে এই কহিলে তিনি প্রীত হইলেন, পরে দিবাকর তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন ॥ ৫০ ॥

রুদন্তীং শোকযুক্তাঞ্চ হৃদয়েন বিদূযতা। ৫১।
সা সস্মার গুরুং শম্ভু মিষ্টদেবং হরিং বিধিং।
কশ্যপং জন্মদাতারং বিপত্তৌ ভয়কর্ষিতা। ৫২।
তত্রা জগাম ভগবান্ গোপীশঃ শম্ভুরেব চ।
বিধিশ্চ কশ্যপশ্চৈব মনসাপরি চিন্তিতঃ। ৫৩।
সাচ দৃষ্ট্বাভীষ্ট দেবং নির্গুণং প্রকৃতেঃপরং।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা প্রণনাম মুহুর্মুহুঃ। ৫৪।
নমশ্চকার শম্ভুঞ্চ ব্রহ্মাণং কশ্যপং তদা।
কথমাগমনস্তত্র ইতি প্রশ্নং চকার সঃ। ৫৫।
ব্রহ্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা সহসা সময়োচিতং।
তমুবাচ নমস্কৃত্য হৃষীকেশ পদাম্বুজং। ৫৬।

অতঃপর মুনিবর জরৎকারু স্বীয় পত্নী মনসাকে শোকার্ত্ত ও কাতরান্তঃকরণে রোরুদ্যমানা দেখিয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৫১ ॥

মনসা সেই বিপত্তিকালে ভয়কর্ষিতা হইয়া অতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক গুরু ইষ্টদেব ভগবান্ হরি শঙ্কর ও জন্মদাতা কশ্যপকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫২

স্মরণমাত্র ভগবান্ গোপীনাথ কৃষ্ণ দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মা কশ্যপ সেই মনসাদেবীর নিকট উপনীত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

তখন মনসাদেবী সেই প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ ইষ্টদেবকে দর্শনমাত্র পরম ভক্তিযোগে বারংবার তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিয়া দেবাদিদেব শঙ্কর, ব্রহ্মা ও কশ্যপের চরণে প্রণতা হইলেন। তখন মুনিবর জরৎকারু সহসা সেই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সেই দেবগণকে তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৪। ৫৫।

ব্রহ্মা, মুনীন্দ্র জরৎকারুর এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হৃষীকেশের চরণপদ্মে নমস্কার পূর্ব্বক সময়োচিত বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন। ৫৬।

ব্রহ্মোবাচ।

যদিত্যক্তা ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মিষ্ঠা মনসা সতী।
কুরুষ্বাস্যাং সুতোৎপত্তিং স্বধর্ম্মপালনায়বৈ। ৫৭।
যতী বা ব্রহ্মচারী বা ভিক্ষুর্ব্বনচরোপিবা।
জায়ায়াঞ্চ সুতোৎপত্তিং কৃত্বাপশ্চাত্ত্যজেন্মুনে॥ ৫৮॥
অকৃত্বা তু সুতোৎপত্তিং বৈরাগী যস্ত্যজেৎ প্রিয়াং।
স্রবেত্তপস্তৎ পুণ্যঞ্চ চালন্যাঞ্চ যথা জলং॥ ৫৯॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা জরৎকারুর্মুনীশ্বরঃ।
চকার তন্নাভিস্পর্শং যোগেন মন্ত্রপূর্ব্বকং॥ ৬০॥
তস্মৈ শুভাশিষং দত্ত্বা যযুর্দ্দেবামুদান্বিতাঃ।
মুদান্বিতা চ মনসা জরৎকারুর্মুদান্বিতঃ॥ ৬১॥
মুনেঃ করস্পর্শমাত্রাৎ সদ্যোগর্ভো বভূবহ।
মনসায়া মুনিশ্রেষ্ঠ মুনিশ্রেষ্ঠ উবাচ তাং॥ ৬২॥

ব্রহ্মা কহিলেন, তপোধন! তুমি যদি সাধ্বী মনসাকে পরিত্যাগ করিলে কিন্তু স্বধর্ম্ম পালনার্থ ইহার গর্ভে পুত্রোৎপাদন কর। ৫৭।

যতী ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী বা বনচারী যে কেহ হউক অগ্রে ধর্ম্মপত্নীতে পুত্রোৎপত্তি করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে॥ ৫৮।

যে ব্যক্তি ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন না করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে ত্যাগ করে চালনীগত জলের ন্যায় তাহার পুণ্য ও তপস্যা বিস্রস্ত হইয়া থাকে সুতরাং তাহার জন্মই বৃথা হয়। ৫৯।

মুনিবর জরৎকারু ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণে যোগাবলম্বন করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মনসার নাভিস্পর্শ করিলেন। ৬০॥

তখন দেবগণ আনন্দিত হইয়া মহর্ষি জরৎকারুকে শুভ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে জরৎকারু ও মনসাদেবী উভয়েই প্রীতিলাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ৬১।

জরৎকারুরুবাচ।

গর্ভেনানেন মনসে তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরো ধর্ম্মিষ্ঠো বৈষ্ণবাগ্রণী। ৬৩।
তেজস্বী চ তপস্বী চ যশস্বী চ গুণান্বিতঃ।
বরোবেদবিদাঞ্চৈব বেদজ্ঞো জ্ঞানিনাং তথা॥ ৬৪॥
সচ পুত্রো বিষ্ণুভক্তো ধার্ম্মিকঃ কুলমুদ্ধরেৎ।
নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্ব্বে যজ্জন্মমাত্রতোমুদা॥ ৬৫॥
পতিব্রতা সুশীলায়া সা প্রিয়া প্রিয়বাদিনী।
ধর্ম্মিষ্ঠপুত্র মাতা চ কুলজা কুলপালিকা॥ ৬৬॥
হরিভক্তিপ্রদো বন্ধু স্তদিষ্টং যৎ সুখপ্রদং।
যো বন্ধছিৎ সচ পিতা হরের্ব্বর্ত্ম প্রদর্শকঃ॥ ৬৭॥

মুনিবর জরৎকারুর করস্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ মনসার গর্ভসঞ্চার হইল। তখন সেই মুনীন্দ্র ভার্য্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন॥ ৬২।

জরৎকারুমুনি কহিলেন মনসে! তোমার এই গর্ত্তে জিতেন্দ্রিয় প্রধান বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পরম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হইবে॥ ৬৩।

তোমার সেই পুত্র তেজস্বী হইবে, যশোভাজন, তপস্বী, ও গুণবান্‌ হইবেক এবং বেদজ্ঞ ও বেদবিদ্‌জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইবে। ৬৪॥

বিষ্ণুভক্ত ধার্ম্মিকপুত্রের জন্মগ্রহণ মাত্র তাহার পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং তাহাহইতে তৎকুলের উদ্ধার হয়॥ ৬৫॥

বিশেষতঃ যে নারী সুশীলা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, সৎকুল সম্ভূতা হয় এবং যে কামিনী কুলপালনে অনুরক্তা হয় সেই রমণীই ভর্ত্তার অতিশয় প্রিয়া হয় ও ধার্ম্মিকপুত্রের জননী হইয়া থাকে॥ ৬৬॥

ইহলোকে যিনি হরিভক্তি প্রদান করেন তিনিই বন্ধু, যে বস্তু পরম সুখজনক তাহাই ইষ্ট এবং যিনি সংসার বন্ধনের ছেদনকর্ত্তা ও হরিভক্তি প্রদর্শক তিনিই যথার্থরূপে পিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন॥ ৬৭॥

সা গর্ভধারিণী যা চ গর্ভবাস বিমোচনী।
বিষ্ণুমন্ত্র প্রদাতা চ স গুরুর্ব্বিষ্ণুভক্তিদঃ॥ ৬৮॥
গুরুশ্চ জ্ঞানদাতা চ তজ্জ্ঞানং কৃষ্ণভাবনং।
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং যতো বিশ্বং চরাচরং॥ ৬৯॥
আবির্ভূতং তিরোভূতং কিম্বা জ্ঞানং তদন্যতঃ।
বেদজং যোগজং যদ্যত্তৎসারং হরিসেবনং॥ ৭০॥
তত্ত্বানাং সারভূতঞ্চ হরেরন্যদ্বিড়ম্বনং।
দত্তং জ্ঞানং ময়াতুভ্যং স স্বামী জ্ঞানদোহি যঃ॥ ৭১॥
জ্ঞানাৎ প্রমুচ্যতে বন্ধাৎ স রিপুর্যোহি বন্ধদঃ।
বিষ্ণুভক্তিযুতং জ্ঞানং দদাতি সহি যো গুরুঃ। ৭২।
স রিপুঃ শিষ্যঘাতী চ যতো বন্ধান্নমুচ্যতে।
জননী গর্ভজাৎ ক্লেশাৎ যমতাড়নজাত্তথা। ৭৩।

যে নারী জঠরযাতনা বিমোচন করেন তিনিই গর্ভধারিণী এবং এই জগৎসংসারে যে মহাত্মা কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন তিনিই গুরু বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন॥ ৬৮॥

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচর সম্বলিত সমস্ত জগৎ যাঁহা হইতে আবির্ভূত ও যাহাতে বিলীন হয় সেই পরাৎপর কৃষ্ণের চিন্তাই পরম জ্ঞান। সেই জ্ঞানদাতাই গুরু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। তদ্ভিন্ন বেদাধ্যয়ন ও যোগসাধনে যে জ্ঞান জন্মে সর্ব্বাপেক্ষা হরিসাধনই সার॥ ৬৯। ৭০॥

হরিসেবাই সমস্ত তত্ত্বের সার, অন্য জ্ঞান বিড়ম্বনমাত্র। মনসে! আমি তোমাকে হরিসাধনরূপ জ্ঞান প্রদান করিলাম। যিনি ঐ রূপ জ্ঞানদাতা তিনিই নারীর প্রকৃত স্বামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ৭১।

ঐ জ্ঞান ভিন্ন সংসার বন্ধন হইতে কোনরূপে মুক্তিলাভ হয় না, অতএব যিনি বিষ্ণুভক্তিরূপ জ্ঞান প্রদান করেন তিনিই গুরু ও যিনি ব ন্ধনদাতা তিনিই প্রকৃত শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন॥ ৭২॥

ন মোচয়েদ্যঃ স কথং গুরুস্তাতোহি বান্ধবঃ।
পরমানন্দরূপঞ্চ কৃষ্ণমার্গমনশ্বরং। ৭৪।
ন দর্শয়েদ্যঃ স কথং কীদৃশো বান্ধবো নৃণাং।
ভজ সাধ্বী পরংব্রহ্মাচ্যুতং কৃষ্ণঞ্চ নির্গুণং। ৭৫।
নির্মূলঞ্চ পুরাকর্ম্ম ভবেদ্যৎ সেবয়া ধ্রুবং।
ময়াছলেন ত্বং ত্যক্তা ক্ষমদেবী মমপ্রিয়ে। ৭৬।
ক্ষমাযুতানাং সাধ্বীনাং সত্ত্বাৎ ক্রোধো নবিদ্যতে।
পুষ্করে তপসে যামি গচ্ছ বৎস যথা সুখং। ৭৭।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে ধ্যান বিচ্ছেদ কাতরঃ।
ধনাদিষু স্ত্রিয়াং প্রীতিঃ প্রবৃত্তি র্বর্জ্জগচ্ছতাং। ৭৮।

যিনি শিষ্যকে সংসারের ঘোর বন্ধন মোচন না করেন, যিনি জননীর গর্ভবাস জন্য ক্লেশ হইতে রক্ষা না করেন ও যমতাড়ন হইতে মুক্ত না করেন তিনি শিষ্যঘাতী শত্রু বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন॥ ৭৩॥

যিনি সংসার বন্ধন হইতে মোচন না করেন তাঁহাকে কখনই গুরু, পিতা ও বান্ধব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যিনি পরমানন্দস্বরূপ অবিনশ্বর পরব্রহ্ম কৃষ্ণসাধন পথ দেখাইয়া না দেন তিনি কিরূপে মানবগণের বন্ধু বলিয়া কথিত হইবেন? অতএব প্রিয়ে! ভক্তিসহকারে সেই পরমানন্দরূপী নির্গুণ পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে ভজনা কর। কারণ শ্রীহরির সেবায় তোমার জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ক্ষয় হইবে। মায়াছলে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, আমাকে ক্ষমা কর॥ ৭৪। ৭৫। ৭৬॥

ক্ষমাশীলা নারীগণের সত্ত্বগুণ উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে কখনই ক্রোধ উপস্থিত হয় না। প্রিয়ে! এক্ষণে আমি তপস্যার্থ পুষ্কর তীর্থে চলিলাম। তুমি যথাভিলাষ সুখে গমন কর। ৭৭॥

মনসে! আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বিচ্ছেদে কাতর হইয়াছি সুতরাং আমাকে পুষ্কর তীর্থে গমন করিতে হইল। নারীজাতি শ্রীকৃষ্ণের চরণ-

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে নিস্পৃহাণাং মনোরথাঃ।
জরৎকারু বচঃ শ্রুত্বা মনসা শোককাতরা।
সা সাশ্রুনেত্রা বিনয়াদুবাচ প্রাণবল্লভং॥ ৭৯।

মনসোবাচ।

দোষেণাহং ত্বয়াত্যক্তা নিদ্রাভঙ্গেন তে প্রভো।
যত্র স্মরামি ত্বাং বন্ধো তত্র মামা গমিষ্যসি। ৮০।
বন্ধুভেদঃ ক্লেশতমঃ পুত্রভেদ স্ততঃ পরঃ।
প্রাণেশ ভেদঃ প্রাণানাং বিচ্ছেদাৎ সর্ব্বতঃ পরঃ। ৮১।
পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ শতপুত্রাধিকঃ প্রিয়ঃ।
সর্ব্বস্মাচ্চ প্রিয়স্ত্রীণাং প্রিযস্তে নোচ্যতে বুধৈঃ। ৮২।
পুত্রে যথৈক পুত্রানাং বৈষ্ণবানাং যথা হরৌ।
নেত্রে যথৈক নেত্রাণাং তৃষিতানাং যথা জলে। ৮৩।

পদ্ম সেবায় নিস্পৃহ সুতরাং তাহাদিগের মনোরথ অন্যবিধ। ধনাদিতে তাহাদিগের প্রীতি উৎপন্ন হয়। অতএব তুমি প্রবৃত্তিমার্গে গমন কর। মনসাদেবী পতি জরৎকারুর এই বাক্য শ্রবণে শোকাভিভূতা হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে সবিনয়ে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৭৮। ৭৯।

মনসা কহিলেন, নাথ! আপনি নিদ্রাভঙ্গদোষে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু আমি যে সময়ে আপনাকে স্মরণ করিব সেই সময়ে আপনি আমার নিকট আগমন করেন ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। ৮০॥

প্রভো! বন্ধু ভেদ অতি ক্লেশজনক। তৎপরে পুত্রভেদ দুঃখ দায়ক হয় কিন্তু প্রাণনাথের বিচ্ছেদ প্রাণবিচ্ছেদ হইতে ক্লেশকর হইয়া থাকে।৮১।

পতিব্রতা নারীগণের পতি শতপুত্র অপেক্ষাও প্রিয়। ভর্ত্তা নারীগণের সর্ব্বজন অপেক্ষা প্রিয়, এইজন্য ভর্ত্তা প্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ৮২।

নাথ! এই জগৎসংসার মধ্যে একপুত্র ব্যক্তিদিগের পুত্রে, বৈষ্ণবগণের দয়াময় হরিতে, একনেত্র ব্যক্তিদিগের নয়নে, তৃষিতদিগের জলে,

ক্ষুধিতানাং যথান্নেচ কামুকানাং যথা স্ত্রিয়াং।
যথা পরস্বে চৌরাণাং যথাদারে কুযোষিতাং। ৮৪।
বিদুষাঞ্চ যথা শাস্ত্রে বাণিজ্যে বণিজাং যথা।
তথা শশ্বন্মনঃ কান্তে সাধ্বীনাং যোষিতাং প্রভো। ৮৫।
ইত্যুক্ত্বা মনসাদেবী পপাত স্বামিনঃ পদে।
ক্ষণঞ্চকার ক্রোড়ে তাং কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ। ৮৬।
নেত্রোদকেন মনসাং স্নাপয়ামাস তাং মুনিঃ।
সাশ্রুণা চ মুনেঃ ক্রোড়ং সিষেচ ভেদ কাতরা। ৮৭।
তদাজ্ঞানে চ তৌদ্বৌচ বিশোকৌচ বভূবতুঃ।
স্মারং স্মারং পদাম্ভোজং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ৮৮।
জগাম তপসে বিপ্রঃ স কান্তাং সুপ্রবোধ্য চ।
জগাম মনসা শম্ভোঃ কৈলাসং মন্দিরং গুরোঃ। ৮৯।

ক্ষুধিতদিগের অন্নে,কামুকদিগের স্ত্রীতে,চৌরগণের পরধনে, ব্যভিচারিণী নারীগণের উপপতিতে, পণ্ডিতগণের শাস্ত্রে ও বণিক্‌গণের বাণিজ্যে যেমন অন্তঃকরণ সর্ব্বদা আসক্ত থাকে, সাধ্বী রমণীগণ পতির প্রতি সেইরূপ একান্ত অনুরক্তা হয়। ৮৩। ৷ ৮৪। ৮৫।

এই বলিয়া মনসাদেবী সেই পতির চরণে একবারে নিপতিতা হইলেন। তখন কৃপানিধি জরৎকারু দয়ার্দ্র হইয়া কিয়ৎক্ষণ পত্নীকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নয়ন জলে অভিষিক্তা করিলেন। বিচ্ছেদ-কাতরা মনসারও অশ্রুজলে তাঁহার ক্রোড় সিক্ত হইয়া উঠিল। ৮৬। ৮৭।

অতঃপর তাঁহারা উভয়েই সেই পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল হৃদয়ে ধ্যান করিয়া জ্ঞানযোগে শোকমুক্ত হইলেন। ৮৮।

তৎপরে মুনিবর জরৎকারু সুপ্রতিষ্ঠিতা প্রিয়া মনসাকে সান্ত্বনা করিয়া স্বয়ং তপস্যার্থ গমন করিলে মনসাদেবী স্বীয় গুরু আশুতোষ দেবাদিদেবের কৈলাসধামে গমন করিলেন। ৮৯।

পার্ব্বতী বোধয়ামাস মনসাং শোককর্ষিতাং।
শিবশ্চাতীব জ্ঞানেন শিবেন চ শিবালয়ঃ। ৯০।
সুপ্রশস্ত দিনে সাধ্বী সুসাব মঙ্গলে ক্ষণে।
নারায়ণাংশং পুত্রঞ্চ জ্ঞানিনাং যোগিনাং গুরুং। ৯১।
গর্ভস্থিতো মহাজ্ঞানং শ্রুত্বা শঙ্কর বক্ত্রতঃ।
স বভূব চ যোগীন্দ্রো যোগিনাং জ্ঞানিনাং গুরুঃ। ৯২।
জাতকং কারয়ামাস বাচয়ামাস মঙ্গলং।
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস শিবায় চ শিবঃ শিশোঃ। ৯৩।
রত্ন ত্রিকোটিলক্ষঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ শিবঃ।
পার্ব্বতী চ গবাং লক্ষং রত্নানি বিবিধানি চ। ৯৪।
শম্ভুশ্চ চতুরো বেদান্ বেদজ্ঞানেতরাং স্তথা।
বালকং পাঠয়ামাস জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং পরং। ৯৫।

শোককর্ষিতা মনসা কৈলাসধামে গমন করিলে পার্ব্বতী ও মঙ্গলদাতা শঙ্কর মঙ্গলজনক জ্ঞানোপদেশে তাঁহাকে প্রবোধিতা করিলেন॥ ৯০॥

কিয়ৎকালের পর সাধ্বী মনসার মনঃকষ্ট একবারে দূরীভূত হইল অর্থাৎ সেই কৈলাসধামে সুপ্রশস্ত দিনে শুভক্ষণে যোগিগণের ও জ্ঞানিগণের গুরু নারায়ণের অংশজাত এক পুত্র তিনি প্রসব করিলেন॥ ৯১॥

এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই সন্তান গর্ভবাস্ কালে ভগবান্ শঙ্করের মুখ হইতে মহাজ্ঞান শ্রবণ করিয়া যোগিগণের ও জ্ঞানিগণের গুরু সদৃশ এবংযোগীন্দ্র হইয়াছিলেন॥ ৯২॥

মনসার ঐ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ শঙ্কর তাহার মঙ্গলার্থে জাতকর্ম্ম স্বস্তিবাচন ও বেদপাঠ করাইয়া ত্রিকোটিলক্ষ রত্ন ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। পার্ব্বতীও বালকের মঙ্গলার্থ একলক্ষ গো ও বিবিধ রত্ন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে ত্রুটি করিলেন না॥ ৯৩। ৯৪॥

ভক্তিরাস্তে সুকান্তেচাভীষ্টে দেবে হরৌ গুরৌ।
যস্যাস্তেন তৎপুত্রো বভূবাস্তীকএব চ। ৯৬।
জগাম তপসে বিষ্ণোঃ পুষ্করং শঙ্করাজ্ঞয়া।
সংপ্রাপ্য চ মহামন্ত্রং তপশ্চ পরমাত্মনঃ। ৯৭।
দিব্যং বর্ষ ত্রিলক্ষঞ্চ তপস্তপ্ত্বা তপোধনঃ।
আজগাম মহাযোগী নমস্কর্ত্তুং শিবং প্রভুং। ৯৮।
শঙ্করঞ্চ নমস্কৃত্য স্থিত্বাচ বালকং পুরঃ।
সা চাজগাম মনসা কশ্যপস্যাশ্রমং পিতুঃ। ৯৯।
তাং সপুত্রাং সুতাং দৃষ্ট্বা মুদাং প্রাপ প্রজাপতিঃ।
শতলক্ষঞ্চ রত্নানাং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুনে। ১০০।

তৎপরে দেবাদিদেব সেই বালককে দয়া করিলেন অর্থাৎ সাম, ঋক্, যজু, ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। এবং তাঁহা হইতে সেই বালক মৃত্যুঞ্জয় নামক জ্ঞান প্রাপ্ত হইল॥ ৯৫॥

মনসাদেবীর পতি অভীষ্টদেব হরি ও গুরুতে অতুল ভক্তি থাকাতেই তৎপুত্র ত্রিজগৎ মধ্যে আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন॥ ৯৬॥

পরে ঐ আস্তীক কৈলাসনাথ শঙ্করের নিকট তপঃসাধনের একমাত্র উপায়স্বরূপ মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতিকামনায় তপস্যার্থ পুষ্কর তীর্থে গমন করিলেন॥ ৯৭॥

মহাযোগী তপোধন আস্তীক মুনি সেই পুষ্করতীর্থে দেবমানে ত্রিলক্ষ বর্ষ একান্তঃকরণে অতিশয় ভক্তিসহকারে তপস্যা করিয়া গুরু শঙ্করকে প্রণাম করিবার জন্য কৈলাসধামে প্রত্যাগমন করিলেন॥ ৯৮॥

তপোধন আস্তীক কৈলাসধামে উপনীত হইলে মনসাদেবী শিবচরণে প্রণাম পূর্ব্বক পুত্র লইয়া পিতা কশ্যপের আশ্রমে সমাগতা হইলেন। ৯৯।

প্রজাপতি কশ্যপ কন্যা মনসাকে পুত্রের সহিত সমাগতা দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া দৌহিত্রের অভিপ্রায় মতে ব্রাহ্মণগণকে শতলক্ষ রত্ন

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস অসংখ্যানিচ্ছয়া শিশোঃ।
অদিতিশ্চ দিতিশ্চান্যা মুদং প্রাপুঃ পরং তয়া। ১০১।
সা সপুত্রাচ সুচিরং তস্থৌতাতালয়ে তদা।
তদীয়ং পুনরাখ্যানং বক্ষ্যামি তন্নিশাময়। ১০২।
অথাভিমন্যুতনয়ে ব্রহ্মশাপঃ পরিক্ষিতে।
বভূব সহসা ব্রহ্মন্ দৈবদোষেণ কর্ম্মণা। ১০৩।
সপ্তাহে সমতীতে তু তক্ষকস্ত্বাঞ্চ ভোক্ষ্যতি।
শশাপ শৃঙ্গীচেতীদং কৌশিক্যাশ্চ জলেন চ॥ ১০৪॥
রাজা শ্রুত্বং তৎপ্রবৃত্তিং গঙ্গাদ্বারং জগাম সঃ।
তত্র তস্থৌ চ সপ্তাহং শুশ্রাব ধর্ম্মসংহিতাং। ১০৫॥
সপ্তাহে সমতীতে তু গচ্ছন্তং তক্ষকং পথি।
ধন্বন্তরি নৃপং ভোক্তুং দদর্শ গামুকোনৃপং॥ ১০৬॥

দান করিয়া অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন। কশ্যপপত্নী অদিতি ও দিতি সপুত্রা মনসাকে দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন।১০০।১০১।

তদবধি মনসাদেবী পুত্রের সহিত পিত্রালয়ে বহুদিন বাস করিলেন। হে নারদ! এক্ষণে সেই মনসাদেবীর অন্য উপাখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ১০২॥

হে হরিপরায়ণ নারদ! পূর্ব্বে দৈবকর্ম্মদোষে অভিমন্যু কুমার মহারাজ পরিক্ষিতের প্রতি সহসা ব্রহ্মশাপ হইয়াছিল। ১০৩।

সমীক পুত্র শৃঙ্গী কৌশিকী নদীর জল গ্রহণ করিয়া মহারাজ পরিক্ষিতকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন পাপাত্মন্! তোমার কার্য্যের এই ফল যে সপ্তাহ অতীত হইলে তক্ষক তোমাকে দংশন করিবে॥ ১০৪॥

মহাত্মা পরিক্ষিত ঐ দারুণ অভিশাপ শ্রবণমাত্র সুরধুনী গঙ্গার কূলে গিয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মসংহিতা শ্রবণ করিয়াছিলেন॥ ১০৫॥

তযোর্ব্বভূব সংবাদঃ সুপ্রীতিশ্চ পরস্পরং।
ধন্বন্তরি র্ম্মণিংপ্রাপ তক্ষকঃ স্বেচ্ছযা দদৌ॥ ১০৭॥
সযযৌ তং গৃহীত্বাতু তুষ্টঃ প্রহৃষ্ট মানসঃ।
তক্ষকো ভক্ষযামাস নৃপঞ্চ মঞ্চকস্থিতং॥ ১০৮॥
রাজা জগাম বৈকুণ্ঠং স্মারং স্মারং হরিং গুরুং।
সংকারং কারয়ামাস পিতুর্জ্জন্মেজয়ঃ শুচা॥ ১০৯॥
রাজা চকার যজ্ঞঞ্চ সর্পসত্রং ততো মুনে।
প্রাণাং স্তত্যাজ সর্পাণাং সমূহো ব্রহ্মতেজসা॥ ১১০॥
স তক্ষকশ্চ ভীতশ্চ মহেন্দ্রং শরণং যযৌ।
সেন্দ্রঞ্চ তক্ষকং হন্তুং বিপ্রবর্গঃ সমুদ্যতঃ॥ ১১১॥

সপ্তাহ অতীত হইলে তক্ষক রাজা পরিক্ষিতকে দংশনার্থ গমন করিতেছিল, ঐ সময়ে ধন্বন্তরিও মরনাথ পরিক্ষিতের জীবন রক্ষার্থ গমন করিতেছিলেন সুতরাং পথিমধ্যে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল॥ ১০৬॥

তখন স্বীয় স্বীয় মন্তব্য বিষয়ে কথোপকথনের পর তক্ষক ও ধন্বন্তরি উভয়ের প্রীতিলাভ হইল। তক্ষক ইচ্ছানুসারে ধন্বন্তরিকে মণি প্রদান করিলে তিনি উহা প্রাপ্ত হইয়া প্রীত মনে প্রতিগমন করিলেন। তক্ষকও ঐ সময়ে সেই গঙ্গাতীরে মঞ্চোপরি অবস্থিত রাজা পরিক্ষিতের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে দংশন করিল॥ ১০৭। ১০৮॥

তখন সেই মহারাজ পরিক্ষিত গুরুদেব ও হরিকে স্মরণ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। পরে তৎপুত্র শোকার্ত্ত জনমেজয় কর্ত্তৃক তদীয় সংকার সম্পাদিত হইল॥ ১০৯॥

হে নারদ! অতঃপর মহারাজ জনমেজয় সর্পসত্র নামক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞে অসংখ্য সর্প ব্রহ্মতেজে প্রাণত্যাগ করিল॥ ১১০॥

তখন সেই তক্ষক ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। জন-

অথ দেবাশ্চ মুনয়শ্চাযযুর্ম্মনসান্তিকং।
তাং তুষ্টাব মহেন্দ্রশ্চ ভয়কাতর বিহ্বলঃ ॥ ১১২ ॥
তত আস্তীক আগত্য যজ্ঞঞ্চ মাতুরাজ্ঞয়া।
মহেন্দ্র তক্ষক প্রাণান্ যযাচে ভূমিপং বরং ॥ ১১৩ ॥
দদৌবরং নৃপশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া।
যজ্ঞং সমাপ্য বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাঞ্চ দদৌমুদা ॥ ১১৪ ॥
বিপ্রাশ্চ মুনযো দেবা গত্বা চ মনসান্তিকং।
মনসাং পূজয়ামাস তুষ্টুবুশ্চ পৃথক পৃথক। ১১৫।
শক্রঃ সংভৃত সংভারো ভক্তিযুক্তঃ সদা শুচিঃ।
মনসাং পূজয়ামাস তুষ্টাব পরমাদরং ॥ ১১৬ ॥
দত্ত্বা ষোড়শোপচারৈর্ব্বলিঞ্চ তৎপ্রিয়ং তদা।
প্রদদৌ পরিতুষ্টশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুসুরাজ্ঞয়া ॥ ১১৭ ॥

মেজয়েয় যজ্ঞ দীক্ষিত ব্রাহ্মণ তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তদুপযুক্ত কার্য্যেই প্রবৃত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥ ১১১ ॥

তৎপরে দেব ও মুনিগণ মনসাদেবীর নিকটে যাইলেন। দেবরাজ ভয়ে কাতর ও বিহ্বল হইয়া সেই মনসার স্তব করিতে লাগিলেন। ১১২।

অতঃপর মুনিবর আস্তীক, জননী মনসার আজ্ঞানুসারে মহারাজ জনমেজয়ের যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়া তাঁহার নিকট দেবরাজ ইন্দ্র ও তক্ষকের প্রাণদানরূপ বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ১১৩ ॥

তখন মহারাজ জনমেজয় ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞাক্রমে দয়া করিয়া তাঁহাকে সেই বর প্রদান করিলেন এবং প্রীতমনে সেই সর্পসত্র সমাপন করিয়া আহ্লাদিতান্তঃকরণে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ১১৪।

তৎপরে ব্রাহ্মণ, মুনি ও দেবগণ সকলে মনসাদেবীর নিকট আগমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁহার পূজা ও স্তব করিলেন ॥ ১১৫ ॥

পুরন্দর পবিত্র ও ভক্তিপূর্ণ হইয়া সম্ভৃত সম্ভারে মনসার পূজা করিয়া

সংপূজ্য মনসাদেবীং প্রযযুঃ স্বালয়ঞ্চ তে।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিন্তু যঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১১৮॥

নারদ উবাচ।

কেন তুষ্টাব স্তোত্রেণ মহেন্দ্রো মনসা সতীং।
পূজাবিধিক্রমং তস্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ১১৯॥

নারায়ণ উবাচ।

সুস্নাতঃ শুচিরাচান্তো ধৃত্বা ধৌতেচ বাসসী।
রত্নসিংহাসনে দেবীং বাসযামাস ভক্তিতঃ। ১২০।
স্বর্গগঙ্গাজলেনৈব বহু কুম্ভস্থিতেন চ।
স্নাপয়ামাস মনসাং মহেন্দ্রো বেদমন্ত্রতঃ। ১২১।

পরমাদরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও দেবগণের আজ্ঞায় দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক মনসাদেবী ষোড়শোপচারে পূজিতা হইলে দেবরাজ তাঁহার প্রিয় বলি প্রদান করিলেন। এইরূপে মনসাদেবী সমস্ত দেব কর্ত্তৃক পূজিতা হইলে দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবর্ষে! এই আমি তোমার নিকট মনসার বৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বসনা থাকে ব্যক্ত কর। ১১৬।১১৭।১১৮।

নারদ কহিলেন প্রভো! দেবরাজ ইন্দ্র কিরূপ স্তোত্রে সেই মনসা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন এবং সেই দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক তিনি কিরূপ বিধানেই বা পূজিতা হন। তাহা শ্রবণ করিতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব আপনি সেই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১১৯॥

নারায়ণ কহিলেন, হে দেবর্ষে! দেবেন্দ্র সুস্নাত ও পবিত্র হইয়া ধৌত বস্ত্রযুগল ধারণ পূর্ব্বক আচমনান্তে ভক্তিযোগে মনসাদেবীকে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া বহু কুম্ভস্থিত মন্দাকিনী জলদ্বারা অতিশয় ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বেদমন্ত্রে তাঁহাকে স্নান করাইলেন॥ ১২০। ১২১॥

বাসসী বাসয়ামাস বহ্নিশুদ্ধে মনোরমে।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দনং দত্ত্বা পাদ্যার্ঘ্যং ভক্তিসংযুতঃ। ১২২।
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
সংপূজ্য দেবষট্‌কঞ্চ পূজয়ামাস তাং সতীং। ১২৩।
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহেত্যেবঞ্চ মন্ত্রতঃ।
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ দদৌ সর্ব্বং যথোচিতং। ১২৪।
দত্ত্বা ষোড়শোপচারং ভক্তিতো দুর্ল্লভং হরিঃ।
পূজয়ামাস ভক্ত্যাচ ব্রহ্মণা প্রেরিতো মুদা। ১২৫।
বাদ্যং নানাপ্রকারঞ্চ বাদয়ামাস তত্রবৈ।
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ নভসো মনসোপরি। ১২৬।
দেব বিপ্রাজ্ঞয়া তত্র ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাজ্ঞয়া।
তুষ্টাব সাশ্রুনেত্রশ্চ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহঃ। ১২৭।

দেবরাজ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেই মনসাদেবীকে অগ্নিশুদ্ধ মনোরম বস্ত্র-যুগল পরিধান করাইয়া তদীয় সর্ব্বাঙ্গে চন্দনলেপন করিতে ত্রুটি করিলেন না এবং তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলেন ॥১২২॥

তৎপরে তিনি গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, শিব ও দুর্গা এই ছয়দেবের পূজা করিয়া ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মনসা দেব্যৈ স্বাহা, এই দশাক্ষর মূলমন্ত্রে নানাবিধ উপাদেয় সমস্ত বস্তু প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন ॥১২৩।১২৪॥

ব্রহ্মার আদেশানুসারে ইন্দ্র ভক্তিযোগে দুর্ল্লভ ষোড়শোপচারে মনসার পূজা করিলে তথায় নানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম এবং নভোমণ্ডল হইতে মনসার উপরিভাগে পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল ॥ ১২৫ । ১২৬ ॥

অনন্তর দেবেন্দ্র পুলকাঞ্চিত দেহ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অন্যান্য দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞাক্রমে সজল নয়নে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তিসংযোগে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১২৭ ।

মহেন্দ্র উবাচ।

দেবীং তাং স্তোতুমিচ্ছামি সাধ্বীনাং প্রবরাং বরাং।
পরাপরাঞ্চ পরমাং নহি স্তোতুং ক্ষমোঽধুনা। ১২৮।
স্তোত্রাণাং লক্ষণং বেদে স্বভাবাখ্যান তৎপরং।
নক্ষমঃ প্রকৃতিং বক্তুং গুণানাং তব সুব্রতে। ১২৯।
শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপাত্বং কোপহিংসা বিবর্জ্জিতা।
নচ শপ্তোমুনিস্তেন ত্যক্তযাচ ত্বয়া যতঃ।
ত্বং ময়া পূজিতা সাধ্বী জননী চ যথাদিতিঃ। ১৩০।
দয়ারূপাচ ভগিনী ক্ষমারূপা যথা প্রসূঃ।
ত্বয়া মে রক্ষিতাঃ প্রাণাঃ পুত্রদারাং সুরেশ্বরি। ১৩১।
অহংকরোমি ত্বাং পূজ্যাং প্রীতিশ্চ বর্দ্ধতে মম।
নিত্যা যদ্যপি ত্বংপূজ্যা ভবেত্র জগদম্বিকে। ১৩২।

মহেন্দ্র কহিলেন, হে দেবি! তুমি সাধ্বী রমণীগণের প্রধানা ও পরমা-প্রকৃতি রূপে নির্দ্দিষ্ট আছ, আমি তোমাকে স্তব করিতে বাসনা করিতেছি কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। ১২৮॥

হে সুব্রতে! বেদে তোমার স্বভাবের স্বরূপাখ্যান স্তোত্রের লক্ষণরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। তুমি পরমাপ্রকৃতি আমি তোমার গুণ কিরূপে বর্ণন করিব। তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ও হিংসা ক্রোধ বিবর্জ্জিতা বলিয়া কথিতা হইয়া থাক। যখন তুমি স্বীয় পতি জরৎকারু কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও সেই মুনিবরকে শাপ প্রদান করনাই, তখন তোমার ন্যায় শমগুণসম্পন্না সাধ্বী আর কে আছে? হে দেবি! আমার জননী অদিতির ন্যায় তুমি যে আমার পূজ্যা হইয়াছ তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ১২৯। ১৩০॥

হে সুরেশ্বরী! তুমি আমার দয়ারূপা ভগিনী ও জননীর ন্যায় ক্ষমা-রূপিণী হইয়া আমার প্রাণ ও পুত্র কলত্র সমস্ত রক্ষা করিয়াছ॥ ১৩১॥

তথাপি তবপূজাঞ্চ বর্দ্ধয়ামি চ সর্ব্বতঃ।
যেত্বামাষাঢ় সংক্রান্ত্যাং পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ। ১৩৩।
পঞ্চম্যাং মনসাখ্যাযাম্বিষান্তং বা দিনে দিনে।
পুত্রপৌত্রাদয়স্তেষাং বর্দ্ধন্তেচ ধনানি চ। ১৩৪।
যশস্বিনঃ কীর্ত্তিমন্তো বিদ্যাবন্তো গুণান্বিতাঃ।
যে ত্বাং ন পূজযিষ্যন্তি নিন্দন্ত্যজ্ঞানতোজনাঃ। ১৩৫।
লক্ষ্মী হীনা ভবিষ্যন্তি তেষাং ন্মাগভয়ং সদা।
ত্বং স্বর্গলক্ষ্মীঃ স্বর্গে চ বৈকুণ্ঠে কমলা কলা। ১৩৬।
নারায়ণাংশো ভগবান্ জরৎকারুমু‍র্নীশ্বরঃ।
তপসা তেজসা ত্বাঞ্চ মনসা সসৃজেৎ পিতা। ১৩৭।
অস্মাকং রক্ষণাযৈব তেন ত্বং মনসাভিধা।
ত্বং শক্ত্যা মনসাদেবী স্বাত্মনা সিদ্ধযোগিনী। ১৩৮।

হে দেবি! আমি আপনাকে জগৎপূজ্যা করিব তাহাতে আমার প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। জগদম্বিকে! যদি তুমি সংসারে পূজ্যা হও, তথাপি আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার পূজা বর্দ্ধন করিব। যে সকল ব্যক্তি আষাঢ়সংক্রান্তি মনসাখ্যা পঞ্চমি বা তদবধি আশ্বিনান্ত দিনে দিনে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার পূজা করিবে তাহাদিগের ঐশ্বর্য্য ও পুত্র পৌত্রাদির বৃদ্ধি হইবে এবং তাহারা যশস্বী কীর্ত্তিমান্ বিদ্যাবান্ ও গুণবান্ হইবে যাহারা অজ্ঞানতো প্রযুক্ত তোমার আরাধনা না করিবে তাহারা লক্ষ্মীহীন ও সর্ব্বদা সর্পভয়ে ভীত হইবে। দেবি! তুমি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী ও বৈকুণ্ঠধামে কমলার অংশ-রূপিণী হইয়া অবস্থান করিয়া থাক॥ ১৩২। ১৩৩। ১৩৪। ১৩৫। ১৩৬॥

দেবি! তোমার পতি মুনিবর জরৎকারু সামান্য নহেন তিনি ভগবান্ নারায়ণের অংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। আর পিতা কশ্যপ আমাদিগের রক্ষার্থ তপোবলে স্বীয় তেজে মানসে তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন

তেন ত্বং মনসাদেবী পূজিতা বন্দিতা ভবে।
যাং ভক্ত্যা মনসাং দেবীং পূজয়ন্ত্য নিশং ভৃশং। ১৩৯।
তেন ত্বাং মনসাদেবীং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ।
সত্ত্বরূপা চ দেবীত্বং শশ্বৎ সত্ত্ব নিষেবয়া। ১৪০।
যোহি যদ্ভাবয়েন্নিত্যং শতং প্রাপ্নোতি তৎসমঃ।
ইন্দ্রশ্চ মনসাং স্তুত্বা গৃহীত্বা ভগিনীঞ্চতাং। ১৪১।
প্রজগাম স্বভবনং ভূষা বাস পরিচ্ছদাং।
পুত্রেণ সার্দ্ধং সা দেবী চিরং তস্থৌ পিতুর্গৃহে। ১৪২।
ভ্রাতৃভিঃ পূজিতা শশ্বন্মান্যা বন্দ্যা চ সর্ব্বতঃ।
গোলোকাৎস্মুরভী ব্রহ্মন্ তত্রাগত্য সুপূজিতাং। ১৪৩।
স্নাপয়িত্বা চ ক্ষীরেণ পূজয়ামাস সারদং।

এই জন্য তুমি মনসা ও স্বীয় অনন্ত শক্তি প্রভাবে সিদ্ধযোগিনী নামে কথিতা হইয়াছ॥ ১৩৭। ১৩৮॥

আর তুমি সত্ত্বরূপা, দেবগণ নিরন্তর ভক্তিপরায়ণ হইয়া মনেতে তোমার পূজা করেন এইজন্য তুমি পুরাবিদ্পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক মনসা নামে কথিতা হইয়া সংসারে পূজিতা ও বন্দিতা হইয়াছ॥ ১৩৯।। ১৪০॥

ভগিনি! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা যে বস্তু ভাবনা করে সে তৎসম হইয়া তাহাই লাভ করে। এইজন্য আমি তোমার অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছি। দেবরাজ সেই অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে বিভূষিতা ভগিনী মনসাকে এইরূপে স্তব পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। পরে মনসাদেবী আপনার পুত্রের সহিত পিত্রালয়ে সমাগতা হইয়া তথায় পরমানন্দে দীর্ঘকাল যাপন করিলেন॥ ১৪১। ১৪২।

সেই মান্যা বন্দনীয়া মনসাদেবী এইরূপে ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হন। তৎপরে সুরভীদেবী গোলোকধাম হইতে তৎসন্নিধানে উপনীতা হইয়া ক্ষীরদ্বারা সেই সুপূজিতা মনসাদেবীকে স্নান করাইয়া পরম সমা-

জ্ঞানঞ্চ কথয়ামাস সুগোপ্যং সর্ব্বদুর্ল্লভং।
তয়া দেবৈঃ পূজিতা সা স্বর্গলোকং পুনর্যযৌ। ১৪৪।
ইদং স্তোত্রং পুণ্যবীজং তাং সংপূজ্য চ যঃ পঠেৎ।
তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ। ১৪৫।
বিষং ভবেৎ সুধাতুল্যং সিদ্ধ স্তোত্রং যদা পঠেৎ।
পঞ্চলক্ষ জপেনৈব সিদ্ধস্তোত্রো ভবেন্নরঃ। ১৪৬।
সর্পশায়ী ভবেৎ সোপি নিশ্চিতং সর্পবাহনঃ। ১৪৭।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে মনসোপাখ্যানং
স্তোত্র কথনং নাম ষট্‌চত্বা-
রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পরে তাঁহার পূজা করেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বদুর্ল্লভ অতি গোপনীয় জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে সেই মনসাদেবী দেবগণ ও সুরভী কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া পুনর্ব্বার স্বর্গলোকে গমন করেন। ১৪৩। ১৪৪।

হে নারদ! এই স্তবের কথা অধিক কি বলিব যে ব্যক্তি মনসাদেবীর পূজা করিয়া ঐ পুণ্য বীজ মনসা স্তোত্র পাঠ করে, তাহাকে ও তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তিকে সর্পভয়ে ভীত হইতে হয় না॥ ১৪৫॥

যে সময়ে ঐ সিদ্ধ স্তোত্র পঠিত হয় তৎকালে বিষ সুধা তুল্য হয়। মনুষ্য পঞ্চলক্ষ জপে স্তোত্র সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। স্তোত্রসিদ্ধ ব্যক্তি সর্পশায়ী ও সর্পবাহন হইতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই॥ ১৪৬। ১৪৭।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতি-খণ্ডে মনসার উপাখ্যান ও মনসাস্তোত্র ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কা বা সা সুরভী দেবী গোলোকাদাগতাচ যা।
তজ্জন্ম চরিতং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। ১।

নারায়ণ উবাচ।

গবামধিষ্ঠাতৃদেবী গবামাদ্যাগবাং প্রসূঃ।
গবাং প্রধানা সুরভী গোলোকেচ সমুদ্ভবা। ২।
সর্ব্বাদি সৃষ্টেঃ কথনং কথয়ামি নিশাময়।
বভূব তেন তজ্জন্ম পুরা বৃন্দা বনে বনে॥ ৩॥
একদা রাধিকানাথো রাধয়াসহ কৌতুকাৎ।
গোপাঙ্গনা পরিবৃতঃ পুণ্যং বৃন্দাবনং যযৌ॥ ৪॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! যে সুরভীদেবী গোলোকধাম হইতে মনসার নিকট আগমন করিয়াছিলেন তিনি কে? তাঁহার জন্মচরিত্র শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলে আমার শ্রবণ পিপাসা বিদূরিত হয়॥ ১।

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! সুরভীদেবী গোলোক সমুদ্ভবা। তিনি গো সমুদায়ের আদ্যা এবং তাহাদিগের জননীরূপে প্রসিদ্ধা এবং গো-সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন॥ ২॥

নারদ! এক্ষণে আমি গোজাতির আদিসৃষ্টির বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বৃন্দাবনের বনমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুরভী উৎপন্না হইয়াছিলেন॥ ৩॥

একদা রাধিকানাথ পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়া পরম কৌতুকে শ্রীমতী রাধিকার সহিত বৃন্দাবনে গমন করেন॥ ৪॥

সহসা তত্র রহসি বিজহার চ কৌতুকাৎ।
বভূব ক্ষীরপানেচ্ছা তদা সেচ্ছাময়স্যচ॥ ৫॥
সসৃজেৎ সুরভীং দেবো লীলয়া বামপার্শ্বতঃ।
বৎসযুক্তাং দুগ্ধবতীং বৎসানাঞ্চ মনোরমাং।॥ ৬॥
দৃষ্ট্বা বৎস সাং সুদামা রত্নভাণ্ডে দুদোহ চ।
ক্ষীরং সুধাতিরিক্তঞ্চ জন্মমৃত্যু হরং পরং॥ ৭॥
তদুষ্ণঞ্চ পয়ঃ স্বাদু পপৌ গোপীপতিঃ স্বয়ং।
সারা বভূব পয়সা ভাণ্ড বিভ্রংসনেন চ॥ ৮।
দীর্ঘে চ বিস্তৃতে চৈব পরিতঃ শতযোজনং।
গোলোকেষু প্রসিদ্ধশ্চ সচ ক্ষীর সরোবরঃ॥ ৯॥
গোপিকানাঞ্চ রাধায়াঃ ক্রীড়া বাপী বভূব সা।
রত্নেন খচিতা তুর্ণং ভূতা বাপীশ্বরেচ্ছয়া॥ ১০॥

সেই বিজন প্রদেশে শ্রীমতীর সহিত কৌতুকে বিহার করিতে করিতে সেই স্বেচ্ছাময় পরব্রহ্ম হরির সহসা ক্ষীরপানের ইচ্ছা হইল॥ ৫॥

তখন তিনি অবলীলাক্রমে স্বীয় বামপার্শ্ব হইতে বৎসগণের তৃপ্তিকারিণী দুগ্ধবতী সবৎসা সুরভীর সৃষ্টি করিলেন॥ ৬॥

এইরূপে সুরভী সমুৎপন্না হইলে সুদামা সেই সবৎসা ধেনু দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রত্নভাণ্ডে জন্ম মৃত্যু নিবারণ-ক্ষম সুধাতিরিক্ত তদীয় অপূর্ব্ব ক্ষীর দোহন করিতে লাগিলেন॥ ৭॥

ঐ সময়ে গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই সুরভীর অতি স্বাদু উষ্ণ ক্ষীর পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে রত্নভাণ্ড ক্ষীর পূর্ণ হইলে সেই দুগ্ধ উচ্ছ্বলিত হওয়াতে তথায় দুগ্ধের সরোবর সঞ্জাত হইল। ৮।

গোলোকধামে উহা ক্ষীরসরোবর বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার শতযোজন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে সত্বর উহা রত্নখচিত

বভূব কামধেনূনাং সহসা লক্ষকোটয়ঃ।
তাবন্তো হি চ বৎসাশ্চ সুরভী লোমকূপতঃ॥ ১১॥
তাসাং পুত্ত্রশ্চ পৌত্রাশ্চ সংবভূবুরসংখ্যকাঃ।
কথিতা চ গবাং সৃষ্টিস্তয়া চ পূরিতং জগৎ॥ ১২॥
পূজাঞ্চকার ভগবান্ সুরভ্যাশ্চ পুরামুনে।
ততো বভূব তৎপূজা ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভা॥ ১৩॥
দীপান্বিতা পরদিনে শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া ভবেৎ।
বভূব সুরভী পূজা ধর্ম্মবক্ত্রাদিতিশ্রুতং॥ ১৪॥
ধ্যানং স্তোত্রং মূলমন্ত্রং যদ্যৎ পূজা বিধিক্রমং।
বেদোক্তঞ্চ মহাভাগ নিবোধ কথয়ামিতে॥ ১৫॥

হইয়া শ্রীমতী রাধিকার ও গোপাঙ্গনাগণের ক্রীড়াবাপী বলিয়া পরিণত হইল অর্থাৎ সেই সরোবরে সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিতেন। ৯। ১০।

তৎপরে সুরভীর লোমকূপ হইতে সহসা শতকোটি ধেনু ও শতকোটি বৎস সমুৎপন্ন হয়। পরে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অসংখ্য পুত্ত্র পৌত্রাদি সমুদ্ভূত হওয়াতে গো সমুদায়ে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইল। এই আমি গোজাতির সৃষ্টির বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ১১। ১২।

মুনিবর! পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সুরভীর পূজা করিয়াছিলেন পরে ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার অর্চ্চনা হইতে আরম্ভ হয়। ১৩।

আমি ধর্ম্মমুখে শুনিয়াছি প্রথমে দীপান্বিতা অমাবস্যার পরদিনে সুরভীদেবী অর্চ্চিতা হন তদবধি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সমস্ত জগৎসংসার মধ্যে ঐদিনে তাঁহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। ১৪।

হে মহাভাগ! সেই সুরভীদেবীর ধ্যান, স্তোত্র, মূলমন্ত্র ও পূজাবিধিক্রম বেদে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা তোমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ১৫।

ওঁ সুরভ্যৈনম ইতিমন্ত্র স্যচ ষড়ক্ষরঃ।
সিদ্ধো লক্ষজপেনৈব ভক্তানাং কল্পপাদপঃ॥ ১৬॥
ধ্যানন্তজ্জযুর্ব্বেদোক্তং পূজনং সর্ব্বসম্মতং।
ঋদ্ধিদাং বৃদ্ধিদাঞ্চৈব মুক্তিদাং সর্ব্বকামদাং॥ ১৭॥
লক্ষ্মীস্বরূপাং পরমাং রাধা সহচরীং পরাং।
গবামধিষ্ঠাতৃদেবীং গবামাদ্যাং গবাং প্রসূং॥ ১৮॥
পবিত্ররূপাং পূজ্যাঞ্চ ভক্তানাং সর্ব্বকামদাং।
যযাপূতং সর্ব্ববিশ্বং তাং দেবীং সুরভীং ভজে॥ ১৯॥
ঘটে বা ধেনুশিরসি বদ্ধস্তম্ভে গবাঞ্চ বা।
শালগ্রামে জলেগ্নৌবা সুরভীং পূজয়েদ্দ্বিজঃ॥ ২০॥
দীপান্বিতা পরদিনে পূর্ব্বাহ্ণে ভক্তিসংযুতঃ।
যঃ পূজযেচ্চ সুরভীং সচ পূজ্যো ভবেদ্ভুবি॥ ২১॥

ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ। এই ষড়ক্ষর সুরভীর মূলমন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। ভক্তগণ ঐ মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে সিদ্ধি লাভ করে এবং ঐ মূলমন্ত্র কল্পপাদপ স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে। ১৬।

সুরভী দেবীর ধ্যান; পূজা যজুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে; ধ্যান—যথা হে দেবি! তুমি সম্পত্তিদায়িনী সর্ব্বকামপ্রদা উন্নতি কারিণী মুক্তিদাত্রী লক্ষ্মীস্বরূপা পরমা প্রকৃতি ও রাধাসহচরী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক, তুমি গো সমুদায়ের আদ্যা গোজননী ও গোজাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ভক্তগণ পবিত্ররূপা তোমার পূজা করিয়া তৎপ্রসাদে সমস্ত অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়, তুমি অখিলব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিয়া অবস্থান করিতেছ, আমি এবম্ভূতা তোমাকে ভজনা করি। দ্বিজ এইরূপে সুরভীদেবীর ধ্যান করিয়া ঘটে, ধেনু মস্তকে, গো সমুদায়ের বদ্ধ স্তম্ভে, শালগ্রামে, জলে বা অগ্নিতে আবাহন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিবে। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

একদা ত্রিষু লোকেষু বারাহে বিষ্ণুমায়য়া।
ক্ষীরং জহার সহসা চিন্তিতাশ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
তে গত্বা ব্রহ্মলোকঞ্চ ব্রহ্মাণে তুষ্টুবুঃ সদা।
তদাজ্ঞয়া চ সুরভীং তুষ্টাব পাকশাসনঃ ॥ ২৩ ॥

মহেন্দ্র উবাচ।

নমোদেব্যৈ মহাদেব্যৈ সুরভ্যৈ চ নমোনমঃ।
গবাংবীজ স্বরূপায়ৈ নমস্তে জগদম্বিকে ॥ ২৪ ॥
নমো রাধাস্বরূপায়ৈ প্রিয়ায়ৈ চ গবাং নমঃ।
কল্পবৃক্ষস্বরূপায়ৈ সর্ব্বেষাং সন্ততং পরং। ২৫।
শ্রীদায়ৈ ধনদায়ৈ চ বুদ্ধিদায়ৈ নমোনমঃ।
শুভদায়ৈ প্রসন্নায়ৈ গোপ্রদায়ৈ নমোনমঃ। ২৬।

ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হইয়া দীপান্বিতার পরদিনে পূর্ব্বাহ্নে সুরভীদেবীর পূজা করেন, তিনি সর্ব্বত্র পূজনীয় হন। ২১।

বারাহকল্পে একদা বিষ্ণুমায়া সহসা ত্রিলোকের ক্ষীর হরণ করিলে দেবগণ নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন এবং সত্বর সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। পরে ব্রহ্মা ঐ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া দেবরাজকে সুরভীদেবীর স্তব করিতে আদেশ করিলেন তিনি সুরভীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২২। ২৩।

তখন দেবেন্দ্র ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে এই রূপে সুরভীদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। হে সুরভী! তুমি গো সমুদায়ের বীজস্বরূপা জগদম্বিকাদেবী ও মহাদেবী বলিয়া কথিতা হইয়া থাক, আমি তোমাকে অতিশয় ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে নমস্কার করি। ২৪।

দেবি! তুমি রাধাস্বরূপা ও গোপ্রিয়া বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছ, ভক্তগণ তোমার আরাধনা করিলে তুমি কল্পবৃক্ষরূপিণী হইয়া তাহাদিগের সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাক অতএব তোমার চরণে আমার নমস্কার। ২৫।

যশোদায়ৈ কীর্ত্তিদায়ৈ ধর্ম্মজ্ঞায়ৈ নমোনমঃ।
স্তোত্র শ্রবণ মাত্রেণ তুষ্টা হৃষ্টা জগৎপ্রসূঃ। ২৭।
আবির্ভূতা সা তত্রৈব ব্রহ্মলোকে সনাতনী।
মহেন্দ্রায় বরং দত্ত্বা বাঞ্ছিতঞ্চাপি দুর্ল্লভং। ২৮।
জগাম সা চ গোলোকং যযুর্দ্দেবাদয়ো গৃহং।
বভূব বিশ্বং সহসা দুগ্ধপূর্ণঞ্চ নারদ। ২৯।
দুগ্ধাৎ ঘৃতং ততো যজ্ঞ স্ততঃ প্রীতিঃ সুরস্য চ।
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ। ৩০।
স গোমান্ ধনবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমান্ পুণ্যবান্ ভবেৎ।
সস্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। ৩১।
ইহলোকে সুখংভুক্ত্বা যাত্যন্তে কৃষ্ণমন্দিরং।

সুরভি! তুমি শ্রীদামকে ধনদান করিয়াছ, তুমি প্রসন্না হইয়া উন্নতি মঙ্গল গোধন যশ ও কীর্ত্তি প্রদান করিয়া থাক, সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার বিদিত আছে অতএব আমি তোমার চরণে প্রণত হইলাম। দেবরাজ এইরূপ স্তব করিলে সেই জগৎপ্রসূ সুরভীদেবী হর্ষযুক্তা হইয়া তাঁহার প্রতি পরিতুষ্টা হইলেন। ২৬। ২৭।

হে নারদ! তৎপরে সেই সনাতনী সুরভী ব্রহ্মলোকে আবির্ভূতা হইয়া দেবরাজকে অতি দুর্ল্লভ বাঞ্ছিত বর প্রদান পূর্ব্বক গোলোকধামে গমন করিলেন। দেবগণও পূর্ণমনোরথ হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিশ্ব দুগ্ধপূর্ণ হইল। ২৮। ২৯।

হে নারদ! সেই দুগ্ধদ্বারা ঘৃত উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা বিবিধ যজ্ঞ সমাহিত হওয়াতে দেবগণ প্রীতি লাভ করিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া সুরভির এই অতি পবিত্র স্তোত্র পাঠ করেন তিনি গোসম্পন্ন, ধনবান্, কীর্ত্তিমান্ ও পুণ্যবান্ হন, তাঁহার সমস্ত তীর্থে স্নান ও সমস্ত যজ্ঞ

সুচিরং নিবসেত্তত্র করোতি কৃষ্ণ সেবনং। ৩২।
ন পুনর্ভবনং তস্য ব্রহ্মপুত্র ভবে ভবেৎ। ৩৩।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে সুরভ্যুপাখ্যানং
নাম সপ্তচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

দীক্ষার ফল লাভ হয় এবং তিনি ইহলোকে অতুল সুখসম্ভোগ করিয়া অন্তে কৃষ্ণমন্দিরে অর্থাৎ নিরাময় নিত্যানন্দ গোলোকধামে গমন পূর্ব্বক অনন্তকাল তথায় অবস্থান করত শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করেন, আর সংসারে তাঁহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না।। ৩০। ৩১। ৩২॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
সুরভ্যুপাখ্যানং নাম সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ নারায়ণ পরায়ণ।
নারায়ণাংশ ভগবান্ ব্রূহি নারায়ণীং কথাং॥ ১॥
শ্রুতং সুরভ্যুপাখ্যানং অতীব সুমনোহরং।
গোপ্যং সর্ব্ব পুরাণেষু পুরাবিদ্ভিঃ প্রশংসিতং॥ ২॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রাধিকাখ্যানমুত্তমং॥ ৩॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

পুরা কৈলাশ শিখরে ভগবন্তং সনাতনং।
সিদ্ধেশং সিদ্ধিদং সর্ব্বং স্বরূপং শঙ্করং বরং॥ ৪॥
প্রফুল্ল বদনং প্রীতং সস্মিতং মুনিভিস্তুতং।
কুমারায প্রবোচন্তং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৫॥
রাসোৎসব রমাখ্যানং রাসমণ্ডল বর্ণনং।

নারদ কহিলেন ভগবন্! আপনি নারায়ণের অংশজাত ও নারায়ণ-পরায়ণ, আপনার নিকট নারায়ণী কথা শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি। আপনার প্রসাদে পুরাবিদ্গণের প্রশংসিত সর্ব্বপুরাণে গোপনীয় অতি মনোহর সুরভীর উপাখ্যান আমার বিদিত হইল। এক্ষণে শ্রীমতী রাধিকার উপাখ্যান শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা অতএব আপনি সেই রাধিকার উপাখ্যান আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১। ২॥। ৩।

নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! পূর্ব্বকালে একদা সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর সনাতন ভগবান্ শঙ্কর কৈলাসপর্ব্বতের শিখরে উপবিষ্ট হইয়া মুনিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণে প্রীতিলাভ পূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে সহাস্যমুখে কার্ত্তিকেয়ের নিকট পরমাত্মা কৃষ্ণের রাসমণ্ডল বর্ণন ও রাসোৎসব বিষয়

তদাখ্যানাবসানে চ প্রস্তাবা বসরে সতী। ৬॥
পপ্রচ্ছ পার্ব্বতী স্ফীতা সস্মিতা প্রাণবল্লভং।
স্তবনং কুর্ব্বতী ভীতা প্রাণেশেন প্রসাদিতা॥ ৭॥
প্রোবাচ তং মহাদেবং মহাদেবী সুরেশ্বরী।
অপূর্ব্বং রাধিকাখ্যানং পুরাণেষু সুদুর্ল্লভং॥ ৮॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

আগমং নিখিলং নাথ শ্রুতং সর্ব্বমনুত্তমং।
পঞ্চরাত্রাদিকং নীতিশাস্ত্রং যোগঞ্চ যোগিনাং॥ ৯॥
সিদ্ধানাং সিদ্ধিশাস্ত্রঞ্চ নানাতন্ত্রং মনোহরং।
ভক্তানাং ভক্তিশাস্ত্রঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ১০॥
দেবীনামপি সর্ব্বাসাং চরিতং ত্বন্মুখাম্বুজাৎ।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রাধিকাখ্যানমুত্তমং॥ ১১॥
শ্রুতৌ শ্রুতং প্রশংসা চ রাধায়াশ্চ সমাসতঃ।

কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ বিষয় বর্ণনের পর পার্ব্বতীদেবী প্রস্তাবাবসরে প্রথমতঃ শিবসমীপে স্বীয় অভীষ্ট বিষয় প্রশ্ন করিতে শঙ্কিতা হইয়া তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্তা হন কিন্তু তৎপরেই প্রাণেশ দেবদেব কর্ত্তৃক প্রসাদিতা হইয়া সেই সুরেশ্বরী মহাদেবী প্রফুল্লহৃদয়ে সহাস্যমুখে ভগবান্ শূল-পাণিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। ৪।৫।৬।৭।৮।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! আমি আপনার মুখে অত্যুত্তম নিখিল আগমশাস্ত্র, পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থ, নীতিশাস্ত্র, যোগিগণের যোগ, সিদ্ধ-গণের সিদ্ধিশাস্ত্র, নানাবিধ মনোহর তন্ত্র, পরমাত্মাকৃষ্ণের ভক্তগণের ভক্তিশাস্ত্র ও সমস্ত দেবীর চরিত শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে পুরাণদুর্ল্লভ শ্রীমতী রাধিকার অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বেদের কাণুশাখায় শ্রীমতী রাধিকার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে

তন্মুখাৎ কাণুশাখায়াং ব্যাসেন তাবতাধুনা ॥ ১২ ॥
আগমাখ্যান কালে চ ভবতা স্বীকৃতং পুরা।
নহীশ্বর ব্যাহৃতিশ্চ মিথ্যা ভবিতুমর্হতি ॥ ১৩ ॥
তদুৎপত্তিঞ্চ তদ্ধ্যানং নাম্না মাহাত্ম্যমুত্তমং।
পূজাবিধানং চরিতং স্তোত্রং কবচ মীপ্সিতং ॥ ১৪ ॥
আরাধন বিধানঞ্চ পূজাপদ্ধতি মীপ্সিতং।
সাংপ্রতং ব্রূহি ভগবন্ মাং ভক্তাং ভক্তবৎসল ॥ ১৫ ॥
কথানু কথিতং পূর্ব্বমাগমাখ্যান কালতঃ।
পার্ব্বতী বচনং শ্রুত্বা নম্র বক্ত্রো বভূব সঃ। ১৬ ॥
পঞ্চবক্ত্রশ্চ ভগবান্ শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকঃ।
স্ব সত্যভঙ্গ ভীতশ্চ মৌনী ভূতোহি চিন্তিতঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বে আমি তাহা সংক্ষেপে আপনার নিকট শুনিয়াছিলাম। মহাত্মা বেদব্যাস বেদ-প্রমাণানুসারে সেই রাধিকার বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন আগমকথন কালে আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিবেন। প্রভো! আপনি ঈশ্বর, ঈশ্বরবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। হে ভক্তবৎসল ভগবন্! আমি আপনার ভক্তা। অতএব এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া সেই শ্রীমতী রাধিকার উৎপত্তি, ধ্যান, মাহাত্ম্য, পূজাবিধি, চরিত্র, স্তোত্র, কবচ ও পূজাপদ্ধতি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

পূর্ব্বে আগম বর্ণন কালে দেবাদিদেব প্রিয়া পার্ব্বতীর নিকট শ্রীমতী রাধিকার বিষয় কীর্ত্তন করিতে স্বীকার করেন তদনুসারে পার্ব্বতীদেবী তাঁহার নিকট ঐ সমস্ত প্রশ্ন করিলেন। ঐরূপ প্রশ্ন শ্রবণমাত্র পঞ্চবক্ত্রের কণ্ঠতালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়াগেল। তখন তিনি সত্যভঙ্গ ভয়ে ভীত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬। ১৭।

সস্মার কৃষ্ণং ধ্যানেনাভীষ্টদেবং কৃপানিধিং।
তদনুজ্ঞাঞ্চ সংপ্রাপ্য স্বার্দ্ধাঙ্গাং তামুবাচ সঃ ॥ ১৮ ॥
নিষিদ্ধোহহং ভগবতা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
আগমারম্ভ সময়ে রাধাখ্যান প্রসঙ্গতঃ ॥ ১৯ ॥
মদর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপাত্বং নমত্তিন্না স্বরূপতঃ।
অতোঽনুজ্ঞাং দদৌ কৃষ্ণঃ মহ্যং বক্তুং মহেশ্বরি ॥ ২০ ॥
মদীষ্ট দেবকান্তায়া রাধায়াশ্চরিতং সতি।
অতীব গোপনীয়ঞ্চ সুখদং কৃষ্ণভক্তিদং ॥ ২১ ॥
জানামিতদহং দুর্গে সর্ব্বং পূর্ব্বাপরং বরং।
যজ্জানামি রহস্যঞ্চ ন তং ব্রহ্মাফণীশ্বরঃ ॥ ২২ ॥
ন তৎ সনৎকুমারশ্চ নচ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
ন দেবেন্দ্রো মুনিন্দ্রাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রাঃ সিদ্ধপুঙ্গবাঃ ॥ ২৩ ॥

অতঃপর দেবাদিদেব ধ্যানযোগে স্বীয় ইস্টদেব কৃপাময় কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ অর্দ্ধাঙ্গরূপা পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেবি! পূর্ব্বে যখন আমি আগমশাস্ত্র বর্ণন করিতে আরম্ভ করি, তৎকালে আমার ইষ্টদেব পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গরূপা, আমাতে ও তোমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। মহেশ্বরি! এই জন্য আমার সেই ইষ্টদেবকৃষ্ণ এক্ষণে তোমার নিকট সেই গুহ্য বিষয় বর্ণন করিতে আমাকে অনুজ্ঞা করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

হে সতি! আমার ইষ্টদেব প্রিয়া শ্রীমতী রাধিকার চরিত অতি গোপনীয়। তাহা শ্রবণ করিলে পরম সুখ ও কৃষ্ণভক্তি সমুৎপন্ন হয়। ২১।

দুর্গে! কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকার চরিত পূর্ব্বাপর সমস্তই আমার বিদিত আছে। আমি তাঁহার গূঢ় চরিত যেরূপ পরিজ্ঞাত হইয়াছি, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, ফণীন্দ্র অনন্ত, সনৎকুমার, সনাতন ধর্ম্ম এবং

মত্তো বলবতীত্বঞ্চ প্রাণাং স্ত্যক্তুং সমুদ্যতা।
অতস্ত্বাং গোপনীয়ঞ্চ কথয়ামি সুরেশ্বরি ॥ ২৪ ॥
শৃণু দুর্গে প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
চরিতং রাধিকায়াশ্চ দুর্ল্লভঞ্চ সুপুণ্যদং ॥ ২৫ ॥
পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে রাসমণ্ডলে।
শতশৃঙ্গৈক দেশে চ মালতী মল্লিকাবনে ॥ ২৬ ॥
রত্নসিংহাসনে রম্যে তস্থৌ তত্র জগৎপতিঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান বভূব রমণোৎসুকঃ ॥ ২৭ ॥
রমণং কর্ত্তুমিচ্ছুংশ্চ তদ্বভূব সুরেশ্বরী।
ইচ্ছয়া চ ভবেৎ সর্ব্বং তস্য স্বেচ্ছাময়স্য চ ॥ ২৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধারূপো বভূব সঃ।

দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র ও সিদ্ধগণ কেহই জ্ঞাত হয়েন নাই। ২২। ২৩।

সুরেশ্বরি! আমা অপেক্ষায় তোমার প্রাধান্য আছে, বিশেষতঃ তুমি প্রাণত্যাগে সমুদ্যতা হইয়াছ, এই জন্য সেই গোপনীয় শ্রীমতী রাধার চরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২৪।

দুর্গে! সেই শ্রীমতী রাধিকার চরিত অতি পুণ্যজনক দুর্ল্লভ পরমাদ্ভুত ও গোপনীয়। এক্ষণে তুমি আমার নিকট সেই গূঢ় বিষয় শ্রবণ কর। ২৫।

পূর্ব্বে গোলোকধামে আমার ইষ্টদেব জগৎপতি কৃষ্ণ শতশৃঙ্গ পর্ব্বতের একদেশে রমণীয় বৃন্দাবন মধ্যে মল্লীকামালতী কুসুমরাজিত রাসমণ্ডল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একদা সেই স্বেচ্ছাময় পরাৎপর পরব্রহ্ম ভগবান্ হরি সেই রাসমণ্ডলমধ্যে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রমণোৎসুক হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ ২৭।

ভগবান্ কৃষ্ণ, রমণেচ্ছু হওয়াতেই তথায় সুরেশ্বরী রাধিকার উদ্ভব হয়। পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ স্বেচ্ছাময়,তাঁহার ইচ্ছায় সকল হইয়া থাকে। ২৮।

দক্ষিণাঙ্গঞ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ বামাঙ্গং সাচ রাধিকা ॥ ২৯ ॥
বভূব রমণী রম্যা রাসেসা রমণোৎসুকা।
অমূল্য রত্নাভরণা রত্নসিংহাসনস্থিতা ॥ ৩০ ॥
বহ্নিশুদ্ধাং সুকাধানা কোটি পূর্ণশশী প্রভা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা রাজিতা চ স্বতেজসা ॥ ৩১ ॥
সস্মিতা সুদতী শুদ্ধা শরৎপদ্মা নিভাননা।
বিভ্রতী কবরী রম্যাং মালতীমাল্য মণ্ডিতাং ॥ ৩২ ॥
রত্নমালাঞ্চ দধতী গ্রীষ্ম সূর্য্য সম প্রভা।
মুক্তাহারেণ শুভ্রেণ গঙ্গাধারা নিভেন চ ॥ ৩৩ ॥
সংযুক্তং বর্ত্তুলোত্তুঙ্গং সুমেরু গিরি সন্নিভং।

হে দুর্গে! সেই অবসরে ভগবান্ হরি তথায় দ্বিধারূপ হইলেন। তখন তদীয় দক্ষিণাঙ্গ কৃষ্ণরূপে বিরাজিত রহিল এবং তাঁহার বামাঙ্গ শ্রীমতী রাধিকা রূপে প্রকাশমান হইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

এইরূপে সেই রাসমণ্ডলমধ্যে অমূল্য রত্নাভরণে বিভূষিতা রমণোৎসুকা রূপবতী রমণী আবির্ভূতা হইয়া সিংহাসনে অবস্থান করিলেন। ৩০।

তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় ও প্রভা কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান হইল। তিনি অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বীয় অলৌকিক তেজে পরিপূর্ণা হইয়া এককালে ত্রিসংসার আলোকময় করিলেন ॥ ৩১ ॥

সেই পরিশুদ্ধা নারীর শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় মুখমণ্ডলে সুন্দর দশন জ্যোতিঃ ও মধুর হাস্য বিকাশিত হইল এবং তদীয় মস্তকে মনোহর কবরী সংবদ্ধ ও তাহাতে মালতীমালা শোভিত হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

তিনি গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যপ্রভার ন্যায় তেজস্বিনী দৃষ্ট হইতে লাগিলেন, রত্নমালা তাঁহারগলে দোদুল্যমান হইতে লাগিল আর সেই রমণীর সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় সমুন্নত বর্ত্তুল কঠিন কস্তূরী পত্র চিহ্নিত সুন্দর মনোহর ও মঙ্গলার্হ স্তনযুগলের উপরিভাগে গঙ্গাধারার ন্যায় শুভ্র

কঠিনং সুন্দরং দৃশ্যং কস্তুরী পত্র চিহ্নিতং ॥ ৩৪ ॥
মাঙ্গল্যং মলাহ´্যঞ্চ স্তনযুগ্মঞ্চ বিভ্রতী।
নিতম্ব শ্রোণি ভারার্ত্তা নবযৌবন সংযুতা। ৩৫ ॥
কামাতুরা সস্মিতাং সুদদর্শ রসিকেশ্বরঃ।
দৃষ্ট্বা কান্তাং জগৎকান্তো বভূব রমণোৎসুকঃ। ৩৬।
দৃষ্ট্বাচৈবং সুকান্তঞ্চ সা দধার হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরা বিদ্ভির্ম্মহেশ্বরি। ৩৭।
রাধাভজতি শ্রীকৃষ্ণং সচ তাঞ্চ পরস্পরং।
উভয়োঃ সর্ব্বসাম্যঞ্চ সদা সন্তোবদন্তি চ। ৩৮।
ভবনং ধাবনং রাসে স্মরত্যালিঙ্গনং জপেৎ।
তেন জল্পতিশঙ্কেতাং বংশ্যা রাধামদীশ্বরঃ। ৩৯।

মুক্তাহার পতিত থাকাতে তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশমান হইল এবং নবযৌবন-সম্পন্না ও নিতম্বশ্রোণি ভারসমন্বিতা হইলেন। ৩৩। ৩৪।৩৫।

তখন জগৎকান্ত রসিকেশ্বর হরি সেই সহাস্য বদনা পরম কান্তা শ্রীমতী রাধিকাকে কামার্ত্তা দর্শনে রমণোৎসুক হইলেন ॥ ৩৬ ॥

মদেশ্বরি! শ্রীমতী সেই কমনীয় কান্তি কান্তাকে রমণোৎসুক দর্শন করিয়া তাঁহাকে আপনার হৃদয়ে ধারণ করিয়া ছিলেন এই জন্য পুরা-বিদ্পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রাধা নামে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা ও কৃষ্ণ উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভজনা করেন সাধুগণ কর্ত্তৃক রাধাকৃষ্ণ উভয়ের সর্ব্ববিষয়ে সমতা কথিত হইয়া থাকে।৩৮।

ভক্ত ব্যক্তি রাসমণ্ডল মধ্যে রাধাকৃষ্ণের ক্রীড়াগার, তথায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ধাবন ও তাঁহাদিগের আলিঙ্গন বিষয় স্মরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ নাম জপ ও সংকেত স্থলে তাঁহাদিগের সম্মিলন কীর্ত্তন করি-বেন। এই রূপ কার্য্যদ্বারা শ্রীমতী রাধিকাকে নিজ বংশজাতা বলিয়া ভক্তের জ্ঞান হইবে তৎকালে কৃষ্ণকে প্রাণেশ্বর জ্ঞান করিবেন। ৩৯।

রাশব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো যাতিমুক্তিং সুদুর্ল্লভাং।
রাশব্দোচ্চারণং দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃপদং। ৪০।
কৃষ্ণবামাংশ সম্ভূতা রাধা রাসেশ্বরী পুরা।
তস্যাশ্চাংশাংশ কলয়া বভূবুর্দ্দেব যোষিতঃ। ৪১।
রা ইত্যাদানবচনো ধা চ নির্ব্বাণ বাচকঃ।
ততোবাপ্নোতি মুক্তিঞ্চ সাচ রাধা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৪২॥
বভূব গোপীসংঘশ্চ রাধায়া লোমকূপতঃ।
শ্রীকৃষ্ণ লোমকূপেশ্চ বভূবুঃ সর্ব্ববল্লবাঃ॥ ৪৩॥
রাধাবামাংশভাগেন মহালক্ষ্মীর্ব্বভূব সা।
শস্যাধিষ্ঠাতৃদেবী সা গৃহলক্ষ্মীর্ব্বভূব সা॥ ৪৪॥
চতুর্ভুজস্য সা পত্নী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী।
তদংশা রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসম্পৎ প্রদায়িনী॥ ৪৫।

হেদুর্গে! ভক্তজন রা শব্দ উচ্চারণ মাত্র সুদুর্ল্লভ পরম মুক্তিলাভ করিতে পারেন, কারণ রা শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র নিশ্চয়ই হরির পরম স্থানে যে সেই শব্দ ধাবিত হয় তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৪০॥

পূর্ব্বে রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ হইতে সম্ভূতা হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই কৃষ্ণমনোমোহিনী রাধিকার অংশাংশ কলায় সমস্ত দেবনারীগণের উদ্ভব হয়॥ ৪১॥

রা শব্দ আদান বচন ও ধা শব্দ নির্ব্বাণ বাচক। ভক্তগণ একান্তঃকরণে ভক্তিপূর্ব্বক এই রাধা নাম উচ্চারণ মাত্র মুক্তিলাভ করেন। ফলতঃ এই জন্য কৃষ্ণ প্রিয়া রাধা নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন॥ ৪২॥

সেই রাধিকার লোমকূপ হইতে সমস্ত গোপিকার উৎপত্তি হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে সমস্ত গোপের উদ্ভব হইয়াছে॥ ৪৩॥

রাধিকার বামাংশ হইতে মহালক্ষ্মী সমুৎপন্না হইয়াছেন। তিনিই শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও গৃহিগণের গৃহলক্ষ্মী রূপে প্রকাশমানা হয়েন। ৪৪।

তদংশা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ গৃহিণাঞ্চ গৃহে গৃহে।
শস্যাধিষ্ঠাতৃদেবী চ সা এব গৃহদেবতা। ৪৬।

স্বয়ং রাধা কৃষ্ণপত্নী কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী চ তস্যৈব পরমাত্মনঃ। ৪৭।

আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব পার্ব্বতি।
ভজ সত্য পরংব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎপরং। ৪৮।

পরং প্রধানং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরং।
সর্ব্বাদ্যং সর্ব্বপূজ্যঞ্চ নিরীহং প্রকৃতেঃ পরং। ৪৯।

স্বেচ্ছাময়ং নিত্যরূপং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।
তদ্ভিন্নানাঞ্চ দেবানাং প্রাকৃতং রূপমেব চ। ৫০।

সেই মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠবাসিনী, তিনিই চতুর্ভুজ বিষ্ণুর পত্নীরূপে অবস্থিতা রহিয়াছেন। রাজলক্ষ্মী তাঁহারই অংশজাতা, সেই রাজলক্ষ্মী সমস্ত রাজসম্পৎ প্রদান করেন॥ ৪৫॥

সেই রাজলক্ষ্মীর অংশে মর্ত্ত্যলক্ষ্মী উদ্ভব হইয়াছেন। তিনিই ত্রিজগৎসংসার মধ্যে যাবদীয় গৃহিগণের গৃহে গৃহে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও গৃহ দেবতা রূপে বিরাজমানা হইয়া থাকেন॥ ৪৬॥

শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পত্নীরূপে অবস্থিতা। নিরন্তর তিনি পরব্রহ্ম কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে স্থিতি করেন, ফলতঃ সেই রাধা পরাৎপর কৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে নির্দ্দিষ্টা আছেন॥ ৪৭॥

পার্ব্বতি! আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মিথ্যাময়, কেবল সেই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম কৃষ্ণই নিত্যবস্তু, অতএব তুমি তাঁহাকেই ভজনা কর। ৪৮।

সেই পরব্রহ্ম, পরম প্রধান, পরমাত্মা, ঈশ্বর, সর্ব্বাদি, সর্ব্বপূজ্য, নিরীহ, প্রকৃতি হইতে অতীত, স্বেচ্ছাময় ও নিত্যস্বরূপ। কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। সে মূর্ত্তি অপ্রাকৃত, তদ্ভিন্ন দেবগণের মূর্ত্তিই প্রাকৃতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৪৯। ৫০।

তস্য প্রাণাধিকা রাধা বহু সৌভাগ্য সংযুতা।
মহদ্বিষ্ণোঃ প্রসূঃ সাচ মূল প্রকৃতিরীশ্বরী। ৫১।
মানিনীং রাধিকাং সন্তঃ সদা সেবন্তি নিত্যশঃ।
সুলভো যৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদিনাং সুদুর্ল্লভং। ৫২।
স্বপ্নে রাধা পদাম্ভোজং নহি পশ্যন্তি বল্লবাঃ।
স্বয়ং দেবী হরেঃ ক্রোড়ে ছায়ারূপেণ কামিনী। ৫৩।
সচ দ্বাদশ গোপানাং রায়াণঃ প্রবরঃ প্রিয়ে।
শ্রীকৃষ্ণাংশশ্চ ভগবান্ বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমঃ। ৫৪।
সুদাম শাপাৎ সা দেবী গোলোকাদাগতা মহীং।

সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্না শ্রীমতী রাধিকা সেই পরাৎপর কৃষ্ণের প্রণাধিকা। সেই মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী রাধিকাই মহাবিষ্ণুকে প্রসব করেন॥ ৫১॥

সাধুগণ সর্ব্বদা সেই মানিনী রাধিকার সেবায় নিবিষ্টচেতা থাকেন তাহাতে তাঁহারা অনায়াসে ব্রহ্মাদির ও সুদুর্ল্লভ রাধিকার চরণকমল লাভ করিতে পারেন সুতরাং আর তাঁহাদিগের জঠর যন্ত্রণা হয় না॥ ৫২॥

গোপগণ স্বপ্নেও শ্রীমতী রাধিকার চরণকমল দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। কারণ সেই দেবী কৃষ্ণের ক্রোড়ে স্বয়ং সর্ব্বদা বিরাজমানা, কেবল তিনি ছায়া কামিনীরূপে বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়াছিলেন॥ ৫৩॥

প্রিয়ে! শ্রীমতী রাধিকা যে রায়ান গোপের গৃহে বাস করিয়াছিলেন সেই রায়ানগোপ দ্বাদশ গোপের প্রধান। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত ও বিষ্ণুতুল্য পরাক্রম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন॥ ৫৪॥

সুদামা নামক গোপের অভিশাপে সেই প্রকৃতি প্রধানা শ্রীমতী

বৃষভানু গৃহেজাতা তন্মাতা চ কলাবতী। ৫৫।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে হরগৌরী সম্বাদে
রাধোপাখ্যানং নাম অষ্টচত্বা-
রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

রাধিকা মর্ত্ত্যলোকে বৃষভানু কন্যা রূপে অবতীর্ণা হন তাঁহার জননী কলাবতী নামে বিখ্যাত আছেন॥ ৫৫॥

ইতিশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
হরগৌরী সংবাদে রাধোপাখ্যানং নাম অষ্টচত্বারিংশ-
ত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

কথং সুদাম শাপঞ্চ সাচ দেবী ন লাভ হ।
কথংশশাপ ভৃত্যোহি স্বাভীষ্ট দেব কামিনীং। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
গোপ্যং সর্ব্বপুরাণেষু শুভদং ভক্তিমুক্তিদং। ২।
একদা রাধিকেশশ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতৈকদেশে বৃন্দাবনে বনে। ৩।
গৃহীত্বা বিরজাং গোপীং সৌভাগ্যাং রাধিকা সমাং।
ক্রীড়াঞ্চকার ভগবান্ রত্নভূষণ ভূষিতঃ। ৪।
রত্নপ্রদীপ সংযুক্তে রত্ননির্ম্মাণ মণ্ডলে।
অমূল্য রত্ননির্ম্মাণ তল্পে চম্পক চর্চ্চিতে। ৫।

পার্ব্বতী কহিলেন নাথ! সেই দেবী সুদামা কর্তৃক কিজন্য অভিশপ্তা হইলেন এবং সুদামা ভৃত্য হইয়া স্বীয় অভীষ্ট দেবপত্নীকে শাপ প্রদান করিলেন কেন? তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব সেই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি কহিলেন দেবি! সমস্ত পুরাণ মধ্যে গোপনীয় ভক্তি ও মুক্তিদায়ক মঙ্গলজনক পরমাদ্ভুত সেই গূঢ় বিষয় তোমার নিকট বিশেষ রূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

একদা রাধাকান্ত ভগবান্ কৃষ্ণ নানা রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া গোলোকধামে শতশৃঙ্গপর্ব্বতের একদেশে বৃন্দাবন বনান্তর্গত রাসমণ্ডল মধ্যে রাধাসমা পরমা সুন্দরী সৌভাগ্যশালিনী বিরজা নাম্নী গোপীকার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

কস্তূরী কুঙ্কুমাশক্তে সুগন্ধি চন্দনার্চ্চিতে।
সুগন্ধি মালতীমালা সমূহ পরিশোভিতে। ৬।
সুরতৈর্ব্বিরতির্নাস্তি দম্পতী রতি পণ্ডিতৌ।
তৌদ্বৌ পরস্পরাশক্তৌ সুখসম্ভোগ তন্দ্রিতৌ।৭।
মন্বন্তরাণাং লক্ষশ্চ কালঃ পরিমিতো গতঃ।
গোলোকস্য স্বল্পকালে জন্মাদি রহিতস্য চ। ৮।
দূত্যশ্চ তন্ত্রোজ্ঞাত্বা চ কথয়ামাসু রাধিকাং।
শ্রুত্বা পরম রুষ্টা সা তত্যাজ হারমীশ্বরী। ৯।
প্রবোধিতা চ সখিভিঃ কোপ রক্তাস্য লোচনা।
বিহায় রত্নালঙ্কারং বহ্নিশুদ্ধাংশুকেশুভে। ১০।

তৎকালে সেই রত্ননির্ম্মিত রাসমণ্ডলে রত্নপ্রদীপ প্রজ্বলিত এবং তম্মধ্যে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত চম্পকচর্চ্চিত কস্তূরী কুঙ্কুমাসক্ত সুগন্ধি চন্দনাসিক্ত সৌরভময় মালতীমালাসমূহে পরিশোভিত অপূর্ব্ব কোমল শয্যা শোভমান রহিয়াছিল ॥ ৫। ৬॥

তথায় সেই দম্পতি সুরতক্রীড়ায় আসক্ত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই রতিপণ্ডিত, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রতি সমাসক্ত হইয়া সুখসম্ভোগে নিমীলিত লোচনে অবস্থান করিতে লাগিলেন অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বহুক্ষণেও সেই সুরতের বিরতি হইলনা ॥ ৭ ॥

নিরাময় গোলোকধামে জন্ম মরণাদি নাই। সুতরাং সেই গোলোকে স্বল্পকালে লক্ষমন্বন্তর পরিমিত কাল অতীত হইয়া গেল ॥ ৮ ॥

তখন দূতীচতুষ্টয় এই ব্যাপার পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রীমতী রাধিকার নিকট আগমন পূর্ব্বক তৎসমীপে তদ্বিষয় সমস্ত নিবেদন করিল। দূতীমুখে ঐ বিষয় শ্রবণ করিয়া রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধা অতিশয় কোপান্বিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় কণ্ঠহার উন্মোচন করিলেন ॥ ৯ ॥

তৎকালে সখীগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিতা হইলেও শ্রীমতীর কোপশান্তি

ক্রীড়াপদ্মাঞ্চ সদ্রত্না মূল্যদর্পণমুজ্জ্বলং।
চকারলোপং বস্ত্রেণ সিন্দূরং চিত্রপত্রকং। ১১।
প্রক্ষাল্য তোয়াঞ্জলীভিমুর্খ রাগমলক্তকং।
বিস্রস্ত কবরীভারা মুক্তকেশী প্রকম্পিতা। ১২।
শুক্লবস্ত্র পরীধানা রুক্ষাবেশাদি বর্জ্জিতা।
যযৌ যানান্তিকং তূর্ণং প্রিয়ালীতির্নিবারিতা। ১৩।
বিজহার সখী সংঘ সরোষস্ফুরিতা ধরা।
শশ্বৎ কম্পান্বিতাঙ্গীশ গোপিভিঃ পরিবারিতা। ১৪।
সহস্র চক্রবাকযুক্তং নানাচিত্র সমন্বিতং।
নানা বিচিত্র বসনৈঃ শূক্ষ্মৈর্ক্ষৌমৈর্বিরাজিতং। ১৫।
অমূল্য রত্ননির্ম্মাণ দর্পণৈঃ পরিশোভিতং।

হইল না। রোষ কষায়িত লোচনে রত্নালঙ্কার অগ্নিশুদ্ধ অপূর্ব্ব বস্ত্র ক্রীড়াপদ্ম ও উৎকৃষ্ট রত্নখচিত সমুজ্জ্বল অমূল্য দর্পণ পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ললাটের সিন্দূর ও চিত্রপত্রকাদি সমস্ত বিলুপ্ত করিলেন। জলাঞ্জলী দ্বারা তাঁহার মুখরাগ অলক্তক প্রভৃতি সমস্ত তৎকর্ত্তৃক প্রক্ষালিত হইল এবং তিনি স্বীয় কবরীভার বিস্রস্ত করিয়া মুক্তকেশে কম্পিতা হইতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

এইরূপে ক্রোধবশে শ্রীমতী রাধিকা কেশসংস্কার বর্জ্জিতা ও রুক্ষবেশা হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সত্বর যানারোহণার্থ গমন করিলেন। প্রিয়সখীগণ কর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াও নিবৃত্তা হইলেন না ॥ ১৩ ॥

তৎকালে সখীগণ পরিবেষ্টিতা শ্রীমতী রাধিকার ক্রোধে অধর স্ফুরিত এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি সখীমণ্ডলে বিরাজিতা হইয়া যান সমীপে গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

অতঃপর শ্রীমতী রাধা ত্রিলক্ষকোটি প্রিয়সখী গোপীকার সহিত মনোবেগগামি রথে আরোহণ করিয়া সেই সহস্র চক্রবাকযুক্ত নানা চিত্র বিচিত্র

মণীন্দ্রজালমালানী পুষ্পমালা বিরাজিতং। ১৬।
সদ্রত্ন কলনৈর্যু ক্তং রম্যৈর্ম্মন্দির কোটিভিঃ।
ত্রিলক্ষ কোটিভিঃ সার্দ্ধং গোপীভিশ্চ প্রিয়ানিভিঃ। ১৭।
যযৌ রথেন তেনৈব সুমনোমায়িনা প্রিয়ে।
শ্রুত্বা কোলাহলং গোপঃ সুদামঃ কৃষ্ণপার্ষদঃ। ১৮।
কৃষ্ণং কৃত্বা সাবধানং গোপৈঃ সার্দ্ধং পলায়িতঃ।
ভয়েন কৃষ্ণঃ সন্ত্রস্তোবিহায় বিরজাং সতীং। ১৯।
স্বপ্রেমভগ্নো কৃষ্ণোপি তিরোধানং চকার সঃ।
সা সতী সময়ং জ্ঞাত্বা বিচার্য্যা স্বহৃদি ক্রুধা। ২০।
রাধা প্রকোপ ভীতাচ প্রাণাং স্তত্যাজ তৎক্ষণং।
বিরজালিগণাস্তত্র ভয়বিহ্বল কাতরাঃ। ২১।
প্রযযুঃ শরণং সাধ্বীং বিরজাং তৎক্ষণংভিয়া।
গোলোকে সা সরিদ্রূপা বভূব শৈলকন্যকে। ২২।

কৃত বিবিধ সূক্ষ্ম ক্ষৌম বিচিত্র বসনরাজিত অমূল্য রত্নহার খচিত দর্পণে পরিশোভিত মণীন্দ্রজালমালা ও পুষ্পমালাবলম্বিত উৎকৃষ্ট রত্নগ্রথিত রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ সুদামা নামক গোপ শ্রীমতী ও সখীগণের আগমন কোলাহল শ্রবণে কৃষ্ণকে সাবধান করিলেন কৃষ্ণও ভয়ে বিরজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোপগণের সহিত তথা হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ১৫ ॥ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রেম ভঙ্গ করিয়া সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হওয়াতে বিরজা দেবী ক্রোধে মনে মনে বিচার পূর্ব্বক উপযুক্ত সময় বুঝিতে পারিয়া এবং রাধিকার কোপে ভীতা হইয়া সেইক্ষণে স্বী কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। এবং বিরজার সখীগণও ভয়বিহ্বল হইয়া তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক তাঁহার স্মরণাপন্ন হইলেন। এইরূপে সেই

কোটিযোজন বিস্তীর্ণা দীর্ঘে শতগুণা তথা।
গোলোকং বেষ্টয়ামাস পরিখেব মনোহরা। ২৩।
বভূবুঃ ক্ষুদ্র নদ্যশ্চ তদান্যা গোপ্যএব চ।
সর্ব্বানদ্যস্তদংশা চ প্রতিবিশ্বেষু সুন্দরি। ২৪।
ইতি সপ্তসমুদ্রাশ্চ বিরজানন্দনা ভুবি।
তথাগত্য ভগবতী রাধা রাসেশ্বরী পুরা। ২৫।
ন দৃষ্ট্বা বিরজাং কৃষ্ণং স্বগৃহঞ্চ পুনর্যযৌ।
জগাম কৃষ্ণ স্তাং রাধাং গোপালৈরষ্টভিঃ সহ। ২৬।
গোপীভির্ব্বলযুক্তাভির্ব্বরিতশ্চ পুনঃ পুনঃ।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঞ্চ সা দেবী ভর্ৎসনঞ্চ চকার তং। ২৭।
সুদামা ভর্ৎসয়ামাস তামেব কৃষ্ণসন্নিধৌ।
ক্রুদ্ধা শশাপ সা দেবী সুদামানং সুরেশ্বরী। ২৮।

বিরজাদেবী দেহ ত্যাগ করিয়া গোলোকধামে সরিৎরূপিণী হইলেন। ঐ বিরজা নদীর বিস্তার কোটিযোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার শতগুণ হইল। এইরূপে বিরজা নদী মনোহর পরিখার ন্যায় গোলোকধাম বেষ্টিত করিলেন। এবং তাঁহার সখিগণও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীরূপিণী হইলেন। সমস্ত নদীই তদংশজাতা হইয়া প্রতিবিশ্ব সংসার মধ্যে তৎসময় হইতে অদ্যাবধি প্রবাহিত হইতেছে॥ ২০॥ ॥ ২১॥ ২২॥ ২৩॥ ২৪॥

পার্ব্বতি! সেই বিরজার সপ্ত নন্দন, সপ্ত সমুদ্র রূপে ভূমণ্ডলে প্রবাহিত হইতেছে। দেবি! বিরজা এইরূপ অবস্থাপন্না হইলে ভগবতী রাসেশ্বরী রাধিকা রাসমণ্ডলে আগমন করিয়া তথায় শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজাকে দেখিতে না পাইয়া পুনরায় স্বীয় গৃহে প্রতিগমন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ সমর্থা গোপীগণ কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিতা হইয়াও অষ্টগোপের সহিত শ্রীমতী রাধিকার নিকট উপনীত হইলে তিনি তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন॥ ২৫॥ ২৬॥ ২৭॥

গচ্ছত্বমাসুরীং যোনিং গচ্ছক্রূরমতেদ্রুতং।
শশাপ তাং সুদামাচ ত্বমিতো গচ্ছভারতং। ২৯।
ভব গোপী গোপকন্যা গোপীভিঃ স্বাভিরেবচ।
তত্র তে কৃষ্ণবিচ্ছেদো ভবিষ্যতি শতং সমাঃ। ৩০।
তত্র ভারাবতরণং ভগবাংশ্চ করিষ্যতি।
ইত্যেবমুক্ত্বা সুদামাপ্রণম্য মাতরং হরিং। ৩১।
সাশ্রুনেত্রো মোহযুক্ত স্তস্তশ্চ গন্তুমুদ্যতঃ।
রাধা জগাম তৎপশ্চাৎ সাশ্রুনেত্রাতি বিহ্বলা। ৩২।
বৎস কৃযাসীত্যুচ্চার্য্য পুত্রবিচ্ছেদ কাতরা।
কৃষ্ণস্তাং বোধয়ামাস বিদ্যায় চ কৃপাময়ীং।
শীঘ্রং সংপ্রাপ্স্যসি সুতং মারুদেত্যেবমেব চ। ৩৩।

তখন সুদামা শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে শ্রীমতীকে তিরস্কার করিলে সেই সুরেশ্বরি রাধিকা কোপাবিষ্টা হইয়া সুদামাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, ক্রূরমতে! তুমি অবিলম্বে আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ কর। রাধিকা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সুদামাও শ্রীমতীকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, জননি! তুমি ভারতবর্ষে সখীগণের সহিত গোপকন্যা গোপীরূপে জন্মগ্রহণ কর সেইস্থানে শতবর্ষ তোমাকে কৃষ্ণবিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিতে হইবে। ভগবান্ কৃষ্ণও ভূভার হরণার্থ ভারতে অবতীর্ণ হইবেন। এই বলিয়া সুদামা রাধাকৃষ্ণ চরণে প্রণাম পূর্ব্বক মোহাবিষ্টচিত্তে বাষ্পাকুলিত লোচনে তথা হইতে গমনোদ্যত হইলেন। তখন শ্রীমতী পুত্রবিচ্ছেদ কাতরা হইয়া হা বৎস্য! তুমি কোথায় গমন করিতেছ, এইরূপ বলিতে বলিতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিহ্বল চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগে সেই কৃপাময়ী রাধিকাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! রোদন করিওনা শীঘ্র তুমি পুত্র সুদামাকে প্রাপ্ত হইবে। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

সচাসুরঃ শঙ্খচূড়ঃ বভূব তুলসীপতিঃ।
মচ্ছূলভিন্নকায়েন গোলোকঞ্চ জগাম সঃ। ৩৪।
রাধা জগাম বারাহে গোকুলং ভারতং সতিঃ।
বৃষভানস্য বৈশ্যস্য সাচ কন্যা বভূবহ। ৩৫।
অযোনি সম্ভবা দেবী বায়ুগর্ভা কলাবতী।
সুসাব মায়য়া বায়ুং সা তত্রাবির্ব্বভূবহ। ৩৬।
অতীতে দ্বাদশাব্দে তু দৃষ্ট্বা তাং নবযৌবনাং। ৩৭।
সার্দ্ধং রায়াণ বৈশ্যেন তৎসম্বন্ধং চকারসঃ।
ছায়াং সংস্থাপ্য তদ্দেহে সান্তর্দ্ধানং চকারহ। ৩৮।
বভূব তস্য বৈশ্যস্য বিবাহশ্ছায়য়া সহ।
গতে চতুর্দ্দশাব্দে তু কংস ভীতশ্ছলেন চ। ৩৯।
জগাম গোকুলং কৃষ্ণঃ শিশুরূপী জগৎপতিঃ।

পার্ব্বতি! অতঃপর সেই সুদামা মহাসুর শঙ্খচূড়রূপে উৎপন্ন হইয়া তুলসীর পতি হইয়াছিল পরে সে আমার শূলপ্রহারে ভিন্নকায় হইয়া শাপ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক গোলোকধামে গমন করিয়াছে। এইরূপ বারাহকল্পে শ্রীমতী রাধিকাও গোকুলে অবতীর্ণা হইয়া বৃষভানু নামক বৈশ্যের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অযোনিসম্ভবা, বৃষভানুপত্নী কলাবতী বায়ুগর্ভা হন। ভগবন্মায়াবলে তিনি বায়ু প্রসব করিলে শ্রীমতী রাধিকা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন॥ ৩৪॥ ৩৫॥ ৩৬॥

পরে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে বৃষভানু স্বীয় কন্যা রাধিকাকে নবযৌবনা দেখিয়া রায়াণ বৈশ্যের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। সম্বন্ধ স্থির হইলে শ্রীমতী স্বীয় দেহে ছায়া মাত্র সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিতা হইলেন॥ ৩৭॥ ৩৮॥

অতঃপর সেই ছায়ারূপিণী রাধিকার সহিত রায়াণের বিবাহ হইল। পরে চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে জগৎপতি কৃষ্ণ কংসভয় ছলে শিশুরূপী হইয়া

কৃষ্ণমাতা যশোদায়া রায়াণ স্তৎ সহোদরঃ।
গোলোকে গোপ কৃষ্ণাংশঃ সম্বন্ধাৎ কৃষ্ণমাতৃলঃ। ৪০।
কৃষ্ণেন সহ রাধায়াঃ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
বিবাহং কারয়ামাস বিধিনা জগতাং বিধিঃ। ৪১।
স্বপ্নে রাধাপদাম্ভোজং নহি পশ্যন্তি বল্লবাঃ।
স্বয়ং রাধা হরেঃ ক্রোড়ে ছায়া রায়াণ মন্দিরে। ৪২।
ষষ্ঠিংবর্ষ সহস্রাণি তপস্তেপে পুরা বিধিঃ। ৪৩।
রাধিকা চরণাম্ভোজং দর্শনার্থী চ পুষ্করে।
ভারাবতরণে ভূমের্ভারতে নন্দ গোকুলে। ৪৪।
দদর্শ তৎপদাম্ভোজং তপসস্তৎ ফলেন চ।
কিঞ্চিৎকালঞ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে। ৪৫।
রেমে গোলোকনাথশ্চ রাধয়া সহ ভারতে।

গোকুলে সমাগত হইলে যশোদা তাঁহার মাতা হইলেন, আর যে রায়াণের সহিত শ্রীমতীর বিবাহ হইয়াছিল তিনি যশোদার সহোদর। পূর্ব্বে গোলোকধামে ঐ রায়াণ শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত গোপ ছিলেন কিন্তু এক্ষণে তিনি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মাতুল হইলেন ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

তৎপরে ব্রহ্মা পবিত্র বৃন্দাবন বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকার বিবাহ বিধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। গোপগণ স্বপ্নেও শ্রীমতীর চরণকমল দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই, কারণ রাধিকা স্বয়ং কৃষ্ণক্রোড়ে বিরাজমানা, কেবল ছায়ারূপে রায়াণ মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ভূভার হরণার্থ ভারতে গোপরাজ নন্দের গোকুলে অবতীর্ণ হইলে বিধাতা রাধিকার চরণকমল দর্শনার্থী হইয়া পুষ্করতীর্থে ষষ্টিসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

পরে তিনি সেই তপস্যার ফলে শ্রীমতীর চরণকমল দর্শনে সমর্থ হন, গোলোকনাথ কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ কাল মাত্র ভারতে বৃন্দাবনমধ্যে রাধিকার

ততঃ সুদাম শাপেন বিচ্ছেদশ্চ বভূবহ। ৪৬।
তত্র ভারাবতরণং ভূমেঃ কৃষ্ণশ্চকার সঃ।
বৃষভানুশ্চ নন্দশ্চ যযৌ গোলোকমুত্তমং। ৪৭।
সর্ব্বে গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ যযুস্তাযাঃ সমাগতাঃ।
ছায়া গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ প্রাপুর্মুক্তিং কৃষ্ণ সন্নিধৌ। ৪৮।
রেমে রেতাশ্চ তত্রৈব সার্দ্ধং কৃষ্ণেন পার্ব্বতি।
ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষ কোট্যশ্চ গোপ্যো গোপাশ্চ তৎসমাঃ।
গোলোকং প্রযযুর্মুক্তাঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণেন রাধয়া। ৪৯।
দ্রোণঃ প্রজাপতির্নন্দো যশোদা তৎপ্রিয়া ধরা।
সংপ্রাপ্য পূর্ব্বতপসা পরমাত্মানমীশ্বরং॥ ৫০॥
বসুদেবঃ কশ্যপশ্চ দেবকী চাদিতী সতী।
দেবমাতা দেবপিতা প্রতিকল্পে স্বভাবতঃ॥ ৫১।

সহিত বিহার করিয়াছিলেন, পরে সুদামার অভিশাপে শ্রীমতী রাধিকার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়াছিল॥ ৪৫॥ ৪৬॥

ভগবান্ কৃষ্ণ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ভুভার হরণ করিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রসাদে গোপরাজ নন্দ ও বৃষভানু, তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ভারতাবতীর্ণ গোপগোপী এবং ছায়া গোপী ও অন্যান্য গোপিকাগণ সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন॥ ৪৭॥ ৪৮॥

পার্ব্বতি! ষট্‌ত্রিংশৎলক্ষকোটি গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার ও গোপগণ তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন এইজন্য রাধাকৃষ্ণ প্রসাদে তাহারা মুক্তিলাভ পূর্ব্বক গোলোকধামে গমন করিয়াছেন॥ ৪৯॥

জন্মান্তরে গোপরাজ নন্দ দ্রোণপ্রজাপতি নামে ও তৎপত্নী যশোদা ধরা নামে বিখ্যাত ছিলেন, কেবল তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের তপোবলে পরমাত্মা পরাৎপর কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন আর বসুদেব ও দেবকী যে কৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেন জন্মান্তরীণ তপস্যাই তাহার কারণ এবং পূর্ব্বপুণ্যেই

পিতৃণাং মানসী কন্যা রাধা মাতা কলাবতী।
বসুদামাপি গোলোকাৎ বৃষভানুঃ সমা যযৌ॥ ৫২॥
ইত্যেবং কথিতং দুর্গে রাধিকাখ্যানমুত্তমং।
সম্পৎকরং পাপহরং পুত্র পৌত্র বিবর্দ্ধনং॥ ৫৩॥
শ্রীকৃষ্ণশ্চ দ্বিধারূপো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ং॥ ৫৪॥
চতুর্ভুজস্য পত্নী চ মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
গঙ্গাচ তুলসীচৈব দেবী নারায়ণ প্রিয়া॥ ৫৫॥
শ্রীকৃষ্ণপত্নী সা রাধা তদর্দ্ধাঙ্গ সমুদ্ভবা।
তেজসা বয়সা সাধ্বী রূপেণ চ গুণেন চ॥ ৫৬॥
আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং বদেদ্বুধঃ।

কশ্যপ ও অদিতি প্রতিকল্পে স্বভাবতঃ দেবগণের জনক জননী রূপে অবস্থান করিয়া থাকেন॥ ৫০॥ ৫১॥

আর পিতাগণের মানসী কন্যা শ্রীমতী রাধিকার জননীরূপে এবং বসুদামই গোলোক হইতে বৃষভানু রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন॥ ৫২॥

দুর্গে! এই আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিদেবী শ্রীমতী রাধিকার উপাখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। আমি সত্য বলিতেছি ইহা শ্রবণ করিলে জীবের পুত্র পৌত্র ও সম্পত্তির বৃদ্ধি এবং পাপধ্বংস হয়॥ ৫৩॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ এই দ্বিধারূপে অবস্থিত। তিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ ও গোলোকে স্বয়ং দ্বিভুজ রূপে বিরাজমান থাকেন।৫৪।

মহালক্ষ্মী ও সরস্বতীদেবী চতুর্ভুজের পত্নী। গঙ্গা ও তুলসীদেবীও নারায়ণ প্রিয়া বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন কিন্তু পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ সমুদ্ভবা শ্রীমতী রাধিকা ভিন্ন আর কেহই নহেন। সেই সাধ্বী রাধিকা তেজ, বয়ঃক্রম, রূপ,গুণ প্রভৃতি সর্ব্বাংশেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপা বলিয়া কথিত আছেন॥ ৫৫॥ ৫৬॥

ব্যতিক্রমে ব্রহ্মহত্যাং লভতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াঞ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে।
চকার পূজাং রাধায়া তৎসম্বন্ধে মহোৎসবং ॥ ৫৮ ॥
সদ্রত্ন গুটিকায়াঞ্চ কৃত্বা তৎ কবচং হরিঃ।
দধার কণ্ঠে বাহৌচ দক্ষিণে সহ গোপকৈঃ ॥ ৫৯ ॥
কৃত্বা ধ্যানঞ্চ ভক্ত্যাচ স্তোত্রমেব চকার স।
রাধাচর্ব্বিত তাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ ॥ ৬০ ॥
রাধা পূজ্যা চ কৃষ্ণস্য তৎপূজ্যো ভগবান্ প্রভুঃ।
পরস্পরাভীষ্ট দেবো ভেদ কৃন্নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬১ ॥
দ্বিতীয়ে পূজিতা সাচ ধর্ম্মেণ ব্রহ্মণাজ্ঞয়া।
অনন্তেন বাসকিনা রবিণা শশিনা পুরা ॥ ৬২ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অগ্রে রাধানাম উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিবেন, ইহার ব্যতিক্রমে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয় ।৫৭।

গোলোকধামে রাসমণ্ডলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ভক্তিসহকারে শ্রীমতী রাধিকার পূজা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তথায় বিলক্ষণ মহোৎসব হইয়াছিল। ৫৮ ॥

তৎকালে ভগবান্ কৃষ্ণ উৎকৃষ্ট রত্নগুটিকাতে রাধানামের কবচ প্রস্তুত করিয়া গোপগণের সহিত কণ্ঠে ও দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়া ভক্তি-যোগে রাধিকার ধ্যান ও স্তব করিয়াছিলেন এবং সেই মহোৎসবকালে রাধিকার চর্ব্বিত তাম্বূল দ্বারা কৃষ্ণের তৃপ্তিলাভ হইয়াছিল। ৫৯। ৬০।

শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পূজ্যা এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার পূজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। উভয়েই পরস্পরের অভীষ্ট দেব। এতদ্বিষয়ে ভেদজ্ঞানী পুরুষ নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬১।

শ্রীমতী প্রথমে এইরূপে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূজিতা হন। দ্বিতীয় সময়ে

মহেন্দ্রেণ চ রুদ্রেণ মনুনা মানবেন চ।
সুরেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ সর্ব্ববিপ্রৈশ্চ পূজিতা ॥ ৬৩ ॥
তৃতীয়ে পূজিতা সাচ সপ্তদ্বীপেশ্বরেণ চ।
ভারতেন সুযজ্ঞেন পাত্রৈর্ম্মিত্রৈর্মুদান্বিতৈঃ ॥ ৬৪ ॥
ব্রাহ্মণেনাভিশপ্তেন দৈব দোষেণ ভূভৃতা।
ব্যাধিগ্রস্তেন হস্তেন দুঃখিনাচ বিদূয়তা ॥ ৬৫ ॥
সম্প্রাপ রাজ্যং ভ্রষ্ট শ্রীঃ সচরাধা বরেণ চ।
ব্রহ্মদত্তেন স্তোত্রেণ স্তুত্বা চ পরমেশ্বরীং ॥ ৬৬ ॥
অভেদ্যং কবচং তস্যাঃ কণ্ঠেবাহ্বৌ দধার সঃ।
ধ্যাত্বা চকার পূজাঞ্চ পুষ্করে শত বৎসরং ॥ ৬৭ ॥
অন্তে জগাম গোলোকং রত্নযানেন ভূমিপঃ।

ব্রহ্মার অনুজ্ঞাক্রমে ধর্ম্ম, অনন্ত, বাসুকি, চন্দ্র, সূর্য্য, মহেন্দ্র, রুদ্র, মনু, মানব, সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র, বিপ্রগণ তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ৬২। ৬৩॥

তৃতীয় সময়ে সপ্তদ্বীপাধিপতি মহারাজ সুযজ্ঞ পরমানন্দিত পাত্রমিত্র-গণে পরিবৃত হইয়া পরমারাধ্যা রাধিকার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ৬৪।

সেই মহারাজ সুযজ্ঞ দৈবদোষে কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ব্যাধিগ্রস্তহস্ত দরিদ্র ও দুঃখিত চিত্ত হন। পরে সেই ভ্রষ্টশ্রীক ভূপতি ব্রহ্মদত্ত স্তোত্রে পরমেশ্বরী রাধিকার স্তব করিয়া তাঁহার বরে পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করেন অতঃপর তিনি শ্রীমতীর অভেদ্য কবচ কণ্ঠে ও বাহু-যুগলে ধারণ পূর্ব্বক পুষ্করতীর্থে শতবর্ষ শ্রীমতীর ধ্যান করত পূজা করিয়া-ছিলেন। এইরূপ আরাধনায় রাধিকার প্রসাদে সেই রাজা অন্তে রত্নযানে

ইতি তে কথিতং সর্ব্বং কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে হরগৌরী সম্বাদে
রাধোপাখ্যানং নাম একোন
পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ।

আরূঢ় হইয়া গোলোকধামে গমন করিয়াছেন। এই আমি শ্রীমতী রাধিকার মাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭। ৬৮ ॥

ইতিশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
হরগৌরী সংবাদে রাধা উপাখ্যান একোন পঞ্চাশত্তম
অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

কথং বিপ্রাভিশপ্তশ্চ কথং সম্প্রাপ রাধিকাং।
সর্ব্বাত্মনশ্চ কৃষ্ণস্য পত্নীচ কৃষ্ণপূজিতাং ॥ ১ ॥
কথং বিস্মৃত্রধারীচ সিসেবে পরমেশ্বরীং।
ষষ্ঠিংবর্ষ সহস্রাণি তপস্তেপে পুরা বিধিঃ ॥ ২ ॥
যৎপাদাম্ভোজ রেণূনাং লব্ধয়ে পুষ্করে বিভুঃ।
কথং দদর্শ তাং দেবীং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীং ॥ ৩ ॥
দুর্দ্দর্শ্যামপি যুষ্মাকং দৃষ্ট্বা সা বা কথং নৃণাং।
কথং ত্রিজগতাং ধাতা তস্মৈ তৎকবচং দদৌ ॥ ৪ ॥
ধ্যানং পূজাবিধি স্তোত্রং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি। ৫।

পার্ব্বতী কহিলেন নাথ! সুযজ্ঞ নরপতি বিপ্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কিরূপে সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের পত্নী কৃষ্ণপূজ্যা রাধিকার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন? বিস্মৃত্রধারী হইয়া তিনি কিরূপে সেই পরমেশ্বরী রাধিকার সেবায় সমর্থ হইলেন? পূর্ব্বে ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে ষষ্টি-সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া কিরূপে সেই রাধিকার চরণরেণু লাভ করিলেন? মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবী কিরূপে সেই সুযজ্ঞ নরপতির দৃষ্টিগোচরা হইলেন? মনুষ্য হইয়া কিরূপে তাঁহার পরমাপ্রকৃতি রাধিকার সাক্ষাৎকার লাভ হইল? যে রাধিকার কবচ আপনা-দিগেরও অলক্ষ্য তাহা কিরূপে ত্রিজগদ্বিধাতা ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রদান করিলেন? আর সেই রাধিকার ধ্যান পূজাবিধি ও স্তোত্রই বা কিরূপ? এই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমি বাসনা করিতেছি, অতএব ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

স্বায়ম্ভুব মনুর্দ্দেবি মনুনামাদি রেব চ।
ব্রহ্মাত্মজ স্তপস্বী চ শতরূপা পতিঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥
উত্তানপাদস্তৎপুত্রস্তৎপুত্রো ধ্রুব এব চ।
ধ্রুবস্য কীর্ত্তির্ব্বিখ্যাতা ত্রৈলোক্যে শৈলকন্যকে ॥ ৭ ॥
উৎকল স্তস্য পুত্রশ্চ নারায়ণ পরায়ণঃ।
সহস্রং রাজসূয়ানাং পুষ্করে চ চকারহ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বাণি রত্নপাত্রাণি ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা।
অমূল্য রত্ন রাশীনাং সহস্রং তেজসাবৃতং ॥ ৯ ॥
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রাজা যজ্ঞান্তে সুমহোৎসবে।
দৃষ্ট্বা তচ্ছোভনং যজ্ঞং বিধাতা জগতাংপ্রিয়ে ॥ ১০ ॥
সুযজ্ঞং নাম নৃপতেশ্চকার সুরসংসদি।
সচ রাজা সুযজ্ঞশ্চ মনুবংশ সমুদ্ভবঃ ॥ ১১ ॥

দেবাদিদেব মহাদেব কহিলেন প্রিয়ে! স্বায়ম্ভুব মনু সকল মনুর আদি। তিনি ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই স্বায়ম্ভুব মনু পরম তপস্বী ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম শতরূপা ছিল। ৬ ॥

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রের নাম উত্তানপাদ। সেই উত্তানপাদ হইতে হরিপরায়ণ বৈষ্ণবচূড়ামণি ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন সেই ধ্রুব মহাত্মার কীর্ত্তি ত্রিলোকে বিখ্যাত রহিয়াছে। ৭ ॥

সেই ধ্রুবের পুত্রের নাম উৎকল। উৎকল নারায়ণ পরায়ণ হইয়া পুষ্কর তীর্থে সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৮ ॥

পার্ব্বতি! উৎকল নরপতি সেই মহোৎসব উপলক্ষে যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে সহস্র জ্যোতির্ম্ময় অমূল্য রত্ন রাশি দান করিয়াছিলেন। বিধাতা সেই মনুবংশসমুদ্ভব রাজার এই অনুপম যজ্ঞ দর্শনে প্রীত হইয়া

অন্নদাতা রত্নদাতা দাতা চ সর্ব্বসম্পদাং।
দশলক্ষং গবাঞ্চৈব রত্নশৃঙ্গং পরিচ্ছদং ॥ ১২ ॥
নিত্যং দদৌ স বিপ্রেভ্যো মুদা যুক্তঃ সদক্ষিণং।
গবাং দ্বাদশলক্ষানাং দদৌ নিত্যং মুদান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥
সুপক্কানি চ মাংসানি ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ পার্ব্বতি।
ষট্‌কোটিং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজয়ামাস নিত্যশঃ ॥ ১৪ ॥
চূষ্য চর্ব্ব্য লেহ্য পেয়ৈ রতি তৃপ্তং দিনে দিনে।
বিপ্রলক্ষং সূপকারং ভোজয়ামাস তৎপরং ॥ ১৫ ॥
পূপমন্নঞ্চ সূপান্তং স গব্যং মাংস বর্জ্জিতং।
বিপ্র ভোজনকালে চ মনুবংশ সমুদ্ভবং ॥ ১৬ ॥
ন তুষ্টুবুঃ সুযজ্ঞঞ্চ তুষ্টুবুস্তৎপিতৃংশ্চ তে।
দিনেষু যজ্ঞা যজ্ঞান্তে ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষকোটয়ঃ ॥ ১৭ ॥

দেবসভা মধ্যে তাঁহার সুযজ্ঞ নাম প্রদান করিলেন। তদবধি সেই উৎকল নরপতি সুযজ্ঞ নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

সেই সুযজ্ঞ রাজা অন্নদাতা রত্নদাতা ও সর্ব্বসম্পত্তি প্রদাতা হইলেন। প্রত্যহ তিনি প্রীত মনে ব্রাহ্মণগণকে রত্ন শৃঙ্গযুক্ত ও পরিচ্ছদান্বিত দশ লক্ষ ধেনু ও দ্বাদশ লক্ষ পরিচ্ছদ শূন্য গো দক্ষিণার সহিত দান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

নিত্য ষট্‌কোটি ব্রাহ্মণকে তিনি সুপক্ক মাংস ভোজন করাইতে লাগিলেন। এমন কি প্রতি দিন লক্ষ সূপকার বিপ্র তাঁহার আলয়ে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্ব্বিধ বস্তু ভোজন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ভোজন কালে সূপদানের পর মাংস বর্জ্জিত সগব্য পূপ অন্ন তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইতে লাগিল। সুযজ্ঞ এইরূপ সৎক্রিয়ায় রত হইলে সকলেই তাঁহার স্তব না করিয়া তৎপিতৃগণের স্তব করিতে লাগিলেন। সুযজ্ঞের যজ্ঞান্তে ষট্‌ত্রিংশৎ লক্ষ কোটি ব্রাহ্মণ উত্তমরূপে ভোজন করান। সেই ব্রাহ্মণ-

চক্রুঃ সুভোজনং বিপ্রাশ্চাতি তৃপ্তাশ্চ সুন্দরী।
গৃহীতানি চ রত্নানি স্বগৃহং বোঢুমক্ষমাঃ ॥ ১৮ ॥
বৃষলেভ্যো দদৌ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পথিচ তত্যজুঃ।
বিপ্রাণাং ভোজনান্তে চ বিপ্রান্যেভ্যো দদৌ নৃপঃ। ১৯।
তথাপ্যুদ্বর্ত্তনন্তত্র চান্নরাশি সহস্রকং।
কৃত্বা যজ্ঞং মহাবাহুঃ সমুবা সঃ সুসংসদি ॥ ২০ ॥
রত্নেন্দ্র সার নির্ম্মাণ ছত্রকোটি সমন্বিতঃ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে চাবৃতে চ সুসংস্কৃতে ॥ ২১ ॥
চন্দনাদিষু সংসৃষ্টে রম্যে চন্দন পল্লবৈঃ।
শাখাযুক্ত পূর্ণকুম্ভ রম্ভাবৃক্ষৈশ্চ শোভিতে ॥ ২২ ॥
চন্দনাগুরু কস্তূরী ফল সিন্দূর সংযুতে।
বসু বাসব চন্দ্রেন্দ্র রুদ্রাদিত্য সমন্বিতে ॥ ২৩ ॥
মুনি নারদ মন্বাদি ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবান্বিতে।

গণকে এত ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন যে তাঁহারা বহন করিতে পারেন নাই সুতরাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শূদ্রগণকে দান ও কিঞ্চিৎ ২ পথিমধ্যেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিপ্রগণের ভোজনান্তে অন্য ব্রাহ্মণগণও তাঁহার নিকট হইতে দান প্রাপ্ত হন। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯॥

এতস্তিন্ন সেই যজ্ঞে সহস্র অন্নরাশি উদ্বর্ত্তিত ছিল। মহাবাহু সুযজ্ঞ ছত্রকোটিসমন্বিত হইয়া এইরূপে সেই মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সভা-মধ্যে রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মিত সুসংস্কৃত সমাচ্ছাদিত রমণীয় রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ২০। ২১॥

সেই সভামণ্ডপটি চন্দনাদি সুগন্ধদ্রব্যে সংসিক্ত চন্দনপল্লব কদলী-তরুশাখা সমন্বিত পূর্ণকুম্ভ এবং অগুরু চন্দন কস্তূরী ও সিন্দূর এই সমুদয় বস্তুদ্বারা সুশোভিত। তথায় বসু বাসব চন্দ্র ইন্দ্র রুদ্র ও আদিত্যগণ

এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিপ্র একঃ সমাযযৌ ॥ ২৪ ॥
রুক্ষো মলিন বাসশ্চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ তালুকঃ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ মালা চন্দন চর্চ্চিতং ॥ ২৫ ॥
রাজানমাশিষঞ্চক্রে সস্মিতঃ সংপুটাঞ্জলিঃ।
প্রণনাম নৃপস্তঞ্চ নোত্তস্থৌ কিঞ্চিদেব হি ॥ ২৬ ॥
সভাসদশ্চ নোত্তস্থুর্জহসুঃ স্বল্পমেব চ।
বেদেভ্যোপিচ দেবেভ্যো নমস্কৃত্য দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥
শশাপ নৃপতিং ক্রোধাৎ তত্র তিষ্ঠন্নিরঙ্কুশঃ।
গচ্ছদুরমতো রাজ্যাদ্ভ্রষ্ট শ্রীর্ভব পামর ॥ ২৮ ॥
ভবাচিরং গলৎকুষ্ঠী বুদ্ধিহীনো প্যুপদ্রুতঃ।
ইত্যুক্ত্বা কম্পিতঃ ক্রোধাৎ সভাস্থ শপ্তুমুদ্যতঃ। ২৯।

মুনিগণ দেবর্ষি নারদ মন্বাদি এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সকলে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুযজ্ঞ ভূপতি এবম্বিধ সভামধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এমন সময়ে তথায় এক ব্রাহ্মণ সমাগত হইলেন। ২২। ২৩। ২৪।

সেই বিপ্র মলিনবস্ত্রধারী ও রুক্ষকেশ। যখন তিনি রাজসভামধ্যে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি ঐ ভাবে সভামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সংপুটাঞ্জলি হইয়া সস্মিতমুখে রত্নসিংহাসনস্থ চন্দনচর্চ্চিত রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তদ্দর্শনে নরপতি সুযজ্ঞ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন কিন্তু গাত্রোত্থান করিলেন না।২৫।২৬।

তৎকালে সভাসদ্গণও গাত্রোত্থান করিল না, বরং সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সভাস্থ সকলে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। ২৭।

তখন সেই অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ক্রোধে উগ্রমূর্ত্তি হইয়া বেদ ও দেবগণকে প্রণামপূর্ব্বক রাজাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, পামর! তুমি ভ্রষ্টশ্রীক হইয়া রাজ্য হইতে দূরবর্ত্তী হও এবং দীর্ঘকাল বুদ্ধিহীন বিপদগ্রস্ত ও গলৎকুষ্ঠী হইয়া অবস্থান কর। ব্রাহ্মণ নরপতিকে এইরূপ শাপ

যে তত্র জহসুঃ সর্ব্বে সমুত্তস্থুঃ সভাসদঃ।
সর্ব্বে চক্রুঃ পরীহারং ক্রোধং তত্যাজ ব্রাহ্মণঃ ॥৩০॥
রাজাগত্য তং প্রণম্য রুরোদ ভয়কাতরঃ।
নিঃসংশয়ে সভামধ্যাৎ হৃদয়েন বিদূযতা ॥ ৩১ ॥
ব্রাহ্মণো গূঢ়রূপী চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
তৎপশ্চান্মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রযযুর্ভয় কাতরাঃ ॥ ৩২ ॥
হে বিপ্র তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি সমুচ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ ॥
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ প্রচেতা ভৃগুরঙ্গিরা ॥ ৩৩ ॥
মরীচী কশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠঃ ক্রতুরেব চ।
শুক্রো বৃহস্পতিশ্চৈব দুর্ব্বাসা লোমসস্তথা ॥ ৩৪ ॥
গৌতমশ্চ কণাদশ্চ কণ্বঃ কাত্যায়নঃ কঠঃ।
পাণিনির্জ্জাললিশ্চৈব ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ ॥ ৩৫ ॥
আপিপ্পলিস্তৈত্তিলিশ্চ মার্কণ্ডেয় মহাতপাঃ।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ বোঢ়ুঃ পৈলঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রদান পূর্ব্বক ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া যে সভাসদ্গণ তাঁহাকে দেখিয়া হাস্য করিয়াছিল, তাহাদিগকেও শাপপ্রদানে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে সভাসদ্গণ বিবিধ বিনীতবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি হইল। ২৮। ২৯। ৩০।

তৎকালে নরপতি সুযজ্ঞ ভয়বিহ্বলচিত্তে সেই ব্রাহ্মণের চরণে প্রণত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মতেজে জ্বলিতকলেবর গূঢ়রূপী ব্রাহ্মণ কোন কথা না বলিয়া দুঃখিতহৃদয়ে সভামধ্য হইতে বহির্গত হইলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তদ্দর্শনে সভাস্থ মুনিগণ সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ৩১। ৩২।

তখন পুলহ, পুলস্ত্য, প্রচেতা, ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ

সনৎকুমারো ভগবান্ নরনারায়ণাবৃষী।
পরাশরো জরৎকারুঃ সম্বর্ত্তঃ করথস্তথা॥ ৩৭॥
ঔর্ব্বশ্চ চ্যবনশ্চৈব ভারদ্বাজশ্চ বাল্মীকিঃ।
অগস্ত্যোঽত্রিরুতথ্যশ্চ সম্বর্ত্তোস্তীক আসুরিঃ॥ ৩৮॥
শিলালির্লাঙ্গলশ্চৈব শাকল্যঃ শাকটায়নঃ।
গর্গোবাৎস্য পঞ্চশিখো জামদগ্ন্যশ্চ দেবলঃ॥ ৩৯॥
জৈগীষব্যো বামদেবো বালিখীল্যাদয়স্তথা।
শক্তির্দ্দক্ষঃ কর্দ্দমশ্চ প্রস্কন্ন কপিলস্তথা॥ ৪০॥
বিশ্বামিত্রঃ কৌৎসবশ্চ ঋচীকোপ্যঘমর্ষণঃ।
এতেচান্যে চ মুনয়ঃ পিতরগ্নির্হরিপ্রিয়াঃ॥ ৪১॥
দিকপালাদেবতাঃ সর্ব্বে বিপ্র পশ্চাৎ সমাযযুঃ।
ব্রাহ্মণা বোধয়ামাসু র্ব্বাসয়ামাসুরীশ্বরি॥ ৪২॥
সমূচুস্তং ক্রমেণৈব নীতিং নীতি বিশারদাঃ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ সংবাদে
প্রকৃতিখণ্ডে হরগৌরী সম্বাদে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ক্রতু, শুক্র, বৃহস্পতি, দুর্ব্বাসা, লোমশ, গোতম, কনাদ, কণ্ব, কাত্যায়ন কঠ, পাণিনি, জাললি, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, আপিপ্পলি, তৈত্তিলি, মহাতপা মার্কণ্ডেয়, ভগবান্ সনক, সনন্দ, বোঢ়ু, পৈল, সনাতন, সনৎ-কুমার, নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, পরাশর, জরৎকারু, সম্বর্ত্ত, করথ, ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, অগস্ত্য, অত্রি, উতথ্য, সম্বর্ত্ত, আস্তীক, আসুরি, শিলালি, লাঙ্গল, শাকল্য, শাকটায়ন, গর্গ, বাৎস্য, পঞ্চশিখ, জামদগ্ন্য, দেবল, জৈগীষব্য, বামদেব, বালখিল্যাদি, শক্তি, দক্ষ, কর্দ্দম, প্রস্কন্ন, কপিল, বিশ্বামিত্র, কৌৎসব, ঋচীক, অঘমর্ষণ প্রভৃতি মুনিগণ, পিতৃগণ, হরিপ্রিয়, অগ্নি, দিকপালগণ ও দেবগন সকলেই হে বিপ্র কিয়ৎ কাল অপেক্ষা করুন অপেক্ষা করুন এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক বিবিধ নীতিগর্ভ বচনে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে উপ-বেশন করাইলেন। ৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিমূচুর্ব্রাহ্মণং ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
নীতিজ্ঞানীতি বচনং তন্মাৎ ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

তুষ্টং কৃত্বা ব্রাহ্মণঞ্চ স্তবেন বিনয়েন চ।
ক্রমেণ বক্তুমারেভে মুনিসংজ্ঞো বরাননে॥ ২॥

সনৎকুমার উবাচ।

ত্বৎপশ্চাদাগতা লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তিঃ সত্বং যশস্তথা।
সুশীলঞ্চ মহৈশ্বর্য্যং পিতরোঽগ্নিঃ সুরাস্তথা। ৩।
আগতা নৃপগেহেভ্যঃ কৃত্বা ভ্রষ্টশ্রিয়ং নৃপং।
ভব তুষ্টো দ্বিজশ্রেষ্ঠ আশুতোষশ্চ ব্রাহ্মণঃ। ৪।
ব্রাহ্মণানাস্তু হৃদয়ং কোমলং নবনীতবৎ।
শুদ্ধং সুনির্ম্মলঞ্চৈব মার্জ্জিতং তপসা মুনে। ৫।
ক্ষমস্ব গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র শুদ্ধং কুরু নৃপালয়ং। ৬।

পার্ব্বতী কহিলেন নাথ! মুনিগণ ও ব্রহ্মার পুত্রগণ কিরূপ নীতিজ্ঞান সম্পন্ন এবং তাঁহারা কিরূপ বাক্যে সেই ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিলেন তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন॥ ১॥

পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেব কহিলেন বরাননে! মুনিগণ বিনয় ও স্তুতিবাদে সেই ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া যথাক্রমে তাঁহার প্রতি বিনয়গর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন॥ ২॥

মহর্ষি সনৎকুমার কহিলেন হে বিপ্র! আপনার অভিশাপ মাত্র রাজা শ্রীভ্রষ্ট হওয়াতে রাজভবন হইতে লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সত্বগুণ, যশ,

গুরুরুবাচ।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য দেবাশ্চ বহ্নিশ্চৈব তথৈব চ। ৭।
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি চাতিথেরপ্রতিগ্রহাৎ।
ক্ষমস্ব গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র শুদ্ধং কুরু নৃপালয়ং। ৮।
স্ত্রীঘ্নৈর্গোঘ্নৈঃ কৃতঘ্নৈশ্চ ব্রহ্মঘ্নৈর্গুরুতল্পগৈঃ।
তুল্যদোষো ভবত্যেতৈর্যস্যাতিথিরণার্চ্চিতঃ। ৯।

পুলস্ত্য উবাচ।

যে পশ্যন্তি বক্রদৃষ্ট্যা চাতিথিং গৃহমাগতং।
দত্ত্বা স্বপাপং তস্মৈতৎ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি। ১০।
ক্ষমস্ব নৃপদোষঞ্চ গচ্ছ বৎস যথাসুখং।
রাজা স্বকর্ম্মদোষেণ নোত্তস্থৌ তং ক্ষমাং কুরু। ১১।

সুশীলতা, মহৈশ্বর্য্য, পিতৃগণ, অগ্নি, দেবগণ সকলেই বহির্গত হইয়া আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে। দ্বিজবর! আপনি প্রসন্ন হউন; বিবেচনা করিয়া দেখুন ব্রাহ্মণ আশুতোষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মণগণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল শুদ্ধ সুনির্ম্মল ও নিরন্তর তপস্যাদ্বারা মার্জ্জিত হইয়া থাকে॥ ৩॥ ৪॥ ৫॥ ৬॥

গুরু কহিলেন, বিপ্র! অতিথি যাহার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, অতিথির অপ্রতিগ্রহ জন্য তাহার গৃহ হইতে অগ্নি এবং পিতৃ ও দেবগণ নিরাশ হইয়া প্রতিগমন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি ক্ষমা করিয়া রাজভবন পবিত্র করুন। অধিক কি বলিব যাহার গৃহে অতিথি অর্চ্চিত না হয় সেই ব্যক্তি স্ত্রীহত্যা গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাকারী কৃতঘ্ন ও গুরুপত্নী-গামী নরাধমের তুল্য পাপভাগী হয়॥ ৭॥ ৮॥ ৯॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বৎস! যাহারা গৃহাগত অতিথিকে বক্রদৃষ্টিতে

পুলহ উবাচ।

রাজশ্রিয়া বিদ্যয়া বা ব্রাহ্মণং যোঽবমন্যতে।
ত্রিসন্ধ্যাহীনো বিপ্রশ্চ শ্রীহীনঃ ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ। ১২।
একাদশীবিহীনশ্চ বিষ্ণুনৈবেদ্যবঞ্চিতঃ।
ক্ষমস্ব গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র শুদ্ধং কুরু নৃপালয়ং। ১৩।

ক্রতুরুবাচ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা শূদ্রএব চ।
দীক্ষাহীনো ভবেৎ সোপি ব্রাহ্মণং যোবমন্যতে। ১৪।
ধনহীনঃ পুত্রহীনো ভার্য্যাহীনো ভবেৎ ধ্রুবং।
ক্ষমস্ব গচ্ছ ভগবন্ গচ্ছ বৎস নৃপালয়ং। ১৫।

দর্শন করে, অতিথি তাহাকে স্বীয় পাপ প্রদান করিয়া তদীয় পুণ্য গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। অতএব রাজার অপরাধ ক্ষমা করিয়া যথা-সুখে গমন করা তোমার উচিত কার্য্য, রাজা স্বীয় কর্ম্মদোষে গাত্রোত্থান করে নাই, এক্ষণে তুমি তাহাকে ক্ষমা কর। ১০॥ ১১॥

পুলহ কহিলেন যে ব্যক্তি রাজশ্রীতে মত্ত বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ব্রাহ্ম-ণের অবমাননা করে এবং যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত একাদশী বিহীন ও বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজনে বঞ্চিত হয় তাহাদিগকে শ্রীভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিয়া রাজভবন পবিত্র করুন। ১২। ১৩।

ক্রতু কহিলেন বিপ্র! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র হউক, যে কেহ ব্রাহ্মণের অপমান করে তাহাকে নিশ্চয়ই দীক্ষাহীন ধনহীন পুত্রহীন ও ভার্য্যাহীন হইতে হয়। অতএব আপনি ক্ষমাগুণ আশ্রয় করিয়া রাজ-ভবনে আগমন করুন। ১৪। ১৫॥

অঙ্গিরা উবাচ।

জ্ঞানবান ব্রাহ্মণো ভূত্বা ব্রাহ্মণং যোবমন্যতে।
বৃষবাহো ভবেৎ সোপি ভারতে সপ্তজন্মসু। ১৬।

মরীচীরুবাচ।

পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে চ দেবঞ্চ ব্রাহ্মণং গুরুং।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ স ভবেদ্ যোবমন্যতে। ১৭।

কশ্যপ উবাচ।

বৈষ্ণবং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা যোঽসত্যমবমন্যতে।
বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনশ্চ তৎ পূজাবিরতো ভবেৎ। ১৮।

প্রচেতোবাচ।

অতিথি ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
পিতৃমাতৃভক্তিহীনঃ স ভবেদ্ভারতে ভুবি। ১৯।
প্রাপ্নোতি কৌঞ্জরীং যোনিং সমূঢ়ঃ সপ্তজন্মসু।
শীঘ্রং গচ্ছ দ্বিজশ্রেষ্ঠ রাজানমাশিষং কুরু। ২০।

অঙ্গিরা কহিলেন মুনে! যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানবান্ হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করে, সপ্তজন্ম তাহাকে ভারতে অতি কষ্টকর বৃষবাহক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয় সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ১৬ ॥

মরীচি কহিলেন, বিপ্র! যে ব্যক্তি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেব ব্রাহ্মণ ও গুরুর অবমাননা করে সে বিষ্ণুভক্তিবিহীন হয়।১৭।

কশ্যপ কহিলেন মুনিবর! যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া অসত্য জ্ঞানে তাহার অবমাননা করে সেই ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র বিহীন ও বিষ্ণুপূজায় বিরত হয় ॥ ১৮ ॥

প্রচেতা কহিলেন, মুনে! যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে তাহাকে ভারতে পিতৃমাতৃভক্তি হীন হইয়া জন্ম-

দুর্ব্বাসা উবাচ।

গুরুং বা ব্রাহ্মণঞ্চাপি দেবতাপ্রতিমামপি।
দৃষ্ট্বা শীঘ্রং ন নমেদ্ যো স ভবেচ্ছূকরো ভুবি। ২১।
মিথ্যা সাক্ষ্যং তৎ ঘটতে ভবেদ্বিশ্বাসঘাতকঃ।
ক্ষমশ্ব সর্ব্বমস্মাকং আতিথ্যং গ্রহণং কুরু। ২২।

রাজোবাচ।

ছলেন কথিতো ধর্ম্মো যুষ্মাভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
সর্ব্বং কৃত্বা চ বিস্ফোটং মাঞ্চ মূঢ়ং প্রবোধয়॥ ২৩॥
স্ত্রীঘ্ন গোঘ্নঃ কৃতঘ্নানাং গুরুস্ত্রীগামিনান্তথা।
ব্রহ্মঘ্নানাঞ্চ কো দোষো মাং ব্রূত কোবিদাম্বরাঃ। ২৪।

গ্রহণ করিতে হয় এবং সেই মূঢ় ব্যক্তি সপ্তজন্ম কুঞ্জরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করুন॥ ১৯॥ ২০।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, বিপ্র! যে ব্যক্তি গুরু ব্রাহ্মণ বা দেবপ্রতিমা দর্শনে শীঘ্র প্রণাম না করে তাহাকে ভূতলে শূকররূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় পরে তাহাকে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া উৎপন্ন হইতে হয়, অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক রাজার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করুন॥ ২১॥ ২২॥

তখন রাজা মুনিমণ্ডলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহাভাগগণ! আপনারা ছলক্রমে আমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। আমি অতি মূঢ়, আপনাদিগের বাক্য বিস্ফোটবৎ আমাকে পীড়িত করুক, এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; স্ত্রীহত্যা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা গুরুপত্নীগমন ও কৃতঘ্নতাচরণে যে পাপ হয় তাহা আপনারা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ২৩॥ ২৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

কামতো গোবধে রাজন্ বর্ষং তীর্থং বসেন্নরঃ।
যবযাবকভোজী চ করেণ চ জলং পিবেৎ ॥ ২৫ ॥
তদা ধেনুশতং দিব্যং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সদক্ষিণং।
দত্ত্বা মুচ্যন্তি পাপাচ্চ ভোজয়িত্বা দ্বিজং শতং। ২৬।
প্রায়শ্চিত্তে চ ক্ষীণে চ সর্ব্বপাপান্ন মুচ্যন্তি।
পাপাবশেষাদ্ভবতি দুঃখী চাণ্ডাল এব চ। ২৭।
আতিদেশিকহত্যায়াং তদর্দ্ধং ফলমশ্নুতে।
প্রায়শ্চিত্তানুকল্পেন সর্ব্বপাপান্ন মুচ্যন্তি। ২৮।

শুক্র উবাচ।

গোহত্যা দ্বিগুণং পাপং স্ত্রীহত্যায়াং ভবেৎ ধ্রুবং।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি কালসূত্রে ভবেৎ ধ্রুবং। ২৯।
ততো ভবেন্মহাপাপী শূকরঃ সপ্তজন্মসু।
ততো ভবতি সর্পশ্চ জন্মসপ্ত ততঃ শুচিঃ। ৩০।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক গোবধ করিলে একবর্ষ তীর্থবাস করিয়া যবযাবক ভোজন ও করদ্বারা জলপান করিবে। তৎপরে সে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণার সহিত উৎকৃষ্ট একশত ধেনু দানপূর্ব্বক শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমস্ত পাপের ক্ষয় হয় না, পাপাবশেষ প্রযুক্ত তাহাকে দুঃখী চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু আতিদেশিক হত্যাতে মনুষ্য উহার অর্দ্ধফল ভোগ করে, প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্পে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয় না ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, রাজন্! স্ত্রীহত্যা করিলে মনুষ্য নিশ্চয়ই গোবধের দ্বিগুণ পাপ ভোগ করে, স্ত্রীহত্যাকারীকে নিঃসন্দেহ ষষ্টিসহস্র

বৃহস্পতিরুবাচ।

স্ত্রীহত্যা দ্বিগুণঃ পাপাৎ ব্রহ্মহত্যা ভবেদ্গুরুঃ।
লক্ষবর্ষং মহাঘোরে কুম্ভীপাকে বসেৎ ধ্রুবং। ৩১।
ততো ভবেন্মহাপাপী বিষ্ঠাকীটঃ শতাব্দকং।
ততো ভবতি সর্পশ্চ জন্মসপ্ত ততঃ শুচিঃ। ৩২।

গোতম উবাচ।

দোষঃ কৃতঘ্নে রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যা চতুর্গুণং।
নিষ্কৃতির্নাস্তি বেদে চ কৃতঘ্নানাঞ্চ নিশ্চিতং। ৩৩।

রাজোবাচ।

লক্ষণঞ্চ কৃতঘ্নানাং বদ বেদবিদাম্বর।
কৃতঘ্নঃ কতিবিধঃ প্রোক্তঃ কেষু কো দোষ এব চ। ৩৪।

বর্ষ কালসূত্র নামক নরকে বাস করিতে হয়। তৎপরে সেই মহাপাপী যথাক্রমে সপ্ত জন্ম শূকর হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করে এবং সপ্ত জন্ম সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে অনন্তর নিষ্পাপ হয়॥ ২৯। ৩০।

বৃহস্পতি কহিলেন, মহারাজ! স্ত্রীহত্যা হইতে ব্রহ্মহত্যা পাতক দ্বিগুণ গুরুতর, ব্রহ্মহত্যাকারী নিশ্চয় মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে বাস করে, পরে সেই মহাপাপী যথাক্রমে শতবর্ষ বিষ্ঠাকীট ও শতবর্ষ সর্প হইয়া থাকে। অতঃপর তাহার শুদ্ধি লাভ হয়॥ ৩১॥ ৩২॥

গৌতম কহিলেন, রাজেন্দ্র! কৃতঘ্ন ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যার চতুর্গুণ পাপ-ভাগী হয়। বেদে বর্ণিত আছে কৃতঘ্নের নিশ্চয় নিষ্কৃতি নাই॥ ৩৩॥

নরপতি গৌতমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন প্রভো! আপনি বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, অতএব কৃতঘ্নের লক্ষণ কি, কৃতঘ্ন কত প্রকার, এবং কোন্ কোন্ কৃতঘ্নের কিরূপ প্রকার পাপ তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ॥ ৩৪॥

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ।

কৃতঘ্নাঃ ষোড়শবিধাঃ সামবেদে নিরূপিতাঃ।
সর্ব্বঃ প্রত্যেকদোষেণ প্রত্যেকং ফলমশ্নুতে। ৩৫।
কৃতে সত্যে চ পুণ্যে চ স্বধর্ম্মে তপসি স্থিতে।
প্রতিজ্ঞায়াঞ্চ দানে চ স্বগোষ্ঠী পরিপালনে॥ ৩৬॥
গুরুকৃত্যে দেবকৃত্যে কাম্যকৃত্যে দ্বিজার্চ্চনে।
নিত্যকৃত্যে চ বিশ্বাসে পরধর্ম্মপ্রদানযোঃ॥ ৩৭॥
এতান্ যো হন্তি পাপিষ্ঠঃ স কৃতঘ্ন ইতি স্মৃতঃ।
এতেষাং সন্তি লোকাশ্চ তজ্জন্ম ভিন্নযোনিষু॥ ৩৮॥
যান্ যাংশ্চ নরকাং স্তেচ যান্তি রাজেন্দ্র পাপিনঃ।
তে তে চ নরকাঃ সন্তি যমলোকে চ নিশ্চিতং॥ ৩৯॥

সুযজ্ঞ উবাচ।

কে কিং কৃত্বা কৃতঘ্নাশ্চ কান্ কান্ গচ্ছন্তি রৌরবান্।
প্রত্যেকং শ্রোতুমিচ্ছামি বক্তুমর্হসি মে প্রভো॥ ৪০॥

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, নরবর! সামবেদে কৃতঘ্ন ষোড়শ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সর্ব্বপ্রকার কৃতঘ্ন ব্যক্তিই প্রত্যেক দোষে প্রত্যেক ফল ভোগ করে। যে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সত্য পুণ্যকার্য্য স্বধর্ম্ম তপস্যা প্রতিজ্ঞা দান স্বগোষ্ঠীপালন গুরুকার্য্য দেবকার্য্য কাম্যকর্ম্ম দ্বিজার্চ্চন নিত্যকর্ম্ম বিশ্বাস পরদান ও ধর্ম্মপ্রদান এই ষোড়শপ্রকার কার্য্য নষ্ট করে তাহারাই কৃতঘ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কৃতঘ্নের ভিন্ন ভিন্ন গতি হয় এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আর তাহাদিগের যে যে নরকে গতি হয় সেই সেই নরক নিশ্চয়ই যম-লোকে বিদ্যমান আছে॥ ৩৫॥ ৩৬॥ ৩৭॥ ৩৮॥ ৩৯॥

সুযজ্ঞ নরপতি কহিলেন, প্রভো! কোন্ কোন্ কৃতঘ্ন ব্যক্তি কি কি কার্য্য করিয়া কোন্ কোন্ নরকে গমন করে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার

কাত্যায়ন উবাচ।

কৃত্বা শপথরূপঞ্চ সত্যং হন্তি ন পালয়েৎ।
সকৃতঘ্নঃ কালসূত্রে বসেদেব চতুর্যুগং॥ ৪১॥
সপ্তজন্মসু কাকশ্চ সপ্তজন্মসু পেচকঃ।
ততঃ শূদ্রো মহা ব্যাধী সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ॥ ৪২॥

শ্রীসনন্দ উবাচ।

পুণ্যং কৃত্বা বদত্যেবং কীর্ত্তিবর্দ্ধন হেতুনা।
সকৃতঘ্নস্তপ্তসূর্ম্ম্যাং বসত্যেবং যুগত্রয়ং॥ ৪৩॥
পঞ্চজন্মসু মণ্ডূক স্ত্রিযুজন্মসু কর্কটী।
তদামূকো নরো ব্যাধী দরিদ্রশ্চ ততঃ শুচিঃ॥ ৪৪॥

সনাতন উবাচ।

স্বধর্ম্মং হন্তি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যাত্রয় বিবর্জ্জিতঃ।

নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্ তাহা হইলে কৃতকৃতার্থ হইতে পারি॥ ৪০॥

কাত্যায়ন কহিলেন, নরনাথ! যে ব্যক্তি শপথ রূপ সত্য করিয়া তাহা পালন না করে সে কৃতঘ্ন, সেই ব্যক্তিযুগচতুষ্টয় কালসূত্র নামক নরকে বাস করিয়া থাকে। পরে তাহাকে যথাক্রমে সপ্তজন্ম কাক সপ্ত জন্ম পেচক ও সপ্তজন্ম মহাব্যাধিগ্রস্ত শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ ভোগাবসানে সে শুদ্ধিলাভ করে। ৪১। ৪২॥

সনন্দ কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি পুণ্যকার্য্য করিয়া যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বত্র ব্যক্ত করে, সে কৃতঘ্ন। যুগত্রয় তাহাকে তপ্তসূর্ম্মি নামক নরকে অবস্থান করিতে হয়, পরে সে পঞ্চজন্ম মণ্ডূক, জন্মত্রয় কর্কটী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; অতঃপর দরিদ্র ব্যাধিগ্রস্ত মূক মনুষ্য হইয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। ৪৩। ৪৪।

অতর্পণং কৃতস্নানং বিষ্ণুনৈবেদ্য বঞ্চিতঃ ॥ ৪৫ ॥
বিষ্ণুপূজা বিহীনশ্চ বিষ্ণুমন্ত্র বিহীনকঃ।
একাদশী বিহীনশ্চ কৃষ্ণস্য জন্মবাসরে ॥ ৪৬ ॥
শিবরাত্রৌ চ যো ভুঙ্‌ক্তে শ্রীরামনবমীদিনে।
পিতৃকৃত্যং দেবকৃত্যং সকৃতঘ্ন ইতিস্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥
কুম্ভীপাকে বসত্যেবং যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
ততশ্চাণ্ডাল তাং যাতি সপ্তজন্মসু নিশ্চিতং ॥ ৪৮ ॥
শতজন্মানি গৃধ্রশ্চ শতজন্মানি শূকরঃ।
ততোভবেৎ ব্রাহ্মণশ্চ শূদ্রাণাং শূপকারকঃ ॥ ৪৯ ॥
ততো ভবেজ্জন্ম সপ্ত ব্রাহ্মণো বৃষবাহকঃ।
শূদ্রাণাং শবদাহী চ ভবেৎ সপ্তসুজন্মসু ॥ ৫০ ॥
দ্বিজো ভূত্বা জন্ম সপ্ত ভারতে বৃষলীপতিঃ।
ভুক্ত্বা সুভোগমেষাঞ্চ ভ্রমিত্বা যাতিরৌরবং ॥ ৫১ ॥
পুনঃ পুনঃ পাপযোনিং নরকঞ্চ পুনঃ পুনঃ।

সনাতন কহিলেন, রাজন্! যে বিপ্র ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত এবং বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন বিষ্ণুপূজা ও বিষ্ণুমন্ত্র বিহীন হয়, স্নানান্তে পিতৃতর্পণ না করে, একাদশীদিনে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মবাসরে, শিবরাত্রি ও শ্রীরামনবমীতে ভোজন করে এবং পিতৃকার্য্যে ও দৈবকার্য্যে পরাঙ্মুখ হয় সে কৃতঘ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সেই কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নামক নরকে বাস করিতে হয়। পরে সে যথাক্রমে নিশ্চয় সপ্তজন্ম চণ্ডাল,সপ্তজন্মগৃধ্র, শতজন্ম শূকররূপে জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর ঐ পাতকী সপ্তজন্ম শূদ্রের সূপকার, সপ্তজন্ম বৃষবাহক, সপ্তজন্ম শূদ্রের শবদাহকারী ও সপ্তজন্ম বৃষলীপতি ব্রাহ্মণরূপে সমুৎপন্ন হয়। এই সমস্ত ভোগাবসানে তাহার রৌরব নরকে গতি হইয়া থাকে। আবার সে পুনঃ পুনঃ পাপ-

ততোভবেদ্গর্দ্দভশ্চ মার্জ্জারঃ পঞ্চজন্মসু ॥ ৫২ ॥
পঞ্চজন্মসু মণ্ডূকো ভবেচ্ছুদ্ধ স্ততঃক্রমাৎ ॥ ৫৩ ॥

সুযজ্ঞ উবাচ।

শূদ্রাণাং পাককরণে শূদ্রাণাং শবদাহনে।
শূদ্রান্ন ভোজনে বাপি শূদ্রস্ত্রীগমনেপি চ ॥ ৫৪ ॥
ব্রাহ্মণানাঞ্চ কো দোষো বৃষাণাং বাহনে তথা।
এতান্ সর্ব্বান্ সমালোচ্য শ্রূয়তাং নিশ্চয়ং মুনে ॥ ৫৫ ॥

পরাশর উবাচ।

শূদ্রাণাং শূপকারশ্চ যোবিপ্রো জ্ঞানপূর্ব্বকঃ।
অসীপত্রে বসত্যেবং যুগানামেক সপ্ততিঃ ॥ ৫৬ ॥
ততো ভবেদ্গর্দ্দভশ্চ মুষিকঃ সপ্তজন্মসু।
তৈলটাটী সপ্তজন্ম ততঃ শুদ্ধোভবেন্নরঃ ॥ ৫৭ ॥

জরৎকারুরুবাচ।

ভৃত্য দ্বারা স্বয়ম্বাপি যো বিপ্রো বৃষবাহকঃ।

যোনিতে জন্মগ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ নরকে গমন করে, পরে সে যথাক্রমে পঞ্চজন্ম গর্দ্দভ, পঞ্চজন্ম মার্জ্জার ও পঞ্চজন্ম মণ্ডূক হইয়া পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ৫৩ ॥

সুযজ্ঞ কহিলেন প্রভো! শূদ্রের পাককরণ, শূদ্রের শবদাহ, শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রস্ত্রীগমন ও বৃষবাহনে ব্রাহ্মণের যেরূপ দোষ ঘটে আপনি তৎসমুদায় বিচার করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥

পরাশর কহিলেন মহারাজ! যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রের পাচক হয় সে একসপ্ততিযুগ অসিপত্র নামক নরকে বাস করে, পরে সে সপ্তজন্ম গর্দ্দভ, সপ্তজন্ম মূষিক ও সপ্তজন্ম তৈলপায়ী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই রূপ ভোগাবসানে নিশ্চয়ই তাহার শুদ্ধিলাভ হয় সন্দেহ নাই। ৫৬।৫৭।

সকৃতঘ্ন ইতিখ্যাতঃ প্রসিদ্ধো ভারতে নৃপ ॥ ৫৮ ॥
ব্রহ্মহত্যা সমং পাপং তন্নিত্যং বৃষতাড়নে।
বৃষপৃষ্ঠে ভারদানাৎপাপং তদ্দ্বিগুণং ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥
সূর্য্যাতপে বাহয়েদ্যঃ ক্ষুধিতং তৃষিতং বৃষং।
ব্রহ্মহত্যা শতংপাপং লভতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং বিপ্রাণাং বৃষবাহিনাং।
নাধিকারো ভবেত্তস্য পিতৃদেবার্চ্চনে নৃপ ॥ ৬১ ॥
নানাকুণ্ডে বসত্যেবং যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
বিষ্ঠাভক্ষ্যং মূত্রজলং তত্র তস্য ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৬২ ॥
ত্রিসন্ধ্যাং তাড়য়েত্তঞ্চ শূলেন যমকিঙ্করঃ।
উল্কাং দদাতি মুখতঃ শুচ্যাকৃন্তন্তি সন্ততং ॥ ৬৩ ॥
ষষ্টিং বর্ষ সহস্রাণি বিষ্ঠায়াঞ্চ কৃমিস্ততঃ।
ততঃ কাকোজন্ম পঞ্চ জন্ম পঞ্চ বক স্তথা ॥ ৬৪ ॥

জরৎকারু কহিলেন নরবর! যে ব্যক্তি ভৃত্যদ্বারা বা স্বয়ং বৃষবাহক হয়, সে কৃতঘ্ন বলিয়া ভারতে গণ্য হইয়া থাকে। বৃষতাড়নে তাহার ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ ও বৃষপৃষ্ঠে ভারদানে তাহার ব্রহ্মহত্যার দ্বিগুণ পাপ হয়, আর যে ব্যক্তি সূর্য্যাতপে ক্ষুধিত তৃষিত বৃষকে বাহন করে তাহাকে ব্রহ্মহত্যার শতগুণ পাপ ভোগ করিতে হয় ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

বৃষবাহক ব্রাহ্মণের অন্ন বিষ্ঠা তুল্য ও জল মূত্র সমান। বৃষবাহক ব্রাহ্মণের পিতৃকার্য্য ও দেবাদির অর্চ্চনায় অধিকার নাই ॥ ৬১ ॥

বৃষবাহক ব্রাহ্মণ দেহান্তে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নানা নরক কুণ্ডে বাস করে, সেই সমুদায় নরকে বিষ্ঠা তাহার ভক্ষ্য ও মূত্র তাহার পানীয় হয়। তথাচ যমকিঙ্কর ত্রিসন্ধ্যায় শূলদ্বারা তাহাকে তাড়ন, তাহার মুখে অগ্নি প্রদান ও সূচীদ্বারা তাহার অঙ্গসমুদায় নিরন্তর বিদ্ধ করে। পরে সে পর্য্যায় ক্রমে ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি, পঞ্চজন্ম কাক,

জন্ম পঞ্চ গৃধ্রকশ্চ শৃগালঃ সপ্তজন্মসু।

ততো দরিদ্রঃ শূদ্রশ্চ মহা ব্যাধী ততঃ শুচিঃ॥ ৬৫॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

শূদ্রাণাং শবদাহী যঃ স কৃতঘ্ন ইতিস্মৃতঃ।

শবপ্রমাণং রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং॥ ৬৬॥

তত্তুল্য যোনিভ্রমণাং তত্তুল্য নরকাচ্ছুচিঃ।

যো দোষো ব্রাহ্মণানাঞ্চ শূদ্রাণাং শবদাহনে॥ ৬৭॥

তাবদেব ভবেদ্দোষ শূদ্রাণাং শ্রাদ্ধ ভোজনে। ৬৮॥

বিভাণ্ডক উবাচ।

পিতৃ শ্রাদ্ধে চ শূদ্রাণাং ভুঙ্ক্তে যো ব্রাহ্মণোঽধমঃ।

সুরাপীতি ব্রহ্মঘাতি পিতৃদেবার্চ্চনাদ্বহিঃ॥ ৬৯॥

পঞ্চজন্ম বক, পঞ্চজন্ম গৃধ্র ও সপ্তজন্ম শৃগাল হইয়া সমুৎপন্ন হয়। এইরূপ ভোগের পর সে মহা ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। পরিশেষে তাহার পাপধ্বংস হয় সন্দেহ নাই॥ ৬২॥ ৬৩॥ ৬৪॥ ৬৫॥

ভরদ্বাজ কহিলেন মহারাজ! যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের শবদাহকারী সে কৃতঘ্ন বলিয়া গণ্য। সেই ব্যক্তি সেই শবের জীবন পরিমিত কাল নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত থাকে এবং তাহাকে সেই শূদ্রের তুল্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এবং সেই শূদ্রতুল্য ব্যক্তি নরক ভোগ করিয়া শুদ্ধি লাভ করে। আর শূদ্রের শবদাহে ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, শূদ্রের শ্রাদ্ধ ভোজনেও তাহার সেইরূপ পাপ হইয়া থাকে॥ ৬৬॥ ৬৭॥ ৬৮॥

বিভাণ্ডক কহিলেন নরনাথ! যে ব্রাহ্মণাধম শূদ্রের পিতৃশ্রাদ্ধে ভোজন করে ও যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করে সে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। পিতৃকার্য্য ও দেবার্চ্চনায় তাহার কোন প্রকারেই অধিকার থাকেনা। ৬৯।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যো দোষো ব্রাহ্মণানাঞ্চ শূদ্রস্ত্রীগমনে নৃপ।
বেদোক্তঞ্চ সাবধানং তদ্বক্ষ্যামি নিশাময় ॥ ৭০ ॥
কৃতঘ্নানাং প্রধানশ্চ যো বিপ্রো বৃষলীপতিঃ।
ক্রমিদংষ্টে বসেৎ সোপি যাবদিন্দ্রাঃ শতং শতং ॥ ৭১ ॥
ক্রমিভক্ষো ভবেদ্বিপ্রো বিহ্বলো যমকিঙ্করৈঃ।
প্রতিমায়াং তপ্তলৌহাময়ামাশ্লেষয়তি নিত্যশঃ ॥ ৭২ ॥
ততশ্চ পুংশ্চলীযৌনৌ ক্রমির্ভবতি নিশ্চিতং।
এবং বর্ষ সহস্রাণি ততঃ শূদ্র স্ততঃ শুচিঃ ॥ ৭৩ ॥

সুযজ্ঞ উবাচ।

অন্যেষাঞ্চ কৃতঘ্নানাং বদ কিং তৎফলং মুনে।
শ্লাঘ্যো মে ব্রহ্মশাপশ্চ কস্ত সম্পদ্বিপদ্বিনা ॥ ৭৪ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণের শূদ্রস্ত্রীগমনে বেদে যেরূপ পাপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তোমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ৭০ ॥

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রারমণীতে গমন করে সে কৃতঘ্নের প্রধান বলিয়া উক্ত আছে। দেহান্তে সেই ব্যক্তি শত শত ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত ক্রমিদংষ্ট নামক নরকে বাস করে, তথায় সে ক্রমি কর্ত্তৃক দষ্ট ও যমদূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হয় এবং যমকিঙ্করগণ তাহাকে নিয়ত তপ্তলৌহময়ী প্রতিমা আলিঙ্গন করাইয়া থাকে। পরে সেপুংশ্চলী যোনিতে কীট রূপে উৎপন্ন হয়। এইরূপে সহস্রবর্ষ বিষম নরক ভোগাবসানে সে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, পরে তাহার শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥

সুযজ্ঞ কহিলেন ভগবন্! অন্যান্য কৃতঘ্নদিগের ফল আমার নিকট বর্ণন করুন। ব্রহ্মশাপ আমার শ্লাঘনীয় হইয়াছে, বিপদ ভিন্ন কাহারও

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাস্ত্বয়ত্যো মুক্তা মদ্গেহে মুনয়ঃ সুরাঃ ॥ ৭৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সম্পৎ লাভ হয় না। যখন জীবন্মুক্ত মহর্ষিমণ্ডল ও দেবগণ আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন তখন আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়াছি এবং আমার জীবন সফল হইয়াছে। ৭৪। ৭৫।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
একপঞ্চাশত্তমঅধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অন্যেষাঞ্চ কৃতঘ্নানাং যদ্যৎ কর্ম্মফলং প্রভো।
তেষাং কিম্বূচুর্মুনয়ো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥ ১॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

প্রশ্নং কুর্ব্বতি রাজেন্দ্রে সর্ব্বেষু মুনিষু প্রিয়ে।
তত্র প্রবক্তুমারেভে ঋষির্নারায়ণো মহান্॥ ২॥

নারায়ণ উবাচ।

স্ব দত্তা পর দত্তাম্বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত্তু যঃ।
স কৃতঘ্ন ইতি জ্ঞেয়ঃ ফলঞ্চ শৃণু ভূমিপ॥ ৩॥
যাবন্তো রেণবঃ সিক্তা বিপ্রাণাং নেত্রবিন্দুভিঃ।
তাবদ্বর্ষ সহস্রঞ্চ শূলপ্রোতে স তিষ্ঠতি॥ ৪॥
তপ্তাঙ্গারঞ্চ তদ্ভক্ষ্যং পানঞ্চ তপ্তমূত্রকং।
তপ্তাঙ্গারেচ শয়নং তাড়িতো যমকিঙ্করৈঃ॥ ৫॥

পার্ব্বতী কহিলেন নাথ! সেই বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী মুনিগণ অন্যান্য কৃতঘ্নদিগের যে যে কর্ম্মফল কীর্ত্তন করিয়াছেন তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে বাসনা হইয়াছে অতএব আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১॥

মহেশ্বর কহিলেন প্রিয়ে! নরপতি সুযজ্ঞ সমস্ত মুনির প্রতি কৃতঘ্নদিগের ফলের বিষয় প্রশ্ন করিলে নারায়ণ ঋষি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! যে ব্যক্তি স্বদত্তা বা পরদত্তা ভূমি হরণ করে তাহাকে এই বিশ্বসংসার মধ্যে কৃতঘ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে॥ ২॥ ৩॥

ভূমিহরণ জন্য ব্রাহ্মণের অশ্রুপতনে যে পরিমাণে ধূলি সিক্ত হয়, তাবৎ সহস্র বর্ষ সেই কৃতঘ্ন শূলপ্রোত নামক নরকে বাস করে। তথায়

তদন্তেচ মহাপাপী বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রমিঃ।
ষষ্টিংবর্ষ সহস্রাণি দেবমানেন ভারতে ॥ ৬ ॥
ততো ভবেদ্ভূমিহীনঃ পূজাহীনশ্চ মানবঃ।
দরিদ্রঃ কৃপণো রোগী শূদ্রনিন্দ্যা স্ততঃ শুচিঃ ॥ ৭ ॥
হন্তি যঃ পরকীর্ত্তিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং বা নরাধমঃ।
সকৃতঘ্ন ইতি খ্যাত স্তৎফলঞ্চ নিশাময় ॥ ৮ ॥
অন্ধকূপে বসেৎসোপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ।
কীটৈর্নকুল মানৈশ্চ ভক্ষিতঃ সন্ততং নৃপ ॥ ৯ ॥
তপ্তক্ষারোদকং বাপি নিত্যং পিবতি খাদতি।
ততঃ সর্পোজন্ম সপ্ত কাকঃ পঞ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ১০ ॥

দেবল উবাচ।

ব্রহ্মস্বং বা দেবস্বং বা গুরুস্বম্বাপি যো হরেৎ।
সকৃতঘ্ন ইতিজ্ঞেয়ো মহাপাপী চ ভারতে ॥ ১১

তপ্তাঙ্গার তাহার ভক্ষ্য তপ্তমূত্র পানীয় ও তপ্তাঙ্গার শয্যা স্বরূপ হয় এবং সেই নরকে যমদূতগণ তাহাকে তাড়ন করে। তৎপরে সেই মহাপাপী দেবমানের ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। অতঃপর ভূমিহীন পূজাহীন, দরিদ্র, কৃপণ, রোগী ও শূদ্রের নিন্দনীয় মনুষ্য হইয়া পরিশেষে শুদ্ধিলাভ করে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

আর যে নরাধম পরকীর্ত্তি বা স্বকীর্ত্তি লোপ করে সে কৃতঘ্ন বলিয়া গণ্য। তাহার ফল কহিতেছি তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ৮ ॥

ঐ কৃতঘ্ন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত অন্ধকূপ নামক নরকে বাস করে। তথায় সে নকুল পরিমিত কীট সমুদায় কর্ত্তৃক নিরত দষ্ট হয় এবং তথায় সে নিয়ত তপ্তক্ষার ভোজন,তপ্তক্ষারোদক পান করিয়া থাকে। তৎপরে তাহাকে সপ্তজন্ম সর্প ও পঞ্চজন্ম কাকরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ ভোগাবসানে সে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ৯ ॥ ১০ ॥

অবটোদে বসেৎ সোপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ।
ততো ভবেৎ সুরাপীতি ততঃ শূদ্রস্ততঃ শুচিঃ॥ ১২॥

জৈগীষব্য উবাচ।

পিতৃ মাতৃ গুরুং শ্চাপি ভক্তিহীনো ন পালয়েৎ।
বাচা চ তাড়য়েন্নিত্যং স্বামিনং কুলটা চ যা॥ ১৩॥
সাকৃতঘ্নীতি বিখ্যাতা ভারতে পাপিনী বরা।
বহ্নিকুণ্ডং মহাঘোরং স চ সা চ প্রযাতি চ॥ ১৪॥
তত্রবহ্নৌ বসত্যেব যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
ততো ভবেজ্জলৌকাশ্চ জন্মসপ্ত ততঃ শুচিঃ॥ ১৫॥

বাল্মীকিরুবাচ।

যথা তরুষু বৃক্ষত্বং সর্ব্বত্র ন জহাতি চ।
তথা কৃতঘ্নতা রাজন্ সর্ব্বপাপেষু বর্ত্ততে॥ ১৬॥

দেবল কহিলেন মহারাজ! যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব, দেবস্ব বা গুরুস্ব হরণ করে সেই মহা পাপী কৃতঘ্ন বলিয়া কথিত। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত সে অবটোদ নামক নরকে বাস করে। তৎপরে সে সুরাপায়ী মানবরূপে উৎপন্নহয় পরে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ ভোগের পর পাপ হইতে তাহার নিষ্কৃতি লাভ হয়। ১১॥ ১২॥

জৈগীষব্য কহিলেন মহারাজ! যে ব্যক্তি ভক্তিহীন হইয়া পিতামাতা ও গুরুকে পালন না করে আর যে নারী সর্ব্বদা কটুবাক্যে স্বামিকে তাড়ন করে সেই পুরুষ কৃতঘ্ন ও সেই পাপিনীনারী কৃতঘ্নী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই নরনারীকে মহাঘোর বহ্নিকুণ্ড নামক নরকে গমন করিতে হয়। তথ য় তাহারা চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত অনল মধ্যে বাস করে। তৎপরে তাহারা সপ্তজন্ম জলৌকা হইয়া উৎপন্না হয়। পরে তাহাদিগের শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ১৩॥ ১৪॥ ১৫॥

মিথ্যাসাক্ষ্যং যো দদাতি কামক্রোধাত্তথা ভয়াৎ।
সভায়াং পাক্ষিকং বক্তি সকৃতঘ্ন ইতি স্মৃতঃ॥ ১৭॥
পুণ্যমাত্রং চাপি রাজন্ যো হন্তি স কৃতঘ্নকঃ।
সর্ব্বত্রাপি চ সর্ব্বেষাং পুণ্য হানৌ কৃতঘ্নতা॥ ১৮॥
মিথ্যাসাক্ষ্যং পাক্ষিকম্বা ভারতে বক্তি যো নৃপ।
যাবদিন্দ্রাঃ সহস্রঞ্চ সর্পকুণ্ডে বসেৎ ধ্রুবং॥ ১৯॥
সন্ততং বেষ্টিতৈঃ সর্পৈর্ভীতৈশ্চ ভক্ষিত স্তথা।
ভুঙ্‌ক্তে চ সর্পবিণ্মূত্রং যমদূতেন তাড়িতঃ॥ ২০॥
কৃকলাসো ভবেত্তত্র ভারতে সপ্তজন্মসু।
সপ্তজন্মসু মণ্ডূকঃ পিতৃভিঃ সপ্তভিঃ সহ॥ ২১॥
ততো ভবেচ্চ বৃক্ষশ্চ মহারণ্যে চ শাল্মলিঃ।
ততো ভবেন্নরোমূক্ত স্ততঃ শূদ্র স্ততঃ শুচিঃ॥ ২২॥

বাল্মীকি কহিলেন মহারাজ! যেমন তরুরাজিতে বৃক্ষত্ব পরিত্যক্ত হয় না তদ্রূপ সমস্ত পাপে কৃতঘ্নতা বিদ্যমান থাকে॥ ১৬॥

যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ বা ভয় প্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে অথবা সভামধ্যে পক্ষপাতী হইয়া বাক্য প্রয়োগ করে সে কৃতঘ্ন বলিয়া গণ্য।১৭।

যে ব্যক্তি পুণ্যমাত্র নষ্ট করে তাহাকে কৃতঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সর্ব্বস্থলেই পুণ্যহানিতে সকলের কৃতঘ্নতা সঞ্জাত হয়॥ ১৮॥

যে ব্যক্তি ভারতে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান বা সভাতে পক্ষপাতিতা অবলম্বন করে, সহস্র ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই তাহাকে সর্পকুণ্ড নামক নরকে বাস করিতে হয়। তথায় সে সর্পগণে বেষ্টিত ও সর্পদষ্ট হইয়া সর্পের বিণ্মূত্র ভোজন করে এবং যমদূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। পরে সপ্ত পিতৃগণের সহিত সে সপ্তজন্ম কৃকলাস ও সপ্তজন্ম মণ্ডূক রূপে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর মহারণ্যে সে শাল্মলী বৃক্ষরূপী হইয়া কালযাপন করে। এইরূপ ভোগাবসানে সে মনুষ্যজন্ম লাভ করে, পরে শূদ্র-

আস্তীক উবাচ।

গুর্ব্বঙ্গনানাং গমনে মাতৃগামী ভবেন্নরঃ।
নরাণাং মাতৃগমনে প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে ॥ ২৩ ॥
ভারতে নৃপতি শ্রেষ্ঠ যো দোষো মাতৃগামিনাং।
ব্রাহ্মণী গমনেচৈব শূদ্রাণাং তাবদেবহি ॥ ২৪ ॥
তাবদেব হি ব্রাহ্মণ্যা দোষঃ শূদ্রস্য মৈথুনে।
কন্যানাং পুত্রপত্নীনাং শ্বশ্রূণাং গমনে তথা ॥ ২৫ ॥
সগর্ভা ভ্রাতৃপত্নীনাং ভগিনীনাং তথৈব চ।
দোষং বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র যদাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ২৬ ॥
যঃ করোতি মহাপাপী এতাভিঃ সহ মৈথুনং।
জীবন্মৃতো ভবেৎ সোপি চাণ্ডালাস্পৃশ্য এবচ ॥ ২৭ ॥
নাধিকারো ভবেত্তস্য সূর্য্যমণ্ডল দর্শনে।
শালগ্রামং তজ্জলঞ্চ তুলস্যাশ্চ দলং জলং ॥ ২৮ ॥

জন্মের পর সেই ব্যক্তি শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ১৯। ২০। ২১। ২২।

আস্তীক কহিলেন নরবর! মনুষ্য গুরুপত্নীতে গমন করিলে মাতৃগামী রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। মাতৃগমনে প্রায়শ্চিত্ত নাই। ২৩।

মাতৃগমনে মানবের যেরূপ পাপ জন্মে ব্রাহ্মণী গমনে শূদ্রের সেইরূপ পাপ সঞ্চার হয়। আর শূদ্রের মৈথুনে ব্রাহ্মণীরও সেইরূপ পাপ সঞ্জাত হইয়া থাকে, মহারাজ! ভগবান্ কমলযোনি, কন্যা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, সগর্ভা ভ্রাতৃপত্নী ও ভাগিনী গমনে মনুষ্যের যেরূপ পাতক নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ২৪। ২৫। ২৬।

যে মহাপাপী ঐ সমস্ত নারীর সহিত মৈথুন করে সে জীবন্মৃত বলিয়া উক্ত আছে। সেই নরাধম চণ্ডালেরও অস্পৃশ্য। সূর্য্যমণ্ডল দর্শনে তাহার অধিকার থাকে না এবং সে শালগ্রামশীলা, বিষ্ণুচরণোদক,

সর্ব্বতীর্থ জলঞ্চৈব বিপ্রপাদোদকং তথা।
সপৃষ্টুঞ্চ ন শক্নোতি বিট্‌তুল্যঃ পাতকী নরঃ। ২৯।
দেবং গুরুং ব্রাহ্মণঞ্চ নমস্কর্ত্তুং ন চার্হতি।
বিষ্ঠাদিকং তদন্নঞ্চ জলং মূত্রাদিকন্তথা॥ ৩০॥
দেবতা পিতরো বিপ্রা নৈব গৃহ্নন্তি ভারতে।
ভবেত্তদঙ্গ বাতেন তীর্থমঙ্গার বাহনং॥ ৩১॥
সপ্তরাত্রমুপবসে দেবস্পর্শাৎ সুরোদ্বিজঃ।
ভারাক্রান্তা চ পৃথিবী তদ্ভারং বোঢ়ুমক্ষমা॥ ৩২॥
তৎপাপাৎ পতিতো দেশঃ কন্যাবিক্রয়িনো যথা।
তৎস্পর্শাচ্চ তদালাপাৎ শয়নাশ্রয় ভোজনাৎ॥ ৩৩॥
নৃণাঞ্চ তৎসমো পাপো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
কুম্ভীপাকে বসেৎ সোপি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং॥ ৩৪॥

তুলসাদল, তুলসীক্ত জল, সমস্ত তীর্থবারি ও বিপ্রপাদোদক স্পর্শ করিতে অধিকারী হয় না। সেই পাতকী বিষ্ঠাতুল্য অস্পৃশ্য হইয়া থাকে।২৭।২৮।২৯।

সেই নরাধমের দেব, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে নমস্কার করিবার অধিকার থাকে না। তাহার অন্ন বিষ্ঠাতুল্য ও জলমূত্রতুল্য হয়। এবং দেবতা, পিতৃগণ ও বিপ্রগণ তাহার কোনবস্তু গ্রহণ করেন না। সেই নরাধমের অঙ্গ বায়ুতে তীর্থ অঙ্গার বাহক পদার্থের ন্যায় অপবিত্র হয়।। ৩০॥ ৩১॥

দৈবক্রমে ঐ মহাপাতকী স্পর্শে দেবব্রাহ্মণের সপ্তরাত্রি উপবাস বিহিত আছে। আর অধিক কি বলিব তাহার ভার বহন অসহ্য হওয়াতে পৃথিবী ভারাক্রান্তা হইয়া থাকেন॥ ৩২॥

যেমন কন্যা বিক্রয়ী যে দেশে বাস করে সেই দেশ পতিত হয় তদ্রূপ সেই মহাপতকী যে দেশে থাকে সেই দেশ পতিত হইয়া থাকে। তাহার সংস্পর্শ বা তাহার সহিত আলাপ করিলে মানবগণের তত্তুল্য পাপসঞ্চার হয় সন্দেহ নাই। সেই নরাধম ব্রহ্মার শতবর্ষ পরিমিতকাল কুম্ভীপাক

দিবানিশং ভ্রমেত্তত্র বক্ত্রাবর্ত্তং নিরন্তরং।
দগ্ধোবাগ্নিশিখাভিশ্চ যমদূতৈশ্চ তাড়িতঃ॥ ৩৫॥
এবং নিত্যং মহাপাপী ভুঙ্‌ক্তে নিরয় যাতনাং।
আহারশ্চাতি সর্ব্বত্র কুম্ভীপাকে বিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৬॥
গতে প্রাকৃতিকে ঘোরে মহতী প্রলয়ে তথা।
পুনঃ সৃষ্টি সমারম্ভে তাসুবাসো ভবেৎ পুনঃ॥ ৩৭॥
ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি বিষ্ঠায়াঞ্চ ক্রিমির্ভবেৎ।
ততো ভবতি চাণ্ডালো ভার্য্যাহীনো নপুংসকঃ॥ ৩৮॥
সপ্তজন্মসু শূদ্রশ্চ গলৎকুষ্ঠী নপুংসকঃ।
ততো ভবেদ্ব্রাহ্মণশ্চাপ্যন্ধ কুষ্ঠী নপুংসকঃ॥ ৩৯॥
এবং লব্ধাজন্ম সপ্ত মহাপাপী ভবেন্নরঃ। ৪০।

মুনয় উচুঃ।

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং অস্মাভির্ব্বো যথাগমং।

নরকে বাস করে। সেই ঘোর নরকে দিবারাত্রি তাহাকে ভ্রমণ করিতে হয়, তথায় নিরন্তর তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে থাকে এবং নরককুণ্ডে সে অগ্নিশিখা দ্বারা দগ্ধ ও যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সে যারপর নাই বিষম যাতনা ভোগকরে। ৩৩॥ ৩৪॥ ৩৫॥

সেই মহাপাপী কুম্ভীপাকে নিত্য এই রূপ দারুন যাতনা ভোগ করে। বিশেষতঃ তথায় কিছুমাত্র আহার প্রাপ্ত হয় না। ৩৬॥

পরে প্রাকৃতিক প্রলয় গত ও মহাপ্রলয় অতীত হইলে পুনর্ব্বার সৃষ্টি আরম্ভে পুনর্ব্বার তাহার ঐরূপ নরকবাস হয়॥ ৩৭॥

অতঃপর সেই মহাপাতকী ষষ্টি সহস্র বর্ষ বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া থাকে। পরে সে ভার্য্যাহীন নপুংসক চণ্ডাল হইয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করে। ৩৮॥

তৎপরে সে সপ্ত জন্ম গলৎকুষ্ঠী নপুংসক শূদ্ররূপে সমুৎপন্ন হয়। পরে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত অন্ধ নপুংসক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

অতিথুল্যো ভবেদ্দোষোপ্যতিথীনাং পরাভবে ॥ ৪১ ॥
প্রণামং কুরু বিপ্রেন্দ্রং গৃহং প্রাপয় নিশ্চিতং।
সংপূজ্য ব্রাহ্মণং যত্নাৎ গৃহীত্বা ব্রাহ্মণাশিষঃ। ৪২।
বনংগচ্ছ মহারাজা তপস্যাং কুরু সত্বরং।
ব্রহ্মশাপে বিনির্ম্মুক্তে পুনরেবাগমিষ্যসি। ৪৩।
ইত্যুক্ত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে যযুস্তূর্ণং স্ব মন্দিরং।
সুরাশ্চাপি চ রাজানো বন্ধুবর্গাশ্চ পার্ব্বতি। ৪৪।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে হরগৌরী সম্বাদে
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

এইরূপ ভোগাবসানে সপ্তজন্ম সে মহাপাপী মানব হইয়া থাকে।৩৯।৪০।

অতঃপর ঋষিগণ একবাক্যে কহিলেন মহারাজ! এই আমরা তোমার নিকট আগমোক্ত পাতকিগণের ফল সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। অতিথির পরাভবে ঐ সমস্ত পাপের তুল্য দোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

নরবর এক্ষণে তুমি এই ব্রাহ্মণের চরণ ধারণ পূর্ব্বক ইহাঁকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া যাও এবং প্রযত্নে ইহাঁর পূজা করিয়া এই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর বনপ্রস্থান করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার গৃহে আগমন করিবে।৪২।৪৩।

পার্ব্বতি! মুনিগণ রাজাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সত্বর স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এবং দেবগণ রাজগণ ও রাজার বন্ধুবর্গ সকলেই যথাস্থানে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে হরগৌরীসম্বাদে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

গতেষু মুনিসংঘেষু শ্রুত্বা কর্ম্মফলং নৃণাং।
কিঞ্চকার নৃপশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মশাপেন বিহ্বলঃ। ১।
অতিথি র্ব্রাহ্মণোবাপি কিঞ্চকার তদা প্রভো।
জগাম নৃপগেহং বা ন বা তদ্বক্তু মর্হসি। ২।

মহেশ্বর উবাচ।

গতেষু মুনিসংঘেষু নিন্দাগ্রস্তো নরাধিপঃ।
প্রেরিতশ্চ বশিষ্ঠেন ধর্ম্মিষ্ঠেন পুরোধসা। ৩।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ পাদয়ো র্ব্রাহ্মণস্য চ।
ত্যক্ত্বা মন্যুং দ্বিজশ্রেষ্ঠো দদৌ তস্মৈ শুভাশিষং। ৪।
সস্মিতং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ত্যক্ত্বা মন্যুং কৃপাময়ং।
উবাচ নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ সাশ্রুনেত্রঃ পুটাঞ্জলিঃ। ৫।

পার্ব্বতী কহিলেন নাথ! মুনিবর রাজেন্দ্র সুযজ্ঞকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গমন করিলে সেই নরবর ব্রহ্মশাপে বিহ্বল হইয়া কি কার্য্য করিলেন এবং সেই অতিথি ব্রাহ্মণ রাজভবনে গমন করিলেন কি না আপনি তাহা বিশেষ করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ ২ ॥

মহেশ্বর কহিলেন পার্ব্বতি! মুনিগণ প্রস্থান করিলে নিন্দাগ্রস্ত নরপতি সুযজ্ঞ,পুরোহিত ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠদেবের উপদেশানুসারে সেই অতিথি ব্রাহ্মণের নিকট দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার চরণ যুগল ধারণ করিলেন। তাহাতে সেই ব্রাহ্মণের ক্রোধশান্তি হইল। তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

তৎকালে নরপতি ব্রাহ্মণকে শান্তমূর্ত্তি মহাস্যবদন ও কৃপাময় দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অতিশয় বিনীতভাবে কহিলেন ॥ ৫ ॥

রাজোবাচ।

কুত্রবংশে ভবান্ জাতঃ কিংনাম ভবতঃ প্রভো।
কিংনাম বাপি তদ্ব্রূহি ক্ক বাঃ কথমিহাগতঃ। ৬।
বিপ্ররূপী স্বয়ংবিষ্ণুর্গূঢ়ঃ কপট মানুষঃ।
সাক্ষাৎ স মূর্ত্তিমানগ্নিঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা। ৭।
কোবা গুরুস্তে ভগবন্নিষ্ট দেবশ্চ ভারতে।
তববেশঃ কথময়ং জ্ঞানপূর্ণস্থ সাংপ্রতং। ৮।
গৃহাণ রাজ্যং নিখিলমৈশ্বর্য্যং কোষ মে বচ।
স্বভৃত্যং কুরু মে পুত্রং মাঞ্চদাসীং স্ত্রিয়ং মুনে॥ ৯॥
সপ্তসাগর সংযুক্তাং সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাং।
নবত্বমুপ দ্বীপানাং সশৈলবন শোভিতাং॥ ১০॥

রাজা সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আপনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আপনার নাম কি? কোন্ স্থানে আপনার বাস এবং কোথা হইতেই বা এক্ষণে আগমন করিয়াছেন, কৃপা করিয়া তাহা আনুপুর্ব্বিক সমস্ত আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ৬।

প্রভো! আমার জ্ঞান হয় আপনি বিপ্ররূপী স্বয়ং বিষ্ণু, গূঢ়রূপে কপটে মানুষদেহ ধারণ করিয়াছেন। কারণ আপনাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ অগ্নিস্বরূপ ও ব্রহ্মতেজে জাজ্বলামান্ দেখিতেছি॥ ৭॥

প্রভো! এই ভারতে কোন্ মহাত্মা আপনার গুরু এবং আপনার ইষ্টদেবই বা কে? আপনি কিজন্য এরূপ কপট বেশ ধারণ করিয়াছেন এক্ষণে আপনাকে আমি পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন দেখিতেছি॥ ৮॥

মুনিবর! আমার নিতান্ত মানস হইয়াছে যে এক্ষণে আপনি আমার রাজ্য ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিয়া আমার পুত্রকে ও আমাকে ভৃত্যরূপে এবং আমার পত্নীকে দাসীরূপে নিযুক্ত করুন॥ ৯॥

ভগবন্! এই সপ্তসাগর বেষ্টিতা শৈলকানন শোভিতা সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী

ময়া ভৃত্যেন ত্বং সাধ্বি রাজেন্দ্রো ভব ভারতে।
রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণে তিষ্ঠ সিংহাসনে বরে॥ ১১ ॥
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ পরমং তত্ত্বং মদ্দত্তং সর্ব্বদুর্ল্লভং॥ ১২ ॥

অতিথিরুবাচ।

মরীচীর্ব্রহ্মণঃপুত্র স্তৎপুত্রঃ কশ্যপ স্বয়ং।
কশ্যপস্য সুতাঃ সর্ব্বে প্রাপ্তা দেবত্বমীপ্সিতং॥ ১৩ ॥
তেষু তুষ্টা মহাজ্ঞানী চকার পরমং তপঃ।
দিব্যং বর্ষ সহস্রঞ্চ পুষ্করে দুষ্করং তপঃ॥ ১৪ ॥
সিষিবে ব্রাহ্মণার্থঞ্চ দেবদেবং হরিং পরং।
নারায়ণাদ্বরং প্রাপ বিপ্রস্তেজস্বিনং সুতং॥ ১৫ ॥
ততো বভূব তেজস্বী বিশ্বরূপ স্তপোধনঃ।
প্রবোধ সং চকারেন্দ্রো বাকপতৌ তং ক্রুধাগতে॥ ১৬ ॥

ও উপদ্বীপ সমুদায় গ্রহণ করিয়া রাজরাজেশ্বর হউন। আমি আপনার ভৃত্য। আমার দ্বারা আপনার রাজ্য শাসিত হইবে। এক্ষণে আপনি উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে আরোহণ করুন॥ ১০॥ ১১॥

দেবি! মুনিবর নরপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া আমার প্রদত্ত পরম তত্ত্ব বর্ণন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ! ব্রহ্মার একটি মানস-পুত্রের নাম মরীচি। সেই মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন, সেই কশ্যপের পুত্রগণ দেবরূপে পরিগণিত হইয়াছেন॥ ১২॥ ১৩॥

মহাজ্ঞানী কশ্যপ দেবগণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই সুতরাং তিনি এক ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় পুষ্করতীর্থে দেবমানের সহস্রবর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়া দেবাদিদেব মহাদেব ও পরমাত্মা হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। তথায় নারায়ণ হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া তিনি এক তেজস্বী পুত্র লাভ করিলেন॥ ১৪॥ ১৫॥

মাতামহেভ্যো দৈত্যেভ্যো দত্তবন্তং ঘৃতাহুতীং।
চিচ্ছেদ তং সুনাশীরো ব্রাহ্মণং মাতুরাজ্ঞয়া॥ ১৭॥
বিশ্বরূপস্য তনয়ো বিরূপো মৎপিতা নৃপ।
অহঞ্চ সুতপা নাম বৈরাগী কাশ্যপি দ্বিজঃ॥ ১৮॥
মহাদেবো মমগুরু র্ব্বিদ্যা জ্ঞান মনুপ্রদঃ।
অভীষ্টদেব সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥ ১৯॥
চিন্তয়ামি তৎপদাব্জং ন মে বাঞ্ছাস্তি সম্পদে।
সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্য রাধিকাপতিঃ॥ ২০॥
তেন দত্তং ন গৃহ্নামি বিনা তৎ সেবনং শুভং।
ব্রহ্মাত্ব মমরত্বম্বা ন মন্যে জলবিম্ববৎ॥ ২১॥

সেই তেজস্বী পুত্র তপোধন বিশ্বরূপ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তাহাতে বাক্‌পতি কোপাবিষ্ট চিত্তে সমাগত হইলে দেবরাজ তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।। ১৬।।

তৎপরে ঐ তেজস্বী কশ্যপতনয় মাতামহ দৈত্যগণের প্রীতিকামনায় ঘৃতাহুতি প্রদান করাতে সুনাশীর মাতৃ আজ্ঞায় তাহার শিরশ্ছেদন করিয়াছেন।। ১৭।।

সেই বিশ্বরূপের পুত্রের নাম বিরূপ, সেই তপোধন বিরূপ আমার পিতা। আমার নাম সুতপা, আপনাকে আর অধিক কি বলিব আমি কশ্যপ-বংশজাত হইয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি।। ১৮।

মহারাজ! দেবাদিদেব মহাদেব আমার গুরু। তিনিই আমার বিদ্যা, জ্ঞান ও মন্ত্রদাতা। আর প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বাত্মা পরাৎপর পরব্রহ্ম গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ আমার ইষ্টদেব জানিবে। ১৯।

মহারাজ! আমি নিরন্তর সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের চরণকমল হৃদয়ে চিন্তা করিতেছি, আমার ঐশ্বর্য্যলাভের বাঞ্ছা নাই, অধিক কি বলিব, যদি সেই রাধাকান্ত কৃষ্ণ আমাকে সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য ও সামীপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রদান করেন তাহাহইলেও আমি তাহা গ্রহণ করিনা, কেবল সেই

ভক্তি ব্যবহিতং মিথ্যাভ্রমমেব তু নশ্বরং।
ইন্দ্রত্বং বা মনুত্বং বা সৌরত্বম্বা নরাধিপ॥ ২২॥
ন মন্যে জলরেখেতি নৃপত্বং কেন গণ্যতে।
শ্রুত্বা সুযজ্ঞ যজ্ঞে তু মুনীনাং গমনং নৃপ॥ ২৩॥
লালসা বিষ্ণুভক্তির্মে প্রাপ্তিহেতুমিহাগতঃ।
কেবলানুগৃহীত স্ত্বং নহি শপ্তো ময়াধুনা॥ ২৪॥
সমুদ্ধৃতশ্চ পতিতো ঘোরে নিম্নে ভবার্ণবে।
নহ্যন্যযানি তীর্থানি ন দেবামৃচ্ছিলাময়াঃ॥ ২৫॥
তে পুনস্ত্যরুকালেন কৃষ্ণভক্তাশ্চ দর্শনাৎ।
রাজন্নির্গম্যতাং গেহাদ্দেহি রাজ্যং সুতায চ॥ ২৬॥

হরির চরণ সেবা ভিন্ন কিছুতেই আমার কামনা নাই আমি অমরত্ব বা ব্রহ্মত্বকেও জলবিম্বের ন্যায় নশ্বর জ্ঞান করিয়া থাকি। ২০॥ ২১॥

নরনাথ! যাহাতে হরিভক্তি ব্যবহিত আছে সে সমস্তই মিথ্যা ভ্রমাত্মক ও নশ্বর। ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব বা সৌরত্ব হরিভক্তির বিঘ্নজনক, সুতরাং তৎসমুদায় আমার পরিত্যজ্য। তুমি রাজত্বের কথা কি বলিতেছ, আমি তাহা জলরেখার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর জ্ঞান করি এরূপ তুচ্ছ রাজ্যগ্রহণে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া থাকে? একমাত্র হরিভক্তিতেই আমার লালসা বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি তোমার যজ্ঞে মুনিগণের সমাগম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই সাধুসংসর্গে ভগবদ্ভক্তিলাভের কামনায় এইস্থানে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হওনাই শাপপ্রদানে কেবল তুমি মৎকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছ। ২২॥ ২৩॥ ২৪॥

মহারাজ! তুমি এই ভয়ঙ্কর ভবার্ণবে পতিত রহিয়াছ, এক্ষণে শাপপ্রদান করাতে তোমার নিস্তারের উপায় হইল। যে সমস্ত তীর্থ এবং মৃণ্ময় ও শিলাময় দেবপ্রতিমা বিদ্যমান আছে, বহুকাল তৎসমুদায়ের সেবা করিলে জীব পবিত্র হয় কিন্তু হরিপরায়ণ ভক্তবৃন্দের দর্শনমাত্র

পুত্রেন্যস্য প্রিয়াং সাধ্বীং গচ্ছ বৎস বনং ত্বরা।
ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বংমিথ্যৈব ভূমিপ ॥ ২৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণং ভজ রাধেশং পরমাত্মানমীশ্বরং।
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদিভিঃ ॥ ২৮ ॥
আবির্ভূতৈ স্তিরোভূতৈঃ প্রাকৃতৈঃ প্রকৃতেঃ পরং।
ব্রহ্মাস্রষ্টা হরিঃ পাতা হর সংহার কারকঃ ॥ ২৯ ॥
দিক্‌পালাশ্চ দিগীশাশ্চ ভ্রমন্তি যস্য মায়য়া।
যদাজ্ঞয়া বাতি বায়ুঃ সূর্য্যো দিনপতিঃ সদা ॥ ৩০ ॥
নিশাপতিঃ শশী শশ্বৎ শস্য সুস্নিগ্ধকারকঃ।
কালেন মৃত্যুঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্ববিশ্বেষু ভীতবৎ ॥ ৩১ ॥
কালে বর্ষতি শক্রশ্চ দহত্যগ্নিশ্চ কালতঃ।

জীবের পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার ও স্বীয় সাধ্বী ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া শীঘ্র বন প্রস্থান কর। রাজন্! বিবেচনা করিয়া দেখ এই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মিথ্যাময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

নরনাথ! এক্ষণে তুমি সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির দুরারাধ্য ধ্যানের অসাধ্য পরাৎপর পরমাত্মা রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে ভজনাকর। ২৮ ॥

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বারংবার ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদি আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াথাকেন, তিনি প্রকৃতি হইতে অতীত। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই ত্রিজগত সংসারমধ্যে ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা, হরি পালন কর্ত্তা ও রুদ্র সংহার কর্ত্তা হইয়াছেন। ২৯ ॥

সেই পরাৎপর কৃষ্ণের মায়াতেই দিক্‌পালগণ ও দিগীশগণ ভ্রমণ করিতেছেন আর তাঁহার আজ্ঞাতেই বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্যদেব নিয়ত কিরণজাল বর্ষণে দিনমান প্রকাশিত ও নিশাকর কিরণ বর্ষণে শস্য সমুদায় সুস্নিগ্ধ করিতেছেন, তাঁহার আজ্ঞাতেই মৃত্যু যথা-

ভীতবৎ বিশ্বশাস্তাচ প্রজা সংযমনো যমঃ ॥ ৩২ ॥
কালঃ সংহরন্তে কালে কালে সৃজন্তি পান্তি চ।
স্বদেশে চ সমুদ্রশ্চ স্বদেশে চ বসুন্ধরা ॥ ৩৩ ॥
স্বদেশে পর্ব্বতাশ্চৈব স্বপাতালাঃ স্বদেশতঃ।
স্বর্লোকাঃ সপ্তরাজেন্দ্র সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৩৪ ॥
শৈল সাগর সংযুক্তাঃ পাতালাঃ সপ্তএবচ।
এভির্লোকৈশ্চ ব্রহ্মাণ্ডং ডিম্বাকারং জলপ্লুতং ॥ ৩৫ ॥
সন্ত্যেব প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
সুরা নরাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্ব্বা রাক্ষসাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
আপাতালাদ্ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তং ডিম্বরূপকং।
ইদমেবন্ত ব্রাহ্মাণ্ডং ব্রহ্মণঃ কৃত্রিমং নৃপ ॥ ৩৭ ॥

কালে ভীতবৎ সমস্ত বিশ্বের সমস্ত প্রাণিতে সঞ্চরণ করিতেছে এবং তাঁহার আজ্ঞাতেই ইন্দ্র যথাকালে বর্ষণ অগ্নি যথাকালে তাপপ্রদান ও লোকনাশকযম ভীতবৎ হইয়া সমস্তবিশ্বের শাসন করিতেছেন ।৩০।৩১।৩২।

সেই পরাৎপর কৃষ্ণের আজ্ঞাতেই ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, বিষ্ণু সমস্ত পালন ও রুদ্র যথাকালে সমুদায় সংহার করিতেছেন। সমুদ্র, পৃথিবী, পর্ব্বত ও পাতাল সমুদায় সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম কৃষ্ণের স্বদেশ অর্থাৎ অধিকৃত স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং তিনি সর্ব্ব ব্যাপী। সপ্ত স্বর্লোক শৈল সাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ও সপ্তপাতাল এই সমুদায় সম্বলিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কেবলডিম্বাকার। ইহার চতুর্দ্দিক্ কেবলমাত্র জল দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে ।৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

ঐরূপ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সুর নর নাগ গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ বিদ্যমান এবং সকলেই স্বকার্য্য সাধন করিতেছে। ৩৬।

মহারাজ! পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন ডিম্বাকার। উহাই ব্রহ্মাণ্ড ঐ ব্রহ্মাণ্ডই সেই পরমাত্মা দয়াময় গোলোকপতি

নাভিপদ্মে বিরাড়বিষ্ণোঃ ক্ষুদ্রস্য জলশায়িনঃ।
স্থিতং যথা পদ্মবীজ কর্ণিকারঞ্চ পঙ্কজে ॥ ৩৮ ॥
এবং সোপি শয়ানশ্চ জলতল্পেষু বিস্তৃতে।
ধ্যায়তে স মহাযোগী প্রাকৃতঃ প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৩৯ ॥
মহদ্বিষ্ণোর্লোমকূপে সাধারঃ সোঽস্তি বিস্তৃতে।
লোম্নাংকুপেষু প্রত্যেক মেবং বিশ্বানি সন্তি বৈ ॥ ৪০ ॥
মহদ্বিষ্ণোর্গাত্রলোম্নাং ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ ভূমিপ।
সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্নোতি কৃষ্ণোপ্যন্যস্য কাকথা ॥ ৪১ ॥
মহাবিষ্ণুঃ প্রকৃতশ্চ সোপি ডিম্বোদ্ভবঃ সদা।
ভবেৎ কৃষ্ণেচ্ছয়া ডিম্বঃ প্রকৃতে র্গর্ভসম্ভবঃ ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বাধারো মহাবিষ্ণুঃ কালভীতঃ স শঙ্কিতঃ।

শ্রীকৃষ্ণের কৃত্রিম রূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩৭ ॥

যখন সেই বিরাট্ রূপী বিষ্ণু ক্ষুদ্র হইয়া জলশায়ী হন তখন পদ্ম মধ্যে যেমন পদ্মবীজকর্ণিকার থাকে তদ্রূপ তাঁহার নাভিপদ্মে ঐ ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি হয়। ৩৮ ॥

এইরূপে সেই মহাযোগী বিরাট্ রূপী প্রকৃত বিষ্ণু বিস্তৃত জলশয্যায় শয়ান হইয়া প্রকৃতি হইতে অতীত পরমপুরুষের ধ্যান করেন। ৩৯ ॥

তৎকালে মহাবিষ্ণুর লোমকূপ সেই বিরাট্রূপী বিষ্ণুর আধার হয়। সেই মহাবিষ্ণুর প্রত্যেক লোমকূপে নিখিল বিশ্বস্থিতি করে। ৪০ ॥

মহারাজ! সেই মহাবিষ্ণুর গাত্রের লোম সমুদায়ে ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ের অবস্থিতি। অন্যের কথা দূরে থাকুক পরব্রহ্ম ভগবান্ কৃষ্ণও তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ৪১ ॥

সেই মহাবিষ্ণুও প্রাকৃতরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন। ডিম্বাকার ব্রহ্মাণ্ড হইতে তাঁহারও উদ্ভব হয়। পরমাত্মা দয়াময় কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকৃতির গর্ভে সেই ডিম্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৪২ ॥

কালেশং ধ্যায়তে শশ্বৎ কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরং ॥ ৪৩ ॥
এবঞ্চ সর্ব্ব বিশ্বস্থা ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
মহান্ বিরাট্ প্রাকৃতিকঃ সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ সদা ॥ ৪৪ ॥
সা সর্ব্ব বীজরূপা চ মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
কালে লীনাচ কালেশে কৃষ্ণে তং ধ্যায়তে সদা ॥ ৪৫ ॥
এবং সর্ব্বে কালভীতাঃ প্রকৃতিঃ প্রাকৃতাস্তথা।
আবির্ভূতা স্তিরোভূতা কালেন পরমাত্মনি ॥ ৪৬ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং মহাজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং।
শিবেন গুরুণা দত্তং কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে হরগৌরী সম্বাদে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সেই মহাবিষ্ণু সর্ব্বাধার। তিনিও কালভীত হইয়া শঙ্কিতচিত্তে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর কালেশ্বর পরমাত্মা কৃষ্ণকে ধ্যান করেন ॥ ৪৩ ॥

এইরূপে সমস্ত বিশ্বে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি অবস্থান করিতেছেন এবং যে মহাবিরাট্ অবস্থিত আছেন সমস্তই প্রাকৃতিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মহাপ্রকৃতি সর্ব্ববীজরূপা ঈশ্বরী বলিয়া কথিতা হন। কালে তিনি সেই কালেশ্বর পরাৎপর কৃষ্ণে লীনা হইয়া তাঁহাকেই ধ্যান করেন। ৪৪। ৪৫।

সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে জাত সমস্তই এইরূপ কালভীত। সমুদায়ই বারংবার সেই কালরূপ পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত এবং তিরোভূত অর্থাৎ তাহাতেই লীন হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

মহারাজ! আমার গুরু দেবাদিদেব আমাকে যে সুদুর্ল্লভ মহাজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে হরগৌরীসম্বাদে ত্রিপঞ্চাশত্তমঅধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

কুত্রাধারো মহাবিষ্ণোঃ সর্ব্বাধারস্য তস্যচ।
কালভীতস্য কতিচ কালমায়া মুনীশ্বরঃ। ১।
ক্ষুদ্রস্য কতিচিৎ কালং ব্রহ্মণঃ প্রকৃতেস্তথা।
মনোরিন্দ্রস্য চন্দ্রস্য সূর্য্যস্যায়ুস্তথৈবচ। ২।
অন্যেষাঞ্চ জনানাঞ্চ প্রাকৃতানাং পরং বযঃ।
বেদোক্তং সুবিচার্য্যঞ্চ বদ বেদবিদাম্বর। ৩।
বিশ্বানামূর্দ্ধভাগে চ কশ্চ বালোক এবসঃ।
কথয় স্ব মহাভাগ সন্দেহ চ্ছেদনং কুরু। ৪।

মুনিরুবাচ।

বিশ্বানাং গোলোকং রাজন্ বিস্তৃতঞ্চ নভঃ সমং।
শশ্বন্নিত্যং ডিম্বরূপং শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা সমুদ্ভবং। ৫।

রাজা কহিলেন মুনিবর! সেই কালভীত সর্ব্বাধার মহাবিষ্ণুর আধার কোথায়? কালমায়া কতপ্রকার? ক্ষুদ্র ব্রহ্মা ও প্রকৃতির স্থিতিকালের পরিমাণ কত? মনু, ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্যের আয়ুষ্কাল কি? অন্যান্য প্রাকৃতিক জনগণের বয়ঃক্রম কি প্রকার? এবং সমস্ত বিশ্বের উপরিভাগে কোন্ লোক আছে? তৎসমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি। আপনি বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, অতএব বেদনির্দ্দিষ্ট সেই সমুদায় বিষয় আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার অন্তঃকরণের সংশয় চ্ছেদ করুন॥ ১॥ ২॥ ৩॥ ৪॥

মুনিবর কহিলেন মহারাজ! বিশ্ব সমুদায়ের মধ্যে গোলোকধাম নিত্য, গোলোকধাম পরমাত্মা কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই

জলেন পরিপূর্ণঞ্চ কৃষ্ণস্য মুখবিন্দুনা।
সৃষ্টোন্মথস্যাদিসর্গে পরিশ্রান্তস্য ক্রীড়তঃ। ৬।
প্রকৃত্যা সহ যুক্তস্য কলয়ানিজযানৃপ।
তত্রাধারো মহদ্বিষ্ণো র্বিশ্বাধারস্য বিস্তৃতঃ। ৭।
প্রকৃতের্গর্ভসংযুক্ত ডিম্বোদ্ভূতস্য ভূমিপ।
সুবিস্তৃতে জলাধারে শয়ানশ্চ মহাবিরাট্। ৮।
রাধেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য ষোড়শাংশ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দূর্ব্বাদল শ্যামরূপঃ সস্মিতশ্চ চতুর্ভুজঃ। ৯।
বনমালাধর শ্রীমান্ শোভিতঃ পীতবাস সা।
ঊর্দ্ধং নভসিসদ্বিষ্ণো র্নিত্য বৈকুণ্ঠ মেব চ। ১০।
আত্মাকাশং সমোনিত্যো বিস্তৃতশ্চন্দ্র বিম্ববৎ।
ঈশ্বরেচ্ছা সমুদ্ভূতো নির্লক্ষশ্চ নিরাশ্রয়ঃ। ১১॥

গোলোকধাম আকাশবৎ বিস্তৃত ও ডিম্বাকার। আদি সৃষ্টিকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিবিষয়ে উন্মত্ত হইয়া নিজাংশজাতা প্রকৃতির সহিত ক্রীড়মান হইয়াছিলেন, সেই ক্রীড়াপরিশ্রমে তাঁহার মুখমণ্ডলে স্বেদবারি বিনির্গত হয় সেই স্বেদজলে ঐ ডিম্বাকার গোলোকধাম পরিপূর্ণ রহিয়াছে ঐ গোলোকধামই প্রকৃতির গর্ভসংযুক্ত ডিম্বোৎপন্ন বিস্তীর্ণ বিশ্বাধার মহাবিষ্ণুর আধার। সেই মহাবিরাট্ সেই সুবিস্তীর্ণ জলাধারে নিরবচ্ছিন্ন শয়ান রহিয়াছেন॥ ৫। ৬। ৭। ৮॥

সেই মহাবিরাট্ রাধাকান্ত কৃষ্ণের ষোড়শাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। তিনি দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ বনমালা বিরাজিত শ্রীমান্ ও পীতাম্বরধারী ঈষৎ হাস্যযুক্ত চতুর্ভুজ। আর নভোমণ্ডলের উপরিভাগে বিষ্ণুর অধিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠধাম, উহা নিত্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৯। ১০॥

ঐ বৈকুণ্ঠধাম আত্মা ও আকাশতুল্য নিত্য চন্দ্রবিম্বের ন্যায় বিস্তীর্ণ নির্লক্ষ ও নিরাশ্রয়। ঈশ্বরেচ্ছায় উহা সমুদ্ভূত হইয়াছে॥ ১১॥

আকাশবৎ সুবিস্তার্য্য শ্চামূল্য রত্ননির্ম্মিতং।
তত্র নারায়ণ.শ্রীমান্ বনমালী চতুর্ভুজঃ। ১২।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী পতিরীশ্বরঃ।
সুনন্দ নন্দকুমুদ পার্ষদাদিভি বন্দিতঃ॥ ১৩॥
সর্ব্বেশঃ সর্ব্বসিদ্ধেশো ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহঃ।
শ্রীকৃষ্ণশ্চ দ্বিধাভূতো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ॥ ১৪॥
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজ স্বয়ং।
ঊর্দ্ধোবৈকুণ্ঠদেশাচ্চ পঞ্চাশৎকোটি যোজনাৎ। ১৫।
গোলোকো বর্ত্তুলাকারো বিশিষ্টঃ সর্ব্বলোকতঃ।
অমূল্য রত্ননির্ম্মাণৈ র্মন্দিরৈশ্চ বিভূষিতঃ॥ ১৬॥
রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণৈ স্তম্ভশোপান চিত্রিকৈঃ।
মনীন্দ্র দর্পণাশক্তৈঃ কবাট কলসোজ্জ্বলৈঃ॥ ১৭॥

ঐ আকাশবৎ সুবিস্তীর্ণ বৈকুণ্ঠধাম অমূল্য রত্নে নির্ম্মিত। তথায় বনমালা বিরাজিত শ্রীসম্পন্ন চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজিত আছেন॥ ১২॥

লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসী সেই চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী। সুনন্দ নন্দ কুমুদ পার্ষদাদিগণ সর্ব্বদা সেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুর সেবা করেন।১৩।

তিনি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দ্বিধাভুত হইয়া দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ রূপে বিরাজিত হইয়াছেন॥ ১৪॥

বৈকুণ্ঠধামে চতুর্ভুজ নারায়ণ বাস করেন আর গোলোকধামে দ্বিভুজ কৃষ্ণ স্বয়ং অবস্থান করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠধামের পঞ্চাশৎকোটি যোজন ঊর্দ্ধে গোলোকধাম। গোলোকধাম বর্ত্তুলাকার ও সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ, উহা অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মন্দির ও উৎকৃষ্ট রত্নসার নির্ম্মিত চিত্রিত সোপান ও স্তম্ভাবলীতে বিভূষিত রহিয়াছে সেই গোলোকধাম মনীন্দ্র খচিত দর্পণ, উজ্জ্বল কবাট সমুজ্জ্বল কলস ও নানা চিত্রবিচিত্র শিবিরে শোভমান।

নানা চিত্রবিচিত্রৈশ্চ শিবিরৈশ্চ বিরাজিতঃ।
কোটিযোজন বিস্তীর্ণো দৈর্ঘ্যে শতগুণোপি চ ॥
বিরজা সরিদাকীর্ণঃ শতশৃঙ্গেন বেষ্টিতঃ ॥ ১৮ ॥
সরিদর্দ্ধ প্রমাণেন দৈর্ঘ্যেণ বিস্তৃতে নচ।
শৈলার্দ্ধ পরিমাণেন যুক্তো বৃন্দাবনে নচ ॥ ১৯ ॥
তদর্দ্ধ মাননির্ম্মাণ রাসমণ্ডল মণ্ডিতঃ।
সরিৎ শৈলবনাদীনাং মধ্যে গোলোক এবচ ॥ ২০ ॥
যথা পঙ্কজ মধ্যে চ কর্ণিকারো মনোহরঃ।
তত্র গো গোপগোপীভির্গোপীশো রাসমণ্ডলে ॥ ২১ ॥
রাসেশ্বরী রাধিকায়া সংযুক্তঃ সন্ততং নৃপ।
দ্বিভুজো মুরলীহস্ত শিশুগোপাল রূপধৃক্ ॥ ২২ ॥

উহার বিস্তার কোটিযোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার শতগুন। বিরজা নদী ঐ পরমধাম বেষ্টিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সেই বিরজা নদীর অর্দ্ধপরিমিত দীর্ঘ ও তদনুরূপ বিস্তীর্ণ শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে উহা বেষ্টিত, আর সেই শতশৃঙ্গ পর্ব্বতের অর্দ্ধপরিমিত বৃন্দাবনে উহা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

সেই বৃন্দাবনের অর্দ্ধপরিমিত স্থানে রমণীয় রাসমণ্ডল নির্ম্মিত আছে। এইরূপ ঐ নদী শৈল ও বনাদির মধ্যভাগে সেই নিত্যানন্দ নিরাময় গোলোকধাম বিরাজিত আছে ॥ ২০ ॥

যেমন পদ্মমধ্যে মনোহর কর্ণিকার বিদ্যমান থাকে তদ্রূপ সেই গোলোকধাম মধ্যেতে রাসমণ্ডলে গো, গোপ ও গোপীগণের মধ্যে গোপীনাথ পরব্রহ্ম দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ শোভমান রহিয়াছেন। ২১॥

মহারাজ! সেই রাসমণ্ডলমধ্যে রাসেশ্বরী রাধিকা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে বিরাজমানা রহিয়াছেন, আর সেই দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ শিশু গোপাল রূপধারী হইয়া মুরলী হস্তে তথায় অবস্থান করিতেছেন। ২২।

বহ্নিশুদ্ধাং সুকাধানো রত্নভূষণ ভূষিতঃ।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গ রত্নমালা বিরাজিতঃ॥ ২৩॥
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নছত্রেণ ছত্রিতঃ।
শশ্বৎ স প্রিয় গোপালৈঃ সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ॥ ২৪॥
গোপীভিঃ সেবিতাভিশ্চ মালা চন্দন চর্চ্চিতং।
সস্মিতা সকটাক্ষাভিঃ সুবেশাভিশ্চ বীক্ষিতঃ॥ ২৫॥
কথিতো লোকনির্ম্মাণো যথাশক্তি যথাগমং।
যথা শ্রুতং শম্ভুবক্ত্রাৎ কালমানং নিশাময়॥ ২৬॥
ষট্‌পলং পাত্রনির্ম্মাণং গভীরং চতুরঙ্গুলং॥ ২৭॥
স্বর্ণমাষৈঃ কৃতছিদ্রং দণ্ডৈশ্চ চতুরঙ্গুলৈঃ।
যাবজ্জলপ্লুতং পাত্রং তৎকালং দণ্ডমেব চ। ২৮॥

সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তথায় বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক রত্নভূষণে ভূষিত রত্নমালা বিরাজিত ও চন্দন চর্চ্চিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার মস্তকে রত্নছত্র শোভা পাইতেছে, প্রিয় গোপালগণ নিরন্তর তাঁহাকে শ্বেত চামরদ্বারা ব্যজন করিতেছে এবং সুবেশধারিণী সহাস্যবদনা রূপলাবণ্যবতী গোপীকাগণ সেই মালাচন্দন চর্চ্চিত কৃষ্ণের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কটাক্ষবিক্ষেপ করিতেছেন।২৩।২৪।২৫।

মহারাজ! আমি লোক নির্ম্মাণ বিষয় আমার গুরু দেবাদিদেবের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহা বর্ণন করিলাম এক্ষণে কালপরিমাণ তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ আমার বিদিত আছে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। শ্রবণকর। একটি ষট্‌পল পাত্র প্রস্তুত করিয়া একমাষা পরিমিত চতুরঙ্গুল দীর্ঘ স্বর্ণশলাকাদ্বারা উহা ছিদ্রান্বিত করিয়া জলমধ্যে স্থাপন করিলে ঐ পাত্রটি যে সময় মধ্যে জলপূর্ণ হয় এতৎপরিমিত কালকেই দণ্ড কহে। ২৬॥ ২৭॥ ২৮॥

দণ্ডদ্বয়ে মুহূর্ত্তঞ্চ যামস্তস্য চতুর্গুণঃ।
বাসরশ্চাষ্টভির্যামৈঃ পক্ষঃপঞ্চদশ স্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥
মাসোদ্বাভ্যাঞ্চ পক্ষাভ্যাং বর্ষো দ্বাদশমাসকৈঃ।
মাসেন চ নরাণাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ অহর্নিশং ॥ ৩০ ॥
কৃষ্ণপক্ষে দিনং প্রোক্তং শুক্লেরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৎসরেণ নরাণাঞ্চ দেবানাঞ্চ দিবানিশং ॥ ৩১ ॥
উত্তরায়ণে দিনং প্রোক্তং রাত্রিশ্চ দক্ষিণায়নে।
যুগকর্ম্মানুরূপঞ্চ নরাদীনাং বয়োনৃপ ॥ ৩২ ॥
প্রকৃতেঃ প্রাকৃতানাঞ্চ ব্রহ্মাদীনাং নিশাময়।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগং ॥ ৩৩ ॥
দিব্যৈ র্দ্বাদশ সাহস্রৈঃ সাবধানং নিশাময়।
চত্বারিত্রীণিদ্বেচৈকং কৃতাদিষু যথাযুগং ॥ ৩৪ ॥
তেষাঞ্চ সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশৌ দ্বে সহস্রে প্রকীর্ত্তিতে।

ঐ রূপ দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত চারি মুহূর্ত্তে এক প্রহর, আট প্রহরে এক দিন, পঞ্চদশ দিনে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস ও দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয়। মনুষ্যমানের ঐ মাস পরিমাণে পিতৃগণের দিবা-রাত্রি হইয়া থাকে। ২৯ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণপক্ষ পিতৃগণের দিন ও শুক্লপক্ষ রাত্রিরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। মনুষ্যমানের সংবৎসরে দেবগণের দিবারাত্রি রূপে কথিত হয়। উত্তরায়ণ দেবগণের দিন ও দক্ষিণায়ণ দেবগণের রাত্রি রূপে নির্দ্দিষ্ট, যুগধর্ম্মা-নুরূপ মনুষ্যাদির বয়ঃক্রম নিরূপিত আছে। ৩১ ॥ ৩২ ॥

মহারাজ! এক্ষণে প্রকৃতিজাত ব্রহ্মাদির নিয়মিতকাল কহিতেছি শ্রবণ কর। মনুষ্যমানে সত্য,ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট আছে। দেবমানের দ্বাদশ সহস্র যুগে মনুষ্যমানের ঐ সত্য,ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ এবং তৎসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ স্থিরীকৃত হয় অর্থাৎ দেবমানের

ত্রিচত্বারিংশল্লক্ষেণ বিংশৎসহস্রাধিকেন চ ॥ ৩৫ ॥
চতুর্য্যুগং পরিমিতং নরমাণক্রমেণ চ।
সপ্তদশলক্ষমিতং অষ্টাবিংশৎ সহস্রকং ॥ ৩৬ ॥
নৃমানেন কৃতযুগং সংখ্যাবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং।
দ্বিষড়্লক্ষ পরিমিতং ষণ্ণবতি সহস্রকং ॥ ৩৭ ॥
ত্রেতাযুগং পরিমিতং কালবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং।
অষ্টলক্ষ পরিমিতং চতুঃষষ্টি সহস্রকং। ৩৮।
পরিমিতং দ্বাপরঞ্চৈব প্রোক্তং সংখ্যা বিপশ্চিতা।
চতুর্লক্ষ পরিমিতং দ্বাত্রিংশচ্চ সহস্রকং।
নৃমাণাব্দং কলিযুগং বিদুঃ কাল বিপশ্চিতঃ। ৩৯।
যথা চ সপ্তবারাশ্চ তিথয়ঃ ষোড়শস্তথা।
দিবারাত্রিশ্চ পক্ষৌদ্বৌ মাসোবর্ষঞ্চ নির্ম্মিতং ॥ ৪০ ॥
যথা ভ্রমতি সততং এবমেব চতুর্য্যুগং।

চারি সহস্র বর্ষ সত্যযুগের, তিন সহস্র বর্ষ ত্রেতাযুগের, দুই সহস্র বর্ষ দ্বাপরযুগের ও এক সহস্র বর্ষ কলিযুগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং ঐ যুগচতুষ্টয়ের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দেবমানের দুই সহস্র বর্ষ বলিয়া কথিত হয় সুতরাং দিব্য দ্বাদশ সহস্র যুগ মনুষ্যমানের যুগ চতুষ্টয়ের পরিমাণ। আর মনুষ্যমানের ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষবিংশ সহস্র বর্ষে চতুর্যুগ হয়। সংখ্যাবিদ পণ্ডিতগণ সপ্তদশলক্ষ অষ্টাবিংশ সহস্র বর্ষ মনুষ্যমানের সত্যযুগ নিরূপণ করিয়াছেন। আর কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক দ্বাদশলক্ষ ষণ্ণবতি বর্ষ মনুষ্যমানের ত্রেতাযুগের, অষ্টলক্ষ চতুঃষষ্টি সহস্র বর্ষ দ্বাপরযুগের ও চতুর্লক্ষ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ কলিযুগের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮। ৩৯ ॥

এইরূপ সপ্তবার ষোড়শতিথি দিবারাত্রি দুইপক্ষ মাস ও বর্ষ নিরূপিত হইয়াছে, ঐ বার, তিথি, পক্ষ, মাস ও বর্ষ বারংবার ভ্রমণ করি-

যথা যুগানি রাজেন্দ্র তথা মন্বন্তরাণি চ ॥ ৪১ ॥
মন্বন্তরন্তু দিব্যানাং যুগানামেক সপ্ততিঃ।
এবং ক্রমাদ্ভ্রমন্ত্যেব মনবশ্চ চতুর্যুগঃ ॥ ৪২ ॥
ষষ্ঠ্যধিকং পঞ্চশতং পঞ্চবিংশৎ সহস্রকং।
নরমাণযুগঞ্চৈব পরং মন্বন্তরং স্মৃতং ॥ ৪৩ ॥
আখ্যানঞ্চ মনূনাঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠানাং নরাধিপ।
যৎশ্রুতং শিববক্ত্রেণ তত্ত্বং মত্তো নিশাময় ॥ ৪৪ ॥
আদ্যো মনুর্ব্রহ্মপুত্রঃ শতরূপা পতিব্রতা।
ধর্ম্মিষ্ঠানাং বশিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠো মনুষপ্রভুঃ ॥ ৪৫ ॥
স্বায়ম্ভুবঃ শম্ভুশিষ্যো বিষ্ণুব্রত পরায়ণঃ।
জীবন্মুক্তো মহাজ্ঞানী ভবতঃ প্রপিতামহঃ। ৪৬।

তেছে তদ্রূপ যুগচতুষ্টয় পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে এবং মন্বন্তর সমুদায় ও ঐ যুগবৎ বারংবার আবর্ত্তিত হয়। ৪০ ॥ ৪১ ॥

মহারাজ! দেবমানের এক সপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর। স্বায়ম্ভুব সাবর্ণি স্বারোচিষ প্রভৃতি মনুগণও ঐ যুগচতুষ্টয়ের ন্যায় বারংবার যথাক্রমে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৪২ ॥

মনুষ্যমানের পঞ্চবিংশ সহস্র ষষ্ট্যধিক পঞ্চশত যুগে এক মন্বন্তর নিরূপিত আছে। ৪৩ ॥

মহারাজ! আমার গুরু দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট ধর্ম্মিষ্ঠ মনুগণের উপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি তাহা আমি তোমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ৪৪ ॥

আদ্যমনু ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া স্বায়ম্ভুব নামে বিখ্যাত। তিনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য প্রভাশালী ও গরীয়ান্ বলিয়া প্রথিত আছেন, তাঁহার পত্নীর নাম শতরূপা সেই শতরূপা পতিব্রতা ছিলেন। ৪৫ ॥

মহারাজ! তোমার প্রপিতামহ সেই স্বায়ম্ভুবমনু দেবাদিদেব আশু-

রাজসূয় সহস্রঞ্চ চকার নর্ম্মদা তটে।
ত্রিলক্ষমশ্বমেধঞ্চ ত্রিলক্ষ নরমেধকং ॥ ৪৭ ॥
গোমেধঞ্চ চতুর্লক্ষং বিধিমন্ত্র মহদ্ভুতং।
ব্রাহ্মণানাং ত্রিকোটিঞ্চ ভোজয়ামাস নিত্যশঃ। ৪৮ ॥
পঞ্চলক্ষগবাং মাংসৈঃ সুপক্কৈর্ঘৃতসংস্কৃতৈঃ।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ৈর্মিষ্টদ্রব্য সুদুর্লভৈঃ। ৪৯ ॥
অমূল্য রত্নলক্ষঞ্চ দশকোটি সুবর্ণকং।
স্বর্ণশৃঙ্গযুতং দিব্যং গবাং লক্ষং সুপূজিতং। ৫০ ॥
বহ্নিশুদ্ধঞ্চ বস্ত্রঞ্চ মুনীন্দ্রাণাঞ্চ লক্ষকং।
ভূমিঞ্চ সর্ব্বশস্যাঢ্যাং গজেন্দ্র রত্নলক্ষকং। ৫১ ॥
সহস্র রথরত্নঞ্চ শিবিকা লক্ষমেবচ।
ত্রিকোটি স্বর্ণপাত্রঞ্চ কর্পূরাদি সুবাসিতং। ৫২ ॥
তাম্বুলং সুবিচিত্রঞ্চ স্বর্ণপাত্র প্রপূরিতং।
রত্নেন্দ্রসারখচিতং রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা। ৫৩ ॥

তোষ মহাদেবের শিষ্য। তিনি বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ জীবন্মুক্ত ও মহাজ্ঞানী ছিলেন ফলতঃ তাঁহার তুল্য জ্ঞানবিশিষ্ট অতি বিরল। ৪৬ ॥

সেই স্বায়ম্ভুবমনু নর্ম্মদানদীর তীরে সহস্র রাজসূয় ত্রিলক্ষ অশ্বমেধ, ত্রিলক্ষ নরমেধ ও চতুর্লক্ষ গোমেধযজ্ঞ বিধিবিধান পূর্ব্বক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান কালে প্রতিদিন তিনি শঙ্করাজ্ঞা ক্রমে বিষ্ণুপ্রীতি কামনায় ঘৃতসংস্কৃত সুপক্ক পঞ্চলক্ষ ধেনুর মাংস বিবিধ মিষ্টান্ন ও চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ বস্তুরদ্বারা ত্রিলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া অসংখ্য ব্রাহ্মণকে অমূল্য লক্ষরত্ন, দশকোটি সুবর্ণ, স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত সুপূজিত লক্ষ ধেনু, বহ্নিশুদ্ধ লক্ষ বস্ত্র, লক্ষ উৎকৃষ্ট মণি, সর্ব্ব শস্যশালিনী ভূমি, লক্ষ হস্তী সহস্র রথরত্ন, লক্ষ শিবিকা,

বহ্নিশুদ্ধাং শুকৈশ্চৈত্রৈ রাজিতং মাল্যজালকৈঃ।
নিত্যং দদৌ ব্রাহ্মণেভ্যো বিষ্ণুপ্রীত্যা শিবাজ্ঞয়া।৫৪॥
সংপ্রাপ্য শঙ্করাজ্জ্ঞানং কৃষ্ণমন্ত্রং সুদুর্লভং।
সংপ্রাপ্য কৃষ্ণদাস্যঞ্চ গোলোকঞ্চ জগামসঃ। ৫৫॥
দৃষ্ট্বামুক্তং স পুত্রঞ্চ প্রহৃষ্টশ্চ প্রজাপতিঃ।
তুষ্টাব শঙ্করং তুষ্টঃ সসৃজেন্মনুমন্যকং। ৫৬॥
সচ স্বয়ম্ভুপুত্রশ্চ সচ স্বায়ম্ভুবোমনুঃ।
স্বারোচিষোমনুশ্চৈব দ্বিতীয়ো বহ্নিনন্দনঃ। ৫৭॥
রাজাবদান্যোধর্ম্মিষ্ঠঃ স্বায়ম্ভুব সমোমহান্।
প্রিয়ব্রত সুতা বন্যৌদ্বৌ মনু ধর্ম্মিণাং বরৌ। ৫৮॥
তৌতৃতীয়ৌ চতুর্থৌ চ বৈষ্ণবৌ তাপসোত্তমৌ।
তৌচশঙ্করশিষ্যৌচ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণৌ। ৫৯॥

এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত পুষ্পমাল্যে বেষ্টিত নানারত্ন খচিত বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ত্রিকোটি সুবর্ণ পাত্রের সহিত কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল প্রদান করিয়াছিলেন। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪।

এইরূপ সৎক্রিয়াবান্ সেই মহাত্মা স্বায়ম্ভুবমনু দেবাদিদেব হইতে সুদুর্লভ কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সেই মন্ত্রবলে শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভপূর্ব্বক অনায়াসে নিত্যানন্দ গোলোকধামে গমন করিয়াছেন। ৫৫॥

ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রকে মুক্ত দেখিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবান্ শঙ্করের স্তব করেন। তৎপরে তৎকর্ত্তৃক অন্য মনুর সৃষ্টি হইল॥ ৫৬॥

প্রথম মনু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাপুত্র, সুতরাং তিনি স্বায়ম্ভুব নামে বিখ্যাত। দ্বিতীয় মনু অগ্নিপুত্র, তিনি স্বারোচিষ নামে প্রসিদ্ধ হন॥ ৫৭॥

সেই স্বারোচিষ মনু স্বায়ম্ভুব মনুর ন্যায় ধার্ম্মিক ও বদান্য ছিলেন, তৎপরে মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্রদ্বয় তৃতীয় ও চতুর্থ মনু নামে প্রসিদ্ধ

ধর্ম্মিষ্ঠানাং বরিষ্ঠশ্চ রৈবতঃপঞ্চমোমনুঃ।
ষষ্ঠশ্চ চাক্ষুষোজ্ঞেয়ো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ। ৬০ ॥
শ্রাদ্ধদেবঃ সূর্য্যসুতো বৈষ্ণবঃ সপ্তমোমনুঃ।
সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো বৈষ্ণবোমনুরষ্টমঃ। ৬১ ॥
নবমোদক্ষসাবর্ণি বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ।
দশমোব্রহ্মসাবর্ণি ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদঃ। ৬২ ॥
ততশ্চধর্ম্মসাবর্ণির্মনুরেকাদশস্মৃতঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বৈষ্ণবানাংসদাব্রতী। ৬৩ ॥
জ্ঞানীচো রুদ্রসাবর্ণির্মনুশ্চ দ্বাদশস্মৃতঃ।
ধর্ম্মাত্মাদেবসাবর্ণির্মনুরেব ত্রয়োদশঃ। ৬৪ ॥
চতুর্দ্দশো মহাজ্ঞানী চন্দ্রসাবর্ণিরেবচ।
যাবদায়ুর্মনুনাঞ্চৈবেন্দ্রাণাংতাবদেবহি। ৬৫ ॥

হন, তাঁহারাও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য তপস্যায় অনুরক্ত ও মহাদেবের শিষ্য বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৫৮। ৫৯ ॥

মহারাজ! পঞ্চম মনু রৈবত ও ষষ্ঠমনু চাক্ষুষ নামে বিখ্যাত। তাঁহারাও উভয়ে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া কালযাপন করেন ॥ ৬০ ॥

সপ্তম মনুর নাম শ্রাদ্ধদেব, তিনি সূর্য্যের পুত্র। তিনিও বিষ্ণুভক্ত। আর সবর্ণার গর্ভজাত সূর্য্যপুত্র অষ্টম মনু সাবর্ণি নামে খ্যাত ছিলেন, তিনিও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৬১ ॥

নবম মনুর নাম দক্ষসাবর্ণি, তিনি বিষ্ণুব্রতপরায়ণ, আর দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণি ব্রহ্মজ্ঞান বিশারদ বলিয়া জগৎসংসারে বিখ্যাত ॥ ৬২ ॥

একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণি নামে বিখ্যাত। তিনি অতিশয় ধর্ম্মিষ্ঠ, যার পর নাই সাধুশীল এবং বিষ্ণুব্রতপরায়ণ ॥ ৬৩ ॥

দ্বাদশ মনুর নাম রুদ্রসাবর্ণি, তিনি অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন, আর ত্রয়োদশ মনুর নাম দেবসাবর্ণি, তিনি ধর্ম্ম পরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৬৪ ॥

চতুর্দ্দশেন্দ্রেবিচ্ছিন্নে ব্রহ্মণোদিনমুচ্যতে।
তাবতীব্রহ্মণোরাত্রিঃ সাচব্রাহ্মীনিশানৃপ। ৬৬॥
কালরাত্রিশ্চ সা জ্ঞেয়া বেদেষুপরিকীর্ত্তিতা।
ব্রহ্মণোবাসরে রাজন্ ক্ষুদ্রঃ কল্পঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ৬৭॥
এবং সপ্তকল্পজীবী মার্কণ্ডেয়োমহাতপাঃ।
ব্রহ্মলোকাদধঃসর্ব্বে লোকাদগ্ধাশ্চতত্রবৈ। ৬৮॥
উত্থিতেনৈবসহসা শঙ্কর্ষণ মুখাগ্নিনা।
চন্দ্রার্কব্রহ্মপুত্রাশ্চ ব্রহ্মলোকং গতাধ্রুবং। ৬৯॥
ব্রাহ্মীরাত্রিব্যতীতেতু পুনশ্চ সসৃজেবিধিঃ।
তস্যাং ব্রহ্মনিশায়াঞ্চ ক্ষুদ্র প্রলয় উচ্যতে। ৭০॥
দেবাশ্চ মনবশ্চৈব তত্র দগ্ধা নরাদয়ঃ।
এবং ত্রিংশদ্দিবারাত্রৈর্ব্রহ্মণো মাসএবচ। ৭১॥

চতুর্দ্দশ মনুর নাম চন্দ্রসাবর্ণি, তিনি মহা জ্ঞানী। মনুগণের অধিকার কাল যেরূপ বর্ণিত আছে, ইন্দ্রগণের আয়ুষ্কালও তদ্রূপ॥ ৬৫॥

মহারাজ! সেই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতনে ব্রহ্মার একদিন হয়। ব্রহ্মার রাত্রিমাণও ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই ব্রহ্মার রাত্রিই ব্রাহ্মীনিশা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥ ৬৬॥

নরবর! ব্রহ্মার ঐনিশাই বেদে কালরাত্রি রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত যে ব্রহ্মার একদিনে একক্ষুদ্র কল্প হয়॥ ৬৭॥

মহাতপা মার্কণ্ডেয় ঐরূপ সপ্তকল্প জীবিত থাকেন। ঐ কল্পে সহসা সঙ্কর্ষণের মুখনির্গত অনলদ্বারা ব্রহ্মলোকের নিম্নভাগস্থ লোকসমুদায় এককালে দগ্ধ হইয়া যায়। তৎকালে চন্দ্র সূর্য্য ও ব্রহ্মার পুত্রগণ নিশ্চয় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন॥ ৬৮॥ ৬৯॥

পরে ব্রাহ্মী নিশা অতীত হইলে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার বিশ্বের সৃষ্টি করেন, ব্রহ্মার ঐনিশাই ক্ষুদ্র প্রলয় রূপে কথিত হইয়া থাকে। সেই ক্ষুদ্র প্রলয়ে

এবং পঞ্চদশাব্দেতু গতেচ ব্রহ্মণোনৃপ।
দৈনং দিনস্তুপ্রলয়ং বেদেষুপরিকীর্ত্তিতং। ৭২॥
মোহরাত্রিশ্চসাপ্রোক্তা বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ।
তত্র সর্ব্বেপ্রণষ্টাশ্চ চন্দ্রার্কাদি দিগীশ্বরাঃ। ৭৩।
আদিত্যা বসবোরুদ্রামুনীন্দ্রামানবাদয়ঃ।
ঋষয়োমানবশ্চৈব গন্ধর্ব্বারাক্ষসাদয়ঃ। ৭৪॥
মার্কণ্ডেয়োলোমশশ্চ মুনয়শ্চৈবজীবিনঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চ নৃপতিশ্চাকূপারশ্চ কচ্ছপঃ। ৭৫॥
নাড়ীজঙ্ঘোরকশ্চৈব সর্ব্বে নষ্টাশ্চতত্রবৈ।
ব্রহ্মলোকাদধঃ সর্ব্বে লোকানাগাদযাস্তথা। ৭৬॥
ব্রহ্মলোকংযযুঃসর্ব্বে ব্রহ্মলোকাদয়স্তথা।
গতেদৈবেদিনে ব্রহ্মালোকাংশ্চসসৃজেৎ পুনঃ। ৭৭॥

দেব ও মানবগণ দগ্ধ হইয়া যায়। ঐরূপ ব্রহ্মার ত্রিংশৎ দিবা রাত্রিতে এক মাস নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৭০॥ ৭১॥

ব্রহ্মার ঐ পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইলে যে প্রলয় উপস্থিত হয় তাহাই বেদে দৈনন্দিন প্রলয় বলিয়া নিরূপিত আছে॥ ৭২॥

বেদজ্ঞ পুরাতন পণ্ডিতগণ ঐ প্রলয়কে মোহরাত্রি রূপে নির্দ্দেশ করেন। সেই দৈনন্দিন প্রলয়ে চন্দ্র সূর্য্যাদি দিকপালগণ আদিত্য বসু রুদ্র মুনীন্দ্র, মুনি, মানব.গন্ধর্ব্ব, রাক্ষসাদি মার্কণ্ডেয় লোমশাদি দীর্ঘজীবী মুনিগণ চমূপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ধরাধার কূর্ম্ম নাড়ীজঙ্ঘ ও দিগ্মাতঙ্গগণ এবং ব্রহ্মলোকের নিম্নভাগস্থ লোক সমুদায় বিনষ্ট হয়॥ ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬॥

তৎকালে ব্রহ্মলোকাদির অধিবাসিগণ ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন। পরে ঐ দৈনন্দিন প্রলয়ের অবসানে অর্থাৎ সমস্ত লোক বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার লোক সমুদায়ের সৃষ্টি করেন॥ ৭৭॥

এবং শতাব্দ পর্য্যন্তং পরমায়ুশ্চ ব্রহ্মণঃ।
ব্রহ্মণশ্চ নিপাতেন মহাকল্পোভবেন্নৃপ। ৭৮॥
প্রকীর্ত্তিতা মহারাত্রিঃ সা এবচ পুরাতনৈঃ।
ব্রহ্মণাঞ্চ নিপাতে চ ব্রহ্মাণ্ডৌঘ জলেপ্লুতঃ॥ ৭৯॥
বেদমাতা চ সাবিত্রী বেদাধর্ম্মাদয়স্তথা।
সর্ব্বে প্রণষ্টা মৃত্যুশ্চ প্রকৃতিঞ্চ শিবং বিনা॥ ৮০॥
নারায়ণে প্রলীনাশ্চ বিশ্বস্থা বৈষ্ণবাস্তথা।
কালাগ্নি রুদ্রঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বরুদ্রগণৈঃ সহ॥ ৮১॥
মৃত্যুঞ্জয়ে মহাদেবে লীনঃ সত্বে তমোগুণঃ।
লক্ষণাঞ্চ নিপাতেন নিমেষঃ প্রকৃতের্ভবেৎ॥ ৮২॥
নারায়ণস্য শম্ভোশ্চ মহদ্বিষ্ণোশ্চ নিশ্চিতং।
নিমেষান্তে পুনঃ সৃষ্টির্ভবেৎ কৃষ্ণেচ্ছয়া নৃপ॥ ৮৩॥
কৃষ্ণোনিমেষরহিতো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

ব্রহ্মার ঐরূপ শতবর্ষ পরমায়ু নিরূপিত আছে। ব্রহ্মার নিপাতেই মহাপ্রলয়ের উপস্থিত হয়॥ ৭৮॥

জ্ঞানবান্ মহাত্মারা ঐ মহাপ্রলয়কেই মহারাত্রি রূপে নির্দ্দেশ করেন, ব্রহ্মার পতনে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জলপ্লুত হইয়া থাকে॥ ৭৯॥

সেই মহাপ্রলয়ে বেদমাতা সাবিত্রী বেদ ধর্ম্মাদি ও মৃত্যু সকলেরই লয়প্রাপ্তি হয়, কেবল প্রকৃতি ও শিব বিদ্যমান থাকেন। ৮০॥

তৎকালে বিশ্বস্থ বৈষ্ণবগণ নারায়ণে লীন হন। আর তখন সংহার কর্ত্তা কালাগ্নিস্বরূপ রুদ্রদেব সমস্ত রুদ্রগণের সহিত মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবে ও তমোগুণ সত্বগুণে লীন হইয়া থাকে। ব্রহ্মার পতনে প্রকৃতি, শিব, নারায়ণ ও মহাবিষ্ণুর নিমেষ মাত্র হয়। ঐ নিমেষান্তে পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইয়া থাকে। ৮১। ৮২। ৮৩।

সগুণানাং নিমেষশ্চ কালসংখ্যা বয়োঃ স্মৃতং ॥ ৮৪ ॥
ন নির্গুণস্য নিত্যস্য চাদ্যন্ত রহিতস্য চ।
নিমেষাণাং সহস্রেণ প্রকৃতের্দণ্ড উচ্যতে ॥ ৮৫ ॥
ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা তস্যাঃ বাসরশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মাসস্ত্রিংশদ্দিবারাত্রৌ বর্ষ দ্বাদশমাসকৈঃ ॥ ৮৬ ॥
এবং গতে শতাব্দেচ শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতের্লয়ং।
প্রকৃত্যাঞ্চ প্রলীনায়াং শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃতং লয়ং ॥ ৮৭ ॥
সর্ব্বান্‌সংহৃত্য সাচৈকা মহদ্বিষ্ণোঃ প্রসুস্তু যা।
কৃষ্ণবক্ষসি লীনা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৮৮ ॥
শাক্তা বদন্তি তাং দুর্গাং বিষ্ণুমায়াং সনাতনীং।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রেম্নাপ্রাণাধিকাং তথা। ৮৯।
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ কৃষ্ণস্য নির্গুণাত্মিকাং।
যন্মায়া মোহিতাশ্চৈব ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ ॥ ৯০ ॥

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিমেষ রহিত নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে অতীত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। সগুণ ব্রহ্মের সহস্র নিমেষই কালসংখ্যার পরিমাণ রূপে কথিত হয়। ৮৪।

আদ্যন্ত রহিত নিত্য সগুণ ব্রহ্মের সহস্র নিমেষে প্রকৃতির এক দণ্ড নিরূপিত আছে। এই রূপ ষষ্টিদণ্ডে প্রকৃতির একদিন। এই প্রকার ত্রিংশৎ দিনে এক মাস ও দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয়। ৮৫' ৮৬।

ঐ রূপ শতবর্ষ অতীত হইলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতির লয় হয়। প্রকৃতির এই লয়কেই প্রাকৃতিক প্রলয় কহিয়া থাকে। ৮৭।

সেই মহাবিষ্ণু প্রসূ মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী সমস্ত সংহার করিয়া পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিলীনা হইয়া থাকেন। ৮৮।

শাক্তগণ সেই পরমাপ্রকৃতিকে সর্ব্বশক্তি স্বরূপা প্রিয়প্রাণাধিকা বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গা নির্গুণাত্মিকা ও শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রীদেবী

বৈষ্ণবা স্তাং মহালক্ষ্মীং পরাং রাধাং বদন্তি তে।
অর্দ্ধাঙ্গাচ্চ মহালক্ষ্মীঃ প্রিয়া নারায়ণস্য চ॥ ৯১॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ প্রেম্না প্রাণাধিকাংবরাং।
শশ্বৎ ভৈমময়ীং শক্তিং নির্গুণাং নির্গুণস্য চ॥ ৯২॥
নারায়ণশ্চ শম্ভুশ্চ সংহৃত্য স্বগণান্ বহূন্।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপীচ কৃষ্ণ লীনশ্চ নির্গুণে। ৯৩॥
গোপা গোপ্যশ্চ গাবশ্চ সুরভ্যশ্চ নরাধিপ।
সর্ব্বে লীনাঃ প্রকৃত্যাঞ্চ প্রকৃতিঃ প্রাকৃতীশ্বরে॥ ৯৪॥
মহদ্বিষ্ণো প্রলীনাশ্চ তে সর্ব্বে ক্ষুদ্রবিষ্ণবঃ।
মহদ্বিষ্ণুঃ প্রকৃত্যাঞ্চ সাচৈবং পরমাত্মনি॥ ৯৫॥
প্রকৃতির্যোগনিদ্রাচ শ্রীকৃষ্ণ নেত্রপদ্মযোঃ।
অধিষ্ঠানঞ্চকারৈবং মায়য়াচেশ্বরেচ্ছয়া। ৯৬॥

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অধিক আর কি বলিব সেই মূল প্রকৃতির মায়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি মোহিত হইয়া থাকেন। ৮৯। ৯০।

বৈষ্ণবগণ সেই পরমাপ্রকৃতিকে শ্রীমতী রাধিকা ও মহালক্ষ্মী নামে কীর্ত্তন করেন। কারণ রাধিকার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে মহালক্ষ্মীর উদ্ভব হইয়াছে। আর সেই মূলপ্রকৃতি নির্গুণ ব্রহ্মের নির্গুণাশক্তি ভীমাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা ও প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে নির্দ্দিষ্ট হন। ৯১। ৯২।

নারায়ণ ও শঙ্কর সমস্ত স্বগণের সংহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণে লীন হন, আর শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। ৯৩।

মহারাজ! গোপগোপী ধেনু ও সুরভি সমস্তই প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় পরে সেই প্রকৃতি প্রকৃতির ঈশ্বর পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকে। ৯৪।

এইরূপে সমস্ত ক্ষুদ্রবিষ্ণু মহাবিষ্ণুতে, মহাবিষ্ণু প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেতে লয় প্রাপ্ত হন। ৯৫

প্রকৃতের্ব্বাসরং যাবন্মিতং কালং প্রকীর্ত্তিতং।
তাবদ্বৃন্দাবনে নিদ্রা কৃষ্ণস্যপরমাত্মনঃ॥ ৯৭॥
অমূল্য রত্নতল্পেচ বহ্নিশুদ্ধাং শুকার্চ্চিতে।
গন্ধচন্দন মাল্যানাং বায়ুনা সুরভী কৃতে॥ ৯৮॥
পুনঃ প্রজাগরে তস্য সর্ব্ব সৃষ্টির্ভবেৎ পুনঃ।
এবং সর্ব্বং প্রাকৃতাশ্চ শ্রীকৃষ্ণং নির্গুণং বিনা। ৯৯॥
তদ্বন্দনং তৎস্মরণং তস্যধ্যানং তদর্চ্চনং।
কীর্ত্তনং তদ্গুণানাঞ্চ মহাপাতক নাশনং॥ ১০০॥
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং যদ্যস্মৃত্যুঞ্জয়াশ্রুতং।
যথাগমং মহারাজ কিন্ত্বয় শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১০১॥

সুজজ্ঞ উবাচ।

কালাগ্নি রুদ্রো বিশ্বানাং সংহর্ত্তা চ তমোগুণঃ।

প্রকৃতি ও যোগমায়া ঐশিক মায়ায় ও ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের নেত্র-পদ্মদ্বয়ে অধিষ্ঠান করেন। ৯৬।

প্রকৃতির দিন যৎপরিমিত কাল নির্দ্দিষ্ট আছে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তৎ-পরিমিত কাল বৃন্দাবনে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত গন্ধ চন্দন মাল্য বিশিষ্ট বায়ুযোগে সুরভীকৃত অমূল্য রত্ন খচিত অদ্বিতীয় পরমোৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাগত হন। ৯৭ ৯৮।

সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের পুনর্জ্জাগরণে সমুদায়ের পুনঃ সৃষ্টি হয়। এই রূপে নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন সমস্তই প্রাকৃতরূপে কথিত আছে। ৯৯।

সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দন, নাম স্মরণ, ধ্যান, অর্চ্চনা ও গুণকীর্ত্তন করিলে জীবের অশেষ মহাপাতক নষ্ট হইয়া যায়। ১০০।

মহারাজ! দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় তাহা আমার নিকটে ব্যক্ত কর। ১০১॥

ব্রহ্মণোহন্তে বিলীনশ্চ সত্ত্বোমৃত্যুঞ্জয়ে শিবে ॥ ১০২ ॥
শিবোলীনো নির্গুণেচেৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃতে লয়ে।
কথং তব গুরোর্নাম মৃত্যুঞ্জয় ইতি শ্রুতৌ ॥ ১০৩ ॥
কথং বা মূলপ্রকৃতি র্মহদ্বিষ্ণোঃ প্রসূরিয়ং।
অসংখ্যানি চ বিশ্বানি বসন্তি যস্য লোমসু। ১০৪।

সুতপা উবাচ।

ব্রহ্মণোহন্তে মৃত্যুকন্যা প্রাণষ্টা জলবিম্ববৎ।
সংহর্ত্রী সর্ব্বলোকানাং ব্রহ্মাদীনাং নরাধিপ। ১০৫।
কতিধা মৃত্যুকন্যানাং ব্রহ্মণাং কোটিশোলয়ে।
কালেন লীনঃ শম্ভুশ্চ সত্ত্বরূপী চ নির্গুণে। ১০৬।
মৃত্যুকন্যাজিতা শশ্বচ্ছিবেন গুরুণামম।
ন মৃত্যুনা জিতঃ শম্ভুকল্পে কল্পে শ্রুতৌ শ্রুতং। ১০৭।

সুযজ্ঞ কহিলেন ভগবন্! আপনি কহিলেন ব্রহ্মারআয়ুষ্কার অতীত হইলে কালাগ্নিরূপ রুদ্র সমস্ত বিশ্বের সংহার করেন, পরে তমোগুণ সত্ত্বগুণে, ও সত্ত্বগুণ মৃত্যুঞ্জয় শিবে বিলীন হয় এবং প্রাকৃতিক লয়ে শিব নির্গুণ পরমাত্মা কৃষ্ণে লীন হইয়া থাকেন, যদি এইরূপ হয় তাহাহইলে আপনার গুরু শিব কিরূপে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, আর যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপে নিখিল বিশ্ব স্থিতি করে মূল প্রকৃতি কিরূপ সেই মহাবিষ্ণুকে প্রসব করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি অতএব আপনি উহাআমার নিকট কীর্ত্তনকরুন।১০২।১০৩।১০৪।

সুতপা কহিলেন মহারাজ! ব্রহ্মার পতনে ব্রহ্মাদি সর্ব্বলোক সংহার কর্ত্রী মৃত্যুকন্যা জলবিম্বের ন্যায় নাশ প্রাপ্ত হয়। ১০৫ ॥

কোটি ব্রহ্মার লয়ে সর্ব্বমৃত্যুকন্যার লয় হয়। তৎপরে কালক্রমে নির্গুণ ব্রহ্মে সত্ত্বরূপী শিবের লয় হইয়া থাকে। ১০৬ ॥

শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, আমার গুরু দেবাদিদেব মৃত্যুকন্যাকে জয়

শম্ভুর্নারায়ণস্তৈব প্রকৃতেশ্চ নরাধিপ।
নিত্যানাং লীনতা নিত্যে তন্মায়া নতু বাস্তবী। ১০৮।
স্বয়ং পুমান্ নিগুর্ণশ্চ কালেন সগুণঃ স্বয়ং।
স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্মায়য়া প্রকৃতিঃ স্বয়ং। ১০৯।
তদংশস্তৎ সমঃ শশ্বদযথা বহ্নেঃ স্ফুলিঙ্গবৎ।
যে যে চ ব্রহ্মণা সৃষ্টা রুদ্রাদিত্যাদয় স্তথা। ১১০।
কল্পে কল্পে জিতাস্তেন ন শিবোমৃত্যুনা জিতঃ।
ন শিবো ব্রহ্মণাসৃষ্টঃ সত্যো নিত্যঃ সনাতনঃ। ১১১।
কতিধা ব্রহ্মণাং পাতো য ন্নিমেষেণ ভূমিপ।
যথাদি সর্গে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃত্যাঞ্চ জগদ্গুরুঃ। ১১২।

করিয়াছেন কিন্তু প্রতিকল্পে তিনি মৃত্যুকর্ত্তৃক বিজিত হন নাই। ১০৭॥

মহারাজ! ভগবান্ শঙ্কর নারায়ণ ও প্রকৃতি ইহাঁরা নিত্য,এই নিত্যত্রয় নিত্য পরব্রহ্মে লীন হইয়াথাকেন। তাঁহারা কেবল পরমাত্মার মায়ামাত্র বাস্তবিক তাঁহারা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহেন। ১০৮॥

পরমাত্মা স্বয়ং নিগুর্ণ, কালে তিনি সগুণ হন। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সগুণ কালেই মায়াবশতঃ তিনি নারায়ণ শম্ভু ও প্রকৃতিরূপে স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া থাকেন। ১০৯॥

যেমন বহ্নির স্ফুলিঙ্গ বহ্নি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ তদংশজাত বস্তু তৎসম বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে সমস্ত রুদ্র ও আদিত্যাদির সৃষ্টি হয় তাহারা মৃত্যু কর্ত্তৃক জিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে কিন্তু শিব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহেন সুতরাং মৃত্যু তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই। নিরবচ্ছিন্ন এই কারণ বশতই তিনি সত্য স্বরূপ নিত্য সনাতন বলিয়া কথিত আছেন। ১১০॥ ১১১॥

হে মহারাজ! পরমাত্মা পরম পুরুষের নিমেষমাত্রে অসংখ্য ব্রহ্মার পতন হয় আদি সৃষ্টিকালে জগদ্গুরু পরমাত্মা কৃষ্ণ গোলোক ধামে

চকার বীর্য্যাধানঞ্চ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
তদ্বামাংশ সমুদ্ভূতা রাসে রাসেশ্বরী পুরা ।৷১১৩।
গর্ভং দধার সা রাধা যাবদ্বৈ ব্রহ্মণোবয়ঃ।
ততঃ সুসাব সা ডিম্বং গোলোকে রাসমণ্ডলে। ১১৪।
চুকোপ ডিম্বং সা দৃষ্ট্বা হৃদয়েন বিদূয়তা।
তৎডিম্বং প্রেরয়া মাস উদধৌ বিশ্ব গোলকে। ১১৫।
ত্যক্ত্বাপত্যং মহাদেবী রুরোদ চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
কৃষ্ণস্তাং বোধয়ামাস মহাযোগেন যোগবিৎ। ১১৬।
বভূব তস্মাৎ ডিম্বাচ্চ সর্ব্বাধারো মহাবিরাট্। ১১৭

সুযজ্ঞ উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সার্থকং মম।
শাপো মে বর রূপঞ্চ বভূব ভক্তিকারকং। ১১৮।

পবিত্র বৃন্দাবনের বনমধ্যে প্রকৃতিতে বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন, রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাই সেই প্রকৃতি, পূর্ব্বে রাসমণ্ডলে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১১২ ॥ ১১৩ ॥

সেই শ্রীমতী রাধিকা ব্রহ্মার বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া গোলোক ধামের রাসমণ্ডলে এক ডিম্ব প্রসব করিলেন। ১১৪ ॥

পরমা প্রকৃতি রাধিকা সেই ডিম্ব দর্শনে কোপাবিষ্টা হইলেন, পরে তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে সেই ডিম্ব সমুদ্রে ক্ষেপণ করিলেন। ১১৫ ॥

পরে সেই মহাদেবী শ্রীরাধা অপত্য পরিত্যাগ জন্য দুঃখিতা হইয়া বারংবার রোদন করিলে পরম যোগবিদ্ পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগ দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অতঃপর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই ডিম্ব হইতে সর্ব্বাধার মহাবিরাটের জন্ম হইল। ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

নরপতি সুযজ্ঞ সুতপা নামক ব্রাহ্মণের নিকট এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন ভগবন্! আজি আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক

সুদুর্ল্লভা হরের্ভক্তিঃ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলা।
নতস্যাশ্চ সমং বিপ্র বেদেষু মুক্তিপঞ্চকং। ১১৯।
যথা ভক্তির্মম ভবেৎ শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি।
সুদুর্ল্লভা চ সর্ব্বেষাং তৎকুরুষ্ব মহামুনে। ১২০।
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবামৃচ্ছিলা ময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরু কালেন কৃষ্ণভক্তাশ্চ দর্শনাৎ। ১২১।
সর্ব্বেষামাশ্রমানাঞ্চ দ্বিজাতি জাতি রুত্তমাঃ।
স্বধর্ম্ম নিরতাশ্চৈব তেষু শ্রেষ্ঠাশ্চ ভারতে। ১২২।
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকশ্চ কৃষ্ণভক্তি পরায়ণঃ।
নিত্যং নৈবেদ্যভোজীচ ততঃ শ্রেষ্ঠো মহান্ শুচিঃ।১২৩।

হইল। আর আপনি যে শাপ প্রদান করিয়াছেন সেই শাপ আমার পক্ষে কুশল হইল অর্থাৎ তাহা ভক্তি প্রদ বরস্বরূপ হইল। ১১৮॥

হে গুরো! সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী হরিভক্তি অতি দুর্ল্লভা, বেদে সামীপ্য সাযুজ্যাদি যে পঞ্চবিধ মুক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে তৎসমুদায়ও সেই হরিভক্তির তুল্য নহে, অতএব যাহাতে সেই পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে আমার সর্ব্বদুর্ল্লভা ভক্তি উৎপন্ন হয় আপনি কৃপাকরিয়া আমাকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন। ১১৯॥ ১২০॥

পবিত্র তীর্থ সমুদায় এবং মৃণ্ময় ও শিলাময় দেবমূর্ত্তি সকল বহুকালে জীবকে পবিত্র করে কিন্তু হরিভক্তি পরায়ণ সাধুগণের দর্শনমাত্র যে জীব পবিত্র হইয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ১২১॥

ইহলোকে সমস্ত আশ্রমবাসিগণের মধ্যে দ্বিজাতিগণ উত্তম জাতি রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে যাঁহারা ভারতে স্বধর্ম্ম ক্রান্ত থাকেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, আবার তন্মধ্যে যে মহাত্মা কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক হরিভক্তি পরায়ণ ও পবিত্র চিত্ত হইয়া নিত্য বিষ্ণু নৈবেদ্য ভোজন করেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। ১২২॥ ১২৩॥

ত্বাং বৈষ্ণবং দ্বিজশ্রেষ্ঠং মহাজ্ঞানার্ণবং পরং।
সংপ্রাপ্য শিবশিষ্যঞ্চ কং যামি শরণং মুনে।। ১২৪।।
অধুনাহং গলৎকুষ্ঠী তব শাপান্মহামুনে।
কথং তপস্যামশুচির্নাধিকারী করোমি চ। ১২৫।।

সুতপা উবাচ।

হরিভক্তি প্রদাত্রী সা বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
সাচ যাননুগৃহ্ণাতি তেভ্যোভক্তিং দদাতি চ। ১২৬।
যাংশ্চমায়া মোহযতি তেভ্যস্তাং ন দদাতি চ।
করোতি বঞ্চনাং তাংশ্চ নশ্বরেণ ধনেন চ। ১২৭।
কৃষ্ণে প্রেমময়ীং শক্তীং প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবতাং।
ভজরাধা নির্গুণাং তাং প্রদাত্রীং সর্ব্বসম্পদাং। ১২৮।
শীঘ্রং যাস্যসি গোলোকং তদনুগ্রহ সেবয়া।
সা সেবিতা শ্রীকৃষ্ণেন সর্ব্বারাধ্যেন পূজিতা। ১২৯।

মুনিবর! আপনি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ পরম বৈষ্ণব শিবশিষ্য ও মহাজ্ঞানের সমুদ্র স্বরূপ। ভাগ্যক্রমে যখন আমি আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি তখন আর কাহার শরণাপন্ন হইব?। ১২৪॥

ঋষিবর! এক্ষণে আমি আপনার অভিশাপে গলৎকুষ্ঠী অশুচি হইয়াছি সুতরাং আমি কিরূপে তপস্যা করিব আজ্ঞাকরুন?। ১২৫॥

সুতপা কহিলেন মহারাজ! বিষ্ণু মায়া সনাতনী শ্রীমতী রাধিকা হরিভক্তি প্রদায়িনী, তিনি যাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহা-দিগকেই হরিভক্তি প্রদান করেন, কিন্তু যাহারা তাঁহার মায়ায় মোহ প্রাপ্ত হয় তিনি তাহাদিগকে হরিভক্তি প্রদান নাকরিয়া নশ্বর ধনদানে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি সেই সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী পরমাশক্তি নির্গুণা রাধিকার ভজনাকর। তাঁহার সেবায় তদনুগ্রহে শীঘ্র গোলোকধামে গমন

ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং ভক্তাঃ সংসেব্য নির্গুণং।
সুচিরেণ চ গোলোকং প্রযান্তি বহুজন্মতঃ। ১৩০।
কৃপাময়ীঞ্চ সংসেব্য ভক্তাযান্ত্যচিরেণ চ।
সা প্রসূশ্চ মহদ্বিষ্ণোঃ সর্ব্বসম্পৎ স্বরূপিণী। ১৩১।
বিপ্রপাদোদকং ভুঙ্ক্ষ সহস্রবর্ষ সংযতঃ।
কামদেব স্বরূপশ্চ রোগহীনো ভবিষ্যসি। ১৩২।
বিপ্রপাদোদক ক্লিন্না যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্কর পাত্রেষু পিবন্তি পিতরোদকং। ১৩৩।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সাগরে যানি তীর্থানি পাদে বিপ্রস্য দক্ষিণে। ১৩৪।
বিপ্রপাদোদকঞ্চৈব পাপ ব্যাধি বিনাশনং।

করিবে, সর্ব্বারাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গোলোকধামে নিয়ত সেই শ্রীরাধার পূজা ও সেবা করিয়া থাকেন। ১২৬। ১২৭। ১২৮। ১২৯॥

ভক্তগণ ধ্যানাসাধ্য দুরারাধ্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া বহু জন্মে নিত্যানন্দ গোলোকধামে গমন করেন কিন্তু যে ভক্তগণ কৃপাময়ী রাধিকার উপাসনা করেন তাঁহারা অচিরেই সেই নিরাময় গোলোক ধাম লাভ করিতে সমর্থ হন। সেই সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকা মহাবিষ্ণু প্রসবিত্রী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ১৩০॥ ১৩১॥

রাজন্! তুমি সংযত হইয়া সহস্র বর্ষ বিপ্রপাদোদক পান কর অনায়াসে রোগ মুক্ত হইয়া কামদেবের ন্যায় রূপবান হইবে। ১৩২॥

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমাহৃত বিপ্রপাদোদক যাবৎ পৃথিবীতে স্থাপিতা থাকে তাবৎ তাঁহার পিতৃগণ পুষ্কর তীর্থ পাত্রে জলপান করেন। ১৩৩॥

পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান আছে, সাগরে তৎসমুদায় তীর্থের আবির্ভাব হয়, আর সেই সাগরে যত তীর্থ থাকে বিপ্রের দক্ষিণ পদে তৎসমুদায়ের স্থিতি নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৩৪॥

সর্ব্বতীর্থোদক সমং ভক্তি মুক্তিপ্রদং শুভং। ১৩৫।
বিপ্রো মানবরূপী চ দেবদেবোজনার্দ্দনঃ।
বিপ্রেণ দত্তং দ্রব্যঞ্চ ভুঙ্ক্তে সর্ব্বদেবতা। ১৩৬।
ইত্যেবমুক্ত্বা বিপ্রশ্চ গৃহীত্বা তস্য পূজনং।
জগাম গৃহমিত্যুক্ত্বা চাযাস্যে বৎসরান্তরে। ১৩৭।
ভক্ত্যা চ বুভুজে রাজা বিপ্রপাদোদকং শিবে।
বিপ্রঞ্চ পূজয়ামাস ভোজয়ামাস বৎসরং। ১৩৮।
সম্বৎসর ব্যতীতেতু নির্ম্মুক্তে ব্যাধিতে নৃপে।
আজগাম মুনিশ্রেষ্ঠঃ সুতপাঃ কশ্যপাগ্রজ। ১৩৯।
রাধাপূজাবিধানাঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং মনুঃ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং দদৌ তস্মৈ নৃপায় চ। ১৪০।

বিপ্রপাদোদক সর্ব্বপাপহর সর্ব্বব্যাধিবিনাশন সর্ব্বতীর্থোদকতুল্য মঙ্গল জনক এবং ভক্তি ও মুক্তি প্রদ বলিয়া কথিত হয়। ১৩৫॥

দেবদেব জনার্দ্দন ইহলোকে বিপ্ররূপে অবস্থান করেন, সর্ব্বদেবতা বিপ্রের প্রদত্ত বস্তু ভোজন করিয়া থাকেন। ১৩৬।

ঋষিবর সুতপা, রাজাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তিনি বিধিমতে তাঁহার পূজা করিলেন। তৎপরে সেই বিপ্র, রাজন! আমি বৎসরান্তে পুনর্ব্বার আগমন করিব এই বলিয়া স্বধামে প্রতি-গমন করিলেন। ১৩৭।

হে শিবে! অতঃপর নরপতি সুযজ্ঞ সংবৎসর ভক্তি পূর্ণহৃদয়ে বিপ্র-পাদোদক পান, বিপ্রের পূজা ও বিপ্রগণকে ভোজন করাইলেন। ১৩৮।

এইরূপে সংবৎসর বিপ্রসেবায় সেই রাজা ব্যাধিমুক্ত হইলে বৎস-রান্তে সেই মুনিবর তাঁহার নিকটে আগমনপূর্ব্বক শ্রীমতী রাধিকার পূজাবিধি এবং তদীয় স্তোত্র কবচ মন্ত্র ও সামবেদোক্ত ধ্যান তাঁহাকে প্রদান করিয়া রাজন্! শীঘ্র তুমি তপস্যার্থে বিনির্গত হও, এই বলিয়া

রাজন্নির্গম্যতাং শীঘ্র মিত্যুক্ত্বা তপসে মুনিঃ।
জগাম স্বালয়ং দুর্গে নির্জগাম ত্বরান্বিতঃ। ১৪১।
রুরুদুর্ব্বান্ধবাঃ সর্ব্বে ত্রিরাত্রং শোকমূর্চ্ছিতাঃ।
ভার্য্যাশ্চ তত্যজুঃ প্রাণান্ পুত্রো রাজা বভূব হ। ১৪২।
সুযজ্ঞঃ পুষ্করং গত্বা চকার দুষ্করং তপঃ।
দিব্যং বর্ষং শতং রাজা জজাপ পরমং মনুং। ১৪৩।
তদা দদর্শ গগণে বয়স্থাং পরমেশ্বরীং।
স তদ্দর্শন মাত্রেণ নিষ্পাপশ্চ বভূব হ। ১৪৪।
তত্যাজ মানুষং দেহং দিব্যং মূর্ত্তিং দধার হ।
সা দেবী তেন যানেন রত্নেন্দ্র নির্ম্মিতেন চ। ১৪৫।
নৃপং নীত্বাচ গোলোকং তত্রৈচেব যযৌ তদা।
রাজা দদর্শ গোলোকং নদ্যা বিরজয়াবৃতং। ১৪৬।

স্বীয়ধামে পুনরাগমন করিলেন এবং রাজাও ত্বরান্বিত হইয়া গৃহ হইতে তপস্যার্থ বহির্গত হইলেন। ১৩৯। ১৪০। ১৪১।

রাজা গৃহত্যাগী হইলে তদীয় বান্ধবগণ ত্রিরাত্রি শোকমূর্চ্ছিত হইয়া বিস্তর রোদন করিলেন ও তাঁহার শোকে তৎপত্নীগণের প্রাণ বিয়োগ হইল। পরে সুযজ্ঞ পুত্র রাজ্যেশ্বর হইলেন। ১৪২।

এদিকে নরপতি দেবমানের শতবর্ষ পুষ্করতীর্থে কঠোর তপস্যা করিয়া ঋষির প্রদত্ত সেই পরম মন্ত্র জপ করিলেন। অতঃপর গগনমার্গে স্থির-যৌবনা পরমেশ্বরী রাধিকা তাঁহার প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। সেইরূপ দর্শনমাত্র রাজার সমস্ত পাপধ্বংস হইল। ১৪৩। ১৪৪।

তখন ভূপতি মানুষ দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করিলে শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধিকা সেই দিব্য মূর্ত্তিধারী রাজাকে রত্নসার বিনির্ম্মিত অপূর্ব্ব যানে সমাদরে আরোহণ করাইয়া গোলোক ধামে

বেষ্টিতং পর্ব্বতেনৈব শতশৃঙ্গেন চারুণা।
শ্রীবৃন্দাবন সংযুক্তং রাসমণ্ডল মণ্ডিতং। ১৪৭।
গো গোপী গোপনিকরৈঃ শোভিতৈঃ পরিশোভিতং।
রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণ মন্দিরৈঃ সুমনোহরৈঃ। ১৪৮।
নানাচিত্র বিচিত্রৈশ্চ রাজিতং পরিশোভিতং।
সপ্তবিংশদুপবনৈঃ কল্পবৃক্ষ সমন্বিতৈঃ। ১৪৯।
পারিজাত দ্রুমাকীর্ণে বেষ্টিতং কামধেনুভিঃ।
আকাশবৎ সুবিস্তীর্ণং বর্ত্তুলং চন্দ্রবিম্ববৎ। ১৫০।
অতূর্দ্ধমপি বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটি যোজনং।
শূন্যস্থিতং নিরাধারং ধ্রুবমেবেশ্বরেচ্ছয়া। ১৫১।
আত্মাকাশ সমং নিত্যমস্মাকঞ্চ সুদুর্ল্লভং।
অহং নারায়ণোঽনন্তো ব্রহ্ম বিষ্ণু মহান্ বিরাট্। ১৫২।

গমন করিলেন। তৎকালে বিরজানদী পরিবৃত সুচারু শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে বেষ্টিত রমণীয় বৃন্দাবন সমন্বিত রাসমণ্ডল যুক্ত সেই অপূর্ব্ব নিত্যানন্দ গোলোক ধাম তাঁহার নয়ন গোচর হইল। ১৪৫। ১৪৬। ১৪৭।

সেই নিত্যানন্দ গোলোক ধাম গো, গোপ, গোপীগণে ও উৎকৃষ্ট রত্নসার নির্ম্মিত অতি মনোহর মন্দির সমূহে সুশোভিত রহিয়াছে, নানা চিত্র বিচিত্র কল্পবৃক্ষ সমন্বিত পারিজাত দ্রুমাকীর্ণ সপ্তবিংশ উপবনে উহা শোভাপাইতেছে এবং কামধেনু সমুদায়ের তথায় অধিষ্ঠান রহিয়াছে, ঐ গোলোকধাম আকাশবৎ সুবিস্তীর্ণ ও চন্দ্রবিম্বের ন্যায় বর্ত্তুল। উহা বৈকুণ্ঠধামের পঞ্চাশৎকোটি যোজন ঊর্দ্ধে স্থিত, ঈশ্বরেচ্ছায় উহা শূন্য-মার্গে নিরাধার রূপে নিশ্চয় নিবেশিত রহিয়াছে। ১৪৮। ১৪৯। ১৫০। ১৫১।

পার্ব্বতি! সেই আত্মা ও আকাশবৎ নিত্য গোলোকধাম আমাদিগের সুদুর্ল্লভ। কেবল আমি বহুভাগ্যে উহা দর্শন করিয়াছি এবং নারায়ণ

ধর্ম্ম ক্ষুদ্রবিরাট্ সংঘো গঙ্গা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
ত্বং বিষ্ণুমায়া সাবিত্রী তুলসী চ গণেশ্বরঃ। ১৫৩।
সনৎকুমার স্কন্দশ্চ নর নারায়ণাবৃষী।
কপিলো দক্ষিণা যজ্ঞো ব্রহ্মপুত্ত্রাশ্চ যোগিনঃ। ১৫৪।
পবনো বরুণশ্চৈব চন্দ্র সূর্য্য হুতাশনঃ।
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকশ্চ ভারতস্থাশ্চ বৈষ্ণবাঃ। ১৫৫॥
এভির্দৃষ্টশ্চ গোলোকো নান্যৈর্দৃষ্টঃ কদাচন।
নিরাময়ে চ তত্রৈব রত্নসিংহাসনেস্থিতং॥ ১৫৬॥
রত্নমালা কিরিটৈশ্চ ভূষিতং রত্নভূষণৈঃ।
নির্ম্মলৈঃ পীতবাসৈশ্চ বহ্নিশুদ্ধৈর্ব্বিরাজিতং। ১৫৭।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং কিশোর গোপরূপিণং।
নবীন জলদশ্যামং শ্বেতপঙ্কজ লোচনং। ১৫৮।

অনন্ত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাবিরাট্, ধর্ম্ম, ক্ষুদ্রবিরাট্গণ, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী বিষ্ণুমায়া সাবিত্রী, তুলসী, গণপতি, সনৎকুমার, কার্ত্তিকেয়, নরনারায়ণ, ঋষিদ্বয়, কপিলদেব, দক্ষিণা, যজ্ঞদেব, ব্রহ্মার পুত্ত্রগণ, যোগীগণ, পবন, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, হুতাশন, কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক মহাত্মা ও ভারতবাসী বৈষ্ণবগণ উহা দর্শন করিয়াছেন তদ্ভিন্ন কাহারও উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই নিরাময় গোলোকধামে রত্নসিংহাসনস্থ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নরপতি সুযজ্ঞের প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। ১৫২। ১৫৩। ১৫৪। ১৫৫। ১৫৬।

সেই ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ রত্নমালা কিরীট রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া ও বহ্নিশুদ্ধ নির্ম্মল পীতবসনে বিমণ্ডিত রহিয়াছেন। ১৫৭।

নবীন জলদের ন্যায় শ্যামবর্ণ সেই শ্বেতপঙ্কজ সদৃশ মনোহর নয়ন শ্রীকৃষ্ণ চন্দন দিগ্ধাঙ্গ হইয়া অতি অপূর্ব্ব মনোরম কিশোর গোপাল বেশে অবস্থান করিতেছেন। ১৫৮।

শরৎপার্ব্বণ চন্দ্রাস্যমীশদ্ধাস্যং মনোহরং।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং। ১৫৯।
স্বেচ্ছাময়ং পরংব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং।
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং অস্মাকঞ্চ সুদুর্ল্লভং। ১৬০।
প্রিয়ৈ র্দ্বাদশগোপালৈঃ সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ।
বীক্ষিতং গোপিকাবৃন্দৈঃ সস্মিতৈঃ সুমনোহরৈঃ॥ ১৬১॥
পীড়িতৈঃ কামবাণৈশ্চ শশ্বৎ সুস্থির যৌবনৈঃ।
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানৈ রত্নভূষণ ভূষিতৈঃ॥ ১৬২॥
রাসমণ্ডল মধ্যস্থং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ পরাৎপরং।
দদর্শ রাজা তত্রৈব রাধয়া দর্শিতন্তথা॥ ১৬৩॥
স্তুতং চতুর্ভির্ব্বেদৈশ্চ মূর্ত্তিমদ্ভির্মনোহরৈঃ।
রাগিনীনাশ্চ রাগানাং অতীব সুমনোহরং॥ ১৬৪॥

শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল, তাহাতে সুমধুর ঈষৎ হাস্য বিকাশিত হইতেছে। সেই দ্বিভুজ হরি কেবল ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্থ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুরলী হস্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন॥ ১৫৯॥

তিনি স্বেচ্ছাময় পরব্রহ্ম নির্গুণ প্রকৃতি হইতে অতীত ধ্যানের অসাধ্য ও দুরারাধ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, এমন কি তিনি আমাদিগেরও অতিশয় দুর্ল্লভ॥ ১৬০॥

প্রিয় দ্বাদশ গোপাল তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শ্বেতচামর দ্বারা তাঁহাকে অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম দয়াময় হরিকে ব্যজন করিতেছে এবং কামবাণ নিপীড়িতা স্থিরযৌবনা পরমাসুন্দরী রূপবতী গোপিকাগণ বহ্নিশুদ্ধ বসনে ও বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিতা হইয়া সহাস্য বদনে তাহার প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছে। ১৬১॥ ১৬২॥

শ্রীমতী রাধিকা কর্ত্তৃক এবম্ভূত রাস মণ্ডলমধ্যস্থ পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ দর্শিত হইলে নরপতি সুযজ্ঞেরও নয়নগোচর হইল। দেখিলেন বেদ

শ্রুতবন্তঞ্চ সঙ্গীতং যন্ত্রবক্তো ৎশ্বিতং শিবে।
নিত্যযাচ সনাতন্যা প্রকৃত্যা সত্যযাদ্বয়া ॥ ১৬৫ ॥
শশ্বং পূজিত পাদাব্জ মখণ্ড তুলসীদলৈঃ।
কস্তুরী কুঙ্কুমাক্তৈশ্চ গন্ধচন্দন চর্চ্চিতৈঃ ॥ ১৬৬ ॥
দূর্ব্বাভিঃ সাক্ষতাভিশ্চ পারিজাত প্রসূনকৈঃ।
নির্ম্মলৈর্ব্বিরজাতোয়ৈর্দত্তার্ঘৈরপি শোভিতৈঃ ॥ ১৬৭ ॥
সুপ্রসন্নং সুতন্ত্রঞ্চ সর্ব্বকারণ কারণং।
সর্ব্বং সর্ব্বান্তরাত্মানং সর্ব্বেশং সর্ব্বজীবনং ॥ ১৬৮ ॥
সর্ব্বাধারং পরং পূজ্যং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপঞ্চ দাতারং সর্ব্বসম্পদাং ॥ ১৬৯ ॥
সর্ব্বমঙ্গলরূপঞ্চ সর্ব্বমঙ্গল কারণং।
সর্ব্বমঙ্গলদং সর্ব্ব মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং ॥ ১৭০ ॥
তং দৃষ্ট্বা নৃপতিস্ত্রস্তো হ্যবরুহ্য রথাৎ ত্বরা।
সাশ্রুনেত্রঃ পুলকিতো মূর্দ্ধ্নাচ প্রণনামচ ॥ ১৭১ ॥

চতুষ্টয় মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন ; তৎপার্শ্বে মনোহর বাদিত্র নিস্বনের সহিত বিবিধ রাগরাগিনী সংযোগে সুমধুর সঙ্গীত হইতেছে, নিত্যা সনাতনী প্রকৃতি দেবী কস্তুরী কুঙ্কুমাক্ত গন্ধচন্দনচর্চ্চিত অখণ্ড তুলসী তাঁহার চরণ কমলে অর্পণ এবং সাক্ষত দূর্ব্বা পারিজাত কুসুম ও বিরজা নদী বিমল জলে অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছেন ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥ ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥

সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ সুপ্রসন্নচিত্ত শুদ্ধ সর্ব্বময় সমস্ত কারণের কারণ, সর্ব্বপদার্থস্বরূপ, সর্ব্বান্তরাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজীবন, সর্ব্বাধার, পরমপূজ্য, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, নিত্য পদার্থ, সর্ব্বসম্পৎস্বরূপ অথচ সর্ব্বসম্পত্তি দাতা, সর্ব্বমঙ্গলরূপী, সর্ব্বমঙ্গলকারণ, সর্ব্বমঙ্গলদাতা ও সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ১৬৮ ॥ ১৬৯ ॥ ১৭০ ॥

পরমাত্মা দদৌ তস্মৈ স্ব দাস্যঞ্চ শুভাশিষং।
স্ব ভক্তিং নিশ্চলাং সত্যা মস্মাকঞ্চ সুদুর্লভাং॥ ১৭২॥
রাধাবরুহ্য স্বরথা দুবাস কৃষ্ণবক্ষসি।
গোপীভিঃ সুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতা শ্বেতচামরৈঃ॥১৭৩॥
সম্ভাষিতা শ্রীকৃষ্ণেন সস্মিতেন চ পূজিতা।
সমুত্থিতেন সহসা ভক্ত্যা চ সম্ভ্রমেণ চ॥ ১৭৪॥
আদৌ রাধা সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবং।
প্রবদন্তি চ বেদেষু বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ॥ ১৭৫॥
বিপর্য্যয়ং যে বদন্তি যে নিন্দন্তি জগৎপ্রসুং।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং প্রেমময়ীং শক্তিঞ্চ রাধিকাং॥ ১৭৬॥

নরপতি এইরূপ পরমাত্মা কৃষ্ণের দর্শন লাভমাত্র সত্বর রথ হইতে অবরূঢ় হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে অতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ১৭১॥

হে ভগবতি শিবে! তখন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নরবরকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক স্বীয় দাস্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে আমাদিগেরও অতিশয় দুর্লভ অচলা ভগবদ্ভক্তি প্রদান করিলেন। ১৭২।

অতঃপর শ্রীমতী রাধিকা রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক পরাৎপর কৃষ্ণের বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলে সময় বুঝিয়া সুপ্রিয়া গোপিকাগণ শ্বেত চামর বীজন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ১৭৩।

রাধিকা সমাগমে শ্রীকৃষ্ণ সহসা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান ও ঈষৎ হাস্য করিয়া ভক্তি যোগে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। ১৭৪।

বেদে অগ্রে রাধানাম পশ্চাৎ কৃষ্ণ ও মাধবনাম উচ্চারণের বিধি আছে, এইজন্য বেদবেত্তা প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাধাকৃষ্ণ বা রাধামাধব নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ১৭৫।

যাহারা ইহার বিপর্য্যয় উচ্চারণ করে বা যে নরাধমগণ সেই জগৎ প্রসূ

তেপচ্যন্তে কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
ভবন্তি স্ত্রীপুত্রহীনা রোগিনঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৭৭ ॥
ইত্যেবং কথিতং দুর্গে রাধিকাখ্যানমুত্তমং।
সা ত্বং সতী ভগবতী বৈষ্ণবী চ সনাতনী ॥ ১৭৮ ॥
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
মায়য়া মাং পৃচ্ছসিত্বং সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বরূপিণী ॥ ১৭৯ ॥
স্ত্রীজাতিস্বধি দেবী চ পরা জাতিস্মরা বরা।
কথিতং রাধিকাখ্যানং-কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৮০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে হরগৌরী সম্বাদে
কালাদি নিরূপণং নাম চতুঃ-
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণপ্রাণাধিকা পরমাশক্তি প্রেমময়ী রাধিকার নিন্দা করে তাহারা চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নামক নরকে বাস করিয়া বিষম যাতনা ভোগ করে। তৎপরে তাহাদিগকে সপ্তজন্ম স্ত্রীপুত্রহীন ও রোগগ্রস্ত হইয়া ভারতে অবস্থান করিতে হয়। ১৭৬ ॥ ১৭৭ ॥

দুর্গে! এই আমি রাধিকার উপাখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দেবি! তুমি ভগবতী সতীনামে প্রসিদ্ধ আছ এবং শ্রীমতী রাধিকা সনাতনী বৈষ্ণবীনামে বিখ্যাত আছেন, তাঁহাতে ও তোমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই. বেদে তুমি নারায়ণী বিষ্ণুমায়া মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী বলিয়া নিরূপিত আছ, তুমি সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বরূপিণী, কিছুই তোমার অবিদিত নাই। কেবল মায়াক্রমে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি পরমাপ্রকৃতি জাতিস্মরা ও স্ত্রীজাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া কথিতা হইয়া থাক। শিবে! এই রাধিকার উপাখ্যান তোমার নিকট কথিত হইল, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় ব্যক্তকর ॥ ১৭৮ ॥ ১৭৯ ॥ ১৮০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
হরগৌরীসম্বাদে চতুঃপঞ্চাশত্তমঅধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্য স্থিতে মন্ত্রে যুষ্মাকমীশ্বরস্য চ।
কথং জগ্রাহ রাধায়া মন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবো নৃপঃ॥ ১॥
কিং বিধানঞ্চ কিং ধ্যানং কিংস্তোত্রং কবচঞ্চ কিং।
কিং মন্ত্রঞ্চ দদৌ রাজ্ঞে তাং পূজাং পদ্ধতিং বদ॥ ২॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

হে বিপ্র কং ভজামীতি প্রশ্নং কুর্ব্বতি রাজনি।
শীঘ্রং প্রাপ্নোতি গোলোকং যস্যারাধনতো মুনে॥ ৩॥
ইত্যুক্তবন্তং রাজেন্দ্র মুবাচ ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তৎসেবয়া চ তল্লোকং প্রাপ্স্যসে বহুজন্মতঃ॥ ৪॥
তৎপ্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবীং ভজরাধাং পরাৎপরাং।
কৃপাময়ী প্রসাদেন শীঘ্রং প্রাপ্নোতি তৎপদং। ৫॥

পার্ব্বতী কহিলেন নাথ! সুযজ্ঞ নরপতি বৈষ্ণব বলিয়া কথিত কিন্তু তিনি আপনাদিগের গুরু কৃষ্ণের মন্ত্র সত্ত্বে কিরূপে রাধামন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন? সেই মন্ত্র বিধি কিরূপ? সুতপা ব্রাহ্মণ রাজাকে কিরূপ ধ্যান স্তোত্র কবচ ও মন্ত্র প্রদান করিয়া শ্রীমতী রাধার পূজাবিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন॥ ১॥ ২॥

দেবাদিদেব কহিলেন পার্ব্বতি! পূর্ব্বে সুযজ্ঞ নরপতি সুতপা ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন মুনিবর! যাহার আরাধনায় শীঘ্র গোলোকধাম লাভ হয় তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ৩॥

তখন সেই মুনিবর রাজাকে কহিয়াছিলেন নরনাথ! শ্রীকৃষ্ণের সেবায় বহুজন্মে তাঁহার লোক লাভ করিতে পারিবে। অতএব তুমি তৎপ্রাণাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী রাধিকার উপাসনা কর, সেই কৃপাময়ীর প্রসাদে শীঘ্র

ইত্যুক্ত্বা রাধিকামন্ত্রং দদৌ তস্মৈ ষড়ক্ষরং।
ওঁ রাধেতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ ॥ ৬ ॥
প্রাণায়ামং ভূতশুদ্ধিং মন্ত্র ন্যাসং তথৈবচ।
করাঙ্গন্যাসমেবঞ্চ ধ্যানং সর্ব্ব সুদুর্ল্লভং ॥ ৭ ॥
স্তোত্রঞ্চ কবচন্তঞ্চ শিক্ষয়ামাস ভক্তিতঃ।
রাজাতেন ক্রমেণৈব জজাপ পরমং মনুং ॥ ৮ ॥
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং।
কৃষ্ণ স্তাং পূজয়ামাস পুরা ধ্যানেন যেন চ ॥ ৯ ॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং কোটিচন্দ্রসম প্রভাং।
শরৎপার্ব্বণ চন্দ্রাস্যাং শরৎপঙ্কজ লোচনাং ॥ ১০ ॥
সুশ্রোণীং সুনিতম্বাঞ্চ পক্কবিম্বাধরাং বরাং।
মুক্তাপঙ্‌ক্তি বিনিন্দৈক দন্তপঙ্‌ক্তি মনোহরাং ॥ ১১ ॥
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং রত্নমালা বিভূষিতাং।

কৃষ্ণপদ গোলোকধামে গমন করিবে। এই বলিয়া তিনি রাজাকে (ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা) এই ষড়ক্ষর রাধামন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্রন্যাস, করাঙ্গন্যাস, সুদুর্ল্লভ ধ্যান, স্তোত্র ও কবচ ভক্তি-যোগ সহকারে শিক্ষা করাইলেন। তদনুসারে রাজা ক্রমে ক্রমে সেই পরম মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন ॥ ৪। ৫। ৬। ৭। ৮।

সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ রাধিকার ধ্যান সামবেদে নিরূপিত আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ধ্যানে রাধিকার পূজা করিয়াছিলেন। ৯।

রাধিকার ধ্যান যথা।—দেবি! তোমার শ্বেতচম্পকের ন্যায় বর্ণ কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভা ও শরৎপঙ্কজের ন্যায় নয়নযুগল প্রকাশমান রহিয়াছে, তোমার শ্রোণিদেশ ও নিতম্ব অতি সুগঠিত, পক্কবিম্বের ন্যায় তোমার অধর কান্তি মুক্তাপংক্তিবিনিন্দিত দন্তপংক্তি দেদীপ্যমান হই-

রত্নকেয়ূর বলয়াং রত্নমঞ্জীর রঞ্জিতাং ॥ ১২ ॥
রত্নকেয়ূর যুগ্মেন বিচিত্রেন বিরাজিতাং।
রূপাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ গজেন্দ্র মন্দগামিনীং ॥ ১৩ ॥
গোপীভিশ্চ প্রিয়াভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ।
কস্তূরী বিন্দুভিঃ সার্দ্ধং অধশ্চন্দন বিন্দুনা ॥ ১৪ ॥
সিন্দূর বিন্দুনা চারু সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলাং।
নিত্যং সুপূজিতাং ভক্ত্যা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণসৌভাগ্য সংযুক্তাং কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং বরাং।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীঞ্চ নির্গুণাঞ্চ পরাং বরাং ॥ ১৬ ॥
মহদ্বিষ্ণুবিধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্ব্বসম্পদাং।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদাং শান্তাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরীং ॥ ১৭ ॥
বৈষ্ণবীং বিষ্ণুমায়াঞ্চ কৃষ্ণপ্রেমময়ীং শুভাং।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনস্থিতাং ॥ ১৮ ॥

তেছে তুমি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া রত্নমালায় বিভূষিতা রহিয়াছ, রত্নকেয়ূর, রত্নবলয় ও রত্নমঞ্জীর তোমার অঙ্গে শোভাপাইতেছে। বিচিত্র রত্নকেয়ূর যুগলে তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতেছে, তুমি রূপের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। গজেন্দ্রের ন্যায় তোমার মৃদুমন্দ গতি নয়নগোচর হয়, প্রিয় গোপিকাগণ শ্বেতচামরদ্বারা তোমাকে বীজন করিতেছে। তোমার সুচারু সীমন্তের অধোভাগে সিন্দূর বিন্দু ও তন্নিম্নে কস্তূরীবিন্দু-যুক্ত চন্দনবিন্দু সমুজ্জ্বলরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে। পরমাত্মা কৃষ্ণ ভক্তি-যোগে নিত্য তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তুমি কৃষ্ণসৌভাগ্য-শালিনী, কৃষ্ণ প্রাণাধিকা, কৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রীদেবী, নির্গুণা, পরাৎপরা, মহাবিষ্ণুপ্রসূ, সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী, কৃষ্ণভক্তিদায়িনী, শমগুণান্বিতা, মূল-প্রকৃতি, ঈশ্বরী, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুমায়া, কৃষ্ণপ্রেমময়ী ও মঙ্গলদায়িনী বলিয়া

রাসে রাসেশ্বরযুতাং রাধাং রাসেশ্বরীং ভজে ॥ ১৯ ॥
ধ্যাত্বা পুষ্পং মূর্দ্ধ্নি দত্বা পুনর্ধ্যায়েজ্জগৎ প্রভুং।
দদ্যাৎ পুষ্পং পুনর্ধ্যাত্বা চোপহারাণি ষোড়শঃ ॥ ২০ ॥
আসনং বসনং পাদ্যমর্ঘ্যং গন্ধানুলেপনং।
ধূপং দীপং সুপুষ্পঞ্চ স্নানীয়ং রত্নভূষণং ॥ ২১ ॥
নানাপ্রকার নৈবেদ্যং তাম্বূলং বাসিতং জলং।
মধুপর্কং রত্নতল্পমুপচারাণি ষোড়শঃ ॥ ২২ ॥
প্রত্যেকং বেদমন্ত্রেণ দত্তং ভক্ত্যা চ ভূভৃতা।
মন্ত্রাংশ্চ শ্রূয়তাং দুর্গে বেদোক্তান্ সর্ব্বসম্মতান্ ॥ ২৩ ॥
রত্নসার বিকারঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
বরং দত্বাসনং রম্যং রাধে পূজা প্রগৃহ্যতাং ॥ ২৪ ॥

অভিহিতা হইয়া থাক; তুমি রাসমণ্ডলগত রত্নসিংহাসনে বিরাজমানা রহিয়াছ; তুমি রাসেশ্বরী সুতরাং রাসমণ্ডলে রাসেশ্বর কৃষ্ণের সহিত তোমার সম্মিলন দৃষ্টিগোচর হয়; আমি এবম্ভূতা তোমাকে ধ্যান করি ॥ ১০ ॥ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ । ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সাধক এইরূপে জগৎপ্রভু রাধিকার ধ্যান করিয়া পুষ্প স্বীয় মস্তকে অর্পণ করিবে, পরে পুনর্ধ্যান পাঠ পূর্ব্বক পুষ্প প্রদান করিয়া যথাক্রমে আসন, বসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, সুন্দর পুষ্প, স্নানীয়, রত্নভূষণ, নানাপ্রকার নৈবেদ্য, তাম্বূল, সুবাসিত জল, মধুপর্ক ও রত্নশয্যা এই ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ।

দুর্গে! সুযজ্ঞ নরপতি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে বেদমন্ত্রে শ্রীমতী রাধিকাকে সমস্ত উপচার প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বেদোক্ত সর্ব্বসম্মত মন্ত্র সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৩ ॥

রাধে! এই বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত রত্নবিকার রূপ অতি রমণীয় উৎকৃষ্ট আসন আমি তোমাকে অর্পণ করিলাম। তুমি ইহা গ্রহণ কর।২৪।

অমূল্য রত্নখচিত মমূল্যং সূক্ষ্মমেব চ।
বহ্নিশুদ্ধাং নির্ম্মলঞ্চ বসনং দেবীগৃহ্যতাং॥ ২৫ ॥
সমুদ্রসারপাত্রস্থং নানাতীর্থোদকং শুভে।
পাদপ্রক্ষালনার্থঞ্চ রাধে পাদ্যং প্রগৃহ্যতাং॥ ২৬ ॥
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খস্থং সদূর্ব্বা পুষ্প চন্দনং।
পূতংযুক্তং তীর্থতোয়ে রাধেঽর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ২৭ ॥
পার্থিব দ্রব্যসংভূতমতীব সুরভী কৃতং।
মঙ্গলার্হং পবিত্রঞ্চ রাধে গন্ধং গৃহাণমে॥ ২৮ ॥
শ্রীখণ্ডচূর্ণং সুস্নিগ্ধং কস্তূরী কুঙ্কুমান্বিতং।
সুগন্ধিযুক্তং দেবেশি গৃহ্যতামনুলেপনং॥ ২৯ ॥
বৃক্ষনির্যাস সংযুক্তং পার্থিব দ্রব্যসংযুতং।
জ্বলদগ্নিশিখাভূতং ধূপং দেবি গৃহাণমে॥ ৩০ ॥

দেবি! এই অমূল্য রত্নখচিত বহ্নিশুদ্ধ নির্ম্মল উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবস্ত্র আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। তৎকর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হউক॥ ২৫॥

শ্রীমতি! আমি তোমার পাদপ্রক্ষালনার্থ এই সমুদ্র সারপাত্রস্থ নানা-তীর্থোদক অর্পণ করিলাম। তুমি ইহাতে পাদপ্রক্ষালন কর॥ ২৬॥

রাধে! তুমি আমার প্রদত্ত দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খস্থিত দূর্ব্বা, পুষ্প, ও চন্দনযুক্ত তীর্থজলপ্লুত অর্ঘ্য গ্রহণ কর॥ ২৭॥

কৃষ্ণপ্রিয়ে! পার্থিব দ্রব্যজাত অতি সৌরভময় মঙ্গলজনক পবিত্র গন্ধ তোমার প্রীতিকামনায় মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল ইহা পরিগ্রহ কর। ২৮।

দেবেশি! আমি কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিত সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ শ্রীখণ্ডচূর্ণ অনুলেপন তোমাকে অর্পণ করিলাম, তুমি ইহা গ্রহণ কর॥ ২৯॥

দেবি! এই বৃক্ষ নির্য্যাসযুক্ত পার্থিব পদার্থ সমন্বিত প্রজ্বলিত অগ্নি শিখাভূতধূপ তোমার প্রীতিকামনায় প্রদত্ত হইল গ্রহণ কর॥ ৩০॥

অন্ধকারভয়ধ্বস্ত অমূল্যং রত্নমুজ্জ্বলং।
রত্নপ্রদীপং শোভাঢ্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥ ৩১॥
পারিজাত প্রসূনঞ্চ গন্ধচন্দন চর্চ্চিতং।
অতীব সৌরভং রম্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥ ৩২॥
সুগন্ধামলকী চূর্ণং সুস্নিগ্ধং সুমনোহরং।
বিষ্ণুতৈল সমাযুক্তং স্নানীয়ং দেবীগৃহ্যতাং॥ ৩৩॥
অমূল্য রত্ননির্ম্মাণং কেয়ূর বলয়াদিকং।
শঙ্খং সুশোভনং রাধে গৃহ্যতাং ভূষণং মম॥ ৩৪॥
কালদেশোদ্ভবং পক্কফলঞ্চ লড্ডুকাদিকং।
পরমান্নং মিষ্টান্নঞ্চ নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ৩৫॥
তাম্বূলঞ্চ বরংরম্যং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
সর্ব্বভোগাদিকং স্বাদুতাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ৩৬॥

পরমেশ্বরি! আমি এই অন্ধকার ভয়নাশক অমূল্য উজ্জ্বল রত্ন ও শোভাময় রত্নপ্রদীপ প্রদান করিলাম তৎকর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হউক॥ ৩১॥

পরমেশ্বরি! এই গন্ধচন্দনচর্চ্চিত অতি সৌরভময় রমণীয় পারিজাত কুসুম তোমার প্রীতিলাভার্থ প্রদত্ত হইল, তুমি ইহা গ্রহণ কর॥ ৩২॥

দেবি! এই সুগন্ধি আমলকীচূর্ণ মিশ্রিত বিষ্ণুতৈলযুক্ত সুস্নিগ্ধ অতি মনোহর স্নানীয় আমি তোমাকে নিবেদন করিলাম, তুমি গ্রহণ কর। ৩৩।

রাধে! অমূল্য রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর বলয়াদি ও সুশোভন শঙ্খভূষণ তোমার প্রীতির জন্য মৎকর্ত্তৃক নিবেদিত হইল, তুমি পরিগ্রহ কর। ৩৪।

দেবি! আমি কাল নিয়মানুসারে দেশোদ্ভব সুপক্ক ফল, লডড়ুকাদি পরমান্ন মিষ্টান্ন ও নৈবেদ্য তোমাকে নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। ৩৫।

রাধে! ভোগ্যবস্তু সমুদায়ের শেষ ভোগ্য কর্পূরাদি সুবাসিত অতি স্বাদু তাম্বূল মৎকর্ত্তৃক নিবেদিত হইল তুমি ইহা পরিগ্রহ কর॥ ৩৬॥

অশনং রত্নপাত্রস্থং সুস্বাদুঃ সুমনোহরং।
ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥ ৩৭॥
রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণং বহ্নিশুদ্ধাং সুকাম্বিতং।
পুষ্পচন্দনচর্চ্চাঢ্যং পর্য্যঙ্কং দেবি গৃহ্যতাং॥ ৩৮॥
এবং সংপূজ্য দেবীং তাং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং।
যত্নেন পূজয়েদ্দেবীং নায়িকাষ্টৌ ব্রতেব্রতী॥ ৩৯॥
প্রাগাদিক্রম যোগেন দক্ষিণাবর্ত্ততঃ প্রিয়ে।
ভক্ত্যা পঞ্চোপচারেণ সুপ্রিয়াঃ পরিচারিকাঃ॥ ৪০॥
মালাবতীং পূর্ব্বকোণে বহ্নিকোণে চ মাধবীং।
দক্ষিণে রত্নমালাঞ্চ সুশীলাং নৈঋতে সতি॥ ৪১॥
পশ্চিমে চ শশিকলাং পারিজাতাঞ্চ মারুতে।
পদ্মাবতীমুত্তরে চ ঐশান্যাং সুন্দরীং তথা॥ ৪২॥

পরমেশ্বরি! আমি ভক্তিযোগে এই রত্ন পাত্রস্থ সুস্বাদু সুমনোহর ভোজনসামগ্রী তোমাকে নিবেদন করিলাম তোমাকর্ত্তৃক গৃহীত হউক।৩৭।

দেবি! এই উৎকৃষ্ট রত্নসার নির্ম্মিত বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত পুষ্প চন্দনে সুগন্ধীকৃত পর্য্যঙ্ক মৎকর্ত্তৃক নিবেদিত হইল, তুমি গ্রহণ কর॥ ৩৮॥

সাধক এইরূপে ষোড়শোপচারে শ্রীমতী রাধিকার পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে, তৎপরে প্রযত্নসহকারে যারপর নাই ভক্তিসহকারে তদীয় অষ্ট নায়িকার অর্চ্চনা করিবে॥ ৩৯॥

প্রিয়ে! সাধক ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে প্রাগাদিক্রমযোগে পঞ্চোপচারে রাধিকার সেই সুপ্রিয় পরিচারিকাগণের পূজা করিবে। ৪০।

সতি! পূর্ব্বকোণে মালাবতী, বহ্নিকোণে মাধবী, দক্ষিণে রত্নমালা, নৈঋতে সুশীলা, পশ্চিমে শশীকলা, বায়ুকোণে পারিজাতা, উত্তরে পদ্মাবতী ও ঈশানকোণে সুন্দরীর পূজা করিতে হইবে। অষ্ট নায়িকার পূজা বিধি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৪১॥ ৪২॥

যূথিকা মালতীমালাং পদ্মং দদ্যাৎ ব্রতেব্রতী।
পরিহারঞ্চ কুরুতে সামবেদোক্ত মেব চ ॥ ৪৩ ॥
ত্বং দেবী জগতাং মাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ কৃষ্ণপ্রাণাধিকে শুভে। ৪৪।
কৃষ্ণপ্রেমময়ী শক্তিঃ কৃষ্ণসৌভাগ্যরূপিণী।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে রাধে নমস্তে মঙ্গলপ্রদে। ৪৫।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সার্থকং মম।
পূজিতাসি ময়া সা চ শ্রীকৃষ্ণেন চ পূজিতা। ৪৬।
কৃষ্ণবক্ষসি যা রাধা সর্ব্বসৌভাগ্য সংযুতা।
রাসে রাসেশ্বরীরূপা রাধা বৃন্দাবনে বনে। ৪৭।
কৃষ্ণপ্রিয়া চ গোলোকে তুলসীকাননে তু সা।
চম্পাবতী কৃষ্ণসঙ্গে ক্রীড়া চম্পককাননে। ৪৮।

ব্রতী এইরূপে রাধিকার পূজা সমাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে যূথিকা, মালতী মালা ও পদ্ম প্রদান করিয়া সামবেদোক্ত স্তব পাঠ পূর্ব্বক একান্তঃকরণে ভক্তিপূর্ব্বক পূজাপরিহার করিবে ॥ ৪৩ ॥

দেবি! তুমি জগজ্জননী, সনাতনী বিষ্ণুমায়া শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা ও প্রাণাধিদেবী এবং শুভদায়িনী বলিয়া কথিতা হইয়া থাক ॥ ৪৪ ॥

রাধে! তুমি পরাৎপর কৃষ্ণের প্রেমময়ী শক্তি, কৃষ্ণসৌভাগ্যরূপিণী কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী ও মঙ্গলপ্রদা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়া থাক, অতএব তোমাকে একান্তচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

দেবি! পূর্ব্বে তুমি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছিলে এক্ষণে তোমার পূজা করিয়া আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল ॥ ৪৬ ॥

দেবি! যখন তুমি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বাসকর তখন সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্তা রাধানামে কথিতা হও। আর রাসমণ্ডলে তুমি রাসেশ্বরী, বৃন্দাবনের বনে রাধা, গোলোকধামে ও তুলসী কাননে কৃষ্ণপ্রিয়া, চম্পকবনে

চন্দ্রাবলী চন্দ্রবনে শতশৃঙ্গে সতী সতি।
বিরজা দর্পহন্ত্রী চ বিরজাতট কাননে। ৪৯।
পদ্মাবতী পদ্মবনে কৃষ্ণা কৃষ্ণ সরোবরে।
ভদ্রাকুঞ্জ কুটীরে চ কাম্যা চ কাম্যকে বনে। ৫০।
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীর্ব্বাণী নারায়ণোরসি।
ক্ষীরোদ সিন্ধুকন্যা চ মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীর্হরিপ্রিয়া। ৫১।
সর্ব্ব স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মীর্দ্দেব দুঃখ বিনাশিনী।
সনাতনী বিষ্ণুমায়া দুর্গা শঙ্কর বক্ষসি। ৫২।
সাবিত্রী বেদমাতা চ কলয়া কৃষ্ণবক্ষসি।
কলয়া ধর্ম্মপত্নী ত্বং নরনারায়ণ প্রসূঃ। ৫৩।
কলয়া তুলসীত্বঞ্চ গঙ্গা ভুবন পাবনী।
লোমকূপোদ্ভবা গোপ্যঃ কলাংশা রোহিণী রতিঃ। ৫৪।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াসঙ্গকালে চম্পাবতী, চন্দ্রবনে চন্দ্রাবলী, শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে সতী, বিরজাতটকাননে বিরজাদর্পহন্ত্রী, পদ্মবনে পদ্মাবতী, কৃষ্ণসরোবরে কৃষ্ণা, কুঞ্জকুটীরে ভদ্রা, কাম্যকবনে কাম্যা, বৈকুণ্ঠধামে মহালক্ষ্মী, নারায়ণ বক্ষঃস্থলে বাণী, ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যা, মর্ত্ত্যলোকে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, স্বর্গলোকে দেবদুঃখবিনাশিনী স্বর্গলক্ষ্মী, শঙ্করবক্ষঃস্থলে বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গানামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাক।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২।

দেবি! তুমি শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থল বাসকালে অংশক্রমে বেদমাতা সাবিত্রী রূপে অবস্থান করিয়া থাক, অংশে তুমি ধর্ম্মপত্নী হইয়াছ আর তুমিই নরনারায়ণের প্রসবকর্ত্রী বলিয়া কথিতা হও ॥ ৫৩ ॥

পরমেশ্বরি! তুমি অংশে তুলসী ও ভুবনপাবনী গঙ্গারূপে আবির্ভূতা হইয়াছ তোমার লোমকূপ হইতে গোপিকাগণের উদ্ভব এবং তোমারই কলাংশে রোহিণী ও রতির সৃষ্টি হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

কলা কলাংশরূপা চ শতরূপা শচী দিতিঃ।
অদিতির্দ্দেবমাতা চ ত্বৎকলাংশা হরিপ্রিয়া। ৫৫।
দিব্যশ্চ মুনিপত্ন্যশ্চ ত্বৎকলা কলয়া শুভে।
কৃষ্ণভক্তিং কৃষ্ণপ্রিয়ে দেহি মে কৃষ্ণপূজিতে। ৫৬।
এবং কৃত্বা পরীহারং স্তুত্বা চ কবচং পঠেৎ। ৫৭।
পুরাকৃতং স্তোত্রমেতৎ ভক্তিদাস্য প্রদং শুভং।
এবং নিত্যং পূজয়েদ্যো বিষ্ণুতুল্যঃ স ভারতে। ৫৮।
জীবন্মুক্তশ্চ পূতশ্চ গোলোকং যাতি নিশ্চিতং। ৫৯।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াঞ্চ রাধাং যঃ পূজয়েচ্ছিবে।
এবং ক্রমেণ প্রত্যব্দং রাজসূয় ফলং লভেৎ। ৬০।
পরমৈশ্বর্য্য যুক্তশ্চ ইহলোকেষু পুণ্যবান্।
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো যাত্যন্তে বিষ্ণুমন্দিরং। ৬১।

দেবি! শতরূপা শচী ও দিতি তোমার কলাকলাংশরূপা এবং দেবমাতা অদিতি ও হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী তোমার কলাংশজাতা রূপে প্রসিদ্ধ॥ ৫৫॥

কৃষ্ণপ্রিয়ে! দিব্য মুনিপত্নীগণ তোমার কলাংশজাতা। কৃষ্ণপূজিতে! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান কর। ৫৬॥

সাধক এইরূপে পরিহার পূর্ব্বক অতিশয় ভক্তিভাবে স্তব পাঠান্তে রাধিকার কবচ পাঠ করিবে কোনরূপে ত্রুটি করিবে না॥ ৫৭॥

এই পূর্ব্বকৃত স্তোত্র কৃষ্ণভক্তিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের দাস্যোৎপাদক ও মঙ্গল জনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মানুসারে নিত্য শ্রীমতী রাধিকার পূজা করেন তিনি ভারতে বিষ্ণুতুল্য হন, আর তিনি নিশ্চয়ই পবিত্র ও জীবন্মুক্ত হইয়া গোলোকধামে গমন করেন॥ ৫৮।৫৯॥

শিবে! যেব্যক্তি এইরূপে প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে শ্রীমতী রাধিকার পূজা করেন তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং সেই

আদাবেবং ক্রমেণৈব রাসে বৃন্দাবনে বনে।
স্তুতা সা পূজিতা রাধা শ্রীকৃষ্ণেন পুরা সতি। ৬২।
সংপূজ্য তাং দ্বিতীয়ে চ রাধামেবং ক্রমেণ চ।
ত্বদ্বরেণ চ সংপ্রাপ বিধাতা বেদমাতরং। ৬৩।
নারায়ণো মহালক্ষ্মীং প্রাপয়াং পূজ্যভারতীং।
গঙ্গাঞ্চ তুলসীঞ্চৈব পরাং ভুবন পাবনীং। ৬৪।
বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়ীচ প্রাপ সিন্ধুসুতাং তথা।
মৃতায়াং দক্ষকন্যায়াং ময়া কৃষ্ণাজ্ঞয়া পুরা। ৬৫॥
ত্বমেব দুর্গা সম্প্রাপ্তা পূজিতা পুষ্করে চ সা।
অদিতিং কশ্যপঃ প্রাপ চন্দ্রঃ সংপ্রাপ রোহিণীং। ৬৬।
কামোরতিঞ্চ সংপ্রাপ ধর্ম্মোমূর্ত্তিং পতিব্রতাং।
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব যাং সংপূজ্য পতিব্রতাং। ৬৭।

পুণ্যবান্ ব্যক্তি ইহলোকে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন এবং সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্তহইয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।৬০।৬১।

সতি! পূর্ব্বে পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন বনমধ্যে এইরূপ বিধানানুসারে প্রথমে শ্রীমতী রাধিকার পূজা ও স্তব করিয়াছিলেন॥ ৬২॥

দ্বিতীয়বারে বিধাতাও এইরূপে সেই রাধার পূজা করিয়া তাঁহার কৃপাপাত্র হয়েন অর্থাৎ তাঁহার বরে বেদমাতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৬৩॥

এই প্রকারে সেই পরমা প্রকৃতি শ্রীমতীর আরাধনা করিয়া নারায়ণ মহালক্ষ্মী সরস্বতী তুলসী ও ভুবন পাবনী গঙ্গাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ও তাঁহারই আরাধনা বলে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু সিন্ধুকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন, এবং দক্ষ কন্যা সতী দেহ ত্যাগ করিলে আমিও পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে সেই রাধিকার আরাধনা করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সেই শ্রীমতীর আরাধনা বলে কশ্যপ অদিতিকে চন্দ্র রোহিণীকে কামদেব রতিকে ও ধর্ম্ম পতিব্রতা মূর্ত্তিকে লাভ করিয়াছেন,

সংপ্রাপ যদ্বরেণৈব ধর্ম্ম কামার্থ মোক্ষকং।
এবং পূজাবিধানঞ্চ কথিতঞ্চ স্তবং শৃণু ॥ ৬৮ ॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

একদা মানিনী রাধা বভূবা দর্শনা প্রভো।
সংশক্তস্য তুলস্যাঞ্চ গোপ্যাঞ্চ তুলসীবনে ॥ ৬৯ ॥
সা সংহৃত্য স্বমূর্ত্তীশ্চ কলাঃ সর্ব্বাশ্চ লীলয়া।
সর্ব্বে বভূবুর্দ্দেবাশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ ॥ ৭০ ॥
ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যাশ্চ নিশ্রীকা ভার্য্যাহীনাদ্যুপদ্রুতাঃ।
তে চ সর্ব্বে সমালোচ্য শ্রীকৃষ্ণং শরণং যযুঃ ॥ ৭১ ॥
তেষাং স্তোত্রেণ সন্তুষ্টঃ স্নাত্বা সংপূজ্যতাং শুচিঃ।
তুষ্টাব পরমাত্মা স সর্ব্বেসাং রাধিকাং সতীং ॥ ৭২ ॥

আর সেই রাধিকার পূজা করিয়া দেব ও মুনিগণ তাঁহার বরে অনায়াসে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট শ্রীমতীর পূজাবিধান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তাঁহার স্তব কহিতেছি শ্রবণ কর। ৬৪ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥

মহেশ্বর কহিলেন, পার্ব্বতি! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তুলসী কাননে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রিয়া তুলসী ও গোপিকাতে সমাসক্ত হইলে একদা শ্রীমতী রাধিকা অভিমানিনী হইয়া অবলীলাক্রমে স্বীয় কলাজাত মূর্ত্তি সমুদায় সংহরণ পূর্ব্বক অন্তর্হিতা হইলেন। রাধিকার এইরূপ অন্তর্ধানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ ভ্রষ্টৈশ্বর্য্য নিশ্রীক ভার্য্যাহীন ও উপক্রুত হইয়া আপনাদিগের অবনতির বিষয় সমালোচন পূর্ব্বক চিন্তাকুলিত চিত্তে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করতঃ কাতরান্তঃকরণে বিস্তর স্তব করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের স্তুতিবাদে প্রীত হইয়া স্নানপূর্ব্বক পবিত্র চিত্তে শ্রীমতী রাধিকার স্তব করিতে লাগিলেন। ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

এবমেব প্রিয়া হন্তি প্রমোদ মেব তে ময়ি।
সুব্যক্ত মত্য কাপট্য বচনন্তে বরাননে॥ ৭৩॥
হে কৃষ্ণ ত্বং মম প্রাণা জীবমাত্মেতি সন্ততং।
যদ্ব্রূহি নিত্যং প্রেম্নাচ সাংপ্রতন্তে কুতোগতঃ॥ ৭৪॥
তস্মাৎ সর্ব্বমলং কান্তে বচনং জগদম্বিকে।
ক্ষুরধারঞ্চ হৃদয়ং স্ত্রীজাতীনাঞ্চ সর্ব্বতঃ॥ ৭৫॥
অস্মাকং বচনং সত্যং হদ্ব্রবীমিতি তদ্ধ্রুবং।
পঞ্চপ্রাণাধিদেবী ত্বং ত্বঞ্চ প্রাণাধিকেতি মে॥ ৭৬॥
শক্তো ন রক্ষিতুং ত্বাঞ্চ যান্তি প্রাণাস্ত্বয়াবিনা।
বিনাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ কো বা কুত্র চ জীবতি॥ ৭৭॥
মহদ্বিষ্ণোশ্চ মাতা ত্বং মূলপ্রকৃতিরিশ্বরী।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বরাননে! তুমি প্রিয়া মহিষী হইয়া এরূপে প্রণয়ভঙ্গ করিতেছ কেন? তুমি যে নিরন্তর অকপটে প্রেমপূরিত চিত্তে আমার প্রতি এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে,হে কৃষ্ণ! তুমি আমার প্রাণ ও আত্মাস্বরূপ, এখন তোমার সে ভাব কোথায় গেল? কান্তে! বুঝিলাম তোমার সমস্ত প্রীতিপূর্ণ বাক্য ছলনা মাত্র। জগদম্বিকে! এবিষয়ে তোমার প্রতি অনুরোধ করাও বৃথা, কারণ স্ত্রীজাতির হৃদয় সর্ব্বতোভাবে ক্ষুরধার স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৭৩॥ ৭৪॥ ৭৫॥

প্রাণাধিকে! আমি যে সর্ব্বদা বলিয়া থাকি তুমি আমার প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, নিশ্চয় বলিতেছি আমার এই বাক্য সম্পূর্ণ সত্য। আমি এরূপ ভাবাপন্ন হইয়াও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, এখন তোমা ব্যতীত আমার প্রাণ সমুদায় বিনির্গত হয়, প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি কোথায় জীবিত থাকিতে সমর্থ হইতে পারে!॥ ৭৬॥ ৭৭॥

সগুণা ত্বঞ্চ কলয়া নির্গুণা স্বয়মেব তু ॥ ৭৮ ॥
জ্যোতীরূপা নিরাকারা ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহা।
ভক্তানাং রুচিবৈচিত্র্যা নানামূর্ত্তীশ্চ বিভ্রতী ॥ ৭৯ ॥
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে ভারতী চ সতাং প্রসূঃ।
পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে চ সতী চ পার্ব্বতী তথা ॥ ৮০ ॥
তুলসী পুণ্যরূপা চ গঙ্গা ভুবনপাবনী।
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী কলয়া ত্বং বসুন্ধরা ॥ ৮১ ॥
গোলোকে রাধিকা ত্বঞ্চ সর্ব্বগোপালকেশ্বরী।
ত্বয়াবিনাহং নির্জ্জীবোহ্যশক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮২ ॥
শিবঃ শক্তস্ত্বয়া শক্ত্যা শবাকার স্ত্বয়া বিনা।
বেদকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা বেদমাতা ত্বয়া সহ। ৮৩ ॥

দেবি! তুমি মহাবিষ্ণুর প্রসবিত্রী, মূল প্রকৃতি ও ঈশ্বরী, তুমি স্বভাবতই নির্গুণা, কেবল অংশে সগুণারূপে প্রকাশমানা হও। ৭৮ ॥

রাধে! তুমি জ্যোতিঃস্বরূপা ও নিরাকারা কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তুমি মূর্ত্তি ধারণ কর এবং ভক্তগণের রুচি বৈচিত্রক্রমে তুমি নানামূর্ত্তিতে প্রকাশমানা হইয়া থাক ॥ ৭৯ ॥

দেবি! তোমাকে অধিক আর কি বলিব, তুমি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী ও পুণ্যক্ষেত্র ভারতে সাধুদিগের জননী ভারতী রূপে অবস্থান করিতেছ এবং তুমি সতী ও পার্ব্বতী নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক ॥ ৮০ ॥

প্রিয়ে! তুমি পুণ্যরূপা তুলসী ভুবনপাবনী গঙ্গা ও ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী রূপে প্রকাশমানা এবং তুমি অংশে ধরারূপিণী হইয়াছ ॥ ৮১ ॥

প্রাণাধিকে! তুমি গোলোকধামে সমস্ত গোপালের ঈশ্বরী রাধিকা রূপে অবস্থান করিয়া থাক। তোমার বিরহে আমি নির্জ্জীব হইয়াছি সুতরাং কোন কর্ম্মে সামর্থ্যমাত্র নাই ॥ ৮২ ॥

দেবি! তুমি শক্তিরূপা, শিব সেই শক্তিরূপা তোমাকে আশ্রয় করিয়া

নারায়ণস্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা জগৎপাতা জগৎপতিঃ।
ফলং দদাতি যজ্ঞশ্চ ত্বয়া দক্ষিণয়াসহ। ৮৪॥
বিভর্ত্তি সৃষ্টিং শেষশ্চ ত্বাং কৃত্বা মস্তকে বিভুঃ।
বিভর্ত্তি গঙ্গারূপাং ত্বাং মূর্দ্ধ্নি গঙ্গাধরঃ শিবঃ। ৮৫।
শক্তিমচ্চ জগৎসর্ব্বং শবরূপং ত্বয়াবিনা।
বক্তা সর্ব্বস্ত্বয়াবাণ্যা সূতোমূকস্ত্বয়াবিনা। ৮৬।
যথা মৃদাঘটং কর্ত্তুং কুলালঃ শক্তিমান সদা।
সৃষ্টিং স্রষ্টুং তথাহঞ্চ প্রকৃত্যা চ ত্বয়াসহ। ৮৭।

কার্য্যাক্ষম হন, কিন্তু তিনি শক্তিহীন হইলে শবাকার হইয়া থাকেন। আর তুমি বেদমাতাস্বরূপ, সুতরাং তোমাকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বয়ং বেদকর্ত্তা হইয়াছেন। ৮৩॥

রাধে! তুমি লক্ষ্মীরূপা, জগৎপতি নারায়ণ সেই লক্ষ্মীরূপা তোমাকে আশ্রয় করিয়া জগতের পালন কর্ত্তা হইয়াছেন, আর তুমি দক্ষিণারূপে নির্দ্দিষ্টা আছ, সুতরাং যজ্ঞদেব সেই দক্ষিণারূপা তোমাকে অবলম্বন করিয়া ফল প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৮৪॥

হে প্রাণেশ্বরি! অনন্তদেব তোমাকে মস্তকে ধারণ করিয়া সৃষ্টিধারণ করিতেছেন এবং দেবদেব মহাদেব গঙ্গারূপিণী তোমাকে মস্তকে ধারণ করিয়া গঙ্গাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৮৫।

দেবি! সমস্ত জগৎ তোমাদ্বারাই শক্তিবিশিষ্ট থাকে, তোমার অসত্তায় সমস্ত শব স্বরূপ হয়। তুমি বাণী স্বরূপা তোমার আশ্রয়ভিন্ন কাহারও বাক্য প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে না, তদ্ব্যতীত এই ত্রিজগতসংসার মধ্যে সকলেই মূকরূপে অবস্থান করিয়া থাকে॥ ৮৬॥

যেমন কুলাল চক্রকে আশ্রয় করিয়া অনায়াসে মৃত্তিকাদ্বারা ঘট প্রস্তুত করিতে শক্তিমান্ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিরূপা যে তুমি তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি সৃষ্টিকার্য্যে সক্ষম হইয়া থাকি॥ ৮৭॥

ত্বয়াবিনা জড়শ্চাহং সর্ব্বত্র চ ন শক্তিমান।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং ত্বমাগচ্ছ মমান্তিকং। ৮৮।
বহ্নৌ ত্বং দাহিকাশক্তির্নাগ্নিস্তপ্ত স্ত্বয়াবিনা।
শোভাস্বরূপা চন্দ্রে ত্বং ত্বাং বিনানস সুন্দরঃ। ৮৯।
প্রভারূপাহি সূর্য্যে ত্বং ত্বাং বিনা ন সভানুমান।
ন কামঃ কামিনীবন্ধু স্ত্বয়া রত্যা বিনা প্রিয়ে। ৯০।
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা তাং সংপ্রাপ জগৎ প্রভুঃ।
দেবা বভূবুঃ সশ্রীকাঃ সভার্য্যাঃ শক্তিসংযুতাঃ। ৯১।
সস্ত্রীকঞ্চ জগৎসর্ব্বং বভূব শৈলকন্যকে।
গোপীপূর্ণশ্চ গোলোকে বভূব তৎপ্রসাদতঃ। ৯২।
রাজা জগাম গোলোকে ইতিশ্রুত্বা হরিপ্রিয়াং।

দেবি! অধিক আর কি বলিব তোমা ব্যতীত আমি জড়স্বরূপ। তোমা ভিন্ন কোন বিষয়েই আমার শক্তি নাই, তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপা, এক্ষণে তুমি কৃপা করিয়া আমার নিকট আগমন কর॥ ৮৮॥

তুমি বহ্নিতে দাহিকা শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছ সুতরাং তোমা ভিন্ন অনল কোন বস্তু দগ্ধ করিতে পারে না। তুমি চন্দ্রে শোভাস্বরূপ, সুতরাং তোমাদ্বারাই চন্দ্রদেব শোভাসম্পন্ন হইয়াছেন॥ ৮৯॥

প্রিয়ে! তুমি সূর্য্যে প্রভারূপা, সুতরাং সূর্য্যদেব নিরবচ্ছিন্ন তোমা দ্বারাই প্রভাসম্পন্ন হইয়াছেন, আর তুমি রতিরূপা সুতরাং তোমার সহযোগেই কাম কামিনীবন্ধু হইয়াছেন॥ ৯০॥

জগৎপাতা পরমাত্মা কৃষ্ণ এইরূপে শ্রীমতী রাধিকার স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন দেবগণের উপদ্রবের শান্তি হইল, তাঁহারা শ্রীসম্পন্ন সস্ত্রীক ও শক্তিমান হইয়া সুখে যাপন করিতে লাগিলেন॥ ৯১॥

পার্ব্বতি! জগতের সমস্ত জীব সেই রাধিকার আবির্ভাবে সস্ত্রীক হইল এবং তৎপ্রসাদে সমস্ত গোলোকধাম গোপীমণ্ডলে পরিবৃত হইল॥ ৯২॥

শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং স্তোত্রং রাধায়া যঃ পঠেন্নরঃ। ৯৩।
কৃষ্ণভক্তিঞ্চ তদ্দাস্যং সপ্রাপ্নোতি নসংশয়ঃ।
স্ত্রীবিচ্ছেদে যঃ শৃণোতি মাসমেকমিদং শুচিঃ। ৯৪।
অচিরাল্লভতে ভার্য্যাং সুশীলাং সুন্দরীং সতীং।
ভার্য্যাহীনো ভাগ্যহীনো বর্ষমেকং শৃণোতি যঃ। ৯৫।
অচিরাল্লভতে ভার্য্যাং সুশীলাং সুন্দরীং সতীং।
পুরাময়াচ ত্বং প্রাপ্তা স্তোত্রেণানেন পার্ব্বতি। ৯৬।
মৃতায়াং দক্ষকন্যাযামাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
স্তোত্রেণানেন সংপ্রাপ্তা সাবিত্রী ব্রহ্মণা পুরা। ৯৭।
পুরাদুর্ব্বাসসঃ শাপান্নিশ্রীকা দেবতাগণাঃ।
স্তোত্রেণানেন দেবৈস্তৈঃ সংপ্রাপ্তা শ্রীঃ সুদুর্লভা। ৯৮।
শৃণোতি বর্ষমেকঞ্চ পুত্ত্রার্থী লভতে সুতং।

নরপতি সুযজ্ঞ শ্রীমতী রাধিকার এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া গোলোকধামে গমন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই শ্রীকৃষ্ণ কৃত রাধিকা-স্তোত্র পাঠ করেন তিনি হরিভক্তি পরায়ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দাসাকরণে সক্ষম হন, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি স্ত্রী বিচ্ছেদে এক মাস পবিত্রভাবে এই স্তোত্র শ্রবণ করে তাহার অচিরাৎ সুশীলা সুন্দরী সাধ্বী ভার্য্যা লাভ হয় আর যে ভার্য্যাহীন ভাগ্যহীন পুরুষ এক বর্ষ এই স্তোত্র শ্রবণ করে সে সুশীলা সুন্দরী সাধ্বী ভার্য্যা ও সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। দক্ষ-কন্যা সতীর দেহ ত্যাগের পর আমি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে এই স্তোত্রে রাধিকার স্তব করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম,আর পূর্ব্বে ব্রহ্মাও এই স্তোত্রে সাবিত্রীকে লাভ করিয়াছেন। ৯৩।৯৪।৯৫।৯৬।৯৭।

পার্ব্বতি! পূর্ব্বে তপোধন দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেবগণ বিপদ-সাগরে নিপতিত ও ভ্রষ্টশ্রীক হইয়া এই স্তোত্রে রাধিকার স্তব পূর্ব্বক পুন-র্ব্বার বিপদমুক্ত এবং সুদুর্লভা স্বর্গলক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন। ৯৮।

মহাব্যাধিরোগমুক্তো ভবেৎস্তোত্র প্রসাদতঃ। ৯৯।
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াস্তু তাং সংপূজ্য পঠেন্নরঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি রাজসূয়ফলং লভেৎ। ১০০।
নারী শৃণোতি চেৎ স্তোত্রং স্বামিসৌভাগ্য তাং লভেৎ।
ভক্ত্যা শৃণোতি চেৎ স্তোত্রং বন্ধনান্মুচ্যতে ধ্রুবং। ১০১।
নিত্যং পঠতি যে ভক্ত্যা রাধাং সংপূজ্য ভক্তিতঃ।
সপ্রযাতি চ গোলোকং নির্মুক্তো ভববন্ধনাৎ। ১০২।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে হরগৌরী সম্বাদে
রাধাপূজা স্তোত্রং নাম পঞ্চ-
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুত্রার্থী পুরুষ একবর্ষ রাধিকার এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে পুত্র লাভ করিতে পারে। আর মহাব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করিলে ইহার প্রসাদে দারুন রোগ হইতে অনায়াসে বিমুক্ত হয়॥ ৯৯॥

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাধিকার পূজা করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে লক্ষ্মীদেবী তাহার গৃহে অচলা হইয়া থাকেন এবং সে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। ১০০॥

যদি নারী ভক্তিযোগে এই রাধিকাস্তোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার স্বামি সৌভাগ্য প্রাপ্তিহয় এবং সে যে নিশ্চয়ই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে তাহার আর সন্দেহমাত্র নাই॥ ১০১॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিত্য শ্রীমতী রাধিকার পূজা করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন তিনি অনায়াসে এই ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই নিত্যানন্দ গোলোকধামে গমন করিতে সমর্থ হন॥ ১০২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে হরগৌরীসম্বাদে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

পূজাবিধানং স্তোত্রঞ্চ শ্রুতমত্যদ্ভুতং ময়া।
অধুনা কবচং ব্রূহি শ্রোষ্যামি তৎপ্রসাদতঃ॥ ১॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি হে দুর্গে কবচং পরমাদ্ভুতং।
পুরামহ্যং নিগদিতং গোলোকে পরমাত্মনা॥ ২॥
অতি গুহ্যং পরং তত্ত্বং সর্ব্বমন্ত্রৌঘ বিগ্রহং।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মা সংপ্রাপ বেদমাতরং॥ ৩॥
যদ্ধৃত্বাহং তবস্বামী সর্ব্বমাতুঃ সুরেশ্বরি।
নারায়ণশ্চ যদ্ধৃত্বা মহালক্ষ্মী মবাপ সঃ॥ ৪॥
যদ্ধৃত্বা পরমাত্মা চ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

পার্ব্বতী কহিলেন নাথ! শ্রীমতী রাধিকার অদ্ভুত পূজাবিধান ও স্তোত্র শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আপনার প্রসাদে তদীয় কবচ শ্রবণে বাসনা করিতেছি, অতএব আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।১।

মহেশ্বর কহিলেন পার্ব্বতি! পূর্ব্বে গোলোকধামে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট যে পরমাদ্ভুত রাধিকাকবচ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।২।

সেই রাধিকাকবচ অতি গুহ্য পরম তত্ত্বস্বরূপ! মন্ত্রপুঞ্জই তাহার অবয়ব। ব্রহ্মা সেই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া বেদমাতাকে পাইয়াছেন।৩।

সুরেশ্বরি! তুমি জগজ্জননী, আমি সেই রাধিকাকবচ ধারণ করিয়াই তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং নারায়ণ সেই কবচ ধারণ করিয়া মহালক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছেন॥ ৪॥

বভূব শক্তিমান কৃষ্ণঃ সৃষ্টিং স্রষ্টুং পুরা বিভুঃ॥ ৫॥
বিষ্ণুঃপাতা চ যদ্ধৃত্বা সংপ্রাপ সিন্ধুকন্যকাং।
শেষোবিভর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডং মূর্দ্ধ্নি সর্ষপবজ্জগৎ॥ ৬॥
লোমকূপেষু প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডানি মহান্ বিরাট্।
বিভর্ত্তি ধারণাদস্য সর্ব্বাধার বভূব সঃ॥ ৭॥
যদ্ধারণাচ্চ পঠনাদ্ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ সর্ব্বতঃ।
যদ্ধারণাৎ কুবেরশ্চ ধনাধ্যক্ষশ্চ ভারতে॥ ৮॥
ইন্দ্রঃ সুরাণামীশশ্চ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
নৃপাণাং মনুরীশশ্চ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ॥ ৯॥
শ্রীমাংশ্চন্দ্রশ্চ যদ্ধৃত্বা রাজসূয়ং চকার সঃ।
স্বয়ং সূর্য্যস্ত্রিলোকেশ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ॥ ১০॥

পূর্ব্বে প্রকৃতি হইতে অতীত নিগুর্ণ পরমাত্মা কৃষ্ণও সেই কবচ ধারণ করিয়া এই নিখিল জগতের সৃষ্টি বিধানে শক্তিমান্ হইয়াছিলেন॥ ৫॥

বিষ্ণু সেই কবচ ধারণে সিন্ধুকন্যা লক্ষ্মীকে লাভ করিয়া জগতের পালন কর্ত্তা হইয়াছেন আর অনন্ত দেব সেই কবচ ধারণের প্রভাবে স্বীয় মস্তকে সর্ষপবৎ ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন॥ ৬॥

যে মহাবিরাটের প্রত্যেক লোম কূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি করে তিনি কেবল সেই কবচ ধারণ বলেই ঐ রূপ সর্ব্বাধার হইয়া অধিষ্ঠিত রহিয়া অনায়াসে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন॥ ৭॥

সেই কবচ ধারণে ও তৎ পাঠে ধর্ম্ম সর্ব্বসাক্ষী হইয়াছেন এবং কুবের সেই কবচ ধারণে ভারতে ধনাধ্যক্ষ রূপে অবস্থান করিতেছেন॥ ৮॥

পার্ব্বতি! তোমাকে আর অধিক কি বলিব কেবল সেই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া ইন্দ্র দেবগণের ও মনু রাজগণের অধীশ্বর হইয়াছেন॥ ৯॥

চন্দ্র সেই কবচ ধারণে শ্রীসম্পন্ন হইয়া রাজসুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-

যদ্ধৃত্বা পঠনাদগ্নির্জগৎপূতং করোতি চ।
যদ্ধৃত্বা বাতি বা তোয়ং পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥ ১১ ॥
যদ্ধৃত্বা চ স্বতন্ত্রোহি মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু।
ত্রিঃসপ্ত কৃত্বা নিঃ ক্ষত্রিং চকার চ বসুন্ধরাং ॥ ১২ ॥
জামদগ্ন্যশ্চ রামশ্চ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
পপৌ সমুদ্রং যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ কুম্ভসম্ভবঃ ॥ ১৩ ॥
শনৎকুমারো ভগবান্ যদ্ধৃত্বা জ্ঞানিনাং গুরুঃ।
জীবন্মুক্তৌ চ সিদ্ধৌ চ নরনারায়ণাবৃষী ॥ ১৪ ॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ সিদ্ধো বশিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।
সিদ্ধেশঃ কপিলো যস্মাৎ যস্মাদ্দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১৫ ॥
যস্মাদ্ভৃগুশ্চ মাং দ্বেষ্টি কূর্ম্মোশেষং বিভর্ত্তি চ।

ছিলেন এবং সূর্য্যদেব নিরবচ্ছিন্ন সেই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া ত্রিলোকের প্রভু হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

সেই কবচ ধারণে ও তৎ পাঠে অগ্নি সমস্ত জগতের পবিত্রতা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন এবং সেই কবচ ধারণে পবনদেব প্রবাহিত হইয়া অনায়াসে ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন ॥ ১১ ॥

সেই কবচ ধারণ বলেই মৃত্যু স্বতন্ত্র হইয়া সর্ব্বজীবে সঞ্চরণ করিতেছে, সেই কবচ ধারণ ও পাঠে পরশুরাম একবিংসতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সেই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া ভগবান্ অগস্ত্যদেবের সমুদ্র পানের ক্ষমতা উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১২ ॥ ॥১৩ ॥

সেই কবচ ধারণে ভগবান্ সনৎকুমার জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ ও নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় সিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

শিবে! সেই কবচ ধারণে ও তৎপাঠে ব্রহ্মারপুত্র বশিষ্ঠ সিদ্ধ, কপিলদেব সিদ্ধগণের ঈশ্বর, দক্ষ প্রজাপতি, ভৃগু আমার দ্বেষ করিতে সাহসী,

সর্ব্বাধারো যতো বায়ুর্ব্বরুণঃ পবনো যতঃ ॥ ১৬ ॥
ঈশানোদিক্‌পতিশ্চৈব যমঃ শাস্তা যতঃ শিবে।
কালঃ কালাগ্নি রুদ্রশ্চ সংহর্ত্তা জগতাং যতঃ ॥ ১৭ ॥
যদ্ধৃত্বা গৌতমঃ সিদ্ধঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
বসুদেব সুতাং প্রাপ চৈকানংশাঞ্চ তৎকলাং ॥ ১৮ ॥
পুরা স্বজায়া বিচ্ছেদে দুর্ব্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ।
সংপ্রাপ রামঃ সীতাঞ্চ রাবণেনহৃতাং পুরা ॥ ১৯ ॥
পুরা নলশ্চ সংপ্রাপ দময়ন্তীং যতঃ সতীং।
শঙ্খচূড়ো মহাবীরো দৈত্যানামীশ্বরো যতঃ ॥ ২০ ॥
বৃষোবহতি মাং দুর্গে যতো হি গরুড়োহরিং।
এবং সংপ্রাপ সংসিদ্ধিং সিদ্ধাশ্চ মুনয়ঃ পুরা ॥ ২১ ॥
যদ্ধৃত্বা চ মহালক্ষ্মীঃ প্রদাত্রী বর সম্পদাং।
সরস্বতী সতাং শ্রেষ্ঠা যতঃ ক্রীড়াবতী রতিঃ ॥ ২২ ॥

কূর্ম্ম অনন্ত ধারণে সক্ষম, বায়ু সর্ব্বাধার, বরুণ পবন ও ঈশান দিক্‌পতি, কাল কালাগ্নি স্বরূপ, রুদ্র জগতের সংহর্ত্তা, গৌতম সিদ্ধ ও কশ্যপ প্রজাপতি হইয়াছেন। পূর্ব্বে মুনিবর দুর্ব্বাসার জায়া বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তিনি সেই কবচ ধারণ করিয়া তদংশজাতা এক বসুদেব কন্যাকে পত্নী রূপে লাভ, আর পূর্ব্বে শ্রীরামও সেই কবচ ধারণে রাবণাপহৃতা জানকীর উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ ॥ ১৬ ॥ ॥ ১৭ ॥ ॥ ১৮ ॥ ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বে নলভূপতি সেই কবচ ধারণ বলে সাধ্বী দয়মন্তীকে প্রাপ্ত হয়েন ও মহাবীর শঙ্খচূড় দৈত্যগণের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

দুর্গে! সেই কবচ ধারণে বৃষ আমাকে ও গরুড় হরিকে বহন করিতে সমর্থ হইয়াছে। পুরাকালে মুনিগণ এই রূপে সেই কবচ ধারণ বলেই অনায়াসে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

সাবিত্রী বেদমাতা চ যতঃ সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ।
সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর্যতো বিষ্ণু মবাপ সা॥ ২৩॥
যদ্ধৃত্বা তুলসী পূতা গঙ্গা ভুবন পাবনী।
যদ্ধৃত্বা সর্ব্বশস্যাঢ্যা সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা॥ ২৪॥
যদ্ধৃত্বা মনসাদেবী সিদ্ধা চ বিশ্বপূজিতা।
যদ্ধৃত্বা দেবমাতা চ বিষ্ণুং পুত্র মবাপ সা॥ ২৫॥
পতিব্রতা চ যদ্ধৃত্বা লোপামুদ্রাপ্যরুন্ধতী।
লেভে চ কপিলংপুত্রং দেবহূতী যতঃ সতীং॥ ২৬॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ প্রাপ চ তৎপ্রসূঃ।
ত্বম্মাতা চাপিসংপ্রাপ ত্বাং দেবীং গিরিজাং যতঃ॥ ২৭।
এবং সর্ব্বেসিদ্ধ গণাঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য মবাপ্নুযুঃ।

মহালক্ষ্মী সেই কবচধারণে সর্ব্বসম্পত্তিদায়িনী, সরস্বতীদেবী সাধুশীলা নারীগণের শ্রেষ্ঠা, রতি ক্রীড়াবতী ও সাবিত্রী বেদমাতা হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মী কেবল সেই কবচ ধারণ করিয়া বিষ্ণুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২২॥ ২৩॥

সেই কবচ ধারণে তুলসী পবিত্রা, গঙ্গাদেবী ভুবনপাবনী, বসুন্ধরা সর্ব্বশস্যাঢ্যা ও সর্ব্বাধারা এবং মনসাদেবী কেবল সেই কবচ বলে সিদ্ধা ও বিশ্বপূজিতা হইয়াছেন আর দেবজননী অদিতি সেই কবচ ধারণেই বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। ২৪। ২৫।

অগস্ত্য পত্নী লোপামুদ্রা ও বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতী সেই কবচ ধারণে পতিব্রতা রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন আর সেই কবচ ধারণেই সাধ্বী দেবহূতি কপিলকে পুত্র রূপে লাভ করিয়াছিলেন॥ ২৬॥

সেই কবচ ধারণ প্রভাবেই স্বায়ম্ভুবমনু পত্নী প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং তোমার জননী মেনকা সেই কবচ ধারণে তোমাকে কন্যা রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ২৭॥

শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ। ২৮।
ঋষিশ্ছন্দোঽস্য গায়ত্রী দেবী রাসেশ্বরী স্বয়ং।
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিসংপ্রাপ্তৌ বিনিযোগ প্রকীর্ত্তিতঃ। ২৯।
শিষ্যায় কৃষ্ণভক্তায় ব্রাহ্মণায় প্রকাশয়েৎ।
শঠায় পরশিষ্যায় দত্বা মৃত্যু মবাপ্নুয়াৎ। ৩০।
রাজ্যং দেয়ং শিরোদেয়ং ন দেয়ং কবচং প্রিয়ে।
কণ্ঠে ধৃত মিদং ভক্ত্যা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। ৩১।
ময়া পূজ্যাঞ্চ গোলোকে ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা পুরা।
ওঁ রাধেতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্ত মেব চ। ৩২।
কৃষ্ণেণোপাসিতো মন্ত্রঃ কল্পবৃক্ষঃ শিরোবতু।
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রাধিকাঙেন্তং বহ্নিজায়ান্ত মেব চ। ৩৩।

এই রূপে সমস্ত সিদ্ধগণ সেই কবচ ধারণে সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। এই জগন্মঙ্গল জনক কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী ও দেবী স্বয়ং রাসেশ্বরী রাধিকা, কৃষ্ণ সংপ্রাপ্তি বিষয়ে উহার বিনিয়োগ কীর্ত্তিত আছে॥ ২৮॥ ২৯।

স্বীয় কৃষ্ণ পরায়ণ ব্রাহ্মণ শিষ্যের নিকট এই রাধিকা কবচ কীর্ত্তন করা বিহিত; কিন্তু শঠ পরশিষ্যকে এই কবচ প্রদান করিলে নিশ্চয়ই সাধককে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। ৩০॥

প্রিয়ে! পূর্ব্বে পরমাত্মা কৃষ্ণ ভক্তি যোগে এই কবচ কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব যদি রাজ্য ভ্রষ্ট হইতে হয় বা কেহ মস্তকচ্ছেদন করে সেও মঙ্গল তথাপি এই কবচ প্রদান করিবে না॥ ৩১॥

পূর্ব্বে গোলোকধামে আমি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আমরা ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র দ্বারা শ্রীমতী রাধিকার পূজা করিয়াছিলাম॥ ৩২॥

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রাধিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্রে রাধিকার উপাসনা করেন সেই কল্প বৃক্ষ স্বরূপ মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। ৩৩।

কপালং নেত্রযুগ্মঞ্চ শ্রোত্রযুগ্মং সদাঽবতু।
ওঁ রাঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রাধিকাঙেন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ। ৩৪।
মস্তকং কেশসংঘাশ্চ মন্ত্ররাজঃ সদাবতু।
রাঁ রাধিকেতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্ত মেব চ। ৩৫।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদঃ পাতু কপোলং নাসিকাং মুখং।
ক্লীঁ হ্রীঁ কৃষ্ণপ্রিয়াঙেন্তং কণ্ঠং পাতু নমোঽন্তকং। ৩৬।
ওঁ রাঁ রাসেশ্বরীঙেন্তং স্কন্ধং পাতু নমোঽন্তকং।
ওঁ রাঁ রাসবিলাসিন্যৈ পৃষ্ঠং পাতু সদাবতু। ৩৭।
বৃন্দাবন বিলাসিন্যৈ স্বাহাবক্ষঃ সদাবতু।
তুলসীবনবাসিন্যৈ স্বাহা পাতু নিতম্বকং। ৩৮।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাঙেন্তং স্বাহা প্রণবচাদিকং।
পাদযুগ্মঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং সন্ততং পাতু সর্ব্বতঃ। ৩৯।

ওঁ রাঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রাধিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বতোভাবে আমার সর্ব্বদা কপাল, নেত্রযুগল ও শ্রুতিযুগল রক্ষা করুন ॥ ৩৪ ॥

রাঁ রাধিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্ররাজ আমার মস্তক ও কেশ সমুদায় নিরন্তর রক্ষা করুন ॥ ৩৫ ॥

ক্লীঁ হ্রীঁ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ নমঃ, এই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র আমার কপোল, নাসিকা, মুখ ও কণ্ঠ রক্ষা করুন ॥ ৩৬ ॥

ওঁ রাং রাসেশ্বর্য্যৈ নমঃ, এই মন্ত্র স্কন্ধ এবং ওঁ রাং রাসবিলাসিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন ॥ ৩৭ ॥

বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সদা বক্ষঃস্থল এবং তুলসী-বাসিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নিতম্ব রক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥

ওঁ কৃষ্ণপ্রাণাধিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সতত সর্ব্বতোভাবে আমার পাদযুগল ও সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন ॥ ৩৯ ॥

রাধা রক্ষতু প্রাচ্যাঞ্চ বহ্নৌ কৃষ্ণপ্রিয়াবতু।
দক্ষে রাসেশ্বরী পাতু গোপীশা নৈঋতে বতু। ৪০।
পশ্চিমে নির্গুণা পাতু বায়ব্যে কৃষ্ণপূজিতা।
উত্তরে সন্ততং পাতু মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। ৪১।
সর্বেশ্বরী সদৈশান্যাং পাতুমাং সর্ব্বপূজিতা।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে স্বপ্নে জাগরণে তথা। ৪২।
মহাবিষ্ণোশ্চ জননী সর্ব্বতঃ পাতু সন্ততং।
কবচং কথিতং দুর্গে শ্রীজগন্মঙ্গলং পরং। ৪৩।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গূঢ়াদগূঢ়তরং পরং।
তবস্নেহান্ময়া খ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ॥ ৪৪॥
গুরুমভ্যচ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কার চন্দনৈঃ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ ধৃত্বা বিষ্ণুসমো ভবেৎ॥ ৪৫॥
শতলক্ষজপেনৈব সিদ্ধঞ্চ কবচং ভবেৎ।

শ্রীমতী রাধিকা পূর্ব্বদিকে, কৃষ্ণপ্রিয়া অগ্নিকোণে, রাসেশ্বরী দক্ষিণে, গোপীশা নৈঋতে, নির্গুণা পশ্চিমে, কৃষ্ণপূজিতা বায়ুকোণে, মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী উত্তরে, সর্ব্বপূজিতা সর্ব্বেশ্বরী ঈশানকোণে এবং মহাবিষ্ণুর জননী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে স্বপ্নে ও জাগরণে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। এই আমি শ্রীমতী রাধিকার জগন্মঙ্গলজনক পরম কবচ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম॥ ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

এই গূঢ় হইতেও গূঢ়তর পরম কবচ যেকোন ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। তোমার প্রতি আমার অতুল স্নেহ, এইজন্য ইহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, তুমি এই কবচ কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না।৪৪।

বিধিবৎ যে ব্যক্তি বস্ত্রালঙ্কার ও চন্দনদ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া এই কবচ বাহুতে অথবা কণ্ঠে ধারণ করেন তিনি বিষ্ণুতুল্য হন। ৪৫।

যদিস্যাৎ সিদ্ধিকবচো ন দগ্ধো বহ্নিনাভবেৎ॥ ৪৬॥
এতস্মাৎ কবচাদ্দুর্গে রাজা দুর্য্যোধনঃ পুরা।
বিশারদোজলস্তম্ভে বহ্নিস্তম্ভে চ নিশ্চিতং॥ ৪৭॥
ময়া সনৎকুমারায় পুরা দত্তঞ্চ পুষ্করে।
সূর্য্যপর্ব্বণি মেরৌ চ স সান্দীপনয়ে দদৌ॥ ৪৮॥
বলায় তেন দত্তঞ্চ দদৌ দুর্য্যোধনায় সঃ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ৪৯॥
নিত্যং পঠতি ভক্ত্যেদং তন্মন্ত্রোপাসকশ্চ যঃ।
বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নিত্যং রাজসূয় ফলং লভেৎ॥ ৫০॥
স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বদানেন যৎফলং।
সর্ব্বভক্ষ্যোপবাসে চ প্রথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণে॥ ৫১॥
সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষায়াং নিত্যঞ্চ সত্যরক্ষণে।

শতলক্ষ জপে ঐ রাধিকা কবচ সিদ্ধ হয়। অধিক কি বলিব যদি সিদ্ধ কবচ হয় তাহা হইলে বহ্নিদ্বারা তাহা দগ্ধ হয় না। ৪৬॥

দুর্গে! পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন এই রাধিকাকবচ ধারণ করিয়া নিশ্চয় জলস্তম্ভে ও অগ্নিস্তম্ভে বিশারদ হইয়াছিলেন। ৪৭।

পূর্ব্বে আমি পুষ্করতীর্থে সনৎকুমারকে এই কবচ প্রদান করিয়াছিলাম পরে সেই সনৎকুমার সুমেরুপর্ব্বতে সূর্য্যগ্রহণ কালে ঐ কবচ সান্দীপনি মুনিকে প্রদান করেন। ৪৮।

তৎপরে সেই সান্দীপনি বলদেবকে ও বলদেবপ্রিয় শিষ্য দুর্য্যোধনকে উহা প্রদান করেন। ঐ কবচের প্রসাদে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। ৪৯।

যে ব্যক্তি তন্মন্ত্রোপাসক তিনি ভক্তিযোগে নিত্য এই কবচ পাঠ করিলে বিষ্ণুতুল্য হন এবং নিত্য রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ করেন। ৫০।

সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ববস্তু দান, সমস্ত পুণ্যদিনে উপবাস, পৃথিবী প্রদ-

নিত্যং শ্রীকৃষ্ণসেবায়াং কৃষ্ণনৈবেদ্য ভক্ষণে ॥ ৫২ ॥
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং যৎফলঞ্চ লভেন্নরঃ।
তৎফলং ফলতেন্নূনং পঠনাৎ কবচস্য চ ॥ ৫৩ ॥
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সিংহ ব্যাঘ্রান্বিতে বনে।
দাবাগ্নৌ সংকটেচৈব দস্যু চৌরান্বিতে ভয়ে ॥ ৫৪ ॥
কারাগারে বিপদ্গ্রস্তে ঘোরে চ দৃঢ়বন্ধনে।
ব্যাধিযুক্তো ভবেন্মুক্তো ধারণাৎ কবচস্য চ ॥ ৫৫ ॥
ইত্যে তৎকথিতং দুর্গে তবৈবেদং মহেশ্বরি।
ত্বমেব সর্ব্বরূপা মাং মায়া পৃচ্ছসি মায়য়া ॥ ৫৬ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রাধিকাখ্যানং স্মারং স্মারঞ্চ মাধবং।
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রো বভূব সঃ ॥ ৫৭ ॥

ক্ষিণ, সর্ব্বযজ্ঞেদীক্ষা, নিত্য সত্য রক্ষা, নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও কৃষ্ণনৈবেদ্য ভোজন, এবং বেদচতুষ্টয় পাঠে যে ফল লাভ হয় ঐ রাধিকাকবচ পাঠে নিশ্চয়ই মনুষ্যের সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ৫১। ৫২। ৫৩।

মনুষ্য রাজদ্বারে, শ্মশানে, সিংহ ব্যাঘ্র সমন্বিত বনে, দাবানল মধ্যে সঙ্কটে, দস্যু ও চৌরভয়যুক্ত স্থানে, কারাগারে ও ঘোর বিপদে পতিত দৃঢ়বন্ধনযুক্ত বা ব্যাধি পীড়িত হইয়া যদি ঐ রাধিকাকবচ ধারণ করে তাহাহইলে সে সমস্ত বিপজ্জাল হইতে বিমুক্ত হয় সন্দেহ নাই। ৫৪। ৫৫।

মহেশ্বরি! এই আমি তোমার নিকট রাধিকার কবচ মাহত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দুর্গে! তুমি সর্ব্বরূপা মায়া, সমস্তই তোমার বিদিত আছে, কেবল তুমি মায়া প্রকাশ করিয়া আমাকে উহা জিজ্ঞাসা করিতেছ ॥ ৫৬ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! সেই সুযজ্ঞ নরপতি রাধিকোপাখ্যান শ্রবণে হৃদয়ে মাধবকে স্মরণ করিতে করিতে পুলকাঞ্চিত কলেবর হইলেন এবং তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

ন কৃষ্ণসদৃশো দেবো ন গঙ্গা সদৃশী সরিৎ।
ন পুষ্করাৎ সমং তীর্থং নাশ্রমো ব্রাহ্মণাৎ পরঃ॥ ৫৮॥
পরমাণু পরং সূক্ষ্মং মহদ্বিষ্ণোঃ পরোমহান্।
নভঃপরঞ্চ বিস্তীর্ণং যথা নাস্ত্যেব নারদ॥ ৫৯॥
যথা ন বৈষ্ণবাৎ জ্ঞানী যোগীন্দ্রো শঙ্করাৎ পরঃ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহাজ্জিতাস্তেনৈব নারদ॥ ৬০॥
স্বপ্নে জাগরণে শশ্বৎ কৃষ্ণধ্যানরতঃ শিবঃ।
যথা কৃষ্ণ স্তথা শম্ভুর্নভেদো মাধবেশযোঃ॥ ৬১॥
যথা শম্ভুর্বৈষ্ণবেষু যথা দেবেষু মাধবঃ।
তথেদং কবচং বৎস কবচেষু প্রশস্তকং॥ ৬২॥
শিবেতি মঙ্গলার্থঞ্চ একারোদাতৃ বাচকঃ।
মঙ্গলানাং প্রদাতাযঃ স শিবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৬৩॥

দেবর্ষে! যেমন পরমাণুর তুল্য সূক্ষ্ম বস্তু, মহাবিষ্ণুর তুল্য মহান্‌পুরুষ ও আকাশের তুল্য বিস্তীর্ণ দেশ কিছুই নাই, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণতুল্য দেব, গঙ্গা তুল্য নদী, পুষ্করতুল্য তীর্থ, ব্রাহ্মণাশ্রম তুল্য আশ্রম দ্বিতীয় নাই। ৫৮-৫৯।

নারদ! বৈষ্ণবের তুল্য জ্ঞানী ও শঙ্করের তুল্য যোগী কেহ নাই। কারণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক কাম ক্রোধ লোভ মোহ সমস্তই বিজিত হইয়াছে। ৬০।

শিব, কি স্বপ্নে কি জাগরণে সর্ব্বদাই কৃষ্ণধ্যানে আসক্তচিত্ত থাকেন, অতএব কৃষ্ণ ও শম্ভু অভেদাত্মা, উভয়ে কিছুমাত্র ভেদ নাই॥ ৬১॥

যেমন বৈষ্ণবগণের মধ্যে শিব ও দেবগণের মধ্যে মাধব শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ কবচ সমুদায়ের মধ্যে এই রাধিকা কবচ শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৬২।

শিব শব্দের অর্থ মঙ্গল আর একার দাতৃবাচক অর্থাৎ দান করা বুঝায় অতএব যিনি মানবগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল প্রদান করেন তিনিই শিব নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন॥ ৬৩॥

নরাণাং শুশুভং বিশ্বে শং কল্যাণং করোতি যঃ ।
কল্যাণং মোক্ষ বচনং স এব শঙ্করঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৪ ॥
ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ মুনীনাং বেদবাদিনাং ।
তেষাঞ্চ মহতাং দেবো মহাদেবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬৫ ॥
মহতী পূজিতা বিশ্বে মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
তস্যা দেবপূজিতশ্চ মহাদেবঃ স চ স্মৃতঃ ॥ ৬৬ ॥
বিশ্বস্থানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মহতা মীশ্বরঃ স্বয়ং ।
মহেশ্বরঞ্চ তেনেমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬৭ ॥
হে ব্রহ্ম পুত্র ধন্যোসি যদ্গুরুশ্চ মহেশ্বরঃ ।
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিদাতা যো ভবান্‌পৃচ্ছতি মাঞ্চ কিং । ৬৮ ।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে রাধিকোপাখ্যানং
নাম ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

যাহা হইতে মানবগণের শং অর্থাৎ শুভ বিধান হয় আর যিনি মানবগণকে কল্যাণ অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করেন তিনিই শঙ্করনামে বিখ্যাত। ৬৪।

কি ব্রহ্মাদি দেবতা, কি বেদবেত্তা মুনিগণ, সমস্ত মহতের যিনি দেবতা, তিনিই মহাদেব নামে কথিত আছেন ॥ ৬৫ ॥

আর যে মূলপ্রকৃতি মহতী ঈশ্বরী বিশ্বসংসারে পূজিতা হন, সেই মহতী দেবীর যে দেব ইহলোকে সর্ব্ব লোক কর্ত্তৃক বিধিরূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন তিনিই মহাদেব নামে উক্ত আছেন ॥ ৬৬ ॥

সেই দেবদেব আশুতোষ শিব স্বয়ং সমস্ত মহতের ঈশ্বর, এই জন্য মনীষিগণ তাঁহাকে মহেশ্বর নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

হে পরম বৈষ্ণবচূড়ামণি ব্রহ্মপুত্র! যখন তোমার গুরু সেই মহেশ্বর, তখন তুমিই ধন্য, বিশেষতঃ যখন তুমি স্বয়ং হরিভক্তি প্রদান করিয়া থাক তখন আমার প্রতি তোমার প্রশ্ন করা বাহুল্য মাত্র। ৬৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে রাধিকোপাখ্যান নাম ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

সর্ব্বাখ্যানং শ্রুতং ব্রহ্মন্নতীব পরমাদ্ভুতং।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি দুর্গোপাখ্যান মুত্তমং॥ ১॥
দুর্গা নারায়ণীশানা বিষ্ণুমায়া শিবা সতী।
নিত্যা সত্যা ভগবতী সর্ব্বাণী সর্ব্বমঙ্গলা॥ ২॥
অম্বিকা বৈষ্ণবী গৌরী পার্ব্বতীচ সনাতনী।
নামানি কৌথুমোক্তানি সর্ব্বেষাং শুভদায়িনী॥ ৩॥
অর্থং ষোড়শনাম্নাং চ সর্ব্বেষামীপ্সিতং বরং।
ব্রূহি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠ বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতং॥ ৪॥
কেন বা পূজিতা সাদৌ দ্বিতীয়ে কেন বা পুরা।
তৃতীয়ে বা চতুর্থে বা কেন সর্ব্বত্র পূজিতা॥ ৫॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে পরমাদ্ভুত সমস্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে ভগবতী দুর্গার অত্যুত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি। বেদের কৌথুমশাখায় দুর্গা নারায়ণী ঈশানা, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্ব্বতী ও সনাতনী এই ষোড়শ নাম কীর্ত্তিত আছে! সেই ভগবতী দুর্গা সকলের শুভদায়িনী। প্রভো! আপনি বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য। অতএব সেই দেবীর সর্ব্বেপ্সিত সর্ব্বসম্মত বেদবিহিত ষোড়শনামের অর্থ কি? কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রথমে তিনি পূজিতা হন এবং তৎপরে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থবারে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন আপনি তৎসমুদায় আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন॥ ১॥ ২॥ ৩॥ ৪॥ ৫॥

নারায়ণ উবাচ।

অর্থং ষোড়শ নাম্নাঞ্চ বিষ্ণুর্ব্বেদে চকার সঃ।
পুনঃ পৃচ্ছসি জ্ঞাত্বা ত্বং কথয়ামি যথাগমং ॥ ৬ ॥
দুর্গোদৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে চ কর্ম্মণি।
শোকে দুঃখেচ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥ ৭ ॥
মহা ভয়েতি রোগেচাপ্যা শব্দোহন্তৃ বাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৮ ॥
যশসা তেজসা রূপৈর্নারায়ণ সমাগুণৈঃ।
শক্তির্নারায়ণস্যেয়ং তেন নারায়ণী স্মৃতা। ৯ ॥
ঈশানঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থে চাশব্দো দাতৃবাচকঃ।
সর্ব্বসিদ্ধি প্রদাত্রী যা সাপীশানা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥
সৃষ্টা মায়া পুরা সৃষ্টৌ বিষ্ণুনা পরমাত্মনা।
মোহিতং মায়য়া বিশ্বং বিষ্ণুমায়া প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১১ ॥

নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! ভগবান্ বিষ্ণু বেদে দেবীর ষোড়শনামের অর্থ বিস্তার করিয়াছেন, সেই সকল তোমার অবিদিত কিছুই নাই তথাপি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ আগমবিধানানুসারে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

নারদ! দুর্গশব্দে দুর্গনামক দৈত্য মহাবিঘ্ন ভববন্ধন কর্ম্ম শোক দুঃখ নরক যমদণ্ড জন্ম মহাভয় ও রোগনামে নির্দ্দিষ্টা আছে। ঐ দুর্গশব্দের পর আশব্দ হন্তৃবাচক, অর্থাৎ যে দেবী ঐ সমস্ত নাশ করেন তিনিই দুর্গানামে কথিতা হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

যিনি যশ তেজ রূপ ও গুণে নারায়ণ তুল্য তিনিই নারায়ণের শক্তি। সেই শক্তিই নারায়ণীনামে নির্দ্দিষ্টা হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সমস্ত সিদ্ধি বিষয়ে ঈশান শব্দ প্রযুক্ত হয়, তৎপরে আ শব্দ দাতৃবাচক অর্থাৎ যে দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী, তিনিই ঈশানা নামে বিখ্যাত। ১০।

শিবে কল্যাণ রূপা চ শিবদা চ শিবপ্রিয়া।
প্রিয়ে দাতরি চ' শব্দো শিবা তেন প্রকীর্ত্তিতা॥ ১২॥
সদ্বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃ দেবী বিদ্যমান যুগে যুগে।
পতিব্রতা সুশীল'য়া সা সতী পরিকীর্ত্তিতা। ১৩॥
যথা নিত্যোহি ভগবান্ নিত্যা ভগবতী তথা।
স্ব মায়য়া তিরোভূতা তত্রেশে প্রাকৃতে লয়ে॥ ১৪॥
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব কৃত্রিমং।
দুর্গা সত্যস্বরূপা সা প্রকৃতির্ভগবান্ যথা। ১৫।
সিদ্ধৈশ্বর্য্যাদিকং সর্ব্বং যস্যামস্তি যুগে যুগে।
সিদ্ধাদিকে ভগোজ্ঞেয় স্তেন সা ভগবতী স্মৃতা। ১৬।

পূর্ব্বে পরমাত্মা বিষ্ণু সৃষ্টিকালে মায়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই মায়াতে বিশ্ব বিমোহিত হইতেছে, সেই মায়ারূপিণী দেবীই বিষ্ণুমায়া নামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন॥ ১১॥

আর শিব শব্দে কল্যাণ এবং আশব্দ প্রিয়বাচক ও দাতৃবাচক, সুতরাং যে দেবী শিবদায়িনী ও শিবপ্রিয়া তিনিই শিবা নামে শব্দিতা হন। ১২॥

যিনি যুগে যুগে সদ্বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রীদেবী রূপে প্রসিদ্ধা এবং যিনি পতিব্রতা ও সুশীলা বলিয়া বিখ্যাত, তিনিই সতীনামে বিখ্যাতা। ১৩॥

যেমন ভগবান্ পরমপুরুষ নিত্য তদ্রূপ তৎশক্তি নিত্যারূপে নির্দ্দিষ্টা আছেন। সেই ভগবচ্ছক্তি প্রাকৃতিক লয়ে স্বীয় মায়াদ্বারা সেই ভগবদংশে তিরোহিতা হইয়া থাকেন। ১৪।

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ কৃত্রিম, সুতরাং মিথ্যাময়। এই মিথ্যাময় জগতে যেমন একমাত্র ভগবান্ সত্যস্বরূপ, তদ্রূপ পরাপ্রকৃতি ভগবতী দুর্গা সত্যস্বরূপা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৫।

সিদ্ধ্যাদি ঐশ্বর্য্য ভগনামে কথিত হয় যে দেবীতে যুগে যুগে তৎসমুদায় বিদ্যমান থাকে, তিনিই ভগবতীনামে কীর্ত্তিতা হন॥ ১৬॥

সর্ব্বান্ মোক্ষং প্রাপয়তি জন্ম মৃত্যু জরাদিকং।
চরাচরাংশ্চ বিশ্বস্থাং সর্ব্বাণী তেন কীর্ত্তিতা। ১৭।
মঙ্গলং মোক্ষবচনং চা শব্দো দাতৃবাচকঃ।
সর্ব্বান্ মোক্ষান্ সা দদাতি সা এব সর্ব্বমঙ্গলা। ১৮।
হর্ষে সম্পদি কল্যাণে মঙ্গলং পরিকীর্ত্তিতং।
তান দদাতি যা দেবী সা এব সর্ব্বমঙ্গলা। ১৯।
অম্বেতি মাতৃবচনো বন্দনে পূজনে সদা।
পূজিতা বন্দিতা মাতা জগতাং তেন সাম্বিকা। ২০।
বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপিণী।
সৃষ্টৌ চ বিষ্ণুনা সৃষ্টা বৈষ্ণবী তেন কীর্ত্তিতা। ২১।
গৌরঃ পীতে চ নির্লিপ্তে পরে ব্রহ্মণি নির্ম্মলে।
তস্যাত্মনঃ শক্তিরিয়ং গৌরী তেন প্রকীর্ত্তিতা। ২২।

যাঁহার প্রসাদে চরাচর বিশ্বস্থ সমস্ত প্রাণী জন্ম মৃত্যু জরা বর্জ্জিত হয়, তিনিই সর্ব্বাণী নামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। ১৭।

মঙ্গলশব্দ মোক্ষবাচক ও আশব্দ দাতৃবাচক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, যে দেবী সর্ব্ব প্রাণীকে মোক্ষ প্রদান করেন তিনিই এই বিশ্বসংসার মধ্যে সর্ব্বমঙ্গলা নামে কথিতা হন। ১৮।

আর মঙ্গলশব্দ হর্ষ সম্পদ্ ও কল্যাণবাচক, সুতরাং যে দেবী জীবগণকে তৎসমুদায় প্রদান করেন তিনিও সর্ব্বমঙ্গলা নামে অভিহিতা হন। ১৯।

অম্বাশব্দ সর্ব্বদা বন্দন ও পূজন বিষয় মাতৃবাচক। যে জগন্মাতা জগতে পূজিতা ও বন্দিতা হইয়া থাকেন, তিনিই অম্বিকানামে প্রসিদ্ধা।২০।

যে দেবী বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা ও বিষ্ণুশক্তিস্বরূপিণী এবং সৃষ্টিকালে বিষ্ণু কর্ত্তৃক যিনি সৃষ্টা হইয়াছেন তিনি এই জগৎসংসার মধ্যে বৈষ্ণবী নামে কথিতা হইয়া থাকেন॥ ২১॥

গৌরশব্দে পীতবর্ণ এবং নির্লিপ্ত নির্ম্মল পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত।

গুরুঃশান্তিশ্চ সর্ব্বেষাং তস্য শক্তিঃ প্রিয়া সতী।
গুরুঃ কৃষ্ণশ্চ তন্মায়া গৌরী তেন প্রকীর্ত্তিতা। ২৩।
তিথিভেদে কল্পভেদে পর্ব্বভেদে প্রভেদতঃ।
খ্যাতৌ তেষু চ বিখ্যাতা পার্ব্বতী তেন কীর্ত্তিতা। ২৪।
মহোৎসবাবশেষশ্চ পর্ব্বন্নিতি প্রকীর্ত্তিতং।
তস্যাধি দেবী যা সাচ পার্ব্বতী পরিকীর্ত্তিতা॥ ২৫॥
পর্ব্বতস্য সুতাদেবী সাবির্ভূতাচ পর্ব্বতে।
পর্ব্বতাধিষ্ঠাতৃদেবি পার্ব্বতী তেন কীর্ত্তিতা॥ ২৬॥
সর্ব্বকালে সনা প্রোক্তা বিদ্যমানেতনী তি চ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে চ বিদ্যমানা সনাতনী॥ ২৭॥
অর্থঃ ষোড়শ নাম্নাঞ্চ কীর্ত্তিতশ্চ মহামুনে।
যথাগমঞ্চ বেদোক্তোপাখ্যানঞ্চ নিশাময়॥ ২৮॥

যে দেবী সেই পরমাত্মার শক্তি তিনিই গৌরীনামে কথিতা হন।। ২২।।

গুরু শব্দে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎশক্তি শান্তিরূপে কথিতা হয়। সেই শক্তি ভগবৎপ্রিয়া সতী নামে নির্দ্দিষ্টা। অতএব সেই ভগবন্মায়া পরমাদেবিই, গৌরীনামে বিখ্যাত আছেন॥ ২৩॥

তিথিভেদে কল্পভেদে পর্ব্বভেদে ও খ্যাতি বিষয়ে যে দেবী বিখ্যাতা রহিয়াছেন তিনিই পার্ব্বতীরূপে কথিতা হন॥ ২৪॥

পর্ব্বনশব্দে মহোৎসবের পরিণাম, যিনি সেইমহোৎসব পরিণামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনিই পার্ব্বতী নামে বিখ্যাত আছেন॥ ২৫॥

আর যে দেবী হিমালয় পর্ব্বতে হিমবান্ গিরির কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং যে দেবি পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনিই পার্ব্বতীনামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন॥ ২৬॥

সর্ব্বকালার্থে সনা ও বিদ্যমানার্থে তনী শব্দ প্রথিত আছে এইজন্য যে মহামায়া ভগবতী দেবী সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র বিদ্যমানা রহিয়াছেন তিনিই

প্রথমে পূজিতা সাচ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনে.চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥ ২৯ ॥
মধুকৈটভ ভীতেচ ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
ত্রিপুর প্রেরিতে নৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা ॥ ৩০ ॥
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেন শাপাদ্দুর্ব্বাসসঃ পুরা।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী ॥ ৩১ ॥
তদা মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈ র্দেবৈশ্চ মুনিপুঙ্গবৈঃ।
পূজিতা সর্ব্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা ॥ ৩২ ॥
তেজঃসু সর্ব্বদেবানাং সাবির্ভূতা পুরা মুনে।
সর্ব্বেদেবা দদুস্তস্যৈ শস্ত্রাণি ভূষণানি চ ॥ ৩৩ ॥

এই ত্রিভুবন সংসার মধ্যে সনাতনী নামে কথিতা হন ॥ ২৭ ॥

নারদ! এই আমি তোমার নিকট দুর্গাদেবীর ষোড়শনামের অর্থ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে সেই দেবীর বেদোক্ত উপাখ্যান কহিতেছি তুমি সাবধান পূর্ব্বক অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২৮ ॥

জগৎসৃষ্টির আদিম কালে প্রথমে পরমাত্মা কৃষ্ণ গোলোকধামের বৃন্দাবন-মধ্যগত রাসমণ্ডলে সেই দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

পরে দ্বিতীয় বারে ব্রহ্মা মধুকৈটভ দৈত্যভয়ে ভীত হইয়া সেই পরমা-দেবীর আরাধনা করেন, তৎপরে তৃতীয় বারে ত্রিপুর নাশ কালে ত্রিপুরারি দেবাদিদেব কর্ত্তৃক তিনি পূজিতা হন ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বে তপোধন দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ভ্রষ্টশ্রীক হইয়া চতুর্থ-বারে ভক্তি যোগে সেই ভগবতী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করেন ॥ ৩১ ॥

অতঃপর দেবতা মুনীন্দ্র সিদ্ধেন্দ্র ও ঋষি মণ্ডল কর্ত্তৃক তিনি পূজিতা হন, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্বে তাঁহার পূজা হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

হে পরম ধার্ম্মিকবর নারদ! পূর্ব্বে সর্ব্বদেবের তেজে সেই দুর্গা দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি আবির্ভূতা হইলে দেবগণ আপন আপন

দুর্গাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতা দুর্গয়া তয়া।
দত্তং স্বরাজ্যং দেবেভ্যো বরঞ্চ যদভীপ্সিতং॥ ৩৪॥
কল্পান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
রাজ্ঞা মেধস শিষ্যেন মৃণ্ময্যাঞ্চ সরিত্তটে॥ ৩৫॥
মেষাদিভিশ্চ মহিষৈঃ কৃষ্ণসারৈশ্চ গণ্ডকৈঃ।
ছাগৈর্ম্মেষৈশ্চ কুষ্মাণ্ডৈঃ পক্ষিভির্ব্বলিভির্ম্মুনে॥ ৩৬॥
বেদোক্তানি চ দত্ত্বৈব মুপচারাণি ষোড়শ।
ধ্যাত্বা চ কবচং ধৃত্বা সংপূজ্য চ বিধানতঃ॥ ৩৭॥
রাজা কৃত্বা পরীহারং বরং প্রাপ যথেপ্সিতং।
মুক্তিং সংপ্রাপ্য বৈশ্যশ্চ সংপূজ্য চ সরিত্তটে॥ ৩৮॥
তুষ্টাব রাজা বৈশ্যশ্চ ততঃ স্থানান্তরং যযৌ।
ত্যক্ত্বা দেহঞ্চ বৈশ্যশ্চ পুষ্করে দুষ্করং তপঃ॥ ৩৯॥

ইচ্ছায় তাঁহাকে বিবিধ ভূষণ ও শস্ত্র সমুদায় প্রদান করিয়াছিলেন॥ ৩৩॥

তৎপরে সেই দুর্গাদেবী দুর্গ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিলাষানুসারে স্ব স্ব রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন॥ ৩৪॥

কল্পান্তরে মেধস মুনির শিষ্য মহাত্মা সুরথ রাজা নদীতটে সেই দুর্গা দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে ধ্যান পূর্ব্বক বেদোক্ত ষোড়শোপচারে এবং মেষ মহিষ গণ্ডক কৃষ্ণসার ছাগাদি বিবিধ পশু পক্ষী ও কুষ্মাণ্ড বলি প্রদানে তাঁহার পূজা করেন, এইরূপে সেই নরপতি সুরথ যথাবিধি পূজা করিয়া তদীয় কবচ ধারণ ও পরিহার পূর্ব্বক সেই ভগবতী দুর্গা দেবীর নিকট অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐসময়ে সেই নদীতটে সেই দুর্গা দেবীর একান্ত ভক্তিসহকারে বিধিমতে পূজা করিয়া এক বৈশ্যের মুক্তিলাভ হয়॥ ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

হে দেবর্ষি নারদ! সেই নদীতটে সুরথ রাজা ও বৈশ্য উভয়েই দুর্গা

কৃত্বা জগাম গোলোকং দুর্গাদেবী বরেণ সঃ ।
রাজা যযৌ স্বরাজ্যঞ্চ পূজ্যো নিষ্কণ্টকং বলী ॥ ৪০ ॥
ভোগঞ্চ বুভুজে ভূপঃ ষষ্টিং বর্ষ সহস্রকং ।
ভার্য্যাং স্বরাজ্যং সংন্যস্য পুত্রে চ কালযোগতঃ ॥ ৪১ ॥
মনুর্ব্বভূব সাবর্ণিস্তপ্ত্বা চ পুষ্করে তপঃ ।
ইত্যেবং কথিতং বৎস সমাসেন যথা গমং ॥ ৪২ ॥
দুর্গাখ্যানং মুনিশ্রেষ্ঠ কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানং
নাম সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

দেবীর পূজা সমাধান পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, বৈশ্য পুষ্কর তীর্থে কঠোর তপস্যা করিয়া দুর্গা দেবীর বরে দেহত্যাগ পূর্ব্বক গোলোকধামে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং সুরথ রাজাও সেই দেবীর বরে সর্ব্বজন কর্তৃক পূজিত হইয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

সুরথরাজা ষষ্টিসহস্র বর্ষ রাজ্য সুখসম্ভোগ করিয়া কালযোগে পুত্রের প্রতি রাজ্যভার প্রদান ও স্বীয় ভার্য্যার প্রতিপালনের ভারার্পণ পূর্ব্বক পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন । পরে তিনি সেই তপোবলে সাবর্ণিক মনু রূপে অবতীর্ণ হন । নারদ ! এই আমি সংক্ষেপে দুর্গা দেবীর উপাখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
দুর্গোপাখ্যান নাম সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কস্যবংশোদ্ভবো রাজা সুরথো ধর্ম্মিণাম্বরঃ।
কথং সংপ্রাপ জ্ঞানঞ্চ মেধসাদ্‌জ্ঞানিনাং বরাৎ॥ ১॥
কস্যবংশোদ্ভবো ব্রহ্মন্ মেধসো মুনিসত্তমঃ।
বভূব কুত্র সম্বাদো নৃপস্য মুনিনা সহ॥ ২॥
বভূব কুত্রসাক্ষাদ্বা মুনীশ নৃপবৈশ্যযোঃ।
ব্যাসেন শ্রোতুমিচ্ছামি বদবেদ বিদাম্বর॥ ৩॥

নারায়ণ উবাচ।

অত্রিশ্চব্রহ্মণঃ পুত্র স্তস্যপুত্রো নিশাকরঃ।
সচকৃত্বা রাজসূয়ং দ্বিজরাজো বভূবহ॥ ৪॥
গুরুপত্ন্যাঞ্চ তারায়াং তদ্বভূব বুধঃ সুতঃ।
বুধপুত্রশ্চ চৈত্রশ্চ তৎ পুত্রঃ সুরথশ্চ সঃ॥ ৫॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য সুরথরাজা কাহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানিগণের প্রধান মেধসমুনির নিকট হইতে কিরূপে তাঁহার জ্ঞান লাভ হয়; মুনিবর মেধসই বা কাহার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন কোন্ স্থানে তাঁহার সহিত সেই রাজার সংলাপ হয় এবং কোন্ স্থানেই বা বৈশ্যের সহিত সেই নরনাথ সুরথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি আপনি বেদ বেত্তাদিগের অগ্রগণ্য অতএব আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমার শ্রবণপিপাসা দূর করুন॥ ১। ২। ৩।

নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! ব্রহ্মার এক মানস পুত্রের নাম অত্রি, চন্দ্রদেব সেই অত্রির পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই চন্দ্রদেব রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন॥ ৪॥

নারদ উবাচ।

গুরুপত্ন্যাঞ্চ তারায়াং বভূব তৎসুতঃ কথং।
অহো ব্যতিক্রমং ব্রূহি বেদস্য চ মহামুনে ॥ ৬ ॥

নারায়ণ উবাচ।

সম্পন্মত্তোমহাকামী দদর্শ জাহ্নবীতটে।
তারাং সুরগুরোঃপত্নীং ধর্ম্মিষ্ঠাঞ্চ পতিব্রতাং ॥ ৭ ॥
সুস্নাতাং সুন্দরীং রম্যাং পীনোন্নত পযোধরাং।
সুশ্রোণীং সুনিতম্বাঞ্চ মধ্যক্ষীণাং মনোহরাং ॥৮ ॥
সুদতীং কোমলাঙ্গীঞ্চ নবযৌবন সংযুতাং।
সূক্ষ্মবস্ত্র পরীধানাং রত্নভূষণ ভূষিতাং ॥ ৯ ॥
কস্তূরী বিন্দুনাসার্দ্ধমধশ্চন্দন বিন্দুনা।
সিন্দূর বিন্দুনা চারু ভাল মধ্যস্থলোজ্জ্বলাং ॥ ১০ ॥

সেই চন্দ্রদেব গুরুপত্নী তারার গর্ব্ভে বুধনামক পুত্র উৎপাদন করেন সেই বুধের পুত্র চৈত্রনামে প্রসিদ্ধ, সেই চৈত্র হইতে সুরথরাজা এই জগৎসংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫।

নারদ কহিলেন মুনিবর! গুরুপত্নী তারার গর্ব্ভে চন্দ্রের পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইল? বেদবিধির এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিল কেন? তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে বর্ণন করুন ॥ ৬ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন নারদ! একদা মন্দাকিনী তীরে সুরগুরু বৃহস্পতির পত্নী ধর্ম্ম নিরতা পতিব্রতা তারা স্নান করিতে গমন করিলে ঐশ্বর্য্যমত্ত মহাকামী চন্দ্রের নয়ন পথে নিপতিতা হইলেন ॥ ৭ ॥

সেই রমণীর পয়োধর পীন ও উন্নত, শ্রোণি ও নিতম্ব সুগঠিত, মধ্যদেশ ক্ষীণ এবং দশন পংক্তি সুন্দর। এইপ্রকার রূপলাবণ্যবতী নবযৌবন সম্পন্না কোমলাঙ্গী পরম সুন্দরী তারা তৎকালে স্নানাবসানে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নানা রত্নভূষণে বিভূষিতা হইয়া স্বর্ণদীতীরে সেই ভুবন-

বায়ুনাধো বস্ত্রহীনাং সকামাং রক্তলোচনাং।
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্যাং পক্ক বিম্বাধরাং বরাং ॥ ১১ ॥
সস্মিতাং নম্রবক্ত্রাঞ্চ লজ্জযা চন্দ্রদর্শনাৎ।
গচ্ছন্তীং স্বগৃহং হর্ষাৎ গজেন্দ্র মন্দগামিনীং ॥ ১২ ॥
তাং দৃষ্ট্বা মন্মথাক্রান্তাং চন্দ্রোলজ্জাং জহৌমুনে।
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গঃ সকামস্তাং উবাচহ ॥ ১৩ ॥

চন্দ্র উবাচ

যোষিচ্ছ্রেষ্ঠে ক্ষণং তিষ্ঠ বরিষ্ঠে রসিকাস্বচ।
সুবিদগ্ধে বিদগ্ধানাং মনোহরসি সন্ততং ॥ ১৪ ॥
নিষেব্য প্রকৃতিং জন্ম সহস্র কামসাগরে।
তপঃ ফলেন ত্বাং প্রাপ বৃহৎ শ্রোণিং বৃহস্পতিঃ ॥ ১৫ ॥

মোহিনী পতিব্রতা কামিনী অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

তখন সেই রমণীর সুচারু ভালদেশে সিন্দূর বিন্দু ও তন্নিম্নভাগে কস্তূরী বিন্দুযুক্ত চন্দনবিন্দু থাকাতে তদীয় সমুজ্জ্বল শোভা হইয়াছিল।১০।

সেই কালে তদায় মুখমণ্ডল শারদীয় পর্ব্বেরন্যায় ও অধর পক্কবিম্বের ন্যায় শোভমান। তৎকালে সেই রক্তলোচনা সকামা কামিনীর নিম্নভাগস্থ সূক্ষ্ম বস্ত্র পবন সঞ্চালনে উড্ডীন হইতে লাগিল, এই অবস্থায় সেই গজেন্দ্র গামিনী তারা চন্দ্রকে দর্শন মাত্র লজ্জায় অবনতা হইয়া সহাস্য বদনে সানন্দে স্বীয় ভবনে গমন করিতে সমুদ্যতা হইলেন ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

ঐসময়ে সেই গুরুপত্নী তারাকে কামাক্রান্তা দর্শনে চন্দ্র কামপীড়িত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ১৩ ॥

চন্দ্র কহিলেন সুন্দরি! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তুমি রসিকা নারীগণের শ্রেষ্ঠা ও সুবিদগ্ধা। যোষিদ্বরে! তুমি নিরন্তর বিদগ্ধ নায়কগণের মনোহরণ করিতেছ ১৪ ॥

বৃহস্পতি সহস্র জন্ম কামসাগরে প্রকৃতির সেবা করিয়া সেই তপস্যার

অহো তপস্বিনা সার্দ্ধ মবিদগ্ধেন বেধসা।
যোষিত্ত্বং ত্বং রসবতী শশ্বৎ কামাতুরা বরা॥ ১৬॥
কিম্বা সুখঞ্চ বিজ্ঞান মবিজ্ঞেষু সমাগমে।
বিদগ্ধয়া বিদগ্ধেন সঙ্গমঃ সুখসাগরঃ॥ ১৭॥
কামেন কামিনীত্বঞ্চ দগ্ধাসিব্যর্থমীশ্বরি।
কর্ম্মণোবাত্ম দোষাদ্বা কোজানাতি মনস্ত্রিযাঃ॥ ১৮॥
দিনে দিনে বৃথাযাতি দুর্ল্লভং নবযৌবনং।
নবীন যৌবনস্থায়া বৃদ্ধেন স্বামিনা তব॥ ১৯॥
শশ্বত্তপস্যাযুক্তঃ স কৃষ্ণমাত্মান মীপ্সিতং।
স্বপ্নে জাগরণে বাপি ধ্যায়তেচ বৃহস্পতিঃ॥ ২০॥
সর্ব্বকামরসজ্ঞা ত্বং নিষ্কাম মীপ্সিতং তথা।
কামুকীধ্যায়তে শশ্বন্মুলং শৃঙ্গার মাত্মনি॥ ২১॥

ফলে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমার তুল্য পৃথুনিতম্বিনী রমণী আর কুত্রাপিও আমার নয়ন গোচর হয় না॥ ১৫॥

সুন্দরি! তুমি রমণীরত্ন, তোমারতুল্য রসিকা রমণী আর নাই, তুমি সর্ব্বদাই কামবাণে পীড়িতা হইতেছ, বিধাতা অবিদগ্ধ তপস্বির সহিত তোমার সম্মিলন করিলেন কেন? অরসিক অবিজ্ঞের সহিত মিলনে সুখ ও জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা কি? তুমি বিদগ্ধারমণী, বিদগ্ধ নায়কের সহিত মিলন হইলেই তুমি সুখসাগরে ভাসমান হইবে॥ ১৬॥ ১৭॥

প্রাণেশ্বরি! তুমি কর্ম্মদোষে বা আত্মদোষে বৃথা কামবাণে দগ্ধা হইতেছ। নারীজাতির মন কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারেনা॥ ১৮॥

প্রিয়তমে! তুমি নবযৌবন সম্পন্না বৃদ্ধ পতির সহবাসে তোমার এই দুর্ল্লভ নবযৌবন বৃথা বিগত হইতেছে॥ ১৯॥

কান্তে! বৃহস্পতি তপস্যার অনুরক্ত হইয়া স্বপ্নে জাগরণে সর্ব্বদাই স্বীয় অভীষ্ট পরমাত্মা কৃষ্ণকে ধ্যান করিতেছেন আর তুমি সর্ব্বকামরসজ্ঞা

অন্যশ্চ ত্বন্মনঃ কামোভিন্নং তদ্ভর্ত্তুরীপ্সিতং।
কাপ্রীতি সঙ্গ মে কান্তে দ্বয়োর্ব্বিষয় ভিন্নযোঃ ॥২২॥
বাসন্তী পুষ্পতল্পে চ গন্ধচন্দন চর্চ্চিতে।
বসন্তে মাং গৃহীত্বা চ মোদস্ব মাধবীবনে ॥ ২৩ ॥
নির্জ্জনে চন্দন বনে সুগন্ধি পুষ্পচর্চ্চিতে।
ভবতী যুবতী ভাগ্যবতী তত্রৈব মোদতাং ॥ ২৪ ॥
চন্দনে চম্পক বনে শীত চম্পক বায়ুনা।
রম্যে চম্পকতল্পে চ ক্রীড়াং কুরু ময়া সহ। ২৫।
ইত্যুক্ত্বা মদনোন্মত্তো মদনাধিক সুন্দরঃ।
পপাত চরণে দেব্যা মন্দোমন্দাকিনীতটে। ২৬।
নিরুদ্ধমার্গাচন্দ্রেণ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ তালুকা।
অভীতোবাচ কোপেন রক্তপঙ্কজ লোচনা। ২৭।

কামুকী হইয়া অন্য কামনা পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর মনে মনে নিশ্চয় শৃঙ্গার ভাব চিন্তা করিতেছ, সুতরাং কামভাবনিবন্ধন তোমার মন এক প্রকার তোমার পতির মন অন্য বিধ, অতএব পরস্পরের বিষয় যখন বিভিন্ন হইল তখন আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে তোমাদিগের পরস্পরের সঙ্গমে কখনই প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

সুন্দরি! এক্ষণে সুখময় বসন্তকালের সমাগম হইয়াছে। এই বসন্ত-কালে তুমি মাধবী বনে আমার সহিত গন্ধ চন্দন চর্চ্চিত কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়া পরম সুখে অবস্থান কর। তুমি ভাগ্যবতী যুবতী নারী পুষ্প চন্দন যুক্ত নির্জ্জন বনে আমার সহবাসে কাল হরণ করিলে তোমার অতুল প্রীতি লাভ হইবে, আর তুমি চম্পকবনে সুরম্য চম্পকাকীর্ণ শয্যায় আমার সহিত বিহার করিয়া চম্পক রেণুযুক্ত বায়ু সেবনে পরম সুখ অনুভব কর। মদনাধিক সুন্দর মদনোন্মত্ত মন্দবুদ্ধি চন্দ্র,মন্দাকিনী তটে গুরু পত্নী তারাকে এই রূপ কহিয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

তারকোবাচ।

ধিক্ ত্বাং চন্দ্র তৃণং মন্যে পরস্ত্রী লম্পটং শঠং।
অত্রে রভাগ্যাৎ ত্বং পুত্রো ব্যর্থন্তে জন্মজীবনং।২৮।
অরে কৃত্বা রাজসূয় মাত্মানং মন্যসে বলী।
বভূব পুণ্যং তে ব্যর্থং বিপ্রস্ত্রীষু চ যন্মনঃ। ২৯।
যস্য চিত্তং পরস্ত্রীষু সোঽশুচিঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
ন কর্ম্মফলভাক্ পাপী নিত্যং বিশ্বেষু সর্ব্বতঃ॥ ৩০॥
হংসিচেন্মে সতীত্বঞ্চ যক্ষ্মগ্রস্তো ভবিষ্যসি।
অত্যুচ্ছ্রিতো নিপতনং প্রাপ্নোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতং॥ ৩১॥
দুষ্টানাং দর্পহা কৃষ্ণো দর্পন্তে নিহনিষ্যতি।

চন্দ্র এইরূপে গুরু পত্নীর পথ রোধ করিলে তাঁহার কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়াগেল। তখন সেই তারা ক্রোধে রক্তপঙ্কজের ন্যায় রক্ত নয়না হইয়া নির্ভয়ে চন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। ২৭।

তারা কহিলেন রে পরস্ত্রী লম্পট শঠ! তোকে ধিক্, আমি তোকে তৃণতুল্য জ্ঞান করি। অত্রি মুনি নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতই তোকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, তোর জন্ম ও জীবন যে ব্যর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। ২৮।

অরে পামর! তুই রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বলশালী হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছিস, বিপ্রপত্নী হরণে যখন তোর কামনা, তখন নিশ্চয় জানিস্ তোর সমস্ত পুণ্যই বিফল হইয়াছে॥ ২৯॥

যাহার চিত্ত পরস্ত্রীতে আসক্ত, সে সর্ব্ব কর্ম্মে অশুচি হয়, সেই পাপাসক্ত পুরুষ এই বিশ্বের সর্ব্বস্থানে নিয়ত পাপফল ভোগ করে কথনই সে সৎকর্ম্মের ফলভাগী হয় না॥ ৩০॥

পামর! যদি তুই আমার সতীত্ব নষ্ট করিস্ তাহা হইলে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইবি। শ্রুতিতে কথিত আছে যেপদার্থ অতি উন্নত হয় তাহার অতিশয় শীঘ্রই পতন হইয়া থাকে সন্দেহ মাত্র নাই॥ ৩১॥

ত্যজ মাং মাতরং বৎস যদি তেশং ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্ত্বা তারকাসাধ্বী রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ।
চকার সাক্ষিণং ধর্ম্মং সূর্য্যং বায়ুং হুতাশনং ॥ ৩৩ ॥
ব্রাহ্মণং পরমাত্মানং আকাশং পবনং ধরাং।
দিনং রাত্রিঞ্চ সন্ধ্যাঞ্চ সর্ব্বং সুরগণং মুনে ॥ ৩৪ ॥
তারকাবচনং শ্রুত্বা ন ভীতঃ স চুকোপহ।
করেধৃত্বা রথেতূর্ণং স্থাপয়ামাস সুন্দরীং ॥ ৩৫ ॥
রথঞ্চ চালয়ামাস মনোযায়ী মনোহরং।
মনোহরাং গৃহীত্বা তাং সচ রেমে মনোহরং ॥ ৩৬ ॥
বিস্কন্দকেস্নুরসনে চন্দনে পুষ্পভদ্রকে।
পুষ্করে চ নদীতীরে পুষ্পিতে পুষ্পকাননে ॥ ৩৭ ॥
সুগন্ধিপুষ্পতল্পে চ পুষ্প চন্দন বায়ুনা।

দুষ্টগণের দর্পহারী কৃষ্ণ আছেন, তিনিই তোর দর্পচুর্ণ করিবেন। এই বলিয়া তারা পুনর্ব্বার চন্দ্রকে কহিলেন বৎস! আমি তোমার মাতা, যদি তুমি মঙ্গল ইচ্ছা কর, তাহাহইলে আমাকে পরিত্যাগ কর ॥ ৩২ ॥

এই বলিয়া সাধ্বী তারা বারং বার রোদন করিতে করিতে ধর্ম্ম সূর্য্য বায়ু অগ্নি ব্রাহ্মণ পরমাত্মা আকাশ পবন পৃথিবী দিবা রাত্রি সন্ধ্যা ও সমস্ত দেব গণকে সাক্ষী করিলেন ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্র, গুরুপত্নী তারার এই বাক্য শ্রবণে ভীত না হইয়া অনায়াসে তাঁহার কর ধারণ পূর্ব্বক রথে আরোপিত করিল ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে তারাকে রথে আরোপিত করিয়া চন্দ্র মনের ন্যায় বেগে সেই মনোহর রথ সঞ্চালন করিল। পরে সে রথ হইতে অবরূঢ় হইয়া সেই মনোহরা নারীর সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

হে নারদ! পরে চন্দ্র কখন চন্দনবনে, কখন পুষ্পভদ্রকে, কখন পুষ্কর তীর্থে, কখন নদীতীরে, কখন পুষ্পিত কুসুমবনে, কখন নির্জ্জন মলয়

নির্জ্জনে মলয়দ্রোণ্যাং স্নিগ্ধচন্দন চর্চ্চিতে॥ ৩৮ ॥
শৈলে শৈলে নদে নদ্যাং শৃঙ্গারং কুর্ব্বতস্তযোঃ।
গতং বর্ষশতং হর্ষান্মুহূর্ত্তমিব নারদ ॥ ৩৯ ॥
বভূব শরণাপন্নো ভীতো দৈত্যেষু চন্দ্রমাঃ।
তেজস্বিনি তথা শুক্রে তেষাঞ্চ বলিনাং গুরৌ ॥ ৪০ ॥
অভয়ঞ্চ দদৌ তস্মৈ কৃপয়া ভৃগুনন্দনঃ।
গুরুং জহাস দেবানাং সুবিপক্ষং বৃহস্পতিং ॥ ৪১ ॥
সভাযাং জহসুর্হৃষ্টা বলীনোদিতি নন্দনাঃ।
অভয়ঞ্চ দদুস্তস্মৈ ভীতায চ কলঙ্কিনে ॥ ৪২ ॥
সতী সতীত্ব ধ্বংসেন শাপেন চন্দ্রমণ্ডলে।
বভূব সস্বরূপঞ্চ কলঙ্কং নির্ম্মলে মলং ॥ ৪৩ ॥
উবাচ তং মহাভীতং শুক্র বেদবিদাম্বরঃ।

দ্রোণীতে,কখন শৈলে শৈলে ও কখন বা নদনদীতটে সেই সুন্দরী রমণীকে বিগত বসনা করিয়া নগ্ন বেশে স্নিগ্ধ চন্দন চর্চ্চিত সৌরভময় পুষ্প শয্যায় শয়ন ও কুসুমরেণুযুক্ত বায়ু সেবন পূর্ব্বক তাহার সহিত পরমানন্দে শৃঙ্গার করিতে লাগিল। এইরূপে বিহারে সেই যুবক যুবতীর শত বর্ষ মুহূর্ত্তের ন্যায় গত হইল ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

অতঃপর চন্দ্র স্বীয় কুকার্য্য বশতঃ ভীত হইয়া পরাক্রান্ত দৈত্যগণের ও দৈত্যগণের গুরু তেজস্বী শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইল। ৪০ ॥

তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কৃপাকরিয়া চন্দ্রকে অভয়প্রদান করিলেন। তৎকালে পরাক্রান্ত দৈত্যগণও সভামধ্যে সেই দেবগুরু পরম তাপস বৃহস্পতি কে লক্ষ্য করিয়া সানন্দচিত্তে হাস্য করিতে লাগিল এবংভীত কলঙ্কী চন্দ্রকে অভয় প্রদান করিতে ত্রুটি করিল না ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

অতঃপর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সতীর সতীত্ব ধ্বংসজন্য তাঁহার অভিশাপে নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডলে অনায়াসে মলরূপ কলঙ্ক সঞ্জাত হইল।৪৩ ॥

হিতং তথ্যং বেদযুক্তং পরিণাম সুখাবহং ॥ ৪৪ ॥

শুক্র উবাচ।

ত্বমহোব্রহ্মণঃ পৌত্রোপ্যত্রের্ভগবতঃ সুতঃ।
দুর্নীতং কর্ম্ম তে পুত্র নীচবন্ন যশস্করং ॥ ৪৫ ॥
রাজসূয় পুণ্যফলে নির্ম্মলে কীর্ত্তিমণ্ডলে।
সুধারাসৌ সুরাবিন্দুরূপমঙ্কমুপার্জ্জিতং ॥ ৪৬ ॥
ত্যজ দেব গুরোঃ পত্নীং প্রসূমিব মহাসতীং।
ধর্ম্মিষ্ঠস্য বরিষ্ঠস্য ব্রাহ্মণস্য বৃহস্পতেঃ ॥ ৪৭ ॥
শম্ভোঃ সুরাণামীশস্য গুরুপুত্রস্য ব্রাহ্মণঃ।
পুত্রস্যাঙ্গিরসঃ শশ্বজ্জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪৮ ॥
শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি।
ইতি সদ্বংশজাতানাং স্বভাবশ্চ সতামপি ॥ ৪৯ ॥
ন শক্রুর্ম্মেসুরগুরোঃ পরোবিশ্বে নিশাকর।

তখন বেদবিদগ্রগণ্য শুক্রাচার্য্য সেই মহাভীত চন্দ্রকে হিতজনক পরিণাম সুখাবহ বেদবিহিত ইষ্টবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ।৪৪ ॥

শুক্র কহিলেন নিশানাথ ? তুমি ব্রহ্মার পৌত্র ও মহর্ষি অত্রির পুত্র। বৎস ! নীচবৎ এই অযশস্কর কার্য্যে তোমার দুর্নীতি প্রকাশ হইয়াছে। রাজসূয়যজ্ঞের পুণ্যফলে তুমি বিমল কীর্ত্তিমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়াছ, সুধারাশিতে সুরাবিন্দু সেকের ন্যায় সেই কীর্ত্তিমণ্ডলে কলঙ্ক উপার্জ্জিত হইল। অতএব তুমি মাতৃ তুল্য মহাসতী গুরুপত্নীকে পরিত্যাগ কর বৃহস্পতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ,বিশেষতঃ তিনি ধর্ম্মিষ্ঠ দেবগণ ও দেবাদিদেবের গুরু এবং আমার গুরু পুত্র. ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা হইতে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮।

নিশানাথ ! সুরগুরু বৃহস্পতির গুণ তোমার নিকট বর্ণিত হইল। শত্রুর গুণ ও গুরুর দোষ বর্ণনকরা সদ্বংশজাত সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ।৪৯।

তথাপি সহস্রাখ্যানং বর্ণিতং ধর্ম্মসংসদি।
যত্র লোকাশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা স্তত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৫০ ॥
যতোধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।
গৌরেকং পঞ্চ চ ব্যাঘ্রী সিংহী সপ্তপ্রসূয়তে ॥ ৫১ ॥
হিংসকাঃ প্রলয়ং যান্তি ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং।
দেবাশ্চ গুরবোবিপ্রাঃ শক্তাযদ্যপি রক্ষিতুং ॥ ৫২ ॥
তথাপি নহি রক্ষন্তি ধর্ম্মঘ্নং পাপিনং জনং।
কুলটা বিপ্রপত্নীনাং গমনে সুরবিপ্রযোঃ ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মহত্যা ষোড়শাংশ পাতকঞ্চ ভবেৎধ্রুবং।
তা সা মুপস্থিতানাঞ্চ গমনেতচ্চতুর্থকং ॥ ৫৪ ॥
বিপ্রপত্নী সতীনাঞ্চ গমনেন বলেন চেৎ।
ব্রহ্মহত্যা শতংপাপং ভবেদেব শ্রুতৌ শ্রুতং ॥ ৫৫ ॥

সুরগুরু বৃহস্পতি আমার পরম শত্রু, তথাপি ধর্ম্ম সভা মধ্যে তদীয় গুণ তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম, যে স্থানে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ অবস্থান করেন সেই স্থানেই সনাতন ধর্ম্মের স্থিতি হয় ॥ ৫০ ॥

যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই কৃষ্ণ ও যে স্থানে কৃষ্ণ সেই স্থানেই জয় বিদ্যমান থাকে। ধর্ম্মের কখনই পরাজয় নাই, ধেনু একটি বৎস এবং ব্যাঘ্রী পঞ্চ শাবক ও সিংহী সপ্ত শাবক প্রসব করে কিন্তু সেই গো বৎসটি ধর্ম্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হয় আর হিংস্র জন্তুগণ স্বীয় পাপেই নষ্ট হইয়া থাকে, ধর্ম্মই ধার্ম্মিক জীবকে রক্ষা করেন, দেব গুরু ও বিপ্রগণ যদিও ধার্ম্মিককে রক্ষা করিতে পারেন তথাপি ধর্ম্মঘ্ন পাপাত্মা পাপিগণকে কখনই রক্ষা করিতে পারেন না, কুলটা বিপ্রপত্নীতে গমন করিলে দেব ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম হত্যার ষোড়শাংশ পাতক নিশ্চয় উৎপন্ন হয় কিন্তু স্বয়ং উপস্থিতা কুলটা বিপ্রপত্নীতে উপগত হইলে তাহাদিগের সেই ব্রহ্মহত্যার চতুর্থাংশপাপ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

ধর্ম্মশ্চৈব মহাভাগ ব্রাহ্মণীং ত্যজ সাম্প্রতং।
কৃত্বানুতাপং পাপাচ্চ নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ৫৬॥
উপায়েন চ তে পাপং দূরীভূতং করোম্যহং।
শরণাগতস্য ভীতস্য ময়ি দেবস্য ধর্ম্মতঃ॥ ৫৭॥
শস্ত্রহীনঞ্চ ভীতঞ্চ দীনঞ্চ শরণার্থিনং।
যো নক্ষতি ধর্ম্মিষ্ঠঃ কুম্ভীপাকে বসেদ্যুগং॥ ৫৮॥
রাজসূয় শতানাঞ্চ রক্ষিতা লভতে ফলং।
পরমৈশ্বর্য্য যুক্তশ্চ ধর্ম্মেণ স ভবেদিহ॥ ৫৯॥
ইত্যুক্ত্বা চ দৈত্যগুরুঃ স্বর্গে মন্দাকিনীতটে।
স্নাত্বা ত্বং স্নাপয়ামাস বিষ্ণুপূজাঞ্চকার সঃ॥ ৬০॥
বিষ্ণুপাদোদকং পুণ্যং তন্নৈবেদ্যং শুভপ্রদং।
গঙ্গোদকঞ্চ পুণ্যঞ্চ ভোজয়ামাস চন্দ্রকং। ৬১॥

মহাভাগ! বেদে এই ধর্ম্ম শ্রুত আছে, যদি কেহ বলপূর্ব্বক সাধ্বী বিপ্র-পত্নীতে গমন করে তাহার ব্রহ্মহত্যার শতগুণ পাপ উৎপন্ন হয়। অতএব এক্ষণে তুমি অনুতাপ করিয়া ব্রাহ্মণীকে পরিত্যাগ কর। পাপ হইতে নিবৃত্তিই মহা ফলদায়ক বলিয়া কথিত আছে॥ ৫৫॥ ৫৬॥

চন্দ্র! যখন তুমি ভীত হইয়া আমার শরনাপন্ন হইয়াছ, তখন ধর্ম্মতঃ উপায়ক্রমে তোমার পাপ দূরীভুত করিব। কারণ যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি শস্ত্র হীন ভীত শরণাগত ও দীন জনকে রক্ষা না করেন, তাহাকে এক যুগ কুম্ভীপাক নরকে বাস করিতে হয়। ৫৭। ৫৮।

আর যিনি ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন তাঁহার শতরাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি ধার্ম্মিক ও পরমৈশ্বর্য্য শালী হইয়া থাকেন।৫৯।

দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্য স্বর্গপুরে মন্দাকিনী তটে চন্দ্রকে এইরূপ কহিয়া সেই মন্দাকিনীর বিমল জলে স্নান করিলেন এবং তথায় তাঁহাকে স্নান করাইয়া বিষ্ণুপূজানন্তর বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিলেন। ৬০।

ক্রোড়ে কৃত্বা তু তং ভীতং লজ্জিতং পাপকর্ম্মণা।
ঈষদ্ধাস্য ইত্যুবাচ স্মারং স্মারং হরিং মুনে। ৬২।

শুক্র উবাচ।

যদ্যদ্য মে তপঃ সত্যং সত্যং পূজাফলং হরেঃ।
সত্যং ব্রত ফলঞ্চৈব সত্যং সত্যং তপঃ ফলং। ৬৩।
তীর্থস্নান ফলং সত্যং সত্যং দান ফলং যদি।
উপবাস ফলং সত্যং পাপান্মুক্তো ভবান্তর। ৬৪।
ত্রিসন্ধ্যাহীনং বিপ্রঞ্চ বিষ্ণুপূজা বিহীনকং।
তং গচ্ছতু মহাঘোরাং চন্দ্রপাপং সুদারুণং। ৬৫।
স্বভার্য্যাং বঞ্চনং কৃত্বা যঃ প্রযাতি পরস্ত্রিয়ং।
সযাতু নরকং ঘোরং চন্দ্রপাপেন পাতকী। ৬৬।
বাচা বা তাড়য়েৎ কান্তং দুঃশীলা দুর্ম্মুখাচ যা।
সা যুগং চন্দ্রপাপেন যা তু লালামুখং ধ্রুবং। ৬৭।

হে নারদ! তৎপরে শুক্রাচার্য্য পাপকর্ম্মে লজ্জিত ও ভীত চন্দ্রকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পবিত্র বিষ্ণুপাদোদক ও গঙ্গোদক পান এবং বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করাইয়া হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে ঈষৎ সহাস্য বদনে কহিলেন। ৬১। ৬২॥

শুক্র কহিলেন নিশানাথ! যদি আজি আমার তপস্যা সত্য হরিসাধন ফল সত্য তপস্যার ফল সত্য তীর্থস্নান ফল সত্য দানফল সত্য ও উপবাস ফল সত্য হয় তাঁহাহইলে তুমি পাপ হইতে মুক্তিলাভ কর। ৬৩। ৬৪।

এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য চন্দ্রের পাপ ক্ষালনার্থ এইরূপ কহিলেন যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপূজা বিহীন ও ত্রিসন্ধ্যা বিবর্জ্জিত হয়, চন্দ্রের সুদারুণ অতি ঘোর পাপ তাহাকে আশ্রয় করুক। ৬৫॥

যে ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যাকে বঞ্চনা করিয়া পরস্ত্রীতে গমন করে সেই পাতকী চন্দ্রপাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে গমন করুক॥ ৬৬॥

অনৈবেদ্যং বৃথান্নঞ্চ যশ্চ ভুঙ্‌ক্তে হরেৰ্দ্বিজঃ।
সযাতু কালসূত্রঞ্চ চন্দ্রপাপাচ্চতুর্যুগং। ৬৮।
অম্বুবাচ্যাং ভূ খননং করোতি যো নরাধমঃ।
চন্দ্রপাপাৎ যুগশতং কালসূত্রং স গচ্ছতু। ৬৯।
স্বকান্তং বঞ্চনং কৃত্বা যা যাতি পরপুরুষং।
সা যাতি বহ্নিকুণ্ডঞ্চ চন্দ্রপাপাচ্চতুর্যুগং। ৭০।
কীর্ত্তিং করোতি রজসা পরকীর্ত্তিং বিলুপ্য চ।
সযুগং চন্দ্রপাপেন কুম্ভীপাকঞ্চ গচ্ছতু। ৭১।
পিতরং মাতরং ভার্য্যাং যো ন পুষ্ণাতি পাতকী।
স্বগুরুং চন্দ্রপাপেন যাতু চাণ্ডালতাং ধ্রুবং। ৭২।
কুলটান্নমবীরান্নং ঋতুস্নাতান্ন মেব চ।
যোঽশ্নাতি চন্দ্রপাপঞ্চ তং যাতু পাপিনং ধ্রুবং। ৭৩।

যে দুঃশীলা দুর্ম্মুখা নারী বাক্যদ্বারা পতীকে তাড়ন করে সে চন্দ্রপাপে যুগপরিমিত কাল নিশ্চয় লালামুখ নামক নরকে অবস্থান করুক ॥ ৬৭ ॥

যে দ্বিজ হরির অনিবেদিত বৃথান্ন ভোজন করে চন্দ্রপাপে সে চতুর্যুগ পরমিত কাল কালসূত্র নামক নরকে বাস করুক ॥ ৬৮ ॥

যে নরাধম অম্বুবাচীতে ভুমিখনন করে চন্দ্রপাপে সে শতযুগ কাল-পরিমিত কালসূত্র নামক নিরয়ে বাস করুক ॥ ৬৯ ॥

যে নারী স্বীয় পতীকে বঞ্চনা করিয়া পরপুরুষে সঙ্গতা হয়, সেই রমণী চন্দ্রপাপে চতুর্যুগ বহ্নিকুণ্ড নামক নরকে অবস্থান করুক। ৭০।

যে ব্যক্তি পরকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়া স্বকীর্ত্তি বিস্তার করে, চন্দ্রপাপে সে যুগপরিমিত কাল কুম্ভীপাক নামক নরকে অবস্থান করুক। ৭১।

যে পাতকী পিতা মাতা ভার্য্যা ও গুরুকে পালন না করে চন্দ্রপাপে সে নিশ্চয় চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হউক। ৭২।

যে ব্যক্তি কুলটান্ন অবীরান্ন ও ঋতুস্নাতার অন্ন ভোজন করে চন্দ্র-

সযাতি তেন পাপেন কুম্ভীপাকং চতুর্যুগং।
তস্মাদুত্তীর্য্য চাণ্ডালীং যোনিমাপ্নোতি পাতকী। ৭৪।
দিবসে যো গ্রাম্যধর্ম্মং মহাপাপী করোতি চ।
যো গচ্ছেৎ কামতঃ কামী গুর্ব্বিণীং বা রজস্বলাং। ৭৫।
তং যাতু চন্দ্রপাপঞ্চ মহাঘোরঞ্চ পাপিনং।
সযাতু তেন পাপেন কালসূত্রং চতুর্যুগং। ৭৬।
মুখং শ্রোণীং স্তনঞ্চাপি যো পশ্যতি পরস্ত্রিযাঃ।
কামতঃ কামদগ্ধশ্চ তং যাতু চন্দ্রকল্মষং। ৭৭।
স যাতু লালা ভক্ষ্যঞ্চ চন্দ্রপাপাচ্চতুর্যুগং।
তস্মাদুত্তীর্য্য ভবতু চাণ্ডালান্ধো নপুংসকঃ। ৭৮।
কুহপূর্ণেন্দু সংক্র্যান্ত্যাং চতুর্দ্দশ্যাষ্টমীষু চ।
মাসং মসূরং লকুচং যশ্চ ভুঙ্‌ক্তে রবের্দ্দিনে। ৭৯।

পাপ নিশ্চয় সেই পাপাত্মাকে আশ্রয় করুক এবং সেই পাপে লিপ্ত হইয়া সে চতুর্যুগ কুম্ভীপাক নামক নরকে বাস করিয়া তদনন্তর চণ্ডাল যোনিতে জন্ম গ্রহণ করুক। ৭৩। ৭৪।

যে মহাপাপী দিবসে গ্রাম ধর্ম্মানুসারে কাম পরতন্ত্র হইয়া গুর্ব্বিণী বা রজস্বলা নারীতে গমন করে, চন্দ্রের ঘোরপাপ সেই পাপাত্মাকে অবলম্বন করুক এবং সে তৎপাপে লিপ্ত হইয়া চতুর্যুগ কালসূত্র নামক নরকে অবস্থান করুক। ৭৫। ৭৬।

যে ব্যক্তি কামবাণে দগ্ধ হইয়া কামভাবে পরনারীর শ্রোণীদেশ স্তন ও মুখ মণ্ডল দর্শন করে চন্দ্রপাপ তাহাকে আশ্রয় করুক এবং সে চন্দ্রপাপে চতুর্যুগ লালাভক্ষ্য নামক নরকে বাস করিয়া সেই নরক ভোগাবসানে চণ্ডাল যোনিতে অন্ধ ও নপুংসক হইয়া জন্ম গ্রহণ করুক। ৭৭ ৭৮

যে ব্যক্তি অমাবস্যা পূর্ণিমা সংক্রান্তি চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমীতে রবিবাসরে মাসকলাই মসূর ও লকুচ অর্থাৎ ডেও ভোজন ও স্ত্রীসংসর্গ করে

কুরুতে গ্রাম্যধর্ম্মঞ্চ তং যাতু চন্দ্রকিল্বিষং।
চতুর্য্যুগং কালসূত্রং তেন পাপেন গচ্ছতু। ৮০।
তস্মাদুত্তীর্য্য চাণ্ডালীং যোনিমাপ্নোতি পাতকী।
সপ্তজন্ম মহারোগী দরিদ্র কুব্জ এব চ। ৮১।
একাদশ্যাঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী দিনে।
শিবরাত্রৌ মহাপাপী তং যাতু চন্দ্রপাতকং। ৮২।
সযাতু কুম্ভীপাকঞ্চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ।
তেন পাপেন প্রাপ্নোতু চাণ্ডালীংযোনিমেব চ। ৮৩।
তাম্রস্থং দুগ্ধমাধ্বীকমুচ্ছিষ্টে ঘৃতমেব চ।
নারিকেলোদকং কাংশ্যে দুগ্ধং স লবণং তথা। ৮৪।
পীতশেষ জলঞ্চৈব ভক্ষাবশেষ মোদনং।
তদন্নং যো সকৃদ্ভুঙ্ক্তে সূর্য্যেনাস্তং গতেদ্বিজঃ। ৮৫।
তং যাতু চন্দ্রপাপঞ্চ দুর্ন্নিবারঞ্চ দারুণং।
স যাতু তেনপাপেন চান্ধকূপং চতুর্য্যুগং। ৮৬।

সে চন্দ্রপাপে লিপ্ত হইয়া চতুর্যুগ কালসূত্র নামক নরকে বাস করিয়া তদন্তে চণ্ডাল যোনিতে জন্ম গ্রহণ করুক; পরে সেই পাতকী সপ্তজন্ম মহারোগী দরিদ্র ও কুব্জ রূপে সমুৎপন্ন হউক। ৭৯। ৮০। ৮১।

যে ব্যক্তি একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দিনে ও শিবরাত্রিতে উপবাস না করে সেই মহাপাতকী চন্দ্রপাপে লিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নামক নরকে বাস করুক। পরে সেই পাপে তাহার চণ্ডাল যোনিতে জন্ম গ্রহণ হউক। ৮২। ৮৩।

যে দ্বিজ তাম্রপাত্রে দুগ্ধ মাধ্বীক, উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃত, কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক, সলবণ দুগ্ধ, পীতাবশিষ্ট জল ভক্ষ্যাবশিষ্ট অন্ন এই সমস্ত পানীয় ও ভক্ষ্য পান ভোজন এবং সূর্য্য অস্তমিত না হইতে দ্বি-

স্বকন্যাবিক্রয়ী বিপ্রো দেবলো বৃষবাহকঃ।
শূদ্রাণাং শবদাহী চ তেষাঞ্চ শূপকারকঃ। ৮৭।
অশ্বত্থতরুঘাতী চ বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দকঃ।
তং যাতু চন্দ্রপাপঞ্চ দারুণং পাপিনং ভৃশং। ৮৮।
স যাতু তস্যাং পাপাচ্চ তপ্তশূর্ম্মীঞ্চ পাতকী।
শশ্বদ্দগ্ধো ভবতু স যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ। ৮৯।
তস্মাদুত্তীর্য্য চাণ্ডালীং যোনিং প্রাপ্নোতি পাতকী।
সপ্তজন্ম স চাণ্ডালো বৃক্ষশ্চ জন্মপঞ্চ চ। ৯০।
গর্দ্দভো জন্মশতকং শূকরো জন্মশপ্তচ।
তীর্থধ্বাঙ্ক্ষো জন্মসপ্ত বিট্‌ক্রমির্জ্জন্ম পঞ্চ চ॥
জলৌকা জন্মশতকং শুচির্ভবতু তৎপরং। ৯১॥
বৃথা মাংসং যো ভুঙ্‌ক্তে স্বার্থপাকান্ন মেবচ॥
তদাদত্তং মহাপাপী স যাতু চন্দ্রপাতকং। ৯২॥

ভোজন করে সে দুর্নিবার দারুণ চন্দ্রপাপে লিপ্ত হইয়া চতুর্যুগ অন্ধকূপ নামক নরকে বাস করুক। ৮৪। ৮৫। ৮৬।

যে বিপ্র কন্যাবিক্রয়ী, দেবল, বৃষবাহক, শূদ্রের শবদাহ কারী, শূদ্রের সূপকার, অশ্বত্থতরুঘাতী, এবং বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের নিন্দাকারী হয় সেই পাতকী চন্দ্রের দারুণ পাপে সমাক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগ কাল পর্য্যন্ত তপ্তশূর্ম্মী নামক নরকে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর দগ্ধ হউক। পরে সে সেই নরক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পর্য্যায় ক্রমে সপ্তজন্ম চণ্ডাল, পঞ্চ জন্ম বৃক্ষ, শত জন্ম গর্দ্দভ, সপ্ত জন্ম শূকর, সপ্ত জন্ম তীর্থ কাক, পঞ্চ জন্ম বিষ্ঠার কৃমি ও শত জন্ম জলৌকারূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে শুদ্ধিলাভ করুক। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১।

যে ব্যক্তি বৃথা মাংস ও অন্যের ভোজনার্থ পক্কঅন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক

স যাতু চন্দ্রপাপেন চাসীপত্রং চতুর্যুগং।
ততো ভবতু সর্পশ্চ সশুচিঃ সপ্তজন্ম চ।। ৯৩।
বিপ্রো বার্দ্ধুষিকো যোহি যোনিজীবী চিকিৎসকঃ।
হরের্নাম্নাঞ্চ বিক্রেতা যশ্চ বা স্বাঙ্গ বিক্রয়ী। ৯৪।
স্বধর্ম্ম কথকশ্চৈব যশ্চ স্বাত্ম প্রশংসকঃ।
মসীজীবী ধাবকশ্চ কুলটা পোষ্য এবচ। ৯৫।
তং যাতু চন্দ্রপাপঞ্চ চন্দ্রোভবতু বিজ্বরঃ।
স যাতু তেন পাপেন শূলপ্রোতং সুদারুণং। ৯৬।
তত্র বিদ্ধো ভবতু স যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ।
ততো দরিদ্রো রোগীচ দীক্ষাহীন নরঃ পশুঃ। ৯৭।
লাক্ষা মাংস রসানাঞ্চ তিলানাং লবণস্য চ।
অশ্বানাঞ্চৈব লৌহানাং বিক্রেতা নরঘাতকং। ৯৮।
চৌরশ্চ বিপ্রোঘট্টীশস্তং যাতু চন্দ্রপাতকং।

ভোজন করে সে মহাপাপী বলিয়া উক্ত আছে। সেই মহাপাতকী চন্দ্রপাপেলিপ্ত হইয়া চতুর্যুগ অসিপত্র নামক নরকে অবস্থান করুক। পরে সে সপ্ত জন্ম সর্পরূপে জন্ম গ্রহণের পর নিষ্পাপ হউক। ৯২। ৯৩।

যে ব্রাহ্মণ বৃদ্ধিজীবি, যোনিজীবি, চিকিৎসক, হরিনাম বিক্রেতা, স্বাঙ্গ বিক্রয়ী, স্বধর্ম্ম কথক, আত্ম প্রশংসাকারী মসিজীবী দৌত্যকার্য্যকারী ও কুলটার পোষ্য হয়, সে চন্দ্রপাপে লিপ্ত হইলে চন্দ্র নিষ্পাপ হউক। তৎপরে সেই পাতকী তৎপাপ নিবন্ধন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত শূলপ্রোত নামক নরকে শূলাঘাতে বিদ্ধ হইয়া অবশেষে দরিদ্র রোগী দীক্ষাহীন নরপশু রূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করুক।৯৪।৯৫।৯৬।৯৭।

যে বিপ্র লাক্ষা মাংস পারদ তিল ও লবণ বিক্রয় করে, যে বিপ্র অশ্ব বিক্রেতা লৌহবিক্রয়ী নরহত্যাকারী চৌর বা সূত্রধরের কার্য্যকারী হয় সে

স যাতু তেন পাপেন ক্ষুরধারং সুদুঃসহং। ৯৯।
তত্র ছিন্নোভবতু স যাবদিন্দ্র সহস্রকং।
তস্মাদুত্তীর্য্য ভবতু শৃগালঃ সপ্তজন্মসু। ১০০।
সপ্তজন্ম চ মার্জ্জারো মহিষো জন্মপঞ্চকং।
সপ্তজন্ম চ ভল্লুকঃ কুক্কুরো সপ্তজন্ম চ। ১০১।
মৎস্যশ্চ জন্মশতকং কর্কটী জন্মপঞ্চকং।
গোধিকা জন্মশতকং গণ্ডকঃ সপ্তজন্মসু। ১০২।
সপ্তজন্ম চ মণ্ডুকস্ততশ্চ মানবাধমঃ।
কর্ম্মকারশ্চ রজকস্তৈলকারশ্চ বার্দ্ধিকী। ১০৩।
নাবিকঃ শবজীবী চ ব্যাধশ্চ স্বর্ণকারকঃ।
কুম্ভকারো লৌহকারস্ততঃ ক্ষত্রেস্ততো দ্বিজঃ। ১০৪।
ইতি চন্দ্রং শুচিং কৃত্বা স উবাচ তু তারকাং।
ত্যক্ত্বা চন্দ্রং মহাসাধ্বি গচ্ছকান্তং ইতি দ্বিজং। ১০৫।

চন্দ্রপাপে লিপ্ত হইয়া সহস্র ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত ক্ষুরধার নামক নরকে অবস্থান পূর্ব্বক ছিন্নদেহ হউক। পরে ঐ নরক ভোগাবসানে সেই মহাপাতকী যথাক্রমে সপ্তজন্ম শৃগাল, সপ্ত জন্ম মার্জ্জার, পঞ্চ জন্ম মহিষ, সপ্ত জন্ম ভল্লুক, সপ্তজন্ম কুক্কুর, শত জন্ম মৎস্য, পঞ্চ জন্ম কর্কটী শতজন্ম গোধিকা, সপ্ত জন্ম গণ্ডক ও সপ্ত জন্ম ভেকরূপে সমুৎপন্ন হইবেক। এই সমস্ত যোনি পরিভ্রমণের পর সে পুনরায় নরাধম হইয়া জন্ম গ্রহণ করে তখন যথাক্রমে সে কর্ম্মকার, রজক, তৈলকার, বার্দ্ধিকী নামক অন্ত্যজ জাতি, নাবিক, শবজীবী, ব্যাধ, স্বর্ণকার, কুম্ভকার ও লৌহকাররূপে উৎপন্ন হইয়া ক্ষত্র যোনিতে ও তৎপরে দ্বিজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুদ্ধিলাভ করুক। ৯৮। ৯৯। ১০০। ১০১। ১০২। ১০৩। ১০৪।

শুক্রাচার্য্য চন্দ্রকে এইরূপে পাপমুক্ত করিয়া তারাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সাধ্বি! এক্ষণে তুমি চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পতীর নিকট

প্রায়শ্চিত্তং বিনা পূতা ত্বমেব শুদ্ধমানসা।
অকামা যা বলিষ্ঠেন স্ত্রীজারেণ চ দুষ্যতি। ১০৬।
ইত্যেবমুক্ত্বা শুক্রশ্চ চন্দ্রঞ্চ তারকাং সতীং।
সস্মিতাং সস্মিতশ্চৈব চকার চ শুভাশিষং। ১০৭।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানং
নাম অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

গমন কর। তুমি পবিত্রচিত্তা সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত তুমি পবিত্রা থাকিবে। যে নারী অকামা, বলিষ্ঠ উপপতি কর্ত্তৃক আক্রান্তা হয় সে দুষিতা হয়না। এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য সহাস্য বদনচন্দ্র ও সহাস্য বদনা তারাকে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিলেন। ১০৫। ১০৬। ১০৭।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
দুর্গোপাখ্যান নাম অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

———

একোন ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

বৃহস্পতিঃ কিঞ্চকার তারকা হরণান্তরে।
কথং সং প্রাপ তাং সাধ্বীং তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি। ১।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

দৃষ্ট্বা বিলম্বং তারায়া স্নান্ত্যাশ্চাপি গুরুস্বয়ং।
প্রস্থাপয়া মাসশিষ্য মন্বেষার্থঞ্চ স্বর্ন্নদীং। ২।
শিষ্যোগত্বা স্বর্ণদীঞ্চ সংপ্রাপ্য লোকবক্ত্রতঃ।
রুদন্নুবাচ সগুরুং তারকা হরণং মুনে। ৩।
শ্রুত্বা সুরগুরুর্ব্বার্ত্তাং শশিনাচ প্রিয়াং হৃতাং।
মুহূর্ত্তং প্রাপ মূর্চ্ছাঞ্চ ততঃ সংপ্রাপ চেতনাং। ৪।
রুরোদোচ্চৈঃ সশিষ্যশ্চ হৃদয়েন বিদূযতা।

নারদ কহিলেন মহাভাগ! চন্দ্র তারাকে হরণ করিলে সুরগুরু বৃহস্পতি কি করিলেন, এবং কিরূপেই বা তিনি সেই সাধ্বী পত্নী তারাকে প্রাপ্ত হইলেন সেই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন নারদ! বৃহস্পতি তারার স্নান করিয়া আগমন করিতে অধিক বিলম্ব দেখিয়া তাহার অন্বেষণার্থ মন্দাকিনী তীরে এক শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। ২॥

শিষ্য গুরুর আজ্ঞাক্রমে স্বর্ণদীতীরে উপনীত হইয়া লোকমুখে তারার হরণ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইলেন। পরে তিনি রোদন করিতে করিতে গুরুর নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ৩।

তখন বৃহস্পতি স্বীয় পত্নী তারাকে চন্দ্র কর্ত্তৃক অপহৃতা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল মূর্চ্ছিত হইয়া রহিলেন, তৎপরে তাঁহার চৈতন্য হইল। ৪।

শোকেন লজ্জয়া বিপ্রো বিললাপ মুহুর্মুহুঃ। ৫।
উবাচ শিষ্যান্ সম্বোধ্য নীতিঞ্চ শ্রুতি সম্মতাং।
সাশ্রুনেত্রঃ সাশ্রুনেত্রান্ শোকার্ত্তঃ শোককর্ষিতান। ৬।

বৃহস্পতিরুবাচ।

হেবৎসা কেন শপ্তোঽহং নজানে কারণং পরং।
দুঃখং ধর্ম্মবিরুদ্ধো যঃ সংপ্রাপ্নোতি নসংশয়ঃ। ৭।
যস্যনাস্তি সতীভার্য্যা গৃহেষু প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং। ৮।
ভাবানুরক্তা বনিতা হৃতা যস্য চ শত্রুণা।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং। ৯।
সুশীলা সুন্দরী ভার্য্যা গতা যস্য গৃহাদহো।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং। ১০।

তৎকালে সেই সুর গুরু নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে শিষ্যের সহিত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। লজ্জা ও শোকে আচ্ছন্ন হওয়াতে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।৫।

তখন শোকার্ত্ত বৃহস্পতি অশ্রুপূর্ণ নয়নে শোক সন্তপ্ত সজল নয়ন শিষ্যগণকে বেদবিহিত নীতিগর্ভ বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎসগণ! আমি কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই, যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিরোধি, সেই দুঃখ ভোগ করে॥ ৬॥ ৭॥

বৎসগণ! যাহার গৃহে প্রিয় বাদিনী সাধ্বী ভার্য্যা নাই, তাহার অরণ্যে গমন করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান॥ ৮॥

যাহার ভাবানুরক্তা ভার্য্যা শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃতা হয় তাহার অরণ্যেই গমন করা উচিত, কারণ বনে ও গৃহে তাহার কিছুমাত্র ভেদ নাই॥ ৯॥

সুশীলা সুন্দরী ভার্য্যা যাহার গৃহ হইতে গমন করে তাহার অরণ্য

যস্য মাতা গৃহে নাস্তি গৃহিণী বা সুহাসিতা।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং। ১১।
প্রিয়াহীনং গৃহং যস্য পূর্ণং দ্রবিন দুন্দুভিঃ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং। ১২।
ভার্য্যাশূন্যা বনসমাঃ স ভার্য্যাশ্চ গৃহা গৃহাঃ।
গৃহিণীঞ্চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে। ১৩।
অশুচি স্ত্রীবিহীনশ্চ দৈবে পিত্রে চ কর্ম্মণি।
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফল ভাগ্‌ভবেৎ। ১৪।
দাহিকা শক্তিহীনশ্চ যথা মন্দোহুতাসনঃ।
প্রভাহীনো যথা সূর্য্যঃ শোভাহীনো যথা শশি। ১৫।
শক্তিহীনো যথা জীবো যথা চাত্মা তনুং বিনা।
বিনাধারং যথা ধেযো যথেশঃ প্রকৃতিং বিনা। ১৬।
নচ শক্তো যথা যজ্ঞঃ ফলদাং দক্ষিণাং বিনা।

বাস আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য, তৎপক্ষে অরণ্য ও গৃহ দুই তুল্য ॥ ১০ ॥

যাহার গৃহে মাতা নাই ও চারু হাসিনী গৃহিণী নাই, তাহার অরণ্যে গমন করা আবশ্যক কারণ অরণ্য ও গৃহ দুই সমান ॥ ১১ ॥

যাহার রত্নপূর্ণ দুন্দুভি ধ্বনি যুক্ত গৃহে প্রেয়সী ভার্য্যা না থাকে, বনগমনই তাহার শ্রেয়স্কর। অরণ্যে ও গৃহে তাহার কোন ভেদ নাই ॥ ১২ ॥

ভার্য্যা শূন্য গৃহ বনতুল্য, আর ভার্য্যাযুক্ত গৃহ গৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট। শাস্ত্রে গৃহিনীই গৃহরূপে কথিত, কেবল গৃহ গৃহবলিয়া উক্তনহে ॥ ১৩ ॥

স্ত্রী বিহীন ব্যক্তি সর্ব্বদা অশুচি রূপে গণ্য, দিবসে তৎকর্ত্তৃক যে দৈব পৈত্র্যকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় সে তাহার ফলভাগী হয় না ॥ ১৪ ॥

যেমন অগ্নি দাহিকাশক্তিহীন, সূর্য্য প্রভাহীন, চন্দ্র শোভাহীন, জীব শক্তিহীন, আত্মা তনুহীন, আধেয় আধারহীন, ঈশ্বর প্রকৃতিহীন হইলে

কর্ম্মণাঞ্চ ফলং দাতুং সামগ্রীং মূলমেব চ। ১৭।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারো যথাশক্তঃ স্ব কর্ম্মণি।
যথাশক্তঃ কুলালশ্চ মৃত্তিকাঞ্চ বিনা দ্বিজাঃ। ১৮।
তথা গৃহীণ শক্তশ্চ সন্ততং সর্ব্বকর্ম্মণি।
ভার্য্যামূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ ভার্য্যামূলা গৃহাস্তথা। ১৯।
ভার্য্যামূলং সুখং সর্ব্বং গৃহস্থানাং গৃহে সদা।
ভার্য্যামূলং সদা হর্ষং ভার্য্যামূলঞ্চমঙ্গলং। ২০।
ভার্য্যামূলঞ্চ সংসারো ভার্য্যামূলঞ্চসৌরভং।
যথা রথঞ্চ রথিনাং গৃহীণাঞ্চ তথা গৃহং। ২১।
সারথিস্তু যথা তেষাং গৃহীণাঞ্চ তথা প্রিয়াং।
সর্ব্বরত্ন প্রধানাচ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। ২২।
গৃহীতা সা গৃহস্থেন বেত্যাহ কমলোদ্ভবঃ।
যথা জলং বিনাপদ্মং পদ্মংশোভা বিনা যথা। ২৩।

অকর্ম্মণ্য হয়, যজ্ঞ যেমন ফলদায়িনী দক্ষিণা ব্যতীত কর্ম্মফল প্রদানে সমর্থ হয় না, স্বর্ণকার যেমন মূল সামগ্রী স্বর্ণভিন্ন ও কুলালচক্র যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন স্বকার্য্য সাধনে অশক্ত হয়, গৃহস্থ ভার্য্যাহীন হইলেও সেইরূপ সকল সময় সর্ব্ব কর্ম্মে অক্ষম হইয়া থাকে। ফলতঃ ভার্য্যাই সমস্ত ক্রিয়া ও সমস্ত গৃহের মূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮। ১৯ ॥

বৎসগণ! গৃহস্থদিগের গৃহে ভার্য্যাই সমস্ত সুখ হর্ষ ও মঙ্গলের মূল, ভার্য্যাই সংসার ও সৌরভের একমাত্র কারণ, রথিগণের রথের ন্যায় গৃহিগণের ভার্য্যা প্রয়োজনীয়, আর রথিগণের সারথির ন্যায় গৃহিদিগের ভার্য্যা প্রিয়বস্তু বলিয়া কথিত হয়। কমলযোনি ব্রহ্মা কহিয়াছেন স্ত্রী রত্ন সর্ব্বরত্নের প্রধান, সুতরাং গৃহস্থ দুষ্কুল হইতেও উহা গ্রহণ করিবেন। যেমন পদ্মভিন্ন জলের ও কান্তি ভিন্ন পদ্মের শোভা হয় না তদ্রূপ গৃহিণী

তথৈবচ গৃহসুখং গৃহীণাং গৃহিণীং বিনা।
ইত্যেবমুক্ত্বা সগুরুঃ প্রবিবেশ মুহুর্মুহুঃ। ২৪।
গৃহং বহির্নিঃসসার ভূয়োভূয়ঃ শুচান্বিতঃ।
মুহুর্মুহুশ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ চেতনাং সমবাপসঃ। ২৫।
ভূয়োভূয়ো রুরোদোচ্চৈঃ স্মারং স্মারং প্রিয়াগুণং।
অথান্তরং মহাজ্ঞানী জ্ঞানিভিশ্চ প্রবোধিতঃ। ২৬।
সচ্ছিষৈ্যর্মুনিভিশ্চান্যৈঃ পুরন্দর গৃহংযযৌ।
সগুরুঃ পূজিতস্তেন চাতিথ্যেন মরুত্বতা। ২৭।
তমুবাচ স্ববৃত্তান্তং হৃদিশল্য মিবাপ্রিয়ং।
বৃহস্পতি বচঃশ্রুত্বা রক্তপঙ্কজ লোচনঃ। ২৮।
তমুবাচ মহেন্দ্রশ্চ কোপঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ। ২৯।

ভিন্ন গৃহিগণের শোভা নাই, সুতরাং ভার্য্যাহীন গৃহস্থকে সমস্ত গৃহসুখে বঞ্চিত থাকিতে হয়। সুরগুরু বৃহস্পতি এই রূপ খেদ করিয়া বারংবার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট আবার বারংবার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে গৃহ হইতে বহির্গমন করিতে লাগিলেন। আরও ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মূর্চ্ছা ও ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য হইতেলাগিল ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

এইরূপে সুরগুরু বৃহস্পতি শোকার্ত্ত হইয়া প্রিয়াগুণ স্মরণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর অন্যান্য জ্ঞানবান্ মুনিগণ তথায় উপনীত হইয়া সেই মহাজ্ঞানী বৃহস্পতিকে নানা-প্রকার প্রবোধ বাক্যে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

তৎপরে বৃহস্পতি শিষ্য ও মুনিগণে বেষ্টিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিলে দেবেন্দ্র মহা সমাদর পূর্ব্বক আতিথ্য দ্বারা যথাবিধি তাঁহাদিগের সৎকার করিলেন ॥ ২৭ ॥

তখন সুরগুরু হৃদগত শল্যের ন্যায় স্বীয় শোচনীয় বিষয় ইন্দ্রের নিকট বর্ণন করিলেন। দেবরাজ শুনিয়া ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর ও রক্তপঙ্কজের

মহেন্দ্র উবাচ।

দূতানাঞ্চ সহস্রন্তু গচ্ছন্তু চারকর্ম্মণি।
অতীব নিপুণং দক্ষং তত্ত্বপ্রাপ্তি নিমিত্তকং। ৩০।
যত্রাস্তি পাতকীচন্দ্রো তন্মাতা তারযাসহ।
গচ্ছামি তত্র সন্নদ্ধঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃসহ। ৩১।
ত্যজচিন্তাং মহাভাগ সর্ব্বং ভদ্রং ভবিষ্যতি।
ভদ্রবীজং দুর্গমিদং কস্যসম্পদ্বিপদ্বিনা। ৩২।
ইত্যুক্ত্বা চ সুনাশীরো দূতানাঞ্চ সহস্রকং।
তূর্ণং প্রস্থাপয়ামাস তৎকর্ম্ম নিপুনংমুনে। ৩৩।
তেদূতাশ্চ বর্ষশতং যযুর্নির্জ্জন মেবচ।
সুদুর্লঙ্ঘ্যঞ্চ বিশ্বেষু ভ্রমিত্বাশুক্রমাযযুঃ। ৩৪।

ন্যায় লোহিতলোচন হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন গুরো ! এক্ষণে অতি নিপুণ তত্ত্বপ্রাপ্তি কুশলদক্ষ সহস্র দূত চারকর্ম্মে নিযুক্ত হউক, যেস্থানে পাপাত্মা চন্দ্র তদীয় মাতা তারার সহিত অবস্থান করিতেছে, আমি বর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া সমস্ত দেবগণের সহিত সেই স্থানে গমন করিব ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

মহাভাগ ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আপনার সমস্ত মঙ্গল হইবে। এই দুর্গম কাল মঙ্গলের কারণ জানিবেন। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন বিপদ ব্যতীত কাহারও সম্পদ্ লাভ হয় না॥ ৩২ ॥

এই বলিয়া দেবরাজ চারকার্য্য কুশল সহস্র দূত, চন্দ্রের অন্বেষণার্থ সত্বর প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অতঃপর দূতগণ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে সমস্ত বিশ্বের সুদুর্লঙ্ঘ্য নির্জ্জন স্থান সমুদায়ে শতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ভবনে সকলেই উপনীত হইল ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্রঞ্চ শুক্রভবনে তৎপ্রপন্নঞ্চ বিজ্বরং।
দৃষ্ট্বা সতারকং ভীতং কথয়ামাসুরীশ্বরং। ৩৫।
ইতিশ্রুত্বা সুনাশীরো নতবক্তুং বৃহস্পতিং।
উবাচ শোকসন্তপ্তো হৃদয়েন বিদূযতা। ৩৬।

মহেন্দ্র উবাচ।

শৃণুনাথ প্রবক্ষ্যামি পরিণাম সুখাবহং।
ভয়ংত্যজ মহাভাগ সর্ব্বং ভদ্রং ভবিষ্যতি। ৩৭।
ত্বয়া নহি জিতঃশুক্রো ময়া দিতিনন্দনঃ।
এতদালোচ্য চন্দ্রশ্চ জগাম শরণং কবিং। ৩৮।
গচ্ছশীঘ্রং ব্রহ্মলোক মস্মাভিঃ সার্দ্ধমেবচ।
ব্রহ্মণা সহযাস্যামঃ কৈলাসং শঙ্করং বরং। ৩৯।

তথায় উপস্থিত হইয়া দূতগণ দেখিল ভীত চন্দ্র শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তারার সহিত শুক্র ভবনে অপেক্ষাকৃত সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতেছে। এইব্যাপার দর্শন করিয়া তাহারা ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল ॥ ৩৫ ॥

দেবেন্দ্র দূতমুখে ঐ ব্যাপার শ্রবণ করিবা মাত্র শোকসন্তপ্ত ও দুঃখিত হইয়া অভিমানে অধোবদন বৃহস্পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন গুরো! এক্ষণে ভীত হইবেন না, আমি পরিণাম সুখাবহ বাক্য আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

আপনি শুক্রাচার্য্যকে জয় করেন নাই এবং আমা কর্তৃক দিতিপুত্রও বিজিত হয় নাই, এইজন্য চন্দ্র দৈত্য গুরু শুক্রের শরণাপন্ন হইয়াছে।৩৮।

গুরো! এক্ষণে আপনি আমাদিগের সহিত ব্রহ্মলোকে চলুন, আমরা সকলেই ব্রহ্মার সহিত একত্রিত হইয়া কৈলাসনাথ দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিব ॥ ৩৯ ॥

ইত্যুক্ত্বাচ মহেন্দ্রশ্চ সন্তপ্তোগুরুণাসহ।
জগাম ব্রহ্মলোকঞ্চ সুখদৃশ্যং নিরাময়ং। ৪০।
তত্র দৃষ্ট্বাচ ব্রহ্মাণং ননাম গুরুণাসহ।
প্রোবাচ সর্ব্ববৃত্তান্তং দেবানামীশ্বরং বরং। ৪১।
মহেন্দ্র বচনংশ্রুত্বা জহাস কমলোদ্ভবঃ।
হিতং তথ্যং নীতিসারং উবাচ বিনয়ান্বিতং। ৪২।

ব্রহ্মোবাচ।

যো দদাতিপরস্মৈচ দুঃখমেবচ সর্ব্বতঃ।
তস্মৈদদাতি দুঃখঞ্চ শাস্তাকৃষ্ণঃ সনাতনঃ। ৪৩।
অহংস্রষ্টাচ সৃষ্টেশ্চ পাতাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
তথা রুদ্রশ্চ সংহর্ত্তা দদাতিচ শিবংশিবঃ। ৪৪।
নিরন্তরং সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্মশ্চ সর্ব্বকারণঃ।
সর্ব্বদেবাবিষয়িনঃ কৃষ্ণাজ্ঞা পরিপালকাঃ। ৪৫।

এই বলিয়া দেবরাজ গুরুবৃহস্পতির সহিত সন্তপ্ত হৃদয়ে নিরাময় সুখ-দৃশ্য ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন ॥ ৪০ ॥

দেবেন্দ্র গুরুর সহিত ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক দেবগণের ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চরণেপ্রণত হইয়া তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥৪১॥

ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রমুখে সমস্ত শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া নীতি-গর্ভ হিতজনক সারবাক্যে বিনীত ইন্দ্রকে কহিলেন ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন দেবরাজ! যেব্যক্তি অন্যকে বিশেষ রূপে দুঃখ প্রদান করে, সর্ব্বনিয়ন্তা সনাতন কৃষ্ণ তাহাকে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। ৪৩।

আমি নিখিল জগতের সৃষ্টিকরি, সনাতন বিষ্ণু পালন করেন এবং রুদ্র সংহার করেন কিন্তু শিব সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল দাতা। তিনি মঙ্গল প্রদান করেন বলিয়া শিবনামে প্রথিত আছেন ॥ ৪৪ ॥

বৃহস্পতি রুতথ্যশ্চ সম্বর্ত্তশ্চজিতেন্দ্রিয়ঃ।
এষংশ্চাঙ্গিরসঃপুত্রা বেদবেদাঙ্গ পারগাঃ। ৪৬।
সম্বর্ত্তাযচ শিষ্যায নচকিঞ্চিদ্দদৌগুরুং।
সবভূব তপস্বীচ ধ্যায়তে কৃষ্ণমীশ্বরং। ৪৭।
নিরন্তরং সর্ব্বসারং ধ্যায়তেকৃষ্ণমীশ্বরং।
উতথ্যস্য মধ্যমস্য ভার্য্যাঞ্চ গুর্ব্বিণীং সতীং। ৪৮
জহার কামতস্তাঞ্চ ভ্রাতৃজায়ামকামুকীং।
ব্রহ্মাহত্যা সহস্রঞ্চ লভতে নাত্রসংশয়ঃ। ৪৯।
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
ভ্রাতৃজায়াপহারীচ মাতৃগামী ভবেন্নরঃ। ৫০।
তস্মাদুত্তীর্য্য পাপীচ বিষ্ঠায়াংজায়তে ক্রমিঃ।

ধর্ম্ম নিরন্তর সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্ব কারণ স্বরূপ। পরন্তু সমস্ত দেবগণ বিষয়রত হইয়া নিরন্তর পরাৎপর কৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতেছেন।৪৫।

মহাত্মা অঙ্গিরার তিনপুত্র। বৃহস্পতি উতথ্য ও সম্বর্ত্ত। ইহারা তিনজনেই বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী, কেবল তন্মধ্যে সম্বর্ত্ত জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জগৎসংসারে প্রথিত আছেন। ৪৬॥

গুরু বৃহস্পতি কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিষ্য সম্বর্ত্তকে পৈতৃক ধন কিছুই প্রদান করেন নাই সুতরাং তিনি তপস্বী হইয়া নিরন্তর সর্ব্বসার পরমাত্মা কৃষ্ণের ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হন, আর ঐ জ্যেষ্ঠ বৃহস্পতি মধ্যম ভ্রাতা উতথ্যের অকামুকী গুর্ব্বিণী সাধ্বী ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিলেন সেই গর্হিত কার্য্যের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে। যেব্যক্তি ভ্রাতৃজায়া হরণ করে তাহাকে সহস্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়॥ ৪৭॥ ৪৮॥ ৪৯॥

যেব্যক্তি ভ্রাতৃজায়া হরণ করে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে বাস করিতে হয়। ভ্রাতৃজায়া হরণে মনুষ্যের মাতৃগমনের তুল্য পাপ ভোগ করিতে হয়॥ ৫০॥

বর্ষকোটি সহস্রাণি তত্রস্থিত্বাচ পাতকী। ৫১।
ততোভবেন্মহাপাপী বর্ষকোটি সহস্রকং।
পুংশ্চলী যোনিগর্ত্তেচ ক্রমিশ্চৈব পুরন্দরঃ। ৫২।
গৃধ্রকোটি সহস্রাণি শতজন্মানি কুক্কুরঃ।
ভ্রাতৃজায়াপহরণাচ্ছত জন্মানি শূকরঃ॥ ৫৩॥
যো দদাতি নদাযঞ্চ বলিষ্ঠো দুর্ব্বলাযচ।
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥ ৫৪॥
মাভুঙ্‌ক্ত ক্ষীযতে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং॥ ৫৫॥
জগদ্গুরোঃ শিবস্যাপি গুরুপুত্রো বৃহস্পতিঃ।
জ্ঞাতং করোতু বৃত্তান্তমীশ্বরং বলিনাং বরং॥ ৫৬॥
সর্ব্বে সমূহাঃ দেবানাং সন্নদ্ধাশ্চ সবাহনাঃ।

পরে সেই পাতকী সহস্রকোটী বর্ষ বিষ্ঠার ক্রমি ও সহস্রকোটী বর্ষ পুংশ্চলীর যোনিগর্ত্তের ক্রমি হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। অবশেষে ভ্রাতৃজায়া হরণ পাপে সেই মহাপাপী নরাধম সহস্রকোটীবর্ষ গৃধ্রযোনিতে বাস করিয়া পরে শতজন্ম কুক্কুর ও শতজন্ম শূকর রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া অশেষবিধ দুঃখ ভোগ করে॥ ৫১॥ ৫২॥ ৫৩॥

আর যে বলিষ্ঠ ব্যক্তি দুর্ব্বল দায়াদকে পৈতৃক ধন প্রদান নাকরে সে চন্দ্রসূর্য্য স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করিয়া থাকে॥ ৫৪॥

শতকোটি কল্পেও ঐ অনুষ্ঠিত দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ব্যক্তি মাত্রকে অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়॥ ৫৫॥

দেবরাজ! বৃহস্পতি জগদ্গুরু শিবেরও গুরুপুত্র। অতএব ইনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া এই বৃত্তান্ত সেই বলিগণের অগ্রগণ্য ভগবান দেবদেব আশুতোষের গোচর করুন॥ ৫৬॥

মধ্যস্থা মুনয়শ্চৈব তিষ্ঠন্তি নর্ম্মদাতটে ॥ ৫৭ ॥
পশ্চাদহঞ্চ যাস্যামি পুণ্যঞ্চ নর্ম্মদাতটং।
গুরুস্তং গুরুপুত্রোপি শীঘ্রং যাতু শিবালয়ং ॥ ৫৮ ॥

মহেন্দ্র উবাচ।

কথম্বা বেদকর্ত্তুশ্চ সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরোঃ।
মৃত্যুঞ্জয়স্য শম্ভোশ্চ গুরুপুত্রো বৃহস্পতিঃ ॥ ৫৯ ॥
অঙ্গিরাস্তবপুত্রশ্চ তৎপুত্রশ্চ বৃহস্পতিঃ।
তত্ত্বজ্ঞানং মহাদেবঃ কথং শিষ্যো গুরোঃ পিতুঃ ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কস্যেয়মতি গুপ্তাচ পুরাণেষু পুরন্দর।
ইমাং ত্বরা প্রবৃত্তিঞ্চ কথয়ামি নিশাময় ॥ ৬১ ॥
মৃতবৎসা কর্ম্মদোষাদ্ভার্য্যাচাঙ্গিরসঃ পুরা।

নর্ম্মদাতটে সমস্ত দেবগণ সন্নদ্ধ অর্থাৎ বর্ম্মিত হইয়া স্বীয় স্বীয় বাহনের সহিত অবস্থিত রহিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে মুনিগণ অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে বৃহস্পতি শীঘ্র শিবালয়ে গমন করুন পশ্চাৎ আমি সেই পবিত্র নর্ম্মদাতীরে গমন করিব ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

ইন্দ্র কহিলেন ভগবন্! বৃহস্পতি কিরূপে সিদ্ধগণ ও যোগিগণের গুরু বেদকর্ত্তা মৃত্যুঞ্জয় শিবের গুরুপুত্র হইলেন, আমাদিগের ইহাইত বিদিত আছে যে, আপনার পুত্র অঙ্গিরা ও অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, অতএব দেবাদিদেব মহাদেব আমাদিগের গুরু বৃহস্পতির পিতার শিষ্য কিরূপে হইলেন এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতেছে অতএব আপনি ইহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন দেবরাজ! অতি গূঢ় বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা সমস্ত পুরাণ মধ্যে গোপনীয়, এক্ষণে উহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৬১ ॥

ব্রতং চকার সা চৈবং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৬২ ॥
ব্রতং পুংসবনং নাম বর্ষমেকং চকার সঃ ।
সনৎকুমারো ভগবান কারয়ামাস তাং ব্রতং ॥ ৬৩ ॥
তদাগত্য চ গোলোকাৎ পরমাত্মা কৃপাময়ঃ ।
স্বেচ্ছাময়ং পরংব্রহ্ম ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহঃ ॥ ৬৪ ॥
সুব্রতান স লক্ষ্মীনাং তামুবাচ কৃপানিধিঃ ।
প্রণতাং সাশ্রুনেত্রাঞ্চ বিনীতাঞ্চ তয়া স্তুতঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

গৃহাণেদং ব্রতফলং মমতেজঃ সমন্বিতং ।
ভুঙ্ক্ষ ভোগান্মহদ্বংশে ভবিষ্যতি মদংশতঃ ॥ ৬৬ ॥
পতির্গুরুশ্চ দেবানাং বৃহতাং জ্ঞানিনাং বরঃ ।
পুত্রস্তে ভবিতা সাধ্বি মদ্বরেণ ভবিষ্যতি ॥ ৬৭ ॥

পূর্ব্বে অঙ্গিরার ভার্য্যা কর্ম্মদোষে মৃতবৎসা হইয়া পরমাত্মা কৃষ্ণের ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ ব্রতের নাম পুংসবন ব্রত, এক বর্ষ তিনি ঐ ব্রত করেন ভগবান সনৎকুমার তাঁহাকে ঐ ব্রত করাইয়া ছিলেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

পরে পরমাত্মা কৃপাময় হরি প্রসন্ন হইয়া অঙ্গিরার পত্নীর নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময় পূর্ণ ব্রহ্ম, কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হয় ॥ ৬৪ ॥

কৃপানিধি কৃষ্ণ সেই ব্রত ধারিণী লক্ষ্মী স্বরূপা নারীর নিকট আবির্ভূত হইলে তিনি বিনীতভাবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার চরণে প্রণতা হইয়া বিস্তর স্তব করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সাধ্বি! তোমার ব্রত ফলস্বরূপ এই আমার তেজ গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন কর। আমি বর প্রদান করিতেছি ইহা ভোজন করিলে আমার অংশেই তুমি দেবগণের গুরু জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য এক পুত্র লাভ করিয়া

মন্বরেণ ভবেদ্যোহি সচ মদ্বর পুত্রকঃ।
ত্বদ্গর্ভে মম পুত্রোঽয়ং চিরজীবী ভবিষ্যতি ॥ ৬৮ ॥
বরজো বীর্য্যজশ্চৈব ক্ষেত্রজঃ পালকস্তথা।
বিদ্যামন্ত্রঃ সুতানাঞ্চ গৃহীতো সপ্তমঃ সুতঃ ॥ ৬৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা রাধিকানাথঃ স্বর্লোকঞ্চ জগাম সঃ।
শ্রীকৃষ্ণ বরপুত্রোঽয়ং জ্ঞানীশ্বর গুরুঃ স্বয়ং ॥ ৭০ ॥
মৃত্যুঞ্জয়ং মহাজ্ঞানং শিবায প্রদদৌ পুরা।
দিব্যং বর্ষ ত্রিলক্ষঞ্চ তপশ্চক্রে হিমালয়ে ॥ ৭১ ॥
স্বযোগং জ্ঞানমখিলং তেজঃ স্বাত্মসমং পরং।
স্ব শক্তিং বিষ্ণুমায়াঞ্চ স্বাংশঞ্চ বাহনং বৃষং ॥ ৭২ ॥
স্ব শূলঞ্চ স্ব কবচং স্ব মন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরং।
তেজঃ স্ব সর্ব্বদেবানাং সাবির্ভূতা সনাতনী ॥ ৭৩ ॥

এই মহদ্বংশ সমুজ্জ্বল করিবে ইহার সন্দেহ নাই ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

সতি! আমার বরে তোমার গর্ব্ভে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে সে আমার বর পুত্র হইয়া চিরজীবী হইবে ॥ ৬৮ ॥

সুব্রতে! শাস্ত্রে বরজ বীর্য্যজ ক্ষেত্রজ পালক বিদ্যাগ্রাহী মন্ত্রগ্রাহী ও দত্তক এই সপ্তপ্রকার পুত্র নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৬৯ ॥

রাধিকানাথ কৃষ্ণ অঙ্গিরার পত্নীকে এইরূপ কহিয়া স্বর্লোকে গমন করিলেন। তাঁহার এই বরেই বৃহস্পতির জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তিনি কৃষ্ণের বর পুত্র জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ ও দেবগণের গুরু হইয়াছেন ॥ ৭০ ॥

পূর্ব্বে দেবাদিদেব হিমালয়ে দেবমানের ত্রিলক্ষ বর্ষ তপস্যা করেন, তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় মহাজ্ঞান স্বীয় নিখিল জ্ঞান যোগ পরম তেজ আত্মশক্তি বিষ্ণুমায়া স্বীয় অংশজাত বৃষবাহন নিজ শূল কবচ ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন সমস্ত দেবের তেজে সেই সনাতনী বিষ্ণুমায়ার আবির্ভাব হয় ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥

জঘান দৈত্যনিকরং দেবেভ্যঃ প্রদদৌ পদং।
কল্পান্তে দক্ষকন্যা চ সা মূলপ্রকৃতিঃ সতী ॥ ৭৪ ॥
পিতৃযজ্ঞে তনুং ত্যক্ত্বা যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
বভূব শৈলকন্যা সা সাধ্বী চ ভর্ত্তৃনিন্দয়া ॥ ৭৫ ॥
কালেন কৃষ্ণতপসা শঙ্করং প্রাপ শঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণোহি গুরুঃ শম্ভোঃ পরমাত্মা পরাৎপরঃ ॥ ৭৬ ॥
কৃষ্ণস্য বরপুত্রোহয়ং স্বয়মেব বৃহস্পতিঃ।
অতোহেতো সুরগুরুর্গুরুপুত্রঃ শিবস্য চ ॥ ৭৭ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং অতিগুহ্যং পুরাতনং।
ইতি প্রধান সম্বন্ধঃ শ্রুতশ্চ কথিতোময়া ॥ ৭৮ ॥
পারম্পরিক মন্যঞ্চ কথয়ামি নিশাময়।
দুর্ব্বাসা গরুড়শ্চৈব শঙ্করাৎ শঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭৯ ॥

অতঃপর ভগবান শঙ্কর দৈত্যকুলের ধ্বংস করিয়া দেবগণকে স্বস্ব পদে সংস্থাপিত করেন কল্পান্তে সেই মূলপ্রকৃতি সনাতনী বিষ্ণুমায়া দক্ষকন্যা সতী রূপে সমুৎপন্না হন ॥ ৭৪ ॥

পরে সেই সিদ্ধ যোগিনী সতী পিতৃযজ্ঞে আগমন করিয়া পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়ের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন, কালক্রমে সেই শঙ্করী তপোবলে শঙ্করকে পতি রূপে প্রাপ্ত হন, পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দেবাদিদেবের গুরু, বৃহস্পতিও স্বয়ং সেই শ্রীকৃষ্ণের বরপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই কারণে সুরগুরু বৃহস্পতি শিবের গুরুপুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭

এই আমি পরম গুহ্য পুরাতন বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এই প্রধান সম্বন্ধের বিষয় যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই বর্ণিত হইল ৭৮।

এক্ষণে পরম্পরাসম্বন্ধীয় অন্য প্রকরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রতা-

শিষ্যোচাঙ্গিরসস্তৌদ্বৌ গুরুপুত্রোঽথবা ততঃ।
প্রাণাধিকায়াং সত্যাঞ্চ মৃতায়াং দক্ষ শাপতঃ॥ ৮০॥
স্বজ্ঞানং স্বঞ্চ ভগবান্ বিসস্মার স্বমোহতঃ।
স্মরণং কারয়ামাস কৃষ্ণেন প্রেরিতোঙ্গিরাঃ। ৮১॥
অতোহেতো সুরগুরু শিবস্য মৎস্তুতশ্চ সঃ।
শীঘ্রংগচ্ছতু কৈলাসং স্বয়মেব বৃহস্পতিঃ॥ ৮২॥
ত্বং গচ্ছ পুত্র সন্নদ্ধঃ স দেবো নর্ম্মদাতটং।
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা বিররাম চ নারদ॥ ৮৩॥
গুরুর্যযৌ চ কৈলাসং মহেন্দ্রো নর্ম্মদাতটং॥ ৮৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে একোনষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ।

পান্বিত দুর্ব্বাসা ও গরুড় শঙ্করের অংশজাত তাঁহারা উভয়েই অঙ্গিরার শিষ্য এই কারণে অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি শিবের গুরুপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। অথবা দক্ষশাপে সতী দেহত্যাগ করিলে ভগবান শঙ্কর শোক-মোহিত হইয়া স্বীয় জ্ঞান বিস্মৃত হওয়াতে অঙ্গিরা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই জ্ঞান তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন এই জন্য আমার পুত্র অঙ্গিরা শিবগুরু বলিয়া উক্ত হন, তাহাতেই বৃহস্পতি শিবের গুরুপুত্র হইয়াছেন, আর অন্য কথাতে বিলম্বের প্রয়োজন নাই এক্ষণে বৃহস্পতি স্বয়ং শীঘ্র কৈলাস ধামে গমন করুন॥৭৯॥ ॥৮০॥৮১॥৮২॥

বৎস! এক্ষণে তুমি নর্ম্মদা তটে উপনীত হইয়া দেবগণের সহিত তথায় অবস্থান কর। এই বলিয়া জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা মৌনাবলম্বন করিলেন সুরগুরু বৃহস্পতি কৈলাস ধামে ও দেবরাজ ইন্দ্র নর্ম্মদা তটে গমন করিলেন॥৮৩॥৮৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যান নাম একোনষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ বেদবেদাঙ্গ পারগ।
নিপীড়ঞ্চ সুধাখ্যানং তন্মুখেন্দু বিনিশ্রিতং ॥ ১ ॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি কিমুবাচ বৃহস্পতিঃ।
শিবঞ্চ গত্বা কৈলাসং দাতারং সর্ব্বসম্পদং ॥ ২ ॥
জগৎকর্ত্তা বিধাতা চ কিম্বা তং প্রত্যুবাচ সঃ।
ততঃসর্ব্বং সমালোচ্য বদ বেদবিদাম্বর ॥ ৩ ॥

নারায়ণ উবাচ।

শীঘ্রং গত্বা চ কৈলাসং ভ্রষ্ট শ্রীঃ শঙ্করং গুরুঃ।
প্রণম্য তস্থৌ পুরতোলজ্জা মলিন বিগ্রহং ॥ ৪ ॥
দৃষ্ট্বা গুরুসুতং শম্ভুরুদতিষ্ঠং কুশাসনাৎ।
আলিঙ্গনং দদৌ তস্মৈ শীঘ্রং মঙ্গলমাশিষং ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন ভগবন্! আপনি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ও মহাত্মাদিগের প্রধান, আপনার মুখচন্দ্রবিগলিত বচন সুধাপানে আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। বৃহস্পতি কৈলাসধামে গমন করিয়া সর্ব্বসম্পদ্বিধাতা কৈলাসনাথ মহাদেবের নিকট কি বলিলেন এবং সেই জগৎকর্ত্তা শঙ্করই বা কিরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন তাহা শ্রবণ করিতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তৎসমুদায় সমালোচন পূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

নারায়ণঋষি কহিলেন হে নারদ! ভ্রষ্টশ্রীক সুরগুরু বৃহস্পতি কৈলাস ধামে উপনীত হইয়া দেবাদিদেব কৈলাসনাথ শঙ্করচরণে প্রণাম পূর্ব্বক লজ্জায় মলিনবেশে তথায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন ॥ ৪ ॥

ভগবান্ শঙ্কর গুরুপুত্রকে দর্শনমাত্র কুশাসন হইতে গাত্রোত্থান

আসনে বাসয়িত্বা চ পপ্রচ্ছ কুশলং বচঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং ভীতং তং লজ্জিতং শিবঃ॥ ৬॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

কথমেবং বিধস্ত্বঞ্চ দুঃখী মলিন বিগ্রহঃ।
সাশ্রুনেত্রো লজ্জিতশ্চ ভীতস্তৎ কারণং বদ॥ ৭॥
কিম্বা তপস্যা হীনা তে সন্ধ্যাহীনোঽথবা মুনে।
কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ সেবা চ বিহীনা দৈবদোষতঃ॥ ৮॥
কিম্বা গুরৌ ভক্তিহীনোঽভীষ্টদেবেঽথবা গুরৌ।
কিম্বা ন রক্ষিতুং শক্তঃ প্রপন্নং শরণাগতং॥ ৯॥
কিম্বা তিথিস্তে বিমুখঃ কিম্বা তস্যা বুভুক্ষিতাঃ।
কিম্বা স্বতন্ত্রা স্ত্রী সা তে কিম্বা পুত্রোঽবচস্করঃ॥ ১০॥

পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশলজনক আশীর্ব্বাদ করিলেন॥ ৫॥

পরে শিব সেই লজ্জিত ভীত বৃহস্পতিকে আসনে উপবেশন করাইয়া মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন॥ ৬॥

শঙ্কর কহিলেন গুরুপুত্র! কিজন্য তোমার দেহ এরূপ মলিন হইয়াছে, তুমি এরূপ দুঃখিতচিত্ত লজ্জিত ও ভীত হইয়া অশ্রুমোচন করিতেছ কেন? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর॥ ৭॥

মুনে! তোমার তপস্যার কি ব্যাঘাত হইয়াছে? তুমি কি দৈবদোষে সন্ধ্যাবিহীন বা পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসেবায় বিমুখ হইয়াছ?॥ ৮॥

কিম্বা তুমি গুরুভক্তি বিহীন হইয়াছ? অথবা অভীষ্টদেবে অভক্তি করিয়াছ? বা প্রপন্ন শরণাগতব্যক্তিকে তুমি রক্ষাকরিতে পারনাই?। ৯।

ঋষে! তোমার গৃহ হইতে অতিথি ত বিমুখ হয় নাই? তোমার গৃহে অতিথি কি অভুক্ত রহিয়াছিল? তোমার স্ত্রী কি স্বতন্ত্রা হইয়াছে কিম্বা তোমার পুত্র তোমাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছে?॥ ১০॥

সুশাসিতো ন শিষ্যো বা কিং ভৃত্যাশ্চোত্তর প্রদাঃ।
কিম্বা তে বিমুখা লক্ষ্মীঃ কিম্বা রুষ্টোগুরুস্তব ॥ ১১ ॥
গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ শশ্বৎ সন্তুষ্ট মানসঃ।
গুরুস্তব বশিষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠ সতামহো ॥ ১২ ॥
কিম্বা রুষ্টোঽভীষ্টদেবঃ কিম্বা রুষ্টাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
কিম্বা রুষ্টা বৈষ্ণবাশ্চ কিম্বা তে প্রবলো রিপুঃ ॥ ১৩ ॥
কিম্বা তে বন্ধুবিচ্ছেদো বিগ্রহো বলিনা সহ।
কিম্বা পদং পরগ্রস্তং কিম্বা বন্ধুর্ধনঞ্চ বা ॥ ১৪ ॥
কেন তে বা কৃতা নিন্দা খলেন পাপিনা মুনে।
কেন বা ত্বং পরিত্যক্তঃ প্রিয়েন বান্ধবেন বা। ১৫ ॥
বন্ধুস্ত্যক্ত স্ত্বয়া কিম্বা বৈরাগ্যেন ক্রুধাথবা।
কিম্বা তীর্থে নহি স্নানং ন দত্তং পুণ্যবাসরে ॥ ১৬ ॥

মুনে! তোমার শিষ্যগণ কি সুশাসিত হয় নাই? ভৃত্যগণ কি দুর্ব্বিনীতভাবে উত্তর প্রদান করে? অথবা লক্ষ্মীদেবী তোমার প্রতি বিমুখী বা গুরু তোমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন? ॥ ১১ ॥

ঋষে! তোমার গুরু বশিষ্ঠদেব ত গৌরবান্বিত বরিষ্ঠ, নিয়ত সন্তুষ্টচিত্ত ও শ্রেষ্ঠ সাধুগণেরও শ্রেষ্ঠ; তাঁহারত ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ১২।

তোমার অভীষ্টদেব কি তোমার প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করিয়াছেন কিম্বা ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবগণ তোমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন? অথবা তোমার শত্রু প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৩ ॥

এক্ষণে তোমার কি বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে? বলবানের সহিত ত তোমার বিরোধ হয় নাই? অথবা তোমার পদ বা বন্ধুধন অন্য কর্ত্তৃক কি আক্রান্ত হইয়াছে? ॥ ১৪ ॥

মুনে! কোন পাপাত্মা খলব্যক্তি কি তোমার নিন্দা করিয়াছে কিম্বা তুমি কোন প্রিয় বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ? । ১৫।

গুরুনিন্দা বন্ধুনিন্দা খলবক্তাৎ শ্রুতাথবা।
গুরুনিন্দাহি সাধূনাং মরণাদতিরিচ্যতে॥ ১৭॥
অসদ্বংশ প্রজাতানাং খলানাং নিন্দনং সতাং।
দুঃশীল মেবমসতাং শশ্বন্নারকিণাসহ॥ ১৮॥
পরঃ প্রশংসকাঃ সন্তঃ পুণ্যবন্তোহি ভারতে।
শশ্বন্মঙ্গল যুক্তাশ্চ রাজন্তে মনসা সদা॥ ১৯॥
পুত্রে যশসি তোয়েচ সমৃদ্ধে চ পরাক্রমে।
ঐশ্বর্য্যে বা প্রতাপে চ প্রজাভূমি ধনেষু চ। ২০॥
বচনেষু চ বৃদ্ধৌচ স্বভাবে চ পবিত্রতঃ।
আচারে ব্যবহারেচ জ্ঞায়তে হৃদয়ংনৃণাং॥ ২১॥
যাদৃগ্ যেষাঞ্চ হৃদয়ং তাদৃক্ তেষাঞ্চ মঙ্গলং।
যাদৃগ্ যেষাং পূর্ব্বপুণ্যং তাদৃক্ তেষাঞ্চ মানসং॥ ২২॥

তুমিত বৈরাগ্যবশত বা ক্রোধনিবন্ধন কোন বন্ধুকে পরিত্যাগ কর নাই? কিম্বা তীর্থে স্নান বা পুণ্যবাসরে দান করিতে বিস্মৃত হইয়াছ?।১৬।

তুমি কি খলের মুখে গুরুনিন্দা বা বন্ধুনিন্দা শ্রবণ করিয়াছ; কারণ গুরুনিন্দা সাধুগণের পক্ষে মরণাতিরিক্ত ক্লেশ জনক হয়॥ ১৭॥

অসদ্বংশে যে সমস্ত খলব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে সাধুনিন্দা তাহাদিগের স্বাভাবিক কার্য্য। সেই নরাধমগণ নারকীর সহিত একত্রিত হইয়া সর্ব্বদা ঐ রূপ দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ১৮॥

আর পর প্রশংসাকারী যে সমস্ত পুণ্যবান্ সাধুব্যক্তি ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহারা নিরন্তর সকলের মঙ্গলচিন্তায় কালহরণ করিয়া থাকেন।১৯।

মুনে! পুত্র, যশ, জল, সমৃদ্ধি পরাক্রম, ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, প্রজা, ভূমি, ধন, বাক্য, উন্নতি, স্বভাব, পবিত্রতা আচার ও ব্যবহার এই সমস্ত বিষয়েই মনুষ্যের হৃদয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়॥ ২০॥ ২১।

ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবো বিররাম সুসংসদি।
তমুবাচ মহা বক্তা স্বয়মেব বৃহস্পতিঃ ॥ ২৩ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

অকথ্য মেব বৃত্তান্তং কথয়ামি কিমীশ্বর।
লোকাঃ কর্ম্ম বশীভূতা স্তৎকর্ম্ম যৎকৃতং পুরা। ২৪ ॥
স্বকর্ম্মণাং ফলং ভুঙ্ক্তে জন্তুর্জ্জন্মনি জন্মনি।
নহি নষ্টঞ্চ তৎকর্ম্ম বিনা ভোগাচ্চ ভারতে। ২৫।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং নরাণাং ভারতে প্রভো।
কেচিদ্বদন্তীতি ভবেৎ স্বকৃতে নচ কর্ম্মণা। ২৬।
কেচিদ্বদন্তি দেবেন স্বভাবেনেতি কেচন।
ত্রিবিধাশ্চ মতাবেদে বেদবেদাঙ্গ পারগাঃ। ২৭।

যে সকল ব্যক্তির যেরূপ হৃদয়, তাহাদিগের সেইরূপ মঙ্গল লাভ হয়, আর যাহাদিগের যেরূপ পূর্ব্ব পুণ্যবল থাকে তাহাদিগের মনও যে তদনুরূপ হইয়া থাকে তাহার আর সন্দেহমাত্র নাই ॥ ২২ ॥

দেবাদিদেব মহাদেব এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে বাক্যবিশারদ সুরগুরু বৃহস্পতি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ২৩ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন প্রভো! আমার বৃত্তান্ত অকথ্য তথাপি আপনার নিকট তাহা নিবেদন করিতেছি। সমস্ত লোকই কর্ম্মের বশীভূত। পূর্ব্বে আমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহার ফলভোগ হইতেছে ॥২৪ ॥

জীব প্রত্যেক জন্মেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ করে। এই ভারতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ ভিন্ন সেই কর্ম্মের ক্ষয় হয় না ॥ ২৫ ॥

প্রভো! পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহকেহ কহিয়া থাকেন, স্বকৃত কর্ম্মফলেই ভারতে মানবগণের সুখ দুঃখ ভয় শোক উৎপন্ন হয় ॥ ২৬ ॥

আর কেহকেহ বলেন দৈবের প্রতিকূলতায় মানবগণের ঐ সুখ দুঃখাদি জন্মে এবং কেহকেহ বলেন কেবল স্বভাব দ্বারাই প্রাণিগণের ঐ সুখ

স্বযঞ্চ কর্ম্মজনক স্তৎকর্ম্ম দৈবকারণং।
স্বভাবো জায়তোনৃণাং আত্মনঃ পূর্ব্বকর্ম্মণঃ। ২৮।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ সর্ব্বেষাং জন্তূনাং প্রতিজন্মনি।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং আত্মনাচ প্রজায়তে। ২৯।
স্বকর্ম্ম ফলভোক্তাচ জীবোহি সগুণঃ সদা।
আত্মা ভোজয়িতা সাক্ষী নির্গুণঃ প্রকৃতে পরঃ। ৩০।
সএবাত্মা সর্ব্বসেব্যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ।
সচ সৃজতি দৈবঞ্চ স্বভাবং কর্ম্মএবচ। ৩১।
কর্ম্মণাচ নৃণাং লজ্জা প্রশংসা চ প্রফুল্লতা।
লজ্জানিজঞ্চ বৃত্তান্তং তথাপি কথয়ামিতে॥ ৩২॥
ইত্যুক্ত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তং উবাচ তং বৃহস্পতিঃ।
শ্রুত্বা বভূব নম্রাস্যো লজ্জেশো লজ্জয়া মুনে॥ ৩৩॥

দুঃখাদি উৎপন্ন হয়। এই বেদবেদাঙ্গ পারগ ত্রিবিধমত প্রথিত আছে।২৭।

কর্ম্ম স্বয়ং সুখদুঃখাদির উৎপাদক, দৈব তৎপ্রতি কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট। নিজ নিজ পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মানুসারেই মনুষ্যদিগের স্বভাব সঞ্জাত হয়॥ ২৮॥

জীব মাত্রেই প্রতিজন্মে স্বীয় স্বীয় সমস্ত কর্ম্মানুরূপ সুখ দুঃখ ভয় ও শোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২৯॥

জীব সগুণ, সর্ব্বদাই আত্মকর্ম্মের ফলভোগ করে কিন্তু আত্মানির্গুণ প্রকৃতি হইতে অতীত। তিনি জীবদেহ সাক্ষী রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিয়ত জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া থাকেন॥ ৩০॥

সেই আত্মা রূপী ভগবান সকলের কর্ম্ম ফলদাতা ও সেবনীয়। তিনিই দৈব স্বভাব ও কর্ম্মের সৃষ্টি করেন॥ ৩১॥

কর্ম্মজন্যই মর্ত্ত্যগণের লজ্জা প্রশংসা ও প্রফুল্লতা জন্মে। প্রভো! লজ্জা আমার সম্বন্ধেই ঘটিয়াছে তথাপি তদ্বৃত্তান্ত আপনার নিকট কহিতেছি।

জপমালা করাদ্ভ্রষ্টা কোপাবিষ্টস্য শূলিনঃ।
বভূব সদ্যঃ কম্পশ্চ রক্তপঙ্কজ লোচনঃ ॥ ৩৪ ॥
সংহর্ত্তুরীশো রুদ্রস্য বিষ্ণোঃ পাতুঃ সখা শিবঃ।
স্রষ্টুস্তব্যশ্চ মান্যশ্চ স্বাত্মৈব পরমাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥
নির্গুণস্য চ কৃষ্ণস্য প্রকৃতীশস্য নারদ।
কোপাৎ প্রবক্তুমারেভে শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠ তালুকঃ ॥ ৩৬ ॥

শিব উবাচ।

শিবমস্তু চ সাধূনাং বৈষ্ণবানাং সতামিহ।
অবৈষ্ণবানামসতামশিবঞ্চ পদে পদে ॥ ৩৭ ॥
দদাতি বৈষ্ণবেভ্যশ্চ যো দুঃখ সুপ্রিতোজনঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্তস্য সংহর্ত্তা বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৩৮ ॥

এই বলিয়া বৃহস্পতি সমস্ত বৃত্তান্ত দেবাদিদেবের নিকট বর্ণন করিলেন। সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া লজ্জার সৃষ্টিকর্ত্তা শিবেরও লজ্জা উপস্থিত হইল। তখন তিনি অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

তৎকালে কোপাবিষ্ট শূলপাণির কর হইতে জপমালা নিপতিত হইল এবং তিনি ক্রোধে কম্পিত-কলেবর ও রক্তপঙ্কজের ন্যায় লোহিতাক্ষ হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৪ ॥

যে শিব সংহার কর্ত্তা রুদ্রের ঈশ্বর, পালন কর্ত্তা বিষ্ণুর সখা. সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার স্তুতিবাদের পাত্র ও মান্য এবং প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ পরমাত্মা কৃষ্ণের আত্মা স্বরূপ, ক্রোধে সেই দেবাদিদেবের কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫। ৩৬।

শিব কহিলেন ইহলোকে অবস্থিত যে বিষ্ণুপরায়ণ সাধুগণ তাঁহাদিগের মঙ্গল হউক, আর বিষ্ণুভক্তি বিহীন অসাধুগণের পদে পদে অমঙ্গল হউক। ৩৭।

যে উন্মার্গগামী ব্যক্তি বৈষ্ণব সাধুগণকে দুঃখ প্রদান করে ভগবান

অবৈষ্ণবানাং হৃদয়ং নহি শুদ্ধং সদামলং।
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্মরণং মনোনৈর্ম্মল্য কারণং॥ ৩৯॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসনয়া ক্ষীয়তে বৈ নৃণাং মনঃ॥ ৪০॥
অহো শ্রীকৃষ্ণদাসানাং কঃ স্বভাব সুনির্ম্মলঃ।
হৃতভার্য্যং সুব্রিতঞ্চ ন শশাপ রিপুং গুরুঃ॥ ৪১॥
গুরুর্যস্য বশিষ্ঠশ্চ ক্রোধহীনশ্চ ধার্ম্মিকঃ।
হন্তারঞ্চ পুত্রশতং ন শশাপ রিপুং মুনিঃ॥ ৪২॥
নিশ্বাসেন সুরগুরোর্ভ্রাতুর্ম্মম বৃহস্পতেঃ।
ভস্মীভূতো নিমেষেণ শতচন্দ্রো ভবিষ্যতি॥ ৪৩॥
তথাপি তং ন শশাপ ধর্ম্মভঙ্গভয়ে নচ।
তপস্যা জায়তে শপ্তুঃ কোপাবিষ্টস্য নিত্যশঃ॥ ৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণ তাহার সংহারকর্ত্তা, তাহার পদে পদে বিঘ্ন উৎপন্ন হয়॥ ৩৮॥

বিষ্ণুভক্তি বিবর্জ্জিত অসাধুগণের হৃদয় সতত অশুদ্ধ ও মলপূর্ণ থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র স্মরণ ভিন্ন কখনই মনোমালিন্য দূরীভূত হয় না॥ ৩৯॥

বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসনায় মনুষ্যের হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন ও সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং সর্ব্বতোভাবে মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়া থাকে॥ ৪০॥

আহা! শ্রীকৃষ্ণের দাস মহাত্মাদিগের স্বভাব কি সুনির্ম্মল! উন্মার্গগামী দুরাত্মা চন্দ্র বৃহস্পতির ভার্য্যা হরণ করিয়াছে তথাপি উনি সেই দারুণ রিপুর প্রতি শাপ প্রদান করেন নাই॥ ৪১॥

ক্রোধ বিহীন ধার্ম্মিকবর যে বশিষ্ঠদেব শতপুত্রহন্তা রিপুকেও শাপ প্রদান করেন নাই, তিনিই এই বৃহস্পতির গুরু। সেইজন্যই ইঁহার এত সহিষ্ণুতা। আমার ভ্রাতা সুরগুরু বৃহস্পতির নিশ্বাসে নিমেষ মাত্রে শতচন্দ্র ভস্মীভূত হইতে পারে, কেবল ধর্ম্মভঙ্গ ভয়ে ইনি তাহাকে শাপ প্রদান করেন নাই, কোপাবিষ্ট হইয়া শাপ প্রদান করিলে নিরন্ত সাধু-

অহো অত্রিরসৎপুত্রঃ পরস্ত্রী লুব্ধকঃ শঠঃ ।
তপস্বিনো বৈষ্ণবস্য ব্রহ্মপুত্রস্য ধর্ম্মিণঃ ॥ ৪৫ ॥
ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মণঃপুত্রা বৈষ্ণবা ব্রাহ্মণাস্তথা ।
কেচিদ্দেবা দ্বিজাদৈত্যা পৌত্রাশ্চ বিবিধা মতাঃ ॥ ৪৬ ॥
যে সাত্বিকা ব্রাহ্মাণাস্তে দেবা রাজর্ষিকাস্তথা ।
দৈত্যাস্তামসিকারৌদ্রা বলিষ্ঠা চোদ্ধতাঃ সদা ॥ ৪৭ ॥
স্বধর্ম্ম নিরতা বিপ্রা নারায়ণ পরায়ণাঃ ।
শৈবাঃ শাক্তাশ্চ তে দেবা দৈত্যাঃ পূজাবিবর্জ্জিতাঃ ।৪৮।
মুমুক্ষবো বিষ্ণুভক্তা ব্রাহ্মণান্যনিশং পরং ।
ঐশ্বর্য্য লিপ্সবো দেবাশ্চাসুরাস্তামসাস্তথা ॥ ৪৯ ॥
ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ কৃষ্ণস্যার্চ্চন মীপ্সিতং ।
নিষ্কামানাং নির্গুণস্য পরস্য প্রকৃতে রপি ॥ ৫০ ॥

জনের তপস্যার ক্ষয় হইয়া থাকে সন্দেহমাত্র নাই ॥ ৪২ । ৪৩ । ৪৪ ॥

কি আশ্চর্য্য ! ব্রহ্মার পুত্র পরম বৈষ্ণব তপস্যাসক্ত ধর্ম্মাত্মা অত্রির এমন পরস্ত্রীলুব্ধ শঠ কুলাঙ্গার পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে ! ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মার পুত্রগণ সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানে অনুরক্ত । দেব দ্বিজ ও দৈত্যগণ তাঁহাদিগেরই পৌত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট । ৪৬ ।

তাহাতে বিশেষ এই যে যাঁহারা সত্বগুণাবলম্বী তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও যাঁহারা রজোগুণাবলম্বী তাঁহারা দেবরূপে বিখ্যাত । আর তমোগুণাবলম্বী বলিষ্ঠ উদ্ধত ও প্রচণ্ডমূর্ত্তি ব্যক্তিরা দৈত্যনামে কথিত হইল ॥ ৪৭ ॥

এইরূপে ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মনিরত ও নারায়ণ পরায়ণ এবং দেবগণ শৈব ও শাক্ত হইলেন আর দৈত্যগণ পূজা বর্জ্জিত হইল ॥ ৪৮ ॥

ব্রাহ্মণগণের বিষ্ণুভক্তি উৎপন্ন হওয়াতে তাঁহারা মুক্তিলাভের কামনায় নিরন্তর মঙ্গলময় হরিকে ধ্যান করেন, কিন্তু দেবগণ ঐশ্বর্য্যকামুক ও অসুরগণ তমোগুণ প্রধান হইয়া তদনুরূপ চিন্তায় বিব্রত থাকে । ৪৯ ।

যে ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাশ্চ স্বতন্ত্রাঃ পরমং পদং।
যান্ত্যন্যোপাসকাশ্চান্যৈঃ সার্দ্ধঞ্চ প্রাকৃতে লয়ে॥ ৫১॥
বর্ণানাং ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সাধবো বৈষ্ণবা যদি।
বিষ্ণুমন্ত্র বিহীনেভ্যো দ্বিজেভ্যঃ স্বপচোবরঃ॥ ৫২॥
পরিপক্কা বিপক্কা বা বৈষ্ণবাঃ সাধবশ্চ তে।
সন্ততং পাতিতাংশ্চৈব বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনং। ৫৩।
যথা বহ্নৌ শুষ্কতৃণং ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি।
তথা পাপং বৈষ্ণবেষু তেজস্বীষু হুতাশবৎ। ৫৪।
গুরু বক্ত্রাৎ বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং প্রবদন্তি মনীষিণ। ৫৫।
পুংসাং শতং পিতৃণাঞ্চ শতং মাতামহস্য চ।
স্ব সোদরাংশ্চ জননীমুদ্ধরন্ত্যেব বৈষ্ণবাঃ। ৫৬।

শ্রীকৃষ্ণের অর্চনাই ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্ম এইজন্য নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণ প্রকৃতি হইতে অতীত পরাৎপর নির্গুণ কৃষ্ণের অর্চনা করেন॥ ৫০॥

যেসমস্ত ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ তাঁহারা হরির পরমপদ লাভ করেন কিন্তু যাঁহারা অন্য দেবের উপাসক তাঁহারা প্রাকৃতিক লয়ে অন্য দেবের সহিত নিশ্চয়ই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই॥ ৫১॥

সাধু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য কিন্তু যেসমস্ত ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্ত্র বিহীন, চণ্ডাল তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥ ৫২॥

বৈষ্ণব সাধুগণ জ্ঞানবিজ্ঞান-দর্শী হউন বা না হউন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে কোন সন্দেহ নাই। ৫৩॥

যেমন শুষ্ক তৃণ বহ্নিতে ভস্মীভূত হয় তদ্রূপ হুতাশনবৎ তেজস্বী বৈষ্ণবগণে সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়াথাকে কিছুমাত্র সংশয় নাই॥ ৫৪॥

গুরুমুখ হইতে যেব্যক্তির কর্ণে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে,মনীষিগণ তাঁহাকে এই ত্রিজগতসংসারে মহাপূত বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ৫৫॥

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন পিণ্ডদাঃ পিণ্ডভোজিনং।
সমুদ্ধরন্তি পুংসাঞ্চ বৈষ্ণবাশ্চ শতং শতং। ৫৭।
মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
যমস্তস্মান্মহাভীতো বৈনতেযাদিবোরগাঃ। ৫৮।
নিষ্পুনন্ত্যেব তীর্থানি গঙ্গাদীনি চ ভারতে।
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকাশ্চ স্পর্শমাত্রেণ বাক্পতে। ৫৯।
পাপানি পাপিনাং তীর্থে যাবন্তি প্রভবন্তিচ।
নশ্যন্তি তানি সর্ব্বাণি বৈষ্ণব স্পর্শমাত্রতঃ। ৬০।
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং রজসা পাদপদ্মযোঃ।
সদ্যো মুক্তোপাতকীভ্যঃ হৃষ্টাপৃষ্টাবসুন্ধরা। ৬১।
বায়ুশ্চ পবনোবহ্নি সূর্য্যঃ সর্ব্বংপুণাতি চ।
এতে পূতা বৈষ্ণবানাং স্পর্শমাত্রেণ লীলয়া। ৬২।

বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সাধুগণ পিতৃপক্ষীয় শতপুরুষ মাতামহপক্ষীয় শতপুরুষ সহোদরা ভগিনী ও জননীকে উদ্ধার করেন ॥ ৫৬ ॥

গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিয়া পিণ্ডদাতা কেবল পিণ্ডভোজীকে উদ্ধার করে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বৈষ্ণব মহাত্মারা বিষ্ণুপ্রসাদে শত শত পুরুষকে নিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

মনুষ্য বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ মাত্র জীবন্মুক্ত হয়। যেমন গরুড় হইতে সর্প শঙ্কিত হয় তদ্রূপ যম সেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সাধু হইতে ভীত হয় ॥ ৫৮ ॥

বৃহস্পতে! যেমন গঙ্গাদি তীর্থ ভারতবাসিগণকে পবিত্র করে তদ্রূপ বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক সাধুর সংস্পর্শ মাত্রেই লোকের পবিত্রতা উৎপন্ন হয় ॥৫৯॥

তীর্থবাস কালে পাপিগণের যে সমস্ত পাপ সঞ্চার হয় বৈষ্ণব স্পর্শ মাত্রেই তৎসমুদায় নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক সাধুগণের পাদপদ্মরেণু স্পর্শে বসুন্ধরা পাতকী স্পর্শ জন্য ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরিতুষ্টা হন ॥ ৬১ ॥

অহং সর্ব্বশ্চ শেষশ্চ ধর্ম্মঃসাক্ষী চ কর্ম্মণাং।
এতে হৃষ্টাশ্চ বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবানাং সমাগমং। ৬৩।
ফলং কর্ম্মানুরূপেণ সর্ব্বেষাং ভারতে ভবেৎ।
ন ভবেত্তদ্বৈষ্ণবেচ সিদ্ধধান্যে যথাঙ্কুরং। ৬৪।
হন্তি তেষাং কর্ম্ম পূর্ব্বং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ।
কৃপয়া স্বপদং তেভ্যো দদাত্যেব কৃপানিধিঃ। ৬৫।
তেজস্বীনাঞ্চ প্রবরং বৈষ্ণবং ভৃগুনন্দনং।
স চন্দ্রো দুর্ব্বলো ভীত শুক্রঞ্চ শরণং যযৌ। ৬৬।
সুদর্শনা মুনিষ্ঠঞ্চ শুক্রং জেতুং ন শক্তিমান্।
তথাপিচোদ্ধরিষ্যামি তারাং মন্ত্রণয়া গুরো। ৬৭।
ভজসত্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরং।
সুপ্রসন্নে ভগবতি পত্নীং প্রাপ্স্যসি লীলয়া। ৬৮।

বায়ু, পবন, বহ্নি ও সূর্য্য সকলকে পবিত্র করেন কিন্তু বৈষ্ণবসংস্পর্শে অবলীলাক্রমে উহাঁদিগেরও পবিত্রতা সম্পাদিত হয়॥ ৬২॥

রুদ্র অনন্ত ধর্ম্ম ও আমি আমরা সকলে কর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ। আমরা পরমানন্দে বৈষ্ণব সমাগম বাঞ্ছা করিয়া থাকি॥ ৬৩॥

ভারতে সর্ব্বজীবের কর্ম্মানুরূপ ফল উৎপন্ন হয়, কিন্তু যেমন সিদ্ধধান্যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না তদ্রূপ ইহলোকে বৈষ্ণব মহাত্মাদিগকে কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিতে হয় না॥ ৬৪॥

কৃপানিধি ভক্তবৎসল ভগবান্ কৃষ্ণ সেই ভক্তগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বীয় পদ প্রদান করেন॥ ৬৫॥

এক্ষণে চন্দ্র দুর্ব্বল ও ভীত হইয়া তেজস্বিপ্রবর বৈষ্ণব শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়াছে। তুমি এখন সেই সুদর্শনারত শুক্রাচার্য্যকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না তথাপি কৌশলে মন্ত্রণা দ্বারা আমি তোমার পত্নী তারার উদ্ধার সাধন করিব॥ ৬৬॥ ৬৭॥

মন্ত্রং তস্য প্রদাস্যামি ভ্রাতঃ কল্পতরুং বরং।
কোটিজন্মাঘ নিঘ্নঞ্চ সর্ব্বমঙ্গল কারণং। ৬৯।
পরমং যাহি গোবিন্দং পরমাত্মানমীশ্বরং।
তাবত্তবেচ্ছা ভোগেচ্ছা স্ত্রীষু স্বেচ্ছা নৃণামিহ। ৭০।
যাবদ্গুরুমুখাম্ভোজান্ন প্রাপ্নোতি মনুং হরেঃ।
সংপ্রাপ্য দুর্লভং মন্ত্রং বিতৃষ্ণোহি ভবেন্নরঃ। ৭১।
ইন্দ্রত্ব মমরত্বঞ্চ নহি বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
নহি বাঞ্ছন্তি মোক্ষঞ্চ দাস্যং ভক্তিং বিনা হরেঃ। ৭২।
ভক্তির্নির্ম্মঞ্জনং ভক্তো ন করোতি চ মঞ্জনং।
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ত্বঞ্চ সর্ব্বসিদ্ধিত্বমীপ্সিতং। ৭৩।
বাক্‌সিদ্ধিত্বঞ্চ ব্রহ্মত্বং ভক্তানাং নহি বাঞ্ছিতং।
ভক্তিং বিহায় কৃষ্ণস্য বিষয়ং যোহি বাঞ্ছতি। ৭৪।

মুনে! এক্ষণে তুমি সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণকে ভজনা কর। সেই ভগবান্ প্রসন্ন হইলে তৎপ্রসাদে অবলীলাক্রমে তুমি স্বীয় পত্নী তারাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারিবে ॥ ৬৮ ॥

আমি এক্ষণে তোমাকে কোটিজন্মের পাপ নাশকর সর্ব্ব মঙ্গল কারণ কল্পতরু স্বরূপ কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিব ॥ ৬৯ ॥

তুমি সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর গোবিন্দের শরণাপন্ন হও। জীব যাবৎ গুরুমুখ হইতে কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত না হয় তাবৎ তাহার সংসারেচ্ছা ভোগেচ্ছা ও স্ত্রী সম্ভোগের বাসনা থাকে কিন্তু দুর্লভ কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত বিষয় বাসনায় বিতৃষ্ণ হয় ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

বৈষ্ণবমহাত্মারা ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব বা মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভেও কামনা করেন না। হরির দাস্য ও হরিভক্তিই তাহাদিগের এক মাত্র বাঞ্ছনীয় হয় ॥ ৭২ ॥

হরিভক্তি পরায়ণ সাধুব্যক্তি ভক্তির মঙ্গল করেন না, ধারাবাহিক ভক্তিই তাঁহাদিগের প্রার্থনীয়, এমন কি মৃত্যুঞ্জয়ত্ব, সর্ব্বসিদ্ধিত্ব, বাক্‌সিদ্ধিত্ব বা ব্রহ্মত্বও তাঁহারা ইচ্ছাকরেন না, যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তি পরিত্যাগ করিয়া

বিষমত্তি সুধাং ত্যক্ত্বা বঞ্চিতো বিষ্ণুমায়য়া।
অহং ব্রহ্মাচ বিষ্ণুশ্চ ধর্ম্মোঽনন্তশ্চ কশ্যপঃ। ৭৫।
কপিলশ্চ কুমারশ্চ নরনারায়ণাবৃষী।
স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব প্রহ্লাদশ্চ পরাশরঃ। ৭৬।
ভৃগুঃ শুক্রশ্চ দুর্ব্বাসা বশিষ্ঠ ক্রতুরঙ্গিরাঃ।
বলিশ্চ বালিখিল্যাশ্চ বরুণাশ্চ হুতাশনঃ। ৭৭।
বায়ুঃ সূর্য্যশ্চ গরুড়ো দক্ষো গণপতিঃ স্বয়ং।
এতে পরা ভক্তিবরাঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ৭৮।
যে চ যস্যকলাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে তদ্ভক্তি পরায়ণাঃ।
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তস্মৈ দদৌ কল্পতরুং মনুং। ৭৯।
লক্ষ্মীমায়া কমবীজং ঙেন্তং কৃষ্ণপদং মুনে।
পরং পূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং মুনে। ৮০।
তৎপুরশ্চরণং ধ্যানং সিদ্ধে মন্দাকিনীতটে।
গুরুঃ সংপ্রাপ্য তং মন্ত্রং শঙ্করাচ্চ জগদ্গুরোঃ। ৮১।

বিষয় বাঞ্ছা করে বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক বঞ্চিত হওয়াতে সুধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার বিষ পান করা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, অনন্ত, কশ্যপ, কপিলদেব, কার্ত্তিকেয়, নরনারায়ণঋষিদ্বয়, সায়ম্ভুবমনু, প্রহ্লাদ, পরাশর, ভৃগু, শুক্রাচার্য্য, দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, বলি, বালখিল্যমুণিগণ বরুণ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, গরুড়, দক্ষ, গণপতি ও আমি আমরা সকলেই কৃষ্ণের ভক্তিপরায়ণ হইয়া অবস্থান্ করিতেছি। পরমাত্মা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ কলায় যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হয়। এই বলিয়া শঙ্কর বৃহস্পতিকে কল্পতরুতুল্য কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ৭৩ । ৭৪ ॥ ৭৫ ॥৭৬॥৭৭।৭৮ ৭৯।

অতঃপর সুরগুরু বৃহস্পতি জগদ্গুরু দেবাদিদেব মহাদেব হইতে সিদ্ধক্ষেত্র মন্দাকিনীতটে (শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায়) এই কৃষ্ণমন্ত্র, পরমাত্মা

বিতৃষ্ণোহি ভবাব্ধৌ চ বভূব তমুবাচ হ। ৮২।

বৃহস্পতিরুবাচ।

আজ্ঞাং কুরু জগন্নাথ যামিতপ্তুং হরেস্তপঃ।
তারা তিষ্ঠতু তত্রৈব ন তয়া মে প্রয়োজনং। ৮৩।
পশ্যামি বিষতুল্যঞ্চ সর্ব্বং নশ্বরমীশ্বর।
শ্রীকৃষ্ণং শরণং যাহি সত্যং নিত্যঞ্চ নির্গুণং। ৮৪।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

পরগ্রস্তাং স্ত্রিয়ংত্যক্ত্বা ন প্রশংস্যং তপোমুনে।
সম্ভাবিতস্য দুশ্চর্য্যা মরণাদতি রিচ্যতে। ৮৫।
পুরোগচ্ছমহাভাগ ত্বমেব নর্ম্মদা তটং।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তত্রাহং যামি সত্বরং। ৮৬।
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা যযৌ সুরগুরুঃ স্বয়ং।
আযযৌ চ মহাভাগ শঙ্করো নর্ম্মদাতটং। ৮৭।

কৃষ্ণের পূজা বিধান, স্তোত্র কবচ তৎপুরশ্চরণ ও ধ্যান প্রাপ্ত হইবামাত্র এককালে সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া ভগবান্ শঙ্করকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! আজ্ঞাকরুন এক্ষণে আমি পরমাত্মা হরির প্রীতিকামনায় তপস্যা করিতে গমন করি। তারা সেই স্থানেই বাস করুক, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। ৮০। ৮১ ।। ৮২ ।। ৮৩ ।।

প্রভো! আমি সমস্ত সংসার নশ্বর বিষতুল্য দেখিতেছি, অতএব এক্ষণে আমি সেই সত্যস্বরূপ নিত্যপদার্থ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হই। ৮৪।

মহাদেব কহিলেন মুনে! পরাপহৃতা পত্নী পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করা প্রশংসার কার্য্য নহে। মান্যব্যক্তির ঈদৃশ অপমান, মরণাপেক্ষাও গুরুতর হইয়া থাকে। ৮৫ ।।

মহাভাগ! নর্ম্মদানদীর তটে ব্রহ্মাদি দেবগণ অবস্থান করিতেছেন, অগ্রে তুমি সেইস্থানে গমন কর। সত্বরে আমি তথায় যাইব ।। ৮৬ ।।

সগণং শঙ্করং দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনেক্ষণং।
প্রণেমুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বামনয়ো মুনয়স্তথা। ৮৮।
ননাম শম্ভুঃ শিরসা বিষ্ণুঞ্চ কমলোদ্ভবং।
দদতুস্তৌ মহেশায় প্রেম্নালিঙ্গনমাশিষং ॥ ৮৯ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র চাগমচ্চ বৃহস্পতিঃ।
প্রণনাম মহাদেবং বিষ্ণুঞ্চ কমলোদ্ভবং ॥ ৯০ ॥
সূর্য্য ধর্ম্ম মনন্তঞ্চ নরংমাঞ্চ মুনীশ্বরান্।
স্বগুরুং পিতরং ভক্ত্যা চোবাস তত্র সংসদি ॥ ৯১ ॥
সঞ্চিন্ত্য মনসা যুক্তি মুবাচ তত্র সংসদি।
স্বয়ং বিষ্ণুশ্চ ভগবান ব্রহ্মাণং চন্দ্রশেখরং ॥ ৯২ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

যুবাঞ্চ মুনয়শ্চৈব সমুদ্রং পুলিনং পুরা।
গুরুংত্বঞ্চাপি মধ্যস্থং প্রস্থাপয়িতুমর্হসি। ৯৩ ॥

সুরগুরু বৃহস্পতি শিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। পরে ভগবান্ শঙ্করও সেই নর্ম্মদাতটে সমাগত হইলেন। ৮৭।
তখন তত্রত্য সমস্ত দেব, মনু ও মুনিগণ প্রফুল্লবদন ভগবান্ শঙ্করকে স্বগণের সহিত সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ৮৮।
মহাদেবও কমলযোনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর চরণে প্রণত হইলে, তাঁহারা উভয়ে প্রেমপূরিতচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৮৯।
এই অবসরে বৃহস্পতি তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, সূর্য্য, ধর্ম্ম, অনন্ত, মুনীন্দ্রগণ, স্বীয়গুরু পিতা ও আমাকে ভক্তিযোগে প্রণাম করিয়া সেই সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। ৯০। ৯১।
তখন ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া কহিলেন অগ্রে তুমি দেবাদিদেব ও মুনিগণের সহিত সমুদ্রতটে গমন কর, পশ্চাৎ

বিগ্রহে নৈব বিষমং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
মদাশিষা সুরগুরু স্তারাং প্রাপ্স্যতি নিশ্চিতং। ৯৪।
সুরৈস্তুতশ্চ সন্তুষ্টঃ শুক্রাচার্য্যো ভবিষ্যতি।
সুরৈঃ শুক্রো ন জিতশ্চ কৃষ্ণচক্রেণ রক্ষিতং। ৯৫।
রিপুর্ব্বশিষ্ঠঃ স্তোত্রেণ বশীভূত ইতি শ্রুতিঃ।
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথ তত্রৈবান্তরধীয়ত। ৯৬।
স্তুতো ব্রহ্মাদিভির্দ্দেবৈঃ প্রণতৈঃ পরিপূজিতঃ।
গতেচ জগতাং নাথে শ্বেতদ্বীপঞ্চ নারদ! ৯৭।
চিন্তিতাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণ মানসা স্তথা।
মুনীন্ বেদাংশ্চে সংবোধ্য ব্রহ্মাচ তত্রসংসদি। ৯৮।
উবাচ নীতিসারঞ্চ সম্মতঃ শঙ্করেণ চ। ৯৯।

ব্রহ্মোবাচ।

মমশম্ভোশ্চ বিষ্ণোশ্চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বসাক্ষিণঃ।

তুমি সকলকে সমুদ্রতটে রাখিয়া শুক্রাচার্য্যকে এবিষয়ে মধ্যস্থ বরণার্থ তৎসমীপে গমন করিবে। ৯২॥ ৯৩॥

বিগ্রহে নিশ্চয়ই বিপত্তি ঘটিবে না, আমার আশীর্ব্বাদে বৃহস্পতি নিঃসন্দেহ তারাকে প্রাপ্ত হইবেন॥ ৯৪॥

শুক্রাচার্য্য দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি বিষ্ণুচক্রদ্বারা রক্ষিত সুতরাং দেবগণ তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না॥ ৯৫॥

শ্রুতিতে কথিত আছে বশিষ্ঠদেব শত্রু হইয়াও স্তুতিবাদে বিপক্ষের প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু প্রণত ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক পূজিত ও স্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন॥ ৯৬॥

জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন; দেবগণ চিন্তিত ও বিষণ্ণচিত্ত হইলে, ব্রহ্মা সেই সভাস্থ দেবগণ ও মুনিগণকে প্রবোধিত করিয়া শঙ্করের সম্মতিক্রমে নীতিসার বাক্যে কহিলেন। ৯৭। ৯৮॥ ৯৯॥

অস্মাকঞ্চ সমঃ স্নেহো দৈত্য দেবেচ পুত্রকাঃ। ১০০।
দৈত্যানাঞ্চ গুরৌ শুক্রে প্রপন্নশ্চ নিশাকরঃ।
লজ্জিতশ্চ সুরৈঃ শুক্রঃ পূজিতোদিতি নন্দনৈঃ। ১০১।
তারা হেতোরহং যামি শুক্রস্য ভবনং সুরাঃ।
সর্ব্বে সমুদ্রপুলিনং যান্তু বিষ্ণোর্নির্দেশতঃ। ১০২।
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা জগাম শুক্রসন্নিধিং।
প্রযযুর্দ্দেবতা বিপ্রাঃ সমুদ্র পুলিনং মুনে। ১০৩।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে তারোদ্ধারণ
প্রস্তাবে ষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবাদিদেব, বিষ্ণু সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্ম ও আমি আমাদিগের দৈত্য ও দেবতা উভয় পক্ষের প্রতি তুল্য স্নেহ বিদ্যমান আছে ॥ ১০০ ॥

নিশাকর লজ্জিত হইয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়াছেন। সেই শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ১০১ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে তোমরা সকলে সমুদ্রতটে গমন কর আমি তারার উদ্ধারচেষ্টায় শুক্রভবনে গমন করিতেছি ॥ ১০২ ॥

এই বলিয়া জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা শুক্রনিকটে গমন করিলেন এবং দেবতা ও মুনিগণ সকলে সমুদ্রতীরে প্রস্থান করিলেন ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
তারোদ্ধারণ প্রস্তাবে ষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ততঃপরং কিং রহস্যং বভূবাসুরদেবয়োঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ পরং কৌতূহলং মম ॥ ১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মা জগাম নীলয়ং শুক্রস্য চ মহাত্মনঃ।
নানা দৈত্যগণাকীর্ণং রত্নমন্দির ভূষিতং ॥ ২ ॥
পঞ্চাশৎকোটিভিঃ শিষ্যৈঃ পরিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সপ্তভিঃ পরিখাভিশ্চ বেষ্টিতং দুর্গমেবচ ॥ ৩ ॥
রক্ষিতং রক্ষকগণৈর্দ্দৈত্যৈঃ সিংহাসনস্থিতং।
জপন্তং পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণঞ্চ শতকোটিভিঃ ॥ ৪ ॥
পদ্মরাগবিরচিতৈঃ প্রাচীরৈঃ পরিশোভিতং।
দদর্শ জগতাং ধাতা সভায়াং ভৃগুনন্দনং ॥ ৫ ॥
স্তুতং মুনিগণৈর্দ্দৈত্যে রত্নসিংহাসনস্থিতং।

নারদ কহিলেন প্রভো! অতঃপর দেব ও অসুর উভয় পক্ষের কি রহস্য হইল তাহা শ্রবণ করিতে আমার পরম কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে অতএব আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১॥

নারায়ণ কহিলেন নারদ! সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের রত্নভূষিত নানাদৈত্যগণে সমাকীর্ণ ভবনে আগমন করিলেন॥ ২।

দেখিলেন তথায় শুক্রাচার্য্য পঞ্চাশৎ কোটি ব্রহ্মবাদী শিষ্যে পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পরব্রহ্ম কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন, আর পদ্মরাগমণি রচিত তদীয় দুর্গ শতকোটী দৈত্য রক্ষকগণে রক্ষিত হইতেছে শুক্রাচার্য্য এইরূপে সভামধ্যে রত্নসিংহাসনে অধিরূঢ় এবং মুনি

জপন্তং পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরং ॥ ৬ ॥
শতসূর্য্যপ্রভং শশ্বজ্জলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
দৃষ্ট্বা পৌত্রং প্রভাযুক্তং বিধাত হৃষ্টমানসঃ ॥ ৭ ॥
আত্মানং কৃতিনং মেনে পুত্রং পৌত্রঞ্চ নারদ।
দৃষ্ট্বা পিতামহং শুক্রো ধাতারং জগতাং প্রভুং ॥ ৮ ॥
উত্থায় সহসা ভীতঃ প্রণামপুটাঞ্জলিঃ।
প্রদায পূজয়ামাস উপচারাণি ষোড়শ ॥ ৯ ॥
তুষ্টাব পরযাভক্ত্যা সম্ভ্রমেণ যথাগমং।
বিদ্যা মন্ত্র প্রদাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং ॥ ১০ ॥
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ফলদং সর্ব্বেষাং বিশ্বতোবরং।
শুক্রস্য স্তবনেনৈব সন্তুষ্টো জগতাং পতিঃ ॥ ১১ ॥
অবরুহ্য রথাতূর্ণমুবাস তত্রসংসদি।
শুক্রেণ শিরসা দত্তে রত্নসিংহাসনে বরে ॥ ১২ ॥

ও দৈত্যগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন এমন সময়ে ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন। ৩ ॥ ৪ । ৫ ৬ ॥

তখন তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রহ্মতেজে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান শত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পৌত্র শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া জগদ্বিধাতা পুলকিত হইলেন এবং আপনাকে ও স্বীয় পুত্র পৌত্রকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন তখন শুক্রাচার্য্য জগৎপ্রভু পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবা মাত্র সহসা সভয়চিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার চরণে প্রণাম ও আসনাদি ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৭ । ৮ ॥ ৯ ॥

তৎপরে তিনি পরম ভক্তিযোগে সসম্ভ্রমে সেই বিদ্যামন্ত্র প্রদাতা সর্ব্বসম্পত্তিদাতা সর্ব্বজীবের কর্ম্মফল প্রদানকর্ত্তা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে জ্ঞান গর্ভ বাক্যে স্তব করিলেন। শুক্রাচার্য্যের সেই স্তবে জগৎপতি ব্রহ্মার প্রীতি লাভ হইল। ১০ ॥ ১১ ॥

তেজসা জ্বলিতেরম্যে নির্ম্মিতে বিশ্বকর্ম্মণা।
শুক্রঃ প্রণম্য ব্রহ্মাণং কুমারং সকুনং ক্রতুং ॥ ১৩ ॥
বশিষ্ঠঞ্চ মরীচঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনং।
কপিলঞ্চ পঞ্চশিখং বোঢ়ু মঙ্গিরসং মুনে ॥ ১৪ ॥
ধর্ম্মংমাঞ্চ নরং ভক্ত্যা প্রণনাম পুটাঞ্জলিঃ।
প্রত্যেকং পূজয়ামাস সাদরঞ্চ যথোচিতং ॥ ১৫ ॥
সিংহাসনেষু রত্নেষু বাসয়ামাস ধার্ম্মিকঃ।
প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্ব্বে প্রণেমুর্দ্দিতিনন্দনাঃ ॥ ১৬ ॥
ঋষিসংঘশ্চ ব্রহ্মাণং তুষ্টুবুশ্চ যথাগমং।
সর্ব্বান সংস্তুয সকবিরুবাচ চপুটাঞ্জলিঃ ॥ ১৭ ॥
সাশ্রুনেত্রঃ সপুলকঃ প্রণতো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১৮ ॥

ঐ কালে ব্রহ্মা সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইবা মাত্র শুক্রাচার্য্য তাঁহার উপবেশনার্থ উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসন মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক সভাতে স্থাপন করিলেন তিনি তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন ।। ১২ ।।

ঐ সিংহাসন বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত সেই রমণীয় সিংহাসন হইতে জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতে লাগিল। শুক্রাচার্য্য প্রথমে সেই সিংহাসনস্থ পিতামহ ব্রহ্মাকে ঐরূপে অভিবাদন করিয়া কুমার সকুন ক্রতু বশিষ্ঠ মরীচি সনন্দ সনাতন কপিল পঞ্চশিখ বোঢ়ু অঙ্গিরা ধর্ম্ম ও আমাকে ভক্তিযোগে কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণাম পূর্ব্বক পরম সমাদরে প্রত্যেকের যথোচিত পূজা করিলেন ।। ১৩ ।। ১৪ ।। ১৫ ।।

অতঃপর ধার্ম্মিক শুক্রাচার্য্য দিব্য রত্নসিংহাসনে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইলেন। তখন দৈত্যগণও তাঁহাদিগের চরণে প্রণতহইলেন ।১৬।

তখন ঋষিগণ ও যথাবিধানে ব্রহ্মারস্তব করিলেন শুক্রাচার্য্য প্রণত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া বাস্পপূর্ণ নয়নে সবিনয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং আমার গৃহে সমাগত হইয়াছেন। যখন আমি

শুক্রউবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ সাক্ষাদ্দৃষ্টঃ স্ব মন্দিরে॥ ১৯॥
সাক্ষাদ্দৃষ্টাশ্চ তৎপুত্রা ভগবন্তঃ সনাতনাঃ।
তুষ্টো হৃষ্টোদ্য মামেবং পরমাত্মা পরাৎপরঃ॥ ২০॥
কৃতার্থং কর্ত্তুমিশামাং যুষ্মাভিঃ স্বাগতং শিশুং।
স্বাত্মারামেষু কুশলপ্রশ্ন মেব বিড়ম্বনং॥ ২১॥
পবিত্রং কর্ত্তুমিশামাং হেতুরাগমনে তব।
অপরং ব্রূহি কিম্বাপি শাধিনঃ করবাম কিং। ২২॥

ব্রহ্মোবাচ

উদ্বিগ্নাশ্চাপি বিচ্ছেদাৎ ত্বাং পৌত্রং দৃষ্টুমাগতঃ।
বিচ্ছেদঃ পুত্র পৌত্রাণাং মরণাদতিরিচ্যতে॥ ২৩॥

ইহাঁদের স্বীয় গৃহে প্রত্যক্ষ করিলাম তখন অদ্য আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল ॥ ১৭॥ ১৮॥ ১৯॥

আর আজি যখন এই ব্রহ্মার পুত্র সনাতন পরম পুরুষগণ আমার প্রত্যক্ষীভুত হইলেন তখন নিশ্চয় বুঝিলাম পরাৎপর পরমাত্মা আজি আমার প্রতি প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট হইয়াছেন॥ ২০॥

এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহাভাগগণ! আপনারা ভগবানের তুল্য! আপনাদিগের প্রতি কুশল প্রশ্ন করা বিড়ম্বনা মাত্র, তথাপি আমি স্বাগত জিজ্ঞাসায় সমুৎসুক হইয়াছি কিকারণে আপনাদিগের শুভাগমন হইয়াছে আমাকে অপনাদিগের কি কার্য্য করিতে হইবেক বলিয়া আমাকে কৃতার্থ ও পবিত্র করুন। ২১। ২২॥

ব্রহ্মা কহিলেন বৎস! তুমি আমার পৌত্র। তোমার অদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম এই জন্য তোমাকে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছি। পুত্র পৌত্রের বিচ্ছেদ লোকের মরণাপেক্ষাও ক্লেশ কর হইয়া থাকে। ২৩॥

কুশলং তে মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্ত্রয়োশ্চাপি যোষিতঃ।
কুশলং তে স্বধর্ম্মাণাং কাম্যানাং তপসামপি ॥ ২৪ ॥
দিনে দিনে পরিচ্ছিন্নং শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনমীপ্সিতং।
স্বগুরোঃ সেবনং নিত্যমবিচ্ছিন্নং ভবেত্তব ॥ ২৫ ॥
গুর্ব্বিষ্টযোঃ পূজনঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলকারণং।
পাপাধিরোগ শোকঘ্নং পুণ্য হর্ষপ্রদং শুভং ॥ ২৬ ॥
অভীষ্টদেবঃ সন্তুষ্টো গুরৌ তুষ্টে নৃণামিহ।
ইষ্টদেবে চ সংতুষ্টে সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ২৭ ॥
গুরুর্ব্বিপ্রঃ সুরোরুষ্টো যেষাং পাতকীনামিহ।
তেষাঞ্চ কুশলং নাস্তি বিঘ্নঞ্চাপি পদে পদে। ২৮।
তুষ্টশ্চ সন্ততং বৎস শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবাংস্তব ভক্ত্যাচ নির্গুণঃ। ২৯।

বৎস! তুমি ত কুশলে আছ! তোমার পত্নী ও পুত্র দ্বয়ের ত কুশল! তোমার কাম্য তপস্যা ও স্বধর্ম্মের ত কোন ব্যাঘাত হয নাই? ২৪॥

দিনে দিনে তোমার অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণ পূজা ও নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পাদিত হইতেছে? নিয়ত তুমি অবিচ্ছিন্ন ভাবে ত গুরুসেবা করিতেছ॥ ২৫॥

বৎস! গুরু ও ইষ্টদেবের পূজা করিলে জীবের আধিব্যাধি শোক ও পাপধ্বংস হয় এবং পুণ্য ও আনন্দ জন্মে তুমি সেই সর্ব্ব মঙ্গল কারণ গুরু-পূজা ও ইষ্টপূজা ত করিয়া থাক?। ২৬॥

গুরু মানবগণের প্রতি তুষ্ট হইলে অভীষ্টদেব সন্তুষ্ট হন এবং অভীষ্ট-দেব তুষ্ট হইলে সমস্ত দেবগণ তাহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন।২৭।

গুরু বিপ্র ও দেবতা যাহাদিগের প্রতি রুষ্টহন সেই পাতকীদিগের কুশল নাই পদে পদে তাহাদিগের বিঘ্ন উৎপন্ন হয়॥ ২৮॥

বৎস! প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ সর্ব্বান্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ত্বদীয় ভক্তিতে তোমার প্রতি সর্ব্বদা পরিতুষ্ট রহিয়াছেন। ২৯॥

তব তুষ্টো গুরুরহং বিধাতা জগতামপি।
ময়ি তুষ্টে হরিস্তুষ্টো হরৌতুষ্টে তু দেবতাঃ। ৩০।
সাংপ্রতংশৃণু মে হেতুং গমনস্য মুনীশ্বর।
প্রেষিতস্য সুরাণাঞ্চ বিশ্ব সংহর্ত্তুরেবচ। ৩১।
শিবস্য গুরুপুত্রস্য সাধ্বীং তারাং বৃহস্পতেঃ।
অপহৃত্য নিশানাথ স্তবৈব শরণাগতঃ। ৩২।
শম্ভুর্ধর্ম্মশ্চ সূর্য্যশ্চ শক্রোনন্তশ্চ পুত্রকাঃ।
আদিত্যাবসবো রুদ্রা দিক্পালাশ্চ দিগীশ্বরাঃ। ৩৩।
যুদ্ধাযাতীব সন্নদ্ধাস্তিস্রঃ কোট্যশ্চ দেবতাঃ।
নাগাঃ কিং পুরুষাশ্চৈব যক্ষ রাক্ষস কিন্নরাঃ। ৩৪।
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
কিরাতাশ্চৈব গন্ধর্ব্বা সমুদ্রপুলিনেঽধুনা। ৩৫।
তারকাময সংগ্রামে মধ্যস্থোঽহং সুতৈঃসহ।
দেহি তারাং রণং কিম্বা ত্যজ চন্দ্রঞ্চ কামিনং। ৩৬।

তোমার গুরুদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন আছেন আমি জগদ্বিধাতা আমিও তোমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতেছি। আমার সন্তোষে হরি সন্তুষ্ট ও হরির সন্তোষে সমস্ত দেব তোমার প্রতি তুষ্ট রহিয়াছেন। ৩০।

এক্ষণে আমি বিশ্বসংহর্ত্তা শিব ও সুরগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কারণে তোমার নিকট উপনীত হইলাম তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥

চন্দ্র শিবের গুরুপুত্র বৃহস্পতির সাধ্বী ভার্য্যা তারাকে হরণ করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। ৩২।

এক্ষণে শম্ভু ধর্ম্ম সূর্য্য ইন্দ্র অনন্ত ও আদিত্য বসু রুদ্র দিক্পাল ও দিক্পতিগণ তিনকোটি দেবতা এবং নাগ কিংপুরুষ যক্ষ রাক্ষস কিন্নর ভূত প্রেত পিশাচ কুষ্মাণ্ড ব্রহ্মরাক্ষস কিরাত ও গন্ধর্ব্বগণ সকলেই সমুদ্র তীরে বর্ম্মাচ্ছাদিত কলেবরে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়াছে। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

শুক্র উবাচ।

আগচ্ছন্তু সুরাঃ সর্ব্বে সন্নদ্ধা রণদুর্ম্মদাঃ।
যোৎ সেবিনা মহেশঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চ গুরুংপরং। ৩৭।

দৈত্যাউচুঃ।

উভযেষাং গুরুঃ শম্ভুর্ম্মান্যো বন্দ্যশ্চ সর্ব্বদা।
ধর্ম্মশ্চ সাক্ষী সর্ব্বেষাং ত্বমেব চ পিতামহ। ৩৮।
অন্যাংশ্চ তৃণতুল্যাংশ্চ নহিমন্যামহেবযং।
আগচ্ছন্তু চ যোৎস্যামোব্রজ ব্রূহি জগদ্গুরো। ৩৯।
কৃপয়া গুরুপুত্রস্য যদ্যাযাতি মহেশ্বরঃ।
অগ্রে নাস্ত্রং বিধাস্যামঃ পশ্চান্মোক্ষামহে প্রভো। ৪০।

ব্রহ্মোবাচ।

কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা বিশ্বস্য বলিনাংবরঃ।

এই তারকাময় সংগ্রামে আমি পুত্রগণের সহিত মধ্যস্থ রহিয়াছি। হয় তুমি তারাকে প্রদান বা যুদ্ধ কর কিম্বা কামুক চন্দ্রকে পরিত্যাগ কর। ৩৬।

শুক্র কহিলেন পিতামহ! রণদুর্ম্মদ দেবগণ সকলে কবচ ধারী হইয়া আগমন করুন। সর্ব্বগুরু পরব্রহ্ম স্বরূপ শিব ভিন্ন সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি প্রস্তুত আছি। ৩৭।

দৈত্যগণ কহিলেন পিতামহ দেবাদিদেব মহাদেব উভয় পক্ষের গুরু সুতরাং সকলেরই বন্দনীয় আর আপনি ও ধর্ম্ম আপনারা উভয়ে সাক্ষী-রূপে অবস্থান করিতেছেন। ৩৮।

আমরা অন্য সকলকে তৃণতুল্য গণনা করি সকলে যুদ্ধার্থ আগমন করুক আপনি গমন করিয়া তাহাদিগকে বলুন আমরা যুদ্ধ করিব। ৩৯।

প্রভো! যদি মহেশ্বর গুরুপুত্র বৃহস্পতির প্রতি কৃপা করিয়া যুদ্ধে আগমন করেন আমরা অগ্রে তাঁহার প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করিব না। তিনি অস্ত্র প্রয়োগ করিলে পশ্চাৎ তাঁহারপ্রতি অস্ত্র মোক্ষণ করিব। ৪০।

হে বৎসাস্তেন সার্দ্ধঞ্চ কোবা যুদ্ধং করিষ্যতি। ৪১।
ভদ্রকালী জগন্মাতা খড়্গ খর্পর ধারিণী।
তয়া দুরত্যয়া সার্দ্ধং কোবা যুদ্ধং করিষ্যতি। ৪২।
সা সহস্র ভুজা দেবী মুণ্ডমালা বিভূষণা।
যোজনায়ত বক্ত্রা চ দশযোজন বিস্তৃতা। ৪৩।
সপ্ততালপ্রমাণাশ্চ যস্যাদন্তা ভয়ানকাঃ।
ক্রোশপ্রমাণ জিহ্বা চ মহালোলা ভয়ঙ্করী। ৪৪।
অতীব রৌদ্রাঃ সন্নদ্ধা ভীমাঃ শঙ্কর কিঙ্করাঃ।
অতিভীমা ভৈরবাশ্চ নন্দীচ রণ কর্কশঃ। ৪৫।
শিবস্য পার্ষদাঃ সর্ব্বে মহাবল পরাক্রমাঃ।
সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ শেষস্য ফণৈকদেশ কোণতঃ। ৪৬।
বিশ্বং সর্ষপ তুল্যঞ্চ কোবা যোদ্ধা চ তৎসমঃ।

ব্রহ্মা কহিলেন বৎসগণ! রুদ্র কালাগ্নিস্বরূপ বিশ্বসংহর্ত্তা ও বলিগণের অগ্রগণ্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে কে সমর্থ হইবে?। ৪১।

আর জগন্মাতা ভদ্রকালী সর্ব্বদা খড়্গ খর্পর ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর বেশে অবস্থান করিতেছেন তাঁহার সহিতই বা কে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে।৪২।

সেই মহাদেবীর সহস্রহস্ত ও মুণ্ডমালা তাঁহার গলদেশে শোভা পাইতেছে এবং তাঁহার দেহের পরিমাণ দশ যোজন ও মুখমণ্ডলের বিস্তার এক যোজন আর তাঁহার দন্তসকল সপ্ততালপরিমিত দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর, বিশেষতঃ তাঁহার ক্রোশপরিমিত লোলরসনা দৃষ্টি গোচর হওয়াতে তিনি অতীব ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়াছেন। ৪৩। ৪৪।

শিবকিঙ্করগণ অতীব রৌদ্র ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও অস্ত্রশস্ত্রাদিধারী ভৈরবগণও অতী ভয়ানক। নন্দী রণকর্কশ শিবানুচরগণও সকলে মহাবল পরাক্রান্ত সুতরাং সহস্রশীর্ষ অনন্তের ফণার এক দেশের কোণে স্থিত বিশ্ব ভগবান রুদ্রের নিকট সর্ষপতুল্য। অতএব কোন্ ব্যক্তি তাঁহার

কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা যস্য শম্ভোশ্চ কিংকরঃ ॥ ৪৭ ॥
শূলিন স্ত্রিপুরঘ্নশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
যস্য পাশুপতাস্ত্রেণ দুর্নিবার্য্যেণ পুত্রকাঃ। ৪৮।
ভস্মীভূতং ভবেদ্বিশ্বং দৈত্যানাঞ্চৈব কাকথা।
যস্য শূলেন ভিন্নশ্চ শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্। ৪৯।
সুদামা পার্ষদবরঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ত্রিকোটি সূর্য্যসদৃশ স্তেজস্বী পরমাদ্ভুতঃ। ৫০।
রাধাকবচ কণ্ঠশ্চ সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বর।
মধুকৈটভযোর্হন্তা হিরণ্যকশিপোশ্চ যঃ। ৫১।
সচ বিষ্ণুঃ সমাযাতি শ্বেতদ্বীপাৎ সচ প্রভুঃ।
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা বিররাম চ সংসদি। ৫২।
প্রহস্যোবাচ প্রহ্লাদো দানবানামপীশ্বরঃ। ৫৩।

সমযোদ্ধা হইবে। কালাগ্নিস্বরূপ সংহার কর্ত্তা রুদ্র ভগবান শম্ভুরও কিঙ্কর হইয়া রহিয়াছেন। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

বৎসগণ! সেই ত্রিপুরঘাতী ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান শূলপাণির সহিত তোমাদিগের যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার দুর্নিবার্য্য পাশুপতাস্ত্রে বিশ্বমণ্ডল ভস্মীভূত হইয়া থাকে আর তাঁহার শূলদ্বারা প্রতাপবান্ শঙ্খচূড়ও হত হইয়াছে। ৪৮। ৪৯।

বৎসগণ! সুদামা যে পরমাত্মা কৃষ্ণের আরাধনাবলে তদীয় পার্ষদ হইয়া ত্রিকোটি সূর্য্যের ন্যায় পরম তেজস্বী হইয়াছেন সেই হরি রাধাকবচ কণ্ঠে ধারণ করিয়া মধুকৈটভ ও হিরণ্যকশিপুর বিনাশসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন এক্ষণে সেই বিশ্বব্যাপী ভগবান্ শ্বেতদ্বীপ হইতে আগমন করিতেছেন। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা দৈত্যসভামধ্যে এই সমস্ত বাক্য বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ৫০। ৫১। ৫২।

ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে দানবাধিপতি প্রহ্লাদ হাস্য করিয়া কহিলেন

প্রহ্লাদ উবাচ।

নমস্তুভ্যং জগদ্ধাতঃ সর্ব্বেষাং প্রাক্তনেশ্বর।
সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বনাথ কিংবক্ষ্যামি তবাগ্রতঃ। ৫৪।
হিরণ্যকশিপোর্হন্তা মধুকৈটভয়োশ্চ যঃ।
স কলা যস্য কৃষ্ণস্য পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বান্তরাত্মানন্তস্য চক্রং নাম সুদর্শনং।
অস্মাক লোকমস্মাংশ্চ শশ্বদ্রক্ষতি দুঃসহং ॥ ৫৬ ॥
ততো ন বলবানশম্ভুর্নচ পাশুপতং বিধে।
নচ কালীনশেষশ্চ নচ রুদ্রাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ৫৭ ॥
যস্য লোম সুবিশ্বানি নিখিলানি জগৎপতে।
সর্ব্বাধারস্য চ বিভো স্থূলাৎ স্থূলতরস্য চ ॥ ৫৮ ॥
ষোড়শাংশো ভগবতঃ স এব চ মহাবিরাট্।
অনন্তোনততস্থূলো নকালী বৃহতী ততঃ ॥ ৫৯ ॥

পিতামহ! আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের কর্ম্মফলদাতা, সর্ব্বপূজ্য ও সর্ব্বেশ্বর। আপনার নিকট আমি কি বলিব, যে হরি মধুকৈটভ ও হিরণ্য কশিপুর বিনাশ সাধন করিয়াছেন সেই পরিপূর্ণতম পরমাত্মা কৃষ্ণের চক্রের নাম সুদর্শন চক্র সেই দুঃসহ সুদর্শনচক্র নিরন্তর আমাদিগকে ও অস্মদীয় লোকসমুদায়কে রক্ষা করিতেছে। সেই পরমাত্মা কৃষ্ণ অপেক্ষা শম্ভু বলবান নহেন এবং পাশুপতাস্ত্রও তদীয় সুদর্শনচক্রের তুল্য নহে, আর কালী অনন্ত ও রুদ্রাদি দেবগণ সকলেই তদপেক্ষা হীনবল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

হে বিধাতঃ! যে সর্ব্বাধার সর্ব্বময় স্থূল হইতেও স্থূলতর পরাৎপর কৃষ্ণের লোমকূপে নিখিল বিশ্বস্থিতি করিতেছে মহাবিরাট্ সেই ভগবানের ষোড়শাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন অনন্ত সেই বিরাট পুরুষ অপেক্ষা

আগচ্ছন্তু সুরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধং কুর্ব্বন্তু সাংপ্রতং।
নবিভেমি শিবেভ্যশ্চ নচ পাশুপতাস্ত্রতঃ ॥ ৬০ ॥
নমস্তস্মৈ ভগবতে শিবায় শিবরূপিণে।
নমোনন্তায় সাধুভ্যো বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রজাপতে ॥ ৬১ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেন নির্জ্জযোহং নিরাময়ঃ।
ন মে স্বাত্মাবলং ব্রহ্মণ্ তদ্বলং যৎপ্রভোর্ব্বলং ॥ ৬২ ॥
স্বপাপেনমৃতস্তাতো বিষ্ণোশ্চ বিষ্ণুনিন্দয়া।
নির্ব্বন্ধাচ্ছঙ্খচূড়শ্চ দর্পাচ্চ মধুকৈটভৌ ॥ ৬৩ ॥
ত্রিপুরঃ কিংকরোস্মাকং বীরত্বেন ন গণ্যতে।
তথাপি প্রেরিতস্তেন সরথস্থো মহেশ্বরঃ ॥ ৬৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা দানবশ্রেষ্ঠো বিররাম চ সংসদি ॥ ৬৫ ॥

স্থূল নহেন এবং কালীও তদপেক্ষা বৃহতী নহেন ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

এক্ষণে সমস্ত দেবগণ আগমন করিয়া যুদ্ধ করুন তাহাতে আমার ভয় নাই, আমি শিব হইতে ও পাশুপতাস্ত্র হইতে ভীত হই না ॥ ৬০ ॥

আমি সেই অনাদি অনন্ত সর্ব্বমঙ্গলময় সনাতন ভগবান্ কৃষ্ণকে ও হরিপরায়ণ সাধুগণকে নমস্কার করি ॥ ৬১ ॥

সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রসাদে আমি নির্জ্জয় ও নিরাময় হইয়াছি আত্মা ও বল আমার বলিয়া আমি গণনা করিনা, সেই প্রভুর বলই মদীয় বল বলিয়া স্বীকার করি ॥ ৬২ ॥

প্রভো! পিতা বিষ্ণুনিন্দা করিয়া স্বীয় পাপে বিনষ্ট হইয়াছেন এবং দৈবনির্ব্বন্ধে শঙ্খচূড় ও দর্পপ্রযুক্ত মধুকৈটভ অসুরদ্বয় নিহত হইয়াছে।৬৩।

ত্রিপুরাসুর আমাদিগের কিঙ্কর তাহাকে বীর মধ্যেই গণ্য করি না। তথাপি রথস্থ মহেশ্বর তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন দানবরাজ সভামধ্যে এই রূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বিনাশকারণং যুদ্ধমুভয়োর্দ্দৈত্য দেবয়োঃ।
সুপ্রীতাচরণং বৎস সর্ব্বমঙ্গলকারণং ॥ ৬৬ ॥
তারাং ভিক্ষাং দেহিমহ্যং ভিক্ষুকায় চ ব্রহ্মণে।
বিমুখে ভিক্ষুকে রাজন্ গৃহস্থঃ সর্ব্বপাপভাক্॥ ৬৭ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

সকীর্ত্তিং রক্ষ রাজেন্দ্র সিংহস্ত্বং সুরদৈত্যয়োঃ।
যস্য ভিক্ষুর্জ্জগদ্ধাতা তস্য কীর্ত্তিশ্চ কাকথা ॥ ৬৮ ॥

সনাতন উবাচ।

ন জিতশ্চ সুরেন্দ্রৈশ্চ ব্রহ্মেশান পুরোগমৈঃ।
রক্ষিতঃ কৃষ্ণচক্রেণ বৈষ্ণবঃ পুণ্যবান্শুচিঃ ॥ ৬৯ ॥

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা দৈত্যপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন বৎস! দৈত্য ও দেব উভয়পক্ষের সংগ্রাম কেবল বিনাশের কারণ, পরস্পারের সুপ্রীতাচরণই সমস্ত মঙ্গলের নিদান স্বরূপ অতএব আমি ভিক্ষুক রূপে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তুমি তারাকে আমায় ভিক্ষা প্রদান কর। ভিক্ষুক যে গৃহস্থের ভবন হইতে নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় সেই গৃহস্থ সমস্ত পাপভাগী হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

সনৎকুমার কহিলেন দৈত্যেন্দ্র! দেব দানব মধ্যে তুমি সিংহ স্বরূপ অতএব তুমি তারাকে প্রদান করিয়া স্বীয় কীর্ত্তি রক্ষা কর। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা যাহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন তাহার কীর্ত্তির বিষয় আর নির্দ্দেশের অপেক্ষা নাই ॥ ৬৮ ॥

সনাতন কহিলেন দানবরাজ! যে পবিত্র স্বভাব বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ পুণ্যবান্ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হন, ব্রহ্মা শিব পুরঃসর দেবগণের কি সাধ্য যে তাহাকে জয় করিতে পারেন ॥ ৬৯ ॥

সনন্দ উবাচ।

যস্যেষ্ট দেবঃ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
গুরুশ্চ বৈষ্ণবঃ শুক্রঃ সচ কেনজিতোমহান্॥ ৭০॥

সনক উবাচ।

পুণ্যবানজিতঃ কেন জিতঃ পাপীস্বপাতকৈঃ।
পুণ্যদীপোন নির্ব্বাতি পাসণ্ডে নৈববায়ুনা॥ ৭১॥

ঋষয়ঊচুঃ।

দেহি তারাং মহাভাগ চন্দ্রং প্রাণাধিকং বিধেঃ।
স্বকীর্ত্তিং রক্ষসুচিরং প্রার্থয়া যঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৭২॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

স্থিতেমদীশ্বরে সাক্ষান্নহি ভৃত্যো বিরাজতে।
কর্ত্তারং ব্রূহিমন্নাথং গুরুং শুক্রং শতাং বরং॥ ৭৩॥
শিষ্যানামাধিপত্যেচ সাধূনাং গুরুরীশ্বরঃ।
গুরৌ সমর্পিতং সর্ব্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যং মুনিশ্বরঃ॥ ৭৪॥

সনন্দ কহিলেন দৈত্যনাথ! প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহার ইষ্টদেব ও পরম বৈষ্ণব শুক্রাচার্য্য যাহার গুরু কোন্ ব্যক্তি সেই মহাত্মাকে জয় করিতে সমর্থ হয়? ॥ ৭০॥

সনক কহিলেন পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে কেহ জয় করিতেপারে না, পাপাত্মা স্বীয় পাপেই অন্য কর্ত্তৃক জিত হয়, পাষণ্ডরূপ বায়ুযোগে সাধুরূপ পুণ্য দীপের কখনই নির্ব্বাণ হইবার সম্ভাবনা নাই॥ ৭১॥

ঋষিগণ কহিলেন মহাভাগ! জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা যখন বারংবার তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন তখন তুমি তারা ও চন্দ্রকে ইহাঁর নিকট প্রদান করিয়া স্বীয় কীর্ত্তি রক্ষাকর॥ ৭২॥

তখন প্রহ্লাদ ঋষিমণ্ডল পরিবৃত ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন

বযং ভৃত্যাশ্চ পোষ্যাশ্চ স্বগুরোঃ পরিচারকাঃ।
তে চ শিষ্যাঃ কুশলিনো কুর্ব্বাজ্ঞাং পালয়ন্তি যে ॥ ৭৫ ॥
প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা চকার প্রার্থনং কবিং।
দদৌ শুক্রশ্চ তারাং তাং চন্দ্রঞ্চ মলিনং মুনে ॥ ৭৬ ॥
দত্বা তারাং বিধুং শুক্রঃ প্রণনাম বিধেঃ পদে।
নমস্কৃত্য মুনিভ্যশ্চ প্রণতঃ স্বপুরং যযৌ ॥ ৭৭ ॥
ব্রহ্মা দদর্শ তারাঞ্চ প্রণতাং স্বপদে সতীং।
লজ্জয়া নম্রবক্ত্রাঞ্চ রুদন্তীং গুর্ব্বিণীং মুনে ॥ ৭৮ ॥
চন্দ্রঞ্চ প্রণতং ধাতা ক্রোড়ে সংস্থাপ্য মায়য়া।
উবাচ মলিনাং তারাং কাতরাঞ্চ কৃপাময়ঃ ॥ ৭৯ ॥

প্রভো ! আমাদিগের গুরুদেব শুক্রাচার্য্যই সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনিএই সভামধ্যেই অবস্থান করিতেছেন আমি ভৃত্য সুতরাং আমার কোন বিষয়ে ক্ষমতা নাই। অতএব আপনি আমাদিগের নিয়ন্তা সাধু প্রবর গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করুন। গুরুই সর্ব্বশিষ্যের আধিপত্যের প্রভু আমি সমস্ত ঐশ্বর্য্য গুরুতে অর্পণ করিয়াছি আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমরা গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের ভৃত্য পোষ্য ও পরিচারক মাত্র। যে শিষ্যগণ গুরুর আজ্ঞা পালন করেন তাহারাই কুশলে কাল হরণ করিতে সক্ষম হন ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মা প্রহ্লাদের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট ঐবিষয়ের প্রার্থনা করিলে তিনি আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া ব্রহ্মার নিকট তারাকে ও মলিন চন্দ্রকে অর্পণ করিলেন ॥ ৭৬ ॥

শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মার নিকট তারা ও চন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত ও মুনিগণকে নমস্কার করিয়া স্বীয় ধামে প্রতিগমন করিলেন ।৭৭।

তখন চন্দ্রসহযোগে সসত্ত্বা তারা লজ্জামুখী হইয়া সাশ্রুনয়নে ব্রহ্মার চরণে প্রণতা হইলেন এবং চন্দ্রও তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তৎকালে কৃপাময় কমল যোনি মায়াবশে চন্দ্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া মলিনা

তারেত্যজ ভয়ং মাতর্ভয়ং কিন্তেময়িস্থিতে।
সৌভাগ্যযুক্তা স্বপতের্ভবিষ্যতি বরেণ মে॥ ৮০ ॥
দুর্ব্বলা বলিনাগ্রস্তা নিষ্কামানচ্যুতা ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তেন শুদ্ধা সা ন স্ত্রীজারেণ দুষ্যতি॥ ৮১ ॥
সকামা কামতো জারং ভজতে স্ব সুখেনচ।
প্রায়শ্চিত্তান্ন শুদ্ধা সা স্বামিনা পরিবর্জ্জিতা॥ ৮২ ॥
কুম্ভীপাকে পচত্যেসা যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং স্পর্শনং সর্ব্বপাপদং॥ ৮৩ ॥
পাপী যস্যাশ্চ তস্যাশ্চ সাধুভিঃ পরিবর্জ্জিতং।
কস্য গর্ভং বদশুভে গচ্ছ বৎসে গুরোর্গৃহং॥ ৮৪ ॥
ত্যজ লজ্জাং মহাভাগে সর্ব্বঞ্চ প্রাক্তনাদ্ভবেৎ।

কাতরা তারাকে কহিলেন মাতঃ! আমি বিদ্যমানে তোমার ভয়নাই আমার বরে তুমি স্বীয় পতির সৌভাগ্য দায়িনী হইবে॥ ৭৮॥ ৭৯॥ ৮০॥

বলবান্ পুরুষ যদি নিষ্কামা দুর্ব্বলা নারীকে গ্রহণ করে তাহাহইলে সে কখনই পরিত্যাজ্যা নহে। সেই নারী জারসংসর্গে দূষিতা হয় না প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার শুদ্ধিলাভ হয়॥ ৮১॥

আর যে সকামা নারী স্বেচ্ছাক্রমে সুখভোগ লালসায় উপপতি ভজনা করে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার শুদ্ধিলাভ হয় না। সুতরাং সে স্বামী কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিতা হয়॥ ৮২॥

সেই পাপীয়সী রমণী দেহান্তে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে তাহার সংস্পৃষ্ট অন্ন বিষ্ঠাতুল্য ও তাহার সংস্পৃষ্ট জল মূত্রতুল্য হয়, অধিক কি সেই অন্নজল গ্রহণে ব্যক্তি মাত্রের অশেষ পাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য সাধুগণ ঐ দুশ্চারিণীর অন্ন জল পরিত্যাগ করেন। বৎস! এক্ষণে তুমি কাহা হইতে গর্ভধারণ করিয়াছ ইহা আমাকে বলিয়া গুরু গৃহে গমন কর॥ ৮৩॥ ৮৪॥

ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ সতী তদা ॥ ৮৫ ॥
চন্দ্রসংগর্ভং হেতাত বিভর্ম্মি দৈবযোগতঃ।
সর্ব্বে মে সাক্ষিণঃ সন্তি দুর্ব্বলায়াঃ প্রজাপতে ॥ ৮৬ ॥
তদা জগ্রাহ চন্দ্রোমাং দয়াহীনশ্চ দুর্ম্মতিঃ।
ইত্যুক্ত্বা তারকাদেবী সুসাব কনক প্রভং ॥ ৮৭ ॥
কুমারং সুন্দরং তত্রজ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
গৃহীত্বা তনয়ং চন্দ্রোনত্বা ব্রহ্মাণমীশ্বরং ॥ ৮৮ ॥
জগাম স স্বভবনং ব্রহ্মা সিন্ধুতটং যযৌ।
সাধ্বীং তারাঞ্চ গুরবে দেবেভ্যোপ্যভয়ং দদৌ ॥ ৮৯ ॥
আশিষং শম্ভু ধর্ম্মাভ্যাং ব্রহ্মলোকং যযৌ বিধিঃ।
দেবাযযুঃ স্ব ভবনং স্বগৃহঞ্চ বৃহস্পতিঃ ॥ ৯০ ॥
ভাবানুরক্ত বনিতাং সংপ্রাপ্য হৃষ্টমানসঃ।

মহাভাগে! এখন তুমি লজ্জা পরিত্যাগ কর প্রাক্তন কর্ম্মফলে সমস্তই সংঘটন হয়। ভগবন্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে সাধুশীলা তারা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন তাত! আমি দৈবযোগে চন্দ্রের গর্ভধারণ করিতেছি, আমি দুর্ব্বলা দয়াহীন দুর্ম্মতি চন্দ্র যে বলপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিয়াছিল সকলেই সে বিষয়ের সাক্ষী রহিয়াছেন। এই বলিয়া তারা এক কনকপ্রভ অপূর্ব্ব সন্তান প্রসব করিলেন ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥

তৎকালে সেই পরম সুন্দর কুমার ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান হইল। তখন চন্দ্র ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া স্বীয় পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্বধামে গমন করিলেন পরে ব্রহ্মাও সিন্ধুতটে উপনীত হইয়া গুরু নিকটে সাধ্বী তারাকে অর্পণ পূর্ব্বক দেবগণকে অভয় প্রদান আর ভগবান্ শঙ্কর ও ধর্ম্মকে আশীর্ব্বাদ করত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। অতঃপর দেবগণ স্বস্ব স্থানে উপনীত হইলেন এবং সুরগুরু বৃহস্পতিও ভাবানুরক্তা তারাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বধামে

তারকাগর্ভসংভূতঃ স এব চ বুধঃ স্বয়ং ॥ ৯১ ॥
তেজস্বী সদ্গৃহো ব্রহ্মং শ্চন্দ্রস্য তনয়ো-মহান।
স এব নন্দনবনে চিত্রাং সংপ্রাপ্য নির্জ্জনে ॥ ৯২ ॥
ঘৃতাচ্যা গর্ভসংভূতাং কুবেরস্য চ রেতসা।
দৃষ্টাচ নির্জ্জনে রম্যাং কন্যাং কমল লোচনাং ॥ ৯৩ ॥
অতীব যৌবনস্থাঞ্চ বালাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
গান্ধর্ব্বেন বিবাহেন তাং জগ্রাহ বিধোঃ সুতঃ ॥ ৯৪ ॥
তস্যামতীব রহসি বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
বভূব রাজা চিত্রায়াং চৈত্রশ্চ মণ্ডলেশ্বরঃ ॥ ৯৫ ॥
সপ্তদ্বীপ পতিঃ পৃথ্বী প্রশাস্তা ধার্ম্মিকোবলী।
শতনদ্যো ঘৃতানাঞ্চ দধ্নোনদ্যঃ শতানিচ ॥ ৯৬ ॥

প্রতিগমন করিলেন। চন্দ্র হইতে তারার গর্ব্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয় সেই কুমারই বুধনামে বিখ্যাত হইল ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥ ৯১ ॥

অতঃপর চন্দ্রপুত্র বুধ সদ্গ্রহ রূপে গণ্য ও পরম তেজস্বী হইলেন। একদা সেই পরম সুন্দর বুধ নন্দনবনে বিচরণ করিতে করিতে নির্জ্জনে চিত্রা নাম্নী এক রমণীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯২ ॥

সেই চিত্রা কুবেরের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করে, যৌবনাঙ্কুরে তাহার অতীব রমণীয়তা প্রকাশ হইয়াছিল সেই কমল নয়না কন্যা দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে নন্দন বনে বিচরণ করিতেছিল এমন সময়ে বুধ তাহাকে দর্শন করিয়া সেই বিজন প্রদেশে গান্ধর্ব্ব বিধানে তাহার পানিগ্রহণ করিলেন ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

চন্দ্রপুত্র বুধ অতি বিজন প্রদেশে সেই চিত্রার গর্ব্ভে বীর্য্যাধান করিলেন পরে চিত্রার গর্ব্ভে চৈত্র নামে মণ্ডলেশ্বর রাজা সমুৎপন্ন হন ॥ ৯৫ ॥

সেই চৈত্র ভূপতি মহাবল পরাক্রান্ত ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত, তিনি

শতানিনদ্যো দুগ্ধানাং মধুনদ্যশ্চ ষোড়শ।
দর্শনদ্যশ্চ তৈলানাং শর্করা লক্ষরাশয়ঃ॥ ৯৭॥
মিষ্টান্নানাং স্বস্তিকানাং লক্ষরাশ্যশ্চ নিত্যশঃ।
পঞ্চকোটি গবাং মাংসং সংপূর্ণং স্বান্নমেব চ॥ ৯৮॥
এতেষাঞ্চ নদীরাশীর্ভুঞ্জতে ব্রাহ্মণামুনে।
গবাং লক্ষঞ্চ রত্নানাং মণীনাং লক্ষমেব চ॥ ৯৯॥
শতলক্ষ সুবর্ণানাং লক্ষঞ্চ সূক্ষ্মবাসসাং।
রত্নানাং ভূষণং পাত্রমতীব সুমনোহরং॥ ১০০॥
দদৌ দ্বিজাতয়ে রাজা নিত্যঞ্চ জীবনাবধিঃ।
তস্য চৈত্রস্য পুত্রশ্চ রাজাধি রথ এব চ॥ ১০১॥
তস্য পুত্রশ্চ সুরথশ্চক্রবর্ত্তী বৃহৎশ্রবাঃ।
মহাজ্ঞানঞ্চ সংপ্রাপ্য মেধসোমুনি সত্তমাৎ॥ ১০২॥
ভেজেপুরা বিষ্ণুমায়াং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
শরৎকালে মহাপূজাঞ্চকার স সরিত্তটে॥ ১০৩॥

সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা নরপতি নিয়ত শত ঘৃতের নদী শত দধির নদী শত দুগ্ধের নদী ষোড়শ মধুনদী দশটি তৈল নদী লক্ষ শর্করারাশি লক্ষ মিষ্টান্ন স্বস্তিকরাশি পঞ্চকোটি গো মাংসপূর্ণ অন্নরাশি প্রস্তুত রাখিতেন। ৯৬॥ ৯৭॥ ৯৮॥

ব্রাহ্মণগণ সেই নদীরাশি ভোগ করিতেন এবং সেই রাজা জীবনাবধি প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ গো লক্ষ মণি ও রত্ন শত লক্ষ সুবর্ণ লক্ষ সূক্ষ্ম বস্ত্র লক্ষ রত্নভুষণ ও লক্ষ মনোহর পাত্র প্রদান করিতেন। সেই মহারাজ চৈত্র হইতে নরপতি অধিরথের উদ্ভব হইয়াছিল॥ ৯৯॥ ১০০॥ ১০১॥

সেই অধিরথের পুত্র সুরথ নামে বিখ্যাত, সেই চক্রবর্ত্তী সুরথ রাজা মুনিবর মেধস হইতে মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যক্ষেত্র ভারতে বিষ্ণুমায়ার

বৈশ্যেন সার্দ্ধং স মহান জ্ঞানিনামুনি সত্তমঃ।
রাজা কলিঙ্গ দেশস্য বিরাধশ্চ বিশাং বরঃ॥ ১০৪॥
তস্য পুত্রো মহাযোগী দ্রুমিণো জ্ঞানিনাং বরঃ।
দ্রুমিণেঃ বৈষ্ণবঃ প্রাজ্ঞঃ পুষ্করে দুষ্করং তপঃ॥ ১০৫॥
কৃত্বা সমাধিং সংপ্রাপ্য জ্ঞানিনাং বৈষ্ণবাগ্রণীং।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাৎ দুরাত্মভিঃ॥ ১০৬॥
সচ কোটি সুবর্ণঞ্চ নিত্যং দত্বা জলং পপৌ।
মুক্তিং সংপ্রাপ্য সংসেব্য বিষ্ণুমায়াং সনাতনীং॥ ১০৭॥
রাজালেভে মনুত্বঞ্চ রাজ্যং নিষ্কণ্টকং মুনে।
উবাচ মধুরং বাক্যং ধাতা ত্রিজগতাং পতিঃ॥ ১০৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সম্বাদে প্রকৃতিখণ্ডে তারাহরণে
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

আরাধনা করেন। শরৎকালে নদীতটে তিনি সমাধি নামক মহাজ্ঞানী বৈশ্যের সহিত মিলিত হইয়া দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। ১০২।১০৩।

পূর্ব্বে বিরাধ নামক এক বৈশ্যপ্রধান কলিঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন তাঁহার পুত্রের নাম দ্রুমিণ সেই দ্রুমিণ মহাযোগী জ্ঞানিগণের প্রধান ও বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। সেই প্রাজ্ঞ ভূপতি পুষ্কর তীর্থে কঠোর তপস্যা করিয়া জ্ঞানিপ্রবর বিষ্ণুভক্ত সমাধি নামক পুত্র লাভ করেন মহাত্মা সমাধি প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে কোটি সুবর্ণ দান করিয়া জল গ্রহণ করিতেন। পরে সেই মহাত্মা ধনলোভী দুষ্টমতি স্ত্রী পুত্রাদি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নদীতটে সুরথরাজার সহিত মিলিত হন, তথায় তিনি সনাতনী বিষ্ণুমায়ার আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করেন আর রাজর্ষিসুরথও তাঁহার আরাধনা বলে নিষ্কণ্টকে দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়া পরিশেষে মনুত্ব প্রাপ্ত হন। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা মধুর বাক্যে এই উপাখ্যান আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন॥ ১০৪॥ ১০৫॥ ১০৬॥ ১০৭॥ ১০৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে তারাহরণে একষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কথং রাজা মহাজ্ঞানং সংপ্রাপ মুনিসত্তম।
বৈশ্যোমুক্তিং মেধসাচ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ধ্রুবস্য পৌত্রো বলবান নন্দিরুৎকল নন্দনঃ।
স্বায়ম্ভুব মনোর্ব্বংশঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥
অক্ষৌহিণীনাং শতকং গৃহীত্বা সৈন্যমেব চ।
কোলাঞ্চ বেষ্টয়ামাস সুরথস্য মহামতেঃ ॥ ৩ ॥
যুদ্ধং বভূব নিয়তং পূর্ণমব্দঞ্চ নারদ।
চিরজীবী বৈষ্ণবশ্চ জিগায সুরথং নৃপঃ ॥ ৪ ॥
একাকী সুরথো ভীতো নন্দিনাচ বহিষ্কৃতঃ।
নিশায়াং হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনং ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন প্রভো! সুরথ কিরূপে মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং সমাধি নামক বৈশ্য কিরূপে মুনিবর মেধস হইতে মুক্তি লাভ করিলেন তাহা শ্রবণ করিতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

নারায়ণঋষি কহিলেন দেবর্ষে! স্বায়ম্ভুবমনুর বংশে নন্দি নামে এক সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় রাজা জন্ম গ্রহণ করেন তিনি মহাত্মা ধ্রুবের পৌত্র উৎকলের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বে সেই নরপতি নন্দি শত অক্ষৌহিণী সৈন্য গ্রহণ করিয়া মহামতি সুরথের কোলা নামক নগরী বেষ্টন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

পরে তথায় নিয়ত পূর্ণসংবৎসর পরম বৈষ্ণব চিরজীবী নন্দির সহিত সুরথরাজার যুদ্ধ হইল পরিশেষে রাজর্ষি সুরথ পরাজিত হইলেন ॥ ৪ ॥

দদর্শ তত্র বৈশ্যশ্চ পুষ্পভদ্রানদীতটে।
তযোর্ব্বভূব সংপ্রীতিঃ কৃতবান্ধবয়োর্ম্মুনে ॥ ৬ ॥
বৈশ্যেন সার্দ্ধং নৃপতির্জ্জগাম মেধসাশ্রমং।
পুষ্করং দুষ্করং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতে সতাং ॥ ৭ ॥
দদর্শ তত্র নৃপতির্ম্মুনিং তং তীব্র তেজসং।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবোচন্তং ব্রহ্মতত্ত্বং সুদুর্ল্লভং ॥ ৮ ॥
রাজা ন নাম বৈশ্যশ্চ শিরসামুনি পুঙ্গবং।
মুনিস্তৌ পূজয়ামাস দদৌতাভ্যাং শুভাশিষং ॥ ৯ ॥
প্রশ্নং চকার কুশলং জাতি নাম পৃথক পৃথক।
দদৌ প্রত্যুত্তরং রাজা ক্রমেণ মুনিপুঙ্গবং ॥ ১০ ॥

তৎপরে মহারাজ নন্দি সুরথরাজাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিলে তিনি ভীত হইয়া অন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া রজনীযোগে একাকী অশ্বারোহণে গহন বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫ ॥

সুরথরাজা এইরূপে বন প্রস্থান করিলে পুষ্পভদ্রা নদী তটে এক বৈশ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তথায় উভয়ে বন্ধুতা করিয়া পরস্পর প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ৬ ॥

অতঃপর রাজর্ষি সুরথ সেই বৈশ্যের সহিত পুষ্করতীর্থে মহাত্মা মেধস মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। ভারত মধ্যে সেই তীর্থ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, সাধুগণ পুণ্যবলে কষ্টে ঐ তীর্থ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

সুরথরাজা সেই পবিত্র স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন পরম তেজস্বী মহাত্মা মেধস স্বীয় আশ্রমমণ্ডলে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যগণকে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ৮।

তখন নরপতি সুরথ ও বৈশ্য উভয়ে সেই মুনিবর মেধসের চরণে প্রণত হইলে তিনি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিতে ত্রুটি করিলেন না ॥ ৯ ॥

সুরথ উবাচ।

রাজাহং সুরথোব্রহ্মং শৈচত্রবংশ সমুদ্ভবঃ।
বহির্ভূতঃ স্বরাজ্যাচ্চ নন্দিনা বলিনাধুনা॥ ১১॥
কিমুপায়ং করিষ্যামি কথং রাজ্যং ভবেন্মম।
তস্মাং ব্রূহি মহাভাগ ত্বয্যেব শরণাগতং। ১২॥
অয়ং বৈশ্যঃ সমাধিশ্চ স্বগৃহাচ্চ বহিষ্কৃতঃ।
পুত্রৈঃ কলত্রৈর্দ্দৈবেন ধনলোভেনধার্ম্মিকঃ॥ ১৩॥
ব্রাহ্মণায় দদৌনিত্যং রত্নকোটিং দিনে দিনে।
নিষিদ্ধমানঃ পুত্রৈশ্চ কলত্রৈর্ব্বান্ধবৈরয়ং॥ ১৪॥
কোপান্নিরাকৃতস্তৈশ্চ পুনরন্বেষতঃ শুচা।
অয়ং গৃহঞ্চন যযৌ বিরক্তো জ্ঞানবান্ শুচিঃ॥ ১৫॥

পরে মেধস মুনি কুশল প্রশ্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁহাদিগের জাতি নাম জিজ্ঞাসা করিলে নরপতি সুরথ যথাক্রমে তাঁহার বাক্যের উত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন ভগবন্! আমি রাজাসুরথ চৈত্রবংশে আমার জন্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি পরাক্রান্ত নন্দি কর্ত্তৃক স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি। এখন কি উপায় করিব; কিরূপে আমার রাজ্য লাভ হইবে এই চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম আপনি উপায় বিধান করুন॥ ১০॥ ১১॥ ১২॥

প্রভো! আমার সহিত সমাগত এই বৈশ্য পরম ধার্ম্মিক। দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ ইহাঁর পুত্র কলত্রাদি ধনলোভে ইহাঁকে স্বগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে ইনি পুত্রকলত্র ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক নিষিধ্যমান হইয়াও প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে কোটিরত্ন প্রদান করেন। এই জন্য তাহারা ক্রোধবসে ইহাঁকে গৃহ হইতে নিঃসারিত করে কিন্তু তৎপরেই তাহারা শোকসন্তপ্ত হইয়া ইহাঁর অন্বেষণ করিয়াছিল। ইনি জ্ঞানবান্ ও পবিত্র স্বভাব, সুতরাং সংসারে বিরক্ত হওয়াতে কোনরূপেই গৃহে প্রতিগমন

পুত্রাশ্চ পিতৃশোকেন গৃহং ত্যক্ত্বা যযুর্ব্বনং।
দত্ত্বা ধনানি বিপ্রেভ্যো বিরক্তাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ১৬ ॥
সুদুর্লভং হরের্দ্দাস্যং বৈশ্যস্যাস্য চ বাঞ্ছিতং।
কথং প্রাপ্নোতি নিষ্কাম স্তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি। ১৭।

শ্রীমেধস উবাচ।

করোতি মায়য়াচ্ছন্নং বিষ্ণুমায়া দুরত্যয়া।
নির্গুণস্য চ কৃষ্ণস্য ত্রিগুণা বিষ্ণুমায়য়া ॥ ১৮ ॥
কৃপাং করোতি যেষাং সা ধর্ম্মিণাঞ্চ কৃপাময়ী।
তেভ্যো দদাতি কৃপয়া কৃষ্ণভক্তিং সুদুর্ল্লভাং ॥ ১৯ ॥
যেষাং মায়াবিনাং মায়া ন করোতি কৃপাং নৃপঃ।
মায়য়াতান্নিবধ্নাতি মোহজালেন দুর্গতান্ ॥ ২০ ॥
নশ্বরো নিত্যসংসারে ভ্রমেণ বর্ব্বরাঃ সদা।
কুর্ব্বন্তি নিত্যবুদ্ধিঞ্চ বিহায় পরমেশ্বরং ॥ ২১ ॥

করেন নাই। তাহাতে ইহাঁর পুত্রগণ পিতৃশোকে কাতর ও সর্ব্বকর্ম্মে বিরক্ত হইয়া সমস্ত ধন ব্রাহ্মণসাৎ করতঃ বনপ্রস্থান করিয়াছেন, ইহাঁর সুদুর্ল্লভ হরির দাস্যই একান্ত বাঞ্ছনীয়। অতএব এই নিষ্কাম মহাত্মা কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইবেন আপনি নির্দ্দেশ করুন। ১৩।১৪।১৫.১৬।১৭।

মেধস কহিলেন মহারাজ! নির্গুণ পরমাত্মা কৃষ্ণের সত্ত্ব রজস্তমোময়ী মায়া অনতিক্রমণীয়া। সেই দুরত্যয়া মায়ায় জগৎআচ্ছন্ন রহিয়াছে।১৮।

সেই বিষ্ণুমায়াই পরমা প্রকৃতি। সেই কৃপাময়ী বিষ্ণুমায়া যে ধর্ম্মশীল জীবগণের প্রতি কৃপা করেন তাহাদিগকেই সুদুর্লভা কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।। ১৯।।

আর তিনি যে মায়াবী জনগণের প্রতি কৃপা না করেন তাহারা সেই মায়ায় বদ্ধ হয় সুতরাং মোহজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া দুঃখ ভোগ করে। ২০।

দেবমন্ত্রং নিষেবন্তে তন্মন্ত্রঞ্চ জপন্তি চ।
মিথ্যাকিঞ্চিন্নিমিত্তঞ্চ কৃত্বা মনসি লোভতঃ ॥ ২২ ॥
হরেঃ কলাঃ দেবতাশ্চ নিষেব্য জন্মসপ্ত চ।
তদা প্রকৃত্যা কৃপয়া সেবন্তে প্রকৃতিং তদা ॥ ২৩ ॥
নিষেব্য বিষ্ণুমায়াঞ্চ সপ্তজন্ম কৃপাময়ীং।
শিবে ভক্তিং লভন্তে তে জ্ঞানানন্দে সনাতনে ॥ ২৪ ॥
জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবঞ্চ নিষেব্য শঙ্করং হরেঃ।
অচিরাদ্বিষ্ণুভক্তিঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি মহেশ্বরাৎ ॥ ২৫ ॥
সেবন্তে সগুণং সন্তং বিষ্ণুং বিষয়িণং সদা।
সত্ত্বজ্ঞানাচ্চ পশ্যন্তি জ্ঞানঞ্চ নির্ম্মলং নরাঃ ॥ ২৬ ॥

হে রাজন! মোহাবৃত নম্বরগণ জ্ঞানপ্রযুক্ত ঈশ্বরসাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই নশ্বর অনিত্যসংসার নিত্য জ্ঞান করিয়া থাকেন॥ ২১ ॥

সেই মায়াপরতন্ত্র ব্যক্তিগণ লোভ বশতঃ মনে অকিঞ্চিৎকর নিমিত্ত চিন্তা করিয়া অন্যদেবের উপাসনা ও তন্মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ২২।

সর্ব্বদেবই হরির অংশজাত। সপ্তজন্ম ঐ দেবগণের আরাধনা করিলে প্রকৃতিদেবী তাহাদিগের প্রতি প্রসন্না হন। তখন তাহারা প্রকৃতির উপাসনা করে॥ ২৩॥

এইরূপে তাহারা সপ্তজন্ম সেই কৃপাময়ী বিষ্ণুমায়ার অর্চ্চনা করিয়া তৎপ্রসাদে জ্ঞানানন্দময় সনাতন শিবের প্রতি ভক্তিমান্ হয়। ২৪॥

তখন তাহারা হরির জ্ঞানাধিষ্ঠাতাদেব ভগবান্ শঙ্করের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরে সেই মহেশ্বর প্রসাদে তাহাদিগের অচিরাৎ অনায়াসে দুর্লভা বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়॥ ২৫॥

বিষ্ণুভক্তি উৎপন্ন হইলে ঐ মানবগণ সর্ব্বদা বিষয়রত সগুণ বিষ্ণুর সেবা করে, ঐ সেবায় তাহাদিগের সত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তখন তাহারা নির্ম্মল জ্ঞান দর্শনে সক্ষম হইয়া থাকে॥ ২৬॥

নিষেব্য সগুণং বিষ্ণুং সাত্ত্বিকা বৈষ্ণবা নরাঃ।
লভন্তে নির্গুণে ভক্তিং শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতেঃ পরে॥ ২৭ ॥
কুর্ব্বন্তি গ্রহণং সন্তো মন্ত্রং তস্য নিরাময়ং।
নিষেব্য নির্গুণং দেবং তেজপন্তিচ নির্গুণাঃ। ২৮।
অসংখ্য ব্রহ্মণঃ পাতং তেচ পশ্যন্তি বৈষ্ণবাঃ।
দাস্যং কুর্ব্বন্তি সততং গোলোকে চ নিরাময়ে। ২৯।
কৃষ্ণভক্তাৎ কৃষ্ণমন্ত্রং যো গৃহ্লাতি নরোত্তমঃ।
পুরুষঞ্চ সহস্রঞ্চ স্বপিতৃণাং সমুদ্ধরেৎ। ৩০।
মাতামহানাং পুরুষং সহস্রং মাতরং তথা।
দাসাদিকং সমুদ্ধৃত্য গোলোকং স প্রযাতিচ। ৩১।
ভবার্ণবে মহাঘোরে কর্ণধারস্বরূপিণী।
পারং করোতি দুর্গাতান কৃষ্ণভক্ত্যাচ নৌকয়া। ৩২।

বিষ্ণুভক্ত সাত্ত্বিক মানবগণ সগুণ বিষ্ণুর সেবা করিয়া তৎপ্রসাদে প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ পরমাত্মা কৃষ্ণে ভক্তিলাভ করেন ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণভক্তি উৎপন্ন হইলেই সাধুগণ তাঁহার নিরাময় মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সেই নির্গুণ পরমাত্মার উপাসনা ও তন্মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

তখন অসংখ্য ব্রহ্মার পতন বিষ্ণুভক্ত সাধুগণের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাঁহারা নিরাময় নিত্যানন্দ গোলোক ধামে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর হরির দাসত্ব পূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করেন ॥ ২৯ ॥

যে সাধুব্যক্তি কৃষ্ণভক্ত মহাত্মা হইতে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন তিনি স্বীয় সহস্র পিতৃপুরুষ মাতামহকুলের সহস্র পুরুষ স্বীয় জননী ও দাস-দাসীগণের উদ্ধার করিয়া গোলোকধামে গমন করিতে সমর্থ হন ।৩০।৩১।

ভগবতী দুর্গাদেবী কর্ণধারস্বরূপীণী হইয়া কৃষ্ণভক্তিরূপ নৌকাদ্বারা এই মহাঘোর ভবার্ণবে সেই হরিপরায়ণ সাধুগণকে পার করেন ॥ ৩২ ॥

স্বকর্ম্ম বন্ধনং ছেত্তুং বৈষ্ণবানাঞ্চ বৈষ্ণবী।
তীক্ষ্ণশস্ত্রস্বরূপা সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ৩৩।
বিবেচনার্চ্চাবরণী শক্তিঃ শক্তির্দ্বিধা নৃপ।
পূর্ব্বং দদাতি ভক্তায় চেতরায় পরাং পরা। ৩৪।
সত্যস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্মাৎ সর্ব্বঞ্চ নশ্বরং।
বুদ্ধির্ব্বিবেচনেত্যেবং বৈষ্ণবানাং সতামপি। ৩৫।
নিত্যরূপামমেয়ং শ্রীরিতিচাবরণী চ ধীঃ।
অবৈষ্ণবানামশতাং কর্ম্মভোগ ভুজামহো। ৩৬।
অহং প্রচেতসঃ পুত্রঃ পৌত্রশ্চ ব্রহ্মণো নৃপ।
ভজামি কৃষ্ণমাত্মানং জ্ঞানং সংপ্রাপ্য শঙ্করাৎ। ৩৭।
গচ্ছরাজন্নদীতীরং ভজদুর্গাং সনাতনীং।
বুদ্ধিমাবরণী তুভ্যং দেবীদাস্যতি কামিনে। ৩৮।

সেই দুর্গাদেবী বৈষ্ণবী বলিয়া বিখ্যাত আছেন। তিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের তীক্ষ্ণশস্ত্রস্বরূপা সুতরাং তিনি বৈষ্ণবগণের কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে যে সমর্থ হন তাহার আর সন্দেহ নাই॥ ৩৩॥

সেই শক্তিরূপা সনাতনী দুর্গা বিবেচনা ও আবরণী এই দ্বিবিধ শক্তিরূপে প্রকাশমানা হন, কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ তৎপ্রসাদে তাঁহার ঐ প্রথমা শক্তি ও অপর জনগণ তদীয় অপরা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ, তদ্ভিন্ন সমস্তই নশ্বর, সাধু বৈষ্ণবগণের বুদ্ধিই বিবেচনা শক্তিনামে বিখ্যাত আর কর্ম্মফল ভোগী বিষ্ণুভক্তি বিবর্জ্জিত অসাধুগণের আমার শ্রী নিত্যরূপা ইত্যাকার বুদ্ধিই আবরণী শক্তি রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৩৫॥ ৩৬॥

নরনাথ! আমি ব্রহ্মার পৌত্র প্রচেতার পুত্র। আমি ভগবান্ শঙ্কর হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মা কৃষ্ণের ভজনা করিতেছি॥ ৩৭॥

রাজন্! এক্ষণে তুমি নদীতটে গমন করিয়া সেই সনাতনী দুর্গাদেবীর

নিষ্কামায় চ বৈশ্যায় বৈষ্ণবায়চ বৈষ্ণবী।
বুদ্ধিং বিবেচনাং শুদ্ধাং দাস্যত্যেব কৃপাময়ী। ৩৯।
ইত্যুক্ত্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠো দদৌ তাভ্যাং কৃপানিধিঃ।
পূজাবিধানং দুর্গায়া স্তোত্রঞ্চ কবচং মনুং। ৪০।
বৈশ্যো মুক্তিঞ্চ সংপ্রাপ্য তাং নিষেব্য কৃপাময়ীং।
রাজা রাজ্যং মনুত্বঞ্চ পরমৈশ্বর্য্য মীপ্সিতং। ৪১।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং দুর্গোপাখ্যান মুত্তমং।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ৪২।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে সুরথ
মেধস সংবাদে দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

আরাধনা কর। তোমার রাজ্যকামনা রহিয়াছে সুতরাং সেই দেবী তোমাকে আবরণী বুদ্ধি প্রদান করিবেন॥ ৩৮॥

আর এই বৈশ্য নিষ্কাম ও বিষ্ণুভক্ত সুতরাং ইনি সেই বৈষ্ণবী দুর্গার আরাধনা করিলে ইহাকে শুদ্ধ বিবেচনা বুদ্ধি প্রদান করিবেন। ৩৯।

মুনিবর মেধস এই বলিয়া অনুগ্রহ সহকারে রাজর্ষি সুরথ ও বৈশ্য উভয়কে ভগবতী দুর্গাদেবীর মন্ত্র পূজাবিধান স্তোত্র ও কবচ প্রভৃতি সমস্তই উপদেশ প্রদান করিলেন॥ ৪০॥

তৎপরে রাজর্ষি সুরথ সেই কৃপাময়ী দুর্গার আরাধনা করিয়া তৎপ্রসাদে অভীষ্ট রাজ্য পরমৈশ্বর্য্য ও মনুত্ব প্রাপ্ত হইলেন আর সেই বৈশ্য তাঁহার আরাধনা করিয়া তৎপ্রসাদে মুক্তিলাভ করিলেন॥ ৪১॥

নারদ! এই দুর্গাদেবীর উপাখ্যান সুখমোক্ষপ্রদ, ইহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর॥৪২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে সুরথ মেধস সংবাদে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ বদ বেদবিদাম্বর।
রাজা কেন প্রকারেণ সিষেবে প্রকৃতিং পরাং। ১।
সমাধির্নাম বৈশ্যো বা নিষ্কামং নির্গুণং বিভুং।
ভেজে কেন প্রকারেণ প্রকৃতেরুপদেশতঃ। ২।
কিংবা পূজাবিধানঞ্চ ধ্যানং বা মন্ত্রমেব চ।
কিং স্তোত্রং কবচং কিংবা দদৌ রাজ্ঞে মহামুনিঃ। ৩।
তস্মৈ বৈশ্যায় প্রকৃতিঃ কিংবা জ্ঞানং দদৌ পরং।
সাক্ষাদ্বভূব সহসা কেন বা প্রকৃতিস্তয়োঃ। ৪।
জ্ঞানং সংপ্রাপ্য বৈশ্যশ্চ কিং পদং প্রাপ দুর্লভং।
গতির্বভূব রাজ্ঞশ্চ কা বা তাঞ্চ শৃণোম্যহং। ৫।

নারদ কহিলেন মহাভাগ! আপনি বেদবেত্তা পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য, অতএব রাজর্ষি সুরথ কিরূপে সেই পরমাপ্রকৃতি দুর্গাদেবীর আরাধনা করিলেন এবং সমাধিনামক নিষ্কাম বৈশ্য কিপ্রকারে সেই দুর্গাদেবীর উপদেশে নির্গুণ পরমাত্মা কৃষ্ণের উপাসনা করিলেন, আর সেই মহাত্মা মেধস মুনি কিরূপে সুরথ রাজাকে ভগবতী দুর্গার ধ্যান, পূজাবিধান, মন্ত্র, স্তোত্র ও কবচ উপদেশ প্রদান করিলেন, কিরূপে সেই পরমা-প্রকৃতি দুর্গাদেবীর প্রসাদে বৈশ্যের জ্ঞানলাভ হইল, ভগবতী দুর্গা-দেবী কিরূপে তাঁহাদিগের উভয়ের প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন, বৈশ্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কি দুর্লভ পদ লাভ করিলেন এবং সুরথ রাজারই বা কি গতি হইল? তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে অতএব আপনি কৃপা করিয়া এসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১। ২। ৩। ৪। ৫।

শ্রীনারাণ উবাচ।

রাজা মন্ত্রশ্চ সংপ্রাপ বৈশ্যশ্চ মেধসাম্মুনে।
স্তোত্রঞ্চ কবচং দেব্যা ধ্যানঞ্চৈব পুরস্ক্রিয়া
জজাপ পরমং মন্ত্রং রাজা বৈশ্যশ্চ পুষ্করে। ৬।
স্নাত্বা ত্রিকালং বর্ষঞ্চ ততঃ শুদ্ধো বভূব সঃ।
সাক্ষাদ্বভূব তত্রৈব মূল প্রকৃতিরীশ্বরী। ৭।
রাজ্ঞে দদৌ রাজ্যবরং মনুত্বং বাঞ্ছিতং সুখং।
জ্ঞানং নিগূঢ়ং বৈশ্যায় দদৌচাতি সুদুর্ল্লভং। ৮।
যদ্দত্তং শূলিনে পূর্ব্বং কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
নিরাহারমতিক্লিষ্টং দৃষ্ট্বা বৈশ্যং কৃপাময়ী। ৯।
রুরোদ কৃত্বা ক্রোড়েতমচেষ্টং শ্বাস বর্জ্জিতং।
চেতনং কুরুতো বৎসেত্যুচ্চার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ১০।

নারায়ণ কহিলেন দেবর্ষে! রাজর্ষি সুরথ ও বৈশ্য উভয়ে সেই মহাত্মা মেধস হইতে ভগবতী দুর্গাদেবীর মন্ত্র, ধ্যান, পূজাবিধান, স্তোত্র, ও মন্ত্র পুরশ্চরণ প্রকরণ প্রাপ্ত হইয়া পুষ্করতীর্থে তাঁহার আরাধনা পূর্ব্বক সেই পরম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬॥

তাঁহারা সংবৎসর পবিত্র চিত্ত হইয়া ত্রিকালীন স্নান পূর্ব্বক ঐরূপে সেই পরমাপ্রকৃতি দুর্গাদেবীর আরাধনা করিলে তিনি তাহাদিগের প্রত্যক্ষীভুতা হইয়া রাজাকে বাঞ্ছিত রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও মনুত্ব এবং বৈশ্যকে সুদুর্ল্লভ নিগূঢ় জ্ঞান প্রদান করিলেন। ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

পরমাত্মা কৃষ্ণ দেবাদিদেব মহাদেবকে ঐ সুদুর্ল্লভ জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বৈশ্য নিরাহারে অতিক্লেশে দুর্গাদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্তহইয়া ক্রমে ক্রমে নিশ্চেষ্ট ও শ্বাসবর্জ্জিত হইলে কৃপাময়ী দুর্গাদেবী তথায় আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক সজলনয়নে বারং-

চেতনঞ্চ দদৌ তস্মৈ স্বয়ং চৈতন্য রূপিণী।
সংপ্রাপ্য চেতনাং বৈশ্যো রুরোদ প্রকৃতেঃ পুরঃ। ১১।
তমুবাচ প্রসন্না সা কৃপয়াতি কৃপাময়ী। ১২।

শ্রীপ্রকৃতিরুবাচ।

বরং বৃণুস্ব হেবৎস যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
ব্রহ্মাত্বমমরত্বম্বা ততোবাতি সুদুর্ল্লভং। ১৩।
ইন্দ্রত্বম্বা মনুত্বম্বা সর্ব্বসিদ্ধিত্ব মেবচ।
তুচ্ছং তুভ্যং ন দাস্যামি নশ্বরং বালবঞ্চনং। ১৪।

বৈশ্য উবাচ।

ব্রহ্মাত্বমমরত্বম্বা মাতর্ম্মেনহি বাঞ্ছিতং।
ততোতি দুর্ল্লভং কিম্বা নজানেতদভীপ্সিতং। ১৫।

বার কহিতে লাগিলেন বৎস! সচেতন হও,এই বলিয়া সেই চৈতন্যরূপিণী স্বয়ং তাহাকে চৈতন্য প্রদান করিলেন। তখন বৈশ্য সচেতন হইয়া সেই পরমাপ্রকৃতি দুর্গাদেবীর নিকট রোদন করিতে লাগিলেন তৎকালে ভগবতী দুর্গাদেবী প্রসন্না হইয়া করুণার্দ্রচিত্তে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

প্রকৃতি দুর্গাদেবী কহিলেন, বৎস! তোমার যে বর গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তাহাই গ্রহণ কর। ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, সর্ব্বসিদ্ধিত্ব বা তৎসমুদায় হইতে সুদুর্ল্লভ পরমপদার্থ যাহা তোমার বাঞ্ছনীয় আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। যে নশ্বর বর গ্রহণে অজ্ঞানিগণ বাঞ্ছিত হয় তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব না ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

বৈশ্য কহিলেন জননি! ব্রহ্মত্ব বা অমরত্বে আমার প্রয়োজন নাই তাহা হইতে সুদুর্ল্লভ কি তাহা আমি জানিনা। এক্ষণে আপনার শরণা-

ত্বমেব শরণাপন্নো দেহি যদ্বাঞ্ছিতং তব।
অনশ্বরং সর্ব্বসারং বরং মে দাতুমর্হসি। ১৬।

প্রকৃতিরুবাচ।

অদেয়ং নাস্তি মে তুভ্যং দাস্যামি মনবাঞ্ছিতং।
যতোযাস্যসি গোলোকং পদমেব সুদুর্লভং। ১৭।
সর্ব্বসারঞ্চ যজ্জ্ঞানং সুরর্ষীণাং সুদুর্লভং।
তদ্গৃহ্যতাং মহাভাগ গচ্ছ বৎস হরেঃ পদং। ১৮।
স্মরণং বন্দনং ধ্যানমর্চ্চনং গুণকীর্ত্তনং।
শ্রবণং ভাবনং সেবা সর্ব্বং কৃষ্ণে নিবেদিতং। ১৯।
এতদেব বৈষ্ণবানাং নবধা ভক্তি লক্ষণং।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি যমতাড়ন খণ্ডনং। ২০।

পন্ন হইয়াছি, আপনার অনুগ্রহের উপর আমার সমস্তই নির্ভর, যাহা অবিনশ্বর ও সর্ব্বসার,আপনি কৃপা করিয়া তাহা প্রদান করুন। ১৫। ১৬।

প্রকৃতিদেবী কহিলেন বৎস! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তুমি যাহাতে সুদুর্লভ পরমপদ গোলোকধামে গমন করিতে পার আমার তাহাই ইচ্ছা, আমি সেই বরই তোমাকে প্রদান করিতেছি॥ ১৭।

মহাভাগ! এক্ষণে তুমি দেব ও ঋষিগণের সুদুর্লভ জ্ঞান গ্রহণ কর এই জ্ঞানবলে তুমি হরির পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে॥ ১৮॥

বৎস! হরিভক্তি পরম সার ও সুদুর্লভ। ঐ হরিভক্তি নয় প্রকার। পরাৎপর কৃষ্ণকে স্মরণ, কৃষ্ণের বন্দনা, কৃষ্ণের ধ্যান, কৃষ্ণের অর্চ্চনা, কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কৃষ্ণভাবনা, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণে সমস্ত অর্পণ এই নব লক্ষণ ভক্তিযোগে বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা আসক্তচিত্ত হইয়া থাকেন, ঐ ভক্তিপ্রভাবে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ও যমযাতনার খণ্ডন হয়। ফলতঃ এই নবধা ভক্তিতেই কৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। ১৯। ২০।

আয়ুর্হরতি লোকানাং রবিরেবহি সন্ততং।
নবধা ভক্তিহীনানা মসতাং পাপিনামপি। ২১।
ভক্তা স্তদ্গতচিত্তাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চিরজীবিনঃ।
জীবন্মুক্তাশ্চ নিষ্পাপা জন্মাদিপরিবর্জ্জিতাঃ। ২২।
শিবঃ শেষশ্চ ধর্ম্মশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্ম্মহাবিরাট্।
সনৎকুমারঃ কপিলঃ সনকশ্চ সনন্দনঃ। ২৩।
বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখো দক্ষো নারদশ্চ সনাতনঃ।
ভৃগুর্ম্মরীচি দুর্ব্বাসাঃ কশ্যপঃ পুলহোঙ্গিরাঃ। ২৪।
মেধসো লোমসঃ শুক্রো বশিষ্ঠঃ ক্রতুরেব চ।
বৃহস্পতিঃ কর্দ্দমশ্চ শক্তিরত্রি পরাশরঃ। ২৫।
মার্কণ্ডেয়ো বলিশ্চৈব প্রহ্লাদশ্চ গণেশ্বরঃ।
যমঃ সূর্য্যশ্চ বরুণো বায়ুশ্চন্দ্রো হুতাশনঃ। ২৬।
অকূপার উলূকশ্চ নাড়ীজংঘশ্চ বায়ুজঃ।
নরনারায়ণৌ কূর্ম্ম ইন্দ্রদ্যুম্নো বিভীষণঃ। ২৭।

সূর্য্যদেব ঐ নবধা ভক্তিহীন পাপাত্মা অসাধু জনগণের নিরন্তর আয়ু হরণ করেন কিন্তু বিষ্ণুভক্ত সাধুগণের আয়ু কদাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না তাঁহারা ভগবানে আসক্তচিত্ত থাকাতে জীবন্মুক্ত নিষ্পাপ ও জন্ম মৃত্যু জরা বিবর্জ্জিত হইয়া চিরকাল জীবিত থাকেন॥ ২১॥ ২২॥

বৎস! শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাবিরাট, সনৎকুমার, কপিল, সনক, সনন্দন, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, দক্ষ, নারদ, সনাতন, ভৃগু, মরীচি, দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, পুলহ, অঙ্গিরা, মেধস, লোমস, শুক্রাচার্য্য, বশিষ্ঠ, ক্রতু, বৃহস্পতি কর্দ্দম প্রজাপতি, শক্তি, অত্রি, পরাশর, মার্কণ্ডেয়, বলি, প্রহ্লাদ, গণপতি, যম, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, হুতাশন, অকূপার, উলূক, বায়ুজ, নাড়ীজঙ্ঘ, নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, কূর্ম্মাবতার, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ও বিভীষণ

নবধা ভক্তিযুক্তশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
এতে মহাত্মো ধর্ম্মিষ্ঠা ভক্তানাং প্রবরাস্তথা। ২৮।
যেতদ্ভক্তা স্তেতদংশা জীবন্মুক্তাশ্চ সন্ততং।
পাপহারাশ্চ তীর্থানাং পৃথিব্যাশ্চ বৃহস্পতে। ২৯।
ঊর্দ্ধেচ সপ্তস্বর্গাশ্চ সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
অধঃ সপ্তচ পাতালা এতদ্ব্রহ্মাণ্ড মেবচ। ৩০।
এবং বিধানাং বিশ্বানাং সংখ্যানাস্ত্যেব পুত্রক।
এবঞ্চ প্রতিবিশ্বেষু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। ৩১।
দেবাদেবর্ষযশ্চৈব মনবো মানবাদয়ঃ।
সর্ব্বাশ্রমাশ্চ সর্ব্বত্র সন্তিবদ্ধাশ্চ মায়য়া। ৩২।
মহদ্বিষ্ণোর্লোমকুপে সন্তিবিশ্বানিযস্য চ।
স ষোড়শাংশঃ কৃষ্ণস্য চাত্মনশ্চ মহাবিরাট। ৩৩।

ইহাঁদিগের পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রতি ঐ নবধা ভক্তি বিদ্যমান আছে। কেবল এই জন্য ঐ মহাত্মারা ত্রিজগৎসংসার মধ্যে ধর্ম্মিষ্ঠ ও ভক্তপ্রবর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮॥

যে মহাত্মারা পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন তাঁহারা যেতদংশজাত তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সাধুগণ নিরন্তর জীবন্মুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। অধিক আর কি বলিব তাঁহাদিগের চরণরেণু স্পর্শে পৃথিবীস্থ তীর্থ সমুদায়ের পাপক্ষয় হয়। ২৯।

বৎস! ঊর্দ্ধভাগে সপ্তস্বর্গ, এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী এবং নিম্নে সপ্ত পাতাল এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডনামে নির্দ্দিষ্ট এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড যে কত আছে তাহার সংখ্যা নাই। ঐ প্রত্যেক বিশ্বে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ দেবর্ষি মনু ও সর্ব্বাশ্রমবাসী মানবগণ ভগবন্মায়ায় বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে॥ ৩০॥ ৩১॥ ৩২॥

যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপে ঐ নিখিল বিশ্ব স্থিতি করে সেই মহাবিরাট

ভজসত্যং পরংব্রহ্ম নিত্যং নির্গুণমচ্যুতং।
প্রকৃতেঃ পরমীশানাং কৃষ্ণমাত্মানমীপ্সিতং। ৩৪।
নিরীহঞ্চ নিরাকারং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
নিষ্কামং নির্ব্বিরোধঞ্চ নিত্যানন্দং সনাতনং। ৩৫।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহং।
তেজঃস্বরূপং পরমং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং। ৩৬।
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং শিবাদিনাঞ্চ যোগিনাং।
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বপূজ্যং সর্ব্বঞ্চ সর্ব্বকামদং। ৩৭।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বানন্দকরং পরং।
সর্ব্বধর্ম্মপ্রদং সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞং প্রাণরূপিণং। ৩৮।
সর্ব্ব ধর্ম্মস্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণ কারণং।
সুখদং মোক্ষদং সারং পররূপঞ্চ ভক্তিদং। ৩৯।
দাস্যদং ধর্ম্মদঞ্চৈব সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সতাং।

পরমাত্মা কৃষ্ণের ষোড়শাংশ বলিয়া গণ্য। অতএব তুমি সেই প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ অবিনশ্বর নিত্য সত্যস্বরূপ সর্ব্বেপ্সিত পরব্রহ্ম পরাৎপর ভক্তবৎসল দয়াময় কৃষ্ণকে ভজনা কর। ৩৩। ৩৪।

বৎস! সেই ভগবান্ কৃষ্ণ নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিরীহ, নিষ্কাম, নির্ব্বিরোধ, নিত্যানন্দময়, সনাতন, স্বেচ্ছাময় ও সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। তিনি তেজঃস্বরূপ পরমপদার্থ ও সর্ব্বসম্পত্তিদাতা; ধ্যানযোগে তাঁহাকে ধারণ করা যায় না, তিনি শিবাদি পরম যোগিগণের দুরারাধ্য, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বকামদাতা, সর্ব্বাধার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বানন্দকর, পরমবস্তু, সর্ব্বধর্ম্মদাতা ও সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; সর্ব্বদেহে তিনি প্রাণরূপে অধিষ্ঠিত আছেন; তিনি সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপ, সর্ব্বকারণ কারণ, সুখমোক্ষদাতা, সারাৎসার, পরাৎপর

সর্ব্বং দদাতিরিক্তঞ্চ নশ্বরং কৃত্রিমং সদা। ৪০।
পরাৎপরতরং শুদ্ধং পরিপূর্ণতমং শিবং।
যথাসুখং গচ্ছ বৎস ভগবন্তমধোক্ষজং। ৪১।
কৃষ্ণেতিদ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং গৃহাণ কৃষ্ণদাস্যদং।
পুষ্করং দুষ্করং গত্বা দশলক্ষমিমং জপ। ৪২।
দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তব।
ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী তত্রৈবান্তরধীয়ত। ৪৩।
বৈশ্যোনত্বাঞ্চ তাং ভক্ত্যা জগাম পুষ্করং মুনে।
পুষ্করে দুষ্করং তপ্ত্বা সংপ্রাপ কৃষ্ণমীশ্বরং।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন কৃষ্ণদাসো বভূব সঃ। ৪৪।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ
সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে সুরথ
মেধস সংবাদে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ও ভক্তিপ্রদ বলিয়া গণ্য হন, তিনি সাধুগণের দাস্য ধর্ম্ম ও সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন; সকাম পুরুষগণ তাঁহার প্রসাদে সর্ব্বদা কৃত্রিম নশ্বর সম্পত্তি সমুদায় লাভ করিয়া থাকে এবং তিনি পরাৎপরতর শুদ্ধ পরিপূর্ণতম ও মঙ্গলদাতা, অতএব এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে সেই ভগবান্ অধোক্ষজ কৃষ্ণের উপাসনা কর। কৃষ্ণ এই দ্ব্যক্ষরমন্ত্র কৃষ্ণের দাস্যপ্রদ হয়। তুমি এই কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া দুষ্কর পুষ্করতীর্থে গমন পূর্ব্বক ঐ মন্ত্র দশ লক্ষ জপ কর। দশলক্ষ জপে তোমার মন্ত্র সিদ্ধি হইবে, এই বলিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯।৪০।৪১। ৪২। ৪৩।

তখন সেই সমাধি নামক বৈশ্য পরমাপ্রকৃতি দুর্গাদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন এবং তথায় কঠোর তপস্যা করিয়া সেই ভগবতী দুর্গার প্রসাদে সেই দেবদুর্ল্লভ পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণকে লাভ পূর্ব্বক তাঁহার দুর্ল্লভ দাস্য প্রাপ্ত হইলেন। ৪৪।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

রাজা যেন ক্রমেণৈব ভেজে তাং প্রকৃতিং পরাং।
তৎশ্রূয়তাং মহাভাগ বেদোক্তং ক্রমমেব চ। ১।
স্নাত্বাচম্য মহারাজ কৃত্বান্যাস ত্রয়ং তদা।
স্বকরাঙ্গাঙ্গ মন্ত্রাণাং ভূতশুদ্ধিং চকার সঃ। ২।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা কৃত্বাচ শঙ্খ শোধনং।
ধ্যাত্বা দেবীঞ্চ মৃণ্ময্যাং চকারাবাহনং তদা। ৩।
পুনর্ধ্যাত্বা চ ভক্ত্যাচ পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।
দেব্যাশ্চ দক্ষিণে ভাগে সংস্থাপ্য কমলালয়াং। ৪।
সংপূজ্য ভক্তিভাবেন ভক্ত্যা পরমধার্ম্মিকঃ।
দেবষট্‌কংসমাবাহ্য দেব্যাশ্চ পুরতোঘটে। ৫।
ভক্ত্যাচ পূজয়ামাস বিধিপূর্ব্বঞ্চ নারদ।
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং। ৬।

হে নারদ! দেবর্ষি সুরথ বেদবিহিত বিধানে যেরূপ সেই পরমা-প্রকৃতি দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১।

প্রথমে মহারাজ সুরথ স্নানান্তে আচমন পূর্ব্বক বিহিত মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস ও পীঠন্যাসাদি করিয়া ভুতশুদ্ধি করিলেন। ২।

পরে তিনি প্রাণায়াম ও শঙ্খশোধন পূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিয়া মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে দেবীর আবাহন করিলেন। ৩।

আবাহনান্তে রাজা দেবীর দক্ষিণভাগে কমলালয়া লক্ষ্মী স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তিযোগে পুনর্ধ্যান করিয়া দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৪।

পরম ধার্ম্মিক নরপতি ভক্তিভাবে দেবীর পূজা করিয়া দেবীর সম্মুখস্থ

দেবষট্‌কঞ্চ সংপূজ্য নমস্কৃত্য বিচক্ষণঃ।
তদা ধ্যায়েন্মহাদেবীং ধ্যানেনানেন ভক্তিতঃ। ৭।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং পরং কল্পতরুং মুনে।
ধ্যায়েন্নিত্যং মহাদেবীং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরীং। ৮।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদীনাং পূজ্যাং বন্দ্যাং সনাতনীং।
নারায়ণীং বিষ্ণুমায়াং বৈষ্ণবীং বিষ্ণুভক্তিদাং। ৯।
সর্ব্বস্বরূপাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বাধারাং পরাৎপরাং।
সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বমন্ত্র সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণীং। ১০।
সগুণাং নির্গুণাং সত্যাং বরাং স্বেচ্ছাময়ীং সতীং।
মহদ্বিষ্ণোশ্চ জননীং কৃষ্ণস্যার্দ্ধাঙ্গ সম্ভবাং। ১১।
কৃষ্ণপ্রিয়াং কৃষ্ণশক্তিং কৃষ্ণবুদ্ধ্যধি দেবতাং।
কৃষ্ণস্তুতাং কৃষ্ণপূজ্যাং কৃষ্ণবন্দ্যাং কৃপাময়ীং। ১২।

ঘটে গণেশ, সূর্য্য, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবা এই ষটদেবতার আবাহন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগের আরাধনা করিলেন, পরে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেই দেবগণকে নমস্কার করিয়া দেবীর ধ্যান করিলেন। ৫। ৬। ৭।

সামবেদে দেবীর কল্পতরুর স্বরূপ পরম ধ্যান নির্দ্দিষ্ট আছে, সাধক সেই ধ্যানযোগে মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী মহাদেবীর নিত্য পূজা করিবে। ৮।

ধ্যান যথা।—হে দেবি! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির পূজনীয়া, সর্ব্ব-বন্দ্যা, সনাতনী, নারায়ণী, বিষ্ণুমায়া, পরমা বৈষ্ণবী, বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী, সর্ব্বজীবের সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বাধারা, পরাৎপরা এবং সর্ব্ববিদ্যা, সর্ব্বমন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছ। তুমি নির্গুণা, কেবল কার্য্য-কালে সগুণা হও, আর তুমি সত্যস্বরূপা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, স্বেচ্ছাময়ী; সতী, মহাবিষ্ণুর জননী ও কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভবা বলিয়া কথিতা হও। ৯। ১০। ১১।

দেবি! তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রীদেবী, কৃষ্ণস্তুতা, কৃষ্ণবন্দ্যা ও কৃপাময়ী নাম এই জগৎসংসারে ধারণ করিয়াছ॥ ১২॥

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং কোটীসূর্য্যসম প্রভাং।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহ কাতরাং। ১৩।
দুর্গাং শতভুজাং দেবীং মহদ্দুর্গতিনাশিনীং।
ত্রিলোচনপ্রিয়াং সাধ্বীং ত্রিগুণাঞ্চ ত্রিলোচনাং। ১৪।
ত্রিলোচন প্রাণরূপাং শুদ্ধার্দ্ধ চন্দ্রশেখরাং।
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্য মণ্ডিতাং। ১৫।
বর্তুলং বামবক্ত্রঞ্চ শম্ভোর্ম্মানস মোহিনীং।
রত্নকুণ্ডল যুগ্মেন গণ্ডস্থল বিরাজিতাং। ১৬।
নাসাদক্ষিণভাগেন বিভ্রতী গজমৌক্তিকং।
অমূল্যরত্ন বহুলং বিভ্রতীং শ্রবণোপরি। ১৭।
মুক্তাপংক্তি বিনিন্দৈক দন্তপংক্তি সুশোভনাং।
পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীঞ্চ সুপ্রশন্নাং সুমঙ্গলাং। ১৮।

দেবি! তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তোমার বর্ণ ও কোটিসূর্য্যের ন্যায় তোমার প্রভা প্রকাশিত হইয়াছে, তোমার বদন মণ্ডল সুপ্রসন্ন ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত তুমি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে আর্দ্রচিত্ত হইয়া থাক॥ ১৩॥

তুমি মহা দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবী, শতভুজা, ত্রিলোচনপ্রিয়া, সাধ্বী, ত্রিগুণাশক্তি, ত্রিলোচনশক্তি ও ত্রিলোচন প্রাণরূপা বলিয়া কথিতা হও, বিশুদ্ধ অর্দ্ধচন্দ্র তোমার শেখরে শোভা পাইতেছে, তুমি মালতীমাল্য বিমণ্ডিত বর্ত্তুল মনোহর কবরীভার মস্তকে ধারণ করিয়া দেবদেব মহাদেবের মনবিমোহিত করিতেছ, রত্নকুণ্ডল যুগলে তোমার গণ্ডস্থল বিরাজিত রহিয়াছে, আর তোমার নাসিকার দক্ষিণভাগে গজমুক্তা ও শ্রবণোপরি অমূল্য বহুল রত্ন দোদুল্যমান হইতেছে॥ ১৪॥ ১৫॥ ১৬॥ ১৭॥

দেবি! তোমার মুক্তাপংক্তি বিনিন্দিত দশনপংক্তি শোভমান, পক্কবিম্বের ন্যায় তোমার অধরোষ্ঠের শোভা হইয়াছে এবং তুমি সুপ্রসন্না ও সুমঙ্গলদায়িনী হইয়া এই জগৎমণ্ডলে অবস্থান করিতেছ॥ ১৮॥

পত্রাপত্রাবলীরম্য কপোলযুগলোজ্জ্বলাং।
রত্নকেয়ূর বলয় রত্নমঞ্জীর রঞ্জিতাং। ১৯।
রত্নকঙ্কণ ভূষাঢ্যাং রত্নপাশক শোভিতাং।
রত্নাঙ্গুরীয় নিকরৈঃ করাঙ্গুলিচয়োজ্জ্বলাং। ২০।
পাদাঙ্গুলি নখাশক্তোলক্তরেখা সুশোভনাং।
বহ্নিশুদ্ধাং সুকাধানাং গন্ধচন্দন চর্চ্চিতাং। ২১।
বিভ্রতীং স্তনযুগ্মঞ্চ কস্তূরী চিত্রশোভিতাং।
সর্ব্বরূপ গুণবতীং গজেন্দ্র মন্দগামিনীং। ২২।
অতীব কান্তাং শান্তাঞ্চ নীতান্তাং যোগসিদ্ধিষু।
বিধাতুশ্চ বিধাত্রীঞ্চ সর্ব্বধাত্রীঞ্চ শঙ্করীং। ২৩।
শরৎপার্ব্বণ চন্দ্রাস্যামতীব সুমনোহরা।
কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধমধশ্চন্দনবিন্দুনা। ২৪।

তোমার সুরম্য কপোলযুগলে সুচিত্রিত পত্রাবলী বিরাজিত রহিয়াছে যথাস্থানে রত্নকেয়ূর, রত্নবলয়, রত্নমঞ্জীর, রত্নকঙ্কণ ও রত্নপাশক নিবেশিত থাকাতে তোমার অঙ্গ সমুদায়ের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ হইয়াছে এবং তুমি করাঙ্গুলি সমুদায়ে সমুজ্জ্বল রত্নাঙ্গুরীয় ধারণ করিয়াছ। ১৯। ২০।

তোমার পদাঙ্গুলিতে ও পদনখে অলক্তক রেখা বিন্যস্ত থাকাতে পরম শোভা হইয়াছে. তুমি অগ্নিশুদ্ধ সুন্দর বসন ধারণ, অঙ্গে চন্দন লেপন ও স্তনযুগলে কস্তূরীপত্র অঙ্কিত করিয়া রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছ,তুমি সর্ব্বরূপা গুণবতী,গজেন্দ্রগামিনী বলিয়া কথিতা হও।২১।২২।

তুমি অতীব কমনীয়া ও শান্ত প্রকৃতি, যোগসিদ্ধিবলে তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি বিধাতার বিধাত্রী, সর্ব্বধাত্রী ও শঙ্করীনাকে কথিতা।২৩।

তোমার শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডলের শোভা প্রকাশ হইতেছে, তোমার ভালমধ্যদেশে সমুজ্জ্বল সিন্দূর বিন্দু ও তন্নিম্নে কস্তূরী

সিন্দূর বিন্দুনাশঞ্চ ভালমধ্যস্থলোজ্জ্বলাং।
পরং মধ্যাহ্নে কমলপ্রভা মোচন লোচনাং। ২৫।
চারু কজ্জলরেখাভ্যাং সর্ব্বতশ্চ সমুজ্জ্বলাং।
কোটিকন্দর্প লাবণ্য লীলানিন্দিত বিগ্রহাং। ২৬।
রত্নসিংহাসনস্থাঞ্চ সদ্রত্ন মুকুটোজ্জ্বলাং।
সৃষ্টৌ স্রষ্টুঃ শিল্পরূপাং দয়াং পাতুশ্চপালনে। ২৭।
সংহারকালে সংহর্ত্তুঃ পরাং সংহাররূপিণীং।
নিশুম্ভ শুম্ভমথিনীং মহিষাসুর মর্দ্দিনীং। ২৮।
পুরা ত্রিপুরযুদ্ধে চ সংস্তুতাং ত্রিপুরারিণা।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে বিষ্ণুশক্তি স্বরূপিণীং। ২৯।
সর্ব্বদৈত্য নিহন্ত্রীঞ্চ রক্তবীজ বিনাশিনীং।
নৃসিংহ শক্তিরূপাঞ্চ হিরণ্যকশিপোর্ব্বধে। ৩০।

বিন্দুযুক্ত চন্দনবিন্দু শোভমান হইতেছে এবং তোমার নয়নযুগলের প্রভায় মাধ্যাহ্নিক কমলপ্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে, ঐ নয়নযুগলের পার্শ্বে সমুজ্জ্বল সুচারু কজ্জলরেখা বিন্যস্ত রহিয়াছে, তোমারদেহের লীলালাবণ্য কোটিকন্দর্প লাবণ্যকেও তিরস্কার করিতেছে। ২৪।২৫।২৬।

তুমি মস্তকে সুন্দর রত্নমণ্ডিত সমুজ্জ্বল মুকুট ধারণ করিয়া রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছ, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিবিষয়ে শিল্পরূপা, পালন কর্ত্তা বিষ্ণুর পালনবিষয়ে দয়ারূপা ও সংহার কর্ত্তা রুদ্রের সংহারকালে পরমা সংহাররূপিণী বলিয়া কথিতা হও, আর তুমি নিশুম্ভ শুম্ভঘাতিনী ও মহিষাসুরমর্দ্দিনী বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাক॥ ২৭॥ ২৮॥

পূর্ব্বে ত্রিপুরযুদ্ধকালে ত্রিপুরারি তোমার স্তব করিয়াছিলেন, আর মধুকৈটভ সংগ্রামে তুমি বিষ্ণুশক্তিস্বরূপিণী হইয়াছিলে॥ ২৯॥

দেবি! তুমি সর্ব্বদৈত্যঘাতিনী ও রক্তবীজ বিনাশিনী বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাক, হিরণ্যকশিপুর বধকালে তুমি নৃসিংহশক্তিরূপা ও

বরাহশক্তিং বারাহীং হিরণ্যাক্ষ বধে তথা।
পরং ব্রহ্মস্বরূপাঞ্চ সর্ব্বশক্তিং সদা ভজে। ৩১।
ইতিধ্যাত্বা স্ব শিরসি পুষ্পং দত্বা বিচক্ষণঃ।
পুনর্ধ্যাত্বা চৈব কুর্য্যাৎ দুর্গামাবাহনান্ততঃ। ৩২।
প্রকৃতেঃ প্রতিমাং ধৃত্বা মন্ত্রমেবং পঠেন্নরঃ।
জীবন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ মনুনানেন যত্নতঃ। ৩৩।
এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শিবলোকাৎ সনাতনী।
গৃহাণ মমপূজাঞ্চ শারদীয়াং সুরেশ্বরী। ৩৪।
ইহাগচ্ছ জগৎপূজ্যে তিষ্ঠতিষ্ঠ মহেশ্বরী।
হেমাত রম্যামর্চ্চায়াং সন্নিরুদ্ধাভবাম্বিকে। ৩৫।
ইহাগচ্ছ তু মৎ প্রাণাশ্চাধপ্রাণৈর্ম্মহাচ্যুতে।
ইহাগচ্ছন্তু ত্বরিতং তবৈব সর্ব্বশক্তয়ঃ। ৩৬।

হিরণ্যাক্ষ বধে বরাহশক্তি বারাহীরূপা হইয়াছিলে, জ্ঞানিগণ তোমাকে সর্ব্বশক্তি ও পরব্রহ্মস্বরূপিণী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন আমি এবম্ভূতা তোমাকে ভজনা করি ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি ভগবতী দুর্গাদেবীর এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্পপ্রদান করিবে। পরে পুনর্ধ্যান পাঠ পূর্ব্বক দেবীর আবাহন করিয়া প্রকৃতির প্রতিমা ধারণ করত উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ ও বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে যত্ন পূর্ব্বক জীবন্যাস করিবেন ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

হে ভগবতি জগন্মাতঃ! তুমি সনাতনী ও সুরেশ্বরী নামে নির্দ্দিষ্টা রহিয়াছ, এক্ষণে তুমি শিবলোক হইতে এই স্থানে অধিষ্ঠান হইয়া আমার পূজা গ্রহণ কর ॥ ৩৪ ॥

জগৎপূজ্যে! তুমি এই স্থানে শুভাগমন কর. মহেশ্বরি! তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, হে মাতঃ হে অম্বিকে! তুমি এই পবিত্র পূজাস্থানে সন্নিরুদ্ধা হও ॥ ৩৫ ॥

ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ চ দুর্গায়ৈ বহ্নিজায়ান্ত মেবঁচ।
সমুচ্চার্য্যাঁবসি প্রাণাঃ স তিষ্ঠন্তু সদাশিবে। ৩৭।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াধি দেবাস্তে ইহাগচ্ছন্তু চণ্ডিকে।
ইহাগচ্ছন্তু তে শক্ত্য ইহাগচ্ছন্তু ঈশ্বরাঃ। ৩৮।
স ইহাগচ্ছেত্যাবাহ্য পরিহারং করোতিচ।
মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্রতং শৃণুষ্ব সমাহিতঃ। ৩৯।
স্বাগতং ভগবত্যম্ব শিবলোকাচ্ছিবপ্রিয়ে।
প্রসাদং কুরুমাং ভদ্রে ভদ্রকালী নমোহস্তুতে। ৪০।
ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসিযতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ং। ৪১।
অদ্য মে সফলং জন্ম সার্থকং জীবনং মম।
পূজয়ামি যতো দুর্গাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে। ৪২।

হে মহাদ্যুতে! তোমার মূর্ত্তিতে সত্বর অধপ্রাণের সহিত তদীয় প্রাণ সমুদায় ও শক্তি সমুদায়ের অধিষ্ঠান হউক ॥ ৩৬ ॥

সাধক, ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হে সদাশিবে! তুমি রক্ষাকর্ত্রী, তোমার প্রাণ সমুদায় এই মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হউক, হে চণ্ডিকে! তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাদেব তোমার শক্তি সমুদায় ও ঈশ্বরগণ এই মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান করুন ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

নারদ! সাধক সমাহিত চিত্তে ঐরূপে দেবীর আবাহন করিয়া যে মন্ত্রে পরিহার করিবে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি শ্রবণ কর। ৩৯।

হে ভগবতি অম্ব! তুমি শিবলোক হইতে ত সুখে আগমন করিয়াছ? শিবপ্রিয়ে! তুমি প্রসন্না হও, ভদ্রে! তুমি ভদ্রকালীনামে অভিহিতা হইয়া থাক, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪০ ॥

হে মাহেশ্বরি দুর্গে! যখন তুমি মদীয় আলয়ে আগমন করিয়াছ তখন আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম এবং আমার জীবন সফল হইল ।৪১।

ভারতে ভবতীং পূজ্যাং দুর্গাং যঃ পূজয়েদ্বুধঃ।
সোঽন্তে যাতি চ তল্লোকং পরমৈশ্বর্য্যবানিহ। ৪৩।
কৃত্বাচ বৈষ্ণবী পূজাং বিষ্ণুলোকং ব্রজেৎ সুধীঃ।
মাহেশ্বরীঞ্চ সংপূজ্য শিবলোকঞ্চ গচ্ছতি। ৪৪।
সাত্ত্বিকী তামসীচৈব ত্রিধাপূজা চ রাজসী।
ভগবত্যাশ্চ বেদোক্তা চোত্তমা মধ্যমাধমা। ৪৫।
সাত্ত্বিকী বৈষ্ণবানাঞ্চ শাক্তাদীনাঞ্চ রাজসী।
অদীক্ষিতানামসতাং ধন্যানাং তামসী স্মৃতা। ৪৬।
জীবহত্যা বিহীনায়া বরা পূজাচ বৈষ্ণবী।
বৈষ্ণবা যান্তি গোলোকং বৈষ্ণবী বরদানতঃ॥ ৪৭॥

দুর্গে! এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে আমি তোমার আরাধনা করাতে আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল॥ ৪২॥

যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে জগৎপূজ্যা তোমার পূজা করেন তিনি ইহলোকে পরমৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া অন্তে ত্বদীয় লোকে গমন করিতে সমর্থ হন॥ ৪৩॥

সুবিজ্ঞ পুরুষ বৈষ্ণবীর পূজা করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করেন আর মাহেশ্বরীর পূজা করিলে শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৪৪॥

দেবি! বেদে তোমার সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধা পূজা নির্দ্দিষ্টা আছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী পূজা উত্তমা, রাজসী পূজা মধ্যমা, ও তামসী পূজা অধমা বলিয়া গণ্য হয়॥ ৪৫॥

ঐ ত্রিবিধ পূজার মধ্যে বৈষ্ণবগণের সাত্ত্বিকী পূজা, শাক্তদিগের রাজসী পূজা এবং এই জগৎসংসার মধ্যে অদীক্ষিত ভোগবান্ অসাধু-গণের তামসী পূজা বিহিত হইয়াছে,॥ ৪৬॥

যে পূজায় জীব হিংসা নাই তাহার নাম সাত্ত্বিকী পূজা। সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ, সত্ত্বগুণাবলম্বী বিষ্ণুভক্ত মহাত্মারা ঐ সাত্ত্বিকী পূজা করিয়া বৈষ্ণবীর

মাহেশ্বরী রাজসী চ বলিদান সমন্বিতা।
শাক্তাদয়ো রাজসাশ্চ কৈলাসং যান্তি তে তয়া ॥ ৪৮ ॥
কিরাতা নরকং যান্তি তামস্যা পূজয়া তয়া।
ত্ব মেব জগতাং মাতশ্চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা ॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাচ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হরাত্বঞ্চ পরাৎপরা ॥ ৫০ ॥
সুখদা মোক্ষদা ভদ্রা কৃষ্ণভক্তিপ্রদা সদা।
নারায়ণি মহাভাগে দুর্গা দুর্গতি নাশিনী ॥ ৫১ ॥
দুর্গেতি স্মৃতি মাত্রেণ যাতিদুর্গং নৃণামিহ।
ইতি কৃত্বা পরিহারং দেব্যা বামে চ সাধক ॥ ৫২ ॥
ত্রিপদ্যা উপবিষ্টাত্তু কুর্য্যাচ্চ শঙ্খস্থাপনং।
তত্র দত্বা জলং পূর্ণং দূর্ব্বাং পুষ্পাঞ্চ চন্দনং ॥ ৫৩ ॥

বরদানে অনায়াসে গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

বলিদান সমন্বিতা পূজার নাম রাজসী পূজা, রাজস শাক্তাদিগণ মাহেশ্বরীর রাজসী পূজা করিয়া কৈলাসধামে গমন করেন ॥ ৪৮ ॥

আর তমোগুণযুক্ত ব্যাধগণ তোমার তামসী পূজা করিয়া নরকে গমনকরে। জগন্মাত! তোমার আরাধনায় জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

মহাভাগে! তুমি পরমাত্মা কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিস্বরূপা, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হারিণী, পরাৎপরা, সুখ মোক্ষদায়িনী সর্ব্বদা কৃষ্ণভক্তিপ্রদা, নারায়ণী, দুর্গা ও দুর্গতিনাশিনী বলিয়া কথিতা হইয়া থাক ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

দুর্গে! তোমার দুর্গানাম স্মরণ মাত্র মানবগণের দুর্গতির খণ্ডন হয়, সাধক এইরূপে দেবীর পরিহার করিয়া বামভাগস্থ ত্রিপদিকার উপরিভাগে শঙ্খ স্থাপন পূর্ব্বক উহা জলপূর্ণ করত তদুপরি দুর্ব্বা পুষ্প ও চন্দন প্রদান করিবে। পরে দক্ষিণহস্তে উহা ধারণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ

ধৃত্বা দক্ষিণ হস্তেন মন্ত্রমেবং পঠেন্নরঃ।
শঙ্খস্ত্বং পুণ্য শঙ্খানাং মঙ্গলাঞ্চ মঙ্গলং।
প্রভবঃ শঙ্খচূড়াত্ত্বং পুরাকল্পে পবিত্রকঃ॥ ৫৪॥
ততোঽর্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য বিধিনানেন পণ্ডিতঃ।
দত্ত্বা সংপূজয়েদ্দেবীং উপচারেণ ষোড়শ॥ ৫৫॥
ত্রিকোণ মণ্ডলং কৃত্বা সজলেন কুশেন চ।
কূর্ম্মং শেষং ধরিত্রীঞ্চ সংপূজ্য তত্র ধার্ম্মিকঃ॥ ৫৬॥
ত্রিপদিং স্থাপয়েত্তত্র ত্রিপদ্যাং শঙ্খ মেব চ।
শঙ্খে ত্রিভাগ তোয়ঞ্চ দত্ত্বা সংপূজয়েত্ততঃ॥ ৫৭॥
গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতী।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ৫৮॥
স্বর্ণরেখে কনখলে পারিভদ্রেচ গণ্ডকি।
শ্বেতগঙ্গে চন্দ্ররেখে পম্পো চম্পোচ গোমতি॥ ৫৯॥

করিবে। হে শঙ্খ! পূর্ব্বকল্পে তুমি শঙ্খচূড়ের অস্থি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলে, মঙ্গলময় পুণ্য শঙ্খ সমুদায়ের মধ্যে তুমি মঙ্গলদাতা বলিয়া গণ্য হইয়া থাক॥ ৫২॥ ৫৩॥ ৫৪॥

জ্ঞানবান্‌ব্যক্তি এইরূপে শঙ্খের উপরিভাগে অর্ঘ্যস্থাপন ও বিধিপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবেক॥ ৫৫॥

ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রথমে সজল কুশদ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবীর পূজা করিবে। পরে সেই মণ্ডলোপরি ত্রিপদিকা রক্ষা ও তদুপরি শঙ্খ স্থাপন করিয়া সেই শঙ্খের ত্রিভাগ জল-পূর্ণ করত দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবে॥ ৫৬॥ ৫৭॥

তৎপরে ধর্ম্মাত্মা সাধক সেই শঙ্খস্থজলে এইরূপে তীর্থ সমুদায় আবাহন করিবে, হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি!

পদ্মাবতীতি পর্ণাশে বিপাশে বিরজে শুভে।
শতহ্রদে মন্দাকিনি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরুঃ। ৬০॥
বহ্নিং সূর্য্যঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ গণেশং বরুণং শিবং।
পূজয়েত্তত্র তোয়েচ তুলস্যা চন্দনে নচ।
নৈবেদ্যানি চ সর্ব্বাণি প্রোক্ষয়েত্তজ্জলেন চ॥ ৬১॥
ততো দদ্যাচ্চ প্রত্যেকমুপচারাণি ষোড়শ।
আসনং বসনং পাদ্যং স্নানীয়মনুলেপনং॥ ৬২॥
মধুপর্কং গন্ধমর্ঘ্যং পুষ্পং নৈবেদ্যমীপ্সিতং।
পুনরাচমনীয়ঞ্চ তাম্বুলং বস্ত্র ভূষণং॥ ৬৩॥
ধূপং প্রদীপং তল্পঞ্চেত্যুপচারাণি ষোড়শ॥ ৬৪॥
অমূল্য রত্ননির্ম্মাণং নানাচিত্র বিরাজিতং।
বরং সিংহাসন শ্রেষ্ঠং গৃহ্যতাং শঙ্করপ্রিয়ে॥ ৬৫॥

হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! হে স্বর্ণরেখে! হে কনখলে! হে পারিভদ্রে! হে গণ্ডকি! হে শ্বেতগঙ্গে! হে চন্দ্ররেখে! হে পম্পে! হে চম্পে! হে গোমতি! হে পদ্মাবতি! হে পর্ণাশে! হে বিপাশে! হে বিরজে! হে শতহ্রদে! হে মন্দাকিনি! তোমরা সকলে এই জলে অধিষ্ঠান কর॥ ৫৮॥ ৫৯॥ ৬০॥

এইরূপে তীর্থাবাহন করিয়া সাধক সেই জলে চন্দন ও তুলসী দ্বারা বহ্নি, সূর্য্য, বিষ্ণু, গণেশ, বরুণ ও শিবের অর্চ্চনা পূর্ব্বক সেই জলদ্বারা নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণ সমুদায় প্রোক্ষিত করিবে। ৬১॥

অতঃপর দেবীকে যথাক্রমে আসন, বসন, পাদ্য, স্নানীয়, অনুলেপন, মধুপর্ক, গন্ধ, অর্ঘ্য, পুষ্প, নৈবেদ্য পুনরাচমনীয়, তাম্বূল, বস্ত্র, ভূষণ, ধূপ, দীপ ও শয্যা এই ষোড়শোপচার প্রদান করিবে। ৬২। ৬৩। ৬৪।

যে যে মন্ত্রে যে যে বস্তু প্রদান করা বিধেয় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শঙ্করপ্রিয়ে! আমি অমূল্য রত্ননির্ম্মিত নানা চিত্র বিরাজিত উৎকৃষ্ট

অতন্তুসূত্র প্রভবমীশ্বরেচ্ছা বিনির্ম্মিতং।
জ্বলদগ্নি বিশুদ্ধঞ্চ বসনং গৃহ্যতাং শিবে॥ ৬৬॥
অমূল্য রত্নপাত্রস্থং নির্ম্মলং জাহ্নবীজলং।
পাদপ্রক্ষ্যালনার্থায় দুর্গে পাদ্যং প্রগৃহ্যতাং॥ ৬৭॥
সুগন্ধামলকী স্নিগ্ধদ্রব্য মেব সুদুর্ল্লভং।
সুপক্কং বিষ্ণুতৈলঞ্চ গৃহ্যতাং পরমেশ্বরী॥ ৬৮॥
কস্তুরী কুঙ্কুমাক্তঞ্চ সুগন্ধি চন্দনদ্রবং।
সুবাসিতং জগন্মাত গৃহ্যতামনুলেপনং॥ ৬৯॥
মাধ্বীকং রত্নপাত্রস্থং সুপবিত্রং সুমঙ্গলং।
মধুপর্কং মহাদেবি গৃহ্যতাং স্বাদুপূর্ব্বকং॥ ৭০॥
বৃক্ষভেদ মূলচূর্ণং গন্ধদ্রব্য সমন্বিতং।
সুপবিত্রং মঙ্গলার্হং দেবি গন্ধং গৃহাণ মে॥ ৭১॥

সিংহাসন তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি ইহা গ্রহণ কর॥ ৬৫॥

শিবে! তুমি কৃপা করিয়া এই অতন্তু সূত্রজাত ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ম্মিত জ্বলদনলে পরিশুদ্ধ মদ্দত্ত বসন গ্রহণ কর॥ ৬৬॥

দুর্গে! তুমি পাদ প্রক্ষালনার্থ এই মদ্দত্ত অমূল্য রত্ন পাত্রস্থ পাদ্য নির্ম্মল জাহ্নবী জল পরিগ্রহ কর॥ ৬৭॥

পরমেশ্বরি! এই স্নানার্থ সুগন্ধ আমলকীদ্বারা সুস্নিগ্ধ সুপক্ক সুদুর্ল্লভ বিষ্ণুতৈল প্রদান করিলাম তুমি গ্রহণ কর॥ ৬৮॥

জগন্মাতঃ! এই কস্তূরী কুঙ্কুমাক্ত সুবাসিত সুগন্ধি অনুলেপন চন্দন দ্রব আমি তোমার প্রীতির জন্য অর্পণ করিলাম। ইহা গৃহিত হউক।৬৯।

মহাদেবি! এই রত্নপাত্রস্থ সুপবিত্র সুস্বাদু সুমঙ্গল জনক মাধ্বীক মধুপর্ক মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল, তুমি ইহা গ্রহণ কর॥ ৭০॥

হে দেবি! বৃক্ষবিশেষের মূলচূর্ণ যুক্ত গন্ধদ্রব্য সমন্বিত মঙ্গলার্হ সুপবিত্র গন্ধ আমি তোমাকে অর্পণ করিলাম, তুমি উহা গ্রহণ কর। ৭১।

পবিত্র শঙ্খপাত্রস্থং দূর্ব্বা পুষ্পাক্ষতান্বিতং।
স্বর্গ মন্দাকিনী তোয়মর্ঘ্যং চণ্ডি গৃহাণ মে ॥ ৭২ ॥
সুগন্ধি পুষ্পশ্রেষ্ঠঞ্চ পারিজাত তরূদ্ভবং।
মালত্যাদি পুষ্পমাল্যং গৃহ্যতাং জগদম্বিকে ॥ ৭৩ ॥
দিব্যং সিদ্ধান্নমামন্নং পিষ্টকং পায়সাদিকং।
মিষ্টান্নং লড্ডুকফলং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং শিবে ॥ ৭৪ ॥
সুবাসিতং শীততোয়ং কর্পূরাদি বিনির্ম্মিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহ্যতাং শৈলকন্যকে ॥ ৭৫ ॥
গুবাক পর্ণচূর্ণঞ্চ কর্পূরাদি সুবাসিতং।
সর্ব্বভোগ বরং রম্যং তাম্বূলং দেবিগৃহ্যতাং ॥ ৭৬ ॥
তরুনির্যাস চূর্ণঞ্চ গন্ধবস্তু সমন্বিতং।
হুতাশন শিখা শুদ্ধং ধূপঞ্চ দেবিগৃহ্যতাং ॥ ৭৭ ॥

হে চণ্ডি! এই পবিত্র শঙ্খপাত্রস্থ দূর্ব্বাপুষ্প ও আতপ তণ্ডুলযুক্ত মন্দাকিনীজল মিশ্রিত অর্ঘ্য প্রদান করিলাম তুমি ইহা গ্রহণ কর ॥ ৭২ ॥

জগদম্বিকে! সুগন্ধি সুমনোহর পারিজাত কুসুম এবং মালতী প্রভৃতি পুষ্পমাল্য তোমার প্রীতির নিমিত্ত অর্পিত হইল পরিগ্রহ কর ॥ ৭৩ ॥

শিবে! আমি দিব্য সিদ্ধান্ন আমান্ন পিষ্টক পায়সাদি মিষ্টান্ন লড্ডুক, ফল ও নৈবেদ্য তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রদত্ত এই সমুদায় বস্তু গ্রহণ কর ॥ ৭৪ ॥

পার্ব্বতি! এই কর্পূরাদি সমন্বিত সুবাসিত সুশীতল বারি, আমি ভক্তিযোগে তোমাকে নিবেদন করিলাম, ত্বৎকর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হউক। ৭৫॥

দেবি! এই গুবাক পর্ণচূর্ণ রচিত কর্পূরাদি সুবাসিত সর্ব্বভোগপ্রধান সুরম্য তাম্বূল মৎকর্ত্তৃক নিবেদিত হইল, তুমি ইহা গ্রহণ কর ॥ ৭৬ ॥

দেবি! বৃক্ষনির্য্যাস চূর্ণে রচিত গন্ধবস্তু সমন্বিত অনলশিখায় পবিত্রীকৃত ধূপ ত্বদীয় প্রীতিকাম নায় অর্পণ করিলাম পরিগ্রহ কর। ৭৭।

দিব্যরত্ন বিশেষঞ্চ সান্দ্রধ্বান্ত নিরাকৃতং।
সুপবিত্রং প্রদীপঞ্চ গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥ ৭৮॥
রত্নসার বিনির্ম্মাণং দিব্য পর্য্যঙ্কমুত্তমং।
সূক্ষ্মবস্ত্র সমাকীর্ণং দেবিতল্পং প্রগৃহ্যতাং॥ ৭৯॥
এবং সংপূজ্যতাং দুর্গাং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং মুনে।
ততোঽষ্টনায়িকা দেব্যা যত্নতঃ পরিপূজয়েৎ॥ ৮০॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাং চ চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনায়িকাং।
অতি চণ্ডাঞ্চ চামুণ্ডাং চণ্ডাং চণ্ডবতীং তথা॥ ৮১॥
পদ্মেচাষ্টদলে চেতাঃ প্রাগাদিক্রমতস্ততা।
পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য ভৈরবান্মধ্যদেশতঃ॥ ৮২॥
আদৌ মহা ভৈরবঞ্চ সংহার ভৈরবং তথা।
অসিতাঙ্গ ভৈরবঞ্চ রুরু ভৈরব মেবচ॥ ৮৩॥
ততঃ কালভৈরবঞ্চ ক্রোধ ভৈরব মেবচ।

পরমেশ্বরি! আমি এই ঘোরান্ধকার নিবারক দিব্য রত্নবিশেষ ও সুপবিত্র দীপ তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি ইহা গ্রহণ কর॥ ৭৮॥

দেবি! আমি এই রত্নসার বিনির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্রসমাকীর্ণ দিব্য পর্য্যঙ্ক সহিত উৎকৃষ্ট শয্যা প্রদান করিলাম, ইহা গৃহীত হউক। ৭৯।

সাধক এইরূপ ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক যথাক্রমে যত্নসহকারে অষ্টনায়িকার অর্চ্চনা করিবে॥৮০॥

সুবিজ্ঞ সাধক বিনির্ম্মিত অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বাদি দিক্ হইতে যথাক্রমে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা ও চণ্ডবতী এই অষ্টনায়িকার পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া সেই মণ্ডল মধ্যে ভৈরবগণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে॥ ৮১। ৮২॥

পূজক প্রথমে যথাক্রমে মণ্ডল মধ্যে মহাভৈরব সংহারভৈরব, অসি-

তাম্রচূড়ং চন্দ্রচূড়মন্তেচ ভৈরব দ্বয়ং ॥ ৮৪ ॥
এতান্ সংপূজ্য মধ্যেচ নবশক্তিশ্চ পূজয়েৎ।
তত্র পদ্মেচাষ্টদলে মধ্যেচ ভক্তিপূর্ব্বকং ॥ ৮৫ ॥
বৈষ্ণবীঞ্চৈব ব্রহ্মাণী রৌদ্রাং মাহেশ্বরীং তথা।
নারসিংহীঞ্চ বারাহীমিন্দ্রাণীং কার্ত্তিকীং তথা ॥ ৮৬ ॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রধানাং সর্ব্বমঙ্গলাং।
নবশক্তীশ্চ সংপূজ্য ঘটে দেবাংশ্চ পূজয়েৎ ॥ ৮৭ ॥
শঙ্করং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ সূর্য্যং সোমং হুতাশনং।
বায়ুঞ্চ বরুণঞ্চৈব দেব্যাশ্চেটীং বটুন্তথা ॥ ৮৮ ॥
চতুঃষষ্টি যোগিনীশ্চ সংপূজ্য বিধিপূর্ব্বকং।
যথাশক্তি বলিং দত্বা করোতি স্তবনং বুধঃ ॥ ৮৯ ॥
কবচঞ্চ গলেবদ্ধা পঠিত্বা ভক্তিপূর্ব্বকং।
ততঃ কৃত্বা পরীহারং নমস্কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৯০ ॥

তাম্রভৈরব, রুরুভৈরব, কালভৈরব ও ক্রোধভৈরবের পূজা করিয়া পরে তাম্রচূড় ও চন্দ্রচূড় নামক ভৈরব দ্বয়ের পূজা করিবে ॥ ৮৩। ৮৪ ॥

এইরূপ ভৈরবগণের পূজাবসানে সাধক ভক্তি সহকারে অষ্টদল পদ্মের মধ্যভাগে ভক্তিপূর্ব্বক নবশক্তির পূজা করিবে ॥ ৮৫ ॥

সুবিজ্ঞ সাধক যথাক্রমে ঐ অষ্টদল পদ্ম মধ্যে বৈষ্ণবী ব্রহ্মাণী রৌদ্রী মাহেশ্বরী নারসিংহী বারাহী কার্ত্তিকী ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপা প্রধানা সর্ব্ব মঙ্গলা এই নবশক্তির অর্চ্চনা করিয়া ঘটে যথাক্রমে শঙ্কর, কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, দেবীর চেটী, বটু ও চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা যথাবিধি সমাধান পূর্ব্বক দেবীকে যথাশক্তি বলিপ্রদান করত ভক্তিপূর্ব্বক যথাশক্তি তাঁহার স্তব করিবে। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯।

বিচক্ষণ ব্যক্তি দেবীর কবচ গলদেশে বদ্ধ করিয়া ভক্তিযোগে স্তবপাঠ ও পরিহার পূর্ব্বক দেবীকে নমস্কার করিবে। ৯০।

বলিদান বিধানঞ্চ শ্রূয়তাং মুনিসত্তম।
মায়াতিং মহিষং ছাগং দদ্যান্মেষাদিকং শুভং ॥ ৯১ ॥
সহস্রবর্ষং সুপ্রীতা দুর্গামায়াতি দানতঃ।
মহিষেণ বর্ষশতং দশবর্ষঞ্চ ছাগলাৎ ॥ ৯২ ॥
বর্ষং মেষেণ কুষ্মাণ্ডৈঃ পক্ষিভির্হরিণৈস্তথা।
দশবর্ষং কৃষ্ণসারৈঃ সহস্রাব্দঞ্চ গণ্ডকৈঃ ॥ ৯৩ ॥
কৃত্রিমৈঃ পিষ্ট নির্ম্মাণৈঃ ষণ্মাসং পশুভিস্তথা।
মাসং সুকাসাদি ফলৈ রক্ষতৈরিতি নারদ ॥ ৯৪ ॥
যুবকং ব্যাধিহীনঞ্চ স শৃঙ্গং লক্ষণান্বিতং।
বিশুদ্ধমবিকারাঙ্গং সুবর্ণং পুষ্ট মেবচ ॥ ৯৫ ॥
শিশুনাবলিনাদাতুর্হন্তি পুত্রঞ্চ চণ্ডিকা।
বৃদ্ধেনৈব গুরুজনং ক্রমেণ বান্ধবস্তথা ॥ ৯৬ ॥

দেবর্ষে। এক্ষণে বলিদান বিধান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সুবিজ্ঞ ব্যক্তি দেবীর প্রীতির জন্য সুলক্ষণাক্রান্ত নরবলি, মহিষ, ছাগ ও মেষাদি পশু বলি প্রদান করিবে। ৯১।

নরবলিদানে সহস্রবর্ষ, মহিষ বলিদানে শত বর্ষ, ছাগ বলিদানে দশ বর্ষ, মেষ পক্ষী হরিণ ও কুষ্মাণ্ড বলিদানে একবর্ষ, কৃষ্ণসার বলিদানে দশ বর্ষ ও গণ্ডক বলিদানে সহস্র বর্ষ, পিষ্ট নির্ম্মিত কৃত্রিম পশু বলিদানে ষণ্মাস এবং অক্ষত সুকাসাদি ফল বলিদানে একমাস ভগবতী দুর্গাদেবী বলিদাতা পূজকের প্রতিপ্রসন্না হইয়া থাকেন। ৯২। ৯৩। ৯৪।

যে পশু বলিদান করা হইবে তাহার নিয়ম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। বলির পশু যুবক ব্যাধিহীন শৃঙ্গযুক্ত লক্ষণান্বিত, বিশুদ্ধ অবিকারাঙ্গ উত্তমবর্ণ যুক্ত ও পুষ্টাঙ্গ হওয়া আবশ্যক। ৯৫।

শাবক পশু বলিদান করিলে চণ্ডিকা দেবী বলিদাতার পুত্রবিনাশ

ধনঞ্চৈবাধিকাঙ্গেন হীনাঙ্গেন প্রজাস্তথা।
কামিনীং শৃঙ্গ ভঙ্গেন কাণেন ভ্রাতরস্তথা ॥ ৯৭ ॥
ঘণ্টিকেন ভবেন্মৃত্যুর্ব্বিঘ্নঞ্চ চিত্রমস্তকে।
সুতং মিত্রং তাম্রপৃষ্ঠে ভ্রষ্টশ্রীঃ পুচ্ছহীনতঃ ॥ ৯৮ ॥
মায়াভীনাঞ্চ নির্ণীতং শ্রূয়তাং মুনিসত্তম।
বক্ষ্যাম্যথর্ব্ববেদোক্তং ফলহানির্ব্ব্যতিক্রমে ॥ ৯৯ ॥
পিতৃ মাতৃ বিহীনাঞ্চ যুবকং ব্যাধি হীনকং।
বিবাহিতং দীক্ষিতঞ্চ পরদার বিহীনকং ॥ ১০০ ॥
অজারকং বিশুদ্ধঞ্চ সচ্ছূদ্রং মুলকং বরং।
তদ্বন্ধুভ্যোধনং দত্বা ক্রীতং মূল্যাতিরেকতঃ ॥ ১০১ ॥
স্নাপয়িত্বা চ তং ধর্ম্মাসংপূজ্য বস্ত্রচন্দনৈঃ।
মাল্যৈর্ধূপৈশ্চ সিন্দূরৈর্দ্দধি গোরোচনাদিভিঃ ॥ ১০২ ॥

বৃদ্ধ পশু বলিদানে যথাক্রমে তদীয় গুরুজন ও বান্ধবগণের সংহার, অধিকাঙ্গ পশু বলিদানে ধন, হীনাঙ্গ পশু বলিদানে প্রজা, শৃঙ্গভঙ্গ পশু বলিদানে কামিনী ও কাণ পশু বলিদানে ভ্রাতার বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। ৯৬। ৯৭।

ঘণ্টিকা পশু বলিদান করিলে বলিদাতার মৃত্যু হয়, চিত্র মস্তক পশু বলিদানে বলিদাতার নানা বিঘ্ন ঘটে, তাম্রপৃষ্ঠ পশু বলিদানে বলি প্রদাতার বন্ধু বিচ্ছেদ হয়, এবং পুচ্ছ হীন পশু বলিদানে বলিদাতা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ৯৮।

মুনিবর! অথর্ব্ববেদে নর বলিদানের যেরূপ বিধি নিরূপিত আছে, তাহার ব্যতিক্রমে ফল হানি হয়। এক্ষণে সেই বিধান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৯৯।

পিতৃ মাতৃ হীন ব্যাধি বর্জ্জিত বিবাহিত দীক্ষা প্রাপ্ত পরদার গমনে পরাঙ্মুখ অজারজ বিশুদ্ধস্বভাব সৎশূদ্রকুলে সমুৎপন্ন যুবক নিবই

তঞ্চ বর্ষং ভ্রাময়িত্বা চরদ্বারেণ যত্নতঃ
বর্ষান্তে চ সমুৎসৃজ্য দুর্গায়ৈ তং নিবেদয়েৎ ॥ ১০৩ ॥
অষ্টমী নবমী সন্ধৌ দদ্যান্মায়াতি মেবচ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং বলিদানঃ প্রসঙ্গতঃ ॥ ১০৪ ॥
বলিং দত্বাচ স্তুত্বাচ ধৃত্বাচ কবচং বুধঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাং ॥ ১০৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

বলিত্বে নিযোজনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধক ঐরূপ নরের বন্ধুবর্গকে ধন দান করিয়া মূল্যাতিরেকে তাহাকে ক্রয় করিবে। তৎপরে তাহাকে স্নান করাইয়া বস্ত্র চন্দন মাল্য ধূপ সিন্দূর দধি ও গোরোচনাদি দ্বারা তাহাকে বিভূষিত করিবে। ১০০। ১০১। ১০২।

সুবিজ্ঞ সাধক, চর দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক উহাকে একবর্ষ ভ্রমণ করাইয়া বর্ষান্তে ভগবতী দুর্গা দেবীর নিকট উৎসর্গ করত বলিত্বে নিয়োজিত করিবে। ১০৩।

অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিকালে সাধক ঐরূপ বলি প্রদান করিবে। এই আমি তোমার নিকট বলিদান বিধান কীর্ত্তন করিলাম। ১০৪।

সাধক এইরূপে বলিদানান্তর দেবীর কবচ ধারণ ও স্তব পাঠ পূর্ব্বক দেবীকে দণ্ডবৎ ভূতলে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান করিবে। ১০৫।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে চতুঃষষ্টিতমঅধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং মহাভাগ সুধারস পরংবরং।
স্তোত্রঞ্চ কবচং পূজাং ফলং কালং বদ প্রভো। ১।

নারায়ণ উবাচ।

আর্দ্রায়াং বোধযেদ্দেবীং মুলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
উত্তরেনার্চ্চনং কৃত্বা শ্রবণায়াং বিসর্জ্জয়েৎ। ২।
আর্দ্রাযুক্ত নবম্যান্তু কৃত্বা দেব্যাশ্চ বোধনং।
পূজায়াঃ শত বার্ষিক্যাঃ ফলমাপ্নোতি মানবঃ। ৩।
মূলায়াস্তু প্রবেশেন নরমেধ ফলং লভেৎ।
উত্তরে পূজনং কৃত্বা বাজপেয় ফলং লভেৎ। ৪।
কৃত্বা বিসর্জ্জনং দেব্যা শ্রবণায়াঞ্চ মানবঃ।
লক্ষ্মীঞ্চ পুত্র পৌত্রাণাং লভতে নাত্রসংশয়ঃ। ৫।

নারদ কহিলেন মহাভাগ! আমি আপনার নিকট সুধারসতুল্য এই সমস্ত উৎকৃষ্ট বিষয় পরিজ্ঞাত হইলাম, এক্ষণে সেই দেবীর স্তোত্র কবচ পূজাফল ও পূজার কাল শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি কৃপা করিয়া তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১।

নারায়ণঋষি কহিলেন দেবর্ষে! সাধক আর্দ্রা নক্ষত্রে দেবীর বোধন করিবে ও মূলানক্ষত্রে গৃহ প্রবেশ করাইবে এবং উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে অর্চ্চনা করিবে ও শ্রবণানক্ষত্রে বিসর্জ্জন করিবে। ২।

মনুষ্য আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে দেবীর বোধন করিয়া শতবার্ষিকী পূজার ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩।

মূলা নক্ষত্রে দেবীর গৃহ প্রবেশে সাধক নরমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে, ও উত্তরফল্গুনীতে পূজাকরণে সাধকের বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। ৪।

ভুবঃ প্রদক্ষিণং পুণ্যং পূজায়াং লভতেনরঃ।
নক্ষত্র হীনে বর্ষেচেৎ পার্ব্বত্যাশ্চৈবনারদ।৬।
নবম্যাং বোধনং কৃত্বা পক্ষং সংপূজ্য মানবঃ।
অশ্বমেধ ফলং লব্ধা দশম্যাঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৭ ॥
সপ্তম্যাং পূজনং কৃত্বা বলিং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
অষ্টম্যাং পূজনং শস্তং বলিদান বিবর্জ্জিতং ॥ ৮ ॥
অষ্টম্যাং বলিদানেন বিপত্তির্জ্জায়তে নৃণাং।
দদ্যাদ্বিচক্ষণো ভক্ত্যা নবম্যাং বিধিবদ্বলিং ॥ ৯ ॥
বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গাপ্রীতির্ভবেন্নৃণাং।
হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
উৎসর্গকর্ত্তা দাতা চ ছেত্তা পোষ্টা চ রক্ষকঃ।
অগ্রপশ্চান্নিবন্ধা চ সপ্তৈ তে বধভাগিনঃ ॥ ১১ ॥

মনুষ্য শ্রবণা নক্ষত্রে দেবীর বিসর্জ্জন করিয়া লক্ষ্মীর অনুগ্রহ ভাজন ও পুত্র পৌত্রসম্পন্ন হইয়া সুখে কালহরণ করিতে পারে সন্দেহ নাই।৫।

অধিক কি বলিব মানব যদি উক্ত নক্ষত্রহীন বর্ষেও পার্ব্বতীর পূজা করে তাহা হইলে তাহার পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ হয়। ৬।

মনুষ্য নবমীতে ভগবতী দুর্গাদেবীর বোধনান্তে একপক্ষ পূজা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ পূর্ব্বক দশমীতে বিসর্জ্জন করিবে। ৭।

বিচক্ষণ ব্যক্তি সপ্তমীতে দেবীর পূজা করিয়া বলিপ্রদান করিবে। অষ্টমীতে বলিদান বিবর্জ্জিত পূজাই প্রশস্তরূপে কথিত আছে। ৮

অষ্টমীতে বলিদানে সাধক মানবগণের বিপত্তি সংঘটন হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি নবমীতেই ভক্তিযোগে যথাবিধি দেবীকে বলিপ্রদান করিবে। ৯।

বলিদানে দুর্গাদেবীর প্রীতিলাভ হয় বটে কিন্তু হিংসা জন্য যে মানবগণের পাপসঞ্চার হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

উৎসর্গকর্ত্তা, দাতা, ছেত্তা, পোষক, রক্ষক ও অগ্র পশ্চাৎ নিবন্ধা

যো যং হন্তি সতং হন্তি চেতি বেদোক্ত মেবচ।
কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবী পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা॥ ১২ ॥
এবং সংপূজ্য সুরথঃ পূর্ণং বর্ষঞ্চ ভক্তিতঃ।
কবচঞ্চ গলে বদ্ধা তুষ্টাব পরমেশ্বরীং॥ ১৩ ॥
স্তোত্রেণ পরিতুষ্টা সা তস্য সাক্ষাদ্বভূবহ।
স দদর্শ পুরোদেবীং গ্রীষ্মসূর্য্যসম প্রভাং॥ ১৪ ॥
তেজস্বরূপাং পরমাং সগুণাং নির্গুণাং বরাং।
দৃষ্ট্বা তাং কমনীয়াঞ্চ তেজোমণ্ডল মধ্যতঃ॥ ১৫ ॥
স্বেচ্ছাময়ীং কৃপারূপাং ভক্তানুগ্রহ কাতরাং।
পুনস্তুষ্টাব রাজেন্দ্রো ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরঃ॥ ১৬ ॥
স্তবেন পরিতুষ্টা সা সস্মিতা ভক্তিপূর্ব্বকং।
উবাচ সত্যং রাজেন্দ্রং কৃপয়া জগদম্বিকা॥ ১৭ ॥

এই সপ্তজন বলির বধভাগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ১১ ॥

বেদে নিরূপিত আছে যে যাহাকে বিনাশ করে সে তাহার হন্তা হয়। এইজন্য বৈষ্ণব মহাত্মারা বৈষ্ণবীর সাত্ত্বিকী পূজা করিয়া থাকেন॥ ১২ ॥

রাজর্ষি সুরথ পূর্ণসংবৎসর এইরূপে ভক্তিভাবে দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া গলদেশে কবচ ধারণ পূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরীর স্তব করিলেন॥ ১৩ ॥

তখন ভগবতী দুর্গাদেবী সেই স্তোত্রে পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহার নিকট আবির্ভূতা হইলে রাজা সেই গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্না দুর্গাদেবীর সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইলেন॥ ১৪ ॥

নরপতির পুরোভাগে তেজোমণ্ডলমধ্যে সেই তেজঃস্বরূপা নির্গুণা পরমাপ্রকৃতি কমনীয়া দুর্গাদেবী ভক্তানুগ্রহে সগুণা হইয়া প্রকাশমানা হইলে রাজেন্দ্র সুরথ ভক্তিযোগে নতকন্ধরে সেই ভক্তানুগ্রহকাতরা কৃপারূপা স্বেচ্ছাময়ি পরমাপ্রকৃতির স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১৫। ১৬॥

তৎপরে সেই জগদম্বিকে দুর্গাদেবী রাজেন্দ্র সুরথের ভক্তিযোগ-সম-

প্রকৃতিরুবাচ।

সাক্ষাৎ সংপ্রাপ্য মাং রাজন্ বৃণোষি বিভবং বরং।
দদামিতুভ্যং বিভবং সাংপ্রতং বাঞ্ছিতং তব ॥ ১৮ ॥
নির্জ্জিত্য সর্ব্বান্ শত্রূংশ্চ লভ রাজ্যমকন্টকং।
ভবিষ্যসি মহারাজ সাবর্ণিরষ্টমোমনুঃ ॥ ১৯ ॥
দদামি তুভ্যং জ্ঞানঞ্চ পরিণামে নরাধিপ।
ভক্তিং দাস্যঞ্চ পরমে শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ॥ ২০ ॥
বৃণোতি বিভবং যোহি সাক্ষান্মাং প্রাপ্যমন্দধীঃ।
মায়য়া বঞ্চিতঃ সোপি বিষতুল্যামৃতং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং নশ্বর মেবচ।
নিত্যং সত্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণং নির্গুণ মেবচ ॥ ২২ ॥

ম্বিত স্তুতি বাদে পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন রাজন্ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছ, অতএব তুমি ঐশ্বর্য্যলাভরূপ বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার বাঞ্ছিত বিভব প্রদান করিব। ১৭। ১৮।

মহারাজ! এক্ষণে তুমি আমার বরে সমস্ত শত্রু জয় করিয়া নিষ্কন্টকে রাজ্য সুখ সম্ভোগ কর, পরে রাজ্য ভোগাবসানে তুমি আমার এই বাক্যেতে অষ্টম মনুরূপে উৎপন্ন হইবে ॥ ১৯ ॥

রাজন্! পরিণামে আমি তোমাকে জ্ঞান প্রদান করিব তখন তুমি সেই জ্ঞানপ্রভাবে পরম পদার্থ পরমাত্মা কৃষ্ণের দাস্য প্রাপ্ত হইবে। ২০।

যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি আমার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইয়া আমার নিকট বিভব বর বাঞ্ছা করে, মায়া কর্ত্তৃক বঞ্চিত হওয়াতে বিষজ্ঞানে তাহার অমৃত পরিত্যাগ করা হয় ॥ ২১ ॥

নরনাথ! এই আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ নশ্বর, কেবল একমাত্র নির্গুণ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ নিত্য পদার্থ ও সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ২২ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদীনা মহমাদ্যাপরাৎপরা।
সগুণা নির্গুণাচাপি বরা স্বেচ্ছাময়ী সদা ॥ ২৩ ॥
নিত্যানিত্যা সর্ব্বরূপা সর্ব্বকারণ কারণা।
বীজরূপাচ সর্ব্বেষাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ২৪ ॥
পুণ্যে বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে রাসমণ্ডলে।
রাধা প্রণাধিকাহঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ২৫।
অহং দুর্গা বিষ্ণুমায়া বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবতা।
অহং লক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে স্বয়ং দেবী সরস্বতী। ২৬।
সাবিত্রী বেদমাতাহং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকতঃ।
অহং গঙ্গা চ তুলসী সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা। ২৭।
নানাবিধাহং কলয়া মায়য়া সর্ব্বযোষিতঃ।
সাহং কৃষ্ণেন সৃষ্টাচ ভ্রূভঙ্গলীলয়া নৃপ। ২৮।

তুমি আমাকে বিষ্ণু শিবাদির আদ্যা, পরাৎপরা, নির্গুণা, সদা স্বেচ্ছাময়ী ও পরমাপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে, কেবল কার্য্যকালে আমি সগুণা হইয়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকি ॥ ২৩ ॥

জ্ঞানিগণ আমাকে নিত্যা অথচ অনিত্যা, সর্ব্বরূপা, সর্ব্বকারণ কারণা সকলের বীজরূপা মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ২৪।

গোলোকধাম মধ্যগত পবিত্র বৃন্দাবনে রমণীয় রাসমণ্ডলে আমি পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রাণাধিকা শ্রীমতী রাধিকারূপে অধিষ্ঠিতা আছি। ২৫।

আমি দুর্গা বিষ্ণুমায়া ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রীদেবী, সরস্বতীদেবী আমা হইতে ভিন্না নহে, বৈকুণ্ঠে আমিই লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা রহিয়াছি।২৬।

আমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী ও বেদমাতা সাবিত্রীরূপে অবস্থান করি, গঙ্গা তুলসী ও সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা আমার রূপভেদ মাত্র, আমি অংশক্রমে নানারূপে প্রকাশমান হই, আমার মায়াতেই মদীয় অংশে সমস্ত নারীর সৃষ্টি হইয়া থাকে, পরাৎপর কৃষ্ণহইতে আমার উদ্ভব, যে পরমাত্মা কৃষ্ণের

ভ্রূভঙ্গলীলয়া সৃষ্টো যেন পুংসা মহাবিরাট।
যস্য লোম্নাঞ্চ কূপেষু বিশ্বানি সন্তিনিত্যসং। ২৯।
অসংখ্যানি চ তান্যেব কৃত্রিমানি চ মায়য়া।
অনিত্যেষু নিত্যবুদ্ধিং সর্ব্বে কুর্ব্বন্তি সন্ততং। ৩০।
সপ্তসাগর সংযুক্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
তদধঃ সপ্তপাতালাঃ সপ্তলোকাশ্চ তৎপরে। ৩১।
এবং বিশ্বঞ্চ নির্ম্মাণং ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মণাদ্ভুতং।
প্রত্যেকং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ। ৩২।
সর্ব্বেষামীশ্বরঃ কৃষ্ণ ইতি জ্ঞানং পরাৎপরং।
বেদানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ তীর্থানাং তপসাং তথা। ৩৩।
দেবানাঞ্চৈব পুণ্যানাং সারঃ কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ।
তদ্ভক্তিহীনো যো মূঢ়ঃ নচ জীবন্মৃতো ধ্রুবং। ৩৪।

ভ্রূভঙ্গলীলায় মহাবিরাটের উদ্ভব হয় এবং যাঁহার লোমকূপে নিরন্তর নিখিল বিশ্ব অবস্থিত রহিয়াছে সেই পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূভঙ্গলীলায় আমি সমুৎপন্ন হইয়াছি॥ ২৭॥ ২৮॥ ২৯॥

সেই সমস্ত বিশ্ব মায়ারচিত সুতরাং কৃত্রিম, লোক সমুদায় সেই অনিত্য বিশ্বে নিয়তই নিত্যজ্ঞান করিয়া থাকে॥ ৩০॥

সপ্তসাগর সংযুক্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা তন্নিম্নে সপ্তপাতাল ও তৎপরে সপ্তলোক এই সমুদায়ের সমষ্টিই বিশ্ব, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিদ্যমান আছেন॥ ৩১॥ ৩২॥

পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাদি সকলের কর্ত্তা, এবম্বিধ জ্ঞানই পরম জ্ঞানরূপে উক্ত, সেই পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ সমস্ত বেদ ব্রত তীর্থ তপস্যা ও পবিত্র দেবগণের সার বলিয়া কীর্ত্তিত হন, যে

পবিত্রাণি চ তীর্থানি তদ্ভক্ত স্পর্শ বায়ুনা।
তন্মন্ত্রোপাসকশ্চৈব জীবন্মুক্ত ইতি স্মৃতঃ। ৩৫।
মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেণ নর নারায়ণো ভবেৎ।
বিনা জপেন তপসা বিনা তীর্থেন পূজয়া। ৩৬।
মাতামহানাং শতকং পিতৃণাঞ্চ সহস্রকং।
পুংসামেবং সমুদ্ধৃত্য গোলোকং স চ গচ্ছতি। ৩৭।
ইদং জ্ঞানং সারভূতং কথিতং তে নরাধিপ।
মন্বন্তরান্তে ভোগান্তে ভক্তিং দাস্যামি তে হরৌ। ৩৮।
যাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। ৩৯।
অহং য মনুগৃহ্ণামি তস্মৈ দাস্যামি নির্ম্মলাং।
নিশ্চলাং সুদৃঢ়াং ভক্তিং শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি। ৪০।

মূঢ় ব্যক্তি সেই কৃষ্ণভক্তি বিহীন, সে জীবন্মৃত বলিয়া গণ্য হয়।৩৩।৩৪।

আর কৃষ্ণভক্ত সাধুগণের সংস্পর্শের বায়ুতে তীর্থ সমুদায় পবিত্র হয় অধিক কি কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক মহাত্মা জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। ৩৫।

মনুষ্য কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণমাত্র জপ তপস্যা তীর্থসেবা ও পূজা ব্যতিরেকেও নারায়ণতুল্য হইয়া থাকেন॥ ৩৬॥

কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক সাধুব্যক্তি স্বীয় পিতৃকুলের সহস্র পুরুষ ও স্বীয় মাতামহ কুলের শতপুরুষের উদ্ধার করিয়া স্বয়ং সেই নিত্যানন্দময় গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন॥ ৩৭॥

মহারাজ! এই আমি সারভূত জ্ঞান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম মন্বন্তরান্তে তোমার কর্ম্মফলের ভোগাবসান হইলে আমি তোমাকে সুদুর্ল্লভা হরিভক্তি প্রদান করিব॥ ৩৮॥

জীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন শতকোটিকল্পেও ক্ষয় হয় না, জীবগণকে অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।৩৯।

করোমি বঞ্চনাং যং যং তেভ্যো দাস্যামি সম্পদং।
প্রাতঃ স্বরূপাং মিথ্যোতি মায়াঞ্চ ভ্রমরূপিণীং। ৪১।
ইতি তে কথিতং জ্ঞানং গচ্ছ বৎস যথা সুখং।
ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবী তত্রৈবান্তর ধীয়ত। ৪২।
রাজা সংপ্রাপ্য রাজ্যঞ্চ নত্বা তাং প্রযযৌ গৃহং।
ইতি তে কথিতং বৎস দুর্গোপাখ্যানমুত্তমং। ৪৩।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ নারদ সম্বাদে দুর্গোপাখ্যানে প্রকৃতি সুরথ সংবাদে জ্ঞান কথনং নাম পঞ্চষষ্টিতমো ঽধ্যায়ঃ।

রাজন্! আমি প্রসন্না হইয়া যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি তাহাকেই পরমাত্মা কৃষ্ণে নির্ম্মলা, অচলা, সুদৃঢ়া ভক্তি প্রদান করি, আর আমি যে যে ব্যক্তিকে বঞ্চনা করি তাহাদিগকে সম্পদ্ প্রদান করিয়া মলিনা ভ্রমরূপিণী মিথ্যা মায়ায় বদ্ধ করিয়া রাখি। ৪০। ৪১।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট পরম জ্ঞান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি যথাসুখে গমন কর। এই বলিয়া সেই মহাদেবী সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন ॥৪২॥

নরপতি সুরথও দেবী বরে রাজ্যলাভ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। এই আমি তোমার নিকট ভগবতী দুর্গাদেবীর অত্যুত্তম উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। ৪৩।

ইতিশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ নারদ সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে প্রকৃতি সুরথ সংবাদে জ্ঞান কথন নাম পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং সবিশিষ্টং কিঞ্চিদেব হি নিশ্চিতং।
প্রকৃতেঃ কবচং স্তোত্রং ব্রূহি মে মুনিসত্তম। ১।

নারায়ণ উবাচ।

পুরা স্তুতা সা গোলোকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
সংপূজ্য মধুমাসেচ প্রীতেন রাসমণ্ডলে।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে দ্বিতীয়ে বিষ্ণুনা পুরা। ২।
তত্রৈব কালে সা দুর্গা ব্রহ্মণা প্রাণ সঙ্কটে।
চতুর্থে সংস্তুতা দেবী ভক্ত্যাচ ত্রিপুরারিণা। ৩।
পুরা ত্রিপুরযুদ্ধেন মহাঘোরতরে মুনে।
পঞ্চমে সংস্তুতা দেবী বৃত্রাসুরবধে তথা। ৪।
শক্রেণ সর্ব্বদেবৈশ্চ ঘোরেচ প্রাণ শঙ্কটে।
তদা মুনীন্দ্রের্ম্মনুভির্ম্মানবৈঃ সুরথাদিভিঃ। ৫।

নারদ কহিলেন ভগবন্! ভগবতী দুর্গা দেবীর মাহাত্ম্য সমুদায় বিশেষরূপে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সেই পরমা প্রকৃতির কিঞ্চিৎ স্তোত্র কবচ শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহা বর্ণন করিলে আমার শ্রবণপিপাসা বিদূরিত হয়। ১।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন দেবর্ষে! পূর্ব্বে গোলোক ধামে রাসমণ্ডলে পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ মধুমাসে প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে সেই পরমাপ্রকৃতি দুর্গা-দেবীর পূজা করিয়া তাহার স্তব করিয়া ছিলেন। পরে মধুকৈটভ যুদ্ধে বিষ্ণু কর্ত্তৃক সংস্তুতা হন, তৎকালে প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করেন, তৎপরে মহাঘোরতর ত্রিপুর যুদ্ধকালে ত্রিপুরারি দেবাদিদেব তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হন, অতঃপর বৃত্রাসুর বধকালে ঘোর প্রাণ সঙ্কট

সংস্তুতা পূজিতা সা চ কল্পে কল্পে পরাৎপরা।
স্তোত্রঞ্চ শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনং।
সুখদং মোক্ষদং সারং ভবাব্ধি পারকারণং।৬।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ত্বমেব সর্ব্বজননী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
ত্বমেবাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ স্বেচ্ছয়া ত্রিগুণাত্মিকা। ৭।
কার্য্যার্থে সগুণাত্বঞ্চ বস্তুতো নির্গুণা স্বয়ং।
পরব্রহ্মস্বরূপাত্বং সত্যানিত্যা সনাতনী। ৮।
তেজস্বরূপা পরমা ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহা।
সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেসা সর্ব্বাধারা পরাৎপরা। ৯।

উপস্থিত হইলে দেবরাজ সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করেন, তদনন্তর মুনিন্দ্র, মনু ও সুরথাদি মানবগণ প্রতি কল্পে সেই পরাৎপরা পরমা প্রকৃতির স্তব করিয়াছিলেন। যে যে সময়ে যে যে পুরুষ কর্ত্তৃক সেই মহাদেবী পূজিতা ও স্তুতা হইয়াছিলেন তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তাহার সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন সুখমোক্ষপ্রদ ভবাব্ধি পারের কারণ যে সার স্তোত্র তাহা শ্রবণ কর। ২। ৩। ৪। ৫। ৬॥

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে সেই দুর্গা দেবীর এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন, দেবি! তুমি সর্ব্বজননী মূল প্রকৃতি, ঈশ্বরী ও সৃষ্টি বিধান কালে আদ্যাশক্তি বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাক কেবল স্বেচ্ছাক্রমে তুমি ত্রিগুণাত্মিকা হও। ৭।

দুর্গে! তুমি বস্তুতঃ স্বয়ং নির্গুণা, কেবল কার্য্যার্থে সগুণারূপে প্রকাশমানা হও। তুমি পরব্রহ্ম স্বরূপা, সত্যরূপিণী, নিত্যা, সনাতনী, তেজস্বরূপা পরমা প্রকৃতি। ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্থ তোমার মূর্ত্তি প্রকাশ হয়, এবং তুমি সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বাধারা পরাৎপরা বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাক। ৮। ৯।

সর্ব্ববীজ স্বরূপা চ সর্ব্বপূজ্যা নিরাশ্রয়া।
সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বতো ভদ্রা সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলা। ১০।
সর্ব্ববুদ্ধিস্বরূপাচ সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানপ্রদা দেবী সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বভাবিনী। ১১।
ত্বং স্বাহা দেব দানেচ পিতৃদানে স্বধা স্বয়ং।
দক্ষিণা সর্ব্বদানেচ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী। ১২।
নিদ্রাত্বঞ্চ দয়াত্বঞ্চ তৃষ্ণাত্বঞ্চাত্মনশ্চ মে।
ক্ষুৎক্ষান্তিঃ শান্তিরীশাচ কান্তিঃ সৃষ্টিশ্চ শাশ্বতী। ১৩।
শ্রদ্ধা পুষ্টিশ্চ তন্দ্রাচ লজ্জা শোভা দয়া সদা।
সতাং সম্পৎস্বরূপাচ বিপত্তিরসতামিহ। ১৪।
প্রীতিরূপা পুণ্যবতী পাপিনাং কলহাঙ্কুরা।
শশ্বৎকর্ম্মময়ী শক্তিঃ সর্ব্বদা সর্ব্বজীবিনাং। ১৫।

দেবি! তুমি সর্ব্ববীজস্বরূপা, সর্ব্বপূজ্যা, নিরাশ্রয়া, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বতো-ভদ্রা, সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলা, সর্ব্ববুদ্ধি স্বরূপা, সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী, সর্ব্বজ্ঞান দায়িনী ও সর্ব্বভাবিনী নামে বিখ্যাত রহিয়াছ। ১০। ১১।

দেবদ্দেশে দানকালে তুমি স্বাহা পিতৃগণের উদ্দেশে দান কালে স্বধা ও সর্ব্বদানে দক্ষিণা নামে শব্দিতা হও এবং তুমি সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করিতেছ। ১২।

পরমেশ্বরি! তুমি আমার ও নিজেরও নিদ্রা, দয়া, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ক্ষমা, ও শান্তিস্বরূপা, আর তুমি ঈশ্বরী কান্তি ও নিত্যা সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়া থাক। ১৩।

তুমি শ্রদ্ধা, পুষ্টি, লজ্জা, শোভা, দয়া এবং সাধুদিগের সম্পত্তিরূপা ও অসাধুদিগের বিপত্তিরূপা হইয়া অবস্থান করিতেছ। ১৪।

দেবি! তুমি প্রীতিরূপা, পুণ্যবতী, পাপিগণের কলহাঙ্কুরা এবং

দেবেভ্যো স্বপদং দাত্রী ধাতুর্ব্বা শ্রীকৃপাময়ী।
হিতায় সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বাসুর বিনাশিনী। ১৬।
যোগনিদ্রা যোগরূপা যোগধাত্রীচ যোগিনীং।
সিদ্ধিস্বরূপা সিদ্ধানাং সিদ্ধিদা সিদ্ধযোগিনী। ১৭।
মাহেশ্বরী চ ব্রহ্মাণী বিষ্ণুমায়া চ বৈষ্ণবী।
ভদ্রদা ভদ্রকালীচ সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করী। ১৮।
গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবী গৃহদেবী গৃহে গৃহে।
সতাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠাচ নিন্দাত্বমসতাং সদা। ১৯।
মহাযুদ্ধে মহামারী দুষ্টসংহার রূপিণী।
রক্ষাস্বরূপা শিষ্টানাং মাতেব হিতকারিণী। ২০।
বন্দ্যা পূজ্যা স্তুতাত্বঞ্চ ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মণ্যরূপা বিপ্রাণাং তপস্যাচ তপস্বিনাং। ২১।

সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের কল্যাণী শক্তিরূপে সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছ। ১৫।

তুমি কৃপাময়ী, তোমার কৃপায় ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্তৃত্ব ও দেবগণ স্বীয় স্বীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমস্ত দেবের হিতার্থে তুমি সমস্ত অসুরগণের সংহার করিয়াছ। ১৬।

তুমি যোগনিদ্রা, যোগরূপা, যোগধাত্রী, যোগিনী, সিদ্ধিস্বরূপা, সিদ্ধগণের সিদ্ধিদায়িনী ও সিদ্ধযোগিনী নামে কীর্ত্তিতা হও। ১৭।

তুমি মাহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুমায়া, বৈষ্ণবী, ভদ্রদায়িনী, ভদ্রকালী ও সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা আছ। ১৮।

তুমি গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবী ও গৃহে গৃহে গৃহদেবীরূপে অধিষ্ঠান করিতেছ, তোমাকে সর্ব্বদা সাধুগণের কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং অসাধুগণের নিন্দারূপিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ১৯।

তুমি মহাযুদ্ধে মহামারী দুষ্টসংহাররূপিণী ও শিষ্টগণের রক্ষাস্বরূপা, জননীর ন্যায় হিতকারিণী হও। ২০।

বিদ্যা বিদ্যাবতাং ত্বঞ্চ বুদ্ধির্বুদ্ধিম্মতাং সতাং।
মেধাস্মৃতিস্বরূপা চ প্রতিভা প্রতিভাবতাং। ২২॥
রাজ্ঞাং প্রতাপরূপা চ বিশাং বাণিজ্য রূপিণী।
সৃষ্টৌ সৃষ্টিস্বরূপাত্বং রক্ষারূপাচ পালনে। ২৩॥
তথান্তে ত্বং মহামারী বিশ্বস্য বিশ্বপূজিতে।
কালরাত্রির্ম্মহারাত্রির্ম্মোহরাত্রিশ্চ মোহিনী। ২৪॥
দুরত্যয়া মে মায়াত্বং যয়া সংমোহিতং জগৎ।
মায়ামুগ্ধোহি বিদ্বাংশ্চ মোক্ষমার্গং ন পশ্যতি। ২৫।
ইত্যাত্মনা কৃতং স্তোত্রং দুর্গায়া দুর্গনাশনং।
পূজাকালে পঠেদ্যোহি সিদ্ধির্ভবতি বাঞ্ছিতং। ২৬।
বন্ধ্যাচ কাকবন্ধ্যা চ মৃতবৎসাচ দুর্ভগা।
শ্রুত্বাব্দমেকং বর্ষমেকং সুপুত্রং লভতে ধ্রুবং। ২৭।

তুমি সর্ব্বদা ব্রহ্মাদি কর্তৃক বন্দনীয়া, পূজ্যা ও স্তুতা হইয়া থাক, আর তুমি বিপ্রগণের ব্রহ্মণ্যরূপা, তপস্বীগণের তপস্যা, বিদ্বান্‌দিগের বিদ্যা বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি, সাধুগণের মেধা ও স্মৃতিস্বরূপা. প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের প্রতিভা, রাজাদিগের প্রতাপরূপা, বৈশ্যগণের বাণিজ্যরূপিণী, সৃষ্টিবিষয়ে সৃষ্টিরূপা ও পালন বিষয়ে রক্ষারূপা হইয়া থাক। ২১।২২।২৩।

বিশ্বপূজিতে! তুমি বিশ্ব সংহারকালে মহামারী স্বরূপা, এবং তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি ও মোহিনী নাম ধারণ করিয়াছ। ২৪।

দেবি! তুমি আমার দুরত্যয়া মায়া। তোমাকর্তৃক সমস্ত জগৎ মোহিত রহিয়াছে। জ্ঞানবান্‌ব্যক্তিও মায়ারূপিণী তোমাকর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া মোক্ষমার্গ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ২৫।

হে নারদ! পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ সেই পরমাপ্রকৃতি দুর্গাদেবীর এই দুর্গতিনাশন স্তব করিয়াছিলেন। পূজাকালে যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়॥ ২৬॥

কারাগারে মহাঘোরে যো বদ্ধো দৃঢ়বন্ধনে।
শ্রুত্বা স্তোত্রং মাসমেকং বন্ধনান্মুচ্যতে ধ্রুবং। ২৮।
যক্ষ্মাগ্রস্তো গলৎকুষ্ঠী মহাশূলী মহাজ্বরী।
শ্রুত্বা স্তোত্রং বর্ষমেকং সদ্যো রোগাৎ প্রমুচ্যতে। ২৯।
পুত্রভেদে প্রজাভেদে পত্নীভেদেচ দুর্গতঃ।
শ্রুত্বা স্তোত্রং মাসমেকং লভতে নাত্রসংশয়ঃ। ৩০।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ মহারণ্যে রণস্থলে।
হিংস্রজন্তু সমীপে চ শ্রুত্বা স্তোত্রং প্রমুচ্যতে। ৩১।
গৃহদাহে চ দাবাগ্নৌ দস্যু সৈন্যসমন্বিতে।
স্তোত্র শ্রবণমাত্রেণ লভতে নাত্রসংশয়ঃ। ৩২।

বন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা, মৃতবৎসা ও দুর্ভগা নারী একবর্ষ এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে নিশ্চয় বহু সুসন্তান লাভ করিতে পারে॥ ২৭॥

যে ব্যক্তি মহা ঘোরকারাগারে দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হয়, একমাস দুর্গাদেবীর এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে সে নিশ্চয়ই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ২৮।

যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গলৎকুষ্ঠী মহাশূলী ও মহা জ্বরভোগী ব্যক্তি একবর্ষ দুর্গতিনাশিনী দুর্গার এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই দারুণ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ২৯॥

পুত্রভেদ প্রজাভেদ বা পত্নীভেদজন্য মনুষ্য দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া যদি একমাস ভগবতী দুর্গাদেবীর ঐ স্তোত্র শ্রবণ করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার সেই পুত্রাদির সহিত মিলন হয়॥ ৩০॥

রাজদ্বারে, শ্মশানে, মহারণ্যে, রণস্থলে ও হিংস্রজন্তু সমীপে পতিত হইয়া মনুষ্য দুর্গাদেবীর এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে সেই সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩১।

গৃহদাহে, দাবানলে বা দস্যু সৈন্যমধ্যে পতিত হইয়া মনুষ্য যদি দুর্গাদেবীর এই স্তোত্র ভক্তিসহকারে শ্রবণ করে, তৎক্ষণাৎ সে সেই

মহা দরিদ্রো মূর্খশ্চ বর্ষং স্তোত্রং পঠেত্তু যঃ।
বিদ্যাবান্ ধনবাংশ্চৈব সভবেন্নাত্র সংশয়ঃ। ৩৩।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে দুর্গাস্তোত্রং
সম্পূর্ণং।

বিষম বিপত্তি হইতে মুক্তিলাভ করে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩২॥

আর মহাদরিদ্র মূর্খব্যক্তিও একবর্ষ যদি ভগবতী দুর্গাদেবীর এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ সে বিদ্যাবান্ ও ধনবান্ হয়॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
দুর্গোপাখ্যানে দুর্গাস্তোত্র সম্পূর্ণ।

নারদ উবাচ।

ভগবন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞান বিশারদ।
ব্রহ্মাণ্ডমোহনং নাম প্রকৃতেঃ কবচং বদ। ১।

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি হে বৎস কবচঞ্চ সুদুর্ল্লভং।
শ্রীকৃষ্ণেনৈব কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা। ২।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং ধর্ম্মায় জাহ্নবীতটে।
ধর্ম্মেণ দত্তং মহ্যঞ্চ কৃপয়া পুষ্করে প্রভুঃ। ৩।
ত্রিপুরারিশ্চ যদ্ধৃত্বা মধুকৈটভয়োর্ভয়াৎ।
সংজহার রক্তবীজং যদ্ধৃত্বা ভদ্রকালিকা। ৪।
যদ্ধৃত্বা চ মহেন্দ্রশ্চ সংপ্রাপ কমলালয়াং।
যদ্ধৃত্বা চ মহাকালশ্চিরজীবী চ ধার্ম্মিকঃ। ৫।

নারদ কহিলেন মুনিবর! আপনি সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্ব জ্ঞানবিশারদ। এক্ষণে সেই পরমাপ্রকৃতি দুর্গাদেবীর ব্রহ্মাণ্ডমোহন কবচ কীর্ত্তন করুন।১।

নারায়ণঋষি কহিলেন বৎস! পূর্ব্বে পরমাত্মা কৃষ্ণ কৃপা করিয়া ব্রহ্মার নিকট সেই পরমাপ্রকৃতি দুর্গার যে সুদুর্ল্লভ কবচ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ২॥

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা জাহ্নবীতীরে ধর্ম্মের নিকট সেই কবচ বর্ণন করেন পরে ভগবান্ ধর্ম্ম কৃপা করিয়া পুষ্করতীর্থে আমাকে উহা প্রদান করিয়াছেন। ত্রিপুরারি দেবদেব মধুকৈটভের ভয়ে ঐ কবচ কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ভদ্রকালিকা ঐ কবচ ধারণ করিয়া রক্তবীজকে বিনাশ করিয়াছেন॥ ৩॥ ৪॥

দুর্ব্বাসার অভিশাপে যখন দেবরাজ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন তখন ঐ কবচ ধারণ করিয়া কমলা লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ধার্ম্মিকবর

যদ্ধৃত্বা চ মহাজ্ঞানী নন্দী সানন্দ পূর্ব্বকং
যদ্ধৃত্বা চ মহাযোদ্ধা বাণঃ শত্রু ভয়ঙ্করঃ । ৬ ।
যদ্ধৃত্বা শিবতুল্যশ্চ দুর্ব্বাসা জ্ঞানিনাং বরঃ ।
ওঁ দুর্গেতি চতুর্থ্যন্তং স্বাহান্তো মে শিরোবতুঃ । ৭ ।
মন্ত্রঃ ষড়ক্ষরোঽয়ঞ্চ ভক্তানাং কল্পপাদপঃ ।
বিচারো নাস্তি বেদেচ গ্রহণেচ মনোর্ম্মনে । ৮ ।
মন্ত্রগ্রহণ মাত্রেণ বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ ।
মম বক্ত্রং সদাপাতু ওঁ দুর্গায়ৈ নমোঽন্ততঃ । ৯ ।
ওঁ দুর্গে রক্ষেতি মন্ত্র কটিং পাতু সদা মম ।
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি মন্ত্রোঽয়ং স্কন্ধং পাতু নিরন্তরং । ১০ ।
শ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ইতি পৃষ্ঠঞ্চ পাতু মে সর্ব্বতঃ সদা ।
হ্রীঁ মে বক্ষস্থলং পাতু তথেশান্যাং শিবপ্রিয়া । ১১ ।

মহাকাল ঐ ব্রহ্মাণ্ডমোহন কবচ ধারণে চিরজীবী হইয়াছেন ॥ ? ॥

শিবানুচর নন্দী সানন্দে ঐ কবচ ধারণে মহাজ্ঞানী ও বাণরাজা ঐ কবচ ধারণে শত্রুগণের নিকটে ভয়ঙ্কর মহা যোদ্ধা হন আর অধিক কি বলিব জ্ঞানি প্রবর দুর্ব্বাসা ঐ কবচ ধারণ করিয়া শিবতুল্য হইয়াছিলেন। ওঁ দুর্গায়ৈস্বাহা-এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। এই ষড়ক্ষর মন্ত্র ভক্তগণের কল্পতরুস্বরূপ। এই মন্ত্র গ্রহণে বেদে বিচার মাত্র নাই অতএব অবিচারিত চিত্তে উহা গ্রহণীয় ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

ওঁ দুর্গায়ৈনমঃ—এই মন্ত্র গ্রহণ মাত্র মনুষ্য বিষ্ণুতুল্য হয়। এই মন্ত্র আমার মুখমণ্ডল রক্ষা করুন। ৯।

ওঁ দুর্গে রক্ষ—এই মন্ত্র সদা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এইমন্ত্র নিরন্তর আমার স্কন্ধ রক্ষা করুন। ১০।

শ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ এই মন্ত্র—সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন এবং

ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পাতু সর্ব্বাঙ্গং স্বপ্নে জাগরণে তথা।
প্রাচ্যাং মাং পাতু প্রকৃতিঃ পাতু বহ্নৌচ চণ্ডিকা। ১২।
দক্ষিণে ভদ্রকালীচ নৈঋতে চ মহেশ্বরী।
বারুণে পাতু বারাহী বায়ব্যাং সর্ব্বমঙ্গলা। ১৩।
উত্তরে বৈষ্ণবী পাতু তথৈশান্যাং শিবপ্রিয়া।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে পাতু মাং জগদম্বিকা। ১৪।
ইতি তে কথিতং বৎস কবচঞ্চ সুদুর্ল্লভং।
যস্মৈকস্মৈ ন দাতব্যং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ। ১৫।
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কার চন্দনৈঃ।
কবচং ধারয়েদ্যস্তু সোপি বিষ্ণুর্নসংশয়ঃ। ১৬।
স্নানেচ সর্ব্বতীর্থানাং পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণে।
যৎফলং লভতে লোক স্তদেতদ্ধারণে মুনে। ১৭।

হ্রীঁ এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন এবং ঈশানদিকে শিবপ্রিয়া আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ১১।

ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ— এই মন্ত্র স্বপ্নে জাগরণে আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন এবং প্রকৃতি আমাকে পূর্ব্বদিকে ও চণ্ডিকা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে অগ্নি-কোণে রক্ষা করুন ।। ১২ ।।

ভদ্রকালী আমাকে দক্ষিণে, মাহেশ্বরী নৈঋতে, বারাহী বারুণে, সর্ব্ব-মঙ্গলা বায়ুকোণে, বৈষ্ণবী উত্তরে, শিবপ্রিয়া ঈশানদিকে ও জগদম্বিকা আমাকে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে রক্ষা করুন। ১৩। ১৪।

হে নারদ! এই আমি ভগবতী দুর্গাদেবীর সুদুর্ল্লভ কবচ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, যে কোন ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করা ও যে কোন ব্যক্তির নিকট ইহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ১৫।

যে ব্যক্তি বস্ত্র অলঙ্কার ও চন্দনদ্বারা বিধি পূর্ব্বক গুরুর অর্চ্চনা করিয়া

পঞ্চলক্ষজপে নৈব সিদ্ধিমেতদ্ভবেৎ ধ্রুবং।
লোকশ্চ সিদ্ধিকবচং নাস্ত্রং বিধ্যতি সঙ্কটে। ১৮।
ন তস্য মৃত্যুর্ভবতি জলে বহ্নৌ বিশেৎ ধ্রুবং।
জীবন্মুক্তো ভবেৎসোপি সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরঃ স্বয়ং। ১৯।
যদিস্যাৎ সিদ্ধ কবচো বিষ্ণুতুল্যো ভবেৎ ধ্রুবং।
কথিতং প্রকৃতেঃ খণ্ডং সুধাখণ্ডাৎ পরং মুনে। ২০।
যা এব মূলপ্রকৃতির্যস্যাঃ পুত্রো গণেশ্বরঃ।
কৃত্বা কৃষ্ণব্রতং সাচ লেভে গণপতিং সুতং। ২১।
স্বাংশেন কৃষ্ণো ভগবান বভূব চ গণেশ্বরঃ।
শ্রুত্বা চ প্রকৃতেঃ খণ্ডং সুশ্রবঞ্চ সুধোপমং। ২২।

এই কবচ ধারণ করেন তিনি বিষ্ণুতুল্য হন সন্দেহ মাত্র নাই। ১৬।

সর্ব্বতীর্থে স্নান ও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে যে ফল হয়, মনুষ্য এই কবচ ধারণে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। ১৭।

এই কবচ পঞ্চলক্ষ জপ করিলে মনুষ্য নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে এই কবচ সিদ্ধ ব্যক্তি শঙ্কটে ও অস্ত্রাঘাতে বিদ্ধ হয় না। ১৮।

আর জলে অনলে ও বিষে সেই কবচসিদ্ধ ব্যক্তির নিশ্চয় মৃত্যু হয় না। সেই ব্যক্তি সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ১৯।

যদি মনুষ্য সিদ্ধ কবচ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় সে বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকে। এই আমি সুধাখণ্ড হইতেও উৎকৃষ্ট প্রকৃতিখণ্ড তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ২০।

গণেশ জননী মূলপ্রকৃতি ভগবতী দুর্গাদেবী পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণের ব্রত অবলম্বন করিয়া তৎপ্রসাদে গণপতিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ স্বীয় অংশে গণেশ্বররূপে সমুৎপন্ন হন, মনুষ্য সুধার সোপান শ্রুতিমধুর প্রকৃতিখণ্ড শ্রবণ করিয়া শ্রাবয়িতা ব্রাহ্মণকে দধ্যন্ন

ভোজয়িত্বা চ দধ্যন্নং তস্মৈ দদ্যাচ্চ কাঞ্চনং।
সবৎসাং সুরভীং রম্যাং দদ্যাচ্চ ভক্তিপূর্ব্বকং। ২৩।
বর্দ্ধতে পুত্র পৌত্রাদির্যশস্বী তৎপ্রসাদতঃ।
লক্ষ্মীর্ব্বসতি তদ্গেহে হ্যন্তে গোলোক মাপ্নুয়াৎ। ২৪।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদসম্বাদে
প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে প্রকৃতি কবচং নাম
ষট্ ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং প্রকৃতিখণ্ডঃ।

ভোজন করাইয়া ভক্তিসহকারে তাহাকে কাঞ্চন ও সুরম্যা সবৎসা ধেনু দান করিবে। এইরূপে প্রকৃতিখণ্ড শ্রবণ করিলে সেই ব্যক্তি তৎপ্রসাদে যশস্বী হয়, তাহার পুত্র পৌত্রাদির বৃদ্ধি হইতে থাকে। কমলা তাহার গৃহে অচলা হন এবং পরিণামে সে গোলোকধামে গমন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ২১। ২২। ২৩। ২৪॥

ইতিশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সংবাদে প্রকৃতিখণ্ডে
দুর্গোপাখ্যানে প্রকৃতি কবচনাম ষট্ ষষ্টিতমোঽধ্যায়
সম্পূর্ণ।

প্রকৃতিখণ্ডসমাপ্ত।